কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত

চণ্ডীমঙ্গল

শ্রীসুকুমার সেন
সম্পাদিত

ভূমিকা পাঠান্তর ও মন্তব্য এবং শব্দার্থ সংবলিত

সাহিত্য অকাদেমি
নয়া দিল্লী

© শ্রীসুকুমার সেন

প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬২

সাহিত্য অকাদেমি
রবীন্দ্র ভবন ৩৫ ফিরোজশাহ রোড নয়াদিল্লী ১
ব্লক ৫বি রবীন্দ্র স্টেডিয়াম কলিকাতা ২৯
২১ হ্যাডোস রোড মাদ্রাজ
১৭২ নইগাঁও ক্রশ রোড বোম্বাই ১৪

প্রচ্ছদ : শ্রীঅধর লস্কর

শ্রীঅপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম. এ. কর্তৃক গ্রন্থপরিক্রমা প্রেস ৩০/১বি কলেজ রো কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত
সাহিত্য অকাদেমি নয়াদিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত

অপরিকলিতপূর্ব্বং যশ্‌ চমৎকারকারী
হাক্বত সুভগম্‌ এতন্‌ মঙ্গলং চিত্রগীতম্‌ ।
ভুবিচরদিবিষদ্‌ভিস্‌ সঙ্গতং বৈ বনান্তে
সহৃদয়সুমনোভির্‌ বন্দনীয়ো মুকুন্দঃ ॥

অগ্রেসরতরশ্‌ চাস্মিন্‌ কর্ত্তব্যে নবকর্ম্মণি ।
অম্বিকাচরণোপান্তে গুপ্তায় মামকী নতিঃ ॥

জহর-জকির-রাধাকৃষ্ণজুষ্টে সুশিষ্টে
সদসি শিরসি ধার্য্যে বাগ্‌বিধৌ ভারতীয়ে ।
দিশি দিশি শ্রুতকীর্ত্তিং শ্রীসুনীতিং দ্বিজাগ্র্যম্‌
অপি চ রসিকবর্গং যাচে তে হ্যধিরুবন্তু ॥

স্বস্তুতাম্‌ ঈপ্‌সমানেন
কুশলং সমবাপ্তয়ে ।
মানসং তদ্‌ ইদং প্রীতি-
রসেন সফলং কৃতম্‌ ॥

বেদাঙ্গনিধিবিদ্যাঙ্ক-সমায়াং শকভূপতেঃ ।
কৃতিস্‌ এষা মুকুন্দস্য প্রণীতা নবকর্ম্মণা ॥

১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা—আমার দেখা পুথির মধ্যে তারিখযুক্ত প্রাচীনতম—চণ্ডীমঙ্গলের পুথি অবলম্বনে এই সংস্করণের পাঠ গৃহীত হইয়াছে। সংস্করণটিকে একটি definitive edition ধরা যাইতে পারে। গৃহীত পাঠই যে মুকুন্দের কাব্যের মূল পাঠ সে দাবি করি না, করাও যায় না। তবে মুকুন্দের কাব্যের মূল রূপ সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তভাগে কেমন দাঁড়াইয়া ছিল তাহার স্পষ্ট ধারণা ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। ভাষায়, বিশেষ করিয়া শব্দ ব্যবহারে, প্রাচীনত্ব পরিস্ফুট। রচনার মধ্যে পরিবর্জনের চিহ্ন আছে, তাহা পাঠান্তরে দেখানো গিয়াছে। অল্পস্বল্প পরিবর্তনের ইঙ্গিতও আছে, তাহা মন্তব্যে দেখাইয়াছি।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর মূল পাঠ আবিষ্কার করিবার চেষ্টায় আমি প্রায় চল্লিশ বছর ধরিয়া নিযুক্ত ছিলাম। ১৯৬৪ সালের আগে পর্যন্ত এ কাজে ধারাবাহিক মনঃসংযোগ করিতে পারি নাই। সাহিত্য অকাদেমির উদ্যোগে, বিশেষ করিয়া তদানীন্তন সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনির উৎসাহে, কয়েক বছর ধরিয়া একটানা মনঃসংযোগ করিয়া কাজটি শেষ করিতে পারিয়াছি। বলা বাহুল্য মুকুন্দের কাব্যের মূল রূপ আবিষ্কার করিতে পারি নাই, তবে সে রূপ যে কেমন ছিল তাহার আদল প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করি। এই সংস্করণ পড়িলে কাহার কতটুকু লাভ হইবে তাহা বলিতে পারি না, শুধু বলিব যে চণ্ডীমঙ্গল ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া আমার লাভ হইয়াছে এইটুকু জ্ঞান যে রবীন্দ্রনাথের আগে এমন দক্ষতায় আমাদের ভাষা আর কোন লেখক বিশুদ্ধ সাহিত্যরচনায় ব্যবহার করেন নাই।

চণ্ডীমঙ্গলের পাঠসমাধানে হাত দিয়া আমি শিল্পী-শ্রেষ্ঠ নন্দলাল বসু মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলাম তাঁহার গুরু অবনীন্দ্রনাথের মতো তিনিও যেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দের কাব্যকাহিনী অবলম্বনে দুই একটি ছবি আঁকিয়া দেন। (ইতিপূর্বে তিনি বর্ধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিত রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাহিনীর কয়েকটি ছবি অনুগ্রহ করিয়া আঁকিয়া দিয়াছিলেন, সেই সাহসে এই অনুরোধ করিয়াছিলাম।) তাঁহার অঙ্কিত সেই ছবিগুলি এই গ্রন্থের মর্যাদা বাড়াইয়াছে।

পুথি মিলাইবার কাজে আমি নানা সময়ে দুই চার জনের কাছে অল্পস্বল্প সাহায্য পাইয়াছিলাম। তাহা আমি স্মরণ করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজ আমাকে একলাই চালাইতে হইয়াছে। সুতরাং বইটির দোষ ত্রুটির দায়িত্ব আমারই। কাজটি শেষ করিতে যত না কষ্ট করিয়াছি তাহার চতুর্গুণ উদ্বেগ পাইয়াছি প্রকাশপ্রযত্নে। যাই হোক, সব ভালো যার শেষ ভালো॥

সূচীপত্র

ভূমিকা ১—৩৬

চণ্ডীমঙ্গল

প্রথম দিবস : দিবা

স্থাপনা : বন্দনা ১ কবিত্বের বিবরণ ৩

প্রথম দিবস : নিশা

দেব-খণ্ড : আবাহন ও সৃষ্টিকথা ৫ সতীর কথা ৮ উমার কথা ১৪

দ্বিতীয় দিবস : দিবা

দেব-খণ্ড : উমার সংসার ২৪ উমার সংসারত্যাগ ২৭ কলিঙ্গ-অরণ্যে প্রতিষ্ঠা ২৮ নীলাম্বরের শাপপ্রাপ্তি ৩২

আখেটিক-খণ্ড : কালকেতুর জন্ম ৩৮

তৃতীয় দিবস : দিবা

আখেটিক-খণ্ড : কালকেতুর বিবাহ ৪২ কালকেতুর সংসার ৪৪ অরণ্যে পশুর দুরবস্থা ৪৯ কালকেতুকে দেবীর ছলনা ৫৩ কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি ৬৩

তৃতীয় দিবস : নিশা

আখেটিক-খণ্ড : গুজরাট-স্থাপনের উদ্যোগ ৬৪ নগরস্থাপন ৭৫

চতুর্থ দিবস : দিবা

আখেটিক-খণ্ড : ভাঁড়ুদত্ত ৮২ গুজরাট আক্রমণ ৮৬ কালকেতুর পরাজয় ও বন্ধন ৯৩ পরিত্রাণ ৯৯ নীলাম্বরের শাপমোচন ১০৫

চতুর্থ দিবস : নিশা

বণিক-খণ্ড : রত্নমালার শাপপ্রাপ্তি ১০৮ খুল্লনার জন্ম ১০৯ পায়রা-বাজি ১১১ খুল্লনার বিবাহপ্রস্তাব ১১২ বিবাহ ১১৯ শুক-সারির কথা ১২৩ ধনপতির গৌড়-যাত্রা ১২৭

পঞ্চম দিবস : দিবা

বণিক-খণ্ড : খুল্লনার নির্যাতন ১২৮ ছাগল চরানো ১৩৬ দেবীর অনুগ্রহ ১৪১

পঞ্চম দিবস : নিশা

বণিক-খণ্ড : ধনপতির প্রত্যাবর্তন ১৪৮ সংসারসুখ ১৫৪

ষষ্ঠ দিবস : দিবা

বণিক-খণ্ড : খুল্লনার উৎসব ১৬৮ মালাধরের শাপপ্রাপ্তি ১৭০ স্বজাতির ঘোঁট ১৭৩ খুল্লনার পরীক্ষা ১৮০ ধনপতির সিংহলযাত্রার প্রস্তাব ১৮৭

ষষ্ঠ দিবস : নিশা

বণিক-খণ্ড : ধনপতির সিংহলযাত্রা ১৯২ পথের অভিজ্ঞতা ১৯৬ কমলে-কামিনী দৃশ্য ২০০ ধনপতির নিগ্রহ ২০৬ শ্রীপতির জন্ম ২০৯

সপ্তম দিবস : দিবা

বণিক-খণ্ড : শ্রীপতির বাল্যকথা ২১১ সিংহল-যাত্রার উদ্যোগ ২২২

সপ্তম দিবস : নিশা—জাগরণ

বণিক-খণ্ড : শ্রীপতির সিংহল-যাত্রা ২২৮ সপ্তগ্রাম অবধি পথ ২২৯ সপ্তগ্রাম হইতে মগরা ২৩২ সগর-বংশের উপাখ্যান ২৩৪ নীলগিরির কথা ২৩৮ সেতুবন্ধের ঘটনা ২৩৯ সেতুভঙ্গের ঘটনা ২৪২ কমলে-কামিনী দৃশ্য ২৪২ সিংহলে শ্রীপতির নিগ্রহ ২৫০ শ্রীপতির পরিত্রাণে দেবীর উদ্যোগ ২৫৫ সিংহলের রাজার নতিস্বীকার ২৬৫

অষ্টম দিবস : দিবা

বণিক-খণ্ড : ধনপতির উদ্ধার ২৭৫ পিতাপুত্রের মিলন ২৭৮ রাজকন্যার সহিত বিবাহ ২৮১ দেশে ফিরিবার ব্যাকুলতা ২৮২ সিংহল-ত্যাগ ২৮৮ দেশে প্রত্যাবর্তন ২৯১ রাজসভায় সঙ্কট ২৮৫ দেবীর আনুকূল্য ও শ্রীপতির দ্বিতীয় বিবাহ ২৯৩ প্রথম পত্নীর দুঃখ ২৯৬ অষ্টমঙ্গলা ২৯৭ কলিকালের পাপাচার ২৯৯ হরিনাম-মাহাত্ম্য ৩০০ খুল্লনার ও সস্ত্রীক শ্রীপতির শাপমোচন ৩০১ দেবীর কৈলাসে প্রত্যাবর্তন ৩০২

পরিশিষ্ট

গঙ্গা-বন্দনা ৩০৫

পাঠান্তর ও মন্তব্য

রাম-বন্দনা ৩০৮ সদাশিব-বন্দনা ৩০৬ ভগবতী-বন্দনা ৩০৭ শুকদেব-বন্দনা ৩০৮ দিক্-বন্দনা ৩০৮ সূর্য-বন্দনা ৩১০ বংশ-পরিচয় ৩১১ দক্ষযজ্ঞের পর ৩১৪ শিবের ধামালি ৩১৬ বিজু-বন পত্তন ৩১৮ ইন্দ্রের শিব-পূজা ৩১৯ কালকেতুর মৃগয়া ৩২০ পশুগণের গোহারি ৩২১ প্রতিকার ৩২২ কালকেতুর হতাশা ৩২৩ দেবীর শতনাম ৩২৫ কালকেতুর ভক্তি ৩২৬ হাট হইতে দ্রব্য আনয়ন ৩২৭ বেরুনিয়াদের নাম ৩২৭ বন-কাটা ৩২৮ কালকেতুর যুদ্ধসজ্জা ৩৩২ কালকেতুর যুদ্ধ ৩৩৩ পায়রার তালিকা ৩৩৫ সারির খেদ ৩৩৬ প্রহেলিকা ৩৩৮ খুল্লনার সন্তাপ ৩৪০ ধনপতির গৃহপ্রত্যাগমন ও বিস্ময় ৩৪১ খুল্লনার স্বামিসন্দর্শন ৩৪১ পলো পরীক্ষা ৩৪৫ জৌঘর ৩৪৬ খুল্লনার অরুচি ৪৪৮ সাধ-ভক্ষণ ৪৪৯ সাধে উপহার ৪৫০ লহনার ক্ষোভ ৪৫০ শ্রীমন্তের শিক্ষা ৪৫১ শ্রীমন্তের পিতৃদর্শনেচ্ছা ৪৫২ উজানি-সিংহল যাত্রাপথ ৩৫৩ শ্রীমন্তের টোপর ফেলা ৩৫৪ বাঙ্গাল-কাঁদন ৩৫৬ শ্রীমন্তের চৌতিশা ৩৫৭ পিতাপুত্রের মিলন ৩৫৯ গজেন্দ্র-মোক্ষণ ৩৬০ বিষ্ণুদূত-যমদূতের ঝগড়া ৩৬০ কৈলাসে রিপোর্ট ৩৬১ আদর্শ পুথির পুষ্পিকা ৩৬২ ফলশ্রুতি ৩৬৩

শব্দার্থ ৩৬৫

চিত্র-সূচী

১ আদর্শ পুথির একটি পৃষ্ঠা
২ মাধবপুর পুথির একটি পৃষ্ঠা
৩ মাধবপুর পুথির আর একটি পৃষ্ঠা
৪ কালিকাপুর পুথির একটি পৃষ্ঠা
৫ কালিকাপুর পুথির আর একটি পৃষ্ঠা
৬ নন্দলাল বসু অঙ্কিত । 'চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে'
৭ নন্দলাল বসু অঙ্কিত । 'হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা'
৮ নন্দলাল বসু অঙ্কিত । 'নবদলে শশিমুখী - উগারি গিলিছে করিবরে'
৯ একটি চিত্রিত পুথির পৃষ্ঠাংশ । 'ছাগ রাখ্যা খাই ভাত'
১০ রামজয়-সংস্করণের চিত্র । 'নিজ মূর্তি ধরিতে অভয়া কৈল মন'
১১ রামজয়-সংস্করণের চিত্র । 'কমল কুঞ্জর কান্তা দেখি সদাগর'
১২ রামজয়-সংস্করণের চিত্র । 'হাথে হাতে শ্রীমন্তে করিল সমর্পণ'
১৩ রামজয়-সংস্করণের চিত্র । 'ধীরে ধীরে জায় রামা লইয়া ছাগল'
১৪ রামজয়-সংস্করণের চিত্র । 'শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বসিলা ভবানী'

ভূমিকা

১

পাঠ ও পাঠোদ্ধার

কালিদাসের কাব্যের অনেক ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল। তবুও কেন যে মল্লিনাথ সঞ্জীবনী টীকা লিখিতে গেলেন তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। ১৭৪৫ শকাব্দ (১৮২৩-২৪) থেকে এ পর্যন্ত কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যের অনেক "সংস্করণ" বাহির হইয়াছে, তবুও কেন যে এই পাঠ (অর্থাৎ সংস্করণ) প্রস্তুত করিলাম তাহার কৈফিয়ৎ আমিও দিই। আমার প্রচেষ্টা দুর্ব্যাখ্যা-বিষমূর্ছা থেকে উদ্ধার নয়, দুষ্পাঠের কুয়াসা-ঘোচানো এবং কুপাঠের জঞ্জালমোচন।

এই প্রায় দেড় শ বছরের মধ্যে মুকুন্দের কাব্য অনেকবার মুদ্রিত হইয়াছে, প্রচলিত কথায় বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছে। কিন্তু এগুলির মধ্যে দুই তিনটি ছাড়া কোনটিরই পাঠ অনেক ক্ষেত্রেই সংশয়মুক্ত নয়, কখনো কখনো একেবারে অবোধ্য। বোঝা যায়, সে সব ছাপা গ্রন্থের পাঠ প্রয়োজন মতো পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। দুই একটি ছাড়া কোন সংস্করণই একটি-দুইটি নির্দিষ্ট পুথির উপর নির্ভর করিয়া প্রস্তুত বলিয়া উল্লিখিত নয়, এবং সে দুই-একটি সংস্করণেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের পুথির পাঠই প্রদত্ত হইয়াছে। অবশ্য একথা মানিতে হয় যে পুথি অর্বাচীন হইলেই যে পাঠ অর্বাচীন সুতরাং অগ্রাহ্য হইবে এমন কথা নয়। কোন পদে কোন শব্দের বা শব্দাবলীর আধুনিক বানান দেখিলেই যে তাহা সরাসরি পরিত্যাগ করিতে হইবে তাও বলা চলে না। কিন্তু এমন অনেক পাঠ পাওয়া যায় যা আপাতদৃষ্টিতে নবীন নয় অথচ আসলে অত্যন্ত আধুনিক। গায়কের (চণ্ডীমঙ্গলের ভালো পুথিগুলি অধিকাংশ গায়কের প্রয়োজনে লেখা,) অথবা লিপিকরের (চণ্ডীমঙ্গলের পুথি যাঁহারা লিখিতেন তাঁহারা নিতান্ত মূর্খ ছিলেন না,) অজানা শব্দ সঙ্গত কারণেই পুথিতে প্রচলিত অথবা অনুমিত প্রতিশব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই সব অজ্ঞান-জনিত বিকৃতি ও পরিবর্তন, প্রামাণিক পাঠ পাইলে, অগ্রাহ্য করিতে হয়। একটা উদাহরণ দিই। যে ডাবরে (আশা করি তরল দ্রব্যের আধার ধাতুপাত্র "ডাবর" এখনই অপরিচিত হইয়া পড়ে নাই,) অনেক সময় কুলকুচা করা হইত অথবা উদ্গার ফেলা হইত বলিয়া সেই কাজে তাহা ষোড়শ শতাব্দীতে "উলটি ডাবর" (অথবা "আলবাটি") নামে উল্লিখিত হইত। এখানে "উলটি" শব্দের অর্থ সংস্কৃত "উদ্গীর্ণ"। শব্দটির আরও একটি আনুষঙ্গিক এবং বহুব্যবহৃত অর্থ ছিল "পরিবর্তিত"। পরবর্তী কালের গায়ক-লিপিকরের প্রথম অর্থটি জানা ছিল না দ্বিতীয়টি ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় অর্থটিকে এখানে খাপখাওয়ানো যায় না। সুতরাং সকলের বুঝিবার জন্য "উলটি" পরিবর্তিত হইল সমার্থক "ফিরিয়া" দিয়া।[1] আহারের পর "ফিরিয়া ডাবরে সাধু কৈল আচমন," এই পাঠ পুথিতে ও ছাপা বইয়ে যথেষ্ট মিলিয়াছে। ভালো কোন কোন পুথিতে এবং সংস্করণে খাঁটি পাঠ পাই—"উলটি ডাবরে সাধু কৈল আচমন"। (উলটি বিশেষণ দিবার কারণ ছিল, ডাবরের মতো আধারে ডাল ও অন্য তরল ব্যঞ্জনও ঢালা হইত।) আধুনিক কালের ছাপমারা "পণ্ডিত" ব্যক্তি সম্পাদিত কোন কোন সংস্করণেও পাঠভ্রান্তির ফলে বিচিত্র বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন, কোন এক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত সংস্করণে ছাপা হইয়াছে, শিশু শ্রীপতির শৈশববেশের বর্ণনায়—"বর্ণমালা দোলে গলে"। সম্পাদকের খেয়াল হয় নাই যে সেকালে কিণ্ডারগার্টেন ছিল না, সুতরাং বর্ণমালা লইয়া খেলাধূলার সৃষ্টি হয় নাই, গলায় বর্ণমালার (alphabet) মালা দোলানো তো দূরের কথা (বোধ করি এ বিচিত্র ভাবনা এখনো কোন শিশুশিক্ষা-বিশারদ পণ্ডিতের মনে উদিত হয় নাই)। আসলে পাঠ

হইল "বন্যমালা দোলে গলে"। বন্যমালা মানে "বনমালা"।[১] বাংলা পুথি পড়ায় যাঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা জানেন যে 'ন্য, ণ্য, র্ণ' তিনটি অক্ষরই লিপিকরের কলমে একই রূপ পাইত—'ন্তু, র্ন্তু'।

কবিকঙ্কণ-চক্রবর্তী মুকুন্দ[২] প্রাচীন কবি। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। কবির জীবৎকালে অবশ্যই তাঁহার কাব্য সাদরে বহুবার গীত এবং অনুলিখিত হইয়াছিল। কাব্যটির সমাদর কালক্রমে বাড়িয়াই গিয়াছিল—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অবধি। একারণে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের পুথি দুর্লভ নয়। তবে আফশোসের বিষয় এই যে প্রাপ্ত পুথির পনের আনারও বেশী ভাগই অল্পবিস্তর খণ্ডিত, সুতরাং অসম্পূর্ণ। পুথির শেষপাতা না থাকিলে লিপিকাল জানা যায় না। কোন কোন পুথিতে আবার লিপিকালের উল্লেখ নাই। এমন অবস্থায় পুথির লিপিকাল-নির্ণয় অনুমানসাধ্য হয়। সে অনুমান নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর,—লিপিছাঁদ, কাগজের প্রকৃতি ও উপাদান, এবং কালির রঙ ও তরলতা। বাংলা অক্ষর ষোড়শ-সপ্তদশ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত—অর্থাৎ ছাপার অক্ষর পরিচিত হইবার আগে পর্যন্ত—আঞ্চলিক ও ব্যক্তিগত লেখনী-চালনার ভঙ্গি স্বীকার করিলেও—প্রায় একই ছাঁদের ছিল, এবং প্রযত্নে লেখার ও অযত্নে লেখার বিভিন্ন ছাঁদ যুগপৎ চলিত ছিল। সুতরাং লিপিছাঁদের উপর খুব নির্ভর করা যায় না। তবে কাগজের উপর কিছু পরিমাণে নির্ভর করা যায়, কেননা পাতলা মাড়ের কাগজ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের আগে দেখা যায় নাই এবং উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতেই কলের কাগজ ব্যবহারে আসিয়াছিল। কালির ঔজ্জ্বল্য ও জলীয়তা ধরিয়া অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর পার্থক্যবিচার করা যায় না। সুতরাং লিপিকাল না থাকিলে পুথির প্রাচীনত্ব নিঃসন্দিগ্ধ নয়।

দীর্ঘকাল ধরিয়া কবিকঙ্কণের কাব্যের পুথির সন্ধানে ও তাহার অনুশীলনে ব্যাপৃত আছি। সমসাময়িক পুথি নাই, সুতরাং মূল পাঠে পৌঁছিবার সরাসরি উপায় নাই। অতএব এখন আসল পাঠ উদ্ধারের কথা উঠে না। আমি চেষ্টা করিয়াছি—প্রাপ্ত পাঠাবলির মধ্যে প্রাচীনতম পাঠ কল্পনা করিতে নয়, নির্ণয় করিতে। আপাতত তাহাতেই খাঁটি পাঠের কাজ চালাইতে হইবে। আমার সন্ধানে যে পুথি প্রাচীনতম বলিয়া লব্ধ হইয়াছে তাহাই আমি আদর্শ ধরিয়া নির্ভর করিয়াছি এবং ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ অপর কয়েকটি পুথির সাহায্য লইয়াছি। প্রাচীনতম পুথিটির লিপিসমাপন-কাল ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দ। সহযোগী প্রধান প্রধান পুথির মধ্যে একটির শেষাংশ নাই, সুতরাং লিপিকাল অজ্ঞাত। আর একটিতে প্রথমার্ধ নাই শুধু শেষার্ধ, এটির লিপি-সমাপ্তিকাল ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ। আর দুইটি সহযোগী ভালো পুথির মধ্যে একটির শেষ কয় পাতা পাওয়া যায় নাই, এবং অপরটির লিপিকাল ১২০০ সাল। সহযোগী প্রধান পুথিগুলির পাঠের সঙ্গে আদর্শ পুথির পাঠের মিল ও গরমিল দেখিয়া আদর্শ পুথির পাঠের উপর আমার আস্থা দৃঢ়তর হইয়াছে। তবে আদর্শ পুথিতেও যে কিছু পরিবর্জন ঘটিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। পরিবর্জিত বলিয়া অনুমিত অংশ মূল-পাঠে যোগ না করিয়া পাঠান্তরে দিয়াছি।

কবিকঙ্কণের কাব্য বহুবার ছাপা হইয়াছে। প্রথম ছাপা হইয়াছিল ১২৩০ সালে অর্থাৎ ১৮২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে ("কবিকঙ্কণ চক্রবর্তীর কৃত চণ্ডীর পুস্তক শ্রীযুক্ত রামজয় বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্যের দ্বারা শুদ্ধানুশুদ্ধ করিয়া কলিকাতায় শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইল শকাব্দা ১৭৪৫")। বইটিতে কতকগুলি ছবি ছিল, তাহা অত্র পুনর্মুদ্রিত হইল। এই সংস্করণটি পরবর্তী কালের সংস্কর্তা ও প্রকাশক, বিশেষ করিয়া বটতলার প্রকাশক, অনেকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। সংস্করণটি ভালো, কিন্তু আদর্শ কোন্ পুথির এবং পাঠ কোথায় কোথায় কিভাবে "শুদ্ধানুশুদ্ধ"

---

১ অর্থ শব্দার্থে দ্রষ্টব্য।

২ 'মুকুন্দরাম' এই বড় নামটি কবির রচনামধ্যে ভনিতায় একবারও পাই নাই। পাই—'মুকুন্দ', 'শ্রীমুকুন্দ', 'কবিকঙ্কণ', 'চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ', 'কবিচন্দ্রের ভাই', ইত্যাদি। পিতামহ জগন্নাথ, পিতা হৃদয়, পুত্র মুকুন্দ—সব একশব্দ নাম।

করা হইয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় না থাকায় তাহাতে অনির্বিচারে নির্ভর করা যায় না। (এই মন্তব্য পরবর্তী প্রায় সব সংস্করণগুলি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।) ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্করণের ভূমিকায় প্রকাশক লিখিয়াছিলেন যে তাঁহারা বসন্তরঞ্জন রায়ের নিকট হইতে ১২৩৫ সালের ছাপা সংস্করণ পাইয়াছিলেন। এই ছাপা সংস্করণ দেখি নাই এবং এ সংস্করণের সম্পর্কে আর কোন খবরও পাই নাই। রামজয়ের সংস্করণ প্রকাশের বিশ বছর পরে ১২৫০ সালে (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে) সিদ্ধেশ্বর ঘোষ চণ্ডীমঙ্গল প্রকাশ করিয়াছিলেন মদনমোহন তর্কবাগীশের সংশোধনে। ইহার কিছুকাল পরে (১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে) বাহির হইয়াছিল ঈশ্বরচন্দ্র তর্কচূড়ামণির সংশোধন। তাহার পর একটি ভালো সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল—নীলমণি চক্রবর্তীর দ্বারা সংশোধিত "কবিকঙ্কণ চণ্ডী সুকবিবর ৺মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কর্তৃক যাহা গৌড়ীয় সাধু ভাষায় বিরচিত" (১৮৬৮)। তাহার পর উল্লেখযোগ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সংস্করণ (চুঁচুড়া ১৮৭৮) এবং তাহার পরে বঙ্গবাসী কার্যালয় প্রকাশিত সংস্করণ (১৩০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১৩)। বঙ্গবাসী সংস্করণে বিস্তৃতভাবে এবং অনেক পাঠান্তর দেওয়া আছে, কিন্তু পুথির পরিচয়, বিশেষ করিয়া লিপিকাল দেওয়া না থাকায়, বঙ্গবাসী সংস্করণটিকে সর্বত্র কাজে লাগানো যায় না।

কবির পরিচয় উদ্ধার এবং কাব্যের নষ্টোদ্ধার কাজে প্রথম ব্রতী হইয়াছিলেন দামিনের (—দামিন্যা-দামুন্যা নামের আধুনিক রূপ) অঞ্চলের, সাহিত্যপরিষদ্ এবং বটতলা উভয় মণ্ডলে একদা পরিচিত লেখক, অম্বিকাচরণ গুপ্ত (১৮৫২-১৯১৫)। ইনি দামিনে গ্রামে চক্রবর্তীদের গৃহে "মূল পুথি" বলিয়া সযত্নে রক্ষিত পুথিখানির পরিচয় প্রথম ছাপাইয়া দেন। বহু পাঠান্তর মিলাইয়া প্রথম আত্মপরিচয় পদের পাঠও উদ্ধার করিতে তিনি যত্নবান হইয়াছিলেন (প্রদীপ ১৩১২, 'কবিকঙ্কণ ও তাঁহার চণ্ডীকাব্য', পৃষ্ঠা ২৯১-৩০২)। অম্বিকাচরণের আগে শুধু রামগতি ন্যায়রত্ন মুকুন্দের মূল পুথির খোঁজ লইয়াছিলেন। ইনি রঘুনাথ-রায়ের রাজ্যপ্রাপ্তি-কাল উদ্ধার করিয়া মুকুন্দ-গবেষণার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন—বলিতে পারি। অম্বিকাচরণের আবিষ্কৃত দামিনের পুথিটিকে কবির মূল পুথি মনে করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ তাহা ছাপাইতে একদা খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে প্রযত্ন ব্যর্থ হয়। অনেক কাল পরে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও হৃষীকেশ বসুর সাহায্যে দীনেশচন্দ্র সেন পুনরায় সে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে অসফল প্রযত্নের ফল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল দুই খণ্ডে (১৯২৪, ১৯২৬)। সেই সংস্করণে দীনেশচন্দ্রের ভূমিকায় পরিষদের ব্যর্থ-প্রযত্নের ইতিহাস বিবৃত আছে। (এই সংস্করণের সহকর্মরূপে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্তৃত 'চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী' রচিত ও প্রকাশিত হয়)।

অত্র পরিগৃহীত পাঠ চারপাঁচটি পুথির উপর নির্ভর করিয়াছে। তাহার মধ্যে একটিকে—যেটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন (তারিখ ধরিয়া) এবং শুধু একখানি পাতা বাদে সম্পূর্ণ—আদর্শ ধরিয়াছি। বাকি কয়টিকে কবিকঙ্কণের যে সব পুথি আমি নিরীক্ষণ করিয়াছি সেগুলির মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মনে করিয়াছি এবং পাঠসহায়করূপে গ্রহণ করিয়াছি। চণ্ডীমঙ্গলের কোন পুথির পাঠই সর্বদা এবং সর্বত্র প্রাচীন এবং খাঁটি নয়। আর্বাচীন পুথিতেও এমন পাঠ পাওয়া যায় যা পুরানো পুথির পাঠের তুলনায় খাঁটি। সেই কারণে অন্যান্য কয়েকখানি পুথির সাহায্যও আবশ্যক মতো গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই মন্তব্য কোন কোন ছাপা সংস্করণ সম্বন্ধেও অল্পস্বল্প খাটে। প্রধান পুথিগুলির এই আলোচনায় যথাক্রমে আদর্শ (সংক্ষেপে আ°), মাধবপুর (সংক্ষেপে মা°), গোহাটি (সংক্ষেপে গো°), সোনামুখী (সংক্ষেপে সো°) এবং আরাণ্ডি-মাধবপুরের পুথি (সংক্ষেপে আরাণ্ডি) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম পুথিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি (পুথিসংখ্যা ১০৮৬), দ্বিতীয় পুথিখানি বর্ধমান সাহিত্য সভার সম্পত্তি (শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সংগৃহীত), তৃতীয় পুথিখানি স্বর্গীয় অধ্যাপক বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়ার সৌজন্যে প্রাপ্ত, চতুর্থ পুথিটি শ্রীসুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে পাওয়া, আর পঞ্চম পুথিখানি বর্ধমান সাহিত্যসভার সম্পত্তি। আর একটি পুথিও কাজে লাগিয়াছে, তাহাও সাহিত্য সভার (শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়ালের সংগ্রহ)।

আদর্শ পুথিটি ভুরশুট অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। লিপিসমাপ্তি কাল ১৬৩৮ শকাব্দ ১১২৪ সাল ১৭ আষাঢ় (১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দ)। লিপিস্থান 'মোকাম রাধানগর পাডুয়া পরগনে ভুরশীট তালুক শ্রীজুত কিত্তিচন্দ্র রায়ের"।

পুথি যেখানে লেখা হইয়াছিল তা রামমোহন রায়ের পিতৃভূমি, এবং পুষ্পিকায় উল্লিখিত কৃষ্ণচন্দ্র রায় রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ ছিলেন বলিয়াই আমার ধারণা। পুথিটিতে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা আমি অন্য কোন পুরানো পুথিতে দেখি নাই। কোন কোন পৃষ্ঠায় মার্জিনে অন্য পুথি হইতে রূপান্তর, পাঠান্তর—এমন কি গোটাগোটা পদ—উদ্ধৃত দেখা যায়। পুথিটিকে তাই একরকম সংকলিত (collated) পুথি বলিতে পারি। পুথিতে ভাষায় এবং বানানে আগাগোড়া সামঞ্জস্য—যথাসম্ভব—আছে। এ ব্যাপারও দুর্লভ। একটি উদাহরণ দিই। মিল-ধাতু সর্বদা মিলনার্থক, আর মেল-ধাতু সর্বদা ত্যাগার্থক।

লিপিতে এবং বানানে পুথিটি বিশেষত্ববর্জিত নয়। কখনো কখনো অ-কারের তলায় উ-কারের কলা দিয়া উ-কার লেখা হইয়াছে। বিসর্গযোগে প্রায়ই ব্যঞ্জনধ্বনির যুগ্মতা অভিব্যক্ত। ঋ-কার ও র-ফলার মধ্যে ভেদ প্রায়ই নাই। পদান্ত এ-কার সর্বদাই 'য়'। যেমন 'হৃদয়' = 'হৃদএ' (হৃদয়ে)। পদমধ্যে অনেক সময় প্রত্যাশিত চন্দ্রবিন্দু দেখা যায় না। কিন্তু 'মহা' সর্বদাই 'মহাঁ'। অন্যান্য অনেক পুথিতে যেমন, ন-কারে ণ-কারে ও ল-কারে, জ-কারে ও য-কারে, এবং তিন শ-কারে ভেদ নাই। ব-ফলা দিয়া ব্যঞ্জনের যুগ্মতা অথবা উ-কার প্রকাশিত। যেমন, 'ফুল্বরা চল্বক সাথে' = 'ফুল্লরা চলুক সাথে'। সমসাময়িক উচ্চারণ অনুসারে 'ধ' প্রায়ই 'দ' এবং অন্ত্য আ-কার কোন কোন স্থানে 'আ্য'। যেমন 'অবদি' = 'অবধি'; 'রক্ষ্যা' = 'রক্ষা'; 'সুশিল্যা' = 'সুশীলা'। দৈবাৎ অপিনিহিতি দেখা যায়। যেমন 'বাইনানি' = 'বান্যানি'; 'ঘোষ-বোউষের' = 'ঘোষ-বসুর'; 'কুড়াইর' = 'কুড়ারি'; 'বাইষ' = 'বাসি'। পদাদিতে 'প্র' সর্বদাই প্রে'। মাঝে মাঝে ও-কার স্থানে উ-কার এবং উ-কার স্থানে ও-কার পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে লেখক হয় পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন, নয় তিনি শ্রুতিলিখন করিয়াছিলেন এবং যিনি পড়িয়া যাইতেন হয়ত তিনি পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন। যেমন, 'কুটি' = 'কোটি'; 'স্রোতি' = 'শ্রুতি'; 'সুনিত' = 'শোণিত'। শব্দে প্রত্যাশিত চন্দ্রবিন্দুর বর্জনেও এই অনুমান সমর্থিত হয়।

গো° পুথির শেষ কয়টি পাতা না থাকায় লিপিকাল জানা গেল না। তবে কাগজ ও লিপিছাঁদ দেখিয়া মনে হয় যে লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কাছাকাছি। কাগজ লালচে রঙের তামাক-পাতার মতো, আকারে দীর্ঘ। উত্তরপূর্ব-বঙ্গে প্রচলিত ধরণের লিপিতে লেখা, তবে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। অ-কার আ-কার ও ই-কার মৈথিলি অক্ষরের মতো। ব-কারের তলায় ফুটকি আছে। র-কার ঈষৎ পেটকাটা, অনেক সময় বোঝাই যায় না। পদান্তে সর্বদা ঈ-কার ব্যবহৃত। লিপিকর প্রায় সর্বদা ক্রিয়াপদে আঞ্চলিক (অর্থাৎ উত্তরপূর্ববঙ্গীয়) রূপ চড়াইয়াছেন, এবং মাঝে মাঝে অপরিচিত (পশ্চিমবঙ্গীয়) শব্দের বদলে পরিচিত (উত্তরপূর্ববঙ্গীয়) প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন, 'দেখিলাঙ' স্থানে 'দেখিলেন', 'করিঞা' স্থানে 'কৈরে', 'বাঘহাতা' স্থানে 'হাতাকড়ি' (=হাতকড়ি), 'সিউলি' স্থানে 'গুড়াতি' (=খেজুর গুড় প্রস্তুতকারী)। পুথিটি নোয়াখালি-চাটিগাঁ অঞ্চলের হওয়া অসম্ভব নয়।

মা° পুথি আরামবাগ অঞ্চলের। অন্ত্যখণ্ডিত, খুল্লনার পরীক্ষার আগে পর্যন্ত আছে। লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের পরে নয় বলিয়া মনে হয়। আদর্শ পুথির সঙ্গে বেশ মিল আছে। তবে শব্দের ব্যবহারে দুইটি পুথির মধ্যে কিছু কিছু তফাৎ দেখা যায়। যেমন, 'বাগ্দি' (মা°) : 'বাগদি' (আ°); 'ছাতানাটা' (মা°) : 'টোকাছাতা' (আ°); 'মালঝাঁপ' (মা°) : 'মালঝাঁপা' (আ°); ইত্যাদি।

সো° পুথির লিপিকাল ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ। পুষ্পিকা—"লিখিতং শ্রীপ্রিনাথ মীত্র মজুমদার এ পুস্তক শ্রীশ্রীনিবাস আড্যি পোতদারের সাঃ সোনামুখির আড়াপাড়ার। সন ১২২৩ সাল তারিখ ২৫ কার্তিক সনিবারি চারিদণ্ড বেলা থাকিতে সংপুন্ন হৈল ইতি ॥" পুথিটি সম্পূর্ণ, পাতা ১-১৭৪। ইহাতে শুধু খুল্লনার উপাখ্যান আছে। আরম্ভ—"অথ বণিক খণ্ড লিক্ষতে ॥ দীর্ঘ ছন্দ ॥ অর্দ্ধচন্দ্র রাগ ॥ ধরি মনোহর নিলা নাচে রামা রত্নমালা" ইত্যাদি। যে পুথি হইতে লেখা তাহা সম্পূর্ণ ছিল, কেন না মধ্যে মধ্যে গোড়া হইতে টানা পদসংখ্যা দেওয়া আছে। সপ্তম পদের শেষে সংখ্যা আছে ২০৬। সুতরাং ধরিতে পারি যে আক্ষটি-খণ্ডে কবিতা-সংখ্যা ছিল ১৯৯। পুথিটির পাঠ খুব ভালো। সম্পূর্ণ মিলিলে এইটিই আদর্শ করা যাইত। পুথিটি কোন গায়কের পুথি হইতে গানের উদ্দেশ্যে লেখা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গান করিবার ধারার যে সব নির্দেশ আছে তাহার অনেকগুলি অন্য কোথাও দেখি নাই। যেমন 'চালান' অর্থাৎ একটানা সুরে তালে আউড়িয়া যাওয়া; 'ধাবাড়ি' অর্থাৎ দ্রুতবেগে গাহিয়া যাওয়া। 'ছুটা মান', 'ঝাঁপা মান', 'ছুটা জতি' (পাঠ "জাত")—এগুলি তালের নির্দেশ। অনেকগুলি প্রাচীন এবং ভালো ধুয়া পদ আছে।

পঞ্চম পুথিখানি মা-পুথির অঞ্চলের। লিপিসমাপ্তি-কাল ২২ আশ্বিন ১২০০ সাল। "লিখিতং শ্রীগদাধর সরকার নিবাস পরগনে বায়ড়া মৌজে আরাণ্ডি ॥...পাঠক শ্রীজুক্ত বিপ্রচরণ রায় নিবাস পরগনে বায়ড়া মৌজে মাধবপুর"।

ষষ্ঠ পুথিখানি (পৈয়ালি পুথি) বজবজ অঞ্চলের। লিপিসমাপ্তিকাল ১২৪৮ সাল।

কবিকঙ্কণের কাব্যের পুথি অনেক পাওয়া গিয়াছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের, বর্ধমান সাহিত্যসভার, বিশ্বভারতীর এবং রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মের। পদসংখ্যা ধরিয়া সম্পূর্ণ পথিগুলিকে দুই শ্রেণীতে ফেলা যায়—হ্রস্ব ও দীর্ঘ। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে হ্রস্ব শ্রেণীর পুথিগুলিতে প্রক্ষেপের ভাগ কম, দীর্ঘ শ্রেণীতে প্রক্ষেপের ভাগ বেশি। গো° পুথি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের-৬১৪১ সংখ্যক পুথি এবং বর্ধমান সাহিত্যসভার পৈয়ালি পুথি দীর্ঘ শ্রেণীর পুথিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের দিক দিয়া দেখিলেও কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর পুথিগুলি দুইটি থাকে পড়ে। একটি কিছু সংক্ষিপ্ত, অপরটি কিছু বিস্তৃত। এই বিস্তার-সংক্ষেপ ধরিয়া প্রাচীনত্বের বিচার আপাতত নির্ভরযোগ্য নয়, তবে কিছু কিছু বিস্তার যে পরবর্তী কালের তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। অর্বাচীন বিস্তার দেব-খণ্ডে এবং বণিক-খণ্ডেই বেশি ঘটিয়াছে। কালকেতু-উপাখ্যানের তুলনায় ধনপতি-উপাখ্যান বেশি জনপ্রিয় ছিল, অর্থাৎ ধনপতি-শ্রীপতির কাহিনীটাই প্রধানত গীত হইত। তাই এই উপাখ্যানটির পুথি বেশি পাওয়া যায়। শুধু কালকেতু-উপাখ্যানের পুথি দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না ॥

২

কাব্য নাম ও রীতি

মুকুন্দের কাব্যে পদাবলীর ভনিতায় কোন সুনির্দ্দিষ্ট একটি নাম ব্যবহৃত নয়। 'অভয়ামঙ্গল', 'অম্বিকা-মঙ্গল', 'চণ্ডিকামঙ্গল', অথবা 'হৈমবতীশঙ্কর-মঙ্গল', 'নূতন মঙ্গল', 'চণ্ডিকার ব্রতকথা' ইত্যাদি পাই ভনিতায়। কাব্যটিতে যে-তিনটি কাহিনী বর্ণিত আছে তাহাতে দেবী অভয়ার পূর্ব ইতিহাস এবং মর্ত্যভূমিতে তাঁহার পূজা

প্রচারের কথা পাই। দেবী চণ্ডী এখানে মঙ্গলময়ী, তিনি অভয়দাত্রী মঙ্গলচণ্ডী। তাই এমন দেবীমাহাত্ম্য কাব্য 'চণ্ডীমঙ্গল' নামেই সমধিক পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, রচনা মাত্রই গেয় বস্তু ছিল। অর্থাৎ তাহা সুরসংযোগে উচ্চারিত অথবা পঠিত হইত। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে কোন কোন বৈষ্ণবীয় রচনায় এই রীতির অল্পস্বল্প ব্যতিক্রম দেখা গেলেও এ লক্ষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত খাটে। সুতরাং পুরানো বাংলা সাহিত্য গীতনির্ভর বলিলে অন্যায় হয় না।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় (অর্থাৎ বৈদিকে ও সংস্কৃতে) পদ্যের একক (ইউনিট) ছিল শ্লোক। শ্লোকের ইউনিট চরণ। দুই অথবা চার চরণে শ্লোক। প্রত্যেক চরণে অক্ষরসংখ্যা সমান, এবং চরণে অক্ষরের হ্রস্ব-দীর্ঘতার ক্রম সুনির্দিষ্ট। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রথম অবস্থায় (অর্থাৎ পালিতে) দেখা গেল পূর্বেরই শ্লোকবন্ধ-রীতি প্রায় অবিচলিত। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে (অর্থাৎ প্রাকৃতে) পাওয়া গেল শ্লোকবন্ধের এক নূতন রীতি, যাহাতে শ্লোকের দুই অংশের মধ্যে ভারসাম্য—অর্থাৎ অক্ষরের বা মাত্রার সমতা—নাই। ইতিমধ্যে ভাষায় ধীরে ধীরে অক্ষরের লঘুগুরুত্বের মান বদলাইয়া আসিয়াছে এবং তাহার ফলে পদ্যের ইউনিট চরণে স্বরধ্বনির অথবা অক্ষরের সংখ্যা ও সে স্বরধ্বনির লঘুগুরুত্বের ক্রমবিন্যাসের উপর নির্ভরশীল হইয়াছে। শ্লোকের চরণে মাত্রাবৈষম্য আসিয়াছিল গান হইতে। অনুমান করি, বৈদিকে কোন কোন ধরণের গানে এ রীতি ছিল। এবং সে রীতি গানের মধ্য দিয়াই কথ্য ভাষায় সঞ্চারিত ছিল। সে কথ্যভাষা ছিল প্রাকৃত। সংস্কৃতে এ রীতি হয়ত সমসাময়িক কথ্য ভাষা অর্থাৎ প্রাচীন প্রাকৃত হইতেই আসিয়াছিল। বৈদিকে গান অর্থে 'গাথা' শব্দটি প্রচলিত ছিল। প্রাকৃতে এই গানের ছন্দের নাম হইয়াছিল 'গাহা' (গাথা)। অর্বাচীন সংস্কৃতে এই ছন্দের নাম (এবং প্রাকৃতে নামান্তর) হয় 'আর্যা' (অর্থাৎ প্রাচীন গাথারীতি—আর্যা গাথা)।

ছন্দরীতিকে বদলাইয়া দিলেও গান প্রাকৃত সাহিত্যে কবিতার বাহ্য রূপে বেশি পরিবর্তন আনিতে পারে নাই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে রূপান্তর-কর্ম চলিতেছিল। তাই আর্য ভাষার তৃতীয় স্তরে (অর্থাৎ লৌকিকে-অপভ্রংশে) পৌঁছিয়া দেখিতে পাই যে কবিতা প্রায় সম্পূর্ণ গীতিনির্ভর হইয়াছে এবং ছন্দের চরণে অক্ষরসমতা আসিয়াছে এবং উপরন্তু জোড়া জোড়া চরণের শেষ অক্ষরে মিল ঘটিতেছে। এই অন্ত্যানুপ্রাস সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে অজ্ঞাত। কবিতা ও গানের অবিচ্ছেদ্য সংযোগও এই ভাবে লৌকিক স্তর হইতে শুরু। ষোড়শ শতাব্দীর আগে কবিতা ও গানের এই গাঁটছড়া শিথিল হয় নাই। তবে একেবারে খুলিয়া গিয়াছে উনবিংশ শতাব্দীতে।

ছবি ও গানের, গল্প ও কবিতার, সমযোগ সংস্কৃত সাহিত্যে অজ্ঞাত নয়। তবে সংস্কৃত ভাষার এমনি দুর্বার শক্তি যে সে ভাষার সাহিত্যে বাচনই সর্বদা প্রধান, বাচ্য নয়। অর্থাৎ কী বলা হইতেছে তাহার অপেক্ষা কেমন করিয়া বলা হইতেছে সেই দিকেই কবির মন নিমগ্ন। সেকারণে সংস্কৃত সাহিত্যে, এমন কি উপদেশকথা পুরাণেও, কথন সর্বদা কথ্যকে খর্ব করিয়া রাখে। যেখানে কথা বলিতে বড়সড় কিছু নাই কথনই সর্বস্ব, সেখানে সংস্কৃত সাহিত্য কবিতারচনায় সার্থক, কিন্তু কথাসর্বস্ব গল্পরচনায় তা ব্যর্থ। সংস্কৃত সাহিত্যে এই দিক দিয়া 'মেঘদূত' ও 'কাদম্বরী' সার্থকতার ও ব্যর্থতার ভালো উদাহরণ। (বলা বাহুল্য কাদম্বরীকে আমি গল্পের বই বলিয়াই এখানে ধরিতেছি, কাব্য বলিয়া নয়।) কবিত্ব-বালাই বর্জিত গল্পকথার বই পরবর্তী কালের সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা প্রাকৃত-অপভ্রংশ রচনার হয় অনুবাদ নতুবা অনুসরণ। যেমন কথাসরিৎসাগর ও বেতালপঞ্চবিংশতি। প্রবীণ সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্যে এ রচনাগুলি গণ্য নয়।

বাংলার মতো কোন কোন নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষায় প্রথম হইতেই কবিতা সুরের বাহনে আবির্ভূত

হইয়াছিল। গানই হোক অথবা আখ্যায়িকা হোক শিল্পিত রচনামাত্রেই হয় গাওয়া হইত (ত্রিপদী, নাচাড়ি) নয় সুরে তালে আওড়ানো হইত (পয়ার)। এই ধারা চলিয়া আসিয়াছিল সেদিন পর্যন্ত।

বিশিষ্ট দেবপূজায় দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনী আবৃত্ত অথবা গীত হইবার রীতি এ দেশে বহুকালের। অন্যত্র যেমন এদেশেও তেমনি বৌদ্ধ বিহারে স্তূপমূলে অথবা বোধিসত্ত্ব-প্রতিমার সম্মুখে সন্ধ্যাবন্দনায় স্তোত্র এবং উদাত্ত আখ্যায়িকা উদ্‌গীত হইত। চীনীয় পরিব্রাজদের ভ্রমণকাহিনীতে তাহার উল্লেখ আছে। উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দিরে দেবদাসীদের দ্বারা শিবের ত্রিপুর-বিজয় কাহিনী গীত হইবার কথা কালিদাস মেঘদূতে উল্লেখ করিয়াছেন। এই দেবগীতির ধারা যে এদেশেও জনসমাজে চলিয়া আসিয়াছিল যে কথা মানিতে হয়। সেই ধারারই বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বিশিষ্ট উদাহরণ পাই কবিকঙ্কণের কাব্যে। কাব্যের ভনিতায় একাধিকবার উল্লেখ আছে যে রচনাটি "ব্রতগীত", "মঙ্গল", "পাঞ্চালিকা" (বা "পাঁচালি")। 'ব্রতগীত' বোঝায় যে কোন বিশিষ্ট দেবারাধনার গেয় রচনা। 'মঙ্গল' বোঝায় যে রচনাটি আনুষ্ঠানিক ভাবে গান করিলে যজমানের (ও শ্রোতাদের) মঙ্গল হয়। 'পাঞ্চালিকা' বোঝায় যে রচনাটি গান করিবার সময় কাহিনীর পাত্রপাত্রীর পুত্তলিকা অথবা চিত্র প্রদর্শিত হইত। "মঙ্গল" আখ্যায়িকা-গানে পুত্তলিকা অথবা চিত্র প্রদর্শন রীতি অনেক কাল আগেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তবে 'পাঞ্চালিকা' নামটি রচনার সৌষ্ঠব ও আকর্ষণ-জ্ঞাপক বলিয়া টিকিয়া যায়, শুধু বাংলা দেশে নয় অন্যত্রও। গোড়ার দিকে মুকুন্দের কাব্যও যে চিত্র-প্রদর্শন অথবা পুত্তলি-নর্তন সহকারে গীত হইত তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ সো° পুথির একটি ভনিতায় (৭৭ ক) পাইয়াছি,—"রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ চিত্রের পাঁচালি মনোহরা ॥"

মধ্য ভারতীয় আর্য সাহিত্যে লৌকিক স্তরে বিশুদ্ধ রোমান্টিক গল্প কিছু কিছু লেখা হইতে থাকে। জৈন কবিরা এই রকম কয়েকটি কাহিনী ধর্মকথা ও নীতিকথা রূপে তাঁহাদের (ধর্ম-) সাহিত্যের মধ্যে জুড়িয়া দিয়াছিলেন। একটি ভালো উদাহরণ ধনপালের রচিত 'ভবিসসয়ত্তকহা'। এই ধরণের রচনাই কবিকঙ্কণের কাব্যের মতো আখ্যায়িকা-পাঞ্চালিকার বোধ করি প্রাচীনতম সূত্র। এই ধরণের বৃহৎ আখ্যায়িকার মধ্যে কবির বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় থলি উজাড় করিয়া দিতে পারা যাইত। রাজসভাবর্ণনা নগরবর্ণনা অরণ্যবর্ণনা জীবজন্তু গাছপালা ইত্যাদির তালিকা ও দেশ-বিদেশের হাট-বাজারের পরিচয় মায় নদী নালা সমুদ্র পর্বত পর্যন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের যত কিছু সামগ্রী তখনকার দিনের কবির পক্ষে জানা সম্ভব ছিল সব কিছুর ফিরিস্তি যথাসাধ্য দেওয়া হইত। তুলনীয়, প্রাচীন রাজস্থানীতে লেখা গণপতির 'মাধবানল-কামকন্দলা'। এই রকম বুদ্ধিবিদ্যাজ্ঞানের সংক্ষিপ্তসার কড়চার মতো বই একদা কবি ও কথকদের ব্যবহারের জন্য লেখা হইয়াছিল। যেমন মৈথিলী ভাষায় লেখা জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণনরত্নাকর' (আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগ)। সংস্কৃতে ও গুজরাটীতে লেখা এই রকম কয়েকটি পুস্তিকা (ষোড়শ শতাব্দী) 'বর্ণকসমুচ্চয়' নামে প্রকাশিত হইয়াছে (বড়োদা ১৯৫৬, সম্পাদক ভোগীলাল জ. সাণ্ডেসরা)। প্রাচীন কবি-কথকের মালমসলার এই রকম কোন এক ঝুলি যে মুকুন্দের ব্যবহারেও লাগিয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে চণ্ডীমঙ্গলে। বিশেষ করিয়া কালকেতু-উপাখ্যানে—কাঁচুলি নির্মাণ, বন-কর্তন, নগর-পত্তন ইত্যাদিতে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত ॥

৩

কথা-বস্তু

কবিকঙ্কণের কাব্যে চারটি ভাগ—বন্দনা, সতী-পার্বতীর উপখ্যান (বা দেব-খণ্ড), কালকেতু-ফুল্লরার উপাখ্যান (বা আক্ষটি-খণ্ড) ও ধনপতি-খুল্লনা-শ্রীপতির উপাখ্যান (বা বণিক-খণ্ড)। বন্দনা অংশের সহিত কাব্যকাহিনীর

কোন যোগ নাই, আনুষ্ঠানিকভাবে গীত হইবার বেলায় দেবতা-বন্দনা প্রথমেই আবশ্যক, তাই এই অংশ "স্থাপনা পালা"। দেব-খণ্ড আরম্ভ হইয়াছে সৃষ্টিবর্ণনা করিয়া। (এই রীতি পুরাণ হইতে চলিয়া আসিয়াছে।) ত্রিভুবন ও দেবাসুর-নর সৃষ্টির পর দক্ষের কন্যা সতীর সহিত শিবের বিবাহ, শ্বশুর-জামাতার মনান্তর, বিনা নিমন্ত্রণে দক্ষের যজ্ঞোৎসবে সতীর আগমন ও আত্মোৎসর্গ, শিব-অনুচরের হাতে দক্ষের নিগ্রহ, তপস্যা করিতে হিমালয়ে শিবের গমন এবং তাহার পর, প্রধানত কালিদাসের কুমারসম্ভবের অনুসরণে, শিবের তপস্যা-ভঙ্গ, পার্বতীর তপস্যা এবং শিবের সহিত পার্বতীর বিবাহ, তাহার পর শিবের ঘরজামাই রূপে শ্বশুরালয়ে বাস, গণেশের ও কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি, মাতার সহিত পার্বতীর মনান্তর, সপরিবারে শিবের কৈলাসে প্রস্থান, সেখানে দারিদ্র্যের সংসারে পার্বতীর ক্লেশ। তখন মর্ত্যলোকে পূজা পাইয়া যুগপৎ যশঃপ্রাপ্তি ও দারিদ্র্য-ক্লেশ নিবারণের প্রচেষ্টায় পার্বতীকে সখীর পরামর্শ দান। এইখানে প্রথম উপাখ্যান শেষ।

পর্বত-রাজপুত্রী দেবী আসলে অরণ্যানী। তিনি অরণ্যভূমিপূর্ণ কলিঙ্গ জনপদের অধিপতিকে স্বপ্ন দিলেন। সেই অনুসারে রাজা কংসনদের তীরে অরণ্যভূমির প্রান্তে দেবীর বিচিত্র দেউল নির্মাণ করাইয়া তাহাতে একক দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভালোরকম পূজার ব্যবস্থাও হইল। দেবী সশরীরে আসিয়া পূজা লইলেন। পূজা পাইয়া খুশি হইয়া দেবী স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছেন এমন সময়ে আরণ্য প্রাণীরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নিজেদের দেবতা জানিয়া সাধ্যমত পূজা দিল। দেবী অভয়া তাহাদের সকলকে ভরসা দিলেন এবং সিংহকে রাজা করিয়া অন্য পশুদের তাহার অধীনে যথাযোগ্য নিয়োগ ব্যবস্থা করিয়া কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

পূজা পাওয়া গেল, কিন্তু আরণ্য রাজার ও পশুর সে পূজায় দেবীর খুব সন্তোষ হইল না,—জনবিরল সমাজে দেবমাহাত্ম্য যেন গুপ্ত হইয়া রহিল। সখী পদ্মাবতী তখন আবার পরামর্শ দিলেন। শিবভক্ত ইন্দ্রের পুত্র অরণ্যরসিক নীলাম্বরকে দেবী শিবের শাপ দেওয়াইয়া মনুষ্যজন্ম লইতে বাধ্য করিলেন। সে তাঁহার মাহাত্ম্যপ্রচারের হেতু হইবে। কলিঙ্গ জনপদে ব্যাধের ঘরে নীলাম্বর জন্ম লইল, নাম হইল কালকেতু। যথাসময়ে তাহার বিবাহ হইল, পত্নীর নাম ফুল্লরা। স্বামী-স্ত্রীর সংসার। কালকেতু বনে বনে ঘুরিয়া পশু শিকার করে, ফুল্লরা হাটে পসার দিয়া অথবা লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া মাংস বেচে। দরিদ্রের সংসার তবে স্বচ্ছল চলে। কিন্তু দিন দিন কালকেতুর পশু-জিঘাংসা বাড়িতে লাগিল, তাহার ফলে বনের পশু অযথা বিনষ্ট হইতে থাকে। পশুরা একজোট হইয়াও তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিল না। অবশেষে পশুরা দেবীর শরণ লইল। দেবী তাহাদের পুনরায় অভয় দিয়া কালকেতুর শিকার-দৃষ্টি হরণ করিয়া লইলেন। তাহার চোখে আর কোন শিকারই পড়ে না। ব্যাধ-দম্পতী মুশকিলে পড়িল। একদিন কালকেতু একটি সোনারঙের গোসাপ ছাড়া বনে আর কোন পশুই দেখিতে পাইল না। সেই গোধাকেই ধরিয়া আনিল। বাড়িতে আসিয়া দেখিল ফুল্লরা ঘরে নাই। সে গোসাপটিকে চালার খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখিয়া পত্নীকে খুঁজিতে গেল। দেবী তখন গোধিকা-রূপ ত্যাগ করিয়া মোহিনী যোড়শী মূর্তি ধারণ করিলেন। অন্য দিক হইতে ফুল্লরা ঘরে ফিরিয়া দেখিয়া অবাক। স্বামী আসিয়া পড়িবার আগেই যাহাতে মেয়েটি চলিয়া যায় সেজন্য সে অশেষ নির্বন্ধ করিল। দেবী কিন্তু অনড়। তখন ফুল্লরা অভিমান করিয়া স্বামীর সন্ধানে ছুটিল। একটু পরে স্বামীকে লইয়া আসিল। কালকেতুও মেয়েটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং তাহাকে চলিয়া যাইতে বিনীতভাবে অনুরোধ করিল। দেবী যখন কিছুতেই উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন না তখন কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে ধনুকে তীর জুড়িল। কিন্তু তীর ছোঁড়া গেল না, দেবীর মায়ায় কালকেতুর হস্ত-স্তম্ভ হইল। অতঃপর দেবী হতবুদ্ধি দম্পতীকে আত্মপরিচয় দিয়া কালকেতুকে একটি সোনার আংটি এবং বনের মধ্যে সাত ঘড়া ধনের সন্ধান দিলেন, সে যেন পশুহিংসা ত্যাগ করিয়া অহিংস সম্ভ্রান্ত জীবন স্বচ্ছন্দে যাপন করে। সেই ধন

পাইয়া কালকেতু বন কাটাইয়া নিজ রাজ্য গুজরাট নগর স্থাপন করিল। দেবীর সহায়তায় কালকেতু গুজরাটে ভালো প্রজা বসতি করাইয়া নগর জাঁকাইয়া তুলিল। নবাগত প্রজাদের মধ্যে একজন ছিল জুয়াচোর ঠক, নাম ভাঁড়ু দত্ত। তাহার অত্যাচারে হাটের বাটের লোকেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া কালকেতুর কাছে নালিস করিলে পর কালকেতু ভাঁড়ুকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। ভাঁড়ু কলিঙ্গ রাজার কাছে গিয়া কালকেতুর বিরুদ্ধে উস্কানি দিল। রাজা সৈন্য পাঠাইয়া কালকেতুকে ধরিয়া আনিতে কোটালকে হুকুম দিলেন। কালকেতুর সঙ্গে যুদ্ধে কোটাল হারিয়া গেল। ভাঁড়ু তাহাকে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিতে যুক্তি দিল। এবারে পত্নীর পরামর্শে কালকেতু যুদ্ধ না করিয়া আত্মগোপন করিল এবং শেষে ধরা পড়িল। রাজা তাহাকে নিপীড়ন করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। নিশীথে দেবী রাজাকে ভয় দেখাইয়া স্বপ্ন দিলেন। প্রভাতে রাজা কালকেতুকে মুক্তি দিয়া এবং প্রচুর সম্মান করিয়া গুজরাটে পাঠাইয়া দিলেন। তখন ভাঁড়ু দত্ত আবার কালকেতুর দরবারে ভালো মানুষ সাজিয়া আসিল। কালকেতু তাহাকে ভর্ৎসনা ও অপমান করিয়া সভা হইতে দূর করিয়া দিল কিন্তু দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল না। তাহার পর যথাকালে কালকেতুর শাপান্ত হইল। ইন্দ্র ও শচী তাঁহাদের পুত্রকে স্বর্গলোকে ফিরিয়া পাইলেন। এই হইল দ্বিতীয় উপাখ্যান।

দেবীর পূজা প্রচার হইল বটে কিন্তু তা প্রত্যন্ত ও সঙ্কীর্ণ অঞ্চলে, কলিঙ্গ জনপদে, এবং দরিদ্রের সমাজে। এমন পূজায় দেবী সম্পূর্ণ খুশি হইতে পারিলেন না। তখন পদ্মা পরামর্শ দিল দেশের উন্নত শহর উজানিতে ধনী বণিক এবং পরম শিবভক্ত ধনপতিকে অবলম্বন করিয়া নূতন পূজা-খেলা দেখাইতে। ধনপতির কাছে পূজা আদায় করিতে পারিলে নামযশ তো খুবই হইবে, উপরন্তু শিবকেও কিছু শিক্ষা দেওয়া যাইবে। সখীর পরামর্শ পার্বতী গ্রহণ করিলেন। আগেবার তাঁহার শুধু 'এক ব্রতদাস ছিল-ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর, এবারে তাঁহার ব্রতদাসী ও ব্রতদাস দুইই হইল। ব্রতদাসী হইল ইন্দ্রসভার নর্তকী রত্নমালা, ব্রতদাস হইল দেবনট মালাধর—কাহিনীতে যথাক্রমে ধনপতির দ্বিতীয় পত্নী ও তাহার গর্ভজাত পুত্র। ধনপতি বিবাহিত পুরুষ, পত্নী লহনা উজানির অনতিদূরবর্তী ইছানি নগরের অধিবাসী বণিকের কন্যা। একদিন পায়রা উড়াইতে উড়াইতে ধনপতি ইছানিতে গিয়া পড়িল এবং পত্নী লহনার খুল্লতাত ভগিনী খুল্লনাকে দেখিল। দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার প্রবৃত্তি জাগিল। ধনপতি পুরোহিত ও পরামর্শদাতা জনার্দন ওঝার সহিত চক্রান্ত করিয়া তাড়া-হুড়ার মধ্যে খুল্লনাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। বিবাহের পরদিনই সে রাজাদেশে গৌড় যাইতে বাধ্য হইল। সেখানে সোনার খাঁচা গড়াইবার জন্য তাহাকে এক-বছর থাকিতে হইল। লহনা প্রথমে সপত্নীকে ভালোভাবেই লইয়াছিল। তাহাদের সংসারের দাসী এবং অভিভাবক দুবলার (=দু-বোলা?) বাঁকা কথায় লহনার ধারণা হইল যে খুল্লনা হইতে তাহার স্বামী-সৌভাগ্য নষ্ট হইবে, সুতরাং সে তাহার শত্রু। খুল্লনা অলক্ষণা এই অপবাদ দিয়া ধনপতির লেখা জালচিঠি দেখাইয়া, দুর্গ্রহ কাটাইবার ছল করিয়া, খুল্লনার নীচ বেশ নীচ আহার নীচ শয্যা ইত্যাদি বিধান করিয়া তাহাকে প্রত্যহ নগরের বাহিরে গিয়া ছাগল চরাইতে বাধ্য করা হইল। এইভাবে প্রায় বৎসর কাল কাটিলে দেবী প্রসন্ন হইয়া বিদ্যাধরীদের দিয়া খুল্লনাকে আপনার পূজাব্রত শিখাইয়া দিলেন। তাহার পর দেবী ধনপতিকে স্বপ্ন দিলেন। অবিলম্বে ধনপতি দেশে ফিরিয়া আসিল। খুল্লনাও স্বামীর আদরে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার পর ধনপতির পিতার শ্রাদ্ধকাল আসিলে ধনপতি নিমন্ত্রণ দিয়া দেশবিদেশের স্বজাতি-গোষ্ঠী আনাইল। তাহারা সবাই আসিল কিন্তু ধনপতির গৃহে অন্নাহার করিতে রাজি হইল না, কেননা খুল্লনা অরক্ষিত অবস্থায় একবছর ছাগল চরাইয়াছে, তাহাতে তাহার চরিত্রভ্রংশ অবশ্যই ঘটিয়া থাকিবে। নিজের চরিত্রশুদ্ধি প্রমাণ করিবার জন্য খুল্লনা পরপর অনেক রকম পরীক্ষা দিল কিন্তু জ্ঞাতিরা তাহা স্বীকার করিল না। অবশেষে যখন অগ্নিপরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইল তখন সকলে ধন্য ধন্য করিয়া বিবাদ মিটাইয়া

লইল। মাস কতক পরে রাজভাণ্ডারের প্রয়োজনে ধনপতিকে সিংহলে যাইতে হইল। খুল্লনা তখন পাঁচমাস গর্ভবতী, তাহার গর্ভে দেবীর বরপুত্রের সঞ্চার হইয়াছে। (শিবের প্রদত্ত পুরস্কার হাড়মালা অবজ্ঞা করায় দেবনট মালাধর খুল্লনার গর্ভে আশ্রয় করিয়াছে।) সাত ডিঙ্গা লইয়া বাণিজ্যযাত্রায় বাহির হইবার আগে ধনপতি খুল্লনাকে ঘটে দেবীর পূজা করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হয় এবং সে ঘট পায়ে ঠেলিয়া দেয়। এই অপরাধে তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য দেবী ঝড়বৃষ্টি করিয়া ও বান ডাকাইয়া সাগরসঙ্গমে তাহার ছয় ডিঙ্গা ডুবাইলেন। অবশিষ্ট এক ডিঙ্গা লইয়া সাধু সিংহলে পৌঁছিল। সিংহল বন্দরের অবিদূরে সমুদ্রবক্ষে দেবী তাহাকে এক মায়াদৃশ্য দেখাইয়া বঞ্চনা করিলেন। সমুদ্রের মাঝখানে এক বিপুল পদ্মবন, তাহাতে এক বিশাল প্রস্ফুটিত পদ্ম। সেই পদ্মের উপর বসিয়া এক অপূর্ব-সুন্দরী ষোড়শী কন্যা একটি হাতিকে ধরিয়া বারবার গিলিতেছে ও উগরাইতেছে। (এই দৃশ্য ধনপতি ছাড়া কাহারও দৃষ্টি-গোচর হয় নাই।) সিংহলের রাজসভায় ধনপতির অভ্যর্থনা ভালোই হইয়াছিল কিন্তু কমলে-কামিনী দৃশ্যের কথা বলিয়া ফেলিয়া সে মুস্কিলে পড়িল। রাজাকে এ দৃশ্য দেখানো গেল না। তাহার কথা মিথ্যা জানিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন।

এদিকে উজানিতে খুল্লনা পুত্র প্রসব করিয়াছে। নাম রাখিয়াছে শ্রীপতি (শ্রীমন্ত)। ছেলেকে সে সযত্নে লালন করিয়া পুরোহিত পণ্ডিত জনার্দনের কাছে পড়িতে পাঠাইয়াছে। লেখাপড়ায় শ্রীপতির খুব আগ্রহ, এগার বছর বয়সেই সে পণ্ডিত হইয়াছে এবং গুরুর সহিত শাস্ত্র বিচার করিতে চায়। একদিন গুরুশিষ্যের তর্কা-তর্কিতে বালক শ্রীপতি মাথা গরম করিয়া ব্রাহ্মণজাতির প্রতি কটাক্ষ করিল। ক্রুদ্ধ জনার্দন তাহাকে জারজ বলিয়া গালি দিলেন। মর্মাহত হইয়া শ্রীপতি ঠিক করিল, সে পিতার সন্ধান করিয়া আপনার জন্ম-অপবাদ ঘুচাইবে। অনেক নির্বন্ধের পর মাতার সম্মতি ও রাজার অনুমতি পাইয়া সে সাত ডিঙ্গা ভাসাইয়া বাণিজ্য উপলক্ষ্য করিয়া পিতার উদ্দেশে সিংহল অভিমুখে চলিল। দেবীর প্রসন্নতায় যাত্রাপথে কোন বিঘ্ন ঘটিল না। তবে সিংহল বন্দরের মোহনায় সেই মায়াদৃশ্য কমলে-কামিনী সেও দেখিল, তাহার সঙ্গী আর কেহ দেখিল না। তাহার পর শ্রীপতির অদৃষ্টে পিতার লাঞ্ছনার অনুরূপ ঘটিল। তবে এবারে বিদেশী বণিকের মিথ্যা কথায় রাজা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীপতির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু দেবীর বিরোধিতায় সে আজ্ঞা পালন করা গেল না। উপরন্তু দেবীর রোষে রাজবল সমূলে ধ্বংস হইল। অগত্যা সিংহলের রাজা সালবান (শালিবাহন) মহামায়া-দেবীকে প্রসন্ন করিতে তাঁহার পূজা অঙ্গীকার করিলেন এবং শ্রীপতিকে তাঁহার একমাত্র কন্যা সমর্পণ করিলেন। সে ঘটনার পূর্বে দেবী নিহত সিংহল বীরদের সব পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন। কারাগার হইতে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইল। অনেক কষ্টে শ্রীপতি তাঁহার পিতাকে খুঁজিয়া পাইল। রাজা ধনপতিকে খুবই খাতির করিলেন। তাহার পর শ্রীপতি পিতা ও পত্নী সিংহল-রাজকন্যা সুশীলাকে লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিল। পথে সাগরসঙ্গমের কাছে মগরায় দেবী ধনপতির নিমজ্জিত ছয় ডিঙ্গা যথাযথ উদ্ধার করিয়া দিলেন। দেশে ফিরিয়া শ্রীপতিকে শেষ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইল। উজানির রাজা বিক্রমকেশরী আবদার করিলেন যে তাঁহাকে সেই দেশে মাটির উপর কমলে-কামিনী দেখাইতে হইবে। শ্রীপতির খাতিরে স্থলভূমিতে, মশানে দেবী তাঁহার কমলে-কামিনী রূপ সকলকে দেখাইলেন। রাজা বিক্রমকেশরী তাঁহার কন্যাকে শ্রীপতির হাতে সমর্পণ করিলেন। কলিকালে মর্ত্যভূমিতে দীর্ঘকাল থাকা বড়ই কষ্টকর, এই সত্য বুঝাইয়া দেবী অবশেষে খুল্লনা শ্রীপতি ও তাহার দুই পত্নী—স্বর্গভ্রষ্ট এই চারজনকে লইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তিনি ধনপতিকে এই সান্ত্বনা দিলেন যে লহনার গর্ভে তাহার বংশধর পুত্র জন্মিবে। তৃতীয় ও শেষ কাহিনীর এইখানেই সমাপ্তি। তাহার পর "অষ্টমঙ্গলা" নামে "অনুবাদ" (সংক্ষিপ্তসার) এবং প্রার্থনাদির পর গ্রন্থ শেষ।

বণিক-খণ্ডের কাহিনী দুটি পৃথক গল্পের সংযোগে গড়া বলিয়া অনুমান করি। এই অনুমানের কয়েকটি সূত্র আছে। প্রথমত, দুই পুরুষের—মাতার ও পুত্রের—অভিশাপপ্রাপ্তি একসঙ্গে নয়, মর্ত্যে অবতার তো একসঙ্গে নয়ই। মনে হয়, রত্নমালার অভিশাপপ্রাপ্তি ও খুল্লনার দুর্গতি কালকেতুর ও শ্রীমন্তের কাহিনীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত। দ্বিতীয়ত, কালকেতু ও শ্রীপতি, দুই জনেরই জন্ম শিবের অভিশাপে, কিন্তু খুল্লনার জন্ম দেবীর অভিশাপে। নীলাম্বরকে ও মালাধরকে শাপ দিবার কারণ বোঝা যায়, রত্নমালাকে শাপ দিবার কারণ স্পষ্ট নয়। দেবী অকারণেই কামদেবকে দিয়া রত্নমালার নাচে তালভঙ্গ করাইয়াছিলেন। বণিক্-খণ্ডের খুল্লনা আখেটিক-খণ্ডের ফুল্লরার প্রতিযোগী, সন্দেহ নাই। খুল্লনা দেবীর অনুগৃহীতা, ফুল্লরা যেন দেবীর প্রতিদ্বন্দ্বী। সেদিক দিয়া খুল্লনার গল্পে সার্থকতা বেশি। কিন্তু আখেটিক-খণ্ডের দেবী আর বণিক-খণ্ডের দেবী তো এক নয়। অথচ খুব ভিন্নও নয়। কালকেতুকে যিনি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন তিনি অরণ্যানী চণ্ডী, আরণ্য জীবের মাতা ও ধাত্রী। গভীর অরণ্যের প্রাণিদের হিতের জন্যই তিনি "ছল গোধিকা" হইয়া কালকেতুকে ঐশ্বর্যবর দিয়াছিলেন। খুল্লনাকে যিনি বর দিয়াছিলেন তিনিও বনদেবতা তবে অরণ্যানী বা গভীর বনের ধাত্রী-মাতা নন, তিনি সকল পশুর রক্ষয়িত্রী নন, প্রাণীর বিশেষ দুর্গতির—রণে-বনে হারানো-পাওয়ার দেবতা, মাঠে-ঘাটে দিশাহারার উদ্ধারকারিণী। তৃতীয়ত, খুল্লনার দুর্গতিহারিণী ও ধনপতির দুর্গতিকারী এবং শ্রীপতির জয়দায়িনী দেবী এক নন। খুল্লনার দেবী স্থলদেবতা, আর ধনপতিকে বিড়ম্বিত করিয়াছিলেন এবং শ্রীপতিকে সৌভাগ্য দিয়াছিলেন যে দেবী তিনি জলদেবতা। শ্রীপতির দেবীর সঙ্গে কালকেতুর দেবীর যোগাযোগ আছে বৈপরীত্যে। কালকেতুর দেবী স্থলদেবতা, তাঁর প্রতীক গোধা, শ্রীমন্তের দেবী জলদেবতা, তাঁব প্রতীক—কুম্ভীর-মকর নয়—পদ্ম ও হস্তী। একজন অভয়া দুর্গা আর একজন গজলক্ষ্মী (বা মনসা)। এই দুই দেবতা যাঁহারা বাঙ্গালীর পুরাণকথায় চণ্ডী ও মনসা রূপে দেখা দিয়াছেন তাঁহারা গোড়ায় একটি দেবতা ছিলেন—বিষ্ণু-মাধবের শক্তি দেবতা। প্রাচীন পুরাণকাহিনীতে ইনি 'একানংসা' নামে অভিহিত ॥

৪

দেবতা-কথা

কবিকঙ্কণের দেব-খণ্ডের কাহিনীর পূর্বভাগ পুরাণ-কাহিনী হইতে নেওয়া। মধ্যভাগ কালিদাসের কুমারসম্ভব হইতে গৃহীত। শেষভাগের মূল-ভাণ্ডার লৌকিক গল্প ও ছড়া। নিজের গৃহস্থালির দারিদ্র্যে শিবগৃহিণী যে কতটা কাতর ছিলেন তাহার একটু ছবি প্রাকৃতপৈঙ্গলে ধৃত একটি লৌকিক ছড়ায় প্রতিবিম্বিত আছে। ছড়াটি এই

বালো কুমারো ছঅমুণ্ডধারী
উবাআহীণা মুই একণারী।
অহংণিসং খাই বিসং ভিখারী
গঈ ভবিত্তী কিল কা হমারী ॥

'ছেলে ছোট, তার ছটা মুখ (অর্থাৎ ছজনের খাবার খায়), আমি একলা মেয়েমানুষ (সংসারে, তায়) সম্বলহীন। (কর্তা) ভিক্ষাবৃত্তি, দিনরাত্রি বিষ (ভাঙ) খায়। কী হইবে আমার গতি!'

আখেটিক-খণ্ডের কাহিনী মুকুন্দ লৌকিক গল্পের মধ্যে পাইয়া থাকিবেন। ২৯ সংখ্যক পদের ভনিতার পাঠান্তর, "মুকুন্দ রচিল গৌরীর লৌকিকের ভাষা" এবং ১০১ সংখ্যক পদের ভনিতা, "শ্রীকবিকঙ্কণ গান গীত ভৃগুবংশ," অনুধাবনীয়। তবে ভৃগুবংশের এখন কোন সন্ধান নাই। কংস (কাঁসাই) নদের তীরে তিনি যে-দেবীর প্রথম মন্দির

প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হয়ত তমলুকের বর্গভীমা[1] মন্দিরের প্রাচীন ঐতিহ্যবহ। সুহ্মদেশে দামলিপ্ত নগরে (এই স্থান প্রাচীন কংসনদের তীরে) অবস্থিত দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর মাহাত্ম্যের গল্প আছে দশকুমারচরিতের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে। সুতরাং সে দেবীর এমন মাহাত্ম্যকাহিনীর লৌকিক ভাষা হইতে আগত অসঙ্গত অনুমান নয়। ফুল্লরা নামটিও সাক্ষাৎ লৌকিক (অবহট্ট) হইতে নেওয়া বলিয়া বোধ করি।

দেবী গোধা রূপ ধরিয়া কালকেতুর ঘরে আনীত হইয়া তাহাকে ধনদান করিয়াছিলেন, এই ব্যাপারটুকুও খুব প্রাচীনকালের এক বিস্মৃত কাহিনীর রেশ টানিয়াছে বলিয়া মনে করি। বৌদ্ধ-সংস্কৃতে রচিত প্রসিদ্ধ অবদান-গ্রন্থ মহাবস্তুতে যে 'গোধা জাতক' আছে তাহার সঙ্গে মুকুন্দ-বর্ণিত গোধা বৃত্তান্তের অন্তরঙ্গ ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ-কাহিনীটি এখানে সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

বহুকাল পূর্বে বারাণসীতে রাজা ছিলেন সুপ্রভ। তাঁহার একমাত্র পুত্র সুতেজ। রাজকুমারের অশেষ গুণ। অমাত্যবর্গ, সৈন্য-সামন্ত ও শ্রেষ্ঠীরা এবং সহরের ও গ্রামের লোকেরা সকলেই তাঁহাকে ভালোবাসে। জানিয়া রাজার একান্ত ভয় হইল, আমাকে মারিয়া ইহারা কুমারকে রাজা করিতে পারে। তিনি কুমারকে বনবাসে পাঠাইলেন। সঙ্গে রহিল তাঁহার ভার্যা। তাঁহারা হিমালয় খণ্ডের এক বনভূমিতে তৃণকুটীর আশ্রম নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বনজাত ফলমূল ও শিকার-করা মৃগ-বরাহের মাংস ভক্ষণ করিয়া তাঁহারা কাল কাটাইতে লাগিলেন। সুতেজ একদিন আশ্রমের বাহিরে গিয়াছেন এমন সময় এক বিড়াল এক কুশ্রী গোধা মারিয়া আনিয়া সুতেজের পত্নীর নিকট ফেলিয়া দিয়া গেল। মৃত কুশ্রী পশুটিকে মহিলা হাতেও ছুঁইলেন না। ফল মূল পাতা আহরণ করিয়া কুটীরে আসিয়া কুমার গোধাটিকে দেখিলেন, পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে ওটা বিড়ালে ফেলিয়া গিয়াছে। কুমার বলিলেন, এটাকে সিদ্ধ করিয়া রাখ নাই কেন। পত্নী বলিলেন, গোবর ডেলা মনে করিয়া পাক করি নাই। কুমার বলিলেন, এ তো অভক্ষ্য নয়, মানুষের ভক্ষ্য। এই বলিয়া কুমার ছাল ছাড়াইয়া গোধাটি আস্ত সিদ্ধ করিলেন এবং উঠানে গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখিলেন। পত্নী ঘড়া লইয়া জল আনিতে গেলেন। বলিয়া গেলেন, জল আনিয়া আসিয়া আহার করিব। সিদ্ধ করা গোধা দেখিয়া তাঁহার খাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। ইহা বুঝিয়া রাজকুমার ভাবিল, যতক্ষণ সিদ্ধ করা হয় নাই ততক্ষণ এই রাজকন্যা গোধাকে ছুঁইতেও চাহে নাই, যখন সিদ্ধ হইল তখন খাইতে উৎসুক। আমার উপর ইহার যদি ভালোবাসা থাকিত তবে আমি যখন ফলমূল আহরণে গিয়াছিলাম তখনই রাঁধিয়া রাখিতে পারিত। সুতরাং আমি ইহাকে ভাগ না দিয়া গোটা গোধাটাই খাইব। রাজকন্যা জল আনিতে গেলে রাজকুমার গোধাটি খাইল। কুমারপত্নী ফিরিয়া আসিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, গোধা কই? স্বামী বলিল, পলাইয়া গিয়াছে। কুমার পত্নী ভাবিল গাছে ঝোলানো আস্ত সিদ্ধ করা গোধা পলাইল কি করিয়া। তাহার ধারণা হইল, স্বামী তাহাকে আর পছন্দ করেন না। তাহার মন খারাপ হইয়া গেল।

কিছুদিন পরে রাজা সুপ্রভ কালগত হইলেন। অমাত্যেরা আসিয়া কুমার সুতেজকে লইয়া গিয়া রাজ-সিংহাসনে বসাইল। রাজরানী হইয়া রাজার সর্বস্বের অধিকার পাইয়াও কুমারপত্নীর মনের আগুন নিবিল না। (এই গল্পের প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, সে জন্মে তিনিই ছিলেন সুতেজ, আর তাঁর যে পত্নী তিনি ছিলেন যশোধরা।)

এই জাতক-কাহিনীর সঙ্গে কবিকঙ্কণের বর্ণিত কাহিনীর মিল এই ভাবে দেখানো যায়,

---

১ নামটি অদ্ভুত রকমের। অনুমান করি এখানে 'বর্গ' ফারসী শব্দ, অর্থ, (১) 'বরগ' হইলে—বাদ্যযন্ত্র, ঘণ্টা, (২) 'বহ্রগান্' হইলে—নাবিক। দুইটি অর্থই খাটে। অরণ্যানীর ঘণ্টার উল্লেখ ঋগ্‌বেদে আছে। সমুদ্রপথের অদূরে চণ্ডী নৌপাল্গিনী হওয়া স্বাভাবিক।

১ দুই কাহিনীতেই নায়ক-নায়িকা তৃণকুটীর-নিবাসী এবং বন্যফলমূলাশী ও মৃগয়াজীবী

২ দুই কাহিনীতেই নায়ক গোধার (বা দেবীর) প্রতি অপ্রসন্ন নয়, নায়িকা অপ্রসন্ন

৩ দুই কাহিনীতেই গোধা-প্রাপ্তির পর নায়কের রাজ্যলাভ।

জাতক-কাহিনীতে গোধা স্বেচ্ছায় আসে নাই অনিচ্ছায়ও আসে নাই। তাহার মৃতদেহ আনীত হইয়াছিল। কালকেতু গোধাকে মারিয়া আনে নাই, ধরিয়া বাঁধিয়া আনিয়াছিল এবং গোধিকা স্বেচ্ছায় ধরা দিয়াছিল। মনে হয় মুকুন্দের গল্পের পুরানো রূপে গোধিকা কালকেতুর মৃগয়ার পশু হইয়া মৃতাবস্থায় আনীত হইয়াছিল। আর জাতক গল্পটির প্রাচীনতর রূপেও সম্ভবত সুতেজই শিকার করিয়া আনিয়াছিল। এই অনুমানের দুইটি সূত্র। প্রথমত কোন বিড়ালের পক্ষে "বঠরা রৌদ্রী গোধা" কে মারিয়া আনা সম্ভব নয়। বোধ হয় জাতক-কাহিনীটি যিনি লিখিয়াছিলেন তিনি গোধা বলিতে গৃহগোধিকা অথবা গিরগিটি বুঝিয়াছিলেন। গৃহগোধিকা ও গিরগিটি নিতান্ত ক্ষুদ্রকায়, এবং মানুষের খাদ্য কখনই ছিল না। গোধা সুখাদ্য এবং আয়ুর্বেদে প্রশস্ত মাংস বলিয়া উল্লিখিত। দ্বিতীয়, রাজকুমার যদি শিকার করিয়াই না আনিবেন তাহা হইলে এমন প্রত্যাশা করেন কিসে যে তাঁহার আগমনের আগেই পত্নী জন্তুটিকে রাঁধিয়া রাখিবেন? সুতরাং রাজপুত্র প্রথমে গোধা শিকার করিয়া আনেন তাহার পর ফলমূলের জোগাড়ে দ্বিতীয়বার বাহির হন, কালকেতু যেমন ঘরে গোধা আনিয়া ফুল্লরাকে সখীগৃহে "খুদসের" ধার করিতে পাঠাইয়াছিল।

দেবী চণ্ডীর সহিত গোধার সম্পর্ক অনেকদিনের। প্রথমে গোধা-গোধিকা ছিল দেবীর এক অস্ত্র—দুর্গম শিখরে গমনপথের দিশারী অথবা সর্পহন্তা। প্রাচীন বিদিশার অদূরবর্তী উদয়গিরি পর্বতের গুহায় যে অষ্টাদশভুজা বিরাট দেবীমূর্তি অঙ্কিত আছে সে মূর্তির এক হাতে আছে গোধা। এই গুহা খোদাই হইয়াছিল গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ দেবীমূর্তিতে গোধা সাধারণত পাদপীঠরূপে আঁকা থাকে। মুকুন্দের কাব্যে বন্দিতা দেবী দশভুজা নহেন, দ্বিভুজা। তিনি 'অভয়া চণ্ডী (দুর্গা)' পদ্মাসনস্থা,—প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে তিনি অরণ্যানী, সংস্কৃত সাহিত্যে বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা। অভয়া দুর্গার মূর্তিতে পাদপীঠে গোধিকা অঙ্কিত দেখা যায়। (কালকেতু দেবীর স্বরূপ দেখিতে চাহিলে দেবী দশভুজা মহিষমর্দিনী রূপ দেখাইয়াছিলেন। এ দেবীর ঠিক "স্বরূপ" নয়, লোকালয়ে পূজিত, সর্বজনপরিচিত, দুর্গার রূপ। দেবীর এই রূপই কালকেতুর জানা ছিল। অন্য রূপ দেখিলে তাহার বিশ্বাস হইত না।)

আখেটিক-খণ্ডে যেমন, বণিক-খণ্ডেও তেমনি দেবী অভয়া চণ্ডী—অরণ্যানী বিন্ধ্যবাসিনী (বিন্ধ্য বা "বিন্ধু" বন মানে যে অরণ্যে পথঘাট নাই, দিশাহারা)। "মৃগাণাং মাতা" তিনি অরণ্যে হারা পশুর, সংসারে হারা মানুষেরও বিপদনাশিনী। কালকেতুর চণ্ডী তেজস্বী পৌরুষের পক্ষপাতিনী, তিনি সোজাসুজি পুরুষের পূজা চান। খুল্লনার চণ্ডী অসহায় নারীর পক্ষপাতিনী, তিনি চান পৌরুষকে দমন করিতে। অন্তঃপুরের খিড়কি দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া তিনি সদর মহলে পূজা প্রত্যাশা করেন। তবে খুল্লনার চণ্ডী পুরাপুরি অরণ্যানী নহেন তিনি অংশত পদ্মা (এবং মনসা)—জলদেবতা। মনসার মতো তিনি ভরাডুবি করান, পুরুষকে কামের ছলনা করিতে তাঁহার বাধে না। এ চণ্ডী যেন পুরাণ-কাহিনীবিনির্গত নন, ইনি আসিয়াছেন লৌকিক কাহিনী হইতে। খুল্লনাকে যিনি অরণ্যে সহায়তা করিয়া তাহাকে পতির ভালোবাসায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তিনি আখেটিক-খণ্ডের চণ্ডীরই আর এক রূপ। কিন্তু তাহার পরে এই কাহিনীতে দেবীর যে প্রকাশ তাহার মধ্যে অরণ্যানী-বিন্ধ্যবাসিনীর সন্ধান নাই।

চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতির উপাখ্যানের সঙ্গে মনসামঙ্গলের চাঁদো রাজার উপাখ্যানের কাঠামোর বেশ মিল আছে। বাণিজ্যে ভরাডুবি দুই উপাখ্যানেই সাধারণ ঘটনা। মনসামঙ্গলের উপাখ্যান প্রথমে নাথপন্থী যোগীদের গাথার রূপ

পাইয়াছিল[১] তাই কাহিনীর পরিণতি বংশলোপে। এবং সেই কারণে উপাখ্যানটি ভদ্র সমাজের গার্হস্থ্য আসরে সমাদৃত হয় নাই। মুকুন্দের মতো কোন সুশিক্ষিত কবিও তাই মনসামঙ্গল রচনায় অগ্রসর হন নাই।

মনসামঙ্গল-কাহিনী কবিকঙ্কণের অবিদিত ছিল না। চাঁদ বেনের প্রসঙ্গে তাঁহার এই উল্লেখই প্রমাণ—"ছয় বধূ জার গৃহে নিবসয়ে রাঁড়"।

বণিক্-খণ্ডের একটি ব্যাপার অতিশয় বিচিত্র এবং খুব প্রাচীন। যাঁহারা মিথলজি-ঘটিত অলোকিকের চর্চা করেন তাঁহাদের কাছে ইহা মূল্যবান্ ঠেকিবে। ভারতবর্ষে শ্রীর ও লক্ষ্মীর (অর্থাৎ কান্তির ও পুষ্টির) প্রতীক ছিল পদ্ম এবং পদ্মাশ্রিতা দেবী, আর সঞ্চয়ের প্রতীক ছিল হস্তী (নাগ)। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে কান্তি ও ঋদ্ধিজ্ঞাপক যে স্থাপত্য চিত্র অবিচ্ছেদে পাওয়া যাইতেছে সে হইল কমলবনে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরে আসীনা শোভনা নারী, তাঁহার দুই পাশে দুই হাতি শুঁড়ে জলকুম্ভ লইয়া তাঁহাকে অভিষেক করিতেছে। পরবর্তী কালে এই মূর্তি মনসার বিকল্প মূর্তি গজলক্ষ্মী বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। মনে হয় গজলক্ষ্মীর মূর্তি বণিকদের জাতিবৃত্তির লাঞ্ছনরূপে স্বীকৃত ছিল এবং পরে ইহাই তাঁহাদের উপাস্য বিশিষ্ট দেবীমূর্তি রূপে পূজিত হইতে থাকে। ধনপতি ও শ্রীপতিকে দেবী নিজের যে মায়ামূর্তি দেখাইয়াছিলেন তাহাতে হস্তী দেবীকে অভিষেক করিতেছে না, দেবীই হস্তীকে বার বার নিগৃহীত করিতেছেন। বণিকদের লাঞ্ছনের এই বীভৎস রূপ দেখাইয়া দেবী ধনপতি ও শ্রীপতিকে পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। অনিষ্টসূচক দুঃস্বপ্ন প্রকাশ করিতে নাই, করিলে তাহা ফলিয়া যাইতে পারে,—এই ছিল তখনকার লোকের ধারণা। ধনপতি ও শ্রীপতি এই মায়াদৃশ্যের কথা রাজসভায় প্রকাশ না করিলে তাহাদের বিপত্তি ঘটিত না, প্রকাশ করিয়াই তাহারা নিদারুণ সঙ্কটে পড়িয়া গেল। কমলে-কামিনী মূর্তিকে তাহাদের ভাগ্যদেবীর ছলনা বলিয়া পিতাপুত্র বুঝিতে পারে নাই। দেবীকে ধনপতি কামদৃষ্টিতে দেখিয়াছিল।

আখেটিক-খণ্ডের দেবীর আসল (অর্থাৎ প্রাচীনতম) রূপ যে কি ছিল সে দেবীর উক্তিতেই আছে। তবে কিছু বিকৃত ভাবে থাকায় এবং প্রাচীন দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান না থাকায় এতদিন ধরিতে পারা যায় নাই। আরণ্য কলিঙ্গভূমির দেউলে পূজা লইয়া

শঙ্কর-সদনে চণ্ডী জান নিজ বেশে
অংশরূপে পূজা নিল কলিঙ্গের দেশে। ৪৯।

এখানে দেবী একাকী পূজিত হইয়াছিলেন, শিবের শক্তি রূপে নয়, শিবের সঙ্গে তো নয়ই। তবুও "অংশ" বলিবার কোন আপাত সার্থকতা দেখা যায় না। আসলে এখানে দেবী কৌমারী রূপে পূজা লইয়াছিলেন। এই রূপে তাঁহার প্রাচীন ও বিশিষ্ট অভিধা পাই 'একানংসা' (একানংশা)। ইহার অর্থ হইল, আইবড় সমর্থ মেয়ে। 'অনংসা' উৎপন্ন হইয়াছে সুপ্রাচীন নস্-ধাতু হইতে (মানে দেহ-সংযোগ করা বা হওয়া)। এই হইতে খুব প্রাচীন দেবতাদ্বয়ের নাম, 'নাসত্য' আসিয়াছে। তাই চণ্ডীর একটি নাম কৌমারী। এই নামের একটুমাত্র সার্থকতা দেখা যায় দুর্গোৎসবে কুমারী-পূজা অনুষ্ঠানে"

৫

তৌলন-কথা

মুকুন্দের রচনা ছাড়াও বাংলায় চণ্ডীমঙ্গল আরও দুই চারখানি পাওয়া গিয়াছে। এ চণ্ডীমঙ্গলগুলি আলোচনা করিলে বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা ও বিন্যাস অনুসারে এগুলিকে তিন থাকে ফেলা যায়,—পশ্চিমবঙ্গের পুথি, উত্তরবঙ্গের

১ এসিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, কর্তৃক প্রকাশিত বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

পুথি, পূর্ববঙ্গের পুথি। পশ্চিমবঙ্গের সব চেয়ে পুরাতন চণ্ডীমঙ্গল কবিকঙ্কণ মুকুন্দের। উত্তরবঙ্গের পুরানো চণ্ডীমঙ্গল তথাকথিত মানিক দত্তের। পূর্ববঙ্গের পুরানো চণ্ডীমঙ্গল মাধবানন্দ বা মাধবের এবং রামদেবের। দুই জনেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিন থাকে মূল কাহিনী দুইটিতে মোটামুটি ভিন্নতা নাই। স্পষ্ট ভিন্নতা আছে উপক্রম অংশে এবং নীলাম্বরের ও দেব-নটনটীর স্বর্গভ্রংশের মূল কারণে।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম অংশ হইল চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি এবং চণ্ডীপূজার আদি পুরোহিত মানিক দত্তের কাহিনী। দেবীর বাসনা মর্ত্যলোকের পূজা। তাহাতে বাধা ধূম্রলোচন মহিষাসুর। তাহার ভয়ে দেবতারা মর্ত্যভূমে নামিতে সাহস পান না। অতএব দেবী ধূম্রকে বধ করিলেন। দেবীর আদেশে হনুমান তাঁহার পূজা-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দিব্য সরোবরের ধারে বিচিত্র দেউল তুলিয়া দিল। দেবী সে মন্দিরে পূজা লইতে আসিলেন, কিন্তু ভক্তের ভিড় না দেখিয়া খুসি হইতে পারিলেন না। তিনি নারদকে বলিলেন, প্রত্যহ নৃত্যগীতে তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেউল জাঁকাইয়া তুলিতে হইবে। নারদ বলিলেন, এ কাজ পারিবে কালা খোঁড়া মানিক দত্ত। দেবী মানিক দত্তকে স্বপ্নে দেখা দিয়া তাহার শিয়রে নিজের পূজাপদ্ধতি—ব্রতকথার পুথিখানি রাখিয়া আসিলেন। দেবীর কৃপায় মানিক দত্তের সব ব্যাধি দূর হইল। মানিক দত্ত লেখাপড়া জানে না। সে শ্রীকান্ত পণ্ডিতের কাছে পুথির মর্ম বুঝিয়া লইল। বাংলায় লেখা হইল তিন শ ষাট পদে চণ্ডীমঙ্গল। (রচয়িতা শ্রীকান্ত ও মানিক উভয়ে, কিংবা একলা শ্রীকান্ত এ কাজ করিয়াছিলেন কিনা বোঝা যায় না।) তাহার পর গানের দল বাঁধা হইল। মানিক দত্ত মূল গায়েন, রঘু আর রাঘব দুইজন দোহার, এবং শ্রীকান্ত পণ্ডিত মার্দঙ্গিক। কলিঙ্গ নগরে আসিয়া তাঁহারা চণ্ডীর গান গাহিয়া ফিরিতে লাগিলেন। নূতন ছাঁদের গান শুনিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়া গেল এবং সেই গানের লোভে ঘরে ঘরে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত অনুষ্ঠিত লাগিল। অচিরে এ খবর রাজার কানে গেল। রাজা মানিককে সভায় আনাইলেন। সে দেবীর অনুগ্রহ পাইয়াছে, তাহার এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা তাহাকে কারাগারে আটক করিয়া রাখিলেন। রাত্রিতে দেবী স্বপ্নে রাজাকে ভয় দেখাইলেন। রাজার মতি ফিরিয়া গেল। মানিক দত্তকে খাতির করিয়া রাজা যোড়শোপচারে দেবীর পূজা দিলেন দেউলে। দেবী প্রসন্ন হইয়া বর দিতে চাহিলে রাজা বলিলেন, আমার তো কিছু শারীরিক কষ্ট ও সংসারিক অভাব নাই, তবে দিবে যদি তো নবধা-লক্ষণ ভক্তি ও ভালো জ্ঞান দাও। এই হইল মর্ত্যলোকে চণ্ডীপূজা প্রবর্তনের ইতিহাস।[১]

নীলাম্বরের শাপপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে কালকেতুব পূর্বপুরুষ ধবলকেতু-সবলকেতুর উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। নীলাম্বর দেবীর প্রিয় ছিল। শিব তাহাকে শাপ দেওয়ায় দেবী অভিমান করিয়া বাপের বাড়ির দিকে পা বাড়াইলেন। নারদ ও শিব বাধা দিতে গেলে দেবী হাতের একগাছি কাঁকন তাঁহাদের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। কঙ্কণের দীপ্তিতে শিব ভয় পাইলেন। তাঁহার কপাল ঘামিযা টস টস করিয়া দুই ফোঁটা ঘাম মাটিতে পড়িল। তাহাতে তখনি জন্ম লইল দুই পালোয়ান বীর ধবলকেতু ও সবলকেতু। ধাবমান দেবী ও তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান নারদকে দেখাইয়া শিব তাহাদের বলিলেন, যাও ওই দুইজনকে ধর গিয়া। দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের শাপ দিলেন, তোমরা ব্যাধবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ কর। তাহারা শিবের কাছে ফিরিয়া আসিলে শিব বলিলেন, আমি কিছু করিতে পারিব না যেহেতু মায়ের শাপের কাটান নাই। তবে তোমাদের বংশে কালকেতু জন্মিবে, তাহার বিবাহের সময়ে তোমরা স্বর্গে আসিবে। এই কালকেতুর কাহিনীতে আর কোন বিশেষত্ব নাই, তবে শিব-দুর্গার প্রচ্ছন্ন বিরোধ তলায় তলায় রহিয়া গিয়াছে। ভাঁড়ু দত্ত শুধু ঠক নয়। ভাঁড়ও বটে। ধনপতির কাহিনী বিশেষত্ববর্জিত।

"মানিক দত্ত" শুধু এই নামটি ছাড়া উত্তরবঙ্গের চণ্ডীমঙ্গলে—যে পুথি আমি দেখিয়াছি—তাহাতে এমন কিছু

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, পঞ্চম সংস্করণ পৃ ৫০৮-৫১৯।

পাই নাই যাহা মুকুন্দের পরবর্তী কালের নয় বলা যায়। মুকুন্দের কাব্যরচনার কালে চণ্ডীমঙ্গলের কথাবস্তু হয়ত যে মানিকদত্তের পদ্ধতি ("মানিক দত্তের দাণ্ডা") নামে অভিহিত ছিল তাহা কবিকঙ্কণের কাব্যের কোন কোন পুথি ও ছাপা সংস্করণ হইতে জানা যায়।[১] কিন্তু সে উল্লেখ মুকুন্দের নহে, গায়নের উল্লেখ এবং দিগ্‌বন্দনায়। দিগ্‌বন্দনা গায়নদেরই বস্তু। সুতরাং উপরে বর্ণিত মানিক দত্তের কাহিনী অর্বাচীন হইতে বাধা নাই। এই গল্পের মধ্যে যদি কিছু সত্য নিহিত থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে মানিক দত্ত কবি ছিলেন না, প্রাচীন গায়ন ছিলেন মাত্র। ধর্মমঙ্গল-কাহিনীকে মানিকরাম গাঙ্গুলি "লাউসেনি দাঁড়া" বলিয়াছেন। সেই ভাবে "মানিকদত্তের দাঁড়া" মানিকদত্ত-ঘটিত কাহিনীটিই বুঝাইবে, সমগ্র চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনী নয়।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের পুথি উত্তরবঙ্গের, বিশেষ করিয়া মালদহ দিনাজপুর অঞ্চলেই পাওয়া গিয়াছে। দু একটি ছাড়া সবই খণ্ডিত এবং অর্বাচীন পুথি। প্রাচীনতম পুথি অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেকার নয়।

পূর্ববঙ্গের পুরানো চণ্ডীমঙ্গল কবি দুইজন, "দ্বিজ" মাধবানন্দ (মাধব) ও "দ্বিজ" রামদেব। মাধবানন্দের[২] রচনার পুথি সবই চাটিগ্রাম অঞ্চলের, রামদেবের[৩] পুথি সবই নোয়াখালি-ত্রিপুরা অঞ্চলের। দুই কবির রচনা এতটা ঘনিষ্ঠ যে একই মূল রচনার দুই রূপান্তর বলিতে ইচ্ছা হয়। মাধবানন্দের রচনার বিশিষ্ট কোন নাম নাই, তবে শেষের ভনিতা হইতে 'সারদাচরিত' বলা যাইতে পারে। রামদেবের রচনার নাম 'অভয়ামঙ্গল'। মাধবানন্দের সব চেয়ে পুরানো পুথি দুইটির লিপিকাল যথাক্রমে ১৭৫৯ ও ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। কোন কোন পুথিতে রচনাকাল দ্যোতক পয়ার আছে, কিন্তু তাহা হইতে ঠিক তারিখ উদ্ধার করা যায় না।[৪] রামদেবের তিনখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে একখানি অধুনা বিলুপ্ত, অপর দুই খানির লিপিকাল যথাক্রমে ১১৮১ সাল (=১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) ও ১২২৮ ত্রিপুরাব্দ (=১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ)। শেষের পুথিটিতে শকাঙ্ক দেওয়া আছে ("ইন্দু বাণ ঋষি বাণ বেদ") পাঁচটি সংখ্যায়—১৫৭৫৪, ঠিক নির্দেশ পাই না। দুইটি রচনাই মুকুন্দের রচনার তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত।

মাধবানন্দ-রামদেবের বর্ণিত কথাবস্তুতে প্রধান বিশেষত্ব হইল উপক্রমে শিবদুর্গার আখ্যান পরিবর্তে মঙ্গল দৈত্যের কাহিনী। দেবীর মঙ্গলচণ্ডী নামের ও তাঁহার মাহাত্ম্যকাব্যের চণ্ডীমঙ্গল নামের "মঙ্গল" অংশের অর্থ ভুলিয়া না গেলে এই ব্যাখ্যা-কাহিনীর উদ্ভব হইত না। (মনে হয় মঙ্গল দৈত্যের ভাবনার নীচে সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল-বাদশাহদের প্রতাপের উত্তেজনা ছিল।) এই কাহিনী মানিক দত্তের ধূম্রলোচন-কাহিনীর স্থানীয়। তাহার পর অভিনবত্ব হইল দেবী-আরাধনার ফলে ইন্দ্রের দুর্গতিদূর। তাহার পর নীলাম্বরের ব্যাপার। দেবতাদের আয়ু সুদীর্ঘ, তবে তাঁহারা অমর নহেন। লোমশ মুনির কাছে এই জ্ঞান পাইয়া নীলাম্বর অমর হইবার জন্য শিবের কাছে যোগতত্ত্ব শিখিতে চাহিল। শিব তাহাকে তাঁহার বিষ্ণুপূজায় ফুল যোগাইবার ভার দিয়াছিলেন। শাপমুক্তির পর নীলাম্বর শিবের কাছে যোগ-উপদেশ পাইয়াছিল।

কালকেতুর উপাখ্যানে অল্প স্বল্প ব্যতিক্রম আছে। কালকেতুর পিতা সিংহের কবলে পড়িয়া নিহত হয় এবং তাহার পত্নী সহমরণে যায়। সিংহের সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধের কারণ হিসাবেই সঙ্গমকেতুর বিনিপাত পরিকল্পিত। কালকেতু-ফুল্লরার সংসারের বর্ণনায় অত্যন্ত অসঙ্গতি আছে। ঘরে কিছুমাত্র সংস্থান নাই, তাই

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পঞ্চম সংস্করণ পৃ ৫০৮।

২ প্রথম ছাপা চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর সংস্করণ (দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯০৫), তাহার পর শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্যের সংস্করণ 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' নামে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২)।

৩ শ্রীআশুতোষ দাস সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭)।

৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পঞ্চম সংস্করণ পৃ ৫২২ ইত্যাদি। ঐ অপরার্ধ, তৃতীয় সংস্করণ পৃ ৩০৫।

মৃগয়ায় গোধাই সই। এ দিকে ফুল্লরা হাটে মাংস বিক্রয় করিয়া কড়ি আনিয়া দিতেছে চাল কিনিবার জন্য, অথচ সখীর কাছে সে গিয়াছে বাঁটি চাহিয়া আনিতে! আর একটি অভিনবত্ব বন-কর্তনে গোদা-বাঘের বিরোধ। আপাতত মনে হয় গোদা বেরুনিয়াদের দলপতির নাম। মূলে হয়ত গোধা ও বাঘের লড়াই ছিল। তৃতীয় অভিনবত্ব, কারামুক্ত কালকেতুর রাজার কাছে মাথা নোঙাইতে অস্বীকার। হস্তী আনিয়া তাহার মাথা নীচু করিতে বাধ্য করিলে হস্তী বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন রাজা কালকেতুকে দেবীর বরপুত্র বলিয়া উপলব্ধি করিলেন।

ধনপতির উপাখ্যানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অভিনবত্ব হইল এই যে ধনপতি লহনা ও খুল্লনা তিন জনেই শাপভ্রষ্ট স্বর্গবাসী। প্রথমে অভিশাপ পাইল মণিকর্ণ ও তৎপত্নী চন্দ্ররেখা। ইহারা যথাক্রমে ধনপতি ও লহনা রূপে জন্ম লইল। তাহার পরে শাপগ্রস্ত হইল আর এক অপসরা-নর্তকী, সে হইল খুল্লনা। দ্বিতীয় অভিনবত্ব হইল রাঘব দত্তের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পায়রা উড়ানো। লক্ষপতির কোনই আপত্তি হয় নাই খুল্লনাকে দোজবরে বিবাহ দিতে। ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের উল্লেখ নাই, পায়রা-বাজিতে পরাজিত রাঘব দত্তের শত্রুতাই ধনপতির জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে খুল্লনার পরীক্ষা গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিল। অপর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ঃ মালাধর শিবের শাপ পায় নাই, দেবীর শাপ পাইয়াছিল। পিতা-পুত্রের বাণিজ্য-যাত্রা পথে একবারও নীলাচলের উল্লেখ নাই।

মাধবনন্দ ও রামদেবের রচনায় মুকুন্দের দাঁড়া হইতে কিছু কিছু বক্রতা ও চ্যুতি থাকিলেও মুকুন্দের রচনা যে পূর্ববঙ্গের কবিদ্বয়ের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এমন বলিতে পারি না। "সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল"—কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর এই ছত্র আমাদের আদর্শ পুথিতে না থাকিলেও অধিকাংশ পুথিতেই আছে। সুতরাং এ ছত্র মুকুন্দের মৌলিক রচনা বলিয়া নেওয়া যায়। এই ছত্র মাধবানন্দ ও রামদেবের শোনা ছিল কিন্তু মানে জানা ছিল না। তাঁহারা ইহা কালকেতুর মুখে দিয়াছেন। মুদ্রিত (১৯৫২) পাঠ অনুসারে মাধবানন্দ লিখিয়াছিলেন, "বেঁকা পিতল-খানি ভাঙ্গামু কথায়ে"। রামদেবের ছাপা (১৯৫৭) বইয়ে পাঠ, "রাঙ্গা পিতলখানি মোরে দিলা কর্মফলে"। রামদেবের মতে দেবী কালকেতুকে দিয়াছিলেন হাতের একগাছি কাঁকন, মাধবানন্দের মতে "ধন"—অনির্দিষ্ট মূল্যবান্ বস্তু। এই "ধন" লইয়া কালকেতু ভাঙাইতে গিয়াছিল সোমদত্তের ঘরে। কাঁকণ লইয়া গিয়াছিল সে সুশীল বেনের কাছে। উভয়এই দেবীর নির্দেশে। বেনের "সুশীল" নামটি মুকুন্দের "দুঃশীল" মুরারি শীলের অবোধ প্রতিধ্বনির মতো।

কোটালের কথায় ক্রুদ্ধ শ্রীপতি উত্তেজনার বশে মূল্যবান টোপর জলে ফেলিয়া দিয়াছিল,—এ কাহিনী আমাদের আদর্শ পুথিতে না থাকিলেও মুকুন্দের মূল রচনায় ছিল বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। এই কাহিনী রামদেবের রচনায় নাই, কিন্তু মাধবনন্দের রচনায় জলে টোপর ভাসানোর উল্লেখ আছে। এখানে কোটাল টোপর লইয়া রাজাকে দেখাইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে জলে ফেলার কোন অর্থই হয় না। অতএব বস্তুটুকু মুকুন্দের রচনা হইতে নেওয়া এবং ব্যাপারটির আসল তাৎপর্য—দেবী কর্তৃক শঙ্খচিলরূপ ধরিয়া তাহা উদ্ধার করা এবং খুল্লনাকে দেওয়া—সম্পূর্ণ হারাইয়া গিয়াছে।

দেবী চণ্ডীর দেবলোকে আদি কীর্ত্তির প্রসঙ্গে মুকুন্দ মঙ্গলদৈত্যের উল্লেখ করেন নাই, করিয়াছেন মধুকৈটভ বধ, করিয়া ব্রহ্মার নিস্তার। তাহার পর দেবতাদের এবং ইন্দ্রের নিস্তারের ইঙ্গিত আছে বটে কিন্তু সে গৌতমের শাপে নয়, দুর্বাসার শাপে। এ সবই পুরাণ-কাহিনী।

মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার শরণ
দুর্ব্বাসার শাপে দুঃখী হইল দেবগণ।

সুরলোকে সুস্থির করিলে সুররায়
প্রথমে সম্মান পাইলে ইন্দ্রের সভায় । ৩৭৮ ॥

৬

গীত-কথা

আগেই বলিয়াছি, সে কালে—যখন অবহট্ঠ-লৌকিক হইতে নব্য আর্য সাহিত্যের বীজ প্রথম 'অঙ্কুরিত হইতেছিল তখন—সব ভদ্র রচনাই যথোচিত সুর ও তাল যুক্ত ছিল। সে সব রচনা ছিল দুই রকমের—'গীত' অর্থাৎ গান, এবং 'প্রবন্ধ' অর্থাৎ আখ্যায়িকা। গীত ছোট রচনা, আগাগোড়া তানে তালে অভিব্যক্ত। প্রবন্ধ দীর্ঘ রচনা, কিছু অংশ সুরে গান করা হইত, কিছু অংশ ছন্দে আওড়ানো হইত, কিছু পড়া হইত। গীতগোবিন্দ যে 'প্রবন্ধ' সে কথা গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত আছে।[১] বইটি গানের ও শ্লোকের সমষ্টি, সংহত রচনা। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর ভনিতায়ও বহুবার রচনাটি 'পাঁচালি প্রবন্ধ' (বা 'পাঞ্চালিকা-প্রবন্ধ') বলিয়া উল্লিখিত আছে।

কবিকঙ্কণের রচনাটি প্রায় সাড়ে পাঁচ শ পদের সমষ্টি ("প্রবন্ধ")। (প্রস্তুত সংস্করণে পদের সংখ্যা ৫২৩, তাহার মধ্যে কিছু মূল হইতে বাদ পড়া সম্ভব, কিছু প্রক্ষিপ্ত থাকাও সম্ভব। সব পুথিতে পদসংখ্যা সমান নয়, তবে কোন পুরানো পুথিতেই পদের সংখ্যা পোনে ছশ'র বেশি নয়। প্রত্যেক পদের শেষে কবির ভনিতা। কিন্তু কি পুথিতে কি ছাপা বইয়ে (এবং প্রস্তুত সংস্করণেও) সব ভনিতা-ছেদই মৌলিক অর্থাৎ কবিকৃত নয়। গায়নেরা প্রয়োজন মতো দীর্ঘ পদকে ছাঁটিয়া ছোট করিয়াছেন এবং একাধিক ছোট পদ জুড়িয়া দীর্ঘ পদে পরিণত করিয়াছেন। সেইজন্য কোন ভালো পুথির দুইটি পদ অপর কোন ভালো পুথিতে ঠিক দুইটি পদ নাও হইতে পারে। যেমন প্রস্তুত সংস্করণে ৭১ এবং ৭২ সংখ্যক পদ দুইটি মা-পুথিতে একটি পদ।

প্রাচীন পুথিতে গানের রাগরাগিনীর নির্দেশ থাকে, তবে সব পদে নয়। কোন প্রবন্ধের সব পদই যে গানের মতো গাওয়া হইত তাহা নয়। কোন কোন পদ আসরে প্রয়োজন মতো দ্রুত আওড়ানো হইত। কোন কোন পদে যেগুলির ভাবার্থ সংক্ষেপে বলিয়া দেওয়া হইত সেখানে গায়নের পুথিতে রাগরাগিনীর উল্লেখ থাকিত না। আমার এই অনুমানের সমর্থন পাই "জাগরণ" অংশে। এই সুদীর্ঘ পালাটি গাওয়া হইত সপ্তম দিবসে সারারাত জাগিয়া প্রভাত পর্যন্ত। এত বড় পালা সারা রাত ধরিয়া একটানা গান করিয়া যাওয়া যে-কোন গায়নের পক্ষেই অসম্ভব, অথচ এমন আনুষ্ঠানিক আসরে একটানা পালার মধ্যে গানে সাময়িক বিরতিও চলে না। সুতরাং এ পালায় অনেক পদ পয়াররূপে আওড়ানো হইত অথবা বচনিকারূপে সেগুলির মর্মার্থ বলিয়া দেওয়া হইত। এই কারণেই আমাদের আদর্শ পুথিতে (এবং অন্য প্রাচীন পুথিতেও) জাগরণ পালার খুব কম পদেই রাগের নির্দেশ দেখা যায়।

রাগের নির্দেশে বিভিন্ন প্রাচীন পুথির মধ্যে ঐক্য নাই, কিঞ্চিৎ ঐক্য আছে শুধু "মঙ্গল", "করুণা" ও "ললিত" —এই তিনটি নির্দেশে। এই কারণে প্রস্তুত সংস্করণে রাগের উল্লেখ অনাবশ্যক মনে করিয়াছি। পরিগৃহীত আদর্শ পুথি কোন গায়নের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে লেখা হয় নাই। এই পুথিতে এই রাগগুলির নির্দেশ আছে,— সারেঙ্গি, বসন্ত, মালসি, ভূপাল, বিভাষ, পঠমঞ্জরী, সিন্ধুড়া, করুণা, বারাড়ি, ললিত, ধানশি, মঙ্গল, শ্রী ও মল্লার। প্রথম পাঁচটি রাগের উল্লেখ আছে একবার করিয়া, পঠমঞ্জরী দুইবার, সিন্ধুড়া ও করুণা চারবার, বরাড়ি পাঁচবার, ললিত ছয়বার, ধানশি সাতবার, মঙ্গল আটবার, শ্রীরাগ আটদশবার, মল্লার রাগের পদগুলি দুইচারটি বাদে সবই পয়ারে

---

[১] "এতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্"।

লেখা, অনারাগের অধিকাংশ পদই ত্রিপদীতে। 'ছন্দ' আছে চারবার, 'ললিতছন্দ' তিনবার, 'ঝাঁপা' দুইবার, 'মালঝাঁপ' একবার। চণ্ডীমঙ্গল যেভাবে গাওয়া হইত তাহার কিছু নির্দেশের সূত্র পাওয়া যায় সো-পুথিতে। এই সূত্র হইল "চালন" (বা "চালান"), "চৌপদি ছন্দ", "পআর ছন্দ গিতে", "ধাবাড়ি", "ছুটা মান", "চৌপদি তিন জনে", "ঝাঁকা মান", "ছুটা জাত (=জতি ?)", "বারারি রাগ পআর ছন্দ", "পয়ার ছন্দ ভুপালি রাগ," "চৌপদি ছন্দ ভাট্যালি রাগ", "বারমাসি ছন্দ", "মঙ্গল রাগ সটপদি ছন্দ", "আলিসা কামোদ রাগ", ইত্যাদি উল্লেখ। এখানে ছন্দ কবিতার ছাঁদ (metre) নয়, গাইবার অথবা নাচের কিংবা বাজনার অথবা নাচ ও বাজনার ঢঙ বলিয়া মনে হয়। কবিকঙ্কণের মূল রচনায় এই অর্থে "ছন্দ" শব্দটির অনেকবার প্রয়োগ আছে। যেমন, "রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ"।

পুথিতে তালের উল্লেখ নাই, আছে মানের। মুকুন্দ নিজে 'তালমান' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই সমস্ত শব্দটি ভাঙ্গিয়াই 'তাল' ও 'মান' শব্দ আধুনিক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। অনুমান করি 'তাল' মানে ছিল আঘাত (ইংরেজী beat) আর 'মান' মানে ফাঁক (ইংরেজী bar)। 'ছুটা মান' মনে হয় ছোট অর্থাৎ দ্রুততর তাল, 'ছুটা জাত' ছোট বিরাম। 'চালন' আলস্যভরে অর্থাৎ টানিয়া টানিয়া গাওয়া।

মুকুন্দের কাব্য সর্গ, পরিচ্ছেদ, উচ্ছ্বাস ইত্যাদি কোন রকম গ্রন্থিতে গাঁথা ছিল না। 'দেব-খণ্ড', 'আখেটিক-খণ্ড' ও 'বণিক-খণ্ড'—এই খণ্ডভাগগুলি মুকুন্দ-কৃত কি না বলিতে পারি না। তবে যেভাবে এক কাহিনী আর এক কাহিনীতে গড়াইয়া গিয়াছে তাহাতে এই খণ্ডবিভাগ মূলগত নয় বলিয়া মনে হয়। আসলে রচনাটি আট দিন ধরিয়া প্রয়োক্তব্য একটি দেবতামাহাত্ম্য গান। যজ্ঞে ও দেবারাধনায় যেমন কর্মকাণ্ড সমাপ্তির পূর্বে কোন বিরতি হইতে পারে না দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তনেও তাই। সুতরাং সমগ্র কাব্যটি এই হিসাবে অখণ্ড।

আনুষ্ঠানিকভাবে গীত হইলে কাব্যটি গাইতে আট দিন লাগিত (আট- দিনের মঙ্গল-গান বলিয়া নামান্তর "অষ্টমঙ্গলা"), সাধারণত মঙ্গলবার দিবা হইতে পরবর্তী মঙ্গলবার দিবা পর্যন্ত। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের প্রায় সব ভালো পুথিতে ও অনেক সংস্করণে সাধারণত গাইবার দিন ও কাল অনুসারে 'পালা' ভাগ দেখা যায়। তবে যে পুথি "পঠনার্থ"—যেমন সাহিত্য সভার আরাণ্ডি পুথি—তাহাতে পালা বিভাগ নাই। প্রথম দিনে (মঙ্গলবারে) দিনের বেলায় স্থাপনা, রাত্রিতে বস্তু আরম্ভ। দ্বিতীয় দিনে (বুধবারে) শুধু রাত্রিকালে। তৃতীয় হইতে সপ্তম দিনে (বৃহস্পতি হইতে সোমবার) দিন ও রাত্রি দুই বেলায়ই গান হইত, তবে সোমবারে চলিত সারারাত্রি ধরিয়া (—তাই এই পালার নাম জাগরণ—) এবং অষ্টমঙ্গলা গাইবার কালে অষ্টম দিনে (মঙ্গলবারে) সকাল হইয়া যাইত। এইভাবে আট দিনে (মঙ্গলবার হইতে মঙ্গলবার পর্যন্ত) গীত-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইত।

এমনি দিবা-রাত্রির পালা অনুসারেই প্রস্তুত সংস্করণে কাব্যটি বিভক্ত হইয়াছে ॥

৭

কবি-কথা

কবির নাম যে "রাম"-সংযুক্ত মুকুন্দ ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। কোন পুথিতে একবারও এ নাম উল্লিখিত দেখি নাই। অথচ রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন, কবির প্রকৃত নাম "মুকুন্দরাম" (পৃ ৯১১)। কাব্য মধ্যে মুকুন্দ নামটিই পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় "কবিকঙ্কণ" ও "শ্রীকবিকঙ্কণ"—কখনো কখনো। কবি ভনিতাগুলির মধ্যে নিজের পরিচয় সম্পূর্ণভাবে ছড়াইয়া দিয়াছেন। তাহা হইতে জানিতে পারি যে তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল দামিন্যা (বা দামুন্যা)

"নগরে" (অর্থাৎ দেবাধিষ্ঠিত গ্রামে) এবং তিনি গ্রন্থরচনা কালে সুখে বাস করিতেছিলেন আরড়া (বা আড়রা) নগরে (অর্থাৎ রাজাধ্যুষিত গ্রামে)। আরড়া (এখন আঁড়রা) ব্রাহ্মণভূমের অন্তর্গত। সেখানকার রাজার অর্থাৎ ভূস্বামীর পুত্র (পরে রাজা) রঘুনাথের সভাসদ ছিলেন তিনি, এবং সেই রঘুনাথই কবির রচনা জাঁকজমকে গীত হইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। কবির পিতার নাম হৃদয়, খ্যাত ছিলেন তিনি "গুণিরাজ (বা গুণরাজ) মিশ্র" নামে। কবির বড় ভাই ছিলেন "কবিচন্দ্র"। ইনি নিশ্চয়ই খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন তাই তাঁহার উপাধিটিকেই কবি যথেষ্ট মনে করিয়া একবারও আসল নাম করেন নাই। পিতামহ ছিলেন "মহামিশ্র" জগন্নাথ। ইনি বহুকাল আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়া দশাক্ষর মন্ত্রে গোপালের উপাসনায় নিরত ছিলেন। ইঁহারা কয়াড় গাঁইয়ের ছোটতরফের ("অনুজজাত") বংশের ব্রাহ্মণ ছিলেন, রাঢ়ীশ্রেণীর অন্তর্গত (?), গোত্র সাবর্ণ। প্রপিতামহ মাধব ওঝার নিবাস ছিল কর্ণপুরে। ইনি কোন এক রাজসভায় ধর্মাধিকরণিক ছিলেন। তাঁহাকে বীরাদিগর দত্ত নিজের পুরোহিত করিয়া দামিন্যায় আনাইয়া দেবসেবার অধিকারী করিয়া দেন। একাধিকবার ভনিতায় এই চারটি স্নেহাস্পদের নাম পাওয়া যায় যাহাদের জন্য কবি দেবীর দয়া কামনা করিয়াছেন—শিবরাম (অনেক ভনিতায় প্রাপ্ত), চিত্রলেখা, যশোদা এবং মহেশ। রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন, "কবিকঙ্কণের দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম শিবরাম ও মহেশ এবং কন্যা দুইটির নাম চিত্রলেখা ও যশোদা (পৃ ৯৭)।" শেষের দিকে ভনিতায় এক আধবার "রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান" পাওয়া গিয়াছে। উপরের তালিকায় পুত্রের নাম অবশ্যই আছে, পৌত্রের নামও থাকিতে পারে। কবিরা পৈতৃকসূত্রে দামিন্যায় জমি ভোগ করিতেন। ভনিতায় দুই তিন বার দামিন্যার তাঁহাদের সেবিত দেবতার সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে—'চক্রাদিত্য', 'রামাদিত্য'। ইনি কবিদের গৃহদেবতার মতো ছিলেন। নাম হইতে অনুমান হয় বিষ্ণু কিংবা সূর্য। গ্রামদেবতা ছিলেন শিব (বা ধর্মঠাকুর)। (চক্রাদিত্য ইঁহার নামও হইতে পারে।) দামিন্যার তালুকদার ছিলেন গোপীনাথ নন্দী। নিকটস্থ সেলিমাবাদ সহরে ইনি থাকিতেন। একটি ভনিতা হইতে জানা যায় যে কবির সঙ্গে ইঁহার সখ্য ছিল। একটি পুথিতে প্রাপ্ত একবার ভনিতায় কবি নিজেকে "দৈবকীনন্দন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ ভনিতা খাঁটি হইলে বুঝিব মুকুন্দের মাতার নাম ছিল দৈবকী।

দামিন্যা—(অধুনা বর্ধমান জেলার রায়না থানার দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত এই দামিনে গ্রামের মধ্য দিয়া বর্ধমান ও হুগলি জেলার সীমারেখা চলিয়া গিয়াছে)—গ্রাম হইতে মুকুন্দ আরড়া—(অধুনা মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার অন্তর্গত, শালবনি রেলস্টেশন হইতে চারপাঁচ মাইল পূর্বদক্ষিণে)—গ্রামে গিয়া সেখানকার ব্রাহ্মণ রাজা পালধি-গাঁই বীরবাঁকুড়া দেবের আশ্রয় লাভ করেন। বাঁকুড়া রায়ের পিতার নাম বীরমাধব। পত্নীর নাম দনা, শ্বশুরের নাম দুলাল সিংহ। ইঁহাদের পুত্র রঘুনাথ। বাঁকুড়া দেব আশ্রয়প্রার্থী মুকুন্দকে ছেলে-পড়ানোয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রঘুনাথ মুকুন্দকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিতেন। তেপান্তর বিলের ধারে দেবী স্বপ্নে গীত রচনা করিতে কবিকে আদেশ দিয়াছিলেন সেই আদেশ অনুসারে এবং রঘুনাথের আগ্রহে মুকুন্দ চণ্ডীমঙ্গল রচনা সম্পূর্ণ করেন। গান করিবার সমস্ত বন্দোবস্ত রঘুনাথ করিয়া দিয়াছিলেন। গ্রন্থরচনা কালে বাঁকুড়া রায় ও দনা দেবী জীবিত ছিলেন।

এই পর্যন্ত উপলব্ধি করা যায় ভনিতাগুলি হইতে। এই সব তথ্যের সমর্থন এবং আরও কিছু অতিরিক্ত খবর পাওয়া যায় দুইটি "আত্মপরিচয়" বা "গ্রন্থোৎপত্তিবিবরণ" পদে। প্রথমটি অল্প দুই চারটি পুথিতেই পাওয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়টি প্রায় সর্বত্র। কবিকঙ্কণের পৈতৃক বাসভূমি দামিনে গ্রামে যে পুথিটি তাঁহার স্বহস্তলিখিত বলিয়া দাবি করা হয় তাহাতে প্রথম পদটিই আছে দ্বিতীয়টি নাই। আমাদের পরিগৃহীত আদর্শ পুথিতে দ্বিতীয় পদটিই আছে, প্রথমটি নাই। অন্য প্রায় সব পুথিতেই তাই। কেবল একটি পুরানো পুথিতে (স ৩৩ ; অত্যন্ত খণ্ডিত ; কালিকাপুরে প্রাপ্ত) পর পর দুইটি পদই রহিয়াছে। প্রথম পদটি আসলে দামিন্যা গ্রামের প্রশস্তি, সুতরাং এ পদটি

প্রথমে দামিন্যায থাকিতে রচিত বলিযা আপাতত মনে হইতে পারে, কিন্তু এ অনুমানের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি হইল— দামিনেব পুথির এই শেষ ছত্র—"বক্ষ পুত্র পৌত্র ত্রিনযান"। এ ভনিতা কবির রচনা হইলে তাঁহার বেশী বযসের। দ্বিতীয পদটি লেখা হয চণ্ডীমঙ্গল বচনা শেষ হইবার পবে, এমন কি, কিছু কাল গান হইবাবও পরে। এই কবিতাটি আমাদেব আদর্শ পুথিতে সর্বাগ্রে আছে, গণেশ-বন্দনাবও আগে। আব সব পুথিতে এ পদটি আছে স্থাপনা পালাব শেষে অর্থাৎ বন্দনা-পদগুলির পবে, মূল কাহিনী শুরু হইবার ঠিক আগে। কেবল একটি পুথিতে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয ৬১৪১, লিপিকাল ১১৯১ সাল, লিপিস্থান কলিকাতা) পদটি দুইবাব আছে। একবাব আগে— স্থাপনা-পালাব শেষে, আব একবাব পরে—সর্বশেষে।

প্রথম পদে কবিব যে বংশ-পবিচয দেওযা আছে—তপন ওঝা, >তৎপুত্র উমাপতি, >তৎপুত্র মাধব, >তৎপুত্র জগন্নাথ, >তৎপুত্র গুণিবাজ মিশ্র, তৎপুত্র হৃদয় মিশ্র, >তদ্দ্বিতীয পুত্র—তাহা প্রাচীন মা° পুথিতে একটি ভনিতায কিছু বিকৃত রূপে মিলিযাছে। প্রথম পদটিতে অতিবিক্ত আছে গ্রামেব ও অধিবাসীদেব প্রশংসা। দামিনের পুথি হইতে এই পদটি উদ্ধাব কবিযা প্রথম প্রকাশ কবিযাছিলেন অম্বিকাচবণ গুপ্ত 'প্রদীপ' পত্রিকায ১৩১২ সালে।

দ্বিতীয পদটি কৌতূহলোদ্দীপক এবং সর্বজন-পবিচিত। ইহাতে শ্রোতাদেব সম্ভাষণ করিয়া কবি আত্ম-কথা ও কাব্যবচনাব ইতিহাস দিযাছেন। দেশেব শাসনকর্তা বদ-। হওযাতে তখন প্রজাবা সবিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত। কবিব বন্ধু তালুকদাব গোপীনাথ নন্দী নিযোগী বাজবোষে পড়িযা কাবারুদ্ধ হইযাছেন। তাই কবি গ্রামের মাতব্ববেব সঙ্গে পরামর্শ কবিযা জীবিকাব উদ্দেশ্যে (?) সপবিবাবে দামিন্যা ছাড়িযা চলিলেন। পত্নীপুত্র ছাড়া সঙ্গ লইযাছিল ভাই" (নাম রমানাথ, বামা নন্দী অথবা বামনিধি) এবং/অথবা দামোদর (বা ডামাল) নন্দী। গ্রাম ছাড়িয়া ক্রোশ দেডেক গিযা পৌঁছিযাছিলেন তাঁহাবা ভালিযা (আধুনিক তেলো গ্রামেব নিকটবর্তী ভেলো) গ্রামে। সেখানে রূপ বায নামে এক ব্যক্তি তাঁহাদেব যৎকিঞ্চিৎ পথসম্বল অপহবণ কবিলে পর যদু কুণ্ডু নামে এক তেলি ভদ্রলোক এই নিঃসম্বল পথিকদেব স্বগৃহে আশ্রয দিযা তিন দিন বাখিযাছিলেন। এই চমৎকাব গল্পটিতে মুস্কিল হইতেছে সব পুথিতে রূপবাযেব দস্যুতাব উল্লেখ নাই। রামগতি ন্যাযবত্নেব পাঠে আছে, রূপবায কেল হিত"। আব এক পাঠে আছে, ভাই নহে উপযুক্ত"। (ভেলো গ্রামে যদু কুণ্ডেব বংশধবেরা অদ্যাপি" বর্তমান বলিযা অম্বিকাচরণ গুপ্ত লিখিয়াছিলেন ১৩১২ সালে।) সেখান হইতে মুকুন্দ চলিলেন গোড়াই বা মুড়াই (সম্প্রতি মুণ্ডেশ্ববী") নদী বাহিয়া তেউট্যা বা ভেঁউটিযা (বা কেঁউটিযা) গ্রামে। (অম্বিকাচবণ বলিযাছেন এই গ্রামে কবিব শ্বশুবালয ছিল।) সেখান হইতে তাঁহাবা দ্বাবকেশ্বব পাব হইযা গেলেন পাতুলি পুবী" (আধুনিক পাতুল গ্রামে)। অনেক পুথিতে পাঠান্তব আছে 'মাতুলী পুবী' অর্থাৎ মাতুলালয। এই পাঠই ধর্তব্য। 'পাতুল' হইলে গ্রাম 'পুবী" বলাব হেতু কি মামার বাড়ি বলিযা ? (অম্বিকাচবণেব মতেও এই গ্রামে কবিব মাতুলালয ছিল।) সেখানে (মাতুলবংশের ?) গঙ্গাদাস তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য কবিযাছিলেন। সেইখান হইতে কবিবা পরাশব ও আমোদব উত্তীর্ণ হইযা পৌঁছিয়াছিলেন গোথড়া বা কোঁচড়িযা (বা গোচডিযা) গ্রামে। সেখানে বিশ্রাম লইলেন এক বিলেব মতো বিস্তীর্ণ জলাশয়ের পাড়ে। এখন কবিরা একেবারে সম্বলহীন। সেইখানে বুথু স্নান কবিযা মুকুন্দ শালুক-মূল নৈবেদ্য দিযা ফোটা শালুক ফুলে ঠাকুর পূজা করিলেন। কানে গেল শিশুপুত্রেব বাযনা, ভাত খাইতে চায সে। বিলেব জলে উদব পূরণ করিয়া কবি গাছের তলায় শুইযা পড়িলেন। ঘুমাইযা ঘুমাইযা স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহাব মা যেন আসিযা মাথার কাছে বসিয়া। তিনি ঘুমেব ঘোরেই বুঝিলেন ইনি মা নন দেবী মহামাযা, তাঁহাকে দযা কবিযা আশীর্ব্বাদ দিয়া নিজের মাহাত্ম্যগীতি রচনা কবিতে বলিতেছেন। দেবী তাঁহাব কানে এক অজানা মন্ত্র দিলেন। দেবী আজ্ঞা দিযাই ক্ষান্ত হইলেন না, সেইখানেই যেন এক হাতে তাড়িপত্র আব এক হাতে দোযাত ধবিয়া মুকুন্দের হাতে কলম গুঁজিযা দিয়া এবং সেই

কলমে নিজে ভর করিয়া গীতি রচনার সূত্রপাত করিলেন। (কিন্তু রামগতি ন্যায়রত্নের এবং কোন কোন পুথির পাঠে এ ব্যাপার ঘটিয়াছিল পরে।) ঘুম ভাঙ্গিলে পর এই স্বপ্নের কথা তিনি সঙ্গী রামানন্দ (রামা নন্দী বা দামোদর নন্দী) ছাড়া আর কাহারো কাছে ব্যক্ত করিলেন না।

"ভাই" এর প্রসঙ্গে রামগতির পাঠই এখানে গ্রহীতব্য, "দামুন্যা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রামানন্দ ভাই পথে দেখা হৈল তার সনে"। ইনি সম্ভবত গ্রাম সুবাদে ভাই, নাম রামা নন্দী (বা ডামাল বা দামোদর নন্দী)। অম্বিকাচরণের মতে ইনি ছিলেন তন্তুবায়, নিবাস ধনেখালির কাছে আলা গ্রামে।

সেস্থান ছাড়িয়া মুকুন্দ শিলাই নদী পার হইয়া (—কোন কোন পুথির পাঠে শিলাই পার হইবার উল্লেখ নাই—) ব্রাহ্মণভূমির রাজধানী আরড়ায় (বা আড়রায়) গিয়া রাজা বাঁকুড়া রায়ের সভায় উপনীত হইলেন। পরিচয় পাইয়া রাজা মুকুন্দকে আশ্রয় ও ভরসা দিলেন। মুকুন্দ রাজকুমারের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। আরড়া "নগরে" সুখে থাকিয়া কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিতে লাগিলেন।—এই হইল দ্বিতীয় পদটির মর্ম।

আত্মকথা-ঘটিত পদ দুইটিকে অবলম্বন করিয়াই পণ্ডিতেরা মুকুন্দের কালনির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব কবিতা দুইটির অকৃত্রিমত্ব—অর্থাৎ মূলরচনার সমকালত্ব ও সহযোগিত্ব—বিচার করা আবশ্যক। এই আলোচনাকালে মনে রাখিতে হইবে, যে-তথ্য বা সংবাদ ভনিতায় বারবার অথবা অসন্দিগ্ধভাবে পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রামাণিকতা সর্বাগ্রে গ্রাহ্য।

প্রথম পদটিকে কবির আত্মপরিচয় না বলিয়া দামিন্যা-প্রশস্তি বলাই উচিত। কবির আত্মকথা যেটুকু আছে, তাহাতে অভিনবত্ব কিছুই নাই, তাহা সবই ভনিতায় মিলিতেছে। দামিনের পুথিতে শুধু এই পদটিই আছে, দ্বিতীয়টি নাই। রাজধানী আরড়ায় সুখে বসিয়া লেখা গ্রন্থে এ পদটি প্রত্যাশিত নয়। পরে সংযোজিত মনে করিলেই সঙ্গতি হয়। তবে পদটিতে দামিন্যার পরিচয়ের মধ্যে কিছু অসঙ্গতি ও অর্বাচীনত্বের ইঙ্গিত আছে। দামিনে পুথির শেষ ছত্রের পাঠ (যাহা কালিকাপুরের পুথিতে নাই)—"রক্ষ পুত্রপৌত্রে ত্রিনয়ান"—যথার্থ হইলে পদটি কবির প্রৌঢ়বয়সের সংযোজন বলিতেই হয়। তাহার পর চক্রাদিত্য ঠাকুরের কথা ধরি। ভনিতায় একাধিকবার "চক্রাদিত্য" বা "রামচক্রাদিত্য" অথবা "রামাদিত্য" ঠাকুরের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোথাও ঠাকুর শিবের সঙ্গে সনাক্ত নহেন। "রাম" আর "আদিত্য" শিব ঠাকুরের নামে দেখা যায় না। তৃতীয়ত গ্রন্থমধ্যে আখানে ধূসদত্তের উল্লেখ আছে শীর্ষস্থানীয় বণিক্‌দের তালিকায় সর্বাগ্রে। কিন্তু সেখানে দেউলের কোন প্রসঙ্গই নাই। চতুর্থত কবির যজমান ও বন্ধু গোপীনাথ নন্দীর নাম নাই, শুধু আছে "হরি নন্দী ভাগ্যবান্ শিবে দিলা ভূমিদান"। পঞ্চমত "বিখ্যাত স্থান" নামদার দত্ত বংশের "সত্যবান্ কল্পতরু" উমাপতির নাম আছে, কিন্তু বীরদিগর দত্ত যিনি কবির পূর্বপুরুষ উমাপতিকে দামিন্যায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাঁহার উল্লেখই নাই। ষষ্ঠত ঋষি ও সর্বানন্দ নাগের (?) নাম অন্যত্র কোথাও নাই। "বেদান্ত নিগম-পাঠী" কুসান (কুশাল ?) পণ্ডিতের কথাও অন্যত্র মিলে না। কোন্ তিন মহাশয়ের—বন্দ্যঘটি ও বাগালপাশি গাঁইয়ের—কুলক্রম কিভাবে হইয়াছিল তাহা অনুমানেরও বাহিরে। (বস্তুত এই ছত্রদ্বয়ই দুষ্ট—"মহাশয়" "মহাশয়" মিল !) সপ্তমত, পিতামহ জগন্নাথ যে গোপালের ভক্ত উপাসক ছিলেন সে কথা মুকুন্দ ভনিতায় অসংখ্যবার বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখানে পাই—"মহামিশ্র জগন্নাথ একভাবে পূজিল শঙ্কর।" মনে হয় পদটি দামিন্যার গ্রামদেবতা শিবের বন্দনার উপলক্ষ্যে রচিত অথবা তদর্থে সংশোধিত হইয়াছিল। প্রথম পদটির শেষ কয় ছত্র ছাড়া, মুকুন্দের রচনা বলিয়া মনে করিতে পারি না। বিশেষ করিয়া দামিন্যার প্রয়োজনেই যেন এই পদটি প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

কালিকাপুরের পুথিতে পদ দুইটি পরপর আছে। প্রথমে ধানসী রাগে "ধ্বন্বি ধ্বন্বি কলিকালে রঘ্নানদের

কূলে অবতার করিলা শঙ্কর" ইত্যাদি, তার পরেই—রাগরাগিনীর উল্লেখ না করিয়া—"সুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ এই কবি হইল জেমতে" ইত্যাদি। দুইটি পদের মধ্যে ছন্দ ছাড়াও ধারাবাহিকতা আছে, সুতরাং সহসা একসঙ্গে রচিত (এবং প্রক্ষিপ্ত) বলিয়া মনে হইতে পারে।

হয়ত সঙ্গত কারণেই প্রথম পদটির প্রচার হয় নাই, তাই তেমন পাঠান্তরও মিলে না। দ্বিতীয় পদটি সবিশেষ পরিচিত ছিল, এবং বিষয়েও চিত্তাকর্ষক, বলিয়া এই পদটির ছোটখাট অজস্র পাঠান্তর পাওয়া যায়। এই পাঠান্তর-বাহুল্য হইতে পদটির প্রাচীনত্বেরও দিশা মিলে।

দ্বিতীয় পদের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ছত্রটি, 'ধন্য রাজা মানসিংহ" ইত্যাদি, মুকুন্দের কালনির্ণয়ে ঐতিহাসিকেরা চাবিকাঠি করিয়াছেন। (প্রথমেই বলা ভালো যে কোন কোন পুথিতে এবং রামগতি ন্যায়রত্নের পাঠে মানসিংহের নামই নাই, "অধর্মী রাজার কালে" পাঠ আছে। বলা বাহুল্য এ পাঠ স্বীকার করিলেও মানসিংহের নেঠা সম্পূর্ণ চুকিয়া যায় না।) মানসিংহের উল্লেখে বোঝা যায় যে পদটি রচনার সময়ে কবির দেশত্যাগ অনেক পূর্ববর্তী ঘটনা। তিনি দেশের কর্তা, অর্থাৎ সুবেদার (১৫৯৪ হইতে ১৬০৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)। সুতরাং পদটির রচনাকাল ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে নয়। পদটি যদি মূল রচনার অর্থাৎ মুকুন্দ কাব্যটি প্রথমে যেমন লিখিয়াছিলেন সেই পাঠের অন্তর্গত হয় তবে সমগ্র চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধেও এই কালসীমা স্বীকার করিতে হইবে, নহিলে নয়। কিন্তু পদটিকে মূলরচনার (অর্থাৎ প্রথম রচিত সমগ্র পাঠের) অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে বিস্তর আপত্তি আছে। সে আপত্তি উত্থাপন করিতেছি।

প্রথমেই গোপীনাথ নন্দীর ব্যাপার। সেলিমাবাদ নিবাসী গোপীনাথ নন্দী নিয়োগী দামিন্যার তালুকদার ছিলেন, মুকুন্দের সঙ্গে তাঁহার সদ্ভাব ছিল। (সম্ভবত কবিগোষ্ঠী তাঁহাদের পুরোহিত ছিল।) গোপীনাথ নন্দী বিপাক বশে রাজদ্বারে আটক পড়ায় তাঁহার তালুক দামিন্যার প্রজারা বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছিল। তখন সুহৃদবর্গের পরামর্শক্রমে মুকুন্দ সপরিবারে অন্যত্র গমনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।—এই ব্যাপার পদটি হইতে বুঝিতে পারি। দেশ ছাড়িয়া যাইবার সময়ে দীর্ঘ পথের অন্ত্যভাগে ক্লান্ত মুকুন্দ স্বপ্নে দেবীর আদেশ পাইয়াছিলেন এবং পরে আরড়ায় গিয়া বীরবাঁকুড়া দেবের আশ্রয় পাইয়া সেখানে থাকিয়া দেবীমাহাত্ম্য-কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন।—এই সংবাদও পদটিতে আছে। স্বপ্নে দেবী-আদেশ পাওয়ার কথা একাধিক ভালো পুথিতে ভনিতায় পুনঃপুন পাওয়া গিয়াছে। যেমন, "স্বপ্নে আদেশ পান শ্রীকবিকঙ্কণ গান পরিতুষ্টা জাহারে ভবানী", "সপনে আদেশ পান শ্রীকবিকঙ্কণ গান দামিন্যায় জাহার বসতি," "বনে তেপান্তরে আজ্ঞা কৈল মোরে সঙ্গীত হৈল নির্মাণ", "তেপান্তর বিলে মোরে আজ্ঞা কৈলে"। কিন্তু গোপীনাথ নন্দীর দুর্গতি এবং মুকুন্দের পিতৃভূমি পরিত্যাগ কোন পুথির কোন ভনিতায়ই সমর্থিত নয়। বরং বিপরীত কথা আছে। একাধিক ভালো পুথিতে পাওয়া (খুল্লনার দুর্গতি প্রসঙ্গের শেষে) একটি ভনিতা হইতে প্রমাণিত হয় যে কাব্যরচনা কালে—ধনপতির কাহিনীর গোড়ার দিকে অন্তত—গোপীনাথ নন্দী স্বচ্ছন্দে তালুক ভোগ করিতেছিলেন এবং দামিন্যার সহিত কবির যোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল। ভনিতাটি এই

দামিন্যা-নগরে চক্রাদিত্য সুর
সেবনে জড়িমা করয়ে দূর।
নন্দী গোপীনাথ জাহে ঠাকুর
কৌতুকে রচিল মুকুন্দ পুর।[1]

---

[1] সুর=সূর্য অথবা দেবতা। পুর=পুরুত, পুরোহিত। মুকুন্দেরা নন্দীদের যাজক ছিলেন, মনে হয়। শিব পূজার জন্য মুকুন্দের পূর্বপুরুষকে যিনি ভূমি-দান করিয়া ছিলেন সেই হরি নন্দী গোপীনাথেরই পূর্বপুরুষ হওয়া সম্ভব।

বস্তুত মুকুন্দ দামিন্যা হইতে আরড়া গিয়াছিলেন ঠিকই এবং সুখে থাকিবার জন্য যাওয়া সুতরাং সেখানে সুখে ছিলেনও, কিন্তু পিতৃভূমিকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এমন ধারণা সঙ্গত নয়। ভনিতায় তিনি বারবার বলিয়াছেন,—"দামিন্যায় জাহার বসতি"। আরড়ার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "সুখে থাকি আরড়া নগরে"। মনে হয়, দামিন্যা ছিল তাঁহার নিবাস সাকিন, আরড়া ছিল তাঁহার কর্ম্মস্থল মোকাম।

পদটিতে উল্লিখিত আছে দামিন্যা ছাড়িয়া যাইবার সময়ে ছিল "সঙ্গে ভাই রামানন্দ"। নামটির পাঠান্তর পাওয়া যায় "রামা নন্দী", "রামনাথ", অথবা "রামনিধি"। মুকুন্দ শুধু তাঁহার বড়ভাই কবিচন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। "কবিচন্দ্র" উপাধি, নাম নয়। সে বড় ভাই ইনি অবশ্যই নহেন। আরও একটু বক্তব্য আছে। পরে, স্বপ্নদর্শন প্রসঙ্গে এই কথা আছে,—"সঙ্গে দামোদর নন্দী জে জানে স্বপ্নের সন্ধি," পাঠান্তর "ডামাল (বা দামাল অথবা মড়াল) নন্দী"।[১] বিদেশ যাত্রার প্রারম্ভে ও উপান্তে উল্লিখিত নাম দুইটি নিশ্চয়ই একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করিতেছে। এ বিষয়ে আগে আলোচনা করিয়াছি।

তাহার পর রূপ রায় ও যদু কুণ্ডুর ঘটনা। প্রচলিত পাঠে আছে, "রূপ রায় নিল বিত্ত যদু কুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা"। কোন কোন পুথিতে পাই "রূপ রায় দিল বিত্ত"। আর গোহাটীর পুথিতে যদু কুণ্ডু তেলির কোন উল্লেখই নাই ("ভাঙ্গলায়ে উপনীত রূপরায় দিল বিত্ত জাতিকুল সেহি কৈল রক্ষা")।

যদু কুণ্ডুকে স্বীকার করিলেও খট্‌কা রহিয়া যায়। যদু কুণ্ডু কবিদের আশ্রয় এবং "তিন দিবসের দিল ভিক্ষা"। মুকুন্দ ব্রাহ্মণ ছিলেন, সুতরাং এখানে "ভিক্ষা" শব্দের ব্যবহার তাঁহার লেখনীতে প্রত্যাশিত নয়, প্রত্যাশিত ছিল "সিধা"। অতএব এখানে রক্ষার সঙ্গে মিলাইবার জন্যই 'ভিক্ষা' শব্দটির ব্যবহার হইয়াছে। এবং সে মিল ভালোও নয়। রূপরায় ব্রাহ্মণ হইলে অন্য কথা।

সমস্ত পদটির মধ্যে আতিশয্যের দ্বারা চমৎকৃতি জাগাইবার যে চেষ্টা মাঝে মাঝে আছে তাহা কবিকঙ্কণের কাব্য মধ্যে কোথাও দেখা যায় না। এই চমৎকৃতি-চেষ্টা অংশ—দেশের লোকের দুরবস্থা ও পথে মুকুন্দের দুর্গতির জ্বলন্ত ছবিগুলি—বাদ দিলে যেটুকু বাকি থাকে তা মুকুন্দের রচনা হইতে কোন বাধা নাই, এবং তাহা হইলে কোন ভনিতার সঙ্গেও বিরোধ ঘটে না॥

৮

রচনা-কাল

'গ্রন্থোৎপত্তিবিবরণ' কবিতাটির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার পূর্ব পর্যন্ত মুকুন্দের কাব্য-রচনার কাল লইয়া কোন মতভেদ ছিল না। তাহার কারণ রামজয় বিদ্যাসাগরের সম্পাদিত কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যের প্রথম প্রকাশিত সংস্করণে সর্বশেষে কালজ্ঞাপক চার ছত্র ছিল। (পরে ছাপা সংস্করণগুলিতে এবং এক-আধটি পুথিতেও ইহা মিলিয়াছে।) ছত্রগুলি এই

> শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা
> কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা।
> অভয়ামঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ
> আসোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ॥ শক ১৪৬৬॥

[১] ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে অম্বিকাচরণ গুপ্ত শুনিয়াছিলেন যে দামাল নন্দী ছিলেন তন্তুবায়-জাতীয়।

প্রথম দুই ছত্রের অর্থ,—'রস (=৬)[1] রস (=৬) বেদ (=৪) শশাঙ্ক (=১)' এই গণিত বর্ষে, কতদিন আগে, হরগৃহিণী দেবী গানরচনার আদেশ দিয়াছিলেন।'

কোন প্রাচীন পুঁথিতে না পাওয়াটাই এই তারিখ সরাসরি অগ্রাহ্য করিবার একমাত্র কারণ নয়। গ্রন্থোৎপত্তি-বিবরণের বর্ণনা সত্য বলিয়া মানিলে মুকুন্দ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকের আগে দেশত্যাগ করিতে পারেন না, কেন না তাহা হইলে কোন ক্রমেই মানসিংহকে পাওয়া তো দূরের কথা, ছোঁওয়াও যায় না।

মানসিংহের কথা ছাড়িয়া দিলেও ১৪৬৬ শকাব্দ (=১৫৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) সম্বন্ধে কিছু আপত্তি উঠে। রামগতি ন্যায়রত্ন খোঁজ করিয়া বাঁকুড়া দেবের পুত্র রঘুনাথ দেবের রাজ্যপ্রাপ্তি কাল পাইয়াছিলেন ১৪৯৫ শকাব্দ (১৫৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দ)। চণ্ডীমঙ্গলের ভনিতায় রঘুনাথকে অনেক সময় "রাজা" অথবা "ব্রাহ্মণভূমির পুরন্দর" বলা হইয়াছে। সুতরাং ভাবা যাইতে পারে যে ১৫৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে কবি গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ১৫৪৪-৪৫ হইতে ১৫৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দ ২৯ বছরের তফাৎ। কিন্তু তাহাতে খুব হানি নাই। কালিকাপুরের পুঁথির ভনিতায় আছে যে কাব্যরচনায় মুকুন্দ দীর্ঘসূত্রিতা দেখাইয়াছিলেন এবং তাহা তাঁহার পক্ষে শুভকর হয় নাই।

"গীত না করিয়া মৈল্য ছাল্যা"।

কিন্তু এহো বাহ্য। মুকুন্দ যখন কাব্যরচনা করিতেছিলেন তখন যে বাঁকুড়া রায় স্বর্গত এমন মনে করায় বাধ্যতা নাই। রাজবংশের একমাত্র পুত্রের, যুবরাজের, শিক্ষক ও সভাসদ ছিলেন মুকুন্দ। যুবরাজকে রাজার মতো সম্মান দেখানো তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সে কথা যাক। চণ্ডীমঙ্গল রচনা কালে বাঁকুড়া রায় যে জীবিত এবং রঘুনাথ যে যুবরাজ তাহার দৃঢ় প্রমাণ রহিয়াছে ধনপতি-উপাখ্যানে দুইটি—অন্তত তিন চারটি একাধিক ভালো পুঁথিতে একাধিকবার প্রাপ্ত—ভনিতায়।

দুলাল সিংহের সুতা দনাদেবী পাট-মাতা
কুলে শীলে গুণে অবদাত
তার সুত নৃপরত্ন করিল অনেক যত্ন
বৈরিশল্য[2] দেব রঘুনাথ।
আড়রা তরিয়া ভূমি পুরুষে পুরুষে স্বামী
সেবেন গোপাল কামেশ্বর
নূতন কবিত্বরসে নৃপতির অভিলাষে
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥

দুলাল সিংহের সুতা দনাদেবী পাটমাতা
রঘুনাথ তাহার নন্দন
তার আজ্ঞা পরমান মুকুন্দে করয় গান
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

---

১ মুকুন্দরামের সময়ে সাধারণ ও পণ্ডিত সমাজে শকাঙ্ক হিসাবে 'রস' ছয় (৬) বুঝাইত। বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রের "অষ্ট নায়িকা" হইতে "অষ্ট রস" উৎপন্ন। তাহা হইতে অষ্ট=৮ হইতে পারে, কিন্তু কোন সিদ্ধ প্রয়োগ নাই। "নব রস" ও "নব রসিক" —আসলে নূতন রস, নূতন রসিক—ছিল। পরে লোকব্যুৎপত্তিতে সংখ্যা অর্থ আসিয়া গিয়াছে। নয় অর্থেও রসের শিষ্ট প্রয়োগ নাই।

২ পাঠান্তর 'বৈরিশূন্য'।

মা যেখানে পাটরানী সেখানে ছেলে পাটে-বসা রাজা হইতে পারে না।

এত ভাবি ধনপতি মুকুন্দ করএ নতি
গিরিজার চরণকমলে
বীর-বাঁকুড়া কবি ছন্দ মূর্খে লাগএ ধন্দ
পণ্ডিত বুঝএ কুতুহলে ॥

এই ভনিতায় কবি রাজা বীর-বাঁকুড়া রায়কে সূক্ষ্মভাবে প্রশংসা করিয়াছেন।

চণ্ডীমঙ্গল রচনার কালে রঘুনাথের পুত্র হয় নাই, হইলে অবশ্যই উল্লেখ থাকিত। শেষের দিকে ভনিতায় অনেকবার পাই রঘুনাথের কামনাপূরণের জন্য দেবীর কাছে প্রার্থনা। মনে হয় এ কামনা পুত্রসন্তানের জন্যই, পাটে বসিবার জন্য নয়। রঘুনাথের পুত্র সন্তান হইয়াছিল, নাম চক্রধর। তিনি ১৫২৬ শকাব্দে (=১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে) পিতার মৃত্যুর পর রাজা হইয়াছিলেন (রামগতি), এবং রাজা হইবার পরে এই সালেই কেশিয়াড়ীতে সর্বমঙ্গলার দেউল নির্মাণ-কার্য শেষ হইয়াছিল। উড়িয়া অক্ষরে উৎকীর্ণ মন্দির-প্রতিষ্ঠালিপিতে[১] চক্রধরের নাম আছে রাজা হিসাবে, মানসিংহের উল্লেখ আছে রাজ্যেশ্বর হিসাবে। মানসিংহ বাঙ্গালা-উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন ১৫৯৪ হইতে ১৬০৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

আমার অবলম্বিত আদর্শ পুথিতে পাঠ আছে—"সে মানসিংহের কালে"। ইহার পরিবর্তে—"রাজা মানসিংহ গেলে" এই পাঠ গ্রহণ করিলে 'গ্রন্থোৎপত্তি বিবরণ' পদটিকে ১৬০৪—০৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত বলাই যায় না। কিন্তু ১৬০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দে রচনা সাঙ্গ হইলে চক্রধরের উল্লেখ নাই কেন? চণ্ডীমঙ্গল প্রথম গীত হইবার সময়ে যে পদটির পূর্ণ অস্তিত্ব ছিল না তাহা শেষের দিকে উল্লিখিত কবি ও গায়েনকে পুরস্কার দানের বিবরণ হইতে বোঝা যায়।

অতএব "শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ" ইত্যাদি পদটি পরে রচিত ও সংযুক্ত হইয়াছিল। এ সংযোজন যে কবি নিজে করেন নাই, তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তবে কবির নিজকৃত সংযোজন সবটা নয়, পদটির গোড়ার দিকে অপরের প্রক্ষেপ থাকা অধিকতর সম্ভব।

"উজির হইল রায়জাদা"—হয়ত এই উক্তিতে উজির খাঁ-র (Wazir Khan) কথা বলা হইয়াছে। ইনি ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন, এবং ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহা হইলে, এই পাঠ ধরিলে, এই প্রক্ষিপ্ত অংশের রচনাকাল ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে যাইবে না।

এখন কাব্যরচনা কালের আলোচনা করি। প্রথমেই ধরিতে হয় শকাঙ্ক পদটি। পদটি রামজয় বিদ্যাসাগরের সংস্করণে আছে কিন্তু এটি তাঁহার প্রক্ষেপ নয়। ১২৪৮ সালে (১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে) লেখা শেষ করা এক পুথিতে (পৈয়ালি পুথি) এই শকাঙ্ক আছে। রামজয়ের ছাপা বই দেখিয়া এ পুথিটি লেখা হয় নাই। দুইটি পুস্তকের মধ্যে পাঠেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সুতরাং এই পুথির আদর্শ পুথিতে—এবং তাহা রামজয়ের আদর্শ পুথি নয়—এই শকাঙ্ক-নির্দেশ নিশ্চয়ই ছিল। বিকর্তন মিশ্রের ও হীরাবতীর পুত্র এক মুকুন্দ মিশ্র মার্কণ্ডেয়-

---

১ লিপিটি এই (শ্রীবিনয় ঘোষের প্রবন্ধ, যুগান্তর ২৬ শ্রাবণ ১৩৬২ সংখ্যা)

শ্রী মানসিংহ মহারাজ শুভরাজ্যে নিজকুলে কুমুদানন্দ
শ্রীল রঘুনাথ শর্মা ভূমিপসুত শ্রীচক্রধর শর্মা
প্রকাশিলে সর্বমঙ্গলা প্রতিমা স্থিতি। শকাব্দ ১৫২৬।
কামিলা রতু পাত্র।

বিশ্বভারতী পত্রিকা (১৩৬৩ সালের তৃতীয় সংখ্যা) পৃ ২৫১ দ্রষ্টব্য।

চণ্ডী অবলম্বনে 'বাসুলীমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন।[১] এই রচনাটি যে-পুথিতে পাওয়া গিয়াছে তাহা ১১৪২ সালে (১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে) অনুলিখিত। শকাঙ্ক পদটি মুকুন্দ মিশ্রেরও জানা ছিল। তাই তিনি লিখিয়াছেন

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতে
বাশুলীমঙ্গল গীত হৈল সেই হইতে।

দ্বিতীয় ছত্রটি হইতে জানা যাইতেছে যে এই মুকুন্দ মিশ্র জানিতেন যে চণ্ডীমাহাত্ম্য ("বাসুলী-মঙ্গল") গীত রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল অনেক কাল আগে, ১৪৬৬ শকাব্দ হইতে।

অন্য দিক দিয়া বিচার করিলেও ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ মুকুন্দের আরড়া-গমন কাল ধরিতে পারা যায়। মুকুন্দেরা সেলিমাবাদ-নিবাসী নিয়োগী গোপীনাথ নন্দীর তালুকে বাস করিতেন এবং তালুকদারের প্রদত্ত ভূমিবৃত্তি ভোগ করিতেন। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শের খান গৌড়ের সুলতান মামুদশাহকে পরাজিত করেন এবং পর বৎসর শেরশাহ নাম ধরিয়া দিল্লীর তক্তে বসেন। এই সময়ে পুরানো জমিদারদের খুবই অসুবিধা হওয়া প্রত্যাশিত। মনে হয়, গোপীনাথ নন্দী তেমনি অসুবিধায়ই পড়িয়াছিলেন এবং মুকুন্দের বৃত্তিও সেই সঙ্গে ক্ষীণ অথবা লুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং সাংসারিক স্বচ্ছলতা পুনরুদ্ধারের আশায় ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দের দিকে কবির অন্যত্র গমন অস্বাভাবিক নয়। আরও এক দিক বিবেচনা করিলে এই তারিখের সমর্থন পাই।[২] মুকুন্দের পিতার উপাধি ছিল "গুণিরাজ" বা "গুণরাজ", ব্রাহ্মণ বলিয়া "মিশ্র" (—অব্রাহ্মণ হইলে "খান" হইতেন)। গৌড় দরবারের এমন উপাধি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে পাঠান আমলেই পাওয়া গিয়াছে। পাঠান দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকিলে এমন উপাধি মিলিত না। সুতরাং মুকুন্দের পিতা "গুণিরাজ-মিশ্র" হুদয় যে গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের অথবা তাঁহার পূর্ববর্তী সুলতানের হিন্দু কর্মচারী-পুষ্ট সভায় সংবর্ধনা পাইয়াছিলেন এমন অনুমান অযৌক্তিক নয়। মুকুন্দের কাব্য পাঠ করিলে তাঁহার যে ফারসী ভাষায় বেশ জ্ঞান ছিল এ ধারণা জন্মায়। গুজরাট নগর-পত্তন বিবরণ পড়িলে মনে হয় যে গৌড়ের মতো কোন পুরাতন রাজধানী হয়ত তাঁহার দেখা অথবা জানা ছিল। মুসলমান সমাজের সম্বন্ধে মুকুন্দের অভিজ্ঞতা যে সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অপেক্ষা অনেক ঘনিষ্ঠ ছিল তাহাও দুর্লক্ষ্য নয়। আরও একটা কথা। মুকুন্দের পিতামহ "মহামিশ্র" জগন্নাথ নিরামিষ চর্য্যা করিয়া দশাক্ষর মন্ত্র জপিয়া গোপালের উপাসনা করিতেন। দশাক্ষর মন্ত্রে গোপাল উপাসনার উপদেশ চৈতন্যের দাদাগুরু মাধবেন্দ্রপুরী এদেশে প্রচলিত করিয়াছিলেন। জগন্নাথ হয়ত মাধবেন্দ্রপুরীর (অথবা তাঁহার সম্প্রদায়ের কাহারও) ঘনিষ্ট সঙ্গ পাইয়াছিলেন। জগন্নাথের সম্পর্কে চৈতন্যের উল্লেখ নাই, অথচ চৈতন্যের মাহাত্ম্য সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন মুকুন্দ।[৩] সুতরাং জগন্নাথকে চৈতন্যের অগ্রজন্মা ধরিতে হয়। এই বিবেচনায়ও মুকুন্দের দেশত্যাগ কাল হিসাবে ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ সমর্থিত হয়।

মুকুন্দ যখন দামিন্যা ছাড়িয়া যান তখন হয়ত তাঁহার পুত্র হইয়াছিল। সে কালে উচ্চবর্ণের সমাজে অল্প-বয়সে বিবাহ হইত। সুতরাং প্রথম সন্তান জন্মের সময়ে তাঁহার বয়স বিশ-বাইশ বৎসর ধরিতে পারি। মুকুন্দ দামিন্যার গ্রামদেবতার বন্দনায় একবার বলিয়াছেন, "কবি হইয়া শিশুকালে রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে"। এ "সঙ্গীত"

---

১ শারদীয় সংখ্যা 'বর্ধমান' ১৩৫৯ পৃ ৬৭৬ দ্রষ্টব্য।

২ এ আলোচনা সম্পূর্ণ নূতন, সেই জন্য মদীয় 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড প্রথমার্ধের আলোচনা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

৩ যে সব পুথিতে বন্দনা পালায় চৈতন্যবন্দনাটী নাই সেখানে তাহা শ্রীপতির বাণিজ্য-যাত্রায় কালে নবদ্বীপের প্রসঙ্গে আছে (সো-পুথি, গৌ-পুথি ইত্যাদি)।

হয়ত তাঁহার কাব্যের দেবখণ্ড—যাহাতে শিব-সতী-পার্বতীর কাহিনী আছে। অতএব মুকুন্দের জন্ম ১৫২২-২৪ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি অনুমান করিতে পারা যায়।

শকাঙ্ক পদটির প্রসঙ্গে আরও একটু বলিবার আছে। চণ্ডীমঙ্গলের কোন কোন পুথিতে পুষ্পিকার মধ্যে অথবা আগে এমন ধরণের শকাঙ্ক পদ পাওয়া যায় যা আপাতদৃষ্টিতে রচনাকাল বলিয়া মনে হইতে পারে। যেমন কলিকাতায় "বৈটকখানার বাজারের কাছারিতে বসিয়া সন ১১৯১ সালের মাহ ফাল্গুনে ৪ চৌঠা তারিখে শনিবার" লেখা সাঙ্গ করা পুথিতে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৬১৪১)

সকে বষু পুষ্প রস চন্দেতে গণিয়া
অসিত যুক্লা অষ্টমি মেষ জে জিনিয়া।
অষ্টদিবসেতে ক্ষিতি রবিবার
চতুর্বিংশ জ্ঞান তবে করিল প্রচার ॥

১৬৫৮ শকাব্দ (অর্থাৎ ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) নিশ্চয়ই আদর্শ পুথির লিপিকাল। তবে তারিখটি অন্যপুথির ("চতুর্বিশজ্ঞান" পুথির) হওয়াই সম্ভব।

রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মের সংগ্রহের একটি পুথিতে—বিষ্ণুপুরে লেখা ১২১৩ সালে—শেষ পাতায় আছে[১]

সাল শাকে বসু পৃষ্ঠে ঠেকিল অম্বর
নির্ঘাত মারিল বাণ চন্দ্রের উপর।
এই শাকে পুথি হইল চণ্ডী অনুভব
ডিল্লীর তক্তেতে তখন বাদসা আরংজেব ॥

শকাঙ্ক সংখ্যায় ভাঙ্গিলে (আরংজেবের খাতিরে) হয় ১৫৮০ শকাব্দ, অর্থাৎ ১৬৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা অবশ্যই আদর্শ পুথির অনুলিপিকাল। মূল রচনার শতাবধি কাল পরবর্তী।

মুকুন্দরামের কাব্য-রচনাসমাপ্তি কালের উল্লেখ তাঁহার রচনার মধ্যেই আছে। এতদিন তাহাতে চোখ পড়ে নাই মানসিংহের ঠুলি আঁটা ছিল বলিয়া। সে কথা বলি।

তাঁহার পাঞ্চালিকা প্রবন্ধ যিনি প্রথম গান করিয়াছিলেন তাঁহার উল্লেখ আছে দুইটি ভনিতায়। ইহা হইতে জানি যে বিক্রমদেবের (—বাঁকুড়া দেবের জ্ঞাতি ?) পুত্র, তালমানে বিজ্ঞ, প্রসাদ (দেব) ছিলেন মূল গায়েন। এই মর্মে ভনিতা পাই গো-পুথিতে আত্মকথা পদে।

বিক্রম দেবের সুত গান করে অদ্ভুত
বাখান করয়ে সর্বজন
তালমানে বিজ্ঞ দড় বিনয়-সুন্দর বড়
নতিমান মধুরবচন।

---

১ শ্রীমণীন্দ্রমোহন চৌধুরী কাব্যতীর্থ সংকলিত 'বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মের বাংলা পুথির তালিকা', রাজশাহী ১৯৫৬, পৃ ২৫ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় ভনিতাটি সব পুথিতে এবং ছাপা বইয়ে আছে কাহিনীর উপসংহারে অষ্টমঙ্গলায়।

অষ্টমঙ্গলা সায় শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
অমর সাগর মুনিবরে[১]
চারি প্রহর রাতি জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি
গাইলেন[২] প্রসাদ আদরে ॥

এইখানেই প্রথম গাওয়ার তারিখও পাওয়া গেল,—অমর (=১৪) সাগর (-৭) মুনিবর (=৭), অর্থাৎ ১৪৭৭ শকাব্দ (=১৫৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দ।) পাঠান্তরের বিভ্রান্তি বশে মন্দিরের ধাঁধায় পড়িয়া এই স্পষ্ট তারিখটি এতদিন চোখ এড়াইয়া আসিয়াছে।[৩]

অতএব দৃঢ়তর বিরুদ্ধ প্রমাণ উপস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত মানিতে হইবে যে মুকুন্দের আড়রা গমনের (দেশত্যাগ বলিব না) কাল ১৫৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ, এবং কাব্যরচনা-সমাপ্তিকাল ১৫৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে নয়।

এইখানে মুকুন্দের উপনাম কবিকঙ্কণের আলোচনা করি। 'কবিকঙ্কণ' উপাধি নয়, উপাধি হইলে দাতার উল্লেখ অবশ্যই কোন না কোন ভনিতায় থাকিত। এটি স্বয়ংগৃহীত উপনাম। সেকালে পাঞ্চালিকা-প্রবন্ধের গায়ন পায়ে নূপুরের সঙ্গে হাতে কড়াইভরা অথবা ঘুঙুর দেওয়া মলের মতো বালা পরিত। চণ্ডীমঙ্গলের মূল গায়েন অদ্যাপি হাতে এমনি "কঙ্কণ" পরিয়া থাকেন, মন্দিরার মতো তাল দিবার জন্য। মুকুন্দ তাঁহার চণ্ডীগানের দলের অধিকারী ছিলেন। তাই এই উপনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আমার অনুমান ॥

৯

প্রশস্তি

বিদ্যাবান্ না হইলে ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা না থাকিলে বড় কবি হওয়া যায় না। কবিকঙ্কণ-চক্রবর্তী মুকুন্দ বিদ্যাবান্ ছিলেন, সে পরিচয় তাঁহার রচনায় প্রচুর ছড়াইয়া আছে। সংস্কৃত তিনি ভালো করিয়া জানিতেন, তৎসম শব্দের নিপুণ ব্যবহারে (যেমন, ব্রহ্মবন্দনায়, "হেতু অন্তরায় পতি") বোঝা যায়। ফারসী শব্দের নিপুণ ব্যবহারে এবং গুজরাটে মুসলমান প্রজার পত্তন বিবরণে তাঁহার ফারসী ভাষাজ্ঞানের প্রমাণ আছে। তাঁহার কবিপ্রতিভার কথা বলা বাহুল্য। যে বিশ্বস্ত অন্তরঙ্গতার সুর বৈষ্ণব পদাবলীকে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র করিয়াছে তাহা মুকুন্দের রচনায় আগাগোড়া অপর্যাপ্ত না থাকিলেও মাঝে মাঝে অশ্রুত নয়। সেকালের কবিত্বের কারুশিল্পের সব সূত্রই তাঁহার অধিগত ছিল। তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু সংস্কৃত-পণ্ডিত মাত্র ছিলেন না, সংস্কৃত সাহিত্যের বিদগ্ধ রসিক পাঠক ছিলেন তিনি। তাহার প্রমাণ রহিয়াছে পার্বতীর তপস্যায়, বিবাহে নারীদের হুড়াহুড়িতে, রতির বিলাপে, সারির খেদে এবং অন্যত্র কালিদাসের অনুসরণে। প্রাকৃতপৈঙ্গল তাঁহার অধীত ছিল, তাহা বুঝি ছন্দপ্রয়োগের দক্ষতায়। জ্যোতিষশাস্ত্রও তিনি ভালোই জানিতেন, হয়ত ইহাতে তাঁহার অধিকার কুলগত ছিল। (পিতার

১ পাঠান্তর: "শ্রীঅমর সোমের মন্দিরে", "অমর সাগব মন্দিবে", ইত্যাদি। "জ্বালিযা ঘৃতের বাতি" মুকুন্দ কাব্যমধ্যে অনেকবার লিখিয়াছেন, সমুজ্জ্বল উৎসবেব বর্ণনায। মনে হয় এখানে "ঘৃতের বাতি" জন্যই "মুনিবরে" মন্দিরে পবিণত হইয়াছিল কোন কোন পুথিতে।

২ পাঠান্তর 'গায়েন', 'গায়ন'।

৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৭০, পৃ ৫৩৫ দ্রষ্টব্য।

"গুণিরাজ মিশ্র" অভিধা কি রাজ-দরবারে জ্যোতিষী ছিলেন বলিয়া ?) ফারসী যে তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না সে-কথা আগে বলিয়াছি। মুকুন্দের কাব্যের প্রশংসা অনেকে এখনকার পাঠ্যপুস্তকে করিয়াছেন, এখানে সে সব পুনরুক্তির প্রয়োজন দেখি না। • এখানে শুধু এই কথাই বলি যে দেশ ও দেশের ভালো তাবৎ বস্তু মানুষ পশু গাছপালা নদনদী সব--তিনি গভীর অনুভূতির সূত্রে গাঁথিয়া যেন শ্রোতা-পাঠকের প্রত্যক্ষ গোচরে সাজাইয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার কাব্যপটে চিত্র ও চরিত্র মিলিয়া গিয়াছে। তাঁহার রচনায় সেই সবই জীবন্ত। এবং সে সজীবতা মানবীয়। দেবতা-উপদেবতা পশুপক্ষী এমন কি নদনদী তাহারাও যেন মানুষ। কাব্যটি চণ্ডীমঙ্গল, দেবতার ক্রীড়াকাণ্ড মানুষের মতো এবং মানু'কে লইয়া। তাই দেবতাকেও মানুষ সাজিতে হইয়াছে। তাই কাব্যের সব চরিত্রই মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন সাজ পরা। •

দেব-খণ্ড, আখেটিক-খণ্ড ও বণিক-খণ্ড—তিনটি আখ্যানেরই মর্মবাণী বিবাহিত নারীর বেদনা। দেব-খণ্ডে নারীচরিত্র তিনটি, পুরুষচরিত্র একটি। সতী গৌরী ও মেনকা, এবং শিব। সতী ও গৌরী উভয়েই ধনী মানী ঘরের মেয়ে, তাঁহাদের স্বামী শিব ধনী তো নহেনই মানীও সর্বত্র নন। ধনী শ্বশুরের ঘরে, দরিদ্র কুলীন-সন্তান জামাইয়ের মতো তাঁহার যথেষ্ট খাতির হয় নাই। সতী মনস্বিনী আত্মমর্যাদাবতী তাই জামাতা-বিদ্বেষী পিতার পিতৃত্বকে উড়াইয়া দিলেন কায়োৎসর্গ করিয়া। গৌরী নিজে পছন্দ করিয়া শিবকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং ঘরজামাই রূপে শিবদম্পতীর বাস মেনকার বেশিদিন ভালো লাগিবার কথা নয়। তাই সামান্য অছিলায় মানিনী গৌরী স্বামী ও সন্তান লইয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীর ঘরে দারিদ্র্য তাঁহাকে শীঘ্রই পীড়িত করিল। স্বামীর দ্বারা কিছু হইবে না দেখিয়া তিনি নিজেই সংসারের সংস্থানের জোগাড়ে বাহির হইলেন। বুঝিলেন, মানুষের পূজা পাইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। কিন্তু বড়মানুষে তখন মেয়ে-দেবতার পূজা করিত না। তাই মর্ত্য ভূমিতে মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য দেবী প্রথমে বনের পশুদের আকৃষ্ট করিয়া কিছু পূজা পাইলেন। তাহার পর তিনি বনের মানুষকে বশ করিতে প্রযত্ন করিলেন। এই হইল আখেটিক-খণ্ডের কথা। এ কাহিনীতে ফুল্লরা নায়িকা নয়, সে যেন প্রতি-নায়িকা, দেবীর প্রতিদ্বন্দ্বী। নায়ক কালকেতুর উপরেই দেবীর নজর। ফুল্লরার চরিত্র সবল ও পরিস্ফুট। স্বামী-স্ত্রীর ঘর, দরিদ্র সংসার, কিন্তু তাহার মনে অসন্তুষ্টি নাই। তাহার ইচ্ছা নয় যে কালকেতু দেবীর কাছে ধন নেয়। কৈলাসে দেব-দম্পতীর সংসার দরিদ্র এবং অসন্তুষ্ট আর কলিঙ্গের অরণ্যে ব্যাধ-দম্পতীর সংসার আরও দরিদ্র কিন্তু সন্তুষ্ট ও সুখী। গৌরীর স্বামী ধনের চেষ্টা করিতেন না তবে ধনভোগে তাঁহার অস্পৃহা ছিল না। কালকেতুর পত্নীর মনে কোনরকম লোভ তো ছিলই না উপরন্তু ধনের সম্পর্কে ভয়ই ছিল (—"সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম")।

বণিক-খণ্ডের কাহিনীতে দেখি যে দেবী নির্ভর করিতেছেন এবার নারীর উপর। খুল্লনা (=ছোট মেয়ে) বোন-সতীনের ঘরে আসিল। স্বামী যে কি বস্তু তাহা বুঝিবার আগে তাহার দিদি লহনার (লোহনা=লোভনীয় মেয়ে) সঙ্গে তাহার বিরোধ ঘটিবার কথা নয়। তবুও সে বিরোধ লাগিল, এবং তীব্র ভাবে, দাসী দুবলার (=দু-বোলার) চক্রান্তে। আখেটিক-খণ্ডের ভাঁড়ু-দত্তের মতো নিপট শঠ নয় দুবলা। সে ভাবিয়াছিল, দু-সতীনে ভাব থাকিলে তাহাকে দ্বিগুণ খাটিয়া মরিতে হইবে এবং দুপক্ষই তাহার দোষ ধরিবে। দু-সতীনে অসদ্ভাব থাকিলে সংসারে সে-ই মধ্যস্থ হইবে এবং তাহারই কর্তৃত্ব খাটিবে। তাই সে লহনাকে কানভাঙ্গানি দিয়াছিল। অকস্মাৎ খুড়তুতো ভগিনীকে বিবাহ করিয়া আনায় লহনা ক্ষুব্ধ ছিল। কিন্তু সরলহৃদয় সে পতির মিষ্ট কথায় ও অলঙ্কার দানে তুষ্ট হইয়াছিল। স্বামীর অনুপস্থিতিতে দুবলার কথায় তাহার চোখ ফুটিল। খুল্লনার বয়স অল্প, সেও বিশ্বাসী, তবে নির্বোধ নয়। ধনপতির চিঠি যে জাল তা সে পড়িয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহার প্রধান গুণ সহিষ্ণুতা।

এই গুণেই সে তরিয়া গিয়াছে। সতীনের জ্বালা আর তনয়ের তাপ দুইই খুল্লনা ভোগ করিয়াছিল। তাহাই তাহার তপস্যা।

বণিক-খণ্ডের আর একটি নারী-চরিত্র উল্লেখযোগ্য, তবে সে ভূমিকার আবির্ভাব যবনিকা পড়িবার প্রায় পূর্ব মুহূর্তে, ক্ষণিকের জন্য। সিংহলের রাজকন্যা সুশীলা উজানিতে আসিয়া ঘরে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সপত্নীসংযোগ ঘটিয়া গেল। তাহার দৈব লহনার তুলনায় আরও নিষ্ঠুর। কিন্তু ভদ্র, সুবিনীত বিদেশী মেয়েটির সহজাত সৌজন্য ও সহৃদয়তা তাহার মৃদু মন্দ করুণ বচনে (এবং সিংহল ত্যাগের পূর্বে স্বামীকে আটকাইয়া রাখিবার বাগ্মিতায়) অভিব্যক্ত।

চিরকাল থাক জিয়া আর কর সাত বিয়া
শিলা মাগে সিংহলে বিদায়
বলি প্রভু শুন কাম অন্তরে নহিবে বাম
সাজন করিয়া দেহ নায়।

মুকুন্দের কাব্য পরবর্তী কালে বৈষ্ণব কবিদের ছাড়া সকল উল্লেখযোগ্য কবিকে কমবেশি প্রভাবিত করিয়া আসিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলের "কবিত্বের বিবরণ" পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী কবি যাঁহারা মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি দেবদেবীর বৃহৎ মাহাত্ম্য-আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আত্মকথায় অনুসরণ করিয়াছেন।

কবিকঙ্কণের কাব্যের সমাদরের ফলে তাঁহার পর তাই খুব কম লেখকই এ কাব্য রচনায় হাত দিতে সাহস করিয়াছিলেন। এইরকম একজন কবি রামানন্দ যতী, ভারতচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক। দুইশত বৎসরের প্রাচীন কবির রচনার অটুট সমাদরে এই নবীন কবি ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়, তাই প্রাচীন কবির প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে মুকুন্দ ইন্দ্রপুরে কাঁটাবনের অস্তিত্ব, দেবী কর্তৃক নীচ ব্যাধকে রাজত্ব দেওয়া, গুজরাটে ছাপান্ন গাঁই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বসতি, দেবীর কাঁচলিতে পশুপক্ষী চিত্রণ—ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া অন্যায় করিয়াছেন। রামানন্দ বলিয়াছেন, তাঁহার এই মত অন্য লোকেও সমর্থন করে। শিষ্য ও বন্ধুবর্গের অনুরোধে তাই তিনি মুকুন্দের দোষ সংশোধন করিয়া নূতন চণ্ডীমঙ্গল লিখিলেন।[১]

চণ্ডী যদি দেন দেখা তবে কি তা জায় লেখা
পাঁচালীর অমনি রচন
বুদ্ধি নাই জার ঘটে তারা বলে সত্য বটে
পথে চণ্ডী দিলা দরশন।
এত দোষ উদ্ধারিতে লোকের চৈতন্য দিতে
চণ্ডী রচে রামানন্দ যতী
অনেকের উপরোধে কেহ না করিহ ক্রোধ
অনেক শিষ্টের অনুমতি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আগেকার বাঙ্গালা সাহিত্যে কঠিন কাব্য-সমালোচনার এই একমাত্র নিদর্শন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শহরে ও সম্পন্ন পল্লীতে সাধারণ জনগণের মধ্যে অবসর সময়ে কাশীরামের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণ প্রায় নিত্য কৃত্যে পরিণত হইয়াছিল। কাশীরামের কাব্য প্রথম হইতেই পড়িবার জন্য লেখা। কৃত্তিবাসের কাব্য গাহিবার জন্য লেখা হইলেও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কর্তৃক প্রথম ছাপা হইবার

১ শ্রীঅনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯৬৯।

(১৮০২) পর হইতে কাশীরামের মহাভারতের মতোই যুগপৎ ধর্মকথা ও চিত্তরঞ্জন কাহিনীরূপে শ্রোতব্য গ্রন্থে পরিণত হইয়াছিল (যদিও রামায়ণ গানও খুব চলিত ছিল)। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কৃত্তিবাসের কাব্যের মতো একাধারে ধর্মকথা ও চিত্তরঞ্জক উপন্যাস, তবে গানেই প্রচলিত ছিল। শুধু মুদ্রিত হইবার বিলম্বেই (১৮২৩) যে চণ্ডীমঙ্গল মহাভারত-রামায়ণের মতো জনপ্রিয় পাঠ্যগ্রন্থ হইতে পারে নাই তাহা নহে। রামায়ণ-গান কখনোই কোন ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ অথবা উপাঙ্গ ছিল না, কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল তা ছিল এবং ধর্মানুষ্ঠানের বাহিরে গান করিতে হইলেও ঘটস্থাপন ইত্যাদি পূজাকার্যের আড়ম্বর কিছু দেখানো হইত। এইজন্য চণ্ডীমঙ্গল রামায়ণ-মহাভারতের মতো সহজগ্রাহ্য নয়, বৈষ্ণব-পদাবলীর মতো অল্পবিস্তর ভক্ত শ্রোতার অবধানযোগ্য রচনা। এই কারণে ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে মুকুন্দের চণ্ডী-কাব্য সহসা পরিচিত হইতে পারে নাই। (বর্তমানে যতটুকু পরিচিত তা পাঠ্য পুস্তকের খাতিরেই।) এখন পর্যন্ত খুব কম স্বেচ্ছা-পাঠকই (যদি কেউ থাকেন) রচনাটিতে মনঃসংযোগ করিয়া ইহার মূল্য বুঝিতে পারিয়াছেন।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী-কাব্য যখন প্রথম মুদ্রিত হয় তখনও পশ্চিম বঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল গানের বেশ আদর ছিল। তবে সে সমাদর ছিল সমাজের উচ্চতর, শিক্ষিত—ইংরেজীতে নহে—জনগণের মধ্যে, যেমন মনসার ভাসানের আদর ছিল সমাজের নিম্নতর, অশিক্ষিত সমাজে। ভালো চণ্ডী-গায়কের খ্যাতিপ্রতিপত্তি ভালো কীর্তন-গায়কের তুলনায় কম ছিল না। সুতরাং প্রথম মুদ্রিত চণ্ডীমঙ্গলের বটতলা কপি অথবা সংস্করণ অনতিবিলম্বে বাহির হইয়াছিল। তবে কৃত্তিবাস-কাশীরামের গ্রন্থের তুল্য কবিকঙ্কণের গ্রন্থের চাহিদা কখনোই হয় নাই। হইবার কথাও নয়, কেন না বইটিকে হালকা বলা চলে না।

ছাপা হইলে পর কবিকঙ্কণের বই কলিকাতা অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজের গোচরে আসিয়াছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ঈশ্বর গুপ্তের কলমে কবিকঙ্কণের কিছু প্রশংসা প্রত্যাশিত ছিল। তিনি অবশ্যই চণ্ডীর গান শুনিয়াছিলেন, হয়ত এ গান তাঁহার ভালোও লাগিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার রসিক মন ভারতচন্দ্রের মধুভাণ্ডে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই বৈষ্ণব পদকর্তাদের মতো কবিকঙ্কণকেও তিনি "প্রাচীন" কবিদের মধ্যে গণ্য করেন নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও সকলে মুকুন্দরামের সমজদার ছিলেন না। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে রামগতি ন্যায়রত্ন প্রধান ব্যতিক্রম। তিনি (১৮৭২) লিখিয়াছিলেন, "কবিকঙ্কণ বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি।"

ইংরেজী-পড়া বাঙ্গালীকে যিনি সর্বপ্রথম বিদ্যাপতি ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম শুনাইয়া সত্যকার প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন সেই মনস্বী সাহিত্যবিবেচক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেখনীতেই কবিকঙ্কণ মুকুন্দের কাব্যের প্রশংসা সর্বপ্রথম বাহির হইয়াছিল। বিবিধার্থ-সংগ্রহে (১৮৫৮-৫৯) মাইকেল মধুসূদন দত্তের শর্মিষ্ঠা নাটকের সমালোচনার উপক্রমে রাজেন্দ্রলাল এই কথা লিখিয়াছিলেন

> "বাঙ্গালি কবির মধ্যে কবিকঙ্কণকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে ; যেহেতু কবির যে প্রধান ক্ষমতা কল্পনা-শক্তি তাঁহাতে যে প্রকার তাহার প্রাচুর্য্য ছিল সে প্রকার অন্যত্র লক্ষ্য হয় না ; অথচ তাঁহার সমাদর তাদৃশ প্রগাঢ় দেখা যায় না।"

রাজেন্দ্রলালের পরে কবিকঙ্কণের প্রশংসা করিয়াছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইনি চণ্ডীর গান নিশ্চয় শুনিয়াছিলেন। তদুপরি বিবিধার্থ-সংগ্রহের পাঠক, রাজেন্দ্রলালের বন্ধু, তিনি, নিজের নাটকের সমালোচনার উপক্রমণিকায় কবিকঙ্কণের প্রশংসা নিশ্চয়ই তাঁহার নজর এড়ায় নাই। পরে মাইকেলও কবিকঙ্কণের প্রশস্তি করিয়াছেন—'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'-র দুইটি কবিতায়, একটি প্রথমের দিকে ('কমলে কামিনী'), দ্বিতীয়টি শেষের দিকে ('শ্রীমন্তের টোপর')।

প্রথম কবিতায় মাইকেল লিখিয়াছেন

কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! যশঃ-সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্‌দেবী ! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,
এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে ?—
বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥

দ্বিতীয় কবিতাটির বিষয়নির্বাচনে মাইকেলের আত্মচিন্তার গতি লক্ষ্য করি। শ্রীমন্তের মতো মাইকেলও শৈশবে ও কৈশোরে প্রশ্রয়লালিত এবং অবিবেচনাশীল ছিলেন। কোটালের উত্তেজনা-বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীমন্ত মাথার মূল্যবান্ টোপর জলে ফেলিয়া দিয়াছিল। সে টোপর দেবী শঙ্খচিল ("ক্ষেমঙ্করী") রূপ ধরিয়া ছোঁ মারিয়া ঠোঁটে তুলিয়া খুল্লনার কাছে পৌঁছিয়া দিয়াছিলেন। এই নাট্যোচিত ঘটনাটি মাইকেলের মনে দাগ কাটিয়াছিল। তিনি কবিতাটির শীর্ষে উদ্ধৃতি দিয়াছিলেন

—"শ্রীপতি—
শিরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর ॥" চণ্ডী।

মাইকেলের এই উদ্ধৃতি কোন বটতলা সংস্করণ অবলম্বনে, রামজয়ের সংস্করণ হইতে নয়, কেননা এই ঘটনাটুকুর কোন উল্লেখ বা ইঙ্গিত সেখানে নাই। চণ্ডীমঙ্গল হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রত্যয় দেহ যদি জানি সদাগর
তবে জানি সাধু ফেলে লক্ষের টোপর।
এত শুনি শ্রীপতি সক্রোধ অন্তর
শিরে হৈতে ফেলি দিলা লক্ষের টোপর।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর তৃতীয় ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী সমজদার ছিলেন বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। (অরু ও তরু দত্তের পিতা বলিয়াই এখন তাঁহার পরিচয়। ইনি সপরিবারে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।) সপরিবারে গোবিন্দচন্দ্র বিলাতে কিছুকাল কাটাইয়াছিলেন। সেইসময়ে কাওয়েল (E.B. Cowell)—যিনি আগে এদেশে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক (১৮৫৬-১৮৫৮) এবং পরে সংস্কৃত কলেজের প্রিনসিপ্যাল ছিলেন (১৮৫৮-১৮৬৪)—তখন কেম্ব্রিজে সংস্কৃতের অধ্যাপক (১৮৬৭ হইতে)। গোবিন্দচন্দ্র কিছুদিন কেম্ব্রিজে ছিলেন। সেখানে কাওয়েলের সঙ্গে আলাপে কথাপ্রসঙ্গে তিনি কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কাওয়েলের জ্ঞান-স্পৃহা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের চর্চাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আধুনিক ভাষার সাহিত্যও তাঁহার আগ্রহ ছিল। কেম্ব্রিজে গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে (অর্থাৎ সাহায্যে) চণ্ডীকাব্যের আধাআধি পড়া হইবার পর গোবিন্দচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসায় কাওয়েল নিজেই চণ্ডীমঙ্গল পাঠ চালাইতে থাকেন। কঠিন শব্দ ও ছত্র পাইলে তিনি চিঠি লিখিয়া গোবিন্দ-চন্দ্রকে জানাইতেন। গোবিন্দচন্দ্র বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা লিখিয়া পাঠাইতেন। কাওয়েল সেই সময়ে চণ্ডীমঙ্গলের কিছু কিছু অংশ ইংরাজী অনুবাদ করিতেছিলেন। তখন তাহা ছাপাইবার কথা চিন্তা করেন নাই। অন্য কাজে তাঁহার মন পড়িয়াছিল। পরে হঠাৎ একদিন তাঁহার নজরে পড়ে গ্রীয়র্সনের একটি প্রবন্ধে এই পুরানো

বাঙ্গালা কাব্যটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।[১] তখন তাঁহার উৎসাহ পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠে এবং তিনি অনূদিত অংশটুকু এসিয়াটিক সোসাটির পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করিতে থাকেন। কাওয়েল বলিয়াছেন যে তিনি চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত (১৮৭৮) ছাড়া আর দুইটি প্রচলিত সংস্করণ (১৮৬৭, ১৮৭৯) ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কাওয়েলের অনুবাদ তিনটি অংশের, তবে ধারাবাহিক নয়। প্রথম অংশ আখেটিক-খণ্ড হইতে—ব্যাধদম্পতী ও দেবীর সাক্ষাৎ বিবরণ, মুরারি শীলের ব্যাপার, ভাঁড়ুদত্তের কাণ্ড। দ্বিতীয় অংশ বণিক্-খণ্ড হইতে—খুল্লনার জন্ম হইতে সাধুর গৌড় হইতে প্রত্যাগমন ও খুল্লনার পুনর্বাসন পর্যন্ত। তৃতীয় অংশও বণিক-খণ্ড হইতে—খুল্লনার পরীক্ষা। ভূমিকায় "কবিত্বের বিবরণ" পদটির অনুবাদ আছে।

কাওয়েল মন্তব্য করিয়াছেন যে মুকুন্দের কল্পনার জীবন্ত বাস্তবতা তাঁহার বর্ণনায় স্থায়ী মূল্য অর্পণ করিয়াছে। ভারতবর্ষের কবিদের মধ্যে মুকুন্দকে তিনি ইংরেজ কবি ক্র্যাবের (১৭৫৪-১৭৩১) তুল্য বলিয়াছেন। শিবের কৈলাসে হোক, ভারতভূমিতে হোক, সিংহলে হোক মুকুন্দ সর্বত্র তাঁহার প্রথমজীবনের গ্রামবাসের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা লইয়া ফিরিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত বিচিত্র চরিত্রগুলি দৃশ্যাবলীর মধ্যে চকিত দর্শন দিলেও পাঠকের মনের উপর তাহারা যেন সত্যকার জীবন ও ব্যক্তিত্বের স্থায়ী ছাপ ফেলিয়া যায়। যথার্থ বলিতে কি, কাওয়েলের কথায়, স্যার ওয়াল্টার স্কটের কাছে স্কটল্যাণ্ড যা ছিল মুকুন্দের কাছে বঙ্গভূমি তাই; গ্রামের জীবনস্মৃতি যাহা তিনি মনে মনে পোষণ করিতেন তাহা হইতে সর্বদা রচনার পাথেয় খুঁজিতেন। ভাঁড়ুদত্তের প্রসঙ্গে কাওয়েল ডিকেন্সের রচনা স্মরণ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি যেমন মুকুন্দের পক্ষে কাওয়েল ও গ্রীয়র্সনের প্রশংসালাভ প্রায় তেমনি ফলপ্রসূ হইয়াছিল। অর্থাৎ, ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে মুকুন্দ এমনিই অপঠিত থাকিয়াও একজন ভালো কবি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কাওয়েলের অনুবাদ প্রকাশের পর হইতেই সাহিত্যপণ্ডিত-সমাজে মুকুন্দের কবিপ্রতিষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথ মুকুন্দের কাব্য ভালো করিয়া পড়িয়াছিলেন এবং কাব্যটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়াছিলেন। বিশ্বসাহিত্যে ভাঁড়ুদত্তের যথার্থ স্থানটি রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছিলেন (বৈশাখ ১৩১৪)

> "কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্তের যে বর্ণনা আছে সে বর্ণনায় মানুষের চরিত্রের যে একটা বড়ো দিক দেখানো হইয়াছে তাহা নহে; এই রকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়লি করিতে মজবুত লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি। তাহাদের সঙ্গ যে সুখকর তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু কবিকঙ্কণ এই ছাঁদের মানুষটিকে আমাদের কাছে যে মূর্তিমান করিতে পারিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ভাষায় এমন একটি কৌতুকরস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সে শুধু কালকেতুর সভায় নয়, আমাদেরও হৃদয়ের দরবারে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে। ভাঁড়ুদত্ত প্রত্যক্ষ সংসারে ঠিক এমন করিয়া আমাদের গোচর হইত না। আমাদের মনের কাছে সুসহ করিবার পক্ষে ভাঁড়ুদত্তের যতটুকু আবশ্যক কবি তাহার চেয়ে বেশি কিছুই দেন নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ সংসারের

১ "These attempts of mine to put certain episodes of the "Chandi" into an English dress had lain for many years forgotten in desk, until I happend to read Mr. G. A. Grierson's warm encomiums on this old Bengali poem "as coming from the heart and not from the school, and as full of passages adorned with true poetry and descriptive power." ('Three Episodes from the old Bengali Poem "Chandi". Calcutta, 1903, পৃ VII—VIII দ্রষ্টব্য।)

ভাঁড়ুদত্ত ঠিক ওইটুকু মাত্র নয়, এইজন্যই সে আমাদের কাছে অমন করিয়া গোচর হইবার অবকাশ পায় না। কোনো একটা সমগ্রভাবে সে আমাদের গোচর হয় না বলিয়াই আমরা তাহাতে আনন্দ পাই না। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জন করিয়া কেবল একটি সমগ্র রসের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।"

শেষ জীবনে এক জন্মদিনের ভাষণেও রবীন্দ্রনাথ আবার ভাঁড়ুদত্তকে স্মরণ করিয়াছিলেন (সাহিত্যের স্বরূপ ১৩৫০)। লেডি ম্যাকবেথ, কিং লীয়র, অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা, সখীপরিবৃতা শকুন্তলা ইত্যাদি বিশ্ব সাহিত্যের কয়েকটি অমর চরিত্র উল্লেখের পর তিনি বলিয়াছিলেন

"তাই বলছি, সাহিত্যের আসরে এই রূপ সৃষ্টির আসন ধ্রুব। কবিকঙ্কণের সমস্ত বাক্যরাশি কালে কালে অনাদৃত হতে পাবে। কিন্তু রইল তাঁর ভাঁড়ুদত্ত। মিড্‌সামার নাইটস্ ড্রীম নাট্যের মূল্য কমে যেতে পাবে, কিন্তু ফল্‌স্টাফের প্রভাব বরাবর থাকবে অবিচলিত।"

মুকুন্দের রচনা "পাঁচালী প্রবন্ধ"। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে, এবং তাহার পরেও এই ধরণের 'পাঞ্চালিকা প্রবন্ধ' ভারতবর্ষের অন্যত্র—গুজরাট-রাজস্থান অঞ্চলে—অজানা ছিল না। তবে বাঙ্গালা দেশের বাহিরের রচনাগুলিতে পূর্বতন, অলব্ধ, অপভ্রংশ-অবহট্ট আদর্শই অনুকৃত, কোন নিজস্ব বিবর্তনের পরিচয় নাই। বাঙ্গালায়, মুকুন্দের কাব্যে তা নয়। অপভ্রংশ-অবহট্টের মূল[১] ছাড়িয়া অনেক ঊর্ধ্বে প্রসারিত হইয়াছে মুকুন্দের "নৌতন মঙ্গল"। তবে মূল হইতে যে তা বিচ্ছিন্ন নয় তাহার প্রমাণ—পেশাদারী কবি-কথকদের বর্ণনায়,—বৃক্ষবর্ণনায়, পশুপক্ষীবর্ণনায়, যুদ্ধবর্ণনায় ইত্যাদি। মুকুন্দের হাতে এইসব বর্ণনা বাক্যজালমাত্র হয় নাই। এখনকার উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের ও প্রাণি-বিদ্যায় কৌতূহলী বৈজ্ঞানিকেরা মুকুন্দের তালিকা পর্যালোচনা করিলে মূল্যবান্ তথ্য কিছু কিছু পাইতেও পারেন।

মুকুন্দের রচনার প্রশংসায় আর বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে কিছু পুনরাবৃত্তি করিয়া ভূমিকা-পালা শেষ করি। মুকুন্দের অধিকার ছিল সংস্কৃত সাহিত্যে। কালিদাসের রচনা তিনি আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল ফারসী ভাষায়। বাংলা শব্দের প্রচুর ও বিচিত্র ব্যবহারে তাঁহার জুড়ি নাই। এ বিষয়ে বলিতে পারি যে শুধু চণ্ডীমঙ্গল অবলম্বনেই পুরানো বাংলা ভাষার অভিধান সংকলিত হইতে পারে, ব্যাকরণ গঠিত হইতে পারে। (তবে সে ব্যাকরণ আধুনিক ভাষার হইতে বেশি ভিন্ন নয়।) মুকুন্দ ভক্ত এবং বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ছিল গোলোক-বৃন্দাবনে নয় ইহলোকে নিবদ্ধ। যে দেশে ও কালে তিনি জন্মিয়াছিলেন ও বাঁচিয়াছিলেন সে জীবন ও পথের উপর তাঁহার টান ছিল। মুকুন্দের ভাবনা তাঁহার শিল্পবোধকে সংযত ও নিপুণ করিয়াছিল। চরিত্রচিত্রনে তিনি পেশাদারি বর্ণনা ফাঁদেন নাই, একটি আধটি কথায় ইঙ্গিতে ও ভঙ্গিতে তিনি ছোটখাট ক্ষণিক-দৃষ্ট পাত্রকে নিমেষে প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। মুকুন্দের আঁকা ছবি—দেবতার হোক, ধনী বা নির্ধন মানুষের হোক হিংস্র বা নিরীহ পশুর হোক—সবাই নিজের ঠিক ঠিক কথা অল্পে বলিয়া গিয়াছে। সংযমের সবিশেষ দক্ষ পরিচয়

---

১ 'ফুল্লরা ও 'খুল্লনা' নাম দুইটি সরাসরি অপভ্রংশ-অবহট্ট হইতে আগত। ফুল্লরার সহিত আধুনিক বাংলা (হিন্দী হইতে আগত?) 'ফুলুরি' ও 'ফুলেল' সংপৃক্ত। 'খুল্লনা' মানে ছোট মেয়ে (ক্ষুদ্রকন্যা), খাঁটি বাংলা হইলে 'খুড়না' হইত। 'লহনা' নামটি 'লোহনা' রূপেও পাওয়া যায় (যেমন সো-পুথিতে)। এই পাঠ ঠিক হইলে নামটির মূল হয় 'লোভনা' (=লোভনীয় কন্যা)। প্রাকৃত পৈঙ্গল হইতে জানা যায় যে চতুর্দশ শতাব্দীতে অবহট্টে শিবের সংসারকাহিনীর ছড়া প্রচলিত ছিল। এমনি কিছু ছড়া মুকুন্দের হয়ত জানা ছিল। আরাগু পুথিতে দেব-খণ্ডে এক ভনিতায়ও এই ইঙ্গিত পাই,—"মুকুন্দ রচিল গৌরীর লৌকিকের ভাষা" (১৮ খ)

পাই এক ছত্রের রেখাঙ্কিত দুইটি নারীর চকিত দর্শনে।[১] ঘরে চাল বাড়ন্ত, ফুল্লরা গেল সইয়ের বাড়িতে চাল-খুদ ধার করিতে। সই বলিল, বেশ তা কালই শোধ দিয়ো—তবে এখন গোটাকত উকুন বাছিয়া দিয়া যাও।

কালি দিহ বল্যা সই কৈল অঙ্গীকার।
আইসহ প্রাণের সই বৈস গো বহিনি।
মোর মাথে গোটা কথো দেখহ উকিনি।

কালকেতু সোনার-বেনের বাড়ীতে দেবীদত্ত আংটি ভাঙ্গাইতে গিয়াছে। তাহাদের কাছে মাংসের দাম কিছু পাওনা ছিল। কালকেতুর সাড়া পাইয়া বেনে খিড়কি দরজা দিয়া সরিয়া পড়িল, আর বেনেনি বলিয়া উঠিল, কর্তা ঘরে নাই, তুমি কাল আসিয়ো দাম লইতে, আর অমনি মিষ্ট কুল কিছু আনিয়া দিয়ো। "মিষ্ট কিছু আনিহ বদর"—এই কথা টুকুতেই নারীচরিত্রের স্বাভাবিক স্বার্থপরতার ক্ষণোদ্ভাস॥

[পুনশ্চ। চণ্ডীমঙ্গলের দেবী একানংসা, অরণ্যানী-দুর্গা এবং জগন্মাতা ("উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া")। কাহিনীর বিশ্লেষণে দেবীর জগন্মাতৃত্ব-রূপ উল্লেখ করা হয় নাই। মুকুন্দের কাব্যকাহিনীতে এই রূপের প্রকাশ দেখা যায় ধাত্রীরূপে দেবীর নিদয়াকে পুত্র দান প্রসঙ্গে এবং খুল্লনার প্রসবকালে সাহায্য। শ্রীপতির মাতামহী বৃদ্ধা জরতীর ভূমিকায়ও এই ভাবের আর এক রূপ প্রকাশিত।

কালকেতুর কুটীরে সমাগত দেবী যে অরণ্যানী তাহা ঋগ্‌দেবের অরণ্যানী সূক্তের (১০-১৪৬) প্রথম শ্লোকেই বোঝা যায়। দেবী যদি গোধিকা রূপ ধারণ না করিয়া স্বরূপে কালকেতুকে অরণ্যে ছলনা করিতেন তাহা হইলে কালকেতুর প্রয়াস এই রকমই হইত। বারবার দেখা দিয়া চলিয়া যাওয়া সুন্দরী নারীর প্রতি শিকারী পুরুষের উক্তি ঃ

অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বাভীরিব বিন্দতী৺॥

'অরণ্যানি, অরণ্যানি, তুমি যে উধাও হইতেছ। গ্রামের সন্ধান কর না কেন? তোমার কি ভয় লাগে না?'

এই শ্লোকের মধ্যে যে গল্পটুকু অনুভূত হয় তাহার নায়ক হয়ত কালকেতুর মতো মৃগয়ু ছিল॥]

---

১ দুইটি চরিত্রই কালকেতু-উপাখ্যানে আছে। কাব্যের এই খণ্ডে মুকুন্দের লেখনীর ধার ও দীপ্তি বেশি পরিস্ফুট। মনে হয় আখেটিক-খণ্ডটি পরে লেখা হইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে, দনা এবং বাঁকুড়া রায়ের উল্লেখ ধনপতি-উপাখ্যানেই পাওয়া যায়।

চণ্ডীমঙ্গল

প্রথম দিবস

স্থাপনা

১

॥ জয় ॥

বেদান্ত দরশনে ব্রহ্ম জারে বাখানে
আনে বলে পুরুষ প্রধান
বিশ্বের পরমগতি হেতু-অন্তরায়-পতি
তারে মোর লাখ পরণাম ॥

২

গণপতি দেবের প্রধান
ব্যাস আদি জত কবি তোমার চরণ সেবি
প্রকাশিলা আগম পুরাণ।
গিরিসুতা-অঙ্গজনু খর্ব-পীবরতনু
একদন্ত কুঞ্জরবদন
প্রণত-জনের নিঘ্ন দূর কর মোর বিঘ্ন
তব পদ করিল বন্দন।
অবনি লোটায়্যা কায়ে প্রণমো তোমার পায়ে
কর মোরে কৃপাবলোকন
তোমারে করিয়া ভক্তি মুনিগণ পাইল মুক্তি
চারি পুরুষার্থের সাধন।
অঙ্গের বন্ধুক-ছটা অজানুলম্বিত জটা
শশিকলা মুকুটমণ্ডন
চরণ-পঙ্কজরাজে কনক নূপুর বাজে
অঙ্গদ বলয়া বিভূষণ।
কুঙ্কুমচর্চিত অঙ্গ শুণ্ডে শোভে মাতুলুঙ্গ
শূলদণ্ড ইষু পাশ করে
শিবসুত লম্বোদর অজানুলম্বিত কর
রণে জয়ী জে তোমা স্মঙরে।
পরিধান দ্বীপিচর্ম নিরন্তর জপ-কর্ম
হৈমবতী-হৃদয়নন্দন
গাইয়া তোমার আগে গোবিন্দ-ভকতি মাগে
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩

অবনিতে অবতরি চৈতন্য ঠাকুর হরি
বন্দইঁ সন্ন্যাসী-চূড়ামণি
সথে সখা নিত্যানন্দ ভুবনে আনন্দকন্দ
মুকতির দেখাল্যা সরণি।
প্রণমইঁ শচীর নন্দন
হৈয়া অকিঞ্চন-বশ দিয়া জীবে প্রেমরস
নিস্তার করিলা সর্বজন।
ভুবনবিখ্যাত নাম সুধন্য নদীয়া গ্রাম
জম্বুদ্বীপ-সার নবদ্বীপ

মহা কলি-অন্ধকারে   চৈতন্য-অবতারে
প্রকাশিলা হরিনাম-দীপ ।
নদীয়া নগরে ঘর   ধন্য মিশ্র পুরন্দর
ধন্য ধন্য শচী ঠাকুরাণী
ত্রিভুবনে অবতংস   হইয়া প্রভু জার বংশ
ত্রাণ কৈলা অখিল পবাণী ।
ভট্টাচার্য-শিরোমণি   সার্বভৌম সান্দীপনী
ষড়্‌ভুজ দেখি কৈলা স্তুতি
প্রেমভক্তি-কল্পতরু   অখিলতন্ত্রের গুরু
গুরু কৈল কেশব ভারতী ।
কপটে সন্ন্যাসী-বেশ   ভ্রমিলা অনেক দেশ
সঙ্গে পারিষদ পুণ্যশালী
রাম লক্ষ্মী গদাধর   গোবী বাসু পুরন্দর
মুকুন্দ মুরারি বনমালী ।
তপ্ত কলধৌত-গৌর   ভুবনলোচন-চৌর
করঙ্ক কৌপীন দণ্ড-ধারী
কপটে লোচনে লোর   গলে শোভে নামডোর
সদত বলেন হরি হরি ।
কৃপাময় অবতার   কলিকালে কেবা আর
পাষণ্ডদলন বীরবানা
জগাই মাধাই আদি   অশেষ পাপের নিধি
হরিভাবে হৈলা দৃঢ়মনা ।
কয়ড়ি অনুজ-জাত   মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে পূজিল গোপাল
বিনয়ে মাগিল বর   জপি মন্ত্র দশাক্ষর
মীন মাংস ত্যজি বহুকাল ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গায়   বিকাইনু রাঙ্গা পায়
আজি মোর সফল জীবন
গাইয়া তোমার আগে   গোবিন্দ-ভকতি মাগে
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪

বিধিমুখে বেদবাণী   বন্দোঁ দেবী বীণাপাণি
ইন্দু কুন্দ তুষার-সঙ্কাশা
ত্রৈলোক্যতারিণী ত্রয়ী   বিষ্ণুরূপা বর্ণময়ী
কবিমুখে অষ্টদশ ভাষা ।
শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠান   শুক্ল ধুতি পরিধান
কণ্ঠে শোভে মণিময়-হার
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে   কপালে বিজুলি লোলে
তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার ।
শিরে শোভে ইন্দুকলা   করে শোভে জাপ্যমালা
শুকশিশু শোভে বাম করে
নিরন্তর আছে সঙ্গী   মসী পত্র পুথি খুঙ্গি
স্মঙরনে জড়িমা জায় দূরে ।
দিবা নিশি কবি ভাগ   সেবে ভুয়া ছয় রাগ
অনুকূল ছত্রিশ রাগিনী
রবাব খমক বেণি   সপ্তস্বরা পিনাকিনী
বীণা বেণু মৃদঙ্গ-বাদিনী ।
সঙ্গে বিদ্যা চতুর্দশে   সঙ্গীত কবিত্ব-রসে
আসরে করহ অধিষ্টান
করোঁ গো অঞ্জলি পুটে   উবহ আমার ঘটে
দূর কব দুর্মতি বিজ্ঞান ।
দেবতা অসুর নর   যক্ষ বক্ষ বিদ্যাধ
সেবে তুয়া চরণসরোজে
তুমি জারে কর দয়া   সেই বুঝে দেবমায়া
বৈসে সেই পণ্ডিতসমাজে ।
নিশি দিসি তোমা সেবি   রচিল মুকুন্দ কবি
নৌতন মঙ্গল অভিলাষে
উর গো কবির ধামে   দয়া কর শিবরামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে ॥

৫

অজিত-বল্লভা দেবী ব্রহ্মার জননী
তোমার চরণ সেবি জোড় করি পাণি ।
জখন আছিলা হরি অনন্তশয়নে
তাহার উদরে গো আছিলা ত্রিভুবনে ।

জন্ম জরা মৃত্যু তোমা নহে কোন কালে
সেই কালে ছিলে তুমি হরি-পদতলে।
অনল গরল আদি কুম্ভীর মকর
কত কত নাহি আছে সমুদ্র-ভিতর।
তুমি গো পরম রত্ন সকল সংসারে
তোমা লক্ষ্মী হইতে রত্নাকর বলি তারে।
ধম জন যৌবন নগর নিকেতন
পদাতি বারণ বাজি রথ সিংহাসন।
তাহার অহঙ্কার তাবদ শোভা করে
কৃপাময়ী লক্ষ্মী জাবদ থাক ঘরে।
সেই জনে প্রশংসা সেই অভিরাম
সেই জন কুলীন গো সকল গুণধাম।
তুমি গো বল্লভা কৃপা নাঞি কর জারে
আছুক অন্যের কাজ স্ত্রী মন্দ বলে তারে।
লক্ষ্মীরে চঞ্চলা করি বলে জেই জনে
লক্ষ্মীর মহিমা তারা কিছুই না জানে।
ছাড়হ সে জনে তাহার দোষ দেখি
অদোষী পুরুষে কর চিরকাল সুখী।
তুমি গো থাকিলে মান সকল ভুবনে
তুমি লক্ষ্মী বাম হইলে বিজয়ী নহে রণে।
সেই জন পণ্ডিত সেজন মহাবীর
জাহার মন্দিরে লক্ষ্মী তুমি হও স্থির।
লক্ষ্মীর বন্দনা কবিকঙ্কণে ভণে
ভক্ত নায়কে মাতা হও সুপ্রসন্নে॥

৬

শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হইল জেমতে
উরিয়া মায়ের বেশে আসিয়া শিয়র দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে[১]।
সহর সেলিমাবাজ তাহাতে সজ্জনরাজ
নিবসে নেউগি গোপীনাথ
তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি
মিরাস পুরুষ ছয় সাত।
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে লোল ভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গ উৎকল মহীপ
রাজা মানসিংহ গেলে প্রজার পাপের ফলে
বিলাত পাইল মামুদ সরিপ।
উজির হইল রায়জাদা বেপারি বৈশ্যের খদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হইল ঐরি
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাঞি মানে প্রজার গোহারি।
সরকার হইল কাল খিল ভূমি লিখে লাল
বিনি উবগারে খায় ধুতি
পোতদার হইল যম টাকা আড়াই আনি কম
পাই লভ্য খায় দিন প্রতি।
ডিহিদার আবুদ খোজ টাকা দিলে নাঞি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাঞি কেনে
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দি
সেই হেতু নাঞি পরিত্রাণে।
জানদার সভার আছে প্রজাগণ পলায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দিল থানা
প্রজা হইল বিকলিত বেচে ঘর কোট নিত
টাকা দ্রব্য দশ দশ আনা[২]।
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডিবাটি জার গাঁ
যুক্তি কইল[৩] গম্ভির[৪] খাঁঞের সনে
দামিন্যা[৫] ছাড়িয়া জাই সঙ্গে রমানাথ[৬] ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে।
ভেলিঞাতে[৭] উপনীত[৮] রূপ রায় নিল[৯] বিত্ত[১০]
যদু কুণ্ড তেলি কৈল রক্ষা[১১]
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল্ল ডর
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা।
বাহিয়া মুড়াই নদী সদাই স্মঙরিল বিধি
ভেউটিয়ায়[১২] হৈলাঙ উপনীত
দারুকেশ্বর তরি পাইলাঙ পাতুলি পুরী[১৩]
গঙ্গাদাস বহুত কৈল হিত।

নৌকা বায় পরাশর[১৪] এড়াইয়া আমোদর
উপনীত কোঁচড়িয়া[১৫] নগরে
তৈল বিনে করি স্নান কেবল উদক[১৬] পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে।
আশ্রম পুখুর-আড়া[১৭] নৈবেদ্য শালুক-নাড়া[১৮]
পূজা কৈল কুমুদ প্রসূনে[১৯]
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে[২০] নিদ্রা জাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।
মাতা করিল[২১] পরম দয়া দিলা চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিলা রচিতে কবিত্ব
হাথে লৈল পত্র মসী আপনি[২২] কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখিল সঙ্গীত।
পড়িয়াছিলাঙ[২৩] নানা তন্ত্র নাহি তথি সেই মন্ত্র
আজ্ঞা দিলা জপি নিতে নিত[২৪]
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই বাহিয়া জাই
আরড়ায়[২৫] হইল উপনীত।[২৬]
আড়রা ব্রাহ্মণভূমি ব্রাহ্মণ জাহার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান
পড়িয়া কবিত্ববাণী সম্ভাষিল নৃপমুনি
রাজা দিল দশ আড়া ধান।
সুধন্য বাঁকুড়া রায় খণ্ডাল্য[২৭] সকল দায়
সুত পাঠে[২৮] কৈল নিয়োজিত
তার সুত রঘুনাথ রাজকুলে[২৯] অবদাত
গুরু বলি করিল পূজিত।[৩০]
সঙ্গে দামোদর[৩১] নন্দী জে জানে স্বপ্নের সন্ধি
অনুদিন করিল জতন
নিত্যো[৩২] দিল অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
গায়নেরে দিলেন ভুষণ।[৩৩]
বিক্রমদেবের সুত গান করে অদভুত
বাখান করয়ে সর্বজন
তাল মানে বিজ্ঞ দড় বিনয়সুন্দর বড়
নতিমান মধুরবচন।
ধন্য রাজা রঘুনাথ কুলে শীলে অবদাত
প্রকাশিল নূতন মঙ্গল
তাঁহার আদেশ পান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
সম্ভাষা করিয়া কুশল॥

প্রথম দিবস

নিশা

৭

তেজিয়া কৈলাস গিরি উর গো মরত-পুরী
ভৃত্যের করিতে পরিত্রাণ
বিশ্রাম দিবস আট শুন গীত দেখ নাট
আসরে করহ অধিষ্ঠান।
লিখি পড়ি নানা গ্রন্থ নহি পণ্ডিতের পান্থ
কৃপা করি দিলে গুরুভাব
অনভিজ্ঞ তালমানে কেমনে শিখাব আনে
দোষ গুণ সকল তোমার।

জে বোল বলাহ তুমি সে বোল বলিব আমি
তুমি করি মোর উপদেশ
প্রচার যেমন কাব্য শুনয়ে তেমন ভাব্য
করি চিন্তা হর মোর ক্লেশ।
বলি হোম ধূপদীপে তোমা পূজে সপ্তদ্বীপে
তোমার সেবক জগজন
নায়েকের থাকে দোষ দূর করহ অভিরোষ
কর মোরে কৃপাবিলোকন।
তুমি রমা তুমি বাণী যোগনিদ্রা নারায়ণী
ত্রয়ীবিদ্যা অনাদিবাসনা
মহাযোগ কালরাত্রি গায়ত্রী ভুবনধাত্রী
ক্রিয়াশক্তি সংসারকারণা।
সলিলে ডুবিল মহী আশ্রয় করিয়া অহি
শয়ন করিলা নারায়ণ
সেহি অবসানকালে প্রভুর শ্রবণমূলে
দুই দৈত্য হইল মহাবল
[নাভিপদ্মে প্রজাপতি দেখিয়া কুপিত মতি
ব্রহ্মাকে হানিতে যায় রোষে।

তোমা সেবি প্রজাপতি পায়ে তাহে অব্যাহতি
বিপদনাশিনী তোমা ঘোষে।][1]
তুমি শ্রদ্ধা তুমি তুষ্টি তুমি ক্ষমা তুমি পুষ্টি[2]
গিরিকন্যা ঈশান-গৃহিণী
আগম নিগম তন্ত্র বীজরূপা মহামন্ত্র[3]
বেদমাতা বিশ্বের জননী।
গোকুলে গোমতী নামা[4] তমুলোকে বর্গভীমা
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে বিজয়া নন্দের ঘরে
হরি-সন্নিধানে মহামায়া।
দানবকুলের দর্পে দৈবকী-অষ্টম গর্ভে
হৈলা সৃষ্টি ক্ষিতিভার-নাশে
হরিতে তাহান ভীতি যোগনিদ্রা ভগবতী
থুইলা যশোদা[5]-গর্ভবাসে।
ভোজরাজ-মহাতঙ্কে শ্রীহরি করিয়া অঙ্কে
বসুদেব গেলা নন্দাগার
আগম যমুনাজল মায়া পাতি কৈলে স্থল
শিবারূপা নদী কৈলে পার।

হরিতে অবনীভার কৃপাময় অবতার
যদুকুলে হৈলা নারায়ণ
যশোদা জঠরে জাতা হইলা নন্দের সুতা
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥৬

৮

আদ্যদেব নিরঞ্জন জার সৃষ্টি ত্রিভুবন
পরমপুরুষ পুরাতন
শূন্যে করিয়া স্থিতি চিন্তিল মহামতি
সৃষ্টির উপায় কারণ।
নাহি কেহ সহচর অসুর দেবতা নর
সিদ্ধ নাগ চারণ কিন্নর
নাঞি তথা দিবানিশি না উদয় রবি শশী
অন্ধকার আছে নিরন্তর।
কোটি ভানু পরকাশ পরিধান পীতবাস
অভিনব তনু ঘনশ্যাম[১]
কনক কিঙ্কিনী হার দূর করে অন্ধকার
পুরটমুকুট মণিদাম।
কণ্ঠে কৌস্তুভ-আভা কোটি চাঁদ নখ-শোভা
কুণ্ডলে মণ্ডিত দুই গণ্ড
নবীন জলদ-কান্তি চাঁদ জিনি মুখপাঁতি
অজানুলম্বিত ভুজদণ্ড।
অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি হৃদয়ে ভাবিয়া যুক্তি
জলে স্থলে নাঞি অধিষ্ঠান
কথায় সঙ্গতি নাঞি চিন্তিলেন গোসাঞি
আপনারে অশক্ত সমান।
চিন্তিতে এতেক কাজ একচিত্তে দেবরাজ
তনু-বাহির হইল প্রকৃতি
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
পাঁচালি অদ্ভুত নির্মিতি ॥

৯

আদ্যদেবের নিত্যশক্তি ভুবনমোহন-মূর্তি
উরিলেন সৃষ্টির কারিণী
করিয়া সম্পুট পাণি মৃদুমন্দ-ভাষিণী
সমুখে রহিলা নারায়ণী।
রাজহংস-রব জিনি চরণে নূপুরধ্বনি
দশনখে দশ চাঁদ ভাসে
কোকনদ-দর্পহর বেষ্টিত জাবক[১] কর
অঙ্গুলি চম্পক-পরকাশে।
রামরম্ভা জিনি উরু নিবিড় নিতম্ব গুরু
কেশরী জিনিঞা মধ্যদেশে
মধুর কিঙ্কিণী বাজে পরিধান পাট-সাজে
বচন-গোচর নহে বেশ।
রাজহংস জিনি কাঁতি হেম জিনি দেহজ্যোতি
গজকুম্ভ চারু পয়োধরে
তাহে শোভে অনুপান মণি মুকুতার দাম
যেন গঙ্গা সুমেরু-শিখরে।
মণিময় হার ছলে কিবা শোভে তার গলে
স্থির হৈয়া সৌদামিনী ভাসে[২]
নিরুপামা পরকাশে মন্দ মধুর হাসে
ভঙ্গী নব শিখিবার আশে।
বিন্ধুক[৩] কুসুম ছটা ললাটে সিন্দুর-ফোটা
প্রভাতকালের যেন রবি
অধর বিম্বুক জুতি দন্ত মুকুতার পাঁতি
তিমির দহন করে ছবি[৪]।
কপালে সিন্দুর-বিন্দু তাহে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু
তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু
করিয়া তিমির মেলা ধরিয়া কুন্তল ছলা
বন্দী করিলে রবি ইন্দু।
তিলফুল জিনি নাসা বল্লকী জিনিঞা ভাষা
ভুরু যুগ চাপ-সহোদর

খঞ্জনগঞ্জন আঁখি রাকা সুধাকর-মুখী
শিবোবুহ অসিত চামর।
অঙ্গদ বলযা শঙ্খ ভুবনে উপামা বঙ্ক
মণিময মুকুট মণ্ডন[৫]
হাসিতে বিজুলি খেলে কপালে কুণ্ডল দোলে
মুখরুচি ভুবনমোহন।
প্রভুব ইঙ্গিত পাযা আদিদেবী মহামাযা
সৃষ্টি সৃজিতে কৈল মন
উমাপদ-হিতচিত রচিল নতুন গীত
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ[৬] ॥

১০

এক দেব নানামূর্তি হইলা মহাশয
হেম হইতে কুণ্ডল বস্তুত ভিন্ন নয।
প্রকৃতিতে তেজ প্রভু কবিলা আধান
বূপবান্ হইল তাতে তনয মহান।
মহতেব পুত্র হৈল নামে অহঙ্কাব
যাহা হৈতে হৈল সৃষ্টি সকল সংসাব
অহঙ্কাব হইতে হইল এই পঞ্চজন
পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন।
এই পঞ্চজনে লোক বলে পঞ্চভূত
ইহা হৈতে প্রাণিবর্গ হইল বহুত।
গুণভেদ এক দেহ হৈলা তিনজন
বজোগুণে পিতামহ মবালবাহন।
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুরূপে কবেন পালন
তমগুণে মহাদেব বিনাশ কারণ।
ব্রহ্মাব মানসপুত্র হইলা চাবিজন
সনৎকুমাব যে সনক সনাতন।
সনন্দ হইল তথি পবেব পুবণ
কৃষ্ণকথা বিনে তার অন্যে নহী মন।
পিতৃবাক্য না শুনিলা সংসাব বিমুখ
চাবিজন বুঝিলেন হবিভক্তি-সুখ।
প্রপঞ্চ সকল বিধি হরি হব সত্য
চাবি ভাই কৃষ্ণনাম গান সাবহিত।
চাবি পুত্র যদি তাব তেজে অনুরোধ
বিধাতার হৃদযে বাড়িল বড় ক্রোধ।
সেই ক্রোধে ভ্রূভঙ্গি হইল বিধাতাব
তাহ তে জন্মিল নীললোহিত কুমাব ॥
বাল্যভাবে মহাদেব মবেন বোদন
নাম ধাম জাযা মোব কব নিজোজন।
বিচাবিযা বুদ্র নাম থুইল প্রজাপতি
মৃত্যুঞ্জয মহেশ ঈশান পশুপতি[৭]।
হৃদযেতে তেজ ইন্দ্রী বাযু বহ্নি জল
ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকব দিব তোবে স্থল।
ধৃতি বুদ্ধি ঈশী বশী শিবা আব অণিমা
একভাবে ছয নাবী ভজিবেক তোমা।
সৃষ্টি কব পুত্র তোমাবে বাড়ুক পবমাই
আজ্ঞা লঙ্ঘিল তোব জ্যেষ্ঠ চাবি ভাই।
পিতৃবাক্যে দিল শিব তপস্যায মন
সৃজিলা প্রমথ প্রেত ভূত দানাগণ।
জটাভাবে হাড়মালা বিভূতি ভূষণ
দেখিযা বিধাতা কৈল সৃষ্টি নিবাবণ।
ভযঙ্কব সৃষ্টি পুত্র না কব গঠন
তপস্যা কবিযা পুত্র ভজ নাবাযণ।
পিতৃবাক্যে শিব দিল তপস্যায মন
একভাবে মহাদেব ভজে নাবাযণ।
তবে জন্মাইলা ব্রহ্মা এহি দশ সুত
আচাব বিনয বিদ্যা বূপ গুণ যুত।
মবীচি অঙ্গিবা অত্রি ভৃগু দক্ষ ক্রতু
পৌলহ পৌলস্ত হইলা সংসাবেব হেতু।
বশিষ্ঠ হইলা দেবমুনি মহাতপা
নাবদ হইলা জাবে হইল হরিকৃপা।
আপনাব অঙ্গ ব্রহ্ম কৈল্য দুইখান
বামদিগে হইলা নারী দক্ষিণে পুমান।
নাবী শতরূপা নাম ধবিলেক তনু
পুরুষ হইল স্বযম্ভুব নামে মনু।

মনুকে বলিল ব্রহ্মা শুন মোর কথা
প্রজা সৃজিয়া মোর ঘুচাহ ব্যথা।
সৃষ্টি করিবারে ভাল বলিলা গোসাঞী
কোথায় বসিবেক প্রজা এমত স্থল নাঞি।
যুগে যুগে প্রজা-সৃষ্টি আছিল ধরণী
অসুর হরিয়া লৈল পাতাল-সরণি।
এ বোল শুনিযা ব্রহ্মা হইলা চিন্তিত
নাসাপথে বরাহ হইলা আচম্বিত।
অভযার চরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

১১

অচিন্ত্য অনন্ত মায়া ধরিয়া বরাহ-কায়া
অঙ্গে শোভে যজ্ঞপাত্রজাল
ধনুর্দ্ধর মহারম্ভ[১] প্রলয়জলধি-অম্ভ
প্রবেশিয়া পাইল পাতাল।
সেবকবৎসল ভগবান
দশনে ধরণী ধরি হিরণ্যাক্ষ বীরে মারি
পাতাল হইতে করিলা উত্থান।
দশন কুন্দের আভা তথি দেবী পাইল শোভা
তমালশ্যামল বসুমতী
জেন করিদন্ত-মাঝে সপত্র পদ্মিনী সাজে
বিধি সিদ্ধি ঋষি কৈল স্তুতি।
জলের উপরে ক্ষিতি আরোপি ভুবনপতি
শরীর বাড়েন ঘনে ঘন
উঠি বিন্দু সটাধৃত ভুবন করয়ে পূত
সরূপেত [তপঃ] সত্য জন।
জল তেজি দেবরায় সঘনে ঝাড়েন কায়
অঙ্গে হৈতে লোম ছয় খসে
পাইয়া ধরণীগর্ভ তথি হৈতে হৈল দর্ভ
বিঘ্নমখ ঘুচে সেই কুশে।
অখিল পর্বতগুরু মধ্যে আরোপিলা মেরু
মন্দার-প্রমুখ গিরিচয়
গন্ধমাদন মালাবান নীল শ্বেত শৃঙ্গবান
হেম হিমকূট হিমালয়।
প্রথমে উদিতগিরি পাছে অস্তশিখরী
চৌদিগে বেড়িত লোকালোক
বাহিরে কাঞ্চনক্ষিতি তথি যোগেশ্বরপতি
দেখি বিধাতার ঘুচে শোক।
সুমেরু উপর ভাগে রবি-চন্দ্র রথ লাগে
বেড়িয়া ফিরেন দিবাকর
গতাযাত করি লক্ষ দিন নিশা মাস পক্ষ
হইল ঋতু অয়ন বৎসর।
কৃপাময় অবতার হইল প্রভু শিশুমার
উর্দ্ধপুচ্ছ হেট জার মাথা
তথি রাশিচক্রভর ফিরে প্রভু নিরন্তর
গ্রহতারাগণ বৈসে তথা।
উর্দ্ধলোকে বহে গঙ্গা প্রবলচপলভঙ্গা
মেরুশৃঙ্গে হৈল চারিধারা
সীতা ভদ্রা বঙ্ক্ষু নাম অশেষ পুণ্যের ধাম
অলকানন্দিনী তীর্থবরা।
বৃহস্পতি রাজধানী তথি মনু নৃপমণি
শতরূপা সঙ্গে কৈল বাস।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিল বন্ধ
নৃপমণি মঙ্গল প্রকাশ॥

১২

শতরূপা মনু সঙ্গে ক্রীড়া কুতূহলে
পুণ্যযুত দুই পুত্র হইল কথো কালে।
জ্যেষ্ঠ সুত প্রিয়ব্রত হইল নৃপবর।
রথচক্রে হৈল জার এ সাত সাগর।
কনিষ্ঠ উত্থানপাদ বিখ্যাত ভুবনে
ধ্রুব নামে পুত্র জার বিদিত পুরাণে।

তিন কন্যা হইল তার রূপগুণবতী
আকূতি প্রসূতি হৈলা আর দেবহূতি।
আকূতিরে বিভা দিল রুচি মুনিবরে
দিলেন যৌতুক রথ তুরঙ্গ কুঞ্জরে।
কর্দম মুনিকে মনু দিল দেবহূতি
দিলেন যৌতুক নানা ধন প্রজাপতি।
প্রসূতিরে পাণিগ্রহণ কৈল দক্ষমুনি
জন্মিল তাহার সোলো তনয়া রূপিণী।
ষোড়শ কন্যার মধ্যে মুখ্য সুতা সতী
ধর্মমোক্ষ-হেতু হৈলা আপনে প্রকৃতি।
নারদের উপদেশে দক্ষ প্রজাপতি
মহাদেবে বিবাহ দিলেন কন্যা সতী।
নানাধন যৌতুকে পূরিলা অভিলাষ
বরকন্যা দক্ষমুনি পাঠাইলা কৈলাস।
এমন সময়ে ভৃগু বিরিঞ্চিনন্দন।
বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ।
চারিবেদে পণ্ডিত অঙ্গিরা তার হোতা
সদস্য হইলা তথি আপনি বিধাতা।
দেবগণে নিমন্ত্রণ দিল ভৃগুমুনি
ঘরে ঘরে বার্তা দিল নারদ আপনি।
আইল দেব চক্রপাণি চাপিয়া গরুড়
বৃষভে চাপিয়া আইলা দেব চন্দ্রচূড়।
মহিষে চাপিয়া আইলা যম চৌদ্দজন
হরিণে চাপিয়া ঊনপঞ্চাশ পবন।
রাশিচক্র চাপিয়া আইল গ্রহগণ
রথে চড়ি দিকপাল করিল গমন।
কেহো রথে কেহো গজে কেহ তুরঙ্গমে
চড়িয়া বিমানে আইলা ভৃগুর সদনে।
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত দেবীগণ
চড়িয়া বিমানে আইলা ভৃগুর সদন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল মুনি বসিতে আসন
মধুপর্ক আদি দিল নানা আওজন।
সিদ্ধান্ত করএ কেহ করে পূর্বপক্ষ
এমন সময় তথা মুনি আইলা দক্ষ।
দক্ষ দেখি দেবগণ করিল উত্থান
বিধি বিষ্ণু শিব বিনে কৈল পরনাম।
অনাচার দেখি শিবের দক্ষ কাঁপে রোষে
দেবগণে নিবেদিল গদগদ ভাষে।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

১৩

[illegible] এ বড় দারুণ শোক
এই শিব আমার জামাতা
আইসে যাও যজ্ঞের স্থান না করে আমার মান
মোরে নম না নোঙাএ মাথা।
নারদে কহিব কী তার বাক্যে দিলাঙ ঝি
যেন ভাঙ্গড়-পতি পাপে
ত্রিভুবনে এক ধন্যা অপাত্রে দিলাঙ কন্যা
তনু শুখাইল পরিতাপে।
শিবের নাহি জানি যদি মূল কী বা জাতি কী বা কুল
নাহিএ জানি কেবা মাতা পিতা
আমি ছার মন্দমতী অনসে পেলিল ঝি
সভা মধ্যে লাজে হেট মাথা।
শিবের অঙ্গরাগ চিতাধূলি কান্ধেতে ভাঁগের ঝুলি
বিষধর উত্তরি-বসন
হেন অমঙ্গল-ধাম কে থুইল শিব নাম
দেববুদ্ধি করে কোন জন।
চাহিতে চাহিতে ভাল কুল করিলাঙ কাল
বাম হৈল আমারে বিধাতা
ভূষণ হাড়ের মালা শ্মশানে বিনোদশালা
হেন জন আমার জামাতা।
যক্ষ দানা প্রেত ভূত বসতি সভার জুত
সহযোগ শয়ন ভোজন

জাতের নাহিক স্থিতি সে জন কন্যাব পতি
দেবকুলে কেবল গঞ্জন।
সতী ঝি গুণনিধি তাবে বিড়ম্বিল বিধি
পতি সে দাবিদ্র দিগম্বব
কুলে হইল দোষ মনে নাহি সন্তোষ
অপযশে কান দিগান্তব[১]।
শ্বশুব জেমন তাত তাবে না জুড়িল হাথ
সভায় কবিল অপমান
নএ[২] লোকে অনুবাগ ঘুচয়ে যজ্ঞেব ভাগ
বেদপথে নযে[৩] অবধান।
গুণবাজমিশ্র-সুত সঙ্গীতকলায বত
বিচাবিয়া অনেক পুবাণ
দামিন্যা নগববাসী সঙ্গীতেব অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ বস গান॥

১৪

এমন শুনিযা নন্দি দক্ষেব বচন
কম্পমান দেহ হইল লোহিত লোচন।
দক্ষে সাঁপ দিতে নন্দি জল নিল হাতে
নাঞি হইএ দক্ষ তোমাব মতি মুক্তিপথে।
মহাঁদেবে দক্ষ কেন বল কুবচন
অচিরাত হইয দক্ষ ছাগলবদন।
বিমনা হইয়া শিব চলিলা কৈলাস
দক্ষ প্রজাপতি গেলা আপনাব বাস।
পবপব দুইজনে হইলা প্রতিকূল
শ্বশুর-জামাতা হইল ভুজঙ্গ-নকুল।
জামাঞি শ্বশুরে দ্বন্দ্ব হইল বহুকাল
দক্ষেব হৃদযে কোপ বাড়িল বিশাল।
কথো কালে কৈল ব্রহ্মা দক্ষের সম্মান
সকল পুত্রের মাঝে কবেন প্রধান।
ব্রাহ্মণেব রাজা কবি ধরাইল ছাতা
প্রসাদ কবিল তাবে কনক-পইতা।
ব্রাহ্মণ পালিতে তাঁকে বুদ্ধি দিল বিধি
সেই হইতে কুলে ওঝা হইল পালধি।
ব্রহ্মাব প্রসাদে দক্ষ হইল বড দম্ভ
বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ কবিল আবম্ভ।
নিমন্ত্রণ দিল দক্ষ সুব নাগ নবে
কহিল নাবদমুনি সভাকাব ঘবে।
বিধি বিষ্ণু বিনে আইলা সর্ব দেবগণ
নাগলোক বিসি আইলা দক্ষেব সদন।
আকাশেত শুনিযা বিমানেব কোলাহল
দক্ষেব দুহিতা চণ্ডী হইলা চঞ্চল।
লোকমুখে শুনিযা দক্ষেব ক্রতুবব
নিবেদিল শঙ্কবে কবিআ জোড়কব।
দক্ষ প্রজাপতি গোসাঞি তোমাব শ্বশুব
তাঁব ঘবে তিন লোক চলিল প্রচুব।
তুমি আজ্ঞা দিলে আমি জাই পিতৃবাস
বাপেব উৎসব শুনি বড অভিলাষ।
এমন বলিযা ধবি শিবেব চবণ
নযনে নিকলে লো গদগদ বচন।
নিমন্ত্রণ বিনে জাবে এই মাথা-কাটা
আমার প্রসঙ্গে তুমি বড পাবে খোঁটা।
নিমন্ত্রণ বিনে জাবে বাপেব সদন
ইথে দোষ নাঞি গোসাঞি লোকেব গঞ্জন।
অভযাব চবণে মজুক নিজ চিত
গৌবীব প্রসঙ্গে নাচাডি বচিত[১]॥

১৫

অনুমতি দেহ হর জাই বাপাব ঘর
যজ্ঞ-মহোৎসব দেখিবাবে
ত্রিভুবনে জত বৈসে চলিল বাপেব বাসে
তনযা কেমনে প্রাণ ধবে।
চবণে ধরিযা সাধি কৃপা কব কৃপানিধি
জাব পঞ্চ দিবসেব তবে

চিরদিন আছে আশ জাইব বাপার পাশ
নিবেদন নাঞি করি ডরে।
সুমঙ্গল-সূত্র করে আইলাও তোমার ঘরে
পূর্ণ হৈল বৎসর সাত
দূর কর বিবাদ পুরহ আমার সাধ
মাএর রন্ধনে খাব ভাত।
পর্বত কাননে বসি নাঞি পাট-পড়সি
সীমন্তে সিন্দূর দিতে সখী
কতিল জথা জাই জুড়াইতে নাঞি ঠাঞি
বিধি মোরে কৈল জন্মদুঃখী।
পিতা মোর পুণ্যবান দিবেন অনেক দান
কন্যাগণে করিবেন বেভার
আভরণ পরিধান আগে আমি পাব মান
ভেদবুদ্ধি নাহিক বাপার।
শুনিয়া সতীর বাণী কহিলেন শূলপাণি
শুন প্রিয়ে আমার বচন
বাপ ঘরে জবে চল তবে না হইবে ভাল
ভবিষ্যৎ বহু বিড়ম্বন।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডিকা-আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

সারিকা সিন্দুর-পোঁড় পিছে লৈয়া ধায় চেড়ি
কেহ লইল চিরনি দর্পণ
পুরিয়া সুগন্ধি বারি কেহ লয়া জায় ঝারি
শ্বেতছত্র ধরে কোনজন।
আইল সকল সেনা সঙ্গে প্রেত ভূত দানা
নেকা জোকা দুই সেনাপতি
আগু পাছ দানা ধায় রাঙ্গা ধুলা মাখে গায়
দেখিয়া হরিষ হইল সতী।
বৃষ জোগাইল নন্দি চাপিয়া চলিল চণ্ডী
শিরে ছত্র নন্দি ধরান
না জানি চলিল কত তিন দিবসের পথ
দুই প্রহরে কৈল পয়ান।
পাইল বাপের গ্রাম শুনিঞা সতীর নাম
প্রসূতি ধাইল বেগবতী
কোলেতে করিয়া সতী প্রসূতি পুলকমতি
কইল দেবি মাএরে প্রণতি।
আনিয়া আপন ঘরে প্রসূতি দিলেন তাঁরে
পাদ্য অর্ঘ্যকনক আসন
জতেক বহিনীগণ সভে কইল আলিঙ্গন
ঘরের কুশল জিজ্ঞাসন।
আর যত সখীগণ আসিলেক ততক্ষণ
শুনিয়া চণ্ডীর আগমন
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিল বন্ধ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

১৬

জাইবারে অনুমতি নাহি দিলা পশুপতি
দাক্ষায়ণী হইলা কোপমতি
স্বভাবে হইআ বামা চলিলা ভ্রূকুটী ভীমা
একাকিনী বাপের বসতি।
হইয়া উন্মত্তবেশা যান চণ্ডী মুক্তকেশা
না শুনিয়া শিবের বচন
শিবের ইঙ্গিত পায়া পাছে নন্দী যায় ধায়া
বৃষবর করিয়া সাজন।

১৭

মাত্রি-বাহন সঙ্গে করি সম্ভাষণ
সত্বরে চলিলা চণ্ডী যজ্ঞের সদন।
দক্ষের চরণে চণ্ডী করিলা প্রণতি
হেটমুখে আশিষ করেন প্রজাপতি।
আয়্যাতে জাউক কাল ঘুচুক দুর্গতি
চিরজীবী হোক স্বামীর সুস্থির সুমতি।

না দেখিয়া যজ্ঞে দেবী শিবের পূজন
কোপে কম্পমান তনু বাপে নিবেদন।
শুন বাপা তোমারে করিএ অভিমান
সতী ঝিএ তোমার টুটিল অবধান।
ধর্ম আদি তোমার জতেক বন্ধুজন
সবারে আসিতে যজ্ঞে কৈলা নিমন্ত্রণ।
অন্য জামাতারে দিলা বস্ত্র অলঙ্কার
শিবপক্ষে ভাল নহে তোমার ব্যবহার।
দুষ্ট দৈবফলেতে তোমার আমি ঝি
না করিল পুণ্যকর্ম নিবেদিব কী।
এমত শুনিঞা দক্ষ সতীর বচন
সকোপে বলেন বাণী শুনে সর্বজন।
অভয়া-চরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

১৪

উচিত কহিতে কথা মনে পাছে পাও ব্যথা
জেবা ছিল কপালে লিখন
তোমার কর্মের গতি স্বামী হইল বামপথি
তারে যজ্ঞে আনি কী কারণ।
শিবের পরিধান বাঘছাল গলাএ হাড়ের মালা[১]
বিভূতি ভূষণ জার[২] অঙ্গে
শ্মশানে জাহার স্থান কেবা করে তার মান
প্রেত ভূত চলে তার সঙ্গে।
আরোহণ বৃষবরে সিঙ্গা ডম্বুর করে
ভক্ষণ ধুতুরার ফল
নাগে বড় অভিলাষ ফণি-উত্তরি বাস
ফণিহার ফণির কুণ্ডল।
তোমার কর্মের ফল স্বামী হইল পাগল
ডোড়ি সম্বল নাহি বাসে
অনুচিত তাহার মাথায় জটার ভার
দেখিয়া সকল লোক হাসে।
ঝিএ সেবিআ পশুপতি পাইলে পশুর গতি
অহি সঙ্গে একত্র শয়নে
হরশিরে শশিকলা অহি সঙ্গে জার মেলা
এই দুই বঞ্চিত ভুবনে।
দক্ষ দানা প্রেত ভূত সভাএ বসতি জুত
সহযোগে শয়ন ভোজন
জাতের নাহিক স্থিতি হেন জন দিগপতি
দেবকুলে কেবল গঞ্জন।
আমি ব্রহ্মার সুত ত্রিভুবনে পূজিত
তার শুন আমারে ব্যভার
ভৃগুর যজ্ঞস্থানে দেব মুনি বিদ্যমানে
আমারে না কৈলে নমস্কার।
শুন ঝিএ মোর বাণী যজ্ঞে যদি তায় আনি
অবশ্যে হইব যজ্ঞনাশ
দেখিয়া শিবের গুণ আর জত মুনিগণ
একস্থানে না করে নিবাস।
এতেক দক্ষের কথা শুনিঞা ভুবনমাতা
ক্রোধমুখে দিলেন উত্তর
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাচালি করিয়া বন্ধ
গাইল মকুন্দ কবিবর॥

১৯

সমুদ্রমথনে ঘোর উঠিল গরল
তিন লোকে দহে যেন প্রলয়-অনল।
হেন বিষ পিয়া শিব রাখিল জগত
সম্পদে বিমূঢ়মতি না জানে মহত।
শিবনিন্দা শ্রবণে করিব প্রতিকার
তোমার অহঙ্কারে তনু না রাখিব আর
পিণাক ধনুক জার অনন্ত শিঞ্জিনী
আপনে হইলা শর জাথে চক্রপাণি।
লোকরিপু ত্রিপুর দহন কৈল হর
হেন জনে কী কারণে বল অনুত্তর।
চন্দন-নিছনি ফুল চরণের রজ

দুর্লভ মানিঞা জার ত্রাস করে অজ ।
দেব নর নাগ শিবে করযে পূজন
তোমা বিনে দোষ তারে না দেয কোনজন
গুরুজনের নিন্দা শুনিঞা আৎসাদ শ্রবণে
জেই নিন্দা করে তার করিব শাসনে ।
সেইস্থান ছাড়িয়া কীম্বা জাই অন্য স্থান
বাপ-প্রতিকার হেতু তেজিব পরাণ ।
হৃদয়সরোজে চিন্তি শিবের চরণ
দৃঢ় করি মহাঁদেবী পরিল বসন ।
যোগেতে ছাড়িল তনু জগতের মাতা
মুকুন্দ রচিল গৌরীমঙ্গলের গাথা ॥

২০

দেবাসুর নর সভে কৈল হাহাকার
কেহো বলে দক্ষযজ্ঞে হইল মহাঁমার ।
যত বন্ধুজনে সভে কৈল কোলাহল
যোগবলে তার গায জলিল অনল ।
সতী যজ্ঞস্থানে জদি তেজিল জীবন
যজ্ঞনাশ করিতে ধায জত দানাগণ ।
আগে নন্দি জায দুদিকে নেকা জোকা
শত শত দানা ধায নাঞি লেখা জোখা ।
বিপক্ষ নাশিতে ভৃগু দিলেক আহুতি
যজ্ঞ হইতে উঠিল অনেক সেনাপতি ।
রথ তুরঙ্গ সেনা উঠিল কুঞ্জর
খরশরে দানাগণ হইল জরজর ।
রণে ভঙ্গ দিয়া দানা[১] পলায় সত্বরে
বৃষভ চড়িয়া নন্দি জান এড়ি সমরে ।
শিবের কিঙ্কর জত সব হইল হুতাশ
ধাইআ মেলিল গিয়া পর্বত কৈলাস ।
সহস্রমুখে বার্তা নন্দি কহিল মহেশ্বরে
লোটাইআ কান্দে নন্দি মহীর উপরে ।
ছিণ্ডিয়া পেলিল শিব মহিতলে জটা
বীরভদ্র হইলা তাথি সঙ্গে বীরঘটা ।

তিন সূর্য সম বীরের তিনটা লোচন
মাথার মুকুট বীরের ঠেকিআছে গগন[২] ।
জোড় হস্তে কৃতাঞ্জলি রহিলা সমুখে
নয়ানে নিকলে অগ্নি ঝলকে ঝলকে ।
প্রণাম করিআ কইল নিজ নিবেদন
কি কার্য করিব নাথ কহ না এখন ।
আজ্ঞা দিল শিব তারে যজ্ঞ নাশিতে
বিশেষ কহিল তারে দক্ষ বধিতে ।
আজ্ঞা পাইয বীরভদ্র জায লঘুগতি
সঙ্গে কালিকা আদি ধাএ সেনাপতি ।
সঙ্গে যোগ কোটী ধাএ প্রেত ভূত দানা
দামামা দড়মসা বাজে বাদালিস বাজনা ।
দানাগণের কোলাহলে কিছুই না শুনি
আৎসাদিত ধূলাএ হইলা দিনমুনি ।
যজ্ঞশালার বীরভদ্র দিলা দরশন
যজ্ঞশালা ভাঁগে জতেক দানাগণ ।
প্রাণভয়ে ব্রাহ্মণ দেখান পইতা
পরাণে না মারে [দানা] মারে মাথানেথা
যাগজন নাশিতে হইল বীরের প্রয়াণ
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণ গান ॥

২১

প্রবেশিল বীরভদ্র যজ্ঞ নাশিবারে[১]

দক্ষের নিজ পুর ভাঙ্গিয়া করে চুর
কেহ নাঞি নিবারিতে পারে ।
বামনে ধরিযা পুথি নিল কাড়িয়া
ডোর দিয়া দুই ভুজ বান্ধে
জে জন পালাই জায তাড়াতাড়ি ধরে তায
পৈতা দেখায় কান্ধে ।
বেগে হোতা ধায তাড়্যা ধরে তায
পাড়িয়া উপাড়এ দাড়ি
ছিণ্ডিল বসন ভাঙ্গিল দশন
শ্রুপের মারিয়া বাড়ি ।

হইয়া বিচেতা ধাইল প্রচেতা
বীর তারে ধরিয়া বান্দে
বাসনের জিউ রাখ বামনের জিউ রাখ
বলিয়া প্রচেতা কান্দে ।[২]
দক্ষের বীরবর ছোড়য়ে খর শর
মেঘে জেন পানায় পসলা
বাজিআ দানার গায পাছুরাই পুনু জায
পুষ্পের জেহ্ন মালা ।
দক্ষের আগুদনা ধাইল গজবলা
লোহার মুদ্গর শুণ্ডে
বুঁষিয়া বীরবর করিল জর্জর
মুঠকী মারিআ মুণ্ডে ।
ধরিআ রণে তুরঙ্গ চরণে[৭]
তুলিআ দেই নাড়া
অঙ্গ ছাড়িয়া তুরঙ্গ পড়িল
হাতে বাহল ফড়া ।
বীরবর লম্ফে বসুধা কম্পে
অষ্ট কুলাচল ফিরে
ফণিগণ ছাড়িয়া মণিগণ পড়িল
ফণিপতি মাথায় ঘোরে ।
ভৃগুর লোচন করিল মোচন
পূষার ভাঙ্গিল দন্ত
সূর্য্যের ঘোড়া ছিণ্ডিয়া দড়া
দিগের পাইল অন্ত ।
উভ করি পাণি নাচন্তি বীরমণি
করিবর গাথিয়া শূলে
রুধিরের পানা করিয়া পাগলা
দানা পিয়ে কুতূহলে ।
সঙ্গে দানাঘটা ধাইল লাঙ্গটা
মুতিয়া ভরিল কুণ্ডে[৩]
কপাট ভাঙ্গিয়া ভাঁড়ার লুটিয়া
ঘৃত মধু ঢালে তুণ্ডে ।
দক্ষের কাটী শির আনিল মহাবীর
পেলিল যজ্ঞের কুণ্ডে

মুকুন্দ নিবেদন শুন হে সভাজন
মহাদেবনিন্দার দণ্ডে ॥

২২

এমন দক্ষের যজ্ঞ করিয়া বিনাশ
দণ্ডমাঝে বীরভদ্র চলিল কৈলাস ।
সঙ্গে সিংহনাদ করে প্রেত ভূত দানা
দামা দড়মসা বাজে ব্যালিস বাজনা ।
প্রণাম করিয়া কৈল নিজ নিবেদন
প্রসাদ করিল হর তারে নানা ধন ।
দক্ষযজ্ঞে সতী যদি তেজিল জীবন
তপস্যায়ে মন দিলা দেব পঞ্চানন ।
এমন দক্ষের যজ্ঞ করি বিনাশন[১]
বিধাতা আইলা তথা দেব নারায়ণ ।
ছাগমাথা দক্ষ-কন্দে করিয়া জোড়ন
কৃষ্ণের কৃপায় দক্ষ পাইল জীবন ।
এমন দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ করিয়া
পুণ্যজুত দেখি হিমালয়ে কৈল দয়া ।
তুষারশিখরি-ভাগ্য নিবেদিব কী
ভুবনজননী দেবী জার হৈল ঝি ।
কে পারে মেনকার পুণ্য করিতে গণন
জাহার উদরে চণ্ডী লভিলা জনম ।
মৈনাক জাহার ভাই ভুবনে সুন্দর
জার পাখা কাটিতে নারিলা পুরন্দর ।
লোকপুণ্য হেতু তাঁর হৈল জন্মদিন
হিমালয়ের যশে লোক হৈল অমলিন ।
দিনে দিনে বৃদ্ধিমতী সর্বমঙ্গলা
সিতপক্ষে জেমন বাড়েন শশিকলা ।
পর্বতরাজের ছিল জত কুলাচার
অন্নপ্রাশন আদি করিল তাহার ।
করিল শ্রবণ-বেধ পঞ্চম বরষে
মনোহর-বেশ চণ্ডী দিবসে দিবসে ।

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥[2]

২৩

হিমালয়ে বাড়েন চণ্ডিকা
আন বেশ দিনে দিনে — শোভা অলঙ্কার বিনে
দেখি সুখী হইলা মেনকা।
উরুযুগ করিকর — নাভি গভীর সর
দুই ভুজ মৃণাল সঙ্কাশ
নিন্দ অঙ্গের আভা — নানা অলঙ্কার শোভা
অন্ধকার করয়ে বিনাশ
গৌরীর দশনরুচি — দেখিয়া দাড়িম্ব বিচি
মলিন হইল লজ্জাভরে
দাড়িম্ব লখি অনুমানে — অই শোক কারণে
পাকাকালে দাড়িম্ব বিদরে।
গৌরীর বদনশোভা — লখিতে নারিএ কিবা
দিনে চাঁদ নাহিএ দেয় দেখা
মলিন হএ চাঁদ শোকে — না বিচারি সর্ব লোকে
মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা।
নাসা বিম্বক বন্ধ — বদন শারদ ইন্দু
খঞ্জনগঞ্জিত বিলোচন
অতসীকুসুম তনু — ভুরু-যুগ কামধনু
সুগন্ধি চন্দন বিলেপন।
নাসার উপরে মুতি — হিরায়ে জড়িত তথি
বদনকমলে ভাল সাজে
তুলনা জে দিতে নারি — অতি শোভা মনোহারি
শোভে তারা সুধাকর মাঝে।
শ্রবণ উপর-দেশে — হেম মুকুলিকা ভাসে
কুটিল[1] কুঞ্চিত কেশ পাশে
আষাড়িয়া মেঘমাঝে — জেমন বিজুলি সাজে
পরিহরি চাপল্য দোষে।
স্থূলতা উদরে ছিল — বলেতে হরিয়া নিল
উরুযুগ জঘন দুজনে
চরণচাঞ্চল্য-ভার — নয়ান-কমল তার
নবনৃপ আসিতে যৌবনে।[2]
গৌরীর দেখিয়া রূপ — চিন্তিত পর্বতভূপ
কারে দিব এই কন্যা দান
দামিন্যা নগরবাসী — সঙ্গীতে অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

২৪

হিমালয় অনুদিন চিন্তেন অন্তর
শীলশীল রূপবান — নিজবংশ সমান
কোথা পাব কন্যাযোগ্য বর।
অকুলীনে দিলে সুতা — সভামাঝে হেটমাথা
বংশে বংশে থাকিব গঞ্জন
মনে নাহি সন্তোষ — লোকমুখে ধর্মদোষ
বড় পুণ্যে পাই কুলজন।
বিদ্যানিবেশিত মন — যদি হয় কুলজন
সদাচার বিনয় ভূষিত
সকল জনের মাঝে — সেই অতিশয় সাজে
করিদন্ত কনকে জড়িত।
মৌলি জত বন্ধুজন — দশ দিকে দেহ মন
কোথা পাব অমলিন কুল
ত্রিভুবনে এক ধন্যা — সমর্পিয়া জথা কন্যা
তবে আমি হব নিরাকুল।
বন্ধুজন মৌলি করি — বিচার করেন গিরি
সভার অন্তর দিনে দিনে
ভ্রমিতে এমন কালে — নারদ কুতূহলে
তথা আসি দিলা দরশনে।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন — দিল হেম-আসন
নিবেদন করিল অঞ্জলি
চণ্ডীর আদেশ পাই — শ্রীকবিকঙ্কণে গাই
সঙ্গীতরস-কুতূহলী ॥

২৫

কৃতাঞ্জলি মুনিবরে জিজ্ঞাসেন গিরি
কোন বরে বিভা দিব মোর কন্যা গৌরী
হেমন্তের বাক্য শুনি বলেন নারদ
গৌরী হৈতে বাড়িবেক তোমার সম্পদ।
অচিরাতে হবে গৌরী শিবের ঘরনি
অর্ধ অঙ্গ দিবে হর গৌরীকে আপনি।
এই উপদেশ কহি গেলা হরিদাস
তেজিল হেমন্ত অন্য বর অভিলাষ।
এমন সময়ে হর তপস্যা কারণে
গঙ্গার নিকট হইলা হিমালয় বনে।
দেখি হরষিত বড় হইলা হিমালয়
অঞ্জলি করিয়া নিবেদন সবিনয়।
আমার আশ্রম আজি হইল পুণ্যশালী
সংযোগ হইল তাহে তব পদধূলি।
আমার আশ্রম নাথ কর হে সফল
মোর কন্যা নিত্য দিব কুশ পুষ্প জল।
হেমন্তের বিনয় শুনিঞা পশুপতি
গৌরীকে করিতে সেবা দিল অনুমতি।
নানা উপচারে গৌরী পূজেন শঙ্করে
হেনকালে দৈত্যভয় হৈল সুরপুরে।
তারকের রণে ইন্দ্র পাইল পরাজয়
দেবগণ মেলি গেলা ব্রহ্মার নিলয়।
তারকের ভয় ইন্দ্র করিল গোচর
ধেয়ানে জানিয়া ব্রহ্মা দিলেন উত্তর।
মহাদেবের পুত্র হবে নামে ষড়ানন
পার্বতীর গর্ভে তার হবেক জনম।
তার বাণে তারকের হবেক নিধন
সবে মেলি শিবের বিবাহে দেহ মন।
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র হেট কৈল মাথা
হেন উপদেশ তারে বুঝাইল বিধাতা।
অযোধ্যা নগরে আছে নৃপতি মান্ধাতা
সূর্যের সমান কল্পতরু সম দাতা।
তাহার তনয় আছে বীর মুচকুন্দ[১]
রণ পাইআ জে হয় হৃদয়-আনন্দ।
জত কাল নাঞি হয় কার্তিক অবতার
তত কাল মুচকুন্দে দেহ নিজ ভার।
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র হৃদয়-আনন্দ
স্বর্গ রক্ষার হেতু আনিল মচকুন্দ।
মচকুন্দে তারকে রজনী দিবা রণ
কামদেবে পান দিয়া ইন্দ্র নিবেদন।
সম্মোহন বাণ লইয়া জাহ হিমগিরি
তপস্যা করেন তথা দেব ত্রিপুরারি।
আছেন পর্বতী তথা হৈয়া অনুচারি
তোমা হইতে শিব তাঁরে হইব কামাচারি
ইন্দ্রের বচনে কামদেবে হরষিত
সঙ্গে নিল সহচর বসন্তমারুত।
লইলেন ফুলময় ধনু পঞ্চবাণ
মধুকর কোকিলে করয়ে মধু গান।
প্রণাম করিআ ইন্দ্রে চলিলা মদন
দণ্ডমাত্রে আইলা বীর জথা পঞ্চানন।
সেখানে আছিলা বাউল স্বস্তিক আসনে
ঋষিগাতে পার্বতী আছেন সন্নিধানে।
আকর্ণ পূরিআ বীর ছাড়ি ধনুশরে
ঈসত চঞ্চল দেব হইলা অন্তরে।
তপভঙ্গ দেখি শিব দশদিগ চান
নিকটে দেখিল চাপধারী পঞ্চবাণ।
কোপদৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইল মদন।
তপভঙ্গ হৈল শিব জান অন্যস্থান
পর্বতনন্দিনী গেলা পিতৃসন্নিধান।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
রতির বিষাদে জে নাচাড়ি গাব গীত।

২৬

কামকান্তা কান্দে রতি কোলে করি মৃত পতি
ধুলায় ধূসর কলেবর

লোটায় কুন্তলভার   তেজে নানা অলঙ্কার
সঘনে ডাকেন প্রাণেশ্বর[1] ।
চিয়াইআ উত্তর দেহ   রতিরে সংহতি লেহ
পাসরিলে পূর্ব্বের পিরিতি
তুমি জাহ জথা জথা   আমি আগে জাই তথা
ইবে নাথ কৈলে[2] বিপরিতি ।
পাড়িয়া চরণতলে   রতি সকরুণ বলে
প্রাণনাথ কর অবধান
তিলেকে নিদয় হইয়া   পাসরিলে নিজ জায়া
দূর কৈলে সোহাগ সম্মান ।
ভুবনসুন্দর তনু   তোমার কুসুমধনু
সম্মোহন আদি পঞ্চবাণ
দেখ দেখি পরিণতি   মোর পাপকর্ম ফলে
নিদারুণ দৈব পরাণ ।
মোর বিরহ লইয়া   চিরকাল থাক জীয়া
আমি মরি তোমার বদলে
জ গতি পাইলে তুমি   সেহি গতি ইছিলা আমি
রহিব তোমার পদতলে ।
শঙ্খ বও[3] মারিতে বাণ   পাইলে ইন্দ্রের পান
রতিরে করিলে অনাথিনী
দিলা নিদারুণ শোক   গেলা প্রভু পরলোক
মোর তরে পোহাল্য রজনি ।
হর কোপাননে   তোমারে করিল বলে
না লইল রতির জীবন
তোমা বিনে প্রাণপতি   তিলেক না জীয়ে রতি
এই বড় রতির গঞ্জন ।
দেহযোগ নহে সত্য   কেবল মরণ নিত্য[4]
সর্ব্বলোকে এই কথা জানে
যৌবনে মরণকাল   হৃদয়ে রহিল শাল
নাহিঞে মানে প্রবোধ পরাণে ।
কুল শীল রূপ গুণ   জীবন যৌবন ধন
বিধবার সকলি বিফল
বসন্ত স্বামীর সখা   মোরে আসি দেহ দেখা
কুণ্ড কুড়ি[5] জালির আনল ।

সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে   চিরনি কুন্তলজালে
সঘনে নাড়েন আম্র-ডাল
সঘনে ঢুলুই পড়ে   রতি চতুর্দোলে চড়ে
ইন্দ্রের হৃদয়ে বাজে শাল ।
অনুমৃতা হব রতি   হেনকালে সরস্বতী
আকাশে বলেন হিতবাণী
চণ্ডীর আদেশ পাই   শ্রীকবিকঙ্কণ গাই
পরিতুষ্টা[6] জাহারে ভবানী ॥

২৭

হিতবাণী তোরে কহি শুন সই রতি[1]
আমার বচনে তুমি কর অবগতি ।
আনলে পুড়িয়া নষ্ট না করিহ তনু
অবিলম্বে পাবে তুমি স্বামী ফুলধনু ।
কথোকাল থাক গিয়া সম্বরের ঘরে
তথায় তোমার স্বামী মিলিব তোমারে
আপনার নাম তুমি না বলিহ রতি
আজ হৈতে নাম তুমি ধর মায়াবতী ।
রন্ধনের শালে তুমি হবে অধিকারী
তনয়া বলিবে তোরে সম্বরের নারী ।
পরাবৃত্তি তোমারে করিব সেই জন
সেইকালে হব তার অবশ্য মরণ ।
যদুকুলে শ্রীহরি করিব অবতার
হরিবে অসুর বধি অবনীর ভার
দৈবকী উদরে বসুদেবের নন্দন
কংসকারাগারে তার হইব জনম ।
রুক্মিণী বিবাহ প্রভু করিব প্রথম
তাঁর গর্ভে হইবেক কামদেবের জনম ।
সম্বর পাইয়া নারদের উপদেশ
কৃষ্ণের সূতিকাশালে করিব প্রবেশ ।
চুরি করিয়া লইআ জাব কৃষ্ণের নন্দনে
সমুদ্রে পেলিয়া জাবে আপন ভুবনে ।

বিশাল বোদালি তারে করিবেক গ্রাস
কৃষ্ণের নন্দন তাঁহি নাঞি পাব নাশ ।
পড়িব বোদালি বন্দি ধীবরের জালে
পাবেন সম্বর ভেট রন্ধনের শালে ।
বোদালি কুটিতে তুমি পাবে নিজ স্বামী
সকল বিশেষ কথা কহিআ দিব আমি ।
তৈল হরিদ্রা দিআ তার করিবে পালন
অতি অল্পকালে মদন পাইবেন যৌবন ।
যবে মা বলিয়া তোমারে করিব সম্বোধন
সেইকালে আৎসাদন করিহ শ্রবণ ।
তাঁর বিদ্যা তাঁরে দিয়া দিহ পরিচয়
সম্বরে বধিয়া জেন চলেন নিলয় ।
বলবৃত্তি যদি তোমাএ্র করে কোন জন
সেইক্ষণ হব সেই অবশ্য নিধন ।
সরস্বতীর চরণে করিয়া প্রণাম
ত্বরায় চলিল দেবী সম্বরের ধাম ।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
তপস্যাপ্রসঙ্গে লাচাড়ি গাব গীত ॥

২৮

তনু তোর জেন কাঁচা ন্যনি
রৌদ্রে মিলায় হেন জানি ।
স্বভাবে তুমি সে কমলিনী
হিমপ্রাতে হারাবে পরানি ।
তপেরে না যাই আগো উমা
গলায়ে বাঁধিআ থাকিব তোমা ।
আঠ পঞ্চ বৎসর বয়সে
বনে জাবে কেমন সাহসে ।
কী বুদ্ধি জন্মিল তোর বাপে
কি লাগি পাঠায় তোমা তপে ।
শিবের কঠিন বড় সেবা
সেবায় মানাতে পারে কেবা ।

বর কি নাহিক ত্রিভুবনে
কেমনে ইছিল গিরি ত্রিলোচনে ।
এ বএষ দেখিআ দিব বরে
বসাইব অদরিদ্র ঘরে ।
শ্রীকবিকঙ্কণ বিরচনে
অম্বিকা নিষেধ নাহি মনে ॥

২৯

তপস্যা করেন গৌরী শিবপদ-আশে
আহার টুটান মাতা দিবসে দিবসে ।
দিনেক উপবাস মাতা দিনেক ভোজন
তেজিল তাম্বুল তৈল ভূষণ চন্দন ।
একপায় কৃতাঞ্জলি দিবসে থাকেন
রজনিতে করে দেবী বশেতে শয়ন[১] ।
দুই উপবাস করি করেন পারণা
মহেশ পূজন গৌরী ধেয়ানে ভাবনা ।
চিন্তেন শিবের পদ মুদিত লোচন
মাঘ মাসে নিশাকালে উদকে শয়ন ।
ব্রত কৈল গিরিসুতা তিন উপবাস
পারণা করিলা দেবী সভে তিন গ্রাস ।
অন্ন তেজি খান মাতা কপিত্থ বদর
কথোকাল পান কৈলা কেবল পুষ্কর ।
পঞ্চতপা করেন জালিয়া হুতাশন
ঊর্দ্ধমুখে দৃষ্টি কৈল অরুণ লোচন[২] ।
বল্কবাস পিঙ্গল কেশ অরুণ মুরতি
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে কৈল ব্রতের নিয়তি ।
শিবপদ ধ্যান দেবী করেন অনুক্ষণ
বৃক্ষের গলিত পত্র করেন ভক্ষণ ।
তেজিলা বৃক্ষের পত্র ছাড়ি অন্নপান
এই হেতু অপর্ণা ধরিলা অভিধান[৩] ।
ছলিতে আইলা শিব দ্বিজবেশ ধরি
জিজ্ঞাসিতে উত্তর দিলেন তারে গৌরী[৪]

তপস্বী হইয়া কবি শিবপদ আশ
মুকুন্দ রচিল গীত অম্বিকার দাস ॥

৩০

শুন[১] গো নিরুপমা কাহার বোলে রামা
ইছিলে তুমি তুমি জটাধরে
হইয়া সুনারী ভজহ ভিখারী
দারিদ্র বর দিগম্বরে।
শুন গো চন্দ্রমুখী তোমারে আমি দেখি
রূপেতে ভুবনমোহিনী
কতেক আছে বর ভুবনে মনোহর
ইছিলে বুড়াবরে কেনি।
তুমি গো রূপবতী দেহের হেমজ্যোতি
মানিকরুচির দশনা
ধন নাহি ঘরে ইছিলে হেন বরে
হইবে বিভূতিভূষণা।
কাহার পুত্র হর না জানি কোথা ঘর
না দেখি ভাই বন্ধুজনে
বরিয়া শূলপাণি হইবে দুঃখিনী
দারুণ দৈবের কারণে[২]।
ভিক্ষার অনুসারে ভ্রময়ে ঘরে ঘরে
করিয়া ডম্বর বাজনা
দারুণ কর্মগতি ইছিলে হেন পতি
তোমারে বিধি বিড়ম্বনা।
বসন বাঘছাল গলায় হাড়মাল
উত্তরী জার বিষধরে
প্রেত ভূত সঙ্গে চিতাধূলি অঙ্গে
ইছিলে কেনি হেন বরে।
থাকিয়া হরশিরে ভিক্ষুক দেখি তারে
মিলিলা গঙ্গা রত্নাকরে
শুন গো গুণময়ী[৩] তোমারে হিত কহি
দারিদ্রে কেহ না আদরে।
দারিদ্র পতি জার বিফল জন্ম তার
দারিদ্রে গুণরাশি নাশে
গৃহিণী হইবে ভিক্ষে জর্ম যাইবে দুঃখে
দারিদ্রে কেহ না সম্ভাষে।
দ্বিজের শুনি কথা বলেন গিরিসুতা
তপস্বি কর অবধান
জে জার মনে ভায় সে নারী ভজে তায়
মুকুন্দ ইহ রস[৪] গান ॥

৩১

আমার কপালে হর লিখিয়াছে বিধি
তাহার সেবিব পদ জনম অবধি।
অণিমা করিয়া জার আছে অষ্ট সিদ্ধি
জাহার ষোড়শ অংশে তনু ধরে বিধি।
জগৎ রক্ষিল শিব করি বিষপান
মৃত্যুঞ্জয় বিনু বর কেবা আছে আন।
ব্রহ্মা আদি দেবে জারে করেন অঞ্জলি
ইন্দ্র জার বাঞ্ছিত করেন পদধূলি।
ত্রিভুবনে দেখ জার পরম সম্পদ
কেবা নাহি করে সেবা মহেশের পদ।
এমন গৌরীর কথা শুনি তপোধন
পুনুরপি কীছু নিবেদিতে কৈল মন।
তপস্বীর দেখি গৌরী চঞ্চল অধর
সেই স্থান ছাড়ি চণ্ডী জান অন্যান্তর।
এমন সময়ে হর নিজমূর্তি ধরি
পার্বতীর সমুখে রহিলা ত্রিপুরারি।
সমুখে দেখিলা গৌরী ত্রিজগত-নাথ
অষ্টাঙ্গ লোটাইয়া গৌরী করিলা প্রণিপাত।
মদনমোহন হর দেখি বিদ্যমান
সম্ভ্রমে পাসরে দেবী[৫] পূজার বিধান।
অভিপ্রায় বুঝি শিব বর দেন তাঁরে
প্রসন্ন তোমারে গৌরী মাল্য দেহ মোরে।

তপস্যায় বশ আমি হইলাঙ তোমারে
অঞ্জলি করিয়া গৌরী বলেন শঙ্করে।
কৃপা করি যদি মোরে দিবে বরদান
আমার পিতারে নাথ করহ প্রমাণ।
এতেক শুনিঞা হর গৌরীর বিনয়
নারদ মুনিরে হর পাঠান হিমালয়।
আসিয়া নারদ মুনি কহিল সকল
শুনি হিমালয় হৈল আনন্দে তরল[২]।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৩২

হেমন্ত হরিষে কবিল নিজ দেশে
আনন্দে দুন্দুভি ঘোষণ
অমর নাগ নর আসিব মোর ঘর
জে মোর হও বন্ধুজন।
আসিঞা মুনিগণ করিল শুভক্ষণ
বান্ধিল বিচিত্র ছান্দলা
মুকুতায় মণি বান্দা টানাইল পাট চাঁদা
চৌদিগে জালেন দীপমালা।
সকল দোষহীন আজি শুভ দিন
গৌরীর বিবাহমঙ্গল
শঙ্খ বেণু বীণা মৃদঙ্গ ভেরি নানা
বাজনে হইল কোলাহল
পার্বতী রূপবতী হরিদ্রাজুত ধুতি
পরিয়া বসিলা আসনে
মেলিয়া জত মুনি করিআ বেদধ্বনি
করিল গন্ধাধিবাসনে।
মহী গন্ধ শিলা দুর্বা পুষ্পমালা
ধান্য ঘৃত ফুল[১] দধি
স্বস্তিক সিন্দুর কজ্জল কর্পূর
শঙ্খ দিল যথাবিধি।
বাঁধিল করে সূত্র প্রশস্ত দীপপাত্র[২]
মস্তকে করিল বন্দনা
কনক-সিঁথি শিরে অঙ্গুরি দিয়া করে
করিল আশিষ যোজনা।
নৈবিদ্য দিয়া ভূরি মাতৃকা পূজা করি
দিলেন বসুধারা দান,
বসুর পূজা করি হরিষে হেমগিরি
নান্দিমুখের বিধান।
আনিল আইঅগণ করিয়া মঙ্গলন
আইল শত আইঅজন
তুলসী মালাবতী কৌশল্যা অরুন্ধতী
আইলা ঋষিভুবন।
সাধু মাধু হারি গঙ্গা দুর্গা পারি
কমলা কলাবতী রাণি
চিত্রলেখা নীলা সুভদ্রা তারা শিলা
শ্রীমতী সাবিত্রী ভবানী।
চিত্রা কালী জয়া গৌরী সতী মায়া
করুণা তারা হীরাবতী
বিজয়া সত্যভামা রুক্মিণী সুরত্তমা
ইন্দু সিন্ধু [রূপবতী][৩]।
ইন্দ্রাণী সতী শিলা ভারতী শশিকলা
চিত্রলেখা অরুন্ধতী
ফুল্লরা পুরহর্ষরি বিমলা বিদ্যাধরী
সুমিত্রা কৈকই পার্বতী।
কক্ষেতে হেমবারি মেনকা সুন্দরী
জল সহে ঘরে ঘরে
আইঅ সব মেলি করিআ হুলাহুলি
মঙ্গলসূত্র বান্ধে করে।
অধিবাস আদি মহেশ যথাবিধি
করিআ বেদের বিধান
কণ্ঠে হাড়মাল পরিআ বাঘছাল
বৃষভে কইল আরোহণ।
প্রমথ পাছে ধায় চলিলা দেবরায়
দেউটী ধরে দানাগণ

শিঙ্গার বাজনা করএ ভূতদানা
ঢেলাএ ঝড়র্বরিসন।
আইলা ত্রিপুরারি হেমন্ত হাথে ধরি
বসাইল কনক-আসনে
বসন অঙ্গুরি মাল্য দিআ গৌরী
করিল বরের বরণে।
বদন-স্থল করি মেনকা সুন্দরী
করিল বর-নির্মোঞ্ছন
রচিয়া নানা ছন্দ গাইল মুকুন্দ
পাঁচালি বিনোদরচন॥

৩৩

মেনকা সুন্দরী দধি ফেলিল চরণে
অঙ্গের ভূষণ দেখি বিষধরগণে।
অস্থিভস্ম বিভূষণ দেখি কলেবর
হইআ বিরসমুখি[১] চিন্তিত অন্তর।
কান্দে মেনকা গৌরীর মায়া মোহ
ঝলকে ঝলকে নয়নে পড়ে লোহ।
চরণে নূপুর সাপ সাপ কটিবন্ধ
পরিধান বাঘছাল দেখি লাগে ধন্ধ।
অঙ্গদ কঙ্কণ সাপ সাপের পইতা
চক্ষু খাইয়া এমন বরে দিলাঙ দুহিতা
গৌরীর কপালে ছিল বাদিআর পো
কপালে চন্দন দিতে সাপে মারে ছো।
ঔষধ সারিআ ঘৃত দিলেন কপালে
ঘৃতজুত ললাটে লোচনে বহ্নি জ্বলে।
দেখিআ বরের রূপ মনে লাগে ধান্দা
কোন ভাগ্যে সাপের মাঝে উদয় কইল চাঁদা।
হেন বরে গৌরী দিল কি দেখি সম্পদ
বাপ হইআ মূঢ়মতি কইল কন্যাবধ।
অঙ্গুলিজড়িত মোর আছে গরুড়মণি
এই হেতু হাথে মোর না খাইল ফণী।
বর দেখি আইঅগণ করে কানাকানি
আস্তু যাউক কন্যার পিতার[২] চক্ষে পড়ুক ছানি।
পবন দশনে নড়ে হেন বুড়া বর
বর দেখিয়া মেনকা জ্বলিল অন্তর।
মেনকার দাসী আনে ঔষধের ডালি
আছিল ইসর মূল তথি এক ফালি।
ইসর মূলের গন্ধে পালাএ ভুজঙ্গ
অঙ্গনাসমাজে হর হইলা উলঙ্গ।
লাজে মেনকা পালান দড়বড়
নন্দি বুঝিয়া কাজ নিবাইল দেউড়ী।
নন্দি বলেন শুন দেব শূলপাণি
মদনমোহন রূপ ধরহ আপনি।
এমন নন্দির বোল শুনি ত্রিলোচন
হেমকায় বর-রূপ মদনমোহন।
যোগবলে কইল হর মনোহর বেশ
জটাভার হইল কুঞ্চিত চারু কেশ।
আছিল বাঘের চর্ম হইল বসন
অঙ্গের বিভূতি হইল সুগন্ধি চন্দন।
হাড়মাল হইল কণ্ঠ-রত্নমাল
হরিতাল-তিলকে শুভিত হইল ভাল।
বাসুকি হইল মাথে কিরীট ভূষণ
অঙ্গদ বলয়া হইল ভুজঙ্গমগণ।
মুকুট উপরে শোভে সুধাকর-কলা
ধরিল মদনরূপ মনোহর লীলা।
কনক পদক হইলা গলে শৃঙ্গ-নাদ[৩]
দেখিয়া মেনকা বরে তেজিল বিষাদ।
দেখিয়া বরের রূপ জতেক যুবতি
মনে মনে নিন্দা করে আপনার পতি।
রচিয়া মধুরপদে একপদী ছন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ॥

৩৪

সভে বলে গৌরী বর পাইয়াছে ভাল
মদনমোহন রূপে ঘর করিআছে আল।

এক আইয় বলে হেদে গোদা মোর পতি
কোয়া জ্বরের ঔষধ সদাই পাব কতি ।
ভাদ্র মাসের পাঁকই বড় দুরবাব
গোদে তৈল দিতে কত তুলিব নেকাব ।
এক আইয় বলে স্বামী বর্জিতদশন
শাক সুক্তা ঘণ্ট বিনে না করে ভোজন ।
জে দিবস আমি দড় ব্যঞ্জন রাঁধি
মাবএ পিড়ার বাড়ি কোণে বস্যা কাঁন্দি ।
এক আইয় বলে আমার কর্ম মন্দ
অভাগিয়া স্বামী মোর দুই চক্ষু অন্ধ ।
কোন দেশে নাঞিক দুখিনী মোর পারা
কাছে২ কাছে থাকিতে সদাই হয় হারা ।
আর যুবতি বলে মোর স্বামী বড় কালা
আনের সংসার ভাল মোর হইল জ্বালা ।
ঠারে ঠোরে কহি কথা দিনে পতির সনে
রাত্রে নিদ্রা জাই জেন পশুর শয়নে ।
আর যুবতী বলে মোর মুণ্ডে পড়ু বাজ
আর রমণী বলে সই কহিতে বাসি লাজ ।
নগরে বারাতে নারি সত্যে মরি লাজে
খাট ভাতার ঢেঙ্গা মাগু দেখ্যা লোক গজে ।
এমন সময় আইল বুড়ি একজন
দেখিয়া বরের রূপ জাগিল মদন ।
পোএর হইআছে পো তার হইয়াছে ঝি
পোড়গ তেলে চুল পাকীআছে বয়েস বড় কি ।
নাতিনের বেটীর বিভা মোর মনহারি
হের আইস সাঁগাতিয়া বর তোরে কোলে করি ।
এমন সময় আইল বিধবা জন সাত
দেখিয়া বরের রূপ নাকে দিল হাত ।
রূপে গুণে নাতিনী আমার ঘরে আছে
হেন বরে বিভা দিআ রাখি নিজ কাছে ।
দেখিয়া বরের রূপ জতেক যুবতী
মনে মনে নিন্দা করে আপনার পতি ।
নিবিষ্ট করিয়া চিত্ত শিবের চরণে
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণ ভনে ॥

৩৫

বৃষ আরোহণ কৈল দেব পঞ্চানন
মধ্যে কাণ্ডারপট্ট ধরে কোন জন ।
শিবে প্রদক্ষিণ গৌরী কইল সাতবার
নিছিয়া পেলিল পান কইল নমস্কার ।
মহেশের কণ্ঠে গৌরী দিল রত্নমাল
দেখি দেবতার সুখ বাড়িল বিশাল ।
হরিষে পুলকতনু দুজনে ছামনি
হুলাহুলি দিল জত দেবতারমণী ।
ব্রহ্মা পুরোহিত কৈল বাক্যের বিধান
হিমালয় আনন্দে করেন কন্যাদান ।
হরগৌরী একাসনে বসি দুই জনে
গ্রন্থচূড়া পিতামহ করিল বন্ধনে ।
গন্ধপুষ্প দিয়া বহ্নি পুজিল দম্পতী
হরগৌরী সানন্দে দেখিল অরুন্ধুতী ।
ঝারী থালা ধেনু শয্যা দিল নানা দান
উত্তম আওয়াস শিবে দিল হেমদান ।
জয়া বিজয়া সখি দিল পদ্মাবতী
সমর্পিল গিরিরাজ বিনয়ে পার্বতী ।
খির ভোজন করিল দুহেঁ মহেশ ভবানী
কুসুমশয্যায় দুহেঁ বঞ্চিল রজনী ।
বিভাবরী মহাদেব রহিলা নিলয়
নানা খেলা-রঙ্গে গেলা অনেক সময় ।
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ ॥

৩৬

জয়া বিজয়া মেলি গৌরীর তুলিল মলি
কুঙ্কুমু চন্দন দিয়া অঙ্গে
এক এক মলি জুড়ি মনহর পুত্তলি
গৌরী নির্মাণ কৈল রঙ্গে ।
বরনে প্রভাত-ভানু খর্ব পীবরতনু
চারি ভুজ অজানুলম্বিত

নখপাঁতি জিনি কুন্দ চাবু লম্বমান তুন্দ
যোগপাটা হৃদযে ভূষিত।
পবিধান বাঘছাল গলাএ বঙ্গিন মাল
চাবি ভুজে নানা অভবণ
[illegible]কশিত কোকনদ নিন্দিনা উভযপা[illegible]
তাহে চাবু মঞ্জীব সাজন।
[illegible] পাভিমাত বব শুল[illegible] [illegible]
নির্মাণ কবিয়া দিল হাথে
[illegible] আসব অলঙ্কাব নির্মাণ কবি[illegible] সাব
নাঞি সলা শিব নিবমিতে।
[illegible] [illegible]চব [illegible] [illegible] ঘব
[illegible] ঘব প্রবেশ পার্বতী
[illegible] শূলপাণি কহ জয়া সত্যবাণী
শালভঞ্জি কাহাব নির্মিত।
[illegible] দিল উত্তব শুন দেব মহেশ্বব
গৌবী কৈলা পুথলি নির্মাণ
[illegible]না [illegible]গববাসী সঙ্গীতে [illegible]
শ্রীকবিকঙ্কণ বসগা[illegible] ॥

৩৭

তোমাব শুনিয়া কথা বলেন শঙ্কব
অভিপ্রায়ে জানিঞা গৌবীকে দিলা বব।
পুত্র আশা বুঝিলাঙ পুতলি নির্মাণে
সঙ্গে শিশু নাঞি তাব খেলাবাব সদনে।
ইহা বলি নন্দিরে দিলেন আখি ঠাব
নন্দি চলিলা অসি লইয়া খুরধাব
কথ দূরে গিয়া নন্দি দেখিল কুঞ্জরে
লীলাসুখে নিন্দাযে গজ উত্তবশিযরে।
এক চোটে গজশিব কবিয়া ছেদন
মাথা আনি দিল নন্দি যথা পঞ্চানন।
পুতলিব কান্ধে মাথা জোড়াইল শিব
শিব অঙ্গে পবসে পুতলি পাইল জীব।
শিববাক্যে জয়া পুত্র লইয়া কুতূহলে
নবপুত্র দিল নিঞা পার্বতীব কোলে।
দেখি নবপুত্র গৌবী কুঞ্জববদন
কপালে হাত মাবি কবেন ক্রন্দন।
গৌবীবে কহিল শিব না ভাবিয দুঃখ
বড ভাগ্যে পাইলে তুমি পুত্র গজমুখ।
এই পুত্র তোমাব ভুবনে বিঘ্নবাজ
ইহাবে পূজিব জত দেবতাসমাজ।
সকল দেবতা মাঝে আগে পাবে পূজা
ইহাবে পূজিবে পুবন্দব আদি বাজা।
সকল দেবতা মাঝে হইব প্রধান
এই হেতু ইহাবে গণেশ অভিধান।
এতেক বচন যদি বৈল শূলপাণি
সুতবুদ্ধি গণাধিপে কবিল ভবানী।
অভযাচবণে মজুক নিজ চিত
কার্ত্তিকেব জনমে নাচাডি গাব গীত ॥

দ্বিতীয় দিবস

দিবা

৩৮

কুসুমরচিত ঘরে পার্বতী শঙ্করে
কুসুমশয়নে নিয়োজিত
দুঃসহ মদনশর দুই অঙ্গ জরজর
দুই তনু পুলকে পুরিত।
কার্তিকের শুনহ জনম
শুন পাপহর কথা জেই হেতু ছয় মাথা
শুনিলে কলুষ বিঘাতন।
রতিরঙ্গ কুতূহলে মহেশের বিন্দু টলে
গৌরী নারিলা ধরিবারে
অনলে পেলিল গৌরী অনল সহিতে নারি
পেলাইল গঙ্গার নীরে।
প্রবল চপলভঙ্গা সহিতে নারিলা গঙ্গা
শরবনে[১] কৈল নিয়োজিত
অমোঘ শিবের বিন্দু তথি হইল গুণসিন্ধু
ছয়মুখ কুমার কার্তিক।
কাঞ্চনবরণ তনু অভিনব হেমভানু
শরমূল কৈল বিভূষিত
কির্তিকা আদি করি চন্দ্রের ছয় নারী
কুমারে দেখিল আচম্বিত।
কির্তিকা ধরিয়া তোলে রোহিণী করিল কোলে
মৃগশিরা করিল চুম্বন
আর্দ্রা পুনর্বসু মানিঞা পরম অংশু[২]
পুষ্যা কৈল অনেক পালন।
স্মঙরিয়া পূর্বকথা হইআ দেব ছয়মাথা
ছয়মুখে কইল স্তন পান
সকল ভূষণজুত পুষিয়া পালিআ সুত
গৌরী-কোলে করিল আধান।
দুই পুত্র তিন দাসী দেখি হব অভিলাষী
রহিলেন শ্বশুরের বাসে[৩]
গৌরী দৈব-নিয়োজনে কলি হইল মাতা সনে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে॥

৩৯

কালি রাঙ্গি পাশা সারি আনিল পার্বতী
আপনি লইল কালি রাঙ্গি পদ্মাবতী।
হাথে পাটী করি গৌরী ডাকেন দশ দশ
হেন কালে মেনকার বাড়িল বিরস।
তোমা ঝি হইতে মোর মজিল গারাল
ঘরে জাওঙাঞি রাখিআ পুষিব কতকাল।
প্রভাতে ভাতেরে কান্দে[১] কার্তিক গণাই
চারি কড়ার সম্ভাবনা[২] তোমার ঘরে নাঞি।
মিথ্যা কাজে ফিরে পতি নাঞি চাষবাস
ভাত কাপড় কত না জোগাব বার মাস।
দুগ্ধ উত্তলিআ পড়ে নাঞি দেহ পানি
সখি সঙ্গে খেল পাশা দিবস রজনী।
দারিদ্র তোমার পতি পরে বাঘছাল
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল।

প্রেত ভূত পিশাচ মেলিআ তাব সঙ্গ
অনুদিন কত না কিনিঞা দিব ভাঙ্গ।
লোক-লাজে স্বামী মোব কিছু নাঞি কয
জামাতাব পাকে হইল ঘবে সাপেব ভয।
দুই পুত্র তিন দাসী স্বামী শূলপাণি
প্রেত ভূত পিশাচেব লেখা নাঞি জানি।
অন্যদিন কতেক সহিব উৎপাত
বাঁধিযা বাড়িয়া মোব কাকালে হৈল[২] বাত।
জামাতাবে পিতা মোব দিল ভূমিদান
তায ফলে মাব সবিসা তিল কাবাস ধান।
বাঁধিয়া বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোঁটা
আজি হইতে তোমাব দ্বাবে দিলাম কাটা[৪]।
মৈনাক তনয লই॥ সুখে কব ঘব
কত না সহিব খোঁটা জাই অন্যত্তব।
এত বলি জান গৌবী ছাড়িআ মাযা মোহ
ঝলকে ঝলকে নযনে পড়ে লোহ।
শঙ্কবে কহিল গৌবী এসব বিবরণ
বচিল পাঁচালি দ্বিজ শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৪০

গৌবী সঙ্গে যুক্তি কাব চলিলা কৈলাস গিবি
শ্বশুবেব ছাড়িযা বসতি
ভবনে সম্বল নাহি চিন্তিলেন গোসাঞি
ভিক্ষাব উপদেশ কৈল সতী।
ত্রিদশেব ঈশ্বব ভিক্ষা মাগেন হব
আরোহণ কবি বৃষববে
বাজন ডম্বুব শৃঙ্গ শুনিবা বাড়যে বঙ্গ
নগবিযা জোগান ধবে।
ভিক্ষা মাগেন ঘবে ঘব
বাসুকি গলাএ পাটা কপালে চাঁদেব ফোঁটা
বিভূতিভূষণ কলেবর।
মাথাএ বেড়িল ফণি অমূল্য জাহাব মণি
কুণ্ডলি-কুণ্ডল দোলে কানে
কর্ণে ধুতুবার ফুল অতুল জাহাব মূল
বাসুকি কিবীট বিভূষণে।
ভ্রমেন[১] উজানি তাটি চৌদিকে কোঁচেব বাটী[২]
কোঁচ-বধূ ভিক্ষা দেই থালে
থাল হইতে চালগাল পবিঅা পড়েন ঝুলি
দ্বাদশ বাগিত ঝুলি দোলে।
কেহ দিল চাল কড়ি কেহ দিল ডালি বড়ি
কাঁপি ভবি তৈল দিল তেলি
মালিনী দিল পান ঘৃত দধি গোপগণ
বাণ্যা দেই তাম্বেব পট্টীর।
নগবা মুড়কি দেই সুণাবে দেই খই
তাম্বলিতে দেই গুযা পান
বেলা হইল দুইপর। মহাদেব পাইলেন ঘব
কার্ত্তিক আইলা আগযান।
মহেশ ঝাড়িল ঝুলি চাল হইল কথোগুলি
নানা বস্তু হইল নানা ঠাই
দেখিবা মুড়কি খই দুহে আইলা ধাওযাধাই
কন্দল বাড়িল দুই ভাই।
দুইজনে প্রবোধ কবি বাঁটিআ দিলেন গৌবী
নন্দন কবিলা ভবানী
ভোজন কবিল হব গৌবী গৃহ পশ্চাদেশ
সুখে গেল সেইত বজনি।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদযমিশ্রেব তাত
কবিচন্দ্র হৃদয-নন্দন
তাহাব অনুজ ভাই চণ্ডীব আদেশ পাই
বিবচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৪১

বাম বাম স্মচরনে পোহাইল রজনি
শয্যা থাকিয়া প্রভাতে উঠিলা শূলপাণি।
নিত্যানিযমিত কর্ম কবি সমাপনে
বসিলেন মহাদেব বুঞ্জব-অজিনে।

ডানি বামে বসিলেন কার্ত্তিক লম্বোদব
গৃহিণী বলিযা ডাক দিলেন শঙ্কব ।
সম্মুখে বহিলা গৌবী কবিযা অঞ্জলি
কহিল শঙ্কব কিছু তাহাকে কুতূহলী ।
কালি দুঃখ পাইআ ফিবিলাঙ নানা ধাম
আজি সকালে ভোজন কবিযা থাকিব বিশ্রাম
আজি গণেশেব মা বান্ধিবে মোব মত
নিমে শিমে বাগ্যানে বান্ধিআ দিবে তিত ।
সকুতা শীতেব কালে বডই মধুব
কুমুডা বাগান দিআ বান্ধিবে প্রচুব ।
নটিআ কাঠাল বিচি সাবি গোটা দশ
ফুলবডি দিহ তায পান আদাবস ।
বডাই[1] কবিযা বান্ধ সবিসাব শাক
কটু তৈলে বাথুআ কবিবে দৃঢ পাক ।
বান্ধিবে মুসুবি সূপ দিআ টাবাজল
খণ্ডে মিসাইযা বান্ধ কবঞ্জাব ফল ।
ঘৃতে ভাজ্যা ফেলিবে খণ্ডেতে ফুলবডি
চোঙা চোঙা কবিযা ভাজ্যা পোলবডি ।
বান্ধিবে ছোলাব ডালি দিবে তথি খণ্ড
আলিম্ব তেজিযা জাল দিবে দুই দণ্ড ।
মানেব বেসাবি দিআ তল কমুডাব বডি
ভাজিযা কাঠাল-বিচি দিবে দুই কডি ।
ঘৃত জীবা সাম্ভলনে বান্ধিবে পালঙ্গ
ঝাট স্নান কব গৌবী না কব বিলম্ব ।
গোটা কাসন্দি তায জামিবেব বস
এবেলা আমাব মত বান্ধ বেঞ্জন দশ ।
আপনি উজ্জোগ যদি কব তুমি গৌবী
ভোজন কবিআ খাই হাঁডি দশ খীবি ।
এমন শুনিঞা গৌবী শিবেব বচন
কৃতাঞ্জলি কবিযা কবেন নিবেদন ।
কালিকাব ভিক্ষা দিযা উধাব শুধিল
অবশেষে জেবা ছিল বন্ধন কবিল ।
বন্ধন কবিতে ভাল কহিলে গোসাঞি
প্রথম পত্রে[2] জাহা দিব তাহা ঘবে নাঞি ।
আজিকাব মত[1] যদি বান্ধা সেহ শূল
তবে সে আনিতে নাথ পাবি হে তণ্ডুল
অভযাব চবণে মজুক নিজ চিত
হবগৌবীব কন্দল নাচাডি গাব গীত ॥

১২

আমি ছাডিব ঘব যাইব দেশান্তব
কি মোব ঘবকবণে
হইআ সতন্তব তুমি কবহ ঘব
ইবা পুত্র গজ সনে ।
কতেক ঘাবে পানি সেথা নাঞি জানি
ডেডি অন নাহি থাকে
কতেক ইন্দুব কবযে দবদুব
গনাবি মসাব পাকে ।
গুহাব মউব খাইতে বড শব
সাপ খেদি খেদি খায
হেন লয মোবে এই পাপ ঘবে
বহিতে না জুআয ।
কন্দল দেখিআ ব্যাঘ্র বুলে ধাইআ
দেখি তাহাব চাহনি
বলদ দুর্বল কবে টলটল
নাঞি খাএ ঘাস পানি ।
আন বাঘছাল সিংহা হাড়মাল
ডম্বুব বিভূতি ঝুলি
আইস বে নন্দি জাইবে সঙ্গি
ঘবে না থাকিব শূলী ।
এত বলি ঘব ছাডিল শঙ্কব
চলিলা বৃষবাহনে
বচিআ সুছন্দ গাইল মুকুন্দ[1]
শ্রীকবিকঙ্কণ ভনে ॥

৪৩

কি জানি তপের ফলে হর মেল্যাছে বর
সই সাঙ্গাতিন নাঞি আইসে দেখিআ দিগম্বর ।
বাপের সাপ পোএর মউর সদাই করে কলি
গনার মূষা ঝুলি কাটে আমি খাই গালি ।
বাগ বলদে সদাই দ্বন্দ্ব নিবারিব কত
অভাগি গৌরীর কপালে দারুণ দৈবে হত ।
মোর মূষায় দ্বন্দ্ব সদাই কন্দল
অই নিমিত্তে সদাই কলি মোর কর্মের ফল ।
দারুণ কর্মের দোষে হইলাঙ দুঃখিনী
ভিক্ষার ভাতে দারুণ বিধি করিল গৃহিণী ।
উন্মত্ত লাঙ্গট জটাধর[১] চিতাধূলি গায়
দাণ্ডাইলে মাথার জটা অবনি লোটায় ।
এক শয়নে শুতে নারি সাপের নিশ্বাসে
তারে অধিক প্রাণ পিড়ে বাঘছালের বাসে ।
পায় পরিবা উধার করি শুধিতে কন্দল
পুনর্বার[২] উধার করিতে নাঞি স্থল ।
উচিত বলিতে আমি সভাকার বৈরি
দুঃখ জৌতুক দিআ বাপা বিভা দিল গৌরী ।
দোষ ঘাটী কিছুই নাঞি পাপ পরমাদ
কি কারণে পাই পদ্মা এত অপবাদ ।
দোষ বিনে প্রভু মোরে দেন অনুত্তর
এক শিব থাকহে ছাড়িআ জাই ঘর ।
জয়া বিজয়া পদ্মা গুহ লম্বোদরে
সঙ্গে লইআ জান মাতা বাপের মন্দিরে ।
এমন সময় পদ্মা দুর্গারে বুঝান
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণ গান ॥

৪৪

শুনগো শিখরি সুতা কহিয়ে ভবিষ্যকথা
তোমার পূজার ইতিহাস
দ্বাপরে যুগে যুগে তোমার অর্চনা আগে
আপনি করহ পরকাশ ।
দ্বাপর যুগের শেষে কলিঙ্গ-রাজার দেশে
বিশ্বকর্মে রচিত[১] দেহারা
মঙ্গলচণ্ডিকা রূপে স্বপ্ন কহিআ ভূপে
পূজা নিবে দেবদুঃখহরা ।
পশুর লইবে পূজা সিংহেরে করিবে রাজা
নিজ খাণ্ডা দিবে নিদর্শনে
সম্পদ বিপদ তুমি দারু দুর্বা করহ ভূমি
কাননে স্থাপিবে পশুগণে ।
প্রথমে কলির অংশে জন্মাবে আক্ষটি বংশে
ইন্দ্রের কুমার নীলাম্বরে
ছলিআ অবনী আনি লবে তার ফুল পানি
অবশেষে নিবে সুরপুরে ।
তালভঙ্গ করি ছলা দিবে কন্যা রত্নমালা
ছলিআ আনিবে বসুমতী
খুল্লনা হইব খ্যাতি হব গন্ধবান্যা জাতি
বিবাহ করিব ধনপতি ।
পতি জাব দেশান্তর ঘরে সতা সতন্তর
বহুবিধি দিব তারে দুঃখ
কাননে পূজিব তোমা হব পতি-প্রাণসমা
তুমি তার হইবে সম্মুখ ।
ভবনে আসিব পতি পতি সনে ভুঞ্জি রতি
সুত গর্ভে হব মালাধর
কুটুম্ব ধরিব ছল পরীক্ষাতে অনুবল
সংকটে হইব শুভংকর ।
রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি[২] সঙ্গে লইয়া সাত তরি
ধনপতি চলিব সিংহলে
লাঙ্ঘিবা তোমার ঘট ছয় ডিঙ্গা হইব নঠ
বন্দি হব রাজ-বন্দিশালে ।
শ্রীপতি হইব সুত সঙ্গে লইআ তরি সাত
চলিবেন বাপের উদ্দেশে
আপনি করিআ দয়া রাজকন্যা দিআ বিহা
আনাইবে আপনার দেশে ।
শুনিঞা পদ্মার বাণী আনন্দিত নারায়ণী
বিশ্বকর্মে করিলা স্মঙরন

উমাপদ-হিতচিত   রচিল নৌতন গীত
চকবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪৫

মনে লাগে চণ্ডিকার পদ্মার উপদেশ
যুক্তি কইল সখী সঙ্গে উপায় বিশেষ ।
বিশ্বকর্ম্মে ভগবতী করিলা ধেয়ান
ততক্ষণে বিশ্বকর্ম আইলা সন্নিধান ।
অষ্টাঙ্গ লোটাইআ বিশ্বকর্ম হইলা নুতিমান
প্রশংসিআ ভগবতী হাতে দিল পান ।
ভার দিল তোমারে নিজ পূজামূল
কলিঙ্গনগরে মোর রচিবে দেউল ।
তবে সে করিতে পারি দেউল নির্ম্মাণ
মোর সঙ্গে দেহ যদি বীর হনুমান ।
প্রসঙ্গ করিতে তথা আইলা মারুতি
হাতে পান দিআ চণ্ডী দিলেন আরতি ।
উপস্থিত বিশ্বকর্ম্ম কংসনদ-কূলে
শুভক্ষণে আরম্ভ তমালতরুর মূলে ।
সাতা নয়া বন্দে বিশাই ধরিলেন সুতা
ইন্দ্রনীল পাষাণে রচিত কৈল পোতা ।
মুণ্ডে আরোপিয়া গিরি আনে হনুমান
নিশির ভিতরে করে দেউল নির্ম্মাণ ।
হিরা নিলা মরকতে নির্ম্মাইল চূড়া
রসান দর্পণ লাগে চারিদিকে বেড়া ।
ধবল চামর দিল ত্রিসক পতকা
রাকাপতি বেড়ি জেন ফিরএ বলকা ।
নানা চিত্রমূর্ত্তি কৈল বিচিত্র জগতি
হেমময় তথি আরোপিল ভগবতী ।
কাঞ্চনের দুটী [বারি] বৃষভে মহেশ
মউরে কার্ত্তিক লেখে মূষিকে গণেশ ।
হনুমান অভয়ার লইয়া অনুমতি
পাষাণে নিশান লিখে পূজার পদ্ধতি ।
নখে কোড়ে হনুমান দিঘি সরোবর
চারিখান আড়া কৈল জেন মহীধর ।
পাষাণে রচিত কৈল চারিখান ঘাট
নানা চিত্রে রচিত কৈল পাষাণে নাছবাট ।
শূন্য দেখি সরোবর বীর মহাবল
পাতাল ভেদিআ তোলে ভোগবতীর জল ।
সরোবর বেড়ি বিশাই রচিল উদ্যান
রসাল পনস রম্ভা রূপিল হনুমান ।
তাল নারিকেল গুয়া দাড়িম্ব খাজুর
করুণা কমলা টাবা নারেঙ্গ বীজপুর ।
নেহালি বান্ধুলি চাঁপা টগর তুলসী
রঙ্গন মালতি জাতি সিঅলি অতসী ।
সতবর্গ মালতি জুথি কুন্দ কুরুবক
পদ্ম বাকস ঝিটী পারুলি অশোক ।
রাত্রি দিন জাগরূক পবননন্দন
মলয়া লুটিআ আনি রূপিল চন্দন ।
নির্ম্মাণ করিতে হইল নিশি অবসান
বিদায় করিল চণ্ডী করিআ সম্মান ।
স্বপ্ন দিতে জান চণ্ডী নৃপতির পাশ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অভয়ার দাস ॥

৪৬

যামিনী অবশেষে   রাজার সিয়র দেশে
স্বপ্ন কহেন ভগবতী
সফল উভয় নেত্র   লোমাঞ্চিত গাত্র
শ্রবণ করেন নরপতি ।
[শুন শুন নররায়   কহি দৃঢ় সুনিশ্চয়
শুনহ কলিঙ্গ মহীপাল।[১]
ছাড়ি দক্ষযজ্ঞে অঙ্গ   কৈল তার মখ ভঙ্গ
অবনি না আসি বহু কাল ।
করি বহু পরামর্শ[২]   আইলাঙ তোমার দেশ
লইব তোমার পূজা আগে
করিব রিপুর ধ্বংস   বাড়াব তোমার বংশ
নৃপতি করিব নরভাগে ।

হইয়া তোমারে কৃপাময়ী সমরে করাইব জয়ী
একছত্রে পালিবে অবনি
বাড়িব তোমার যশ ভুবন করাব বশ
করিব নৃপতি-চূড়ামণি ।
কংসনদের তীরে বচিয়া কুসুমনীরে
নিরমিল দেহারা আপনি
প্রজা পাত্র পুরোহিত সঙ্গে লইয়া সাবহিত
আজি পূজিবে নৃপমুনি ।
দক্ষসুতা আমি দাক্ষী কাশীপুরে বিশালাক্ষী
লিঙ্গহরা নৈমিস-কাননে
প্রয়াগে ললিতা নামে বিমলা পুরুষোত্তমে
কামবতি গন্ধমাদনে ।
গোকুলে গোমতী নামা তমুলুকে বর্গভিমা
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে বিজয়া নন্দের ঘরে
হরি-সন্নিধানে মহামায়া ।
পরিচয় পাইয়া রায় ধরিল চণ্ডীর পায়
কিঙ্কিণী পঞ্চম-সুর পুরে
হইল প্রভাতকাল সিঙ্গারঙ্গে কোলাহল
আনন্দ হইল প্রতি ঘরে ।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪৭

শুভোদয় স্বপ্ন দেখি নৃপতি পরমসুখী
দিলেন দুন্দুভি ঘোষণা
কলিঙ্গের ঘরে ঘরে প্রজার অনুসারে
পূজিব দেবী ত্রিলোচনা ।
প্রভাতে করিয়া স্নান ব্রাহ্মণে দিলেন দান
ভাটেরে দিলেন গজ ঘোড়া
রুদ্রাক্ষ কণ্ঠমাল পাইআ শুভকাল
পুজেন হেমবারি জোড়া ।
পূজেন নরপতি আনন্দে হৈমবতী
ব্রাহ্মণ মেলি বেদ গান
শঙ্খ ঘণ্টা ডম্ফ থমক জগঝম্প[১]
বাজয়ে ডমুরু বিধান ।
দেউল অচম্বিত কাঞ্চন-কলসি ত
হইল সভে সবিস্ময়মতি
জতেক বৃদ্ধ যুবা বিহঙ্গম পশু কিবা
দেখিতে ধায় লঘুগতি ।
কংসনদী তট নিকটে উদভট
প্রবট-বচিত দেহারা
হইআ অদ্যতনী শুনিঞা কুলজনী
দেখিতে ধায় সতন্তরা ।
আদ্য পুরোহিত কুটুম্ব জ্ঞাতি জত
বন্দেন নৃপ বরাবরে
প্রশস্ত নানাবিধি খণ্ড মধু দধি
নৈবেদ্য নিল ভারে ভারে ।
মৃদঙ্গ শঙ্খ পড়া দোঘণ্টী বাজে জোড়া
মাতঙ্গ-পিঠে বাজে দামা
পুর-নিতম্বিনী বদনে জয়ধ্বনি
দেখিতে আইসে গজগমা ।
অষ্ট মঙ্গলবারে ষোড়শ উপচারে
নৃপতি পুজে পুণ্যবান
মহিষ ছাগ মেষ রোহিত রাজহংস
শতেক দিল বলিদান ।
তণ্ডুল অষ্ট দূর্বা জাহ্নবী-জলগর্ভা
কাঞ্চনবিরচিত বারি
অঞ্জলি-সরসিজে চণ্ডিকা রাজা পুজে
নাচে গায়ে বিদ্যাধরী ।
পূজিয়া পরিবারে প্রণতি বারে বারে
নৃপতি করয়ে অঞ্জলি
প্রদক্ষিণ করে নুতি নৃপতি করে স্তুতি
অঙ্গ পুলুক-পুটাঞ্জলি ।

শ্রীরঘুনাথ নাম অশেষ গুণধাম
ব্রাহ্মণভূমি-পুরন্দব
তাহার সভাসদ[২] রচিয়া[৩] চারু পদ
মুকুন্দ গান করিবর ॥

৪৮

দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতিনাশিনী
গোকুল রাখিলে জয়া যশোদানন্দিনী ।
নিদ্রারূপা হইআ তুমি ভাণ্ডিলে প্রহরী
জখন দৈবকী গর্ভে জন্মিলা শ্রীহরি ।
নানা অবতারে তুমি বিষ্ণু-স্বহায়িনি
দুরিতনাশিনী দুর্গা দুর্গতিহারিণী ।
যমুনায় আবর্তশালী বিষম করালী
পুরঃসরা হইয়া তুমি হইলে শৃগালী ।
ভূভারখণ্ডনে কৈলে আপুনি প্রকাশ
কংসভয়ে কৃষ্ণ কৈলে কালিন্দীর পার ।
কৌতুকে শুতিআছিলে দৈবকীর কোলে
করে পদে ধরিয়া বধিতে কংস তোলে ।
বিপদনাশিনী তোমা গায হরিবংশে
কৃষ্ণের করিলে কাজ ভাণ্ডাইয়া কংসে ।
নন্দগোপসুতা শুম্ভনিশুম্ভনাশিনী
ভুবনবন্দিত বিন্ধ্যশিখরিবাসিনী ।
নানা পুষ্পাবিভূষিত অষ্ট-মহাভুজা
বলি দিয়া দশ লোকপাল করে পূজা ।
রাবণের বধহেতু মিলিয়া দেবতা
তোমার বোধন কইল অকালে বিধাতা ।
নানা উপচারে পূজিলেন রঘুনাথ
তবেত রাবণ হৈলা সমরে নিপাত ।
হইল মধুকৈটভ হরি-কর্ণমূলে
ব্রহ্মারে হানিতে জায় নিজ বাহুবলে ।
নাভিপদ্মে বিধাতা পূজিআ ভগবতী
দুই অসুরের বধ নারায়ণে মতি ।
জেই জন না করে তোমার স্বহায়ন
সেইজন কিবা হরি-সেবার ভাজন ।
কাত্যায়নী পূজা করিআ পাইল বরদান
নন্দগোপ ব্রজকন্যা হইতে প্রমাণ ।
এত স্তুতি কৈলা যদি কলিঙ্গ-ভূপতি
বর দিআ কৈলাসে চলিলা ভগবতী ।
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ ॥

৪৯

পূজার দক্ষিণা দিল দ্বিজে হেম তোলা
শিরে নিল রাজা ব্রাহ্মণের পদধূলা ।
দ্বিজে নিয়োজিল নিত্যপূজাএ নৃপতি
শতেক ব্রাহ্মণ নিত্য পড়ে সপ্তশতী ।
শঙ্কর সদনে চণ্ডী জান নিজ বেশে
অংশরূপে পূজা নিল কলিঙ্গের দেশে ।
বিজুবনে নিকটে শতেক পশুগণ
পথে জাইতে চণ্ডিকার পাইল দরশন ।
কেশরী শার্দূল গণ্ডা তুরঙ্গ বারণ
শরভ করভ হয় গবয়[১] হরিণ ।
একে একে পশুগণের কত নিব নাম
অভয়ার পাএ সভে করিল প্রণাম ।
ঊর্দ্ধমুখ হইআ পশু করএ গোহারি
কৃপা করি পূজা মোর লহ মাহেশ্বরী ।
অপরাধ বিনে পশু সদাই সশঙ্ক
বর দিয়া ভগবতী করহ নিরাতঙ্ক ।
পশুগণে কৃপাময়ী হইলা ভগবতী
আত্মপূজা-বিধানে দিলেন অনুমতি ।
আজ্ঞা পাইয়া পশুগণে হরিষ আকুল
বনে বনে চাহিয়া আনিল বনফুল ।
আম জাম সিয়াকুলি কালচিত[২] ফল
নৈবিদ্য দিলেন পাদ্য কংসনদীর জল ।

প্রদক্ষিণে নমস্কার কৈলা বারে বারে
নিরাতঙ্ক আশীর্বাদ কইল সভাকারে।
বাঘে না খাইবেক মৃগ কেশরী বারণে
তুরঙ্গ মহিষ দুহে থাক এক বনে।
অবিরোধে থাক দুহেঁ সম্বারু কটাস
স্মাঙবন করিলে দুঃখ করিব বিনাশ।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
পশুস্থাপনে বনে ছয়পদী নীত॥

৫০

লইয়া পশুর পূজা সিংহেরে করিয়া রাজা
নিজ খাণ্ডা[1] দিল মহামায়া
যারে যেবা উচিত হয় তারে দিল সে বিষয়
কৈল চণ্ডী পশুগণে দয়া।
সিংহ বীর মহাতেজা পশু মধ্যে তুমি রাজা
টিকা দিল ভবানী ললাটে
ব্যাঘ্র শুনহ কথা ধরিবে ধবল ছাতা
থাক তুমি রাজার নিকটে।
শরভ কুলীন তুমি সকল পশুর মানি[2]
ব্রাহ্মণ জেমন নরমাঝে
হবে তুমি পুরুহিত মঙ্গল চিন্তিবে নিত্য
এই কর্ম অন্যে নাহি সাজে।
দূর কর সব শোক শার্দূল ভল্লুক কোক
বনবরা গণ্ডা মহাবীর
গুরু সঙ্গে-জেন ছাত্র হও তুমি মহাপাত্র
প্রতিদিন দিবে পুষ্পনীর।
সত্য করি মৃগরাজে অভয় করিল গজে
করিলেন সিংহের বাহন
আনি তথা জোড়া জোড়া বাহন করিল ঘোড়া
বারণে[3] করিল কপিগণ।
নিজোজি তোমারে আমি শুনহ চামুরি তুমি
চামর ঢুলাবে রাজ-অঙ্গে
আমি তোরে দিল ভার ভেউর হবে রায়বার
তোর পিঠে চাপি আমি রঙ্গে।
বৈদ্য নকুল তুমি খাইবে বার্তন-ভূমি
চিকিৎসা করিবে রাজপুরে
পাথোর সঞ্জম দীক্ষা করিবে পশুর রক্ষা
ভুজঙ্গ না জিনিব তোমারে।
পশর হাজরা মস্য খাইবে প্রজার শস্য
হবে তুমি রাজার দুয়ারি
নিশায় জাগিয়া থাক প্রহরে প্রহরে ডাক
কোটাল শৃগাল প্রহরী।
নীলকণ্ঠ গড়ান বারসিংহা চোলকান
পাজা মেশা কাবফরমা
আমার পূজার ফলে বনে থাকি কুতূহলে
বাঘে আর না খাইব তোমা।
উট গাধা খেম খাবে রাজার নফর হবে
সম্পদবিপদে বরে ভার
আর জত পশুগণ সভে হব প্রজাজন
মণ্ডল হইবে কালসাপ।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥[4]

৫১

জেকালে অভয়া আইল কলিঙ্গের দেশে
সেকালে মরতে পূজা নিলেন মহেশে।
সপ্তপাতালে পূজে[1] জত নাগলোক
বর দিআ হর তার দূর কৈল শোক।
অবনিমণ্ডলে পূজা ধর্মশীল নর
জীবন্যাস করি[2] পূজে মৃত্তিকা-শঙ্কর।
পুর মধ্যে দেই নর শিবের মন্দির
বর পাইআ নরলোক বলে হয় বীর।

চৈত্রমাসে পূজে হর নানা উপহারে
ঢাকঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে।
জিব কাটে জিব ফোড়ে করএ চড়ক[3]
অভিমত স্বর্গ জায় না জায় নরক।
ত্রেতাযুগে সন্ন্যাস করিন দশানন
তেমন মরতে করয়ে নরগণ।
পিশাচ দানবে শিব পূজে প্রতিদিন
জে জন শঙ্কর পূজে নহে ধনহীন।
অমরবতীতে শিব পূজে পুরন্দর
তার সুত কুসুম জোগায় নীলাম্বর।
পূজা লইয়া শূলপাণি আইসেন কৈলাস
হেনকালে আইসে দেবী শিবের নিবাস।
করজোড়ে করি দূর্গা করিল প্রণতি
আশিষ করিআ জিজ্ঞাসিলা পশুপতি।
কহিলা ভবানী তারে পূজার বারতা
চরণে ধরিআ তারে কহেন কীছু কথা।
অষ্ট দিন পূজা মোর অবনি ভিতর
তিন দিনের কথা তার লইয়া নীলাম্বর।
নীলাম্বরে সাঁপ দিআ যদি লহ ক্ষিতি
তবে প্রচার হয় পূজার পদ্ধতি।
তিলার্ধ নীলাম্বরের নাহি দেখি পাপ
কেমন কারণে তারে দিব অভিশাপ।
যদি আপনি ইছয়ে মহী ইন্দ্রের কুমার
তবে[4] সাঁপ দিলে প্রভু নিদোষ তোমার।
অঙ্গীকার কইল শিব নিল দুর্গা পান
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণ গান ॥

৫২

সুধর্ম সভায় বসিলা ইন্দ্ররায়
বিচিত্র হেমসিংহাসনে
লইআ পাজি পুথি সমুখে বৃহস্পতি
বসিলা রাজা সন্নিধানে।
শ্রীজয়ন্ত নীলাম্বর দুই ভাই স্বয়ম্বর[1]
চৌদিগে শতেক কুমার
সেবক প্রধান জোগায় গুয়া পান
মিলিত করে ঘনসার।
বসায়ে সভাখণ্ড হেমরতন দণ্ড
চামর ঢুলায় মাতুলি
আগে বন্দি ভাট করয়ে স্তুতি পাঠ
মাথায় ধরিআ অঞ্জলি।
পাবক আদি করি দিগের অধিকারী
বরুণ নৈর্ঋত শমন
কবের প্রভঞ্জন আদি দেবগণ
আইলা মহেন্দ্রসদন।
দূর্বাসা জৈমুনি অঙ্গিরা আদি গণী
আইলা মহেন্দ্রসদন
এমন সময় আইলা মহাশয়
নারদ বিরিঞ্চিনন্দন।
উঠিয়া প্রণিপাত করিয়া সুরনাথ
বসাইল কনক-আসনে
করিয়া প্রিয়জন বার্তা জিজ্ঞাসন
শ্রীকবিকঙ্কণ ভনে ॥

৫৩

কহ না নারদ মুনি দেশের বারতা
কহ না সকল কথা ছিলে জথা জথা।
এ তিন ভুবনে নাহি তোমার সমান
ভূত ভবিষ্যত[1] তুমি জান বর্তমান।
ভাগ্যে তব পদরেণু আমার ভুবনে
আজি পবিত্র আমি তোমা দরশনে।
দেখিআ তোমার কৃপা হেন লয়ে মনে
চিরদিন লক্ষ্মী রহিবেন আমার ভবনে
সেই জন রিপুজয়ী সকল ভুবনে
জেই জন তোমার মধুর বীণা শুনে।

ইন্দ্রেব বচন শুনি বলেন নাবদ
মুকুন্দ বচিল গীত মনোহব পদ ॥

৫৪

ন্দ্র কি আব কহিব কথা　　কহিতে লাগযে ব্যথা
নিবেদিতে বড ভয কবি
নপাতক চণ্ড জম্ভ　　আব শুম্ভ নিশুম্ভ
বাড়িল তোমাব বড় ঐবি ।
া উপভোগ হীন　　শতফুলে প্রতিদিন
দশদণ্ডে মহাদেব পূজে
ন কব বায　　অসুব প্রবল তায
শুম্ভ নিশুম্ভ আগে জুঝে ।
হ মহাবল জম্ভ　　কি কব তাহাব দম্ভ
ভুজবলে পর্বত উপাড়ে
সব ভুজবল　　মহাদেব পূজাব ফল
উভ কবি ধবিআ কাছাড়ে ।
ফুল বাস গন্ধে　　কুমকুম কস্তুবি সঙ্গে
নৈবিদ্য কি বাখব ত ব
কি বাখব তাব　　তথি সোলা উপচাব
দক্ষিণা কাঞ্চন শতভাব ।
বেব কবিতে প্রীত　　প্রতিদিন নাটগীত
সন্ধ্যাকালে ব্যালিস বাজনা
দ পায চতুর্দশী　　থাকে বীব উপবাসী
নিশাকালে কবযে পাবনা ।
কবা সঙ্কল্প কবি　　পূজে দৈত্য ত্রিপুবাবি
এ বড় সন্দেহ মোব মনে
বুঝিলাঙ দৈত্যেব কার্য　　নিবেক কাহাব বাজ্য
হেন আমি অনুমানি মনে ।
ভোগ কবহ নানা বঙ্গে　　থাকহ কামিনী সঙ্গে
বাজভোগে পড়িআছ ভোলে
শিবেব পাইআ বব　　দৈত্য হইল ধনুর্ধব
কোন দিন পড়ে গণ্ডগোলে ।

নাবদেব কথা শুনি　　বাসব মনেতে গুণি
শিবেব পূজায দিল মন
মাতুলি বচন ধব　　ডাক্যা আন নীলাম্বব
বিবচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৫৫

নীলাম্বব পুষ্প তুলিতে নেহ পান
প্রবেশ নন্দনবনে　　আনন্দ হইআ মনে
মোব বাক্যে কব অবধান ।
নাহি যোজন বণে　　দুবন্ত অসুব সনে
না পাঠাইব তোমা দূব দেশ
সবে দণ্ডচাবি জাবে　　কুসুম আনিঞা দিবে
ইহাথে ভাবহ মনে ক্লেশ ।
যযাতিব পুত্র পুবু　　তাহাব চবিত্র চাবু
জরা নিলেক বাপেব বদলে
শান্তিবাসে দিআ মন　　দিল নিজ যৌবন
যশ তাব ঘোষে ত্রিভুবনে ।
আজ্ঞা দিলেন তাত　　বনে গেলা বঘুনাথ
ছাড়িআ কনক সিংহাসন
জানকী লক্ষ্মণ সাথে　　প্রবেশি কাননপথে
যশে পূর্ণ হইল ত্রিভুবন ।
বাপেব আজ্ঞায সুত　　কার্য করে অনুচিত
নিদর্শন ভৃগুপতি ইথে
বাপের শুনিঞা কথা　　মাযের কাটিল মাথা
এই যশ ঘোষে ত্রিজগতে ।
বিষম আবতি নয　　সবে জাবে দণ্ড ছয
নন্দনকাননেব ভিতব
নিকটে কুসুম আছে　　উঠিতে না হবে গাছে
আবাধন কবিব শঙ্কব ।
বোধজুত পুবন্দব　　দেখি বালা-নীলাম্বর
অঞ্জলি কবিযা নিল পান
সাজী আঁকুড়ি হাতে　　চলিলা কাননপথে
শ্রীকবিকঙ্কণ বস গান ॥

৫৬

গঙ্গাজলে করি স্নান   শুক্ল ধুতি পরিধান
প্রভাতে চলিলা নীলাম্বর
সাজী আঁকুড়ি হাথে   প্রবেশে কাননপথে
স্মঙরণ করিয়া শঙ্কর।
গুনিঞা তোলে শত ফুল
প্রবেশি নন্দনবনে   কুমার হরিষমনে
ছয় রিতু দেখিল সঙ্কুল।
কহ্লার কৈরব কালা   পানিসিউলি পানিকলা
কমল কন্দর ইন্দীবর
অশোক কিংশুক ঝাটি   জাতী জুতি দুইবটী[১]
রঙ্গন তুলিল নাগেশ্বর।
কুরুবক কুরুণ্টক   কুন্দ তোলে মরুবক
কদম্ব কনক করবীর
লবঙ্গ তুলসী দনা   ঘলঘষি বাকসনা
প্রত্যাঙ্গিরা তুলিল ধুস্তুর।
কুমার হরিষমনে   ধূলিকদম্ব তোলে বনে[২]
আউচ[৩] চাঁপা কাঞ্চন কেশর
শ্বেত রক্ত তোলে ওড়   তুলিল মল্লিকা জোড়
কুন্দকুসুম তুলিল টগর।
নেহালী বান্ধুলী দূর্বা   বনকরবীর মূর্বা
অতসী সিউলি পারিজাত
অপামার্গ বাঘনলা   সাঞী তোলে ভদ্রকলা[৪]
রক্ত-উৎপল অবদাত।
বিষলাঙ্গলিয়া[৫] তোলে জটা   বিরতি[৬] ঘুচাইআ কাঁটা
ভূমিচাম্পা তুলিল[৭] সপ্তদলা[৮]
আওলা কুড়চি কিআ   মদন বাকস জয়া
কুবিদার তুলিল পাটলা।
স্যামলতা ঘাটুফুল[৯]   কাল্যাকড়া তোলে মৌল
বাসন্তিকা আখণ্ড শ্রীফল
নোঞাঞি'ঞা ধরি ডালে   তমাল পিয়াল সালে
দুই আঁকড় তুলিল হিজল।
আকন্দ তপন নাটা   কণ্টকারি[১০] শ্বেতজটা
সূর্য্যমণি তুলিল গুলাল
বিসসোলা[১১] ভারদ্বাজি   তুলিয়া পুরিল সাজি
কোকিলাক্ষ তুলিল[১২] দুলাল।
সেবতি কর্কন্তি জুতি   ইন্দ্র মূল তোলে জাতি
রঙ্গন তুলিল সদাবরি
করঞ্জা যুগল গণা[১৩]   দাড়িম্ব মুদিতমনা
রাঙ্গ-তুলসী তুলিল বিচারি।
হইল পূজার বেলা   গাঁথিল শতেক মালা
নীলাম্বর আইসে ধাওয়াধাই
আচ্ছাদন পদ্মদলে   থুইল পূজার স্থলে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গাই॥

৫৭

চৌদিগে জয় জয়   পূজেন হরিষময়
অনন্যভাবে ভূতনাথে
দোখণ্ডি শঙ্খ জোড়া   মৃদঙ্গ বাজে পড়া
শতেক পুত্র লইআ সাথে।
দিবস পূর্ব যাম   বাগীশ গায় সাম
রুদ্রের অধ্যায় মহিমা
নারদ বীণাপাণি   গাএেন দ্বিজমুনি
শঙ্করগুণের গরিমা।
শঙ্কর প্রেমদিঠে   বসাইল হেমপীঠে
পাখালিল শিবের চরণ
বসনে পদ পুছি   নিছনি করে শচী
বসন অমূল্যরতন।
শিবের মহাস্নান   করিল যত্নবান
শতেক ভার গঙ্গাজলে
মৃগাঙ্ক জিনি ভাস   পরাইল দিব্য বাস
কস্তুরি ফোটা দিল ভালে।
কস্তুরি লেপন   কুমকুমচন্দন
বাসব দিল হর-অঙ্গে
ষোড়শ উপচারে   পূজিল পুরহরে
সকল পুরজন সঙ্গে।

ডম্বুব দীমিদীমি বাজান দেবস্বামী
সুযন্ত্র ঘনঘন সিঙ্গা
প্রমথপতি কাছে ত্রিদশপতি নাচে
ডম্ফ বাজে তাধিংধিঙ্গা ।
স্তবন গদ্যপদ্যে সঘন মুখবাদ্যে
অষ্টাঙ্গ দণ্ডপ্রণতি
ı সব পূজে নিত্য একান্ত ভাবচিত্ত
তুষিলা দেব উমাপতি ।
এমন ধবনে পূজেন দিনে দিনে
নিযমে দ্বাযাদশ বৎসব
শতেক ফুল আনে ফিবিযা বনে বনে
প্রতিদিন নীলাম্বব ।
ওথা আপন ব্রতকথা সাধিতে সাবহিতা
কাননে উবিলা ভবানী
শীকাবকঙ্কণ পাঁচালি বিবচন
বদনে নাচে জার বাণী ॥

৫৮

পদ্মাবতী সনে যুক্তি কবিআ অভযা
নন্দনকাননে আসি পাতিলেন মাযা ।
ফুলহীন কইল চণ্ডী নন্দনকানন
ফলফুলহীন হইল জত উপবন ।
বাম কবে কবণ্ড আকুডি সাজি কবে
প্রবেশিল নীলাম্বব মালঞ্চ ভিতবে ।
ফুলহীন দেখিযা ভাবেন নীলাম্বব
কোথা পাব শত ফুল প্রহর ভিতব ।
অভাব ফুলেব চিন্তা নীলাম্বব পায
বথ চড়ি নীলাম্বব বসুমতী জায ।
যাত্রার সময়ে ডোমাচিল ফিবে মাথে
কাঠুরিয়া কাঠভাব লইয়া আইসে পথে ।
উপনীত নীলাম্বব হইল বিজুবনে
ওথা ধর্মকেতু তাড়া দিযাছে হবিণে ।
রূপসী হরিণী হইয়া আপুনি অভয়া
ব্যাধের সমুখে আসি পাতিলেন মায়া ।
রহিয়া রহিযা জান দেবী দীঘল তরঙ্গ
তার পাছে ব্যাধ জেন উড়িছে পতঙ্গ ।
আকর্ণ পুরিযা ধনু বীর ছাড়ে শর
শর ছাড়িযা দিতে দেবী উঠিলা অম্বব ।
অনিমেখে লোচনে দেখেন নীলাম্বব
ফুল চিন্তা দূর হইল ভাবেন কোঙর ।
অভযাব চবণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত ॥

৫৯

বসিআ তরুর তলে ভাসিআ লোচনজলে
বিষাদ ভাবেন নীলাম্বব
হৃদযে বহিল শাল ব্যাধজনম ভাল
কেন হইলাঙ ইন্দ্রেব কুমাব ।
এই ব্যাধ ভালে জিএ ত্রিষায পানি পিএ
যথাকালে কবএ ভোজন
বিশ্বনাথেব পূজা জাবদ না কবে বাজ
ততক্ষণ উদরদহন ।
এই ব্যাধ বূপবান বনবাসী জেন বাম
মৃগ দেখি মাবীচসমান
সিংহ জিনি মধ্যদেশ লতায বেড়িত কেশ
অভিনব জেন পঞ্চবাণ ।
না কবিল কোন কর্ম বিফল দেবতাজর্ম
বিদ্যাব না কৈল্য অন্বেষণ
না কইল ধনু শিক্ষা হবেক কেমনে রক্ষা
যদি হব দেবাসুবে বণ ।
সাজি দণ্ড হাথে করি প্রভাতে প্রভাতে ফিরি
অনুদিন যেন মালাকাব
চবণে কণ্টক ভুকে শতেক আঁচড় বুকে
কি দারুণ দৈব আমাব ।

হইআ বড় আকুল সম্ভ্রমে তুলিল ফুল
শ্রীফলকণ্টক রহে তথি
ভাবিআ অম্বিকা পায় শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
বেগে রথ চালাএ সারথি ॥

৬০

বহিল পূজার বেলা চিন্তিত কোঙর
দুই করে তোলে ফুল কানন ভিতর।
ঘন বেলা পানে চায় ত্রিষায় আকুল
জত পায় তত তোলে না ছাড়ে মুকুল।
কুসুম ভিতরে চণ্ডী পাতিলেন মায়া
পলাশে রহিল দারুণ পিপীলিকা হইআ।
ব্যাজ জানি লঘুগতি আইসে নীলাম্বর
সুতের বিলম্ব দেখি ভাবে পুরন্দর।
খেলায় উন্মত্ত সুত কইল জত পাপ
আজি অবশ্য হর দিব অভিসাঁপ।
ধূপদীপ নৈবিদ্য রচিআ সবিলম্ব
নীলাম্বর আইল পূজার করিল আরম্ভ।
কুসুম-অঞ্জলি ইন্দ্র দিল হরশিরে
কণ্টক ফুটিল দুঃখ পাইল অন্তরে।
দারুণ পিপীলিকা তার প্রবেশে কুণ্ডলে
মরমে দংশিলা হর হইলা আকুলে।
অনল সমান পোড়ে পিপীলিকার বিষ
অভিমানে করে হর মনে বিমরিষ।
শুন ইন্দ্র তুমি ত্রিদশের অধিকারী
কিসের কারণে পূজ জনমভিখারি।
করহ আমারে ইন্দ্র কপট অর্চনা
কপট ভকতি মোরে কর বিড়ম্বনা।
পাট নেত বস্ত্র পর গলে রত্নমাল
হাড়মাল মোর গলে পরি বাঘছাল।
অচলা কমলা তোর সম্পত্তি বিশাল
পরিহাস কর বেটা দেখিআ কাঙ্গাল।
স্মরহর নিঠুর ভ্রূকুটি ভীম মুখে
নয়নে নিকলে বহ্নি ঝলকে ঝলকে।
অঞ্জলি করিআ কিছু বলে পুরন্দর
মোর দোষ নাঞি পুষ্প তোলে নীলাম্বর।
নীলাম্বরে [তবে] জিজ্ঞাসেন শূলপাণি
ভয় তেজি নীলাম্বর কহ সত্য বাণী।
কহেন কুমার সত্য জে দেখিল বনে
চণ্ডিকার সত্য কথা হর কৈল মনে।
মোর সেবা তেজি ইচ্ছা কর অন্য সাধ
বসুমতী চল ঝাঁট হও গিয়া ব্যাধ।
হেন বাক্য হৈল জবে মহেশের তুণ্ডে
পর্বত ভাঙিআ পড়ে কুমারের মুণ্ডে।
এতেক বচন জবে বৈল পুরহর
চরণে ধরিয়া কীছু বলে নীলাম্বর ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৬১

চরণে ধরিআ হরে কুমার বিনয় করে
অপরাধ ক্ষম কৃপাময়
অতি লঘু মোর পাপ দিলে গুরুতর সাঁপ
ব্যাধকুলে জনম নিশ্চয়।
অবহেলে পাণিপুটে পান কৈলে কালকূটে
ত্রিভুবনেব কৈলে পরিত্রাণ
তুমি সর্বগুণধাম সেবকে হইলে বাম
মোর দৈব ইহাতে নিদান।
সুর নর নাগ জেবা করএ তোমার সেবা
অধগতি কার নাঞি হয়
না দেখি এমত সৃষ্টি চন্দ্র হইতে বিষবৃষ্টি
চন্দন প্রসবে ধনঞ্জয়।
অভিমত ইচ্ছা করি সেবিলাঙ কাম-বৈরি
ফল যোগে হবে প্রতিকূল

নিবন্ধ দৈবের পাশে ভরা দিল লাভ আশে
হরি হরি নাশ গেল মূল।
বেচিল তোমার পায় নীলাম্বর নিজ কায়
জেই ইচ্ছা করহ তেমন
কৃপা কর দেববর্গ না যাই নরক স্বর্গ
তোমার চরণে রহে মন।
দেখিআ তাহার দুঃখ লাজে শিব হেটমুখ
আজ্ঞা দিলা দেব পঞ্চানন
কবহ চণ্ডীর ভক্তি তিনি তোরে দিবে মুক্তি
আসিবে আপন নিকেতন।
এমন বলিতে হর আইল জর মাহেশ্বর
নীলাম্বরে কৈল অধিষ্ঠান
চৌদিগে বান্ধব মেলা গলায় তুলসীমালা
গঙ্গাজলে করিল শয়ন।
রাত্রি দিন তুয়া সেবি রচিল মুকুন্দ কবি
নৌতন মঙ্গল অভিলাষে
ভর গো কবির কামে কৃপা কর শিবরামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে॥

৬২

মন্দাকিনী জলে শয্যা পাতে নীলাম্বর
পূজা সাঙ্গ করি স্তুতি করে পুরন্দর।
প্রদক্ষিণ নুতি স্তুতি হইল বারেবার
তোমার চরণ বিনে গতি নাহি আর।
পাত্র মিত্র পরিবার শোকের নিদান
তুমি সত্য তোমা বিনে সেবি নাহি আন
ক্ষমা কর মহাপ্রভু বালকের দোষ
শিশুমতি নীলাম্বর না করিবে রোষ।
অভক্তি তোমার পদে কেবল নিদান
ব্রহ্মার তনয় দক্ষ ইহাতে প্রমাণ।
কালকূট পান করি মৃত্যু কৈল জয়
জে জন শঙ্কর ভজে তার কিবা ভয়।
তোমার চরণে জার আছয়ে ভকতি
ত্রিভুবনে জিনিলে তার কি করে দুর্গতি।
জরা মৃত্যু ব্যাধি শোক আর দৈন্য দোষ
তাবদ জাবদ নহে তোমার সন্তোষ।
মোর নিবেদন প্রভু কর অবধান
পুষ্প তুলিবারে দেহ প্রবরেরে পান।
ইন্দ্রের বচনে অনুমতি দিলা হর
অঞ্জলি করিআ পান লৈলা প্রবর।
হরপদকমলে মজুক নিজ চিত
ছায়ার প্রসঙ্গে নাচাড়ি গাব গীত॥

৬৩

হৈল জলসাই পতি ইন্দ্রবধূ ছায়াবতী
লোকমুখে পাইল বারতা
চৌদিকে বেষ্টিত সখী সন্তাপে মলিনমুখী
হরি হরি স্মঙরে বিধাতা।
আলুয়াইল কেশভার তেজে বালা অলঙ্কার
সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল
সুরপুরে কোলাহল সভার লোচনে জল
শচীর হৃদয়ে বাজে শাল।
স্বামী মৈল প্রথম জীবনে
নীলাম্বর করি কোলে বসিয়া গঙ্গার জলে
যুগ মুটকি হৃদে হানে।
পড়িয়া চরণতলে ছায়া সকরুণ বলে
প্রাণনাথ কর অবধান
তিলে নিদারুণ হইআ পাসরিলে নিজ জায়া
দূর কৈলে সোহাগ সম্মান।
আরতি তুলিতে ফুল বিধি হৈলা নিরাকুল
জীবন তেজিলে হর-সাঁপে
খণ্ডকপালিনী ছায়া শঙ্কর ছাড়িল দয়া
ডুবিনু পরম পরিতাপে।
দেহযোগ নহে নিত্য কেবল মরণ সত্য
সর্বলোক এই কথা জানে

যৌবনে মরণকাল হৃদয়ে রহিল শাল
নাঞি মানে প্রবোধ পরাণে।
ঢালি বহু ঘৃত ভাণ্ড জ্বালিল অগ্নির কুণ্ড
সুরনদীতীরে সুরপতি
দুই কুলে দিয়া বাতি জীবন তেজিল সতী
পতির আনলে ছায়াবতী।
বিদায় করিয়া শিবে দুজনার লইয়া জীবে
গেল চণ্ডী ব্যাধের নিবাস
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
রাজা কৈল মঙ্গল প্রকাশ।

৬৪

প্রাতে যুক্তি সখি সঙ্গে দ্বাদশী-পাবণরঙ্গে
হইলা দেবী জরাতী ব্রাহ্মণী
আইলা ভিক্ষের আশে ধর্মকেতুর বাসে
নিদয়া দিলেন পিড়া পানি।
কল্যাণ করেন ভগবতী
পারণার হেতু-ভিক্ষা দেহ গো পবাণরক্ষা
অচিরাতে হবে পুত্রবতী।
হইআছে পঞ্চ কন্যা সে সব স্বামীর ধন্যা
ঘটক ফিরএ স্থানে স্থানে[2]
দেখিল পুণ্যের বলে নিদয়া এই স্থলে
কেবল কল্যাণ নিদানে।
সফল করহ মোর আশ
তোমার পাইয়া বর হয় যদি বংশধর
তোমার করিয়া দিব দাস।
কহি গো সত্যবাণী ঔষধ আমি জানি
কুমার জনম কারণ
দিব গো নানাপুটে সোহাগ নাঞি টুটে
হইব পুত্রের জনম।
বচন মিথ্যা নহে মোর
স্নান করহ তুমি ঔষধ খুঁজি আমি
হইব বংশধর তোর।

ত্বরায় পুত্র আশে স্নান করি বৈসে
নিদয়া করি উর্দ্ধ মুখে
মক্ষিকা রূপধর[1] প্রবেশে নীলাম্বর
ঔষধ দিলা দেবী নাকে।
নিদয়া পাএ পড়ি তণ্ডুল ডালি বড়ি
দিলেন কড়ি চারিপণ
দেবীর আদেশে হিরার গর্ভবাসে
ছায়াবতী লভিল জনম।
শ্রীরঘুনাথ নাম অশেষ গুণের ধাম
ব্রাহ্মণভূমে পুরন্দর
তাঁর সভাসদ রচিয়া চারু পদ
মুকুন্দ রচে কবিবর॥

৬৫

সেই দিন ধর্মকেতু রতিরঙ্গ মনে
দৈবযোগে গর্ভ তার রহে সেই দিনে।
প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি
দ্বিতীয় মাসের বেলা করে কানাকানি।
তৃতীয় মাসের বেলা করে ভূতলে শয়ন
চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ।
পাঁচ মাসে নিদয়ারে না রুচে উদন
ছয় মাসে কাঞ্জী করঞ্জায় জায় মন।
সাত মাসে রসবাস দিল ধর্মকেতু
জ্ঞাতি বন্ধু সভে সাধ দেই শুভ হেতু।
আট মাসে নিদয়ার বাড়্যা যায় পেট
চলিতে না পারে না চাহিতে পারে হেট।
নয় মাসে নিদয়ারে সাধ দেই ব্যাধ
নিদয়া স্বামীরে কহে ভাবিআ বিষাদ।
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ॥

৬৬

প্রাণনাথ কাল গর্ভ হইল কোন ফলে
আবুচা কবিল বল　　উদন বেঞ্জন জল
পেটে ভোক মুখে নাহি চলে ।
গর্ভব দেখিযা ভব　　মনে বড লাগে ডব
খুধা ত্রিষা নাহি দিনা দশ
আপনাব মত পাই　　তবে গ্রাস কত খাই
পোডা মীনে জামিবেব বস ।
নধানী কবিযা খই　　তথি মহিষেব দই
কুলি কবঞ্জা প্রাণ হেন বাসি
দি পাই মিঠা ঘোল　　পাকা চালিতাব ঝোল
প্রাণ পাই পাইলে আঁমসি ।
আমাব সাধেব সীমা　　ইঙ্গিচা পলতা গিমা
বোআলি ঘাটিযা কব পাক
বন কাঠি থব জ্বালে　　সান্তলিবে কটু তৈলে
দিবে তায পলতাব শাক ।
পুই ডগি থুপি কচু　　ফুলবডি দিবে কীছু
দিবে তায মবিচেব ঝাল
বিদ্রাবঞ্জিত কাঞ্জি　　উদব পুবিযা ভুঞ্জি
প্রাণ পাই পাইলে পাকা তাল ।
লোন কিছু দিবে বাডা　　নেউল গোধিকা পোডা
হাঁসডিম্বে কিছু তোল বড়া
কীছু ভাজ বালিকড়া　　চিঙ্গড়িব তোল বড়া
সসাবৃ কবহ শিকপোড়া ।
সদাই নাকাব উঠে　　দিনে দিনে বল টুটে
বদনে সদাই উঠে জল
মুলাতে বার্তাকু সিম　　তাহে দিআ বান্ধ নিম
আব দেহ ডম্বুরের ফল ।
নিদযাব সাধ হেতু　　ঘবে জায ধর্মকেতু
চাহিযা আনিল আযোজন
আপনি বাঁধিযা ব্যাধ　　নিদযাবে দিল সাধ
বিবচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৬৭

নিকটে নাহিক মাতা　　কাবে কব দুঃখ কথা
পিসি মাসি বহিনী মাতুলী
জ্ঞাতি বন্ধু নাহি আব　　জে সহে ঘবেব ভাব
বিধি মোবে কবিল প্রতিকূলী ।
পূর্ণ হইল দশ মাস　　ইন্দ্রসুত গর্ভবাস
ভুঞ্জেন আপন কর্মফলে
প্রসূতি[1] মাবুত নডে　　অনুক্ষণ বেথা বাড়ে[2]
লোটায নিদযা মহীতলে ।
সখি-কন্দ দিআ ভব　　আসে জায বাড়িঘব
কেহো অঙ্গে দেই তৈলপানি
আনে কেহো প্রিযসই　　মুখে তুলিআ দেই খই
নিদযা প্রভুবে বলে বাণী ।
প্রাণনাথ হেট হই ধব মোব কেশ
কেশমূলে পডে টান　　ব্যাবায আমাব প্রাণ
কি কবিব কোন উপদেশ ।
হইল উদব ভাবি　　বসিলে উঠিতে নাবি
শুইলে ফিবাইতে নাবি পাশ
চাহিতে না পাবি হেট　　সূচে যেন বিন্ধে পেট
দূব হইল জীবনেব আশ ।
সংশয জীবন আশা　　হইল মবণদশা
বুকে পিঠে বিন্ধে যেন বাণ
শতশঙ্কা আমি জাযা　　কেবল তোমার দযা
জীবনেব আমাব নিদান ।
আমাব বচন শুন　　পাঁখিরে[3] ডাকিআ আন
জেবা জানে প্রসব সন্ধান
খুজিআ নগবে জ্ঞানী　　করহ ঔষধপানি
নিদযাব বাখহ পবান ।
নিদযাব শুনি কথা　　হৃদযে পবম বেথা
চলে ব্যাধ কলিঙ্গনগবে
সেবক সন্তাপ খণ্ডি　　ব্রাহ্মণীব বেশে চণ্ডী
উবিলেন ব্যাধের গোচবে ।

কী কব পুণ্যের লেখা ব্যাধ সনে পথে দেখা
ধর্মকেতু পড়িল চরণে
কৃপা কর ঠাকুরাণি জে জান ঔষধ পানি
নিদয়ার রাখহ জীবনে।
জ্ঞানী জিজ্ঞাসেন কথা শুনিল প্রসববেথা
কপটে মন্ত্রিত কৈলা জলে
কেবল পুণ্যের ফল নিদয়া খাইল জল
কুম্যব পড়িল ভূমিতলে।
উঙা উঙা ডাকে সুত দুহেঁ হইলা প্রমোহিত[৪]
জায়াপতি সফলমানস
সুতের কল্যাণ হেতু স্নান করি ধর্মকেতু
দ্বিজে দিল মৃগ গোটা দশ।
রাত্রি দিবা তুয়া সেবি বচিল মুকুন্দ কবি
নৌতন মঙ্গল অভিলাষে
উরহ কবির কামে রক্ষা কর শিববামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে ॥

শয্যায় নিদ্রা জায় বালা করএ দেহালা
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে সেই ব্যাধবালা।
নিরাতঙ্কে জায় তার দুই তিন মাস
কিরাতনন্দন দেই উলটিআ পাশ।
চারি পাঁচ মাস গেল ছয় পরবেশ
অন্নপ্রাশন কৈল দিআ ছাগ মেষ।
গণক আইয়া নাম থুইল কালকেতু
গণকে দক্ষিণা দিল পরমাই হেতু।
সাত আট মাস গেল হইল নয় মাস
মুকুতা জিনিঞা দুই দশন প্রকাশ।
দশমাসে ধায় বালা দিয়া হামাগুড়ি
ধরিতে ধরিতে ধায় বাকুড়ি বাকুড়ি।
একাদশ মাস গেল হইল বৎসর
বাড়ি বাড়ি ফিরে বালা নাহি বাসে ডর।
দুই তিন সমা গেল শিশুগণ-মেলে
ভল্লুক সবভ ধরি কালকেতু খেলে।
পঞ্চম বরষে কৈলা শ্রবণ বিন্দন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৬৮

পুত্র হইল ধর্মকেতু হরষিত মনে
ব্যোমযানে নারায়ণী উঠিলা গগনে।
চাল ফুড়ি আতুড়ি জ্বালিল ততক্ষণে
সঘনে হুলুই পড়ে নাভির ছেদনে।
গোমুণ্ডে স্থাপিলা ষষ্ঠি দ্বার ডানিভাগে
পূজা করি ধর্মকেতু তাঁরে বর মাগে।
তিন দিনে করে রামা সুপথ্য পাচন
ছয় দিনে ষাঠ্যারা করিল জাগরণ।
আট দিনে আট-কড়াইয়া করিল ধর্মকেতু
নয় দিনে নর্ত্তা কৈলা সুত-শুভহেতু।
আনরূপ ব্যাধসুত দিবসে দিবসে
ষষ্টিপূজা একর্ত্তিসা কৈল একমাসে।
পূজা করি সোমাই ওঝা দিল বলিদান
ঘোড়ারূ দক্ষিণে বলি বামে ঢোলকান।

৬৯

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু
বুলে মত্তগজ-গতি যেন নব রতিপতি
সভার লোচনসুখ হেতু।
নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে জেন নিরমান
দুই বাহু লোহার সাবল
শীল রূপ গুণ বাড়া বাড়ে জেন হাথি-কড়া
জিনি শ্যাম চামর কুন্তল।
বিচিত্র কপালতটি গলাঅ জালের কাঁঠি
করে জুত লোহার সিকলি
উরে শোভে বাগনখে অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে
তনু মাঝে শোভিছে ত্রিবলি।

কপাটবিশাল বুক — নীল ইন্দীবর মুখ
আকর্ণ দিঘল বিলোচন
গতি জিনি মৃগরাজ — কেশরী জিনিঞা মাঝ
মুক্তাপাঁতি জিনিঞা দশন ।
দুই চক্ষু জেন নাটা — খেলে টিকা কোট ভেঁটা[1]
কানে শোভে ফটিক কুণ্ডল
পরিধান বীরধড়ি — মাথায় জালের দড়ি
শিশুমাঝে জেমন মণ্ডল ।
লইআ পাবড়া চেলা — জার সনে করে খেলা
তার হয় জীবনসংশয়
জে জনে আঁকাড়ি করে — পড়িয়া ধরণি ধরে
ভয়ে কেহ নিকটে না রয় ।
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে — তাড়িআ সসারু ধরে
দূরে গেলে হুলায়[2] কুকুরে
বিহঙ্গ বাটুলে বধে — লতায় সাঁজুড়ি বাঁধে
কান্দে-ভারে কালু আইসে ঘরে ।
গণক আসিঞা ঘরে — শুভদিন শুভবারে
ধনু দিল ব্যাধসুত-করে
ফোটা দিয়া বিন্ধে বেঁজা — ছুড়িতে শিখএ নেজা
চামের চৌতুলা[3] শোভে শিরে ।
ইচ্ছা জায় জেই দিনে — বন জায় বাপ সনে
আগে ধান জিনিঞা পবনে

তাড়িয়া হরিণ ধরে — কি কাজ ধনুক শরে
বিভা হেতু ব্যাধ চিন্তে মনে ।
দৈবযোগে একবার — পিতাপুত্রে লইআ ভার
হাট গেলা নিদআর সনে
হিরা নিদয়ার কাছে — মাশের পশার বেচে
ফুল্লরা বস্যাছে সন্নিধানে ।
হিরা নিদয়ারে বলে — কি হয্যাছে পুত্র[4] কোলে
তারে কিছু বলেন নিদয়া
অই জিআ থাকু গ সই — হউক বহুত পরমাই
বর দেহ ঝাট হউক বিভা ।
দৈবনিবন্ধ বড় — দুইজনে হৈল জড়
মনে মনে ভাবে হিরাবতী
ফুল্লরা সেব্যাছে হর — তারে মিলে এই বর
কাম সম জিনিঞা মুরতি ।
কুলে ওঝা কুসুমখুলি — হাথে কুশ কান্দে ঝুলি
আইল ধর্মকেতুর সন্নিধান
জরট কমট ভেট — দিআ কৈল মাথা হেট
সোমাঞি ওঝা করিল কল্যাণ ।
হাথে লইআ পত্রমসী — আপনি কলমে বসি
জে বলান জেই বা লিখান
নাঞি জানি কি কৌতুকে — অম্বিকা মুকুন্দমুখে
নিজ সঙ্কীর্তনরস গান ॥

তৃতীয় দিবস

দিবা

৭০

সোমাঞি পণ্ডিত সনে বসি এক স্থলে
চরণে ধরিআ ধর্মকেতু কিছু বলে ।
সপ্ত পুরুষে ওঝা তুমি পুরোহিত
দৈবের সমান বুঝি তোমার ইঙ্গিত ।
সুতের বিভার হেতু করি অভিলাষ
কিরাতনগরে কর কন্যার তপাষ ।

এত যদি বৈল ব্যাধ দ্বিজের চরণে
ফুল্লরা সঞ্জম-সুতা পড়ে তার মনে ।
অঙ্গিকার করি ওঝা চলিলা বৈরাট
সভে গেলা নিকেতনে সমাপিআ হাট ।
সঞ্জমকেতুর ঘরে উত্তরিল দ্বিজ
বন্দিল সঞ্জম তাঁর পদ[১] সরসিজ ।
কহেন সঞ্জমকেতু দিব কিছু ভার
ফুল্লরার বর খোঁজ উজ্জোগ তোমার ।
চন্দ্রকেতু পিতামহ পিতা ধর্মকেতু
তাঁর পুত্র কালকেতু গুণযশ-হেতু ।
দশম বৎসর জুঝে জেন মত্ত হাথি
অর্জুন সমান জার ধনুকের খ্যাতি[২] ।
সেই বর-জুগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা
খুজিয়া পাইল জেন হাঁড়ির মুঞের সরা ।
একে চাহে আরে পায় বলে হিরাবতী
সঞ্জমকেতুর সনে নির্বাড়িল যুক্তি ।
পণের নিয়ম কৈল দ্বাদশ কাহন
ঘটকালী পাবে ওঝা দ্বাদশ পণ ।
পাঁচগণ্ডা গুবাক দিব গুড় তিন সের
ইহা নিআ আর কীছু নাঞি দিবে ফের ।

লিখা করি গেল ওঝা জথা ধর্মকেতু
কহিল নির্ণয় জত বিবাহের হেতু ।
ভক্ষ দ্রব্য করি জড় বান্ধবের মেলা
সঞ্জম আনিঞা বরে দিল বরমালা ।
তিনটা পাটন কাঁড় দিল জামাতারে
দুই বেহাই কোলাকুলি সভে গেলা ঘরে ।
গোলাহাটে সোধ দিল দ্বাদশ কাহন
কন্যাদরশনি দিআ করিল লগন ।
ত্রিয়োদশি রবিবার তারকা রেবতী
বিভায় সঞ্জমকেতু দিল অনুমতি ।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৭১

নানা বস্তু আনে হাটে হরিণ মহিষ কাটে
নিমন্ত্রণে আনে বন্ধুজনে
লৈয়া অধিবাস-ডালা কিরাতনগরে গেলা
বন্ধু মেলে সোমাঞি ব্রাহ্মণে ।

আসনে বসিআ দ্বিজ   শুভ মুখসরসিজ
শুভক্ষণে বান্ধেন ছান্দলা

গোময়ে লেপিআ মাটি   আলিপনা পরিপাটী
চারিদিকে বান্ধবের মেলা ।

ফুল্লরার গন্ধ-অধিবাস
ছাযামণ্ডপের মাঝে   ঢেমচা দগড়ি বাজে
হিরাবতী হৃদয়ে উল্লাস ।

পবিআ হরিদ্রাবাসে   কটাক্ষ করিআ আইসে
জত ছিল পরিহাসী জন

সুবেশে ফুল্লরা নারী   সঙ্গে সখি পাঁচ চারি
বসিলা পিতার সন্নিধান ।

ব্রাহ্মণ বসিল পীঠে   বেদমন্ত্র পড়ি ঘটে
গণেশ করিল আবাহন

পুজি পঞ্চ উপচারে   পুজে অন্য দেবতারে
শুভক্ষণে গন্ধাধিবাসন ।

মহী গন্ধ ধান্য শিলা   শত দুর্বা পুষ্পমালা
দধি দুগ্ধ সবস সিন্দূব

শঙ্খ কজ্জল সোনা   [তাম্র] অভ্র[১] গোরোচনা
চামর দর্পণ কর্ণপূব ।

দ্বিজ সুতা বান্ধে হাথে   মুড়্যালা বাঁধিল মাথে
আইয় দেই জয় চারিভিতে

ষোড়শ মাতৃকা-পূজা   ঘৃতধারে চেতি রাজা
একে একে কৈল পুরোহিতে ।

কর্ম কার্য ছিল জত   পুরোহিত সমাপিত
ধর্মকেতু শুনি সকৌতুক

শাস্ত্রমত জেবা ছিল   একে একে নিবাড়িল
পশ্চাৎ করিল নান্দীমুখ ।

এমন মঙ্গলকর্ম   জেবা ছিল কুলধর্ম
ধর্মকেতু কৈলা সমাপন

মুকুটমণ্ডিত শির   কালকেতু মহাবীর
বন্দে কালু দ্বিজের চরণ ।

পিতা পুত্র বন্ধু জ্ঞাতি   আনন্দে পূর্ণিতমতি
বরযাত্রী করিল সাজন

বাত্রি দিন তুয়া সেবি   রচিল নৌতন কবি
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৭২

গমনের শুভ বেলা   বাউরি জোগায় দোলা
তাঁথ বীর কৈল আরোহণ

বরযাত্রী পড়ে সাড়া   ঢেমচা দগড়ি পড়া
বর বেড়ি করএ গমন ।

কালকেতুর বিবাহমঙ্গল
চৌদিকে হুলুই ধ্বনি   দেই জত নিতম্বিনী
হিবাবতীর মানস সফল ।

চৌদিকে দেউটি জলে   বসিল কুঞ্জর-ছালে
বন্ধুজন মেলি কুতূহলে

স্বস্তিবাক্য দ্বিজ করে   বরণ করিল বরে
বীরধড়ি ফটিক-কুণ্ডলে ।

বিরল করিয়া স্থান   জামাতার করে মান
প্রেমবতী ব্যাধের অবলা

শিবে দিয়া দুর্বা ধান   নিছিআ পেলিল পান
গলে তুলি[১] দিল ফুলমালা ।

চারিদিকে গীতনাটে   ফুল্লরা চড়িল পাটে
কুঞ্জরের ছাল মাঝে ধরে

চৌদিকে ব্যাধেব নারী   উচ্চস্বরে বলে হরি
ছামনী হইল কন্যাবরে ।

বাপেব পুণ্যের হেতু   আনন্দে সঞ্জয়কেতু
করে কুশে করে কন্যাদান

জৌতুক ধনুকখান   খর তিন গোটা বাণ
মুর্গাগুণ অঙ্গুলির তান ।

ঢেমচা বাজয়ে পড়া   দ্বিজ বান্ধে গ্রন্থচূড়া[২]
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী

বন্দিআ রোহিণী সোম   লাজহোনি কৈলা হোম
দুহেঁ কৈল্য অনলে প্রণতি ।

দুহেঁ প্রবেশিয়া ঘরে   মীনমাংস ভোগ করে
রাত্রি গেল কুসুমশয্যায়

সচিন্তিত ধর্মকেতু   কুটুম্ব জিজ্ঞাসা[৩] হেতু
বেহাইকে মাগিল বিদায় ।

বৈবাহিক[৪] চরণে পড়ি   ব্যোবহার কৈল বড়ি
সাতনলা জাল আঠা ফান্দে

পাথরে আমানি ভরি দিল সঞ্জমের নারী
ফুল্লরারে কোলে করি কান্দে ।
ইষ্টকুটুম্ব জাতি সঞ্জমের জত জ্ঞাতি
অভিলাষ পুরিল জৌতুকে
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
রাজা রঘুনাথের কৌতুকে ॥

৭৩

শ্বশুরে বিদায় করি আইল বীর নিজ পুরী
ফুল্লরা সহিত সবিনয়
শিরে দিয়া দুর্বা ধান নিছিয়া পেলিল পান
নিদয়া দিলেন জয়জয় ।
ছায়ামণ্ডপের মাঝে ঢেমচা দগড়ি বাজে
বন্ধুজন দিলেন জৌতুকে
অন্নপানে কৈল সুখী পঞ্চদিন ঘরে রাখি
বিদায় দিলেন সকৌতুকে ।
সম্বল আৰ্জনে বীর[1] কালকেতু মহাবীর
দেখি সুখী হইল ধর্মকেতু
নিদয়ার সুখ বড় গৃহকার্যে বধূ দড়
কুলযশ রক্ষণের হেতু ।
জেই দিন জেমন পায় তাহা সে দিবসে খায়
ডেড়ি অন্ন না রাখে আগারে
তিন বাণ শরাসন বিনে আর নাঞি ধন
বাঁধা দিতে ধারে বা উধারে[2] ।
প্রভাতে সঘন[3] ত্বরা বধে খড়্গ মৃগ বরা
প্রতিদিন করএ মৃগয়া
পুত্র হইতে ধর্মকেতু নিচিন্দ[4] সম্বল হেতু
আনন্দিত হৃদয়ে নিদয়া ।
নিদয়া বসিল খাটে মাংস লইয়া জায় হাটে
অনুদিন বেচয়ে ফুল্লরা
সাবুড়ি জেমন ভনে তেনমত বেচে কিনে
শিরে কাঁধে মাংসের পসরা ।
মাস বেচি আনয়ে কড়ি চালু লয়ে ডালি বড়ি
তৈল লোন আনয়ে বেসাতি ।
সাক বাগ্যন কচু মুলা আঠ্যা থোড় কাঁচকলা
নানা সজ° পুরিয়া লয়ে পাথী ।
ফুল্লরা আইল ঘরে নিদয়া জিজ্ঞাসা করে
কহে বামা হাটের বিবরণ
আজ্ঞা নিদয়ার ধরে ফুল্লরা রন্ধন করে
আগে ধর্মকেতুর ভোজন ।
তনয়ে বাগুরা জাল সমর্পিয়া বহুকাল
সুখে ভুঞ্জে কিরাতনন্দন ।
খাওয়ায় ফুল্লরা বধূ খির খণ্ড দধি মধু
নিদয়ার সফল জীবন ।
ব্যাধের উত্তম দৈব জে জন আছিল শৈব
সে হইল কোলের বংশধর
চিরদিন সাধুসঙ্গ বিপদ হইল ভঙ্গ
ধর্মকেতু চিন্তে পুরহর ।
মুক্তিপদে দিয়া মন শিব ভাবে অনুক্ষণ
শুনে প্রভঞ্জন উপাখ্যান
ছায়া সঙ্গে ধর্মকেতু ভাবিলেন মুক্তি হেতু
বারাণসী করিল পয়ান ।
দম্পত্যে লোটায়্যা কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
মাসে মাসে পাঠান সম্বল
সুধন্য আরড়া স্থান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
দ্বিজরাজ প্রকাশে মঙ্গল ॥

৭৪

অনুদিন পশু বধে বীর মহাবল
কুরুরণে সেনা জেন বধে বৃহন্নল ।
শুণ্ডে ধরি মাতঙ্গ গজ আছাড়িয়া মারে
দন্ত উপাড়িয়া বীর আনে বোঝাভারে ।
চুবাড়ি মুলাইয়া হাটে বেচয়ে ফুল্লরা
কৃষাণ জেন হাটে দেই মুলার পশরা ।

সাঁজুড়িয়া পালে পালে আনয়ে চামরি
লেজ কাটি গছায় ফুল্লরা বরাবরি ।
ফুল্লরা পসার করে নগরে চাতরে
হাণ্ডিয়া চামর বেচে চারি পণের দরে ।
ভল্লুক সাঁভায় গাড়ে ভয়ে কম্পমান
তাড়িয়া মহিষ ধরি উপাড়ে বিষাণ ।
সিঙ্গার পসরা করে ফুল্লরা বাজারে
পণমুলে সিঙ্গা-জোড় বেচে সিঙ্গাদারে ।
যন্ত্র আড়ি বাঘ মারি ছড়্যা লয় ছাল
ব্যাঘ্রনখ খুদ দিয়া কীনয়ে ছাওয়াল ।
হাটে বাঘছাল বেচে ফুল্লরা রূপসী
যত্নে কীনিঞা লয় কাপড়ি সন্যাসি ।
সরভে সরভে ধরে টুসাইয়া মুণ্ডে
গণ্ডক বধিয়া কাণ্ডে খড়্গাবলে ছিণ্ডে ।
ফুল্লরা বেচয়ে খড়্গা দরে এক পণ
ব্রাহ্মণ সজ্জন লয় করিতে তর্পণ ।
বনে গিয়া জাল আড়ি ঝাড়ে মারে বাড়ী
জালে পড়ে ছোট পশু পাই তাড়াতাড়ি ।
সসারু হরিণ বরা লতাপাশে বান্ধে
ঘর আইসে মহাবীর ভার করি কান্ধে ।
ফুল্লরা বীরের তরে কর‍্যাছে রন্ধন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৭৫

ঘরে হইতে ফুল্লরা বীরের পাইল সাড়া
সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া ।
মোকা নারিকেলেতে পুরিয়া দিল জল
ঝাট[১] জল দিয়া কৈল ভোজনের স্থল ।
পাখালিল মহাবীর পদ পাণি মুখ
ভোজন করিতে বৈসে মনের কৌতুক ।
সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিআ পাথরা '
বেঞ্জনের তরে দিল নৌতুন খাপরা ।

মুচুড়িয়া গোফ দুটা বান্ধে নিঞা ঘাড়ে
এক শ্বাসে তিন হাণ্ডি আমানী উজাড়ে ।
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ
সুপ ছয় হাঁড়ি তায় মিসাইয়া লাউ ।
বুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া
সারি-কচু ঘণ্টে মিশা[২] করঞ্জা[৩] আমড়া ।
অন্ন খাইয়া মহাবীর জায়ারে জিজ্ঞাসে
রন্ধন কর‍্যাছ ভাল আর কীছু আছে ।
আনিঞাছি হরিণ দিয়া দধি এক জাড়ি
তাহা দিয়া খাও বীর ভাত তিন হাঁড়ি ।
শযন কুচ্ছিত বীরের ভোজন বিট্‌কাল
ছোট গ্রাস তোলে বীর জেন হাড়িয়া[৪] তাল ।
ভোজনসময়ে গলা করে ঘড়ঘড়
কাপড় উষাষ করে জেন মরাই-বড় ।
ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আঁচমনে
নিশাকাল হৈল বীর রহিল শয়নে ।
ওথা বার দিয়াছে গিরিশিখরে কেশরী
ছোট বড় পশু জায় করিতে গোহারি ।
কান্দে গজঘটা রায়ে নিবেদিএ দুঃখ
তোমা সেবি দশনবর্জিত হৈল মুখ ।
মহিষ আইল মুণ্ডে গলয়ে রুধির
কহেন এতেক দুঃখ দেই মহাবীর ।
আর্দাস করএ জত চামরির ঘটা
ভাবয়ে বিষাদ নেজ সভাকার কাটা ।
গণ্ডা বলয়ে আমি বড় দুঃখ পাই
খড়্গের জ্বালায় মোর মইল দুটি ভাই ।
কপি বলে রায় মোর করম বিশংস[৫]
কালকেতু ঠুঠারে বেচিল মোর বংশ ।
বারসিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু ঢোলকান
ধরণি লোটাইয়া কান্দে করি অভিমান ।
করিল নিধন কালকেতু পরিবার
বিফল জনম মাতা মৃত সুত দার ।
রাণ্ড হইয়া হরিণী কান্দয়ে উভরায়
পতিসুখহীন হইনু জিতে না জুয়ায় ।

পশুর ক্রন্দন শুনি রাজা পঞ্চানন
এমন সময় প্রজা করে নিবেদন।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৭৬

সুন সুন রায় করিহে বিদায়
ছাড়িব তোমার বন
পাত্র অধিকারী না সুনে গোহারি
বিপাকে তেজি জীবন।
রানীগণ সঙ্গে থাক নানা রঙ্গে
না কর দেশের বিচার
একা কালকেতু পশুবধ হেতু
নিত্য পাড়ে মহামার।
একা মহাবীর লই তিন তির
কুলিতা কাঠের ধনু
পশুগণে কাল নিত্য পাতে জাল
ধায় রথে জেন ভানু।
ভুবনে বিখ্যাত মোর প্রাণনাথ
কালকেতু মাইল বাণে
দুটি আছে পো তারে মায়া মো
না গেনু পতির সনে।
রূপ গুণ জুত মোর এই সুত
কালকেতু কৈল বধ
হাট নিরমিনু বেসাইতে না পাইনু
হরিল বিধি সম্পদ।
তোমার কিঙ্করে বধে ছার নরে
মনে নাঞি বাস লাজ
যদি পশুগণ না কর রক্ষণ
কেন হৈলে মৃগরাজ।
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজ্ঞান
তাঁর সভাসদ রচি চারু পদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

৭৭

পশুর ক্রন্দন শুনি রাজা পঞ্চানন
কোটাল কোটাল ডাক ছাড়ে ঘনঘন।
আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন
ভয়ে কম্পমান তনু মুদিত লোচন।
পশু মধ্যে তোমারে দেখিয়ে বড় লোক
রায়বার তোমারে করিল আমি কোক।
পশুগণে এক নর দেই মনব্যথা
ভালমন্দ নাঞি দিস দেশের বারতা।
আজী কালী যদি না দেখাও মহাবীর
খণ্ডোতে কাটিয়া তোরে করিব দুই চির।
সেই নিশা গেল তবে হইল প্রভাত
পাত্র মিত্র সঙ্গে যুক্তি কৈল পশুনাথ।
কোক শার্দূল আগে দুই সেনাপতি
দক্ষিণে ধাইল তারা যেন বায়ুগতি।
গণ্ডক বারণ মহিষ তিন সেনাপতি
পশ্চিমে ধাইল তারা জেন মেঘগতি।
এমন সময় গণ্ডা দিলেন উত্তর
তোমারে উচিত নয় নরের সমর।
নরের সনে রণ রায় বড় পাইবে লাজ
শুনিঞা হাসিব সব দেশের সমাঝ।
এমত[১] শুনিঞা সিংহ গণ্ডার ভারতী
সমর করিতে তারে দিল অনুমতি।
চন্দনতরুর তলে ঢালিলেন গা
চামরি ঢুলায় শ্বেত চামরের বা।
চারিদিগে চর পাঠাইল সাবধান
শুভক্ষণে কালকেতু করিল পয়ান।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৭৮

প্রভাতে উঠিযা বীর পবে বাঙা ধড়া
ধনুকে তুলিয। দিল মুবগার চডা।
জালদাডি বান্ধিযা বণ্ডিত কৈল কেশ
বাঙা ধুলা মাখিযা গাযেব কৈল বেশ।
প্রণাম কবিযা বীব চণ্ডীব চবণে
শুভক্ষণে প্রবেশ কবিল গিযা বনে।
কাননে থাকিযা বাঘা দেখে মহাবীব
সাড়া মাবিযা বাঘা আইসে ধীরে ধীব।
চিবদিন বোষে বাঘা হইযা দুনু তনু
লাফ দিযা বাঘা সে বীবেব ধবে ধনু।
বজ্র মুটকি বীব মাবে তাব মুণ্ডে
ঝলকে ঝলকে বক্ত পডে তাব তুণ্ডে।
বজ্র মুটকি বীব মাবে তাব শিবে
একু ঘাএ সেই বাঘা তেজিল শবীরে।
বাঘ পডিল বণে হৈল বড শোক
বাজস্থানে বার্তা দিতে চলিলেন কোক।
অভযাব চবণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত।।

৭৯

শুনিযা কোকেব মুখে বাদেব মবণ
কোপে সিংহবাজ চলে কবিবারে বণ।
নেঙ্গুড় বাহুলায সিংহ মাথাব উপব
কলার বালুড়ি যেন কম্পিত কেশর।
পশুবাজ সনে বীব জুঝে কালকেতু
দেবাসুবে বণ জেন হৈল সুধা হেতু।
ধাইল কুঞ্জবরব বড়ই দুবন্ত
মহাবীবেব গাযে আসি ঠেকাইল দন্ত।
খব টাঙ্গি ধবি বীব কাটে কবিমুণ্ড
বালকে যেমন কাটে ইক্ষুর দণ্ড।
পড়িল সকল সেনা দেখে পশুপতি
ধাইল সমরতলে সমীরণগতি।
দশনখে আঁচড়ে বীবের কলেবর
শোণিত বীবের অঙ্গে পড়ে ঝরঝর।
দেবীব বাহন সিংহ বিশালদশন
কালকেতু চড় চাপড়ে কবে বণ।
বজ্র মুঠকি বীব মাবে তাব মুখে
দন্ত ভাঙ্গি বক্ত পড়ে ঝলকে ঝলকে।
বণ ছাড়ি সিংহ পালায তড়বড়ি
পাছু মহাবীব মারে ধনুকেব বাড়ি।
ধনুকেব বাড়ি খাইযা সিংহ নাঞি ফিবে
নেঙ্গুড় লোটায তাব ধরণি উপবে।
দেবীব বাহন বল্যা নাহি মাবে বীব
তৃষায আকুল হৈযা পান কবে নীব।
সেইদিন মহাবীব কবিল পযান
অভযামঙ্গল কবিকঙ্কণ গান ॥

৮০

প্রভাতে পবিযা ধডা শবাসনে দিযা চড়া
খবখুব কাছে তিন বাণ
শিবে বান্ধে জালদড়ি কানে ফটিকের কড়ি
মহাবনে কবিল পযান।
দূবে হৈতে দেখে চব কহে সিংহ বরাবর
কালকেতু ঐ আইসে বনে
দুই পাশে বীরসঙ্গ পথে আগুলিল সিংহ
দুইজনে করে মহারণে।
কেশবী বীবেতে রণ চমকিত দেবগণ
ভূমিকম্প দুহাঁর গর্জনে
নাহি সিংহ বলে টুটে অস্ত্র নাঞি গায ফুটে
ঝড় বহে নিশ্বাসপবনে।
মুখ মেলে জেন দবী নখর আকৃতি-ছুরি
গোফ দুটা লাগ্যাছে শ্রবণে

দশনের কড়মড়ি জেন ঢাকে পড়ে বাড়ি
কেতু-তারা উভয় লোচনে।
কাঁপায়ে উন্মত্ত সটা ব্যোম ছাড়ে মেঘঘটা
জেন ফিরে বিজুলি-সঞ্চরে
ধায় অতি শীঘ্রগতি নখে আঁচড়িল ক্ষিতি
ক্ষেণে ভূম্যে ক্ষেণেক অম্বরে।
অসমসাহস বালা ডাহিনে মাতঙ্গ-মেলা
বামে বাঘ সরভ ভল্লুক
দুরন্ত সভার মুখে অন্তরে পরান কাঁপে
দেখিয়া বীরের সেই মুখ।
ঘন তোলা দেই গোঁফে পেলিয়া পট্টিশ লোফে
আগলয়ে সিংহের সরণি
ধাইতে বীরের দাপে ভয়ে বসুমতী কাঁপে
ধুলায় লুকায় দিনমণি।
মার মার বীর ডাকে বাণ এড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
সঘনে বাজায় জয়শঙ্খ
মহাবীর ছাড়ে গুলি শ্রবণে লাগয়ে তালি
দেবপুরে হইল আতঙ্ক।
গগনে উঠিয়া দাপে বীরকে কেশরী ঝাঁপে
হানিতে চাপড় চায় বুকে
উড়িয়া মহিসা ঢালে সিংহের হানিল ভালে
দারুণ মুঠকি মারে মুখে।
সিংহ বড় রণে দড় বীরকে মারিল চড়
লাফ দিয়া উঠিল গগনে
পড়িতে বীরের গায় ঢালে লুকাইয়া জায়
সিংহ রহে চাপিয়া চরণে।
বীর পরাক্রমে নাহি টুটে কেশরী ঠেলিয়া উঠে
জেন খিতি উদয় তপন
ধাইয়া রণের মাঝে সিংহের ধরিল লেঞ্জে
সর্প ধরে গরুড় জেমন।
নেঞ্জে ধরি দেই পাক সিংহ জেন ফিরে চাক
তথাপি সিংহের বড় বল
তুলিয়া আছাড়ে ভূঞে শোণিত[1] নিকলে মুঞে
দুই অঙ্গে বহে ঘর্মজল।
পিছে মারি ধনু বাড়ি লইয়া জায় তাড়াতাড়ি
ভল্লুক প্রবেশ করে গাড়ে
সরভ পালাইয়া জায় বীর ধরে পাছু পায়
পাক দিয়া তুলিয়া কাছাড়ে[2]।
মাথায় লেঙ্গুল তুলি বাঘ আইলে মুখ মেলি
বাকসনা ফুল জেন দাড়া
পেলিয়া মারিয়া টাঙ্গি বাঘের দশন ভাঙ্গি
লেঞ্জে ধরি দিল পাকনাড়া।
ভঙ্গ দিল পশুগণ সিংহ প্রবেশিল রণ
মনে ভাবে লাজের পাক্যালা
কপাল বিশাল পাটা গগনে লাগ্যাছে ছটা
মুলার সমান দন্তগুলা।
সিংহ চাহে কোপদৃষ্টে বীরের আচড়ে পিস্টে
কবচ করিল ছারখার
বীর জমধর ধরে দুই বীরে যুদ্ধ করে
অঙ্গে বহে শোণিতের ধার।
দুই বীরে কসাকসি জেন জুঝে রাহু শশী
প্রখর নখর জমধর
ঠেকিয়া বীরের অঙ্গে সিংহের নখর ভঙ্গে
অঙ্গ জেন জাঁতেন কিঙ্কর[3]।
বীর আঁকাড়ি করিয়া আটি ভাঙ্গিল পাঁজরকাঠি
কৃপায় ছাড়িল মহাবীরে
সিংহ কমর কাছিয়া জায় ঘন পাছু পানে চায়
ত্রাসে পিয়ে সরোবরনীর
কালকেতু রণজিতা আনন্দে সরসচিতা
গেলা বীর নিজ নিকেতন
হারুয়া জেও পশুগণ নিল সিংহের শবণ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৮১

দেবীর বাহন বলি নাঞি মারে বীর
তৃষায় আকুল হইয়া পান কৈল নীর।
ত্রাসে পালায় গণ্ডা শার্দুল কুরঙ্গ
সরভ ভল্লুক কোক মহিষ দিল ভঙ্গ।

পশুগণ ধায় ভুঞে নাহি পড়ে পা
বড় হ্রদে হাতি গিয়া লুকাইল গা ।
বায় ভর করি ধায় তুলারু ঘোড়ারু
উভকান করি ধায় আহড়ে সসারু ।
কিচক কণ্টক বনে লুকায় সজারু
ভূমে লেঞ্জ লোটাইয়া ধায় বনগরু ।
নকুল শেয়াল গাড়ে লুকাইল জম্বুকি
আহড়ে বিহড়ে কপি মারে ঝাকিঝুকি[১] ।
সব পশু উপনীত তমাল-তরুমূলে
প্রদক্ষিণ নমস্কার বেড়িয়া দেউলে ।
দেউলের চারিদিকে করএ রোদন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৮২

কান্দে সিংহ আদি পশু সঙরি অভয়া
অপরাধ বিনে মাতা দূর কৈলে দয়া ।
ভালে টিকা দিয়া মাতা কৈলে মৃগরাজ
করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ ।
সুখে রাজ্য করিতে আক্ষটি হইল কাল
কেন হেন দিলে মাতা বিষম জঞ্জাল ।
প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক
উদরের জ্বালা আর সোদরের শোক ।
হাতে গলে দড়ি দিয়া বান্ধে দুই তোক[১]
গড়াগড়ি দিয়া কান্দে রায়বার কোক ।
দয়াময়ী[২] পার কর অপার সংসার
তোমা সঙরণে গো বিপদ প্রতিকার ।
উইচারা খাই পশু নাম ভল্লুক
নিউগি চউধরি নহি না করি তালুক ।
সাত পুত্র মারিলেক বান্ধি জালপাশে
সবংশে মজিলাঙ মাতা তোমার আশ্বাসে ।
প্রতিদিন মহাভয় বীরের তরাসে
মাগু মৈল পুত্র মৈল দুটি নাতি শেষে ।
কান্দেরে ভল্লুক বুড়া করি আত্মঘাতি
জরা-কালে হৈল মোর এতেক দুর্গতি ।
বরাটা চুচুড়া[৩] মুথা আমার ভক্ষণ
কার হিংসা নাহি করি নাহি প্রয়োজন ।
ধরণী লোটাইয়া কান্দে বীর আদা-বরা
অরুণ লোচনযুগে বহে জলধারা ।
সশুর সাশুড়ি মৈল দেওর ভাসুর
পতি মইল রতিসুখ বিধি কৈল দূর ।
ছিল অভাগির এক পেটরাড় পো
পাষুরিব কেমতে তাহার মায়া মো ।
ধূলায় ধূসর হইয়া কান্দএ বাঘিনী
মিছা বর দিয়া মাতা বধ কৈলে কেনি ।
শ্যামলসুন্দর প্রভু কমললোচন
ভুরু কামধনু রূপ মদনমোহন ।
কানন করএ আল কপালের চান্দে
সোঙরি তাহার তনু প্রাণ মোর কান্দে ।
হস্তী বলে অতি বড় মোর কলেবর
লুকাইতে স্থল নাহি বীরের গোচর ।
কি করি কোথায়ে জাই কোথা গেলে তরি
আপনার দন্তদুটা আপনার অরি ।
শুণ্ডে ধরি মহাবীর উপাড়ে দশন
এত অপমান মাতা সহে কোন জন ।
হুক হুক রবে কান্দে বনের মর্কট
মিরাসে নাহিক কাজ বীর সনে হট ।
বৃদ্ধপিতামহ ছিল রাম-সেনাপতি
সাগর লঙ্ঘিয়া আইল গগনে পদাতি ।
কি মোর দারুণ বিধি লিখিল কপালে
সাত পুত্র ধরি বীর বাঁধে ফাঁদ-জালে ।
বারসিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু ঢোলকান
ধরণী লোটাইয়া কান্দে করি অভিমান ।
কেনি হেন জর্ম বিধি দিল পাপবংশে
হরিণ ভুবনবৈরি আপনার মাঁসে ।
হেকুচি করিয়া কান্দে সজারু সসারু
দুঃখ না ঘুচিল মা সেবি কল্পতরু ।

গাড়ের ভিতর থাকি লুকাবারে জানি
কি করি উপায় বীর গাড়ে দেই পানি ।
চারি পুত্র মৈল মোর আর দুটি ঝি
মাগু মৈল তথি বুড়া জিয়া কাজ কী ।
কান্দে নকুল সুত-দারার হাব্যাসে
সপংশে মজিলাঙ মাতা তোমার আশ্বাসে ।
পশুগণ সঙরে ওথা চণ্ডীর চরণ
ধ্যানে জানিল মাতা পশুর রোদন ।
পদ্মারে জিজ্ঞাসি দেবী নিলেন আরতি
পশুগণে রক্ষিতে উরিলা ভগবতী ।
বলে পদ্মাবতী মাতা চলহ তুরিত
বিজুবনে গিয়া মাতা পশুর কর হিত ।
উপনীত দেবী জথা পশুর সমাজ
লজ্জায় মলিন হইয়া বলে মৃগরাজ ।
আনের সেবক হইলে সর্বলোকে তরি
তোমার সেবক হইয়া বিপাকেত মরি ।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

হই গো তোমার দাস বনে খাই পানি ঘাস
বধ করে বিনি অপরাধে ।
ভূমে লোটাইয়া মাথা কহে গজ দুঃখকথা
দন্ত দুটা হইল পাপ-হেতু
একবাণে করি অন্ত টাঙ্গি দিয়া কাটে দন্ত
হাটে নিঞা বেচে কালকেতু ।
নিবেদন করে গণ্ডা নাহি করি বিদণ্ডা
বন মাঝে করি গো নিবাস
কার হিংসা নাহি করি কালকেতু হইল অরি
প্রতিদিন পাই গো তরাস ।
কপি বলে শুন মা আমার জতেক ছা
ঠৈঠারে বেচিল মহাবীর
হেন মোর লএ মন তেজিব মিরাস বন
প্রাণ দিব প্রবেশিয়া নীর ।
মৃগ-আদি পশুগণ সভে কইল নিবেদন
অভয় দিলেন মহামায়া
ব্রাহ্মণভূমের পতি রঘুনাথ নরপতি
জয়চণ্ডী তাঁরে করা দয়া ॥

৮৩

চণ্ডী জিজ্ঞাসেন পশুগণে

একা বীর কালকেতু পশুবধের হেতু
প্রতিদিন আইসে এই বনে ।
বলে বীর মৃগরাজ নিবেদিতে বাসি লাজ
কালকেতু ভাঙ্গিল দশন
দয়া কর কৃপাময়ী তোমার বাহন হই
রাজ্যে মোর নাহি প্রয়োজন ।
বাঘিনী বলেন কথা কালকেতু দিল বেথা
স্বামীরে বধিল একবাণে
দুইটি আছিল পো তারে বড় মায়া মো
কালকেতু বধিল পরাণে ।
কান্দিয়া মহিষী কয় নিবেদিতে বাসি ভয়
কালকেতু লাগিল বিবাদে

৮৪

পশুর শুনিয়া কথা হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা
চণ্ডী জিজ্ঞাসেন পশুগণে
লাজে করি হেট মাথা কহে পশু দুঃখকথা
একে একে চণ্ডীর চরণে ।
সিংহ তুমি মহাতেজা পশুমধ্যে তুমি রাজা
তোর নখে পাষাণ বিদরে
শুনিয়া তোমার রা কাঁপয়ে সকল গা
কি কারণে ভয় কর নরে ।
বীর খেদি অদ্ভুত দোসর যমের দূত
সমরে রহাএ রবিরথ
দেখিয়া বীরের ঠান ভয়ে প্রাণ কম্পমান
পালাইতে নাঞি দেখি পথ ।

আদি-ক্ষেত্রি তুমি বাঘ কে তোমার পায় লাগ
পবন জিনিতে পার জোরে
নখ তোর হীরাধার দশন বজ্রের সার
ভয় কেন কর তুমি নরে।
যদি গো নিকটে পাই ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত খাই
কি করিতে পারি আমি দূরে
বের্থ নহে তার বাণ একবাণে লয় প্রাণ
দেখি বীর প্রাণ কাঁপে ডরে।
পশুমধ্যে তুমি গণ্ডা তোমার উত্তম পণ্ডা[১]
বিরোধ না কর কার সনে
তুমি যদি মন কর পর্বত চিবিতে পার
নরে ভয় কর কী কারণে।
কালকেতু মহাবীর দূরে হইতে মারে তির
খড়্গেতে করিবে তার কি[২]
পশুর রোদন-ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
তোমার পুণ্যের ফলে জি ॥

৮৫

পশুর গোহারি শুনি সর্বমঙ্গলা
আশ্বাস করিয়া সিংহে দিলা কণ্ঠমালা।
আজি হইতে মনে কিছু না করিহ ভয়
না বধিব মহাবীর বলিল নিশ্চয়।
পশুগণে বর দিআ উপায় চিন্তিলা
ততক্ষণে সুবর্ণ-গোধিকারূপ হইলা।
প্রভাত হইল বীর চলিল কাননে
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণে ভনে ॥

৮৬

বীর প্রভাতে পরিয়া ধড়া শরাসনে দিয়া চড়া
খরখুর কাছে[১] তিন বাণ
শিরে বান্ধে জালদড়ি কানে ফটিকের কড়ি
মহাবনে করিল পয়ান।
দেখে কালকেতু সুমঙ্গল
দক্ষিণে গণিকা দ্বিজ বিকশিত সরসিজ
বাঁয়ে শিবা পূর্ণ ঘটে জল।
চৌদিকে হুলুই ধ্বনি কেহ জালে গৃহ মনি[২]
দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী
দেখিল রুচিরতনু বৎস সহিত ধেনু
পুরাঙ্গনা দেই জয়ধ্বনি।
দুর্বা ধান্য কুন্দমালা হিরা নিলা মুতি পলা
বামভাগে বার-নিতম্বিনী
মৃদঙ্গ মন্দিরা বায় কেহো নাচে কেহো গায়
শুনে বীর হরি হরি ধ্বনি।
দেখি বীর সুললিত আনন্দে সরসচিত
প্রবেশ করিল বন-আগে
দেখিল রুচিরতনু রূপে জিনি হেমভানু
সুবর্ণ-গোধিকা বাম[৩] ভাগে।
সুবর্ণ-গোধিকা দেখি চিত্তে বীর হইলা দুখী
অযাত্রিক পাপ দরশন
দেখিল মঙ্গল জত সকলি হইল হত
বিধি মোরে কৈল বিড়ম্বন।
গোধিকা যাত্রিক নয় সকল পুরাণে[৪] কয়
কূর্ম গণ্ডা শশক সৈলক
কৃপা কর গুণধাম কমললোচন রাম
তব নাম দুঃখনিবারক[৫]।
যদি বা মারিয়া বাণ গোধিকার লই প্রাণ
না ছুঞিব দিনমুখ-কালে
যদি মৃগ পাই আমি জানিব দেবতা তুমি
নহে তোমা পোড়াব আনলে।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৮৭

কাননে প্রবেশে বীর গায়ে সানা[১] তিন তির
ঘন ঘন গোফে দেই তার
পাতিয়া বাগুরা-দড়া আগলে বনের সূড়া
কাননে করিল মহামার।
হাতে গণ্ড ফিরে কালকেতু
জাল-ফাঁদ বনে আড়ি ঝোপে ঝাড়ে মারে বাড়ি
মৃগবধ করিবার হেতু।
ধাইয়া পর্বতে চড়ে নেহালয় ঝোপ ঝাড়ে
দরী গিরি শিখরি কানন
ধায় মৃগ-অনুপদি ঘাম অঙ্গে বহে নদী
বেগবাতে কাঁপে তরুগণ।
নিকুঞ্জ ভাঙ্গিয়া দণ্ডে আহড় বিহড়ে ঢুণ্ডে
ঝাউ ঝিটি ঝাকনা গহন
চৌদিকে নেহালে আঁখি বাসা আছে নাহি পাখী
সন্তাপে বীরের পোড়ে মন।
দেখি বীর খুরনখ না চলে লোচনপথ
আছে মৃগ দেখিতে না পায়
দৈন্য শোক দুঃখ খণ্ড কৃপাদৃষ্টি দিলা চণ্ডী
মৃগ পাখি হইল লুকিকায়।
শুখান কানন দেখি কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঝুলি শিখি
পোড়ে উলু কাস্যা বেনা বন
সব শোক দুঃখ খণ্ড বনে দেখা দিলা চণ্ডী
মায়ামৃগী রূপে ততক্ষণ।
নিশি দিশি তুয়া সেবি রচিল মুকুন্দ কবি
নোতন মঙ্গল অভিলাষে
উর গো কবির কামে দয়া কর শিবরামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে॥

৮৮

এ পাপ দারুণ মৃগ পবন জিনিঞা বেগ
মোরে বিড়ম্বিতে কৈলা বিধি
জেন রাম বিড়ম্বিতে আইল কাননপথে
মারীচ জেমন মায়ানিধি।
গাএ রত্ন প্রচুর রজতের চারি খুর
হেমময় উভয় বিষাণ
ইহার বেগের কথা উপামা জে দিব কোথা
গণিতে না পারে হনুমান।
বদরি ফলের তুল্য নাসা-আগে অমূল্য
তাহাতে মুকুতা লম্বমান
কণ্ঠে কনকহার হিরায় গাথনি জার
কার সঙ্গে দিব বা[১] উপাম।
হেন মোর লয় মনে পুসিয়াছে কোন জনে
এই হরিণী অভিলাষে
লইয়া জে নামা[২] ধন বিপাকে আইল বন
আমার দুঃখের অবশেষে।
এই মৃগ জবে ধরি বেচিয়া সম্বল করি
ফুল্লরা পরিব মৃগছাল
মণি মাণিক্য প্রভৃত হেমময় মরফত
পাইলে ঘুচিব দুঃখজাল।
হেমময় মৃগ দেখি হেন আমি মনে লখি
ধন মোরে মিলিল প্রচুর
আমি যদি মন করি পবন ধরিতে পারি
হরিণী পালাব কত দূর।
বীর পুলকে দ্বিগুণতনু পেলিযা লোফএ ধনু
ঘন ঘন গোফে দেই তোলা
দিয়া ধনুটঙ্কার বীর ছাড়ে হুহুঙ্কার
শরীরে মাখএ রাঙ্গা ধূলা।
মৃগ ক্ষণে ক্ষণে ভুমে পড়ে ক্ষেণে ক্ষেণে ধায় রড়ে
মৃগ দেখি নাহি দেখি ছায়া
ক্ষেণেক তাণ্ডব করে ক্ষেণে চক্র জেন ফিরে
মৃগ নহে জেন দেবমায়া।
মৃগের দেখিয়া মুখ কালকেতু ভাবে দুখ
না করিতে পারিল সন্ধান
আকর্ণ পুরিতে[৩] শর কোথা গেল মৃগবর
দূর গেল বীর-অভিমান।
আমারে না করে ভয় ক্ষণে জায় ক্ষেণে রয়
যদি বাণ না করি সন্ধান

বচিযা ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৮৯

অদ্ভুত মাযামৃগ দেখি মহাবীব
গুণহীন কবি ধনু সম্ববিল তিব।
কংসনদ জলে বীব কৈল স্নানদান
তৃষায আকুল বীব করে জলপান।
পথে জাইতে মহাবীব খায বনফল
মলিনবদনে চিন্তে ঘবেব সম্বল।
দুঃখিনী ফুল্লবা মোব আছে প্রতিযাসে
কি বলিব[১] গিযা আমি ফুল্লবাব পাশে।
তৈল লবণেব কডি ধাবি দেড বুডি
সশুবঘবেব ধান্য ধাবি দুই আডি।
কিবাত পাডায বসি না মিলে উধাব
হেন বন্ধুজন নাহি কেহ সএ ভাব।
বিষম উদবেব জ্বালা মহাবীবে লাগে
এক চক্ষে নিদ্রা যায আব চক্ষে জাগে।
এথাই নবক স্বর্গ[২] সুনি ভাগবতে
নবক ভুঞ্জিতে কালু আইল মবতে।
সুকৃতি পুবুষ জিএ সুখভোগ হেতু
দুঃখভোগ কবিবাবে জিএ কালকেতু।
ধডাব আঁচলে পোছে[৩] নযানেব নীব
কাঞ্চন-গোধিকা পুন দেখে মহাবীব।
গোধিকা দেখিযা বীব কবিছে তর্জন
তোমাবে পোড়াযা[৪] আজি করিব ভক্ষণ।
যাত্রাব সময দেখিযাছি তোব মুখ
বনে বনে বেডাইযা পাইযাছি বড দুঃখ।
জত দুঃখ পাইল আমি বনে বেডাইযা
নেউল বদলে তোমা খাব পোড়াইযা।
এমন বিচাব বীব মনেত ভাবিযা
বাঁধিল গোধিক্য বীর জালদাড়ি দিযা।
চারি পায বান্ধি তারে পেলিল[৫] ধনুকে
অভযা নাম্বিল উর্দ্ধপুচ্ছ হেট মুখে।
ধনুকেব হুলে হেম-গোধিকা বান্ধিযা[৬]
ঘবেবে[৭] চলিল বীব বিষাদ ভাবিযা।
অভযাব চবণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত ॥

৯০

ধনুকে চিন্তেন চণ্ডী হইযা লম্বমান
ব্যাধকে আইলাঙ ভাল দিতে ববদান।
জেই কালে জন্মিলাঙ যশোদা জঠবে
কৃষ্ণ হেতু পড়িলাঙ পাপ কংস কবে[১]
সাবিলাঙ অনেক যত্নে শিলায নিপাত
এডাইতে নাবিলাঙ আক্ষটির হাত।
উদ্‌জোগ কবিল কংস কবিতে নিধন
কৃষ্ণেব করিল দূব দারুণ বন্ধন।
এই ভয হেতু কৈল গগনে নিবাস
জালের বন্ধনে বড় গুনিল[২] তরাস।
দেবগণে পূজা নিতে কবিল সন্ধান
বীরেব বন্ধনে বড পাইল অপমান।
কিছু[৩] এক হৃদযে লাগযে বড় ডর
অপমান কথা পাছে শুনেন শঙ্কর।
সুবপতি জাবে নিতি পুজে বিধিমতে
হেন জন বন্দি হইলা আক্ষটিব হাথে।
গোধিকা হইযা আমি কৈল কোন কাজ
দুঃখেব উপরে দুঃখ বড় পাইল লাজ।
গোধিকা লইযা গেল আপনার বাসা
গোধিকার না ঘুচিল বন্ধনের দশা।
গোধিকা চুপড়ি ঢাকি চাপিল পাষাণে
অভযামঙ্গল কবিকঙ্কণ ভনে ॥

৯১

ফুল্লরা নাহিক বাসে আক্ষটি অন্নের আশে
পড়াসিরে[১] জিজ্ঞাসে বারতা
পড়াশি বীরেরে বলে গোলাহাটে বীর চলে
দূরে হইতে দেখয়ে বনিতা।
বীরে দেখি শূনাপাণি কপালে আঘাত হানি
করে রামা দেব স্মঙরন
বিধাতা আমারে দণ্ডী জিয়ন্ত ভাতারে রাণ্ডী
কৈল দৈবে দুঃখের ভাজন।
কপালে আঘাত হানি কান্দে ব্যাধনন্দিনী
নিশ্বাসে মলিন মুখচান্দে
দারুণ দৈবের গতি সকলে দারিদ্র পতি
পড়িনু সম্বলচিন্তা ফাঁদে।
অন্ন বস্ত্র নাহি ঘরে বিভা দিল হেন বরে
কর্ণবেদ জাত্যের বেভারে
হরিদ্রা চন্দন চুয়া কুমকুম কস্তুরি গুয়া
পাইয়াছিলাঙ বিভার বাসরে।
ফুল্লরা করুণ[২] ভাষে আল্য বীর সকাশে[৩]
প্রিয়ভাষে বলেন বচন
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

সইকে দেহ গিয়া তণ্ডুলের[৪] ভার
তোমার বদলে আমি করিব পসার।
গোধিকারে বাঁন্ধিআছি রাখি জালদড়া
ছাল খসাইয়া[৫] প্রিয়ে কর্য্য সিকপোড়া।
সম্ভ্রমে ফুল্লরা গেল সইয়ের দুয়ার
সেআড়ি ভেট দিয়া সয়ে কৈল নমস্কার।
আইস আইস[৬] বলিয়া ডাঁকেন তাঁরে সই
দেখিতে লাগয়ে সাদ এতদিন বই।
বিধাতা করিল মোরে দারিদ্রের কান্তা
চারি প্রহর করি সই উদরের চিন্তা।
শিরে তৈল দিয়া তাঁর বান্ধিল কবরী
সরস সিন্দুর ভালে দিল সহচরী।
আঁচল ভরিয়া সই দিল খই মুড়ি
চাপিয়া বসিল দোঁহে চৌখণ্ডি[৮] পিঁড়ি।
ফুল্লরা দুকাঠা চালু মাগিল উধার
কালি দিহ[৯] বল্যা সই কৈল অঙ্গিকার।
আইসহ প্রাণের সই বৈস গো বাহিনি
মোর মাথে গোটা কথো দেখহ উকিনি।
দুই সয়ে কথায় মজিয়া গেল চিত
ভগবতী লইআ কীছু শুনিব[১০] সঙ্গীত।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৯২

ফুল্লরা বলেন বাসি মাংস না বিকায়
আজি মহাবীর ষল সম্বল উপায়।
আছয়ে তোমার সই বিমলার মাতা
সেআড়ি লইয়া ভেট[১] জাহ তুমি[২] তথা।
খুদ কিছু ধার নিহ সয়োর ভবনে
কাঁচড়া খুদের কাঁজি রান্ধিবে জতনে।
রান্ধিবে মুড়্যাতি[৩] সাক হাঁড়ী দুই তিন
লবণের তরে চারি কড়া কর্য্য রিন।

৯৩

হুঙ্কারে ছিণ্ডিয়া দাঁড়ি পরিয়া পাটের সাড়ি
সোল বৎসরের হইল রামা
খঞ্জনগঞ্জন আঁখি অকলঙ্ক-শশিমুখী
কেবা দিতে পারে রূপে সীমা।
চারু বলিত ভুজে কনক-কঙ্কণ সাজে
মণিময় কাঞ্চন-নূপুর
বিমল অঙ্গের আভা কোটি চান্দ মুখশোভা
রবির কিরণ করে দূর।

বলিবলিত মাঝে সুবর্ণ-কিঙ্কিণী সাজে
উরুযুগ রম্ভাব সমান

িনিতে কুঞ্জবকুম্ভ কুচযুগ কবে দম্ভ
কিবা দিব বূপেব উপাম ।

ঞ্চল নযানকোণে মদন এড়িযা টোনে
কাজল গবলজ্জিত শব

ক কিলকেশেব অন্ত শোভযে মদন-কুন্ত
কববিযে শোভিত কেশব ।

াঙ্গে চন্দনপঙ্ক অঙ্গদ বলযা শঙ্খ
বাহুবিভূষণ সুশোভন

কণ অঙ্গুলি ভবি মানিকেব অঙ্গুবি
দন্তবুচি ভুবনমোহন ।

চন্দ্র অনুপাম বিন্দু বিন্দু শোভে ঘাম
সিন্দুব তিলক তিমিবাবি

বিম্বক জুতি তাম্বুলেব বস তথি
নাসায মাণিক্য মনুহাবি ।

এ নানা অভবণে অবশেষে পড়ে মনে
হৃদযে কাঁচলি আচ্ছাদন

ন কবি ভগবতী কাঁচলি নির্মাণে মতি
স্বর্গেব বিশাইযে স্মঙবম ।

নিশ্র জগন্নাথ হৃদযমিশ্রেব তাত
কবিচন্দ্র হৃদযনন্দন

হাব অনুজ ভাই চণ্ডীব আদেশ পাই
বিবচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৯৪

বিশাই কাঁচলি লেখে ভাবথপুরাণ দেখে
লেখে নানা পুবাণেব সার

কবিআ চণ্ডিকা ধ্যান তুলি ধবে সাবধান
আগে লেখে বিষ্ণু[১] অবতার ।

প্র যসাগবে লীন প্রথমে লিখিল মীন
বেদ-উদ্ধাবণ অবতাব

ধরিয়া রহায শিলা[২] জলচর মাঝে খেলা
কৈল সত্যব্রতের উদ্ধার ।

নিজ বলে পিঠে কবি ধবিলা মন্দার গিরি
সুধা হেতু জলধি মন্থনে

লিখে কূর্ম অবতাব গিবি পিঠে ফিবে জার
পিঠ কৈল লক্ষযোজনে ।

লিখিল ববাহমূর্তি উদ্ধাব কবিতে খিতি
প্রবেশিল পাতাল-বিববে

অবনি উদ্ধাব কবি আদি দানবে মারি
আবোপিল জলেব উপবে ।

লিখিল নৃসিংহতনু অভিনব চণ্ড[৩] ভানু
ফটিকেব স্তম্ভে অবতাব

হিবণ্যকশিপু বুকে বিদাবিত কৈল নখে
নিজ দাসে[৪] খণ্ডে অন্ধকাব ।

লিখিল বামনমূর্তি ভুবনপালন কীর্তি
অসুবকুলেব হইল কাল

হইযা ত্রিলোকেব স্বামী মাগিল ত্রিপাদ ভূমি
দৈত্যবাজ লইল পাতাল ।

নিক্ষেত্রি কুলে জন্ম লিখিল পরশুরাম
ভুজবলে কবিল দহনে

বাব একবিংশতি নিক্ষত্রি করিল খিতি
দান কৈল মবীচিনন্দনে ।

লিখে দুর্বাদলশ্যাম জানকী সহিত রাম
শিরে ছত্র ধবেন লক্ষ্মণ

জাযাহবণেব হেতু সমুদ্রে বান্ধিল সেতু
ভুজবলে মাবিল রাবণ ।

রূপে অভিনব কাম হলধর লিখে রাম
প্রলম্ব ধেনুক বিনাশনে

মুষ্টিক মারিযা বীবে হলাগ্রে যমুনানীরে
প্রবেশ কবাল্য বৃন্দাবনে ।[৫]

ধবিযা পাষণ্ড মতি নিন্দা করে বসুমতী
বোদ্ধ-রূপি লিখে ভগবান

দেখিযা কলিব শেষ হইলা প্রভু কল্কি-বেশ[৬]
শ্রীকৃষ্ণ লিখিল সাবধান ।

হরিতে অবনিভার যদুকুলে অবতাব
মধ্যে লেখে যশোদানন্দন
শৈশব শযনবঙ্গ কবিল শকটভঙ্গ
পুতনাব কবিল নিধন
হইয়া গিবিসম ভাবি তৃণাবর্ত অসুবে মাবি
স্বরূপে দেখাল্য বদনে
যশোদা পবমবঙ্গে জমল অর্জুন ভঙ্গে
লিখে বকা সুব বিনাশনে।
লিখে বৎসবূপধারী বৎসক অসুব মাবি
লিখে অঘাসুব বিনাশন
বৎস শিশুগণ লইযা ব্রহ্মাবে কবিযা মাযা
হইলা প্রভু বৎস শিশুগণ।
লিখিল যমুনা হ্রদে কালি মাথে দিযা পদে
তাণ্ডব কবেন বনমালী
গোপগণে কবে বল বনমাঝে দাবানল
পান কৈল কবিযা অঞ্জলি।
ইন্দ্রমখ-ভঙ্গকাবী লিখে গোবর্ধনধাবী
গোকুলেব কবিল বক্ষণ
ইন্দ্রেব পবম গর্ব আপনি কবিল খর্ব
নিবাবিযা ঝড-ববিষণ।
লিখিল পবমধন্যা বাধা আদি গোপকন্যা
লিখে বৃন্দা বিপিনবেহাবি
জতেক গোপেব নাযী সভাকাব মনহাবি
নানা স্থানে লিখিল মুবাবি।
আসিযা মথুবাপুবী কুবলয গজে মাবি
রঙ্গে চাণূর বিনাশন
ভোজবংশ-অবতংসে মধ্যে লিখিল কংসে
কৃষ্ণ তার কবিল নিধন।
জননী-জনক লোক ঘুচিল সভাব শোক
মথুবাব কবেন পালন
রচিযা ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি কবিযা বন্দ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৯৫

ডানী দিগে বিশ্বকর্ম লিখে মুনিগণ
কপালে চোউক[১] ফোটা লোহিতববণ।
দেবঋষি-জ্যেষ্ঠ লিখে সনতকুমাব
নীললোহিত লিখে অনুজ তাহাব।
ধবল দিঘল দাড়ি তপজপশীল
লিখিলেন পিতা পুত্র কর্দম কপিল।
দুর্বাসা জৈমুনি গর্গ ভৃগু পবাশব
বশিষ্ট অঙ্গিবা লিখে ব্যাস মুনিবব।
পৌলস্ত্য কশ্যপ কণ্ব পুলহ অসিত
নাবদ পর্বত ধৌম্য শঙ্খ লিখিত।
দণ্ড কমণ্ডুল কুশ জটা শোভে চিত্র
বামদেব জামদগ্নি লিখে বিশ্বামিত্র।
লিখিল গৌতম মুনি মার্কণ্ডনন্দন
শুকদেব তম্বুব লিখিল তপোধন।
বামদিগে লিখিল গবুড মহাবীব
জটাউ সম্পাতী লিখে সুপর্ণ তিতিব।
জলে তাম্রচূড লেখে চকোব চকোবী
পেখম ধবিযা নাচে মউবা মউবী।
নাবক সাবক লিখি লিখে চক্রবাক
দেববূপ বিহঙ্গম লিখে শ্বেতকাক।
পাযবা কপোত লিখি লিখে গাঙ্গচিল
কুলিঙ্গ সালিকা ভেঠা টেঠাবি কোকিল।
উড়িযা পড়িযা মৎস্য ধবে মৎস্যরাঙ্গা
ভুজঙ্গে ধবিযা খায ধুকুড়িযা কাকা।
উড়িযা কমলে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন
চাতকা চাতকী জল মাগে ঘনে ঘন।
চটক কর্কট টিযা বাযস পেচক
গুগুব ভারই ভাউক লিখিল বক।
সংক্ষেপে লিখিযা পক্ষ লিখে পশুগণ
কেশবী শার্দূল গণ্ডা ভল্লুক বাবণ।
ভালুক লিখিল দেববূপি জাম্বুবান
অঙ্গদ সুগ্রীব বালি বীব হনুমান।

পনস কুমুদ নীল আদি রামসেনা
বনপশু লিখে বিশাই হইয়া একমনা।
তুলাবৃ ঘোড়াবৃ কৃষ্ণসার ঢোলকান
চামরি গবয় মৃগ দিঘলবিষাণ।
সসক সৈলক গোধা নকুল শৃগাল
তবক্ষু লিখিল কোক মৃগগণে কাল।
লিখিল ববাহ কূর্ম ইকিড়া মুষিক
জল জন্তু মকব লিখিল চাবিদিক।
কুম্ভীর হাঙ্গব লিখে ঘড়িয়াল সুশুক
বোহিত আদি মৎস্য লিখি বিশাই প্রচুব।
কাঁচলিব বামভাগে লিখে বৃন্দাবন
পূর্বভাগে দোলপিণ্ড কদম্বকানন।
লিখিল আবর্তশালী যমুনাব তট[২]
তালেব কানন লিখে ভাণ্ডীব নিকট।
অশ্বত্থ পর্কটি জম্বু তিলক পনস
টগব তুলসী দনা নারেঙ্গ বেতস।
বঙ্গন চম্পক পাবিজাত কুবুবক
নিহালী বান্ধুলি কববীব কুবুওক।
লিখিল কালিযহ্রদে ভুজঙ্গমগণ
গোনষ খবিষ কালী উভ জাব ফণ।
নয বোড়া লিখিল বিশাই সোল চিতি
বাসুকী তক্ষক লিখে শেষ অহিপতি।[৩]
বিচিত্র কাঁচলি বিশাই দিল চণ্ডিকারে
আশীর্বাদ পাইযা বিশাই গেল নিজ ঘবে।
কাঁচলি পবিযা মাতা বসিলা দুযাবে
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ফুল্লরা আইসে ঘবে॥

৯৬

সই গৃহে চালু সের করিয়া উধার
সম্ভ্রমে ফুল্লরা আইসে কুড়িযার দুযার।
বামবাহু নাচে তার ঘোরে বাম আঁখি
কুঁড়্যার দুযারে দেখে রাকাচন্দ্রমুখী।
প্রণাম করিয়া রামা করয়ে জিজ্ঞাসা
কোন জাতি কার জায়া কহ সত্যভাষা।
এত শুনি অভয়ার[১] হৃদয়ে উল্লাস
ফুল্লরারে অভযা করেন উপহাস।
ইলাবৃত দেশে বসি জাতিএ[২] ব্রাহ্মণী
শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকিনী।
ব্রহ্মবংশে জন্ম[৩] স্বামী বাপেবা ঘোখাল
সাত সতা গৃহে মোর বিষম জঞ্জাল।
তুমি গো ফুল্লবা যদি দেহ অনুমতি
এক স্থানে কথোকাল করি গ বসতি।
হেন বাক্য হইল যদি অভযাব তুণ্ডে
আকাশ ভাঙ্গিযা পড়ে ফুল্লবাব মুণ্ডে।
হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লবা
দূবে গেল খুধা তৃষ্ণা বন্ধনেব ত্বরা।
অভযাব চবণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত॥

৯৭

এ নব যৌবনে ছাড়িযা ভবনে
কেন আইলে পরবাস
কহ ল সুন্দরি কেন একেশ্বরি
ভ্রমিতে নহে তরাস।
জিনিযা মৃগরাজ খিন তোর মাঝ
হেলয়ে বসন্ত বায়
ও রূপমাধুরি তোর কুচগিরি
ভার-ভরে পিড়ে তায়।
ছাড়ি মকরন্দে তোর মুখ গন্ধে
কত কত ধায় অলি
তোর মুখশশী মৃদুমন্দ হাসি
সঘনে পড়ে বিজুলি।
জিনি নীলগিরি তোমার কবরী
মণ্ডিত মল্লিকামালে

বিধু কুতূহলি সুস্থির বিজুলি
ছাড়ি আইল কেশজালে।
কপালমণ্ডল চঞ্চল কুন্তল
বদন বিধুমণ্ডলে
তোর রূপসীমা কি দিব উপামা
নাহি তিন লোকে মিলে।
ললাটে সিন্দুর তিমির করে দূর
জেন প্রভাতের ভানু
চন্দনের বিন্দু তাহে কিবা ইন্দু
ইথে অকলঙ্ক তনু।
হেমলতা তনু তোমার এ ধনু
অপাঙ্গে মদনে জিনে
কাজল গরল বিষকে প্রবল
ধরসি কিবা কারণে।
জিনি গজমুতি তব দন্তপাঁতি
হাসিতে বিজুলি খেলে
পক্ক বিম্বুবর জিনিঞা অধর
নাসায় মাণিক্য দোলে।
কানে উজ্জলি কনক বউলি
শোভিছে তোর কুণ্ডলে
দিতে দন্ত শোভা সৌদামিনী কিবা
ছাড়ি আইলা কেশজালে।
শোভে অনুপাম কণ্ঠে মণিদাম
তাড়[১] মরকত তায়
বক্ষের কাঁচলি করে ঝলমলী
শোভিছে অঙ্গছটায়।
করে শঙ্খ দেখি হেন মনে লখি
উর্বশী আইলা আপুনি
কিবা আইলা[২] উমা রম্ভা তিলোত্তমা
কমলা কিবা ইন্দ্রাণী।
শুন শুন রামা নাহি লখি তোমা
কি হেতু ছাড়িলে বাড়ি
সত্য কহ মোরে কে আনিল তোরে
ঔষধে করি বিছাড়ি[৩]।

কিবা পতির দোষ দেখি হেন রোষ
সত্য বল মোরে বাণী
তোর এ বিরহভরে পতি যদি মরে
কোন ঘাটে খাবে পানী।
সাযুড়ি ননন্দ কিবা কৈল দ্বন্দ্ব
সত্য কহ ল আমারে
তোর সঙ্গে জাব অনেক নিন্দিব
বুঝাব নানা প্রকারে।
ফুল্লরার বাণী শুনিঞা ভবানী
উত্তর দিলেন পার্বতী
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত রচন
বদনে জার ভারতী[৪] ॥

৯৮

কি আর জিজ্ঞাসা কর আইলাঙ তোমার ঘর
বীরের দেখিতে নারি দুখ
দিয়া আমার ধন তুসিব বীরের মন
আজি হইতে বড় পাবে সুখ।
এতক্ষণে পরিচয় করি
আমার করম দুসি বসি গুপ্ত বারাণসী
পতি মোর জনম-ভিখারি।
কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা
স্বামী তারে ধরিলা মস্তকে
বরঞ্চ গরল খায় আমা পানে নাঞি চায়
ভবন ছাড়িল এই পাকে।
গঙ্গা বড় আউঞ্জালি সদাই পাড়য়ে গালি
স্বামীর সোয়াগ দরপে
দেখিআ পতির দোষ উঠিল পরম রোষ[১]
লাজে জলাঞ্জলি দিলাঙ তাপে।
সতিনের সম্মান এই হেতু অপমান
অভিমানে নাঞি[২] মেলি আঁখি

দেখিআ দারুণ সতা বিবাহ দিলেন পিতা
পিতৃকুলে হইলাঙ বিমুখি ।
দারুণ দৈবের গতি হইলাঙ অবলা জাতি
অহি সঙ্গে হইয়া গেল মেলা
কি কণ্ঠ মোর স্বামী সহিতে না পারি আমি
তাহে হেন সতিন প্রবলা ।
দারুণ দৈবের গতি উগ্র আমার পতি
পঞ্চ মুখে মোরে দেন গালী
তাহে সতীনের জালা কত সহে অবলা
পরিতাপে হইয়া গেলাঙ কালী ।
খাও পর জত তুমি সকল জোগাব আমি
না বাসিহ তুমি মোরে ভিন
সব কাননভাগে[৩] থাকিব বীরের আগে
আজি হইতে সম্পদের চিন ।
শতেক রাজার ধন গায় মোর অভরণ
ভুবন কিনিতে পারি ধনে
সম্পদ বিস্তর দিব ভক্তি কেবল নিব
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে ॥

৯৯

তবে আমি বলি ভাল স্বামীর বসতি চল
পরিণামে পাবে বড় দুঃখ
শুন হেদে মূঢ়মতি যদি ছাড়ে নিজ পতি
কেমনে চাহিবে লোকমুখ ।
স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার বিধাতা
স্বামী পরম ধন বিনে স্বামী অন্য[৪] জন
কেহ নহে সুখ মোক্ষ দাতা ।
সন্তোষে বসায় খাটে দোষ দেখি নাক কাটে
দণ্ডে রাজা বনিতার পতি
শুন গো শুন গো সই হিত-উপদেশ কই
ইতিহাসে কর অবগতি[১] ।
রাবণে বধিয়া রাম সীতারে আনিল ধাম
করাইয়া পরীক্ষা দহন
লোকবাদ খণ্ডাবারে বনবাসে দিতে তারে
আদেশিলা সুমিত্রানন্দন ।
পঞ্চমাস গর্ভকালে সাদ খাওয়াবার ছলে
লইয়া গেলা লক্ষ্মণ কাননে
শুনহ তাহার কথা কাননে এড়িয়া সীতা
আইলা বীর আপন ভুবনে ।
ভৃগু নামে মহামুনি সকল পুরাণে শুনি
ব্রহ্মার কুলের নন্দন
রেণুকা রমণী তার সুত ভুবনের সার
ক্ষেত্রিয়কুলের বিনাশন ।
রেণুকার দেখি দোষ উঠিল পরম রোষ
সুতে আদেশিলা মহামুনি
শুনিয়া বাপের কথা মাএর কাটিল মাথা
ত্রিভুবনে জয় জয় ধ্বনি ।
দেখি গো উত্তম জাতি দেবতা সমান ভাঁতি
কোপ কর নিচের সমান
ছাড়িয়া পতির বাস আইলে পরের আশ
আপনার কী সাধিতে[২] মান ।
সতিনি[৩] কন্দল করে দুগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি
কোপে কইলে বিষপান আপনি তেজিবে[৪] প্রাণ
সতিনির কি হইবে হানি ।
ফুল্লরার কথা শুনি ভগবতী মনে গুনি
উত্তর দিলেন মহামায়া
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
শিবরামে কর দেবী দয়া ॥

১০০

শুন শুন মোর বাক্য ফুল্লরা সুন্দরি
আইলাঙ বীরের দুঃখ দেখিতে না পারি ।

কুলের বহুড়ি আমি কুলের নন্দিনী
আপনার ভাল মন্দ আপনি সে জানি।
মোরে উপদেশে তোমার কিবা কাজ
আপনি সে রক্ষা করি আপনার লাজ।
আছিলাঙ একাকিনী বসিয়া কাননে
আনিল তোমার স্বামী বান্ধি নিজ গুণে।
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ গিয়া বীরে
বীর যদি বলে তবে জাই অনান্তরে।
আইলাঙ তোমার বাড়ি হিত করিবারে
কতেক নিঠুর বাণী বল বারে বারে।
জে বল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব
আপনার ধন দিয়া দুঃখ নিবারিব।
উচিত বচন যদি বলিলা ভবানী
না বুঝিয়া দুঃখ ভাবে ব্যাধের নন্দিনী।
বারমাসী দুঃখ রামা করে নিবেদন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১০১

বৈশাখে বসন্ত ঋতু খরতর খরা
তরুতল নাহী মোরে করিতে পসরা।
পা পোড়ে খরতর রবির কিরণ
শিরে দিলে নাই আঁটে খুঞার বসন।
বৈশাখ হইল মোরে বিষ
মাংস না বিকায় সভে করে নিরামীষ। ১।
পাপিষ্ঠ জইষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন
খণ্ড খণ্ড হইল মোর খুঞার বসন।
পসরা এড়িয়া জল খাইতে না পারি
দেখিতে দেখিতে চিলে লয় এক সারি।
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস
বেঙচের ফল খাইয়া করি উপবাস। ২।
আষাঢ়ে পুরিল আসি নব মেঘ জল
ভাল গেরস্তের নাঞি জোড়এ সম্বল।
মাঁসের পসরা লৈয়া ভ্রমি ঘরে ঘরে
কিছু খুদ কুড়া মিলে উদর না পুরে।
বড় অভাগ্য মনে গুনি বড় অভাগ্য মনে গুনি
কত কত খায় জোঁক নাঞি খায় ফণী। ৩।
শ্রাবণে বরিখে ঘন দিবস রজনী
সিতাসিত দুই পক্ষ একোই না জানি।
ভুবন তরিল আসি নব মেঘ জলে
হেন কালে মৃগ মারে পাপ কর্ম্ম ফলে।
দুখে কর অববান দুখে কর অবধান
নাঞি ঝড় বীরের কুড়্যায আল্য ষান। ৪।
ভাদ্রপদ মাসে রামা দুরন্ত বাদল
নদনদী একাকার আট দিকে জল।
মাংসের পসরা লৈয়া ফিরি ঘরে ঘরে
আনলে পোড়এ অঙ্গ ভিতরে বাহিরে।
কত নিবেদিব দুঃখ কত মিবেদিব দুঃখ
বিপথি হইল স্বামী বিধাতা বিমুখ। ৫।
আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা প্রতি ঘরে ঘরে
মহিষ ছাগল মেষ দিআ উপচারে।
উত্তমবসন বেশ করয়ে বনিতা
অভাগি ফুল্লরা করে সম্বলের চিন্তা।
মাংস কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে
দেবীর প্রসাদ মাংস সভাকার ঘরে। ৬।
কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম
জগ-জনে কৈল শীতনিবারণ বসন।
নিযুক্ত করিল বিধি সভার কাপড়
অভাগি ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।
দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ। ৭।
মাস মধ্যে মাইসর আপনে ভগবান
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সভাকার ধান।
উদর পুরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি
যম সম শীত তথি নিরমিল বিধি।
কভ অভাগ্য মনে গুনি কত অভাগ্য মনে গুনি
পুরাণ দোপাটা গায় দিতে করে টানি[১]। ৮।

পৌষে প্রবল শীত সুখী জগজন
তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবাবণ ।
হবিণ বদলে পাইল পুবাণ খোসলা
উড়িতে[২] সকল অঙ্গে ববিসএ ধুলা ।
বৃথা বনিতা জনম বৃথা বনিতা জনম
ধুলিভযে নাঞি মেলি শযনে নযন ।৯ ।
নিদাবুণ মাঘ মাসে সদায কুজ্ঝটি
আন্ধাবে লুকায মৃগ না পায আখ্টি ।
ফুল্লবাব আছে কত কর্মেব বিপাক
মাঘ মাসে কিনিতে তুলিতে নাঞি[৩] শাক ।
নিদাবুণ মাঘ মাস নিদাবুণ মাঘ মাস
সর্বজন নিবামিষ কবে উপবাস ।১০ ।
ফাল্গুনে দুগুণ শীত খবতব খবা
খুদ সেবে বান্ধা দিল মাটিয়া পাথবা ।
ফুল্লবাব আছে কত কর্মেব ফল
মাটিয়া পাথবা বিনে নাহি অন্য স্থল ।
দুঃখে কব অবধান দুঃখে কব অবধান
আমানি খাবাব গর্ত দেখ বিদ্যমান ।১১ ।[৪]
মধুমাসে মলযমাবুত মন্দ মন্দ
মালতিযে মধু পান কবে মকবন্দ ।
বনিতা পুবুষ অঙ্গ পিড়এ মদন
আমার পীড়িত অঙ্গ উদব দহন ।
দুঃখ কহিব কাহাবে দুঃখ কহিব কাহাবে
স্বামী সনে একশয্যা কোসেক অন্তবে ।১২ ।
ফুল্লবাব কথা শুনি বলেন পার্বতী
আজি হৈতে দূর হইল দুঃখেব বিগতি ।[৫]
আজি হৈতে আমাব ধনে আছে তোমাব অংশ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান গীত ভৃগুবংশ ॥

বসিযা বহিযাছে বীব মাংসের পসারে
গঞ্জিয়া ফুল্লবা কিছু বলে উচ্চস্বরে ।
বিষাদ ভাবিযা কান্দে ফুল্লবা বূপসী
নযনের ঘামে ঘামিল মুখশশী ।
গদগদ বচনে বাঙ্গা চক্ষে বহে নীর
সবিস্ময হইযা জিজ্ঞাসা করে বীর ।
সাসুড়ি ননদি নাঞি নাঞি তোব সতা
কা সনে কন্দল কবি চক্ষু কৈলে বাতা ।
সতা সতা নহে প্রাণনাথ মোব সতা
ইবে ফুল্লবাবে হৈল বিমুখ বিধাতা ।
পিপিড়ায পাক উঠে[১] মবিবাব তবে
কাহাব সোলস্যা কন্যা আনিঞাছ ঘবে ।
এতদিনে মহাবীব পাপে গেল মন
আজি হইতে হইলে তুমি লঙ্কাব বাবণ ।
বেক্তার্থ কবিবা বামা কহ সত্যভাষা
মিথ্যা বাক্য হইলে[২] কাটিব তোব নাসা ।
সত্য মিথ্যা বচনে আপুনি ধর্ম সাক্ষি
তিন দিবসেব চাঁদ দ্বাবে বস্যা দেখি ।
এমন শুনিঞা বীব কবিল গমন
আপনাব মন্দিবে গিযা দিল দরশন ।
চুপড়ি পসাব পাটি ছাড়িল[৩] ফুল্লরা
মাথায কবিযা বামা মাংসের পসবা ।[৪]
ভাঙ্গা কুড়া ঘবখান কবে ঝলমল
দেখিবাবে পাইল তাঁব চবণকমল ।
প্রণাম কবিযা বীর করে নিবেদন[৫]
অভযামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১০২

এমন শুনিঞা ফুল্লবা কবিল গমন
গোলাহাটে বীবেব ঠাঞি দিল দরশন ।

১০৩

আমি ব্যাধ নিচ জাতি তুমি রামা কুলবতী
পরিচয মাগে কালকেতু
ত্রিভুবনে এক ধন্যা কিবা দেব দ্বিজ কন্যা
ব্যাধেব কুটিবে কিবা হেতু ।

ব্যাধ হিংসক রাঢ় চৌদিকে পশুর হাড়
এই ঘর সসান সমান
কহি আমি হিতবাণী এই ঘরে ঠাকুরাণী
ছুঁইলে উচিত হয় স্নান।
কিবা পথ-পরিশ্রমে আইলে দিকের ভ্রমে
আশ্বাস ছাড়িতে এই ঘর
চল বন্ধুজন পথে ফুল্লরা চলুক সাথে
পাছে লইয়া জাব ধনুশর।
ছাড়িয়া ব্যাধের বাস চল বন্ধুজন পাশ
থাকিতে থাকিতে দিননাথে
যদি হয় পাপ নিশা লোকে গাব দুর্ভাষা
রজনি বঞ্চিবে কার সাথে।
সীতা পরম সতী তার শুন দুর্গতি
দৈবে ছিলা রাবণভবনে
রণে রাম তারে হানি সতী জানকীরে আনি
পুনুর্বার পাঠাইল কাননে।
জেমন তিলক-পানি তেমত অসত্য বাণী
সত্য বাণী তিলক-চন্দন
রজকের শুনি কথা পরীক্ষা করাইয়া সীতা
পুনর্বার পাঠাইলা কানন।
পুরান বসন-ভাঁতি অবলা জনের জাতি
রক্ষা পায় অনেক জতনে
জথা তথা উপস্থিত দুহাঁকার অনোচিত
হিত বিচারিয়া দেখ মনে।
দেখি গো উত্তম জাতি দেবতা সমান ভাঁতি
তুয়া পদে কি বলিতে জানী
শুনিঞা বীরের কথা লাজে চণ্ডী হেট মাথা
মুকুন্দ রচিল মিষ্টবাণী ॥

১০৪

মৌনব্রত করি যদি রহিলা ভবানী
ইসত কোপিত বীর বলে জোড়-পাণি[১]।
মাতা ছাড় এই স্থান মাতা ছাড় এই স্থান
আপুনি সে রক্ষা করি আপনার মান।
একাকিনী যুবতি ছাড়িলে নিজ ঘর
উচিত বলিতে কেনি না দেহ উত্তর।
বড়ার বহুআরী তুমি বড় লোকের ঝি
তোমার মোহন রূপে মোর লাভ কি।
শতেক রাজার ধন অভরণ অঙ্গে
মোহিনী হইয়া ভ্রম কেহ নাহি সঙ্গে।
চোর খণ্ডা হইতে কিবা নাঞি কর ভর
চরণে ধরিয়া বলি ছাড়হ নিলয়।
হিত উপদেশ বলি শুনহ বেভার
নিকটে[২] কলিঙ্গরাজা বড়ই দুর্বার।
আমার বচনে চল বড় পাবে সুখ
রাজার গোচর হইলে পাবে বড় দুঃখ।
এত বোলে চণ্ডী যদি না দিলা উত্তর
ধর্ম্ম[৩] সাক্ষি করে বীর জোড় করি কর।
শরাসনে আকর্ণ পুরিত কৈল বাণ
হাথে শরে রহে কালু চিত্রনির্মাণ।
ছাড়িতে ছুড়িতে বাণ নাহি পারে বীর
পুলুকে পূর্ণিত তনু চক্ষে বহে নীর।
লইতে চাহে ফুল্লরা হাথের গণ্ডশর
ছাড়িতে না পারে বাণ হইল ফাফর।
নিবেদিতে মুখে নাহি নিকলে বচন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১০৫

শরধনু স্তম্ভিত দেখিয়া মহাবীরে
বলেন করুণাময়ী মৃদুমন্দ স্বরে।
আমি আইলাঙ ভগবতী তোমারে দিব বর
লহ বর কালকেতু তেজ ধনু শর।
মানিক-অঙ্গুরি সপ্ত নৃপতির ধন
ভাঙ্গাইয়া কাটাইহ গুজ্জুরাট বন।

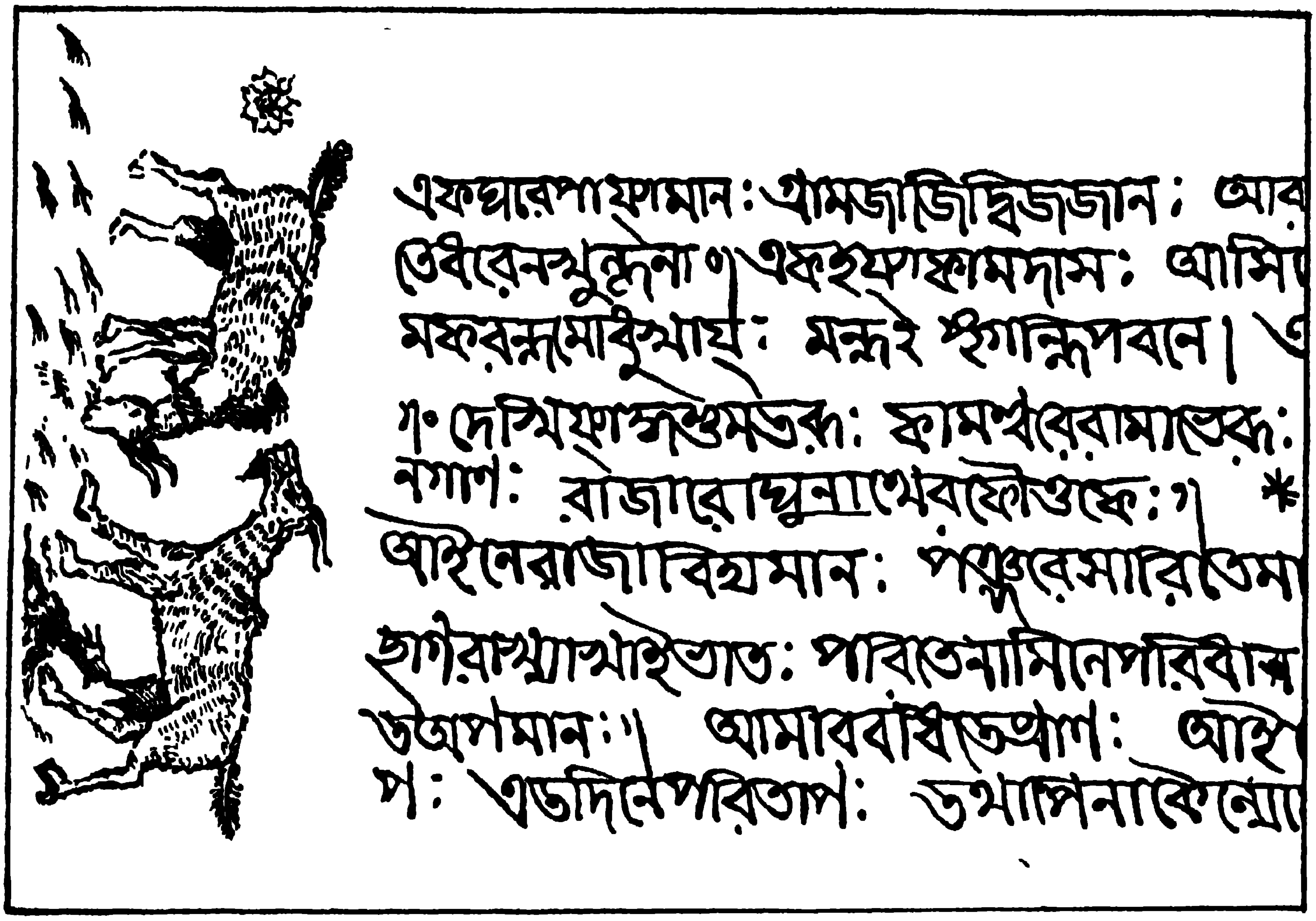

“ছাগ রাখ্যা খাই ভাত” — চিত্রিত পুথির পৃষ্ঠাংশ

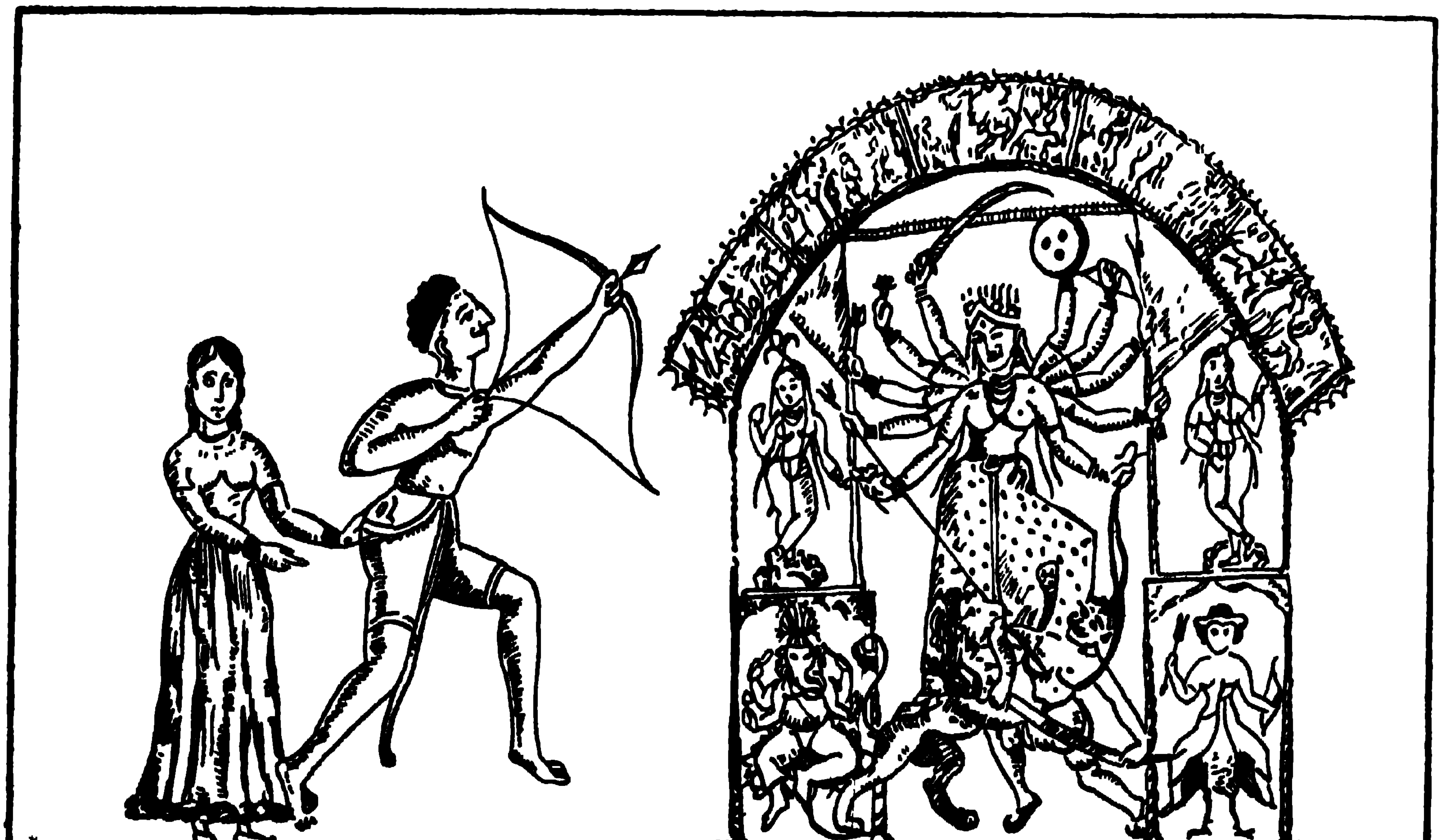

কালকেতুর ভগবতিদরসন

“নিজ মূর্তি ধরিতে অভয়া কৈল মন” — রামজয়-সংস্করণের চিত্র

বাসা সত জনে[১] দিবে কড়ি চালু ধান
পালিবে সকল প্রজা পুত্রের সমান ।[২]
এমন শুনিঞা কালু চণ্ডীর বচন
কৃতাঞ্জলি করি কীছু করে নিবেদন ।
হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নিচ জাতি
মোর ঘরে কি কারণে আসিব পার্বতী ।
আদ্যাশক্তি মোর ঘরে নাহিক পাত্যারা
শরস্তম্ভিত জান হেন বুঝি পারা ।
আদ্যশক্তি বট যদি নগেন্দ্রনন্দিনী
নিবেদি তোমার পায় মোড় করি পাণি ।
নিজ-মূর্ত্তি ধরিলে প্রবোধ জাই মনে
সেই রূপে লোক তোমা পূজএ আশ্বিনে ।
এমন শুনিয়া মাতা কালুর বচন
নিজ মূর্ত্তি ধরিতে অভয়া কৈল মন ।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥[৩]

১০৬

মহিষমর্দিনী রূপ ধরেন চণ্ডিকা
অষ্ট দিকেতে শোভে অষ্ট নায়িকা ।
সিংহপিষ্টে আরোপিল দক্ষিণ চরণ
মহিষের পিস্টে[১] বামপদ আরোপণ ।
বামকরে মহিষাসুরের ধরি চুল
সব্য করে বুকে তার আরোপিল শূল ।
পাশাঙ্কুশ ঘণ্টা খেটক শরাসন
বাম পাঁচ করে শোভে পাঁচ প্রহরণ ।
অসি চর্ম শূল খড়্গ চক্র শিত শর
আর পাঁচ অস্ত্র শোভে দক্ষিণ পাঁচ কর ।
বামদিকে কার্ত্তিক দক্ষিণে লম্বোদর
বৃষে আরোহণ শিব মস্তক উপর ।
দক্ষিণে জলধিসুতা বামে সরস্বতী
আনম্রকন্দর দেবগণ করে স্তুতি ।
তপ্ত কলধৌত জিনি অঙ্গের হইল আভা
ইন্দীবর জিনি তিন লোচনের শোভা ।
চারি দিকে নম্র বান শোভে জটাজুট
গগনমণ্ডলে তার লাগিআছে মুকুট ।
অঙ্গদ কঙ্কণ জুতা[২] হইল দশভুজা
জেই রূপে অবনিমণ্ডলে লৈল পূজা ।
দেখিয়া চণ্ডীর রূপ ব্যাধের নন্দন
ভয়ে কম্পমান তনু মুদিত লোচন ।
ফুল্লরা পড়িল মহীতলেতে মূর্চ্ছিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

১০৭

মূর্চ্ছিত দেখিয়া বীরে বলেন ভবানী
মূর্চ্ছা তেজি উঠ পুত্র তেজিয়া ধরণী ।
উঠ গো ফুল্লরা ঝিয়ে বলেন অভয়া
বিপদ করিল নাশ তোরে করি দয়া ।
কালকেতু বলে মাতা শুন নারায়ণী
তেজ ভয়ঙ্কর রূপ নগের নন্দিনী ।
এত বলি স্তুতি বাণী কৈল মহাবীর
দেখিতে দেখিতে হৈল পূর্বের শরীর ।
অবনি গোটাইয়া বীর কৈল স্তুতিবাণী
ফুল্লরা রমণী দেই জয় জয় ধ্বনি ।
বীর হস্তে দেন চণ্ডী মানিক-অঙ্গুরি
লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী ।
একটী অঙ্গুরি হইতে হব কোন কাম
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম ।
এই অঙ্গুরির মূল্য সাত কোটি টাকা
কালকেতু লহ তুমি মু না কর বাঁকা[১] ।
ফুল্লরার অভিলায় বুঝিয়া পার্বতী
আর কীছু ধন দিতে দিল অনুমতি ।
অভয়া বলেন কালু লহ সিকা ভার
লহ খুড়ি[২] কোদাল খন্তা খুরধার ।

কোদাল খন্তা মাতা না পাই[৩] নিয়ড়ে
তুমি আজ্ঞা দিলে মাতা কোড়িব চেয়াড়ে।
আগে আগে হইল মহামায়ার গমন
পশ্চাতে চলিল বীর হাথে শরাসন।
দাড়িম্বতরুর তলে দিলা দরশন
স্থান দেখাইয়া মাতা দিল ততক্ষণ।
চণ্ডী স্মঙরিয়া বীর ভেজালা চেয়াড়
চেলা কাটী পেলে জেন পুখুরের পাড়।
লোহার সীকলে ছিল সাত ঘড়া ধন
চণ্ডী স্মঙরিয়া বীর তোলে ততক্ষণ।
ফুল্লরা ভারের পীছে করিল গমন
ধন লইয়া মহাবীর জায় নিকেতন।
আর ধন রাখিয়া চণ্ডী রন তরুতলে
ফুল্লরা রহিল ঘরে ধন করি কোলে।
আর বার আনে বীর দুই ঘড়া ধন
দেখিয়া ফুল্লরা হৈলা হরষিত-মন।
লঘুগতি মহাবীর পুনর্বার জায়
দুই দিগে বীর দুই কলসি বসায়।
একঘড়া অবশেষে দেখি মহাবীর
নিতে নারে ডেড়ি ভার হইল অস্থির।
মহাবীর বলে মাতা করোঁ নিবেদন
চাহিয়া চিন্তিয়া দেহ আর এক ঘড়া ধন।
যদি মোরে ধন দিলে সেবকবৎসল
একঘড়া ধন গো আপনি কাখে কর।
অস্থির দেখিয়া বীরে হাসেন অভয়া
ধন-ঘড়া কাখে কৈলা বীরে করি দয়া।
আগে আগে মহাবীর করিল গমন
পৎসাত পার্বতী জান লইয়া তার ধন।
মনে মনে মহাবীর করেন জুগতি
ধন-ঘড়া লইয়া পাছে পালায় পার্বতী।
কালুর ভবনে গিয়া দিল দরশন
চেয়াড়ে কুড়িয়া পোতে সপ্ত ঘড়া ধন।
চণ্ডিকা বলেন কালু ব্যাধের নন্দন
নগরের মাঝে দিহ আমার ভবন।
পূজিহ মঙ্গলবারে করাইহ[৩] জাত
গুজুরাট নগরেতে তুমি হইবে নাথ।
অতি নিচ কুলে জন্ম জাতিতে চোহাড়
কেহো না পরশ করে লোকে বলে রাড়।
পুরোহিত কেবা মোর হইব ব্রাহ্মণ
নিচ উত্তম হয় পাইলে কিবা ধন।
তোমার পুরোহিতে[৪] পাব[৫] আমার দরশন
নিবেক তোমার দান উত্তম ব্রাহ্মণ।
এতেক বলিয়া হৈল চণ্ডীর গমন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

১০৮

দশ দণ্ডে হেমথালে করিয়া ভোজন
খট্টায় নিদ্রা জায় বান্যা[১] করিয়া শয়ন।
বণিক-সিঅরে মাতা কহেন সপন
কালী প্রভাতে আসিব বীর ব্যাধের নন্দন।
অঙ্গুরি সুমূল্য করি বদলী দিহ[২] ধন
এতেক বলিয়া হইল চণ্ডীর গমন।
মহাবীর আইল যথা বণিকের ঘর
গাইল পাঁচালি মুকুন্দ কবিবর॥[৩]

তৃতীয় দিবস

নিশা পালা

১০৯

বান্যা বড় দুঃশীল[১] নাম মুবাবি শীল
লেখা জোখা কবে টাকা-কড়ি
পাইয়া বীবেব সাড়া প্রবেশে ভিতব বাড়া
মাংসেব ধারী[২] ডেড বুড়ি ।
খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু
কোথা হে বণিকবাজ বিশেষ আছএ কাজ
আমি আইলাঙ সেই হেতু ।
বব বচন শুনি আসি বলে বান্যানি
ঘবে নাহী সহব-পোতদাব[৩]
কালে তোমাব খুড়া গেছেন খাতকপাড়া
কালি দিব মাংসেব ধাব ।
আজি কালকেতু জাহ ঘব
ঠ আনিহ এক ভাব হাল বাকি দিব ধাব
মিষ্ট কিছু আনিহ বদব ।
শুন গো শুন গো খুড়ি কিছু কার্য আছে ডেড়ি
অঙ্গুবি ভঙ্গাইয়া লব কড়ি
মাব জোহার খুড়ি কালি দিহ বাকি কড়ি
জাই অন্য বণিকেব বাড়ি ।
দণ্ড চাবি কবহ বিলম্বন
সহাস[৪] কবিযা বাণী আসি বলে বান্যানী
দেখি বাপা অঙ্গুবি কেমন ।
ধনেব পাইযা আশ জাইতে বীরের পাশ
ধায বান্যা খড়কিব[৫] পথে
মনে বড় কুতূহলি কান্দে কাড়িব থলি
হড়পি তরাজু কবি হাথে ।
করে বীব ব্যান্যাকে[৬] জোহাব
বান্যা বলে ভাইপোয ইবে নাহী দেখি তোষ
এ তোমাব কেমন বেভাব ।
উঠিযা প্রভাতকালে কাননে বাখিএ[৭] জালে
হাথে শবে চাবি পব ভ্রমি
ফুল্লবা পসবা কবে সন্ধ্যাকালে আইসে ঘবে
এই হেতু নাহী আসি আমি ।
ভাঙ্গাইব একটী অঙ্গুবি
হইয়া মোবে অনুকূল উচিত কবিবে মূল
বিপদসাগবে জেন তবি ।
বীব দেয অঙ্গুবি বান্যা প্রণাম করি
জে|খে বান্যা চড়াইযা পড়্যান
কাঁচি দিয়া কৈল মান সোল রতি দুই ধান
শ্রীকবিকঙ্কণ বস গান ॥

১১০

রতি প্রতি হইল বীব দশগণ্ডা দর
দুই ধানেব কড়ি তাহে পাঁচ গণ্ডা কব ।
অষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুবির কড়ি
মাংসেব পিছিলা কড়ি ধাবি দেড় বুড়ি ।

একুনে হইল অষ্ট পণ আড়াই বুড়ি
চালু ডালি কিছু লহ কিছু লহ কড়ি ।
অঙ্গুরির মূল্য শুন্যা ব্যাধের নন্দন
অঙ্গুরি সকল মিথ্যা সপ্ত ঘড়া ধন ।
কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহী পাই
জে জন অঙ্গুরি দিল দিব তাঁর ঠাঞি ।[1]
বান্যা বলে দরে বাড়া হইল পঞ্চবট
মোর সনে সদা কবি না পাবে কপট ।
ধর্মকেতু ভায্যা সনে কইনু লেনা দেনা
তাহা হইতে ভাইপো হইয়াছ অধিক সেয়ানা ।
কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া
অঙ্গুরি লইয়া জাব অন্য বণিকের পাড়া ।
হাথ বদল করিতে বান্যার গেল মন
পদ্মাবতী সনে মাতা গগনে হাসন ।
এমন সময় হইল আকাশে ভারতী
বীরের লইতে ধন না করিহ মতি ।
সাত কোটি টাকা দেহ অঙ্গুরির মূল
চণ্ডিকা দিয়াছেন বীরে হইয়া অনুকূল ।
অকপটে সাত কোটি টাকা দেহ বীরে
বাড়িব তোমার ধন অভযার বরে ।
আকাশে ভারতী শুনে বান্যার নন্দন
দৈব-যোগে অন্য নাহি করে সেই জন ।
হৃদয়ে চিন্তিয়া বান্যা বলেন মহাবীরে
এতক্ষণ পরিহাস করিল তোমারে ।
সাত কোটি টাকা হয় অঙ্গুরির ধন
তবে অনুমতি দিল ব্যাধের নন্দন ।
খন্যে[2] হইতে হারে মাপ্যা দিল তাঁরে টাকা
অকপটে দিল ধন মু না কৈল বাঁকা ।
লেখা করি দিল বীরে অঙ্গুরির ধন
বলদ নাদীয়া[3] বীর আনিল ভবন ।
সর্বধন সম্বরিয়া রাখে বীর খন্যে
ব্যয় করিবারে কিছু রাখিলেন গুন্যে[4] ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

১১১

পাইয়া টাকার পাট চলে বীর গোলাহা৷
পাছু ধায় শতেক কিঙ্কর
সেবক জোগায় পান বিয়নি বিচয়ে আন
বৈসে বীর দুলিচা উপর ।
কানে কলম হাতে দ্বত আইল কায়স্থ-সু৷
মহাবীরে নোঙাইল মাথা
রাউত মাহুত মাল জেবা ধরে অসি ঢা৷
বীরের শুনিঞা আইল কথা ।
আনন্দে পূর্ণিত মন ভাঙ্গায চণ্ডীর ধ৷
কিনে বস্তু শত শত লেখা
বিচারিয়া কেহো দেখে কাগজে কায়স্থ লে৷
সায করি বল্যা[1] দেই টাকা ।
কনকের সাজাকুড়া[2] বিচিত্র পাটের গ৷
মাজকুড়া[3] হিরায় জড়িত
চন্দন তরুর পিড়া[4] লম্বিত মুকুতা ঝু৷
কিনে দোলা রত্নে ভূষিত ।
পর্বতিয়া টাঙ্গন তাজি বাছিয়া কিনিল ঘা৷
গজ কিনে পর্বতের চূড়া
লম্বমান মুতিয়ার অঙ্গদ কঙ্কণ হ৷
কিনে বীর কনক সাঁপুড়া ।
যুদ্ধের জানিয়া মর্ম অভেদ্য কিনিল ঘ৷
নানারত্ন-ভূষিত মুকুট
কিনিল মহিষা ঢাল তাড়িপত্র তরোয়াল[5]
মুঠি জার বিচিত্র পুরট[6] ।
তবক বেলক টাঙ্গি ভিন্দিপাল সেল সাঙ্গি
ভুসণ্ডি ডাবুষ খরসান
হিরামুঠি জমধর পট্টিশ খেটক শর
কিনে বীর কামান কৃপাণ ।
পুরিতে জায়ার সাদ কিনিল পাটের জাদ
মণি-মুকুতা তাহে বেড়ি
হিরা নিলা মুতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা
কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণ-চুড়ি ।

নিজোজিয়া জনে জনে ধেনু মহিষ কিনে
বলদ কপোত কিনে খাসী
[illegible]ট বিমান রথ কিনে বীর শত শত
খাট পালঙ্ক কিনে দাসী ।
[illegible][7] মুসুরি মাষ ধান্যে নাহি দিশপাশ
গুড় তিল মুগ বরবটী
[illegible] কিনিল ছোলা মুলাইয়া চিনির গোলা
তৈল কিনে উমানিঞা ঘটি ।
[illegible] বীর নানা ধন গজ-পিষ্ঠে আরোহণ
নিকেতন করিল পয়ান
[illegible]পদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১১২

[illegible] কাটে বন শুনি বেবুনিয়া জন
আইসে তারা দেশে দেশে হইতে
[illegible] [illegible]ঠারি[2] বাসী[3] টাঙ্গী কিনে[4] রাশি রাশি
কিনে বীর সভাকারে দিতে ।
[illegible]দেশের জন নামে আইসে দামু[5]গণ
শতেক জনের আগুয়ান
[illegible] দেখি বীর মনে বড় সুস্থির
জনে জনে দিল গুয়া পান ।
[illegible]য়া দক্ষিণ দিশা[6] আইল জন নামে ভাসা[7]
পঞ্চশত জনের অধিকারী
[illegible]সিয়া মহাবীর সব জনে করি স্থির
দেখে বীর জন সারি সারি ।
[illegible]চমের বেবুনিয়া আইল দফর[8] মীঞা
সঙ্গে জন দুই হাজার
[illegible] করি[9] দুই কর জপে পির পেগম্বর
বন কাটী বসায়[10] বাজার ।
[illegible] করিয়া জন প্রবেশ করিল বন
সহস্র বেবুনিঞা জন
বন কাটে দিয়া গাড়া পাইয়া বেবুনিয়ার সাড়া
ধায় বাঘা করিয়া করুণ ।[11]
কেহো মুর্চ্ছা হইয়া পড়ে কদলী জেমন ঝড়ে
কেহ বীরে নিবেদে অঞ্জলি
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
ব্রাহ্মণরাজার কুতূহলী ॥

১১৩

মহাবীর তোমার বেবুনে নাকি সাদ
কানন ভিতরে বাঘ আজি[1] পাইয়াছিল লাগ
হইয়াছিল বড় পরমাদ ।
দেখিয়া বাঘার কোপ ঝাটাপারা দুটা গোঁফ
গগনে লাগ্যাছে দুটা কান
বিকট দশনগুলা মাঘমাস্যা জেন মূলা
জুভাখান খাণ্ডার সমান ।
দেখিতে চণ্ডলগাঁত নখ আঁচড়য়ে খিতি
দেউটি-সমান দুটা আঁখি
তার অতি খিন মাঝ জেন দেখি মৃগরাজ
চলিতে উড়এ যেন পাখী ।
বিশ নখ জমধর দেখিয়া লাগয়ে ডর
লেঙ্গুড়[2] লাগ্যাছে তার শিরে
কপাট-সমান বুক জম-সম ভীম মুখ
কুমারের চাক জেন ফিরে ।
পাইয়া বেবুনিঞার সাড়া মেলিয়া বিকট দাড়া
বেবুনিঞা জনে খাইতে ধায়
আছে পরমাঞি-বল তোমার পুণ্যের ফল
বিদায় করিব[3] তুয়া পায় ।
বেবুনিঞার কথা শুনি মহাবীর মনে গুনি
আশ্বাস করিল বীর জনে
প্রণাম করিয়া ভানু হাথে লইয়া শর-ধনু
প্রবেশ করিল বীর বনে ।

উঠিয়া পর্বতপাড়ে নেহালয়ে ঝোপঝাড়ে
পাইল বাঘার দরশন
উমাপদাহিত-চিত রচিল নৌতন গীত
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১১৪

বাঘ দেখি আকর্ণ পূরিত কৈল বাণ
আকর্ণ পুরিয়া বীর করিল সন্ধান।
মহাবীর দেখী বাঘা নাঞি করে ভয়
পথ আগুলিয়া বাঘা মুখ মেলি রয়।
লাফে লাফে ধায় বাঘা আঁচড়িয়া খিতি
শর হাতে বীর বলে দেখিল দুর্মতি।
সূর্য নাহি উদয় করে ভুবন আঁধার
ভালমন্দ সভাকার করহ বিচার।
ধন দিয়া সত্য কইল নগের নন্দিনী
আজি হইতে আর নাহি বধিহ পরানী।
মোর কীছু দোষ নাহি হইয় পবমান
জানু ভূম্যে পাতিয়া ছাড়িয়া দিল বাণ।
সাঞি সাঞি করিয়া বাণ জায় তুরিতে
বাণটা তুলিয়া বাঘা চিবাইল দাঁতে।
জুড়িতে উত্তম বীর লইল আর বাণ
নাপ দিয়া ধরে বাঘা বীরের ধনুকখান।
বজ্র মুটকি বীর মারে তার মুণ্ডে
ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়ে তার তুণ্ডে।
মুটকির তেজ জেন তবকের গুলি
একঘায়ে ভাঙ্গে বাঘার মাথার[১] খুলি।
মুটকি খাইয়া বাঘা পুনুরপি ধায়
বজ্র চাপড় মারে মহাবীরের গায়।
মহাবীরের গায় তার নখ নাহি ফুটে
চাপড় খাইয়া বীর বলে নাই টুটে।
পাছু হৈয়া মহাবীর জুড়িল কৃপাণ
একঘায়ে বাঘারে করিল দুইখান।
হরি হরি স্মঙরিয়া বন কাটে জন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১১৫

মহাবীর হাথে ধনু ফিরএ কানন
বন কাটে বেরুনিঞা জন।
শর নল[১] খাকড়া ইকড়ি[২] টাঙ্গ
ওকড়া ধুথুরা কাটে অপাঙ্গ
আঁকড় কাটে সিআলি নেহালী
আটিসর কাটসর কাটিল নাটা
ভাদালী ভাযনা[৩] চোরপালীটা।
ঝোকড়া ঝাউ কাটে আদাড়মালী।
গুর‍্যাখন বিরতি[৪] কাটে সোমজাজি
পেটারিআ পুরল্যা ভারদ্বাজি
টাঙ্গুর ঝাটি কাটিল কাল্যা নোয়া
পাতা সিজ ঘোড়া সিজ গুড়কাঁউলি
বাকস বেতস পানিসিআলি
সাঁজাত্যা পাঁজ্যাতা কাটিল সর্বজয়া।
নোয়াড়ি সেআড়ি বরুনা সাঁঞি
বেউড় বাঁশের অবধি নাঞি
কেতুকি ধাতুকি কাটিল বামনহাটী
সেআকুল ডামাকুল সিঙ্গারবেত
কোদালীয়া কাটিয়া[৫] করিল খেত
কুলিটা চালিতা কাটিল বারাটি[৬]।
দেবধান গগড় ময়না[৭] কাঁটা
সাল পানীচাকুল্যা কাটিল নাটা[৮]
বেউচ সায়ড়া কাটিল আর্তগু
পুড়্যাতি বিছাতি কাটিল বন-শণ
উড়ম্বর পিডরা[৯] বন-বাগান
পড়াসি পুন্যাজি কাটিল ভুরেণ্ডি[১০]।

চাকন্দিআ কাসন্দিআ নিসন্ধ্যা ভেলা
গোরোকচাণ্ডলি কাটে কাসীমলা
চেণ্ডা[১১] বহু বাঁস কাটিল মান্দারি
আমড়া বয়ড়া হরিড়া ধ্রব[১২]
সুথান কাননে মেটাইল দব
কুক্কুরছড়্যা কাটিল গামারি ।[১৩]
ডেফল কাফল করন্দার বন
করঞ্জি মেঙ্গুদি[১৪] কাটে আসন
বুণ্ডি মামুড়ি[১৫] কাটিল বাবলা
সিমুলি ছাতিন আঙ্গনা নিম
পারুলি দেবদারু মারুল্যা সিম
তেউড়ি দন্তি[১৬] কাটিল আঙলা ।
মুগর তরলা[১৭] ভালুকা বাঁশ
মুড়া উজাড়িয়া[১৮] করিল নাশ
সিমুলি সোননা[১৯] কাটিল ধনিচা
সিরিষ করকট বনচালিতা
মানগড়্যা বাকুচি কুচাইলতা
কুসুম কাটিল নাটা বনবিচা ।
পলাষ পাকড়ি খদিরের বন
মহাকড়া কাল্যাকড়া উলু বেনা বন
ভাঁটি সাঁটি কাটিল আদাড়ে
মাণ্ডুড়ি পাণ্ডুরি[২০] কাটে শতমূলী
ফলহীন আম জাম কাটিল কুলি
নাদন চারুকুল কাটিয়া উপাড়ে ।
ঘাঁটুফুল ঘাঁটুকাল কাটিল কেয়া
উকন্যা বিরুন্যা ববাই লআ
হড়কচ কড়কচ কাটে কামরাঙ্গা
কাঁটাল কদলি রাখিল গুআ
অশ্বথ রাখিল মূল বান্ধিয়া
রাখিল রুদ্রাক্ষ জায়ফল লবঙ্গ ।
মালতী মল্লিকা নেহালী চাঁপা
ভুজঙ্গকেসর রাখিল জবা
টকর[২১] তুলসী রাখিল রাঙ্গন
করুণা কমলা ছোলঙ্গ টাবা
তাল নারীকেল নগরে শোভা
শঙ্কর পূজিতে রাখিল বেলবন ।
বটতরু রাখিল ষষ্ঠীর ধাম
মহাতরু রাখিল জনবিশ্রাম
মূল বান্ধিল আনিয়া থৈকর
নৃপতি রঘুনাথ কৈল[২২] অবধান
দিয়া বহুধন কৈল[২৩] বহুমান
গীত গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥

১১৬

কত মায়া জান আগ মায়াধরি
কে তোমা চিনিতে পারে
ব্রহ্মার ধেয়ানে এ চারি বয়ানে
করজোড়ে স্তুতি করে ।
আদ্যা সনাতনী শাম্ভবী[১] ব্রহ্মাণী
শক্তিরূপা তিন দেবে
শঙ্খিনী শূলিনী কপালমালিনী
তিন লোকে তোমা সেবে ।
ধাত্রী[২] শাকম্ভরী গৌরী দিগাম্বরী
জয়ন্তী কালী মঙ্গলা
তুমি ভদ্রকালী সেবে পুণ্যশালী
হরতনু-হেমমালা ।
দুর্গা শিবা ক্ষেমা চণ্ডী চণ্ডভীমা
বালশশিশিরোমণি
ভৈরবী ভাবতী বাণী বসুমতী
সংসার-দুঃখতারিণী ।
কৌষিকী কুমারী রোগশোকহারী
বারাহী বিন্দুবাসিনী
দুষ্টে উগ্রচণ্ডা বাসুলী চামুণ্ডা
শ্রীফল-শাখাবাসিনী ।
দক্ষমখহরা ভবদুঃখতরা
মহাকালী বর্গভীমা

ব্রহ্মা পুরন্দর হর দিবাকর
দিতে নারে তব সীমা।
যাদব-সেবিতা নন্দগোপসুতা
শুম্ভনিশুম্ভনাশিনী
খেম গ রঙ্কিণী মহিষমর্দিনী
শঙ্করী সিংহবাহিনী
বিপদের কালে প্রবেশি পাতালে
প্রাণনাথে কৈলে দয়া
খণ্ডিয়া দুর্গতি রাখ ভগবতী
দিয়া চরণের ছায়া।
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান

১১৭

এত স্তুতি কৈল যদি ব্যাধের নন্দন
কৈলাসে হইল চণ্ডীর অস্থির মন।
পদ্মাবতী বলি ডাক পাড়ে ঘনে ঘন
স্মরণ করিতে পদ্মা আইলা ততক্ষণ।
গণনা করিয়া পদ্মা বলিল বচন
মহাবীর কালকেতু করে স্মঙরণ।
এমন শুনিঞা চণ্ডী পদ্মার ভারতী
বিশ্বকর্মে পান দিয়া দিলেন আরতি।
মোর ব্রতে যদি বিশাই কর অবধান
মহাবীরের নিজপুরী করহ নির্মাণ।
বিশ্বকর্ম শিরে ধরি চণ্ডীর আদেশ
বেরুনিঞা বেশে তথা করিল প্রবেশ।
তেনমতে প্রবেশ করিল হনুমান
বীরের তোলেন ঘর হইয়া সাবধান।
আওয়াস তুলিল এক কোশ পরমান
আপনি কোদালী ধরে বীর হনুমান।
বিশ্বকর্ম নিরমিঞা দিলেন কোদাল
আড়ে দশ বেণ্ড়ু দিঘে প্রমাণ বিশাল।
জখন কোদাল ধরে বীর হনুমান
বাসুকী নাগের শির হয় কম্ফমান।
নাঞি গাড়ি পাতে বীর না ধরে সিঅনি[১]
অঞ্জলি করিয়া হনুমান তোলে পানি।
গোড়াদাওয়া[২] দিল বীর শুভক্ষণ বেলা।
পোয়ালের কুণ্ড সম হনুমান তোলে চেলা।
এমন পাঁচির দিল হইল চারি পাট
বাছিয়া[৩] পাথর দিল বীর ঝানকাট।
তাল সম উভ বীর করিল পাঁচির
পাথরের দাওয়া দিল হনুমান মহাবীর।
মুড়ালী রচিয়া তথি আরোপিল কাট
চারি হালা খড়ে বিশাই ছাইল চারি পাট।
পুরীর ভিতরে রচে চারি চতুঃশালা[৪]
মাজ্যা পিড়া খোপনা বান্ধে দিয়া শিলা।
অন্তঃপুরে সরোবর করিল নির্মাণ
পাষাণে বান্ধিল তার ঘাট চারিখান।
উত্তরে খড়কি সিংহদ্বার পূর্বদেশে
পাষাণে রচিত ঘাট সান চারি পাশে।
সাতানৈঞা রত্নে[৫] বিসাই ধরে সুতা
ইন্দ্রনীল পাষাণে রচিত কৈল পোতা।
সপ্ত[৬] মহলে তোলে চণ্ডিকার দেউল
নানা চিত্র লিখে বিশাই হইয়া অনুকূল।
নানারত্ন দিয়া তথি রচিল পিণ্ডিকা
গান কবি মুসুন্দ প্রসন্ন চণ্ডিকা॥

১১৮

সিত পক্ষ ত্রিয়োদশী গুরু তারা-জুত শশী
তথি যোগ নাম আউষ্মান
সুধন্য কার্ত্তিক মাস বীর তোলে আওয়াস
বিশ্বকর্ম সঙ্গে হনুমান।

দেবকারু বিশ্বকর্ম তার পুত্র দারুব্রহ্ম
শিবে ধরে চণ্ডিকার পান
[illegible] জ্ঞাতি বন্ধু নাতি উজ্জাগর দিনরাতি
নানাচিত্র করএ নির্মাণ।
[illegible]ন মহাবীর নখে করে দুই চির
শিলা তবু পর্বতসণ্ডধ
[illegible] পত্র একচিত সঙ্গে জ্ঞাতি চারিভিত
গিরিসম তুলিল নিলয়।[১]
চার চৌরি চতুঃশালা মাঝে পিড়া খো[২]-ঢালা
পাষাণে রচিত নাছ-বাট
[illegible] বিহঙ্গ তথি রূপে জিনী অমরাবতী[৩]
পাটশাল পুরট-কপাট।
[illegible]সের পূর্ব পাশে বিচিত্র কলস বেসে
বিরচিত বিষ্ণুর দেউল
[illegible] নিলা হিরা খণ্ড বসিতে বিষ্ণুর পিণ্ড
আনল বিজুলি সমতুল।
[illegible]ভাগে দুর্গা-মেলা তার পিছে পাটশালা
সিংহদ্বার পূর্বে জলাশয
[illegible] উত্তরভাগে জলহরি তার আগে
প্রতি বাড়ি কূপের সঞ্চর।
[illegible] মাঝে শিবের মন্দির[৫] সাজে
অনাথমণ্ডপ অন্নশালা[৬]
[illegible]ডি জনের তরে দিঘল মন্দির করে
প্রবাসীগণের জথা মেলা।
[illegible] ভাব-বোঝা কুমার পোড়ায় পাঁজা
নানা ইট করএ নির্মাণ
[illegible]চিত্রে ইট কাটে দেউল হুদুরা মটে
সৌধময়[৭] কৈল পুরীখান।
[illegible] দীঘি-তট তাহাতে বিচিত্র মট
প্রতিমাদি করিল নির্মাণ।[৮]
[illegible] হিরা নিলা খণ্ড নিরমিল দোলাপিণ্ড[৯]
কদম্বকানন সন্নিধান।
প[illegible] [illegible]বনালয় তুলিলেন সত্র সত্র
দলীজ মসিদ নানা ছাঁন্দে
সুধন্য কৌসলকালা[১০] তুলিল রন্ধনশালা
রিরি চাখে বান্দি জথা বান্ধে[১১]।
অযোধ্যা সমান পুরী বিশাই নির্মাণ করি
পূর্ব[১২] দ্বারে রচিল কপাট
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
বর্ণনা[১৩] নগর গুজরাট॥

১১৯

দ্বারিকা সমান পুরী বিশাই করিল নির্মাণ
দুইজনে চণ্ডীর প্রসাদ পাইল পান।
পুরী দেখি পুরিল বীরের অভিলাষ
কেহ বহে গুজুরাটে কেহ জায় বাস[১]।
[illegible]সাদ ভাবিয়া বীর শূন্য দেখি পুরী
[illegible]স্তাপনাশিনী দুর্গা স্তাবে ঈশ্বরী।
তুমি সত্ত্ব তুমি রজ তুমি তিন গুণ
আরাধনে তুমি হরি হর তিনজন।
[illegible]বিপদনাশিনী তোমা গায় হরিবংশে
কৃষ্ণের কারণে বক্ষা ভাণ্ডাইয়া কংসে।
যমুনা আবর্তশালী বিশাল করালী
তাথ পার কইলে হরি হইয়া শৃগালী।
ধন দিয়া কাটাইলে গুজরাট বন
কি কারণে এত গুলা তোলাইলে ভবন।
প্রজাকে আনি[illegible]ত নারি আমার সকতি
নগর বসাইতে মাতা উর গো ভগবতী।
এত স্তুতি কৈল যদি ব্যাধের নন্দন
কৈলাসে চণ্ডীর হইল অস্থির মন।
পদ্মাবতী বলি ডাক পাড়ে ঘনে ঘনে
স্তাবন করিতে পদ্মা দিল দরশন।
গণনা করিয়া পদ্মা বলিল বচন
কালকেতু মহাবীর করয়ে স্তাবন।
অবিলম্বে গেলা মাতা কলিঙ্গনগরে
স্বপ্ন কহেন মাতা প্রতি ঘরে ঘরে।

নগর বসায বীব বনেব ভিতরে
ধান গরু টাকা সোনা দেই সভাকারে।
তোমারে ত বলি শুন বুলন-মণ্ডল
তথা গেলে তোমা সভাব অনেক কুশল।
স্বপ্ন কহেন মাতা কেহো নাহী শুনে
পদ্মা বলেন চল গঙ্গা সন্নিধানে।
অবিলম্বে চলিলা গঙ্গার সন্নিধানে
অভযামঙ্গল কবিকঙ্কণে গানে॥

১২০

গঙ্গা সাধিতে আপন কাম আইলাও তোমাব ধাম
বহিবে আমাব কিছু ভাব
প্রাণের বহিনি গঙ্গে চল গো আমাব সঙ্গে
জাব দেশ কলিঙ্গ বাজাব।
দিদী সন্তাপ কব গো মোব দূব
ধরিয়া উন্মত্ত-বেশ হাজাব কলিঙ্গ দেশ
তবে বৈসে গুজবাট-পুব।
হই গো বিষ্ণুর দাসী বিষ্ণুপদ হইতে আসি
সেই প্রভু গতি সভাকাব।
হইয়া বিষ্ণুর অংশা কাব নাহি কবি হিংসা
কেন দেশ হাজাব বাজাব।
পর-পীড়া দেখি লাগে ডব
পরের দেখিয়া দুঃখ হই আমি অশ্রুমুখ
তাবে বড় সদয়হৃদয়।
কুম্ভীরমকরগণ জীব হিংসা অনুক্ষণ
কিবা গুণে ধব তারে কোলে
মহাপাপ জারে গায় সে জন তোমায়ে নায়
কে তোমারে বৈষ্ণবী বলে।
গবর না কর মোর আগে
আসিয়া তোমার নীরে বালিঘাট[১] করি মবে
সেই বধ তোমায লাগে।
পূর্বতপেব ফলে আসিযা আমার নীরে
তনু তেজি আপন ইৎসায়
মহিষ ছাগল মেষ খাইয়া কইলে অবশেষ
সেই বধ লাগয়ে তোমায়ে।
নিচ পশু নাহী ছাড় বরা
স্ত্রী হই করিলে রণ বধিলে অসুবগণ
সমরে করিলে পান সুরা।
তোরে আমি ভাল জানি পিয়াছিলি জহ্নু মুনি
তোমার না করি জল পান
কোন মড়া পেসে কূলে কোন মড়া ভাসে জলে
শ্মশানেতে তোমার অধিষ্টান।
ছাড় গঙ্গে আপন বড়াই
উচিত বলিব যদি তোমা সম পাপ নদী
ভুবন খুঁজিলে পাইতে নাঞি।
দুহাঁব কন্দল শুনি পদ্মাবতী বলে বাণী
চল জাব সমুদ্রের স্থান
আজ্ঞা দিলে জলনিধি আসিব সকল নদী
শ্রীকবিকঙ্কণ বস গান॥

১২১

কোপে কম্পমান তনু কম্ফে সর্ব গা
যোজন যোজন বই পড়ে এক পা।
নিমিষেকে উত্তরিলা সমুদ্রেব ধাম
সম্ভ্রমে উঠিয়া সিন্ধু করিল প্রণাম।
পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক দিল আচমনী
পূজা করি সিন্ধু তারে বলে স্তুতিবাণী।
অবনি লোটাইয়া সিন্ধু জোড় করি কর
কিসের কারণে মাতা আইলে মোর ঘর।
চিরদিন নাহি মাতা আইস ভদ্রকালী
আমার আশ্রম আজি হইল পুণ্যশালী।
মোর পুণ্যে তরু হীন হইল ফলবান
আমার আশ্রমে দুর্গা তুমি বিদ্যমান।
পূর্বে পবিত্র আমি গঙ্গার মিলনে
ততোধিক হইল তব পদ-দরশনে।

চণ্ডিকা বলেন ভিক্ষা দেহ সিন্ধুপতি
দেহ নদনদীগণ আমাব সংহতি।
হাজাব বাজাব দেশ বসাব নগব
ঘোষণা বাখিব বীবেব অবনি ভিতব।
এমন শুনিঞা সিন্ধু চণ্ডীব বচন
হাথে হাথে নদনদী[১] কৈল সমর্পণ।
প্রণাম[২] কবিয়া দিল পুষ্পক বিমান
ইন্দ্রেব ভুবনে মাতা কবিল পযান।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ইন্দ্র জোড কবি কব
কিসেব কাবণে মাতা আইলে মোব ঘব।
নীলাম্ববে খিতি লইযা মনে ভাবি ব্যথা
মহেন্দ্র তোমাব লাজে নাহি তুলি মাথা।
পুত্রশোকে পুবন্দব কান্দিযা বিকল
সুবপুবে উঠে ক্রন্দনেব মহাবোল।
চণ্ডিকা বলেন শুন বাপা পুবন্দব
অবিলম্বে আন্যা দিব তোমাব কোঙব।
সাত দিবসেব তবে দেহ চাবি মেঘে
নীলাম্ববেব কার্য কবি আন্যা দিব বেগে।
এমন শুনিঞা ইন্দ্র চণ্ডীব বচন
হাথে হাথে চাবি মেঘ কৈল সমর্পণ।
অভযাচবণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত॥

চল রে পুষ্কর মেঘ দুষ্কর তোমার বেগ
সঙ্গে চল কুমুদ বামন
তুমি যদি মন কর প্রলয় করিতে পার
কলিঙ্গের কোথায গণন।
আবর্ত[১] মেঘবাজ করহ চণ্ডীর কাজ
লইবে অঞ্জন পুষ্পদন্ত
ঝনঝনা বৃষ্টি শিলা সঙ্গে লৈয়া কর লীলা[২]
কলিঙ্গপুবেব কব অন্ত।
সম্বর্ত কবহ হিত কর গিয়া যথোচিত
সার্বভৌম সংহতি[৩] লইযা
মোব কার্যে দেহ দৃষ্টি কলিঙ্গে করহ বৃষ্টি
জেমন বলেন মহামাযা।
গজ জোগাইবে বাবি বরিষ মুষলধারি
ঝাট জাহ কলিঙ্গনগব
প্রলযকালেব মত ঝড়বৃষ্টি অবিরত
কলিঙ্গেব না বাখিহ ঘব।
চণ্ডীব আদেশ পায লঘুগতি মেঘ ধায়
পঞ্চাশ পবন কবি ভর
খেনেকে বাযুব বেগে গগন জুড়িল মেঘে
চৌঘোডে[৭] কলিঙ্গনগর।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদযমিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদযনন্দন
তাহাব অনুজ ভাই চণ্ডীব আদেশ পাই
বিবচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

১২২

শুন শুন মেঘগণ কর ঝড়-বরিষণ
কলিঙ্গে হইযা প্রতিকূল
মোব মখভঙ্গকালে আকুল কবিলে জলে
জেন নন্দ-গোপের গোকুল।
পান লেহ মোব দ্রোণ শুধিবে আমার লোন
শীঘ্র চল চণ্ডিকাব সঙ্গে
পুণ্ডরীকে ঐবাবতে দুই গজ লৈয়া সাথে
বিষ্টি কবি ডুবাবে কলিঙ্গে।

১২৩

ঈশানে উঠিল মেঘ সঘনে চিকুর
উত্তব পবনে মেঘ ডাকে দুরদুর।
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল
চাবি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল।
কলিঙ্গে বহিযা মেঘ ডাকে ঘোর নাদ
প্রলয গুনিযা প্রজা ভাবযে বিষাদ।

হুড়হুড় দুরদুর বিপরীত ঝড়
বিপাকে চতুর প্রজা উঠ্যা দিল রড় ।
ধূলি আচ্ছাদিত হইল চারিভিত
উলটিয়া পড়ে ঘর প্রজা চমকিত ।
চারি মেঘে জল দেই অষ্ট গজরাজ
সঘনে চিকুর পড়ে বেঙ্গ-তড়কা বাজ ।
করিকর-সমান বরিষে জলধারা
জলে একাকার মহী পুখুর হইল হারা ।
ঘন বাজ-ধ্বনি চারি মেঘের গর্জন
কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন ।
পরিচ্ছেদ নাহী সন্ধ্যা দিবসরজনি
স্মঙরে সকল লোক জনক জননি[১] ।
গর্ত ছাড়ি ভুজঙ্গ ভাসিয়া বুলে জলে
নাহীক নির্জল[২] স্থল কলিঙ্গ-মণ্ডলে ।
সাত দিন জলবৃষ্টি হয় নিরন্তর
আছুক শস্যের কাজ হাজ্যা গেল শর ।
মাঝ্যায় পড়িল শিল বিদারিয়া চাল
ভাদ্রপদ মাসে জেন পড়ে পাকা তাল
চণ্ডীর আদেশে ধায় বীর হনুমান
মট হুদরা ভাঙ্গ্যা করে খানখান ।
চারিদিকে ধায় ঢেউ পর্বতবিশাল
উঠে পড়ে ঘরগুলা করে দোলমাল ।
চণ্ডীর আদেশে ধায় নদনদীগণ
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১২৪

চণ্ডীর আদেশে ধায় নদনদীগণ
কলিঙ্গ দেশের[১] সনে করিতে মিলন ।
আজ্ঞা দিল ভবানী চলিলা মন্দাকিনী
ছাড়িয়া গগন-স্থিতি
সঙ্গে মকরজাল ছাড়িয়া পাতাল
চলিলা ভোগবতী ।
প্রবলতরঙ্গা ধাইল গঙ্গা
সঙ্গে দিনকর-সুতা[২]
ধাইল দ্রুতপদ ষোল শয় মহান
সরযূ ধায় বেগজুতা ।
আমোদর দামোদর ধাইল দারুকেশ্বর
সিলাই চন্দ্রভাগা
কুবাই দাবাই[৩] ধাইল দুই ভাই
বগাটীর খাল[৪] ধায় বগা ।
ধাইল ঝুমঝুমি করিয়া দামাদামি
ঘিআই মুণ্ডাই সঙ্গে
ধাইল তারাজুলী গুঙ্কারা কুতূহলী
রত্না[৫] চলিলা রঙ্গে ।
খরতর-লহরী ধাইল গোদাবরী
কালা ধায় দামোদর
খালি জুলি সঙ্গে চলিলা রঙ্গে
বুড়া মস্তেশ্বর ।
ধাইল বরুণা গঙ্গা যমুনা
অজয় সরস্বতী
ধাইল কুন্তী কালা ধায় গোমতী
সরমা কংসাবতী ।
ধাইল কাঁসাই মহানদী বিড়াই
খরস্রোতা বামন্যার[৬] খানা
চারিদিগে জল হইল ধবল
কলিঙ্গ জুড়িয়া ফেনা ।
বাজাইয়া দণ্ড মাকড়া[৭] চণ্ডী
নড়িলা সত্বর হইয়া
সঙ্গে কাল্যাঘাই চলিলা[৮] মহানই
স্বর্ণরেখা লইয়া ।
নদনদী দেখিয়া কৌতুকে অভয়া
উঠিলা কেশরি-যানে
ললিত ছন্দে দ্বিজবর মুকুন্দে
পাচালী-প্রবন্ধে ভনে ॥

১২৫

দুঃখিত কলিঙ্গরায় হাথি ঘোড়া ভাস্যা যায়
অট্টালায় উঠে রামাগণ
?েে প্রবেশে জল রহিতে নাহিক স্থল
খাট পালঙ্গ ভাসে নানা ধন ।
?খয়া জলের স্থিতি চিন্তিত কলিঙ্গপতি
সাজন কবিয়া আনে নায়
?াবরাব সহিত রাজা করিয়া তরির পূজা
আরোহণ করে দণ্ডরায় ।
?াখয়া তোমার দোষ কোন দেব কৈল রোষ
মজিল তোমাব ?েপদ
? ধৌত দেহ দান সাধিবে দ্বিজের মান
বাড়িবেক তোমার সম্পদ ।
?িজের বচন শুনি নরপতি মনে গুনি
কনক-অঞ্জলি দিল জলে
?নন্দী পাইয়া মান সভে গেলা নিজ স্থান
রাজা সুস্থিক[১] কর্মফলে ।
?ব চুটে নীব দোখ বাজা সুস্থিরমতি
দ্বিজগণে দিল নানা ধন
?াচয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্দ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১২৬

বিষাদ ভাবিয়া প্রজা করয়ে ক্রন্দন
দুই চক্ষু হইল সভার ধারা শ্রাবণ ।
বুলন মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই
হাজিল বিলের শস্য তারে না ডরাই ।
মসহাত করিল রাজা দিযা খাটদড়ি[১]
প্রথম আঘনে[২] চাহি তিন তেহাই কড়ি ।
কেহো কেহো বলে ধন থুইয়াছিলাঙ চালে
চালের সহিত ধন ভাস্যা গেল জলে ।
দেশমুখ বলে ভাই শুন মোর বোল
সভে ভাস্যা গেল মোর কাপাস সাত ডোল ।
ভাণ্ডু[৩] দত্ত বলে মোর কর্মের ফল
আমার দুয়ারে জল হইল অথল[৪] ।
উঠানে ডুবিয়া মরি না জানি সাঁতার
জটে ধরি মাগু মোর করিল উদ্ধার ।[৫]
বুলন মণ্ডল গেল বীরের নগর
গাহিল পাচালী মুকুন্দ কবিবর ॥

১২৭

শুন ভাই বুলন মণ্ডল
আইস আমার পুব সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব হেমকুণ্ডল ।
আমার নগরে বৈস জত ভূমি চাষ চষ
সাত[১] সন বই দিয় কর
হাল পীছে এক তঙ্কা না করিহ কারে শঙ্কা
পাটায়[২] নিসান মোর ধর ।
নাঞি দিহ বাউড়ি রয়্যা বস্যা দিহ কড়ি
ডিহিদার নাহি দিব দেশে
সেলামী বাঁসগাড়ি নানা বাবে জত কড়ি
নাহি দিহ গুজুরাট দেশে ।
পার্বনি পণ্ডক-জাত ওড়া-লোন সানা-ভাত
ধানকাটী কলম-কসুরে
জত বেচ চালু ধান তার নাহি নিব দান
অঙ্ক নাহী বাড়াইব পুরে ।
জত বৈসে দ্বিজবর তার নাহি নিব কর
চাষভূমি বাড়ি দিব দান
হইয়া ব্রাহ্মণের দাস পূরিব সভার আশ
জনে জনে সাধিব সম্মান ।
ভাণ্ডু[৩] দত্ত হেন কালে আসিয়া মধুর বলে
মোর আগে কেবা পাব মান[৪]
দামিন্যা-নগরবাসী সঙ্গীতে অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

১২৮

ভেট লৈয়া কাঁচকলা পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগু ভাঁড়ুদত্তের পয়ান
ফোঁটা পাটা[১] মহাদম্ভ ছিঁড়া জোড়ে কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরসান[২]।
প্রণাম করিয়া ধীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতাইয়া খুড়া খুড়া
ছিঁড়া কম্বলে বাস মুখে মৃদু মৃদু হাসি
ঘন ঘন দেই বাহু-নাড়া।
খুড়া আইলাঙ[৩] প্রতিআসে বসিতে[৪] তোমার দেশে
আগেতে ডাকিবে ভাঁড়ু দত্তে
জতেক কায়েস্থ দেখ ভাঁড়ুর পশ্চাৎ লিখ
কুলে শীলে বিচারে মহত্ত্বে।
কহিয়ে আপন তত্ত্ব আমলহাঁড়ার দত্ত
তিন কুলে আমার মিলন
ঘোষ-বউষের কন্যা দুই নারী মোর ধন্যা
মিত্রে কৈল কন্যা বিতরণ।
গঙ্গার দুকুল কাছে জতেক কায়েস্থ আছে
মোর ঘরে করয়ে ভোজন
ঝারি বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া করি ব্যবহার
কেহো নাহী করয়ে রন্ধন।
বহুপরিবার মেলা দুই মাগু[৫] চারি শালা
চারি পুত্র বহিনি সাথুড়ি
ছয় মাতা[৬] আট চেড়ি এই হেতু ছয় বাড়ি
ধান্য দিলে নাহী দিব বাড়ি।[৭]
হাল বলদ দিবে খুড়া দিবেহে বিছন-পুড়া
ভান্যা খাইতে ঢেঁকি কুলা দিবে
আমি পাত্র তুমি রাজা আগে আন মোর পূজা
অবশেষে ভাণ্ডুরে জানিবে।
ভাণ্ডুর বচন শুনি মহাবীর মনে গুনি
ভাণ্ডুর করেন বহুমান
দামিন্যা-নগরে বাসী সঙ্গীতের অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

১২৯

সঘনে নাড়িয়া শির গাণ্ডটি প্রবন্ধে ধীর[১]
ভাঁড়ু দত্ত কহে কানকথা[২]
জেই হেতু প্রজা বৈসে কহি আমি সবিশেষে[৩]
একে একে প্রজার বারতা।[৪]
তাড়বালা দিবে মান দিবে হে বলদ[৫] দান
উচিত কহিতে কিবা ভয়
জিনিতে প্রজার মাথা পত্র নিবে এক ছিয়া
বন্দে বন্দে জেন প্রজা রয়।
জখন পাকিবে খন্দ পাতিবে বিষম ফন্দ
দারিদ্রের ধানে নিবে নাগা
খাইয়া তোমার ধন না পালায় কোন জন
অবশেষে নাহী পাবে দাগা।
দেওয়ান ঘোষের[৫] বেটা পড়িত আমার চিঠা
জারে বল বুলান মণ্ডল
[বুঝিয়া করহ কাজ শেষে নাঞি পাও লাজ
ভালমন্দ তোমার সকল][৬]
পরিত পুরান[৭] কাচা ভানিত আমার ভাচা
চাষা বেটা হব দেশমুখ
নফরের হাথে খাঁড়া বহুড়িজনের ভাড়া
পরিণামে দেই মহাদুঃখ।
[আমি কায়েস্থের মুখ্য তুমি খুড়া জাহে পক্ষ
মোরে কর সহর-মণ্ডল][৮]
থাকিতে সকল প্রজা আগে মোর কর পূজা
কহিয়া দিল প্রকার সকল।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

১৩০

কলিঙ্গনগর ছাড়ি প্রজা লয় ঘর-বাড়ি
নানা জাতি বীরের নগরে

বীরের পাইয়া পান বৈসে যত মুসলমান[১]
পশ্চিম দিগ বীর দিল তারে।
আইসে[২] চড়িয়া তাজি সৈয়দ মোলনা কাজী
খইরত দেয় বীর বাড়ি
পুরের পশ্চিম পাটী বলায় হাসনহাটী
এক-মুদনিয়া[৩] ঘর-বাড়ি।
ফজর সময়ে উঠি বিছাই[৪] লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ[৫]
সোলেমানী[৬] মালা ধরে জপে পীর পেগম্বরে
পিরের মোকামে দেই সাজ।
দশ বিশ বিরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুক্ষণ পড়য়ে কোরান
বসাইয়া কেহ হাটে পিরের সিরিনি বাঁটে
সাঁজে বাজে দগড়ি নিসান।
বড়ই দানীশবন্দ কাহেহ না করে মন্দ[৭]
প্রাণ গেলে রোজা নাহী ছাড়ি
ধরে কম্বুজ-বেশ শিরে নাহী রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ী।
না ছাড়ে আপন পথে সদাই টুপী দেই[৮] মাথে
ইজার পরয়ে দড় নাড়ি[৯]
জাব দেখে খালি মাথা তা সনে না কহে কথা
সারিয়া দণ্ডের মারে বাড়ি।[১০]
আটনা বেটনা[১১] নিঞা বসিল সকল[১২] মিঞা
ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মুছে[১৩] হাথ
সুবানি লোহানী স্পানী[১৪] কিতাবী[১৫] বিত্তানি হুনি[১৬]
পাঠান বসিল নানা জাত।
বসিল অনেক মিঞা আপন তবর নিঞা
কেহো নিকা কেহো করে বিহা
মোললা পড়াইয়া নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলিমা পড়িয়া।
করে ধরি করা[১৭] ছুরি মুরগী[১৮] জবাই[১৯] করি
দশ গণ্ডা দরে পায় কড়ি
বকরি জবাই জথা মোললাকে দেই মাথা
দরে[২০] পায়ে কড়ি ছয় বুড়ি।
জত শিশু মুসলমান করিয়া[২১] দলিজখান
মকদ্দম পড়ায়ে পড়ানা[২২]
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
গুজরাটপুরের বর্ণনা॥[২৩]

১৩১

রোজা নেমাজ না জানিঞা বোলাইল গোলা
তাসন করিয়া কেহো নাম ধরে জোলা।
বলদে বহিয়া ধান বলাইল মুকারি[১]
পিঠা বেচিয়া নাম বলাইল[২] পিঠাহারি[৩]।
মৎস্য বেচিয়া নাম বলাইল কাবাড়ি[৪]
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি।
হিন্দু হইয়া মুসলমান হয় গরসাল
কাঁন হইয়া মাগ্যা খায় পায়্যা নিশাকাল।
সানা বান্ধিয়া নাম ধরে সানাকর
জীবন[৫] উপায় তার পায়্যা তাঁতিঘর।
পট লৈয়া ফিরে[৬] কেহো নগরে নগরে
তিরকর হইয়া কেহো নিরমায় শরে।
কাগজ কুটিয়া নাম বলায় কাগতি[৭]
কলন্দর[৮] হইয়া কেহো ফিরে দিবারাতি।
নানাবৃত্তি করিয়া বসিল মুসলমান
সাবধান হইয়া শুন হিন্দুর উঠান[৯]।
অভয়াচরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥

১৩২

পাইয়া বীরের পান বৈসে জত কুলস্থান
বীরের নগরে বিপ্রগণ
শাস্ত্র বিচার করে আশিষ করিয়া বীরে
নিত্য পায়[১] ভূষণ চন্দন।

কুলে শীলে নহে নিন্দা মুখটী চাটুতি বন্দ্য
কাঞ্জিলাল গাঙ্গুলি ঘোষাল
পুইতণ্ডি বৈসে হড় রাইগাঞি কেশরগড়
ঘণ্টেশ্বরি[২] বইসে কুলীডাল[৩]।
পারীসাতি পিতমণ্ডি ঝিকবাড়ি নালখণ্ডি
পোড়ারি বড়াল কুডমাল
চোটখণ্ডি পলসাঞি দিগাড়ি কুসুমগাঞি
সাঙ্গাড়ি কুলপী বটিয়াল।
কড়িয়াল কুলস্যাল সিমলাঞি কুলিডাল
পিপলাই বৈসে পূর্বগাঞি
ধনে মানে অতিচণ্ড বাবরি পিচাসখণ্ড
করলাই নিবসে[৪] পলসাঞি।
পালধি হিজলগাঁই মাসচড়ক ডিঙ্গসাঞি
কয়োড়ি দানড়ি ভুরিস্টাল
বটগ্রামী নন্দিগাই ভাটাতি সবাসাঞি
নালশী কায়াজি মিশ্রীয়াল।
গাঞি নাঞী গোত্র আছে বসিল বঁড়িবি[৫] কাছে
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নয় শত
ব্যবহারে বড় রিজু নিত্য পড়যে যজু
বেদবিদ্যা মুখে অবিরত।
দেখিতে সুসারি সারি ব্রাহ্মণের ঘরওসারি
সারি সারি বিষ্ণুর সদন
কনককলস চূড়ে নেতের পতকা উড়ে
গৃহশিরে শোভে সুদর্শন।
কেহ হয় অধিষ্ঠাতা কোন দ্বিজে কহে কথা
কেহো পড়ে আগম[৬] পুরান
নানা দেশ হইতে আইসে পড়ুয়া বিদ্যার আশে
দেই বীর হয় গজ দান।
মুর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখিয়া পূজার অনুষ্ঠান
চন্দন তিলক পরে[৭] দেব পূজে ঘরে ঘরে
চালের পুটলী[৮] বান্ধে টান।
ময়রা ঘরে পায় খণ্ড গোপ ঘরে দধিভাণ্ড
তেল ঘরে তৈল কুপী ভরি

কোথাহ মাসরা[৯] কড়ি কেহ দেই ডালি বড়ি
গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতরি।
গুজুরাট নগরে ঘরে ঘরে শ্রাদ্ধ করে
গ্রামযাজী করি অধিষ্ঠান
সাঙ্গ করি দ্বিজ কয় কাহন দক্ষিণা হয়
হাথে কুশে দক্ষিণা ফুরান।
গালি দিয়া লণ্ডে ভণ্ডে ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে
কুলপাঁজি করিয়া বিচার
জে নাহি গৌরব করে সভায় বিড়ম্বে তারে
জাবদ না পায় পুরুস্কার।
গুজুরাট এক পাশে গ্রহবিপ্রগণ বৈসে
বর্ণদ্বিজগণ মঠপতি
দীপিকা ভাস্বতী ধরে জ্যোতিষ বিচার করে
বালকের লিখয়ে জাওযাতি।
মাথায় পিঙ্গল জটা কাপড়ি সন্ন্যাসী-ঘটা
ঝুলি বান্ধিয়া এক পাশে
গায়ে নানা তীর্থচিহ্ন ভিক্ষা মাগে অনুদিন
এক পাশে গুজুরাটে বৈসে।
সদা লয় হরিনাম ভূমি পায় ইনাম
বৈষ্ণব বসিল গুজুরাটে
বাঁধা কমণ্ডলু লাঠি গলায় তুলসী-কাঁঠি
সদাই গোঙায় গীত-নাটে।
আওজন[১০] ঘরবাড়ি দেই বীর বাক্য পড়ি
কুশ তিল নীর করি করে
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
সুখে থাকী আবড়া নগরে।

১৩৩

দেই বীর বাসা জত প্রজা বৈসে শতশত
আপনার ছাড়িয়া নিবাস
তেমনি ইনাম বাড়ি প্রজা নাহি গনে কড়ি
সভাকার হৃদয়ে উল্লাস।

ক্ষেত্রি বৈসে ভানুবংশ সর্বলোক অবতংস
চন্দ্রবংশ বৈসে মহাজন
পুরান শ্রবণ আশে বসিল বিপ্রের পাশে
অনুদিন দ্বিজে দেই দান।
দোসর জমের দূত বৈসে যত রজপুত
মল্ল বৈসে রাজচক্রবর্তী
[illegible] সেবে অনুক্ষণ দ্বিজে দেই নানা ধন
দেশে দেশে জাহার খেয়াতি।
করিয়া[১] আখড়া ঘরে দণ্ডযুদ্ধ কেহ করে
মল্লবিদ্যা গুলি চাপগারি[২]
[illegible]যা দণ্ডকের[৩] বাড়া কেহ করে[৪] মেলা পাড়া
ঢাল পাতী কেহ জায়ে হারি।
[illegible] সি পুর গুজুরাটে নিবাস করিল ভাটে
অবিরত পড়য়ে পিঙ্গল
[illegible]ব দেই খাসা জোড়া চড়িতে উত্তম ঘোড়া
নিত্য চিন্তে বীরের মঙ্গল।
বৈসে বৈশ্য মহাজন কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ
কৃষিকর্ম করে গোরক্ষণ
কেহ কলন্তর লয় কেহ বৃষে ধান্য বয়
পালয়ানী বেচে[৫] কোন জন।
কেহো দর করি তোলা হিরা নিলা মুতি পলা
অষেশ সফরে ভ্রমি আনে
সাজন করিয়া নায় নানা সফর যায়
শঙ্খ চন্দন ভরি আনে।
চানর পামরি ভোট সকল্লাত গজঘোট
পট্টি সতরঞ্জ লাখে লাখে
এক বেচে আর কেনে নিত্য নিত্য বাড়ে ধনে
গুজুরাটে প্রজা বৈসে সুখে।
বৈদ্যক জনের তত্ত্ব গুপ্ত সেন দাস দত্ত
কর আদি বৈসে কুলস্থান
[illegible]নিকায় কার যশ[৬] কেহো প্রয়োগের বশ
নানাতন্ত্র করয়ে বাখান।
উঠিয়া প্রভাতকালে ঊর্ধ্ব ফোঁটা করি ভালে
বসন মণ্ডিত করি শিরে
পরিয়া উজ্জল ধুতি কাখে করি লয়া[৭] পুথি
গুজুরাটে বৈদ্যজন ফিরে।
জার দেখে সাধ্য রোগ ঔষধ করএ যোগ
বুকে ঘা মারিয়া আগে ধায়[৮]
অসাধ্য দেখিযা রোগ পালাইতে করে যোগ
নানা ছলে করয়ে বিদায়।
কর্পূর পাঁচন করি তবে জিয়াইতে পারি
কর্পূরের করহ সন্ধান
রোগী সবিনয় বলে কর্পূর আনিতে চলে
সেই পথে বৈদ্যের পালান[৯]।
বৈদ্যক জনের পাশে অগ্রদানিগণ বৈসে
নিত্য করে রোগীর সন্ধান
রাজকর নাহি দেই বৈতরণী ধেনু নেই
হেমগর্ভ তিল লয় দান।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

১৩৪

ভেট লইয়া দধি মাছ ঘৃত কুম্ভে বান্ধি গাছ
কায়েস্থ আইলা মহাজন
প্রণাম করিয়া বীরে নিজ নিবেদন করে
সুখী হইলা ব্যাধের নন্দন।
কায়েস্থ মিলিয়া ভাষে আইলাঙ তোমার পাশে
গুজরাটে করিব বসতি
বিচার করিয়া তুমি দিবে ভাল বাড়ি ভূমি
প্রজাগণে কর অবগতি।
কোনজন সিদ্ধকুল সাধ্য কেহ ধর্মমূল
দোষহীন কায়েস্থের সভা
প্রসন্ন সভার[১] বাণী লিখাপড়া সভে জানী
ভব্যজন নগরের শোভা।

অনেক কায়েস্থ মেলা দেখিয়া তোমার খেলা
আইলাঙ তোমার সন্নিধান
কুলে শীলে হীনদোষ কেতো মাহেশের[2] ঘোষ
বসু মিত্র কুলের প্রধান।
তব গুণে হইয়া বন্দি পাল পালিত নন্দী
সিংহ সেন দেব দত্ত দাস
কর নাগ সোম চন্দ ভদ্র বিষ্ণু রাহা নন্দ
একস্থানে করিব নিবাস।
বীর কর অবধান প্রজাগণে দেহ পান
ভূমি বাড়ি করিয়া চিহ্নিত
কিছু দিবে ধান্য বাড়ি বলদ কিনিতে কড়ি
সাধন লইবে বিলম্বিত।
ত্যাগ করি কলিঙ্গে লক্ষ ঘর প্রজা সঙ্গে
একস্থানে করিব নিবাস
বিচার করিয়া তুমি দিবে ভাল বাড়ি ভূমি
শুনি বীরহৃদয়ে উল্লাস।
ধার লহ লক্ষ তঙ্কা কারেহ না কর শঙ্কা
দক্ষিণ আশায় কর বাস
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
রঘুনাথ রাজার[3] প্রকাশ॥

১৩৫

নিবসে হলিক[1] গোপ না জানে কপট কেপে
খেতে উপজায়[2] নানা ধন
গুড় তিল মুগ মাষ গম সর্ষা[3] কাপাস
সভার পূর্ণিত নিকেতন।
তেলি বৈসে কত জনা কেহ চাষী কেহ ঘনা
কিনিঞা বেচয়ে কেহ তেল
কামার পাতিয়া শাল কুঠারি[4] কোদাল[5] ফাল
গড়ে টাঙ্গি অঙ্গরখি[6] সেল।
লইয়া গুবাক পান বৈসে তাম্বুলিগণ
মহাবীরে নিত্য দেই বিড়া
গুবাক সহিত পানে বিড়া বান্ধে সাবধানে
কখন না পায় রাজপীড়া।
কুম্ভকার গুজুরাটে হাঁড়ি কুঁড়ি গড়ে পিটে
মৃদঙ্গ দগড় কাড়া পড়া
শত শত এক জায় গুজুরাটে তন্তুবায়
ভূমি খুনি ধুতি বোনে[7] গড়া।
মালী বৈসে[8] গুজরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে
মালা মউড় গড়ে ফুলঘর
ফুলেব পুটলি বান্ধে সাজি দণ্ড করি কান্ধে
ফিরে তারা নগরে নগর।
বারুই নিবসে পুরে বোরজ[9] নির্মাণ করে
মহাবীবে নিত্য দেই পান
বলে যদি কেহ নেই বীরের দোহাই দেই
অনুচিত না দেই বিধান।[10]
নাপিত বইসে তথা কক্ষতলে করি কাতা
করে ধরি রসান দর্পণ
আঘরি[11] নিবসে পুরে আপনার বিত্য করে
অনুচিত না করে কখন।
মোদক প্রধান রানা করে চিনি কারখানা
খণ্ড নাড়ু করয়ে নির্মাণ
পশরা করিরা শিরে নগরে নগরে ফিরে
শিশুগণ ধরয়ে জোগান।
সরাক বৈসে গুজরাটে জীবজন্তু নাঞি কাটে
সর্বকাল করে নিরামিস
পাইয়া ইনাম বাড়ী বুনে নেত পাট সাড়ী
দেখি বড় বীরের হরিস।
বৈসে যত গন্ধবান্যা গন্ধ বেচে ধূপধুনা
পসরা করিয়া চলে হাটে
শঙ্খবান্যা কাটে শঙ্খ কেহ তার করে রঙ্গ
মণিবান্যা বৈসে গুজুরাটে।
কাঁসারি পাতিরা শাল ঝারি খুরি গড়ে থাল
বাটী ঘটী বট-লই[12] শিপ
সাঁপুড়া চুনাতি[13] বাটা উরমাল ঘাঘর ঘাঁটা
সিংহাসন গড়ে পঞ্চদীপ।

সুবর্ণবণিক বৈসে রজত কাঞ্চন কষে
পোড়ে ফোড়ে দেখিয়া সংশয়
কিছু বিচে কিছু কিনে নিত্য নিত্য বাড়ে ধনে
পুর মধ্যে জাহার নিলয়।
নিবসে পশাতোহর পুর মধ্যে জার ঘর
নির্মাণ করয়ে অভরণে
দেখিতে দেখিতে জন হরয়ে পরের ধন
হাত বদলিতে তারা জানে।
পল্লব-গোপ বৈসে পুরে কান্ধে ভার বিকী করে
বন ভাঙ্গ্যা বসায় বাথান
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
মনোহর পাঁচালি নির্মাণ॥

১৩৬

পাইয়া ইনাম খিতি বৈসে প্রজা নানাজাতি
আনন্দিত বীরের নগরে
বীর করে বহুমান দেই দিব্য পরিধান
নাটগীত সভাকার ঘরে।
মৎস্য বেচে চষে চাষ কৈবর্ত ধীবর[১] দাস
কলু নগরে পিড়ে[২] ঘানী
বাইতি নিবসে পুরে নানাবিধি বাদ্য করে
পুরে ভ্রমে মাজুরি বিকনি।
[পুর মধ্যে বৈসে নড়ি নানাবর্ণে গড়ে চুড়ি
জো দিয়া করয়ে গঠন
নগরের একপাশে বহু সোগণ বৈসে
সুরা তারা করে অনুক্ষণ।][৩]
বাগদি নিবসে পুরে নানা অস্ত্র লৈয়া করে
দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে
মাটীয়া[৪] নিবসে পুরে জাল বুনে মাছ ধরে
কোঁচগণ বৈসে নানা রঙ্গে।
নগরে করিয়া শোভা নিবসে অনেক ধোবা
দড়ায় শুখায় নানা বাসে
দরজি কাপড় শিঞে বেতন করিয়া জিঞে
গুজরাটে বৈসে এক পাশে।
শিউলি নিবসে পুরে খাজুর কাটিয়া ফিরে
গুড় করে বিবিধ বিধানে
ছুথার নগর মাঝে চিড়া কুটে মুড়ি[৫] ভাজে
কেহ করে চিত্র নির্মাণে[৬]।
পাটনি নগরে বৈসে রাত্রি দিন জলে ভাসে
পার করি লয় রাজকরে
আসি পুর গুজরাটে বৈসে জত জগাভাটে[৭]
ভিক্ষা মাগি বুলে ঘরে ঘরে।
চৌদুলি চুনারি মাঝি কোরঙ্গা দেখায় বাজি[৮]
মাল বৈসে পুরের বাহিরে
চণ্ডাল নিবসে পুরে লবণ বিক্রয় করে
পানিফল কেশুর পসারে।
গোহাল্যে গাইয়া গীত কোয়ালি ফিরয়ে নিত
এক ভিতে বসিল মারাটা
ফিরে তারা গুজুরাটে সুলঙ্গে পিলুই কাটে
ছানি ফোঁড়ে চক্ষে দিয়া কাঁটা।
দুরন্ত[৯] কিরাত কোল হাটেতে বাজায় ঢোল
জাতিজীবী[১০] বসিল কেয়লা[১১]
[কেওরা বসিল হাড়ি ঘাস কাট্যা লয় কড়ি
সুঁড়ির ঘরেতে জার মেলা।
মোজা পানাঞি জিন নিরমায়ে অনুদিন
চামার বসিল এক ভিতে
বিঅনি চালুনী ঝাঁটা ডোম গড়ে ছাতা নাটা[১২]
কিৰ্ত্তি করে হরষিত চিতে।
লম্পট পুরুষ আশে বারবধূগণ বৈসে
একভিতে তার অধিষ্ঠান
নাটুয়া কলন্ত সঙ্গে বসিল পরমরঙ্গে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

চতুর্থ দিবস

দিবা

১৩৭

মস্করা পুতিয়া বীর বান্ধে বনমালা[১]
হাটুয়া আনিয়া বীর দিল তাড় বালা।
বেরুনিঞা জন আনি বান্ধে নদী পানি
জত জন আসিব বেবাজ হাট শুনি ।[২]
কেহ তৈল আনে কেহ আনো খণ্ড দধি
ভক্ষ-দ্রব্য বেচে উপহার নানাবিধি ।
এমন সময়ে ভাঁড়ু দত্ত হাটে আইসে
পসারী পসার ঢাকে ভাঁড়ুর তরাসে ।
পসার লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ি
জত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাঞি দেই কড়ি ।
লণ্ডে ভণ্ডে দেই গালি বলে শালামালা
আমি মহামণ্ডল আমার আগে তোলা ।
টানাটানি করে ভাণ্ডু হাটুয়া নাঞি ছাড়ে
কেশে ধরি কিল লাথি মারে তার ঘাড়ে ।
পিঠে চুন মাখিয়া হাটুয়া চলিল আর্দাসে
ভাই বন্ধু পসার লইয়া চলে বাসে ।
অভয়াচরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

১৩৮

মহাবীর রাজ্য কর ভাঁড়ু দত্ত লইয়া
হের দেখ পিঠে চুন ভাঁড়ু দত্ত করে খুন
সভে জাইব বিদায় হইয়া ।
ভাঁড়ু জানে অনেক কলা পরদ্বন্দ্বে ধরে ছলা
টাকা সিকা নিত্য খায়ে[১] ধুতি
ভাঁড়ু জত পীড়া করে কে তাহা সহিতে পাবে
না জানি পালাইয়া জাব কথি ।
শাক বাইগণ মূলা[২] হাটে ভিন্ন লয় তোলা
ঘরে আস্যা লয় তার বেটা
নিত্য তার বহিন রাঁড়ি লুটি করিয়া লয় হাঁড়ি
কুমারে ধরিয়া আনে চেটা ।[৩]
চালু লয় চালুয়াতির[৪] ঘরে কড়ি চাহিতে তারে মারে
গুয়া পান নিত্য লয় ঠেঠা
নানাদেশে হইতে আইসে[৫] সাধুজন তব দেশে
নানাবাদ দেই তারে লেঠা[৬] ।
ভাণ্ডু পরাক্রমে নাহি টুটে গোপের পসার লুটে
নিত্য ধরে ঘাসকর দায়
তার বেটা বড় হুড় ময়রার লুটে গুড়
নিবেদিতে নাহীক স্বহায় ।
না পারে চষিতে[৭] খোড়া সাত বাড়ি করে জোড়া
আঁতরে পাঁতরে রোপে কলা
ছাগল গাড়র পায় তাহারে মারিয়া খায়
নিত্য ধরে অপরাধ-ছলা ।

ভাণ্ডুর বেটার কাজ কহিতে বাসিয়ে লাজ
জাতি লৈয়া পড়ি জায় খেলা
বহুড়ি পানীকে জায় আহড়ে থাকিয়া তায়
গাছে হইতে পেলিয়া মারে ঢেলা।
প্রজার গোহারি[৮] শুনি রোষজুত নৃপমণি
দূত দিল ভাণ্ডুরে আনিতে
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
গিরিরাজ-সুতার সঙ্গীতে[৯] ॥

১৩৯

দূতের বচনে ভাণ্ডু আইসে লঘুগতি
জুড়িয়া উভয় পানি বীরে কৈল নতি।
বলে মহাবীর ভাণ্ডু কি তোর ব্যবহার
কি কারণে নোট[১] মোর বেবাজ বাজার।
হিত উপদেশ বলি শুন ভাঁড়ু দত্ত
আপনি করিলে দূর[২] আপন মহত্ত্ব।
ইনাম বাড়ি তোলা ঘরে তুমি কর ঘর
ধান্য বাড়ি নাহি দেহ লাভ[৩] কলন্তর।
কিসের কারণে খুড়া ধর মোর ছলা
পূর্বাপর আছে মোর মণ্ডলিয়া[৪] তোলা।
প্রজা নাহি মানে বেটা আপনি মণ্ডল
নগর ভাঙ্গিলি ঠকা করিয়া কন্দল।
মণ্ডল বলিতে[৫] তোর মুখে নাহি লাজ
খর্ব হইয়া ধরিবারে চাহ দ্বিজরাজ।
[খুড়া জতগুলা প্রজা ছিল আমার নফর
আমার বচনে আল্য তোমার নগর।
কাজ পায়্যা খুড়া মোর ঘুচাহ মণ্ডলি
দেখিয়াছি খুড়া হে তোমার ঠাকুরালী।][৬]
তিন গোটা তির ছিল এক খানি বাঁশ
হাটে হাটে ফুল্লরা পসার দিত মাঁস।
দৈবদোষে আমি যদি আছিলাঙ কাঙ্গাল
দেখিয়াছি খুড়া হে তোমার ঠাকুরাল।
এমন শুনিঞা বীর ভাণ্ডুর বচন
লাঘব করিয়া তারে দিল বিসর্জন।[৭]
তর্জ্জন গর্জ্জন করি ভাণ্ডু জায় পথে
নিমিষেকে উত্তরিল কেহ নাহি সাথে।[৮]
হরি দত্তের বেটা হঙ জয় দত্তের নাতি
হাটে যদি বেচাঙ বীরের ঘোড়া হাথি।
তবে সুভাসিত করঙ[৯] গুজরাট ধরা
পুনুর্বার হাটে মাস বেচাঙ ফুল্লরা।
অনুক্ষণ চিন্তে ভাণ্ডু বীরের বিপাক
রাজভেট কাঁচকলা নিল পুইশাক।
চুপড়ি ভরিয়া নিল কদলির মোচা
স্থীর[১০] বসন পরে ভূম্যে নাম্বে কোঁচা।
পাগখানি বান্ধে ভাণ্ডু নাহি ঢাকে কেশ
কেসরিআর[১১] তিলকে[১২] রঞ্জিত কৈল বেশ।
কৈফিতের পাঁজিখান নিল সাবধানে
হরি শ্রুতি করিয়া[১৩] কলম গোঁজে কানে।
ভাণ্ডু দত্তের ছোট ভাই নাম তার শিবা
পঞ্চাশ[১৪] বৎসরে তার নাহী হয় বিভা।
শাম্য বাক্যে ছোট ভাইয়ের নিবারিল ক্রোধ
বিভা নাহী হয় তার দুই পায়ে গোদ।
ভাণ্ডু দত্ত বলে ভাই দঢ় কর হিয়া
এবার মণ্ডলি পাইলে আগে তোমার বিভা।
ছোট ভাই লইল ভেটের আয়োজন
ধীরে ধীরে ভাঁড়ু দত্ত করিল গমন।
দক্ষিণে বিজইহাটি বামে গোলাহাট
সম্মুখে মদনপুর সওয়া কোশ বাট।
রাজার দুয়ারে গিয়া দিল দরশন
নমস্কার করি ভেট এড়ে ততক্ষণ।
আইস আইস বলে তারে রাজপাত্রগণ
অনেক দিবস নাহি আইস কি কারণ।
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

১৪০

জুড়িয়া উভয় পানি ভাণ্ডু দত্ত বলে বাণী
খিতিনাথ চরণে তোমার
দিন গোঙায় মিছা কার্যে মন নাহি দেহ রাজ্যে
চোর খণ্ড না কর বিচার।
কাননে বধিয়া পশু উপায় করিত বসু
ফুল্লরা বেচিত মাংস হাটে
কোটাল ভ্রমিয়া দেশ না দেখহ সবিশেষ
কালকেতু রাজা গুজরাটে।
পূর্বে পিত ভাণ্ডে বারি এবে তার হেমঝারি
ঘটী বাটী সব হেমময়
চড়ে পর্বতিয়া ঘোড়া পরিধান খাসা জোড়া
ঘর তার কুবের-নিলয়।
ভাঁণ্ডু দত্ত জত কয় এক যদি মিথ্যা হয়
তবে কর প্রাণবধ দণ্ড
কহি আমি হিতবাণী মন দেহ নৃপমণি
কালকেতু রিপু হইল চণ্ড।
রঙ্ক দুঃখী নাহি চিনি হেমঘটে পিয়ে পানি
নাটগীত সভাকার ঘরে
ঘর ঘর জত আছে চলিব বীরের কাছে
না থাকিব কলিঙ্গ-নগরে।
বীর কত ভাগ্যবান তথা লক্ষ্মী অধিষ্ঠান
চারিদিগে পাথরের গড়
দুয়ারেতে মাতা[১] হাথি আছে তার দিবারাতি
কেবা তার হইব নিয়ড়।
বার দেই দণ্ডপাটে রাজ্য করে গুজরাটে
কার তরে নাহী করে শঙ্কা
অযোধ্যা-সমান পুরী আমি কী বলিতে পারি
সুবর্ণের জেনমত লঙ্কা।
স্মঙরি তোমার গুণ সুধিব তোমার লোন[২]
আইলাঙ বারতা জানাবারে
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
করি অম্বিকার পদ শিরে॥

১৪১

ভাণ্ডুর বচনে হইল নৃপতির রোষ
পাত্রমিত্র সভে বলে কোটালের দোষ।
কোপে আজ্ঞা[৩] করে রাজা লোহিত লোচন
কোটাল কোটাল ডাক ছাড়য়ে সঘন।
আসিয়া কোটাল নৃপে করিল জোহার
কোটালে বান্ধিতে আজ্ঞা হইল রাজার।
বলে রাজা কোটালিয়া খাও বৃত্তি-ভূমি
দেশের বারতা বেটা নাহী পাই আমি।[১]
এক রাজ্যে দুই রাজা বড় অবিচার
ধুতি খায়্যা বুল বেটা কোটাল আমার।
এমন শুনিঞা সভে রাজার বচন
সকরুণ ভাষে কিছু করে নিবেদন।
খলের বচনে নাহি করিও প্রমাণ
প্রভাতে আনিঞা দিব বীরের সন্ধান।
পাত্রমিত্র সভে ধরি রাজার চরণ
দূর কৈল কোটলের নিগুড় বন্ধন।[২]
চাল খাণ্ডা এড়িয়া জুগির ধরে বেশ
বিভূতি মাখিয়া জটাভার কৈল কেশ।
যাত্রা কৈল কোটালিয়া শুভক্ষণ বেল্যা
প্রহরী জতেক পাইক সভে হইল চেলা।
দক্ষিণ চরণ বান্ধে লোহার শিকলে
ত্রিবঙ্ক মস্করা[৩] দণ্ড ধরে কেহ করে।
কেশভার কৈল জটা গলে সিংহনাদ
কি জানি শিবের পায় হয় অপরাধ।
দক্ষিণে বিজইহাটি বামে গোলাহাট
সমুখে মদনপুর সওয়া কোশ বাট।
গুজরাটে নিশাচর দিল দরশন
শিবের মণ্ডপে কৈল অজিন আসন।[৪]
ভিক্ষা ছলে ফিরে চেলা পুরে অষ্ট আশা
কেহ গেল বীর জথা খেলিছেন পাশা।
মিষ্ট অন্ন-পানেতে পুরিয়া দিল থাল
কর্পূর তাম্বুল দিল ঘৃত পুষ্পমাল।

নিশাকালে নিশীশ্বর দেখিল নগর
পুরের নির্মাণ দেখি চিন্তেন অন্তর[৫]।
চারিদিগে রহে জত নফর চাকর
ভ্রমিয়া বুলিল তারা সহরে সহর।
সুধাময় দেখি পুরী নেতের পতকা
রাকাপতি বেড়ি জেন ফিরয়ে[৬] বলকা।
হাথি ঘোড়া দেখে বীরের সৈন্য সেনাপতি
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী ॥

১৪২

দেখিয়া নগর চিন্তে নিশীশ্বর
ভাণ্ডু কহে সত্যবাণী
গুজরাট পুরে বীর রাজ্য করে
আমি ইহা নাহি জানি।
মণির প্রকাশ তম করে নাশ
নিশি দিসি সম দেখি
বীরের নগরে রজনি বাসরে
তারা ভানু চন্দ্র সাক্ষি।
জত বৈসে লোক তার[১] নাহি শোক
সভার কৌশল বাসে
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে বিলেপন
মাল্য শোভে কেশপাশে।
শঙ্খ বেনি বীণা ভেরি ভরে নানা
বাদ্য বাজে ঘরে ঘরে
হএ নাটগীতে দেখি ঘর ভিতে
মঙ্গল প্রতিবাসরে।
বীরের সম্পদ দেখি দ্রুতপদ
কহেন বাজার স্থানে
কণ্ঠেতে কুঠার মাগে পরিহার
শ্রীকবিকঙ্কণে ভনে ॥

১৪৩

রায় দেখিলাঙ গুজুরাট প্রতিঘরে গীত নাট
অভিনব জেন দ্বারাবতী
অযোধ্যা মথুরা মায়া নাঞি তার ধরে ছায়া
জেন দেখি ইন্দ্রের বসতি।
প্রতি বাড়ি দেবস্থল বৈষ্ণবের অন্নজল
দুই সন্ধ্যা হরিসঙ্কীর্তন
দেখিলাঙ[১] অপরূপ সুগন্ধি অগোর ধূপ
প্রতি বাড়ি হরে দেবমন।
প্রতিঘরে সন্ধ্যাকালে মণিময় দীপ জ্বলে
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বীণা বেনি
কাঁসর[১] দুন্দুভি পড়া জগঝম্প বাজে জোড়া
মৃদঙ্গ বল্লকি বাজে সানি।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কক্ষা মালের মালম[২] শিক্ষা
তাল নাট গীতের বাখান
লইয়া বাসুলি-পাতা দেয়াসিন চালে মাথা
বাদ্যা রোজা পড়য়ে ঝাঁপান।[৩]
আশ্রম চত্বর স্থল কেহ পাশা বুদ্ধি বল
গুণিজন ভাসে[৪] গীতনাটে
রাম যেন বীর রাজা রঙ্ক দুঃখি নাহি প্রজা
কোন চিন্তা নাঞি গুজুরাটে।
নগরে নাগরি জনা ক্যনে নম্রমান সোনা
বদনে কর্পূর সনে[৫] পান
চন্দনে চর্চিত তনু জেন দেখি হেমভানু
তসর বসন পরিধান।
পাথরে নির্মাণ গড় দ্বারে বান্ধা হাথি-ঘড়
নিজোজিত চৌদিকে কামান
তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথি যুদ্ধশীল সেনাপতি
সেনাভরে মহী কম্পবান।
বীরের প্রতাপ দেখি অনুমানে হেন লখি
তোমারে না ভয় করে বীর
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্দ
চক্রবর্তি কবিত্বে সুধীর ॥

১৪৪

কালকেতুর ধনি কোটালের মুখে শুনি
কোপে রাজা লোহিত লোচন
সাজ্জ সাজ্জ ডাক ছাড়ে রায়ত মাহুত নড়ে
উতরোল ব্যালিশ বাজন ।
কাট কাট বলি তাজে[১] কলিঙ্গনৃপতি সাজে
গজঘণ্টা বাজে উতরোল
সাজ সাজ পড়ে ডাক দামা দড়মসা ঢাক
কলিঙ্গে উঠিল গণ্ডগোল ।
শত শত মত্ত হাথি লইআ আইসে সেনাপতি
শুণ্ডে বান্ধে লোহার মুদ্গর
মাহুত হাথির পিঠে শেল শাবল জাঠে
গগনে পুরয়ে আড়ম্বর ।
চারি চাবু মহাহয় রথে জুড়িয়া বয়
মহারথি জায় সারি সারি
ভিন্দিপাল খরসান তবক বেলক বাণ
ভুখণ্ডি ভাবুস গদা ধারি[২] ।
লয়্যা লক্ষ ফরিকাল ধাইল মদন পাল
ঘনঘন পেল্যা খাণ্ডা লোফে
দুঃসহ সেনার ভার খিতি ধরে একাকার
ফণিপতি আদি লোক কাঁপে ।
আশি গণ্ডা বাজে ঢোল তের কাহন সাজে কোল
করে ধরে কাঁড় তিন কাঠি
পরিধান বীর-ধড়ি মাথায়ে জালের দড়ি
অঙ্গে লেপিত রাঙ্গা মাটি ।
বাজন নপুর পায় বীর মুড্যা পাকি ধায়
রায়বাঁশ ধরে খরসান
শোলার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ পুরে
বাঁশে বান্ধে চামর নিশান ।
চতুরঙ্গ দল ধায় ধুলা উড়িল বায়
তিরোহিত হইল দিননাথ
রাজার চরণে ধরি বলে পাত্র অধিকারী
মস্তকে করিয়া জোড়হাথ ।
কোন ছার কালকেতু আপনি তাহার হেতু
কেন নাথ করিবে পয়ান
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

১৪৫

পাত্রের বচনে রহে কলিঙ্গনৃপতি
আগুদলে যুবরাজ[১] ধায় লঘুগতি ।
ডানি দিগে ধায় কোটাল ভীমরথ
রাজার জামাতা ধায় সেনা শতশত ।[২]
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া
আগুদলে জায় গজ পাখরিয়া ঘোড়া ।
রণসিংহ রণভীম ধায় রণঘাণ্টা[৩]
তিন ভাই কাঁড় বিন্ধে দিয়া চুনের ফোঁটা ।
পাইক প্রধান তিন ভাই আগুদল
বাণবৃষ্টি করে জেন মেঘে পেলে জল ।
রাজার পুরোহিত ধায় বিষম করাল
হয়-দলে আগুয়ান রাঘব ঘোষাল ।
[তবক বেলক কাছে কামান কৃপাণ
পৃষ্ঠদেশ তুণেতে পূর্ণিত শোভে বাণ ।][৪]
পথে জাইতে বিভাগ করিয়া নিল ঠাট
চারিদিকে বেড়িল নগর গুজরাট ।
সম্ভ্রমে বীরের ঠাঞি নিবেদয়ে চর
পাঞ্চালিকা রচএ মুকুন্দ কবিবর ॥

১৪৬

সভামাঝে বসিয়া দশ দশ বলিয়া
মহাবীর পাশা খেলে
এমন সময়ে চর জুড়িয়া দুই কর
সচকিত হইয়া বলে ।

বাহির হইয়া বীর দেখহ সত্বর
আইসে কাহার ঠাট
এবে লয় মতি কলিঙ্গ-ভূপতি
বেড়িলেক গুজরাট।
বিষম অতিবড় আইসে গজঘড়
সিন্দুরে মণ্ডিত মাথা
সিন্দুরিয়া মেঘ নদ আইল দ্রুতপদ
গগন ছাড়িয়া এথা।
দেখিয়াছি নিকটে লাক লাক শকটে
কামান সব থরে থর
দেখিয়া সন্ধান করি অনুমান
আইসে কোন নৃপবর।
হয়গজ-রব শুনি কাঁপয় মেদনী
ঘোরতর আড়ম্বর
করিকর পিঠে সেনাগণ উঠে
দেখিয়া লাগয়ে ডর।
বাদ্যের নাহী সীমা দুন্দুভি বাজে দামা
ঘন বাজে সিঙ্গা কাড়া
সানি বাজে ঢোল চৌদিগে গণ্ডগোল
ডিমিডিমি বাজয়ে পড়া।
শতশত বাজে ঢাক পাইক লাখে লাখ
কার কেহ ন্য শুনে বাণী
রায়বাঁশ্যা তবকী ঢালি ধানুকি[৩]
শ্রবণে কলকলি শুনি।
হয়-পদতালি উড়াইছে ধূলি
মিহির হইলা তত্ত্বে
মমতা করি দূর ছাড়ি এই পুর
শরণ করহ মহত্ত্বে।
চর মুখে ভাষা এড়িয়া পাশা
কোপিয়া মহাবীর সাজে
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত আরোপণ
চণ্ডীর চরণসরোজে ॥

১৪৭

সাজিল মহাবীর বিষম সমরধীর
চর দেই নগরে ঘোষণা
শত শত সিলী পড়ে রায়ত মাহুত নড়ে
শুনি পুরী ধায় সর্বজনা।
চেলনা[১] পরিধান কোপে বীর কম্পমান
কনক টোপর শোভে শিরে
যুদ্ধের জানিঞা মর্ম গায়ে আরোপিল চর্ম
দুই দিকে কাছে জমধরে।
দোয়াড়ি[২] চেয়াড় বাণ তরয়ার খরসান
ভূষণ্ডি ডাবুস চক্রবাণ
জেই দিকে চাহে বীর কোপে দৃষ্টি হইয়া ধীর
কোকনদ-রুচির বয়ান।
ধায় পাইক চাঁপাডাল ঢালে বাজে উরমাল
পায়ে বাজে সোনার নপুর
কার নাম সিংহরায় রাঙ্গা ধুলা মাখে গায়
রণসিংহ পাইকের ঠাকুর।
ধাবাড় পথের বাড় ঘন চৌখো চেয়াড়
বাঁশে বান্ধে হাঁড়িয়া চামর
রণ মাঝে দেই হানা বাহুমূলে বাঁধে বানা
খেদাবাগ রণে অকাতর।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-রঞ্জন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডিকা-আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১৪৮

পূর্বদ্বারে রহে কোটাল ভীমরথ
রাউত মাহুত রহে আর সেনা শত।
নিয়োজিল সেনাগণ দ্বার দক্ষিণে
জার কোলাহলে লোক কিছুই না শুনে।

পশ্চিম দ্বারে রহে সৈয়দ [উমরা][1] গাজি
জাহার ভিড়নে রয় সোল শয় তাজি ।
উত্তর দুয়ারে রহে বলাগল[2]-খান
রণে ভঙ্গ দেই সেনা শুনি জার নাম[3] ।
চারি দ্বারে রাউত মাহুত শত শত
গুজরাটে ধায় [সেনা] আচ্ছাদিত[4] পথ ।
এমন সময়ে কালু ব্যাধের নন্দন
প্রদক্ষিণ হইয়া বন্দে চণ্ডীর চরণ ।
অষ্ট তণ্ডুল দুর্বা চণ্ডীর প্রসাদ
মস্তকে ধরিয়া যুদ্ধে চলিলেন ব্যাধ ।
পশ্চিম দুয়ারে গিয়া দিল দরশন
রাজসেনা সঙ্গে বীর করে মহারণ ।
অভয়াচরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

রাজদলে দিতে হানা   ধায় সোল কোটি দানা
চণ্ডীর আদেশ ধরি শিরে
আনন্দে তরলমনা   পিয়ে রুধিরের পানা
কালকেতু সনে রণে ফিরে ।
চৌদিকে রাজার ঠাট   ঘন ডাকে কাট কাট
পরাক্রমে বীর নাহি টুটে[1]
চণ্ডী জারে স্বহায়   বীরের পাষাণকায়
শেল সাঙ্গি গায় নাহী ফুটে ।
জার বাণে নাহী রাক   বাণ এড়ে ঝাঁকে ঝাঁক[2]
ভীমমল্ল রাজসেনাপতি
আনন্দে তরলমনা   আদপথে[3] লোফে[4] দানা
মহাবীর রণে অব্যাহতি ।
মহামিশ্র জগন্নাথ   হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন
তাহার অনুজ ভাই   চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥[5]

১৪৯

বীর-বালা দুই ভুজে   বীর কালকেতু জুঝে
পশ্চিম দুয়ারে দিল হানা
রাউত মাহুত পড়ে   কদলী জেমন ঝড়ে
খর বহে রুধিরের খানা ।
বায়ু বসে পত্রভাগে   শমন শরের আগে
করালী ভৈরবী বৈসে ভুজে
শিঞ্জিনিতে বসে শেষ   ভৈরবি উন্মত্ত বেশ
জতক্ষণ মহাবীর জুঝে ।
কালকেতু রণে জুঝে   দানার নড়নে সাজে
উলটি পালটি দেই হানা
বাণ বৃষ্টি করে বীর   মেঘে জেন পেলে নীর
খর বহে রুধিরের ফেনা ।[1]
রাজসেনা বীর হানে   মেলিয়া জুগিনীগণে
কৌতুকে গাঁথয়ে মুণ্ডমালা
রণে অলক্ষিত হইআ   চৌষট্টি জুগিনি লৈয়া
উরিলেন সর্বমঙ্গলা ।

১৫০

পেলি অস্ত্র লোফে বীর মারে মালশাট
বিপক্ষ নাশিয়া   রণ জয় করিয়া
সৈন্যে জুড়িল কাট ।[1]
চৌদিকে ধাঁধাঁ   বাজায় দামা
তবকী তবকে রোল
পাইক দেই উড়াপাক   ঘন বাজে বির[2]-ঢাক
কার কেহ নাঞি শুনে বোল ।
দক্ষিণ দুয়ারে বীর জুঝি[3] তেজধাম
রাবণের সনে জেন জুঝেন শ্রীরাম ।
ডিণ্ডিম ডম্বর   পুয়রে অম্বর
ঘন বাজে জগঝম্প
ঘন বাজে সানি   রণজয়-বেনি[4]
গুজরাটে উঠিল কম্প ।

কোটালেরে বীরবর ছোড়য়ে খরশর
মেঘে জেন পানি পসলা
বাজিয়া বীরের গায় পাছু হইয়া পুনু জায়
পুষ্পের জেমন মালা।
কোটালের আগুদল ধাইল গজবল
লোহার মুগুর শুণ্ডে
রুষিয়া বীরবর করিল জরজর
মুটকি মারিয়া তুণ্ডে।
করিবর শুণ্ডে ধরিয়া মুণ্ডে
মুটকি মারি দিল টান
ছিণ্ডিল তুণ্ড ভাঙ্গিল মুণ্ড
কাঁকড়ি জেন খানে খান।
ধরিয়া রণে তুরগ চরণে
তুলিয়া দিল নাড়া
অঙ্গ ছাড়িরা তুরঙ্গ পড়িল
হাথে রহিল ফড়া।
কালকেতু-লম্ফে বসুধা কম্পে
অষ্ট কুলাচল ফিরে
ফণিগণ ছাড়িয়া মণিগণ পড়িল
ফণিপতি-মাথা ঘোরে।
বীরের বিক্রম দেখিয়া নিরুপম
নৃপতিসেনা দিল ভঙ্গ
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত বিরচন
দ্বিজবর নৃপতির রঙ্গ॥

১৫১

উত্তর দুয়ারে বাদ্য বাজায় ডিণ্ডিম
জুঝে জেন মহারণে কুরুবর ভীম।
রণসিংহ রণভীম ধায় রণঝাঁটা
তিন ভাই তিন্ন বিন্ধে দিয়া চুনের ফোঁটা।
পাইক প্রধান তিন পাই আগু রণ
বাণ বৃষ্টি করে জেন জল বরিষণ।
সন্ধান পুরিয়া বীর ছাড়্যা দিল বাণ
কাড়্যা নিল কালকেতু হাথের কৃপাণ।
আগু হইল পাইক রণে পাছু হইল ঘোড়া
পাছু পানে নহী চায় কানে কানে জোড়া।
সমরণ তারা নাহী জানে কোপে
অশোয়ার পেলে বাণ কালকেতু লোফে।
কামানিঞা কামান পাতিল থরেথরে
তালফল সম গোলা পেলিল ভিতরে।
গুরু স্মঙরিয়া তাহে ভেজাইল অনলে
পাছুইয়া পড়ে গোলা কোটালের দলে।
আনোআনি গালাগালী দুই বীর রোষে
দুই বীরে রণ জেন তুরঙ্গ মহিষে।
ঝনঝন বাজে দুহাঁর তরয়ার
দুই দলে শিল পড়ে ধূমে অন্ধকার।
কালকেতু বীর জানে সমরের সন্ধি
মালে মালে রণ করে দুহাঁ বিন্ধাবিন্ধি।
মণি হইতে রণ জেন কেশরী প্রসেনে
মাংস হেতু রণ জেন সয়চান সয়চানে।
দশনে দশনে জুঝে মাতঙ্গের গণ[১]
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুদ্ধ চরণে চরণ।
কাড়াকাড়ি পাইক জুঝে কেহ ঢাল-মাথে
ঠেলাঠেলি পড়ে কেহ জায় যমপথে।
রুধিরের নদীতে সাঁতরে ঘোড়া হাথি
স্থল নাহী পায় রথি ডুব্যা মরে তথি।
বীরের দাবড়ে পড়ে নৃপতির দল
গজ-চাপনে যেমন ভাঙ্গে নল।
আঠার নৃপতি যদি আইসে গুজরাটে
হেলায় বসিতে কালুরে নাহী আটে!
আমি ত নৃপতি সনে দিলাঙ উত্তর
তো ছার বেটার সনে নহিব স্মসর।
সেবকের যোগ্য তোর নহে নৃপবর
ধরিতে বাওন হইয়া চাহ সুধাকর।
পিপিড়ার পাখ উঠে মরিবার তরে
রাজপ্রহরণ তুঞি ধরিলি সমরে।

জানি জানি ওরে বেটা রাজার নফর
তো সনে উচিত নহে আমার উত্তর।
কাঠরিয়া বেটা ছিল কলিঙ্গ-নৃপতি
ধন দিয়া রাজা তারে কৈল ভগবতী।
কলিঙ্গ-রাজার জানি সকল বারতা
রণ ছাড়্যা জা বেটা লৈয়া নিজ মাথা।
দুই বীরে গালাগালি দুহেঁ কম্পমান
আকর্ণ পুরিয়া দুই বীর এড়ে বাণ।
তাড়িপত্র খাণ্ডা উভারিল বীরবর
তুরঙ্গ সহিত পড়ে পাত্র হরিহর।
উত্তর দুয়ারে জয়ী হয়্যা মহাবীর
পূর্বের দুয়ারে চলে সমর-সুধীর[২]
অভয়া চরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

বীরবর অঙ্গে শেল সাঙ্গি ভঙ্গে
রঙ্গে শিবসিংহ পুরে।
এমন সময়ে বীর বলে বড় সুস্থির
আগু হইয়া মারে মালসাট
বীরের বিক্রম দেখিয়া নিরুপম
যম সম জুড়িল কাট।
সমরে বীরবর ধরিয়া করিকর
মাথায় তুলিয়া দিল পাক
গেল শুণ্ড ছিঁড়ি হস্তি রণে পড়ি
তাতে সেনা মরে লাখে লাখ।
বীরের বিক্রম দেখিয়া নিরুপম
ন্‌পতির সেনা দিল ভঙ্গ
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল গীত রচন
দ্বিজবর নৃপতির রঙ্গ॥

১৫২

পূর্ব দুয়ারে জুঝে বীর বলাগল
বীরের দাবড়ে সেনা পড়ে রণস্থল।
বীরবর হবিবউল্লা আর সেক সৈদউল্লা
নৃপতির সেনা তেজে বাট
বীরের আগুয়ান পুরিয়া সন্ধান
হান হান শব্দে জোড়ে কাট।
বিষম করবাল রাঘব ঘোষাল
উভারে বীরের অঙ্গে
বীরবর-অঙ্গে করবাল ভঙ্গে
ত্রিপুরা হাসেন রঙ্গে।
রণেতে দুবরাজ সেনাপতি পায়্যা লাজ
শমন সমান বাণ পুরে
উভারে বীরবরে বীর চর্মে ধরে
চর্মের উপরে বাণ ঘুরে।
ভীমরথ ভীমমল্ল আর সেনাপতি শল্ল
শেল সাঙ্গি উভারিল শিরে

১৫৩

রাজসেনা ভঙ্গ দিল ভাঁড়ু ভাবে দুঃখ
আজি ভাণ্ডুদত্তে হইল বিধাতা বিমুখ।
পুত্রপরিবার[১] মোর পাপ গুজরাটে
গলিত কাঁকুড়ি জেন মোর বুক ফাটে।
চিন্তায় চিন্তিত ভাণ্ডু বিক্রমে বিশাল
নিষ্ঠুর বচন বলে গঞ্জিয়া কোটাল।[২]
রাজ খেম খাও বেটা কর রাজকাজ
মদে মত্ত [হয়্যা] পাছু নাঞি গুণ লাজ।
গায়ের গরবে ডাক বিক্রমে স্মসর
বড়াঞি করিলি তুঞি রাজার গোচর।
সেনাপতি সামন্ত সভার বিদ্যমান
বীর ধরিবারে বেটা আগে নিলি পান।
তঙ্কা লক্ষ বীরের খাইয়া জাও ধুতি
ভাঁড়ুদত্ত জিতে বেটা পলাইবে কতি।
ডাল ভাঙ্গে গাছ দাগে লোকে করে সাক্ষি
কোটালে ভাণ্ডুর বোলে লাগিল ভেলকী।

তরাসে কোটাল পুনু[৩] গুজুরাট বেড়ি
রহ রহ বলিয়া দামায় পড়ে বাড়ি।
সমর করিতে পুনু আইল কালকেতু
ফুল্লরা বুঝায় তারে জীবনের হেতু।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

১৫৪

প্রাণনাথ শুনহ আমার উপদেশ।
জে জন হারিয়া জায় পুনুরপি আইসে তায়
হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ।
যদি আছে জিবার সাদ তেজিয়া রাজ্যের বাদ[১]
প্রাণ লইয়া জাহ মহাবীর
আজি পূর্ণ হইল কাল সাজ্যা আইল মহীপাল
তার বলে কেবা হয় স্থির।
নখর-রঞ্জিত খুরু নাহী কাটে তাল-তরু
ফুল্লরার শুনহ আর্দাস
কহি আমি সবিশেষ যদি না ছাড়িবে দেশ
রামায়ণ শুনহ ইতিহাস।
সুগ্রীবে জিনিঞা রণে বালি না মারিল প্রাণে
আরোপিল হৃদয়ে পাষাণ
বিষম সমরে ধীর কিচ্‌কিন্দা আইল বীর
জয়ঘণ্টা বাজাইয়া নিসান[২]।
সুগ্রীব পলাইয়া জায় আশ্বাসিল রাম তায়
সখ্যভাব দুহেঁ রিস্যমুখে[৩]
সুগ্রীব রামের তেজে বাল্যের দুয়ারে গর্জে
ধায় বালী রণ অভিমুখে।
কান্দিয়া এমন কালে বাল্যের রমণী বলে
পতিব্রতা বানর-নন্দিনী
আমি করি নিবেদন আজি না করিহ রণ
হেতু কিছু মনে আমি গুনি।
জে জন তোমার ভয় রিস্যমুখে স্থির নয়
সেজন দুয়ারে দেই ডাক
হেন লয় মোর মনে কোন রাজা আইল বনে
ছলে পাছে পাড়য়ে বিপাক।
বাল্যে বিড়ম্বিল বিধি না ধরে জায়ার শুদ্ধি
সমরে পড়িল রাম-শরে
বালী পড়িল রণে স্ত্রী পুত্র রাজ্য সনে
সুগ্রীব হইল নৃপবরে।
সুগ্রীব বানররাজ করিল রামের কাজ
সবংশে মজিল লঙ্কেশ্বর
ফুল্লরার কথা রাখ কথোকাল জিয়া থাক
না পড়িহ রাজার সমর।
ফুল্লরার কথা শুনি হিতাহিত মনে গুনি
লুকাইল বীর ধানঘরে
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
সুখে থাকী আরড়া[৪] নগরে॥

১৫৫

লইয়া রাজার ঠাট বেড়ি পুর গুজরাট
কোটাল ভাবেন মনে মনে
নাঞি শুনি সিঙ্গা কাড়া না পাই বীরের সাড়া
হেতু কিছু আছয়ে গহনে[১]।
শঙ্কা করিয়া মনে নাহি রহে এক স্থানে
নিরীক্ষয়ে চঞ্চল নয়নে
লুকাইয়া রহে ব্যাধ পাড়ে পাছে পরমাদ
এই চিন্তা করি মনে মনে।
দেই কোটাল লাপঝাঁপ হৃদয়ে অন্তরে কাঁপ
আশ্বাস করয়ে সেনাগণে
ধর্যা দিমু কালকেতু ভয় নাহী তার হেতু
একেলা ধরিয়া দিমু রণে।

আপনা বুঝাই নারে পরকে প্রবোধ করে
ভয়ে অঙ্গ পুলুক পুটল[১]
চলিতে না চলে পা মুখে না নিশ্বরে রা
তরাসে কোটাল হীনবল।
যদি উচ্চস্থল পায় সত্বর উঠিয়া তায়
আট দিকে করে বিলোকন
উভ করি দুই শ্রুতি গুজরাটে দেই মতি
নিবারিয়া বাদ্য-বাজন।
কোটালের ভয় দেখি ভাঁড়ুরদত্ত হইল দুঃখী
কহে হিত বিশেষ উপায়
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
হৈমবতী জাহারে স্বহায় ॥

১৫৬

বারি গড়ে রহ তোরা আসন করিয়া
মোর বুদ্ধে মহাবীরে আনিব ধরিয়া।
মোর সঙ্গে দেহ তুমি একটি ব্রাহ্মণ
তার হাতে দেহ পান কুসুম চন্দন।
রাজা দিয়াছে পান কুসুম প্রসাদ
এমন বলিয়া আমি ভাণ্ডাইব ব্যাধ।
ছল-বুদ্ধে দেখিয়া আসি বীরের চরিত
সাড়া নাঞি পাই বেটা করে কোন রীত।
আপনার দলে তুমি থাক সাবহিতে
বীরের বুঝিয়া কাজ আসিব তুরিতে।
তোমা সনে নিবন্ধ করিল দুই দণ্ড
এহা বই বেড়িহ পুর হইয়া প্রচণ্ড।
ভাঁড়ুর জুগতি লাগে কোটালের মনে
আপনার ব্রাহ্মণ দিলেন তার সনে।
ব্রাহ্মণ সহিত ভাণ্ডু জায় সচকিত
বীরের দুয়ারে গিয়া হইল উপনীত।
এই দুই তিন দ্বার ভাণ্ডুদত্ত জায়
দুয়ারি প্রহরি কারে দেখিতে না পায়।
সভয় হইয়া জায় চারি পাঁচ দ্বার
রাজলক্ষণ দেখে উদ্যান আপার।
সপ্তম মহলে দেখে ফুল্লরা সুন্দরী
আগে পাছে বসি আছে পাঁচ সহচরী।
খুড়ি খুড়ি বলি ভাণ্ডু করিল জোহার
অঞ্জলি করিয়া বলে কপট ব্যেবহার।
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

১৫৭

সুন গ সুন গ খুড়ি জেত কার্য ছিল তেড়ি
আমি তাহা কৈল সমাধান
খুড়া মোর কোথা গেলা এই শুভক্ষণ বেলা
নেকু[১] আস্যা নৃপতির পান।
নাহি করি নিবেদন কাটালে গহন বন
এই হেতু রাজা কৈল রোষ
বীরের পাকাল্যা দেখি রাজা [বড়] হইলা সুখী
বীরে হইলা রাজার সন্তোষ।
বীরের ধনের বাদ বড় ছিল পরমাদ
নাবড় কহিল রাজস্থানে
করিল অনেক ন্যায় খণ্ডিল সকল দায়
ভয় কিছু না করিহ মনে।
মনে পায়্যা পরিতোষ খেমিয়া সকল দোষ
বীরকে করিব সেনাপতি
গুজরাট জায়গিরী আর দিব মধুপুরি
হবে তুমি বড় ভাগ্যবতী।
আমার বচন শুন খুড়াকে ডাকিয়া আন
মনে কিছু না করিহ শঙ্কা
নিজ যদি পর হয় তবে বিপক্ষের ভয়
বিভীষণে নাশ কৈল লঙ্কা।
রথ পত্তি ঘোড়া হাথি যত যুদ্ধ-সেনাপতি
বীর হইব সভার প্রধান

পান দিয়াছেন হাথে ব্রাহ্মণ দিলেন সাথে
অবিলম্বে করিতে পয়ান।
অন্নদাতা বীর স্বামী তাঁহার সেবক আমি
মনে না করিহ মোরে আন
খুড়া কৈল অপমান তাঁরে মোর পিতৃজ্ঞান
তাঁর কার্যে আমি সাবধান।
ঠকের মধুর বাণী একচিত্তে রামা শুনি
ধানঘরা কৈল বিলোকন
সুচতুর ভাঁড়ুদত্ত বুঝিল কার্যের তত্ত্ব
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

করিবর শুণ্ডে ধরিয়া মুণ্ডে
মুটকি মারিয়া দিল টান
ছিণ্ডিল শুণ্ড ভাঙ্গিল মুণ্ড
কাঁকুড়ি জেন খানে খান।
কোটালেরে বীরবর ছোড়য়ে খরশর
মেঘে জেন পানি পসলা
বাজিয়া বীরের গায় পাছু হইয়া পুনু জায়
পুষ্পের জেইছন মালা।
বীরের বিক্রম দেখিয়া নিরুপম
অভয়া চিন্তেন মনে
ললিত প্রবন্ধে দ্বিজবর মুকুন্দে
শ্রীকবিকঙ্কণ ভনে ॥

১৫৮

ভাঁড়ুর বিলম্বে কোটাল সানন্দে
বেড়িল বীরের[১] ঘর
গড়ের[২] আড়ম্বর শুনিঞা বীরবর
বাহির হইল সত্বর।
মুঠকির ঘায় বীর জুঝে তায়
দেখি কোটালের দলে
ধরিতে জে[৩] জায় মারে মুষ্টি তায়[৪]
পড়য়ে অবনিতলে।
তেজিয়া প্রাণভয় রণভীম রণজয়
ধরিতে ধায় দুই মাল
দুই মুঠকির ঘায় দুহেঁ গড়াগড়ি জায়
শিরে ঘা হানয়ে কোটাল।
কোটালের আগুদল ধাইল গজবল
লোহার মুদ্গর শুণ্ডে
রুসিয়া বীরবর করিল জর্জর
মুঠকি মারিয়া মুণ্ডে।
ধরিয়া রণে[৫] তুরঙ্গ চরণে
মাথায় তুলিয়া দেই নাড়া
অঙ্গ ছাড়িয়া তুরঙ্গ পড়িল
হাথে রহিল ফড়া।

১৫৯

চিন্তিত হইলা মাতা বসি সিংহাসনে
মনেতে ভাবিতে পদ্মা আইল ততক্ষণে।
কি বুদ্ধি করিব পদ্মা কহ গো উপায়
কেমন প্রকারে বীর সুরপুরে জায়।
বীরের সাঁপের কাল হইল অবসান
সুরপুরি না জাইলে ইন্দ্রের অভিমান।
বিংশতি বৎসর হইল কাল নাঞি আর
ইহার ভিতরে কর পূজার প্রকার[১]।
এমন বিচার চণ্ডী করি পদ্মা সনে
হরিল বীরের বলবুদ্ধি সেইক্ষণে।
চতুরঙ্গ দলে কোটালিয়া বীরে বেড়ে
সৈন্যের ঠেলাঠেলি বীর ভুমে পড়ে।
বিশ বিশ জন তার ধরি এক হাত
বীর ধরি কোটালে স্মঙরে বিশ্বনাথ।
গজের শিকল দিয়া বান্ধে মহাবীরে
বাঘহাতা[২] হাথে দিল গলায় জিঞ্জিরে।
কোটালের হৃদয়ে উরিলা মহামায়া
বন্দী কর্যা মহাবীরে কৈল বড় দয়া।

এমন সময় আসি ফুল্লরা সুন্দরী
গলায় কুঠারি বান্ধি করয়ে গোহারি।
অভয়াচরণে মজুক নিজচিত
শ্রকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

১৬০

না মার না মার বীরে নিদয়া কোটাল
গলার ছিঁড়িয়া দিমু সতেশ্বরি হার।
চুরি নাহি করি কোটাল ডাকা নাহি দি
ধন দিয়া গেলা দুর্গা হেমন্তের ঝি।
গো-মহিষ লহ মোর অমূল্য ভাণ্ডার
নফর করিয়া রাখ স্বামী[১] আমার।
দিয়া কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ
ধন লৈয়া তুমি মোর কর পরিত্রাণ।
বিচার করিয়া দেখ দোষ নাহী করি
নিজধন দিয়া চণ্ডী বসাইল পুরী।
কার নাঞি লই রাজকর একপণ
নলিয়া গজিয়া রাজা লকু জত ধন।
নিশ্চয় বধিবে যদি বীরের পরাণ
এক অসিঘাতে আগে ফুল্লরারে হান।
তবে সে করিহ বীরে প্রাণিবধ দণ্ড
বাপের পুণ্যেতে মোরে[২] জাল্যা দেহ কুণ্ড।
কুঞ্জরে নাদিয়া লহ জত আছে ধন
ধন লৈয়া রাখ মহাবীরের জীবন।
হাথিশালে হাথি লহ তুরঙ্গ পদাতি
যত অস্ত্র আছে লহ যুদ্ধ-সেনাপতি।
ফুল্লরার বিলাপ শুনিয়া নিশীশ্বর
মধুর বচনে তাঁরে দিলেন উত্তর।
অভয়াচরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

১৬১

শুন গো আমার বাক্য ফুল্লরা সুন্দরী
আমার শকতি বীরে ছাড়িতে না পারি।
পরের অধীন আমি নহি স্বতন্তর
লঘু দোষে গুরু দণ্ড করে নৃপবর।
কহি গো তোমার আগে স্বরূপ বচন
রাজাকে কহিয়া বীরের রাখাব জীবন।
প্রবোধ না মানে রামা কান্দয়ে ফুল্লরা
বীরে ধর্যা নিতে হইল কোটালের ত্বরা[১]।
হাথে বাঘহাথা দিল গলায় জিঞ্জির
চরণে ডাণ্ডুকা দিয়া বান্ধে মহাবীরে।
তুলিল কোটাল বীরে গজের উপর
চৌদিকে বেষ্টিত সেনা চলিল সত্বর।
দক্ষিণে বিজইহাটি বামে গোলাহাট
সমুখে মদনপুর সওয়া কোশ বাট।
দিন অবশেষ কোটাল প্রবেশে কলিঙ্গে
কলিঙ্গের লোক ধায় দেখিবার রঙ্গে।
বার দিয়া বসিয়াছে কলিঙ্গ-ভূপতি
চারিদিগে ভুঞা রাজা শিরে রত্নছাতি।
সভা করি বসিয়াছে কলিঙ্গ-ভূপাল
ডানি ভাগে পুরোহিত বিজয় ঘোষাল।
বামভাগে মহাপাত্র নরসিংহ দাস
সমুখে পাঠকসিংহ পড়ে ইতিহাস।
রাজার সমুখে বৈসে সুপণ্ডিত-ঘটা
পীতবাস পরিধান ভালে দিব্য ফোটা।
নয় পো[২] ছয় নাতি আঠার ভাগিনা
গুণিগণ গায় গীত বাজাইয়া বীণা।
চারিদিগে রাউত মাহুত সেনাপতি
মহলা করয়ে গজ তুরঙ্গ পদাতি।
সামন্তের অধিপতি নৃপতির মামা
সভায় বসিয়া শুনে কোটালের দামা।
বিচার করয়ে রাজা লইয়া সভাজন
হেন বুঝি কোটাল জিনিঞা আইল রণ।

এমন বলিতে তথা আইসে নিশাপতি
বীর দেখি কোপে রাজা লোহিত-লোচন
ভীষণ ভাষণে কিছু বলেন বচন।
অভয়াচরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

১৬২

কোন দেশে নিবাস নিবস কোন গ্রাম
তোমার রাজ্যের কিবা রাজাব আখ্যান।
কেবা তথা মহাপাত্র কেবা অধিকারী
কার তেজ ধর তুমি[১] কার আজ্ঞাকারি।
আমা নাহী চিন বেটা হইয়া প্রবল
অচিরাতে দিব তোরে অপরাধের ফল।
গুজরাটে নিবাস নিবসি[২] চণ্ডীপুর
আমার রাজ্যের রাজা মহেশ ঠাকুর।
আমি তথা মহাপাত্র চণ্ডী অধিকারী
তাঁর তেজ ধরি আমি তাঁর আজ্ঞাকারী।
বিচার করিয়া রায় কর মোরে রোষ
পরিণামে জানিবে কালুর[৩] নাহি দোষ।
কোন সাধু জনে বধি পালি বহু ধন
মোরে নাহি গোচরিয়া কাটাইলি বন।
ধনের গরবে বেটা কর উপহাস
কত কত সেনাপতি কৈলি মোর নাশ।
ছুঞিতে না জুয়ায় বেটা অতি নিচজাতি
সভা মাঝে বসিয়া কথার দেখ[৪] ভাঁতি।
কোন সাধু জনে রায় নাহী করি বধ
ধন দিয়া চণ্ডী মোর বাড়াল্য সম্পদ।
তাঁর ধন দিয়া আমি কাটাইল[৫] বন
নিজ ধন দিয়া চণ্ডী বসাইল জন।
মোর বোলে অবধান কর নৃপমণি
দোষ গুণ ভাবি জয়া[৬] হেমন্তনন্দিনী।
বিরিঞ্চি মরীচি প্রজাপতি পুরন্দর
ধেয়ানে চরণ জার না পায় অন্তর।
নিচ জাতি ব্যাধকে চণ্ডিকা দিল ধন
এমন কথায় রে পাত্যায় কোন জন।
অবিলম্বে এই ব্যাধে দেহ গজতলে
এমন বচন জেন কেহ নাঞি বলে।
দেহ গজতলে রায় নিবারিতে পারি
ভৃত্য অপচয়ে অধিকারী মাহেশ্বরী[৭]।
বেচ্যাছি আপন তনু অভয়ার পায়
তোমার তাড়নে কালকেতু না ডরায়।
অবধান কর রায় করি নিবেদন
জনম হইলে হয় অবশ্য মরণ।
রাজার বচনে গজ আনে মহামত্ত[৮]
চরণে ধরিয়া নৃপে নিবেদয়ে পাত্র।
অভয়াচরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

১৬৩

পাত্র মিত্র পণ্ডিতে বুঝায় নরপতি
বীরকে বধিতে তারা না দেই জুগতি।
রাজার তর্জনে বীর নাহী করে ভয়
চণ্ডিকার তরে ভাব আছয়ে হৃদয়।
চণ্ডীর চরণ বিনু নাহী ভাবে আন
বীরকে বধিতে কেহু না দেই বিধান।
সভার বচনে রাজা না বধিল বীরে
বন্দি কর্যা থুইতে আজ্ঞা দিল কায়াগারে।
দশ বিশ পোতা মাঝি বীরে লয়্যা জায়
একমুখা ঘরখানা[১] প্রবেশ করায়।
সওয়া কোশ ঘরখানি একটি দুয়ার
দিবস দুপরে দেখি ঘোর অন্ধকার।
প্রবেশ করায় বীরে আন্ধারিয়া কোণে
শতশত বন্দি জথা আছে পণে পণে।

বন্দিগণ দেখি বীর বলে ভাই[2] ভাই
উসারিয়া আবরিয়া দিবে[3] একটুকি ঠাঞি ।
হাড়ি দিয়া মহাবীরে কৈল উভমুঞা
চারিদিগে পোতা মাঝি দিল তুষের ধুয়া ।
জটে দড়ি দিয়া চালে বান্ধে মহাবীরে
হাথে বাঘহাথা[4] দিল গলায় জিঁজিরে ।
বুকে তুল্যা দিল পাঁচ[5] সাঙ্গের পাথর
পাথর চাপানে বীর করে থরথর ।
মনে ভাবে মহাবীর বড় পরমাদ
ফুল্লরা স্মঙরণ করি করয়ে বিষাদ ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

১৬৪

কান্দে বীর রে ফুল্লরার মোহে
দাবানল জিনি শ্বাস মুখে গদগদ ভাষ
জলশয্যা লোচনের লোহে ।
তোর বাক্য নাঞি ধরি চণ্ডিকার অঙ্গুরি
আমি লইনু আপন মাথা খায়্যা
সুখেতে থাকিতে বিধি বিড়ম্বিল দিয়া নিধি
কে মোরে দিবেক পদছায়া ।
জেই কালে মাহেশ্বরী মনোহর বেশ ধরি
রয়্যাছিল আমার কুটীরে
তুমি বৈলে অনুত্তর আমি জুড়িলাঙ শর
এই হেতু ছাড়িল আমারে ।
মজিলাঙ কারাগারে তোমা সমর্পিল কারে
ফুল্লরা হইলে অনাথিনী
মাংস বেচ্যা ছিনু ভাল এবে সে পরাণ গেল
বিবাদ সাধিল কাত্যায়নী ।
কুলিতার ধনুখান তিন গোটা ছিল বাণ
আছিলাম আপনার দম্ভে
কেবা চাহে সম্পদ ধন দিয়া কৈলে বধ
ভগবতী আমারে বিড়ম্বে ।
স্মঙরে চণ্ডিকামন্ত্র পূজার বিধানতন্ত্র
মনে মনে পূজে ভগবতী
তেজিয়া বিষাদমতি মহাবীর করে স্তুতি
হৃদয়ে ভাবিয়া হৈমবতী ।
ধন্য রাজা রঘুনাথ রূপে গুণে অবদাত
ব্রাহ্মণভূমের পুরন্দর
হইয়া তার সভাসদ বন্দিয়া চণ্ডীর পদ
বিরচয়ে চণ্ডীর কিঙ্কর ॥

১৬৫

কএ কালকেতু মাতা রক্ষিবার তরে
কৈলাস তেজিয়া মাতা উর কারাগারে ।
তব ধন হেতু মাতা তব ধন হেতু
দগধে কলিঙ্গ-রাজা বধে কালকেতু ।

কালী কান্তি কপালিনি কপালকুণ্ডলা
কালরাত্রি কঞ্জমুখী[1] কত জান কলা ।
কলিকালে কালুর কলুষ কর নাশ
কলিঙ্গে কপট করি রাখ নিজ দাস ।

খরতর রাজা গো জেমন খুরধার
খণ্ডখণ্ড কলেবর করিল আমার ।
খেদ খণ্ডন করি খল কর নাশ
খণ্ডিয়া সকল দুঃখ রাখ নিজ দাস ।

গিরিজা গণেশমাতা গতি সভাকার
গোকুল রক্ষিলে গোপকুলে অবতার ।
গহন নিগড়ে মাতা দগধে শরীর
গলিত করহ মোর গলার জিঞ্জির ।

ঘোররূপা ঘোরতপা ভীষণভূষণা
ঘনরব কৈলে মাতা ঘণ্টার বাজনা ।

ঘনশ্বাস বহে মুখে গায় কাল-ঘাম
ঘরের সেবক মাতা স্মঙরে তুয়া নাম।

চঞ্চল চেতনা আমি চল্লিশ বন্ধনে
চোরের চরিত্র হইল চণ্ডিকার ধনে।
চড় চাপড়ে মাতা চণ্ড কর চুর।
চরাচরগতি গ বন্ধন কর দূর।

ছল ধরিয়া রাজা গো ধনের ছলে বান্ধে
ছলে ধন দিয়া বধ বিনি অপরাধে।
ছেদন করযে রাজা তব ধন ছলে
ছায়া দিয়া রাখ মাতা চরণকমলে।

জগতজননি জয়া জীবের জীবনি
জন্ম-জরা-মৃত্যু-হরা জয়ন্তি জননি।
জটাজুটময়ী জয়া যাত্রা-শিরোমণি
জীবের জীবন জনার্দন-স্বাহায়নি।

ঝোর ঝঙ্কারে মাতা বধিতাঙ পশু
ঝগড়া করাইলে মাতা দিয়া নিজ বসু।
ঝনঝনা সম মাতা হইল তব ধন
ঝটিত করহ মাতা ঝগড়া মোচন।

টানাটানি করে চুলে ধরিয়া কোটাল
টঙ্গ টাঙ্গি কেহ হানে কেহ করবাল।
টিটকারি টাকার পাইল পরাজই
টঙ্কার দিয়া মাতা উর কৃপামই।

ঠক নহি ঠাকুরাণি নহি ঠকসুত
ঠাকুর করিয়া চোর কৈলে তরাজুত।
ঠনঠন করিয়া রাজার ঠাট বিন্ধে
ঠাঞি দেহ ঠাকুরাণী চরণারবিন্দে।

ডাখিনী হাকিনী মাতা দক্ষের নন্দিনী[৩]
ডমরুমধ্যম-মাজা ডিণ্ডিম-বাদিনী।
ডাকা নাহি দি নহি ডাকাতের সাথি
ডাণ্ডুকা চরণে কেন দুহাথে চামাতি।

ঢঙ্গ ঢাঙ্গাতি[৪] নহি আক্কটার জাতি
ঢোল ঢামালি নাহি করি পরের যুবতি।
ঢেকা মারে একবারে শত শত জন
ঢালিল তোমার পদে আপন জীবন।

ত্রিগুণা ত্রিবিধি তারা ত্রিলক্ষতারিনি
ত্রিশক্তিরূপিনি তুমি তরঙ্গনাশিনী।
তুরিতে তারিয়া লহ তাপিত তনয়
ত্রাণ হেতু তুমি তোমা বিনে অন্য নয়।

থর থর করে প্রাণ পাথর চাপনে
থরহরি কাঁপে প্রাণ রাজার তাড়নে।
থাকিয়া রাজার আগে বান্ধা কর দূরে
স্থির করি স্থাপ মোরে গুজরাট-পুরে।

দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দক্ষের দুহিতা
দনুজদলনী মূর্তি[৫] তুমি বেদমাতা।
দুর্জয় দক্ষিণাকালী দুরিতনাশিনী
দুঃখী দাসে দয়া কর দুঃখ-বিনাশিনী।
দূর কর দুর্গা মোর অকালমরণ
দয়া কর হরদারা[৬] দীনের শরণ।

ধীষণ ধারণাবতী[৭] ধীরের ধারণা
ধারণী ধারিণী ধৃতিধরের[৮] নন্দনা।
ধরিয়া ধনের ছল ধরাপতি বান্ধে
ধন দিয়া বধ মাতা বিনি অপরাধে।

নিধি নিত্যা নারায়ণী[৯] নগের নন্দিনী
নিশুম্ভনাশিনী নীলা নীলপতাকিনী।
নিগমনির্ণয় নিত্যা নিদ্রা নিসৃতিনী
নৃপতিনিলয় ভয় ভাঙ্গহ ভবানী।
নন্দগোপসুতা হইয়া রাখিলে গোকুল
নৃপের সভায় মাতা হও অনুকূল।

পশুপতি প্রজাপতি পুরুষ প্রধান
পুরন্দর পদ্মযোনি পাশী পরিণাম।
প্রতিদিন পুজে তোমা প্রকৃতিরূপিণী
পশু সম ব্যাধ আমি কিবা পূজা জানি[১০]

প্রণতবৎসলা তুমি পরম মঙ্গলা।
পাদপদ্মে দেহ স্থল ভকতবৎসলা।

ফার করি পশুগণে ফাঁদ পাতি বনে
ফল বেচি ফল খাই কিবা কাজ ধনে।
ফণিফণামণি দিয়া ফের দিলে মোরে
ফেকাটুঁড়ি[১১] খাইয়া ফুল্লরা পাছে মরে।

বুদ্ধিরূপা বন্ধহরা সংসারবন্ধিনী
বন্দিশালে হও মাতা বন্ধনহারিণী।
বন্দি জিউ হৈল জেন জলে জলবিম্ব
বান্ধা দূর কর মাতা জগতের বন্ধু।

ভয়ঙ্করা ভয়হরা ভৈরব ভারতী
ভয়ঙ্করী ভয়হারী ভীমা ভগবতী।
ভদ্রকালী ভূতমতী ভমরিভূষণী
ভূপতিভবনে ভয় ভাঙ্গহ ভবানী।

মৃগাঙ্গ-মুকুটমৌলি-মস্তক-মালিনী
মহিষমর্দিনী মধুকৈটভনাশিনী।
মহামেঘাসনা মেরুমন্দর-মন্দিরা
মহামায়া মহোদরী মাধবী ইন্দিরা।
মহেশের অর্ধতনু মরালগমনা
মধুপুরে কৈলে মধুবংশের মাননা।

যজ্ঞঘোষা যুগন্ধরা যজ্ঞ-বিনাশিনী
যশোদানন্দিনী জয়া যমুনা যামিনী।
যমের যাতনা হৈতে জর্ম্মের যাতনা
যশ গাই যদি পুর আমার কামনা।

রঙ্ক হইয়া আছিলাঙ রঙ্গবধে রত
রত্ন দিয়া রঙ্গরস করাইলে হত।
রাজা সনে কৈল রণ রক্ষা নাহি আর
রঙ্কিণী করহ রক্ষা তবে সে নিস্তার।

লুটি গেল ঘর লণ্ডভণ্ড হইল গারি
রক্ষা নাহি মাতা মোর জথা আছে নারী।

লোভমতি পাপী আমি লম্পট পাতকী
লোভে লক্ষ ধন লৈয়া আমি কৈল কী।

বুদ্ধিরূপা বুদ্ধিহরা বন্ধনহারিণী
বাসুদেব-সহচরী নন্দের নন্দিনী।
বিসঙ্কটে কৈলে বসুদেবের উদ্ধার
ব্যাধের বালকে ডাকে ঝাটে শঙ্কর পার।

শঙ্খিনী শূলিনী শিবা শবরী শঙ্করী
শর্বাণী শর্বরী শক্তিরূপা শাকম্ভরী।
শশিশিরোমণি শৈলশিখর-বাসিনী
শরণদা শান্তিমূর্তি উরহ আপনি।

ষড়্গুণ-ধারিণী শিবা শঙ্খিনী রূপিণী
সতী সত্যা সনাতণী সংসারসরণী।
সর্বলোকে গায় তোমা সেবকবৎসলা
সেবক তারিতে উর সর্বমঙ্গলা।
সকল দেবের তুমি শক্তিস্বরূপিণী
সরণ মাগয়ে কালু রক্ষ নারায়ণী।

হরি হর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল
হরিয়া নন্দের ভয় রাখিলে গোকুল।
হরজায়া হৈমবতী হেমন্তনন্দিনী
হয় অনুকূল মাতা হরের ঘরণী।

ক্ষৌণির হরিলে ভার দৈত্য কৈলে ক্ষীণ
ক্ষেনেক উরিয়া রাখ দাস আমি দীন।
ক্ষমা কর ভগবতী ক্ষয় কর ঐরি
ক্ষেমহ দারুণ দোষ রক্ষ খেমঙ্করী।

মহাবীর কৈল যদি এত স্তুতিবাণী।
কৈলাসে জানিল মাতা হেমন্তনন্দিনী।
অবিলম্বে কারাগারে উরিলা অভয়া
করগো করুণাময়ী শিবরামে দয়া[১২] ॥

১৬৬

পদ্মা করিয়া সাথে · উরিলা চণ্ডী কলিঙ্গেতে
বীর বীর ডাকে ঘনে ঘন

হইয়া চণ্ডী অনুকূল নাহি বান্ধে কেশমূল
সঙ্গে চলে জত দানাগণ।
অবতরি কারাগারে বন্ধন দেখিয়া বীরে
চণ্ডিকা হইলা লজ্জাবতী
নয়নে গলয়ে নীর কালকেতু মহাবীর
কৈল তার চরণে প্রণতি।
কৈল দেবী বীরে আশ্বাসন
করি চণ্ডী অবলীলা বুকের ঘুচাইল শিলা
হুহুঙ্কারে খসাল্য বন্ধন।
চাহিতে তোমার মুখ মনে বড় লাগে দুঃখ
পীড়া পাইলে দুবদৃষ্ট দোষে
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিব তোমার পূজা
আরোপিব গুজরাট দেশে।
শুন পুত কালকেতু পশুগণ বধ হেতু
আছিলা তোমার অতিপাপ
নাশ গেল এইকালে রাজার বন্ধনশালে
মনে না করিহ অনুতাপ।
ঘুচিল বন্ধন-ক্লেশ প্রভাতে চলিবে দেশ
পিতা হইয়া পাল্য প্রজাগণ
নিজ হস্তে নরপতি ধরিব ধবল ছাতি
প্রসাদ করিব নানা ধন।
চণ্ডিকা বলেন জত নহে সে বীরের মত
পালাইতে চাহে ঘনে ঘন
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
মনোহর পাঁচালি রচন[১] ॥

১৬৭

কালকেতু বলে মাতা শুন ভগবতী
কাঁথ ভাঙ্গা জাই যদি দেহ অনুমতি।
দিআ কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ
ধন লৈয়া তুমি মোর কর পরিত্রাণ।
বন্ধন ঘুচায়্যা তুমি চলিবে কৈলাস
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিব বিনাশ।
চণ্ডিকা বলেন বাছা না জাব আগার
জাবদ তোমারে রাজা না করে পুরস্কার।
এ বোল বলিয়া চণ্ডী করিল গমন
ডানি বামে দেখিল অনেক বন্দিগণ।
কৃপাদৃষ্টে সভাকার ঘুচাইল বন্ধন
দুয়াবে বসিয়া আছে পোতা-মাঝিগণ।
তবক বেলক হাথে কামান কৃপাণ
ডানি বামে শিঙ্গা কাড়া টমক নিশান।
কোপে আঁখি-ঠার চণ্ডী দিল দানাগণে
একেক মাঝিরে মারে তিন তিন জনে।
নুটী কর‍্যা ঢাল খাণ্ডা নিলেক সকল
মূর্চ্ছিত হইয়া মাঝি পড়িয়া বিকল।
চণ্ডিকা চলিল নরপতির বসতি
চৌষট্টি জুগিনি সঙ্গে চামুণ্ডা-মুরতি।
গলে মুণ্ডমালা শোভে বিকটদশনা
কাতি-খর্পর হাথে লোহিতলোচনা।
বিভীষিকা অনেক দেখাল নৃপবরে
সপন কহেন মাতা বসিয়া সিয়রে।
রাজা বলাইয়া বেটা কর অভিমান
আমার সেবক বীরে কর অল্প জ্ঞান।
তোমারে বধিয়া বীরে ধরাইব ছাতা
ফুল্লরার দাসী হইব তোমার বনিতা।
অনেক সপন দেখাইলা মহামায়া
মহাপাত্র পুরোহিতের সিয়রে বসিয়া।
রাম রাম স্মঙরনে উঠিলা নৃপতি
গণ সঙ্গে গগনে রহিলা ভগবতী।
প্রভাতে করিয়া সভা রাজা দিল বার
সভে মেলি স্বপ্নকথা করয়ে বিচার।
সভাজন শুনে রাজা কহেন সপন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১৬৮

আজি দেখিনু নিশি ভীষণ সপন
পরমাই-বলে মোর রহিল জীবন।
দেখিল ভৈরবী ভীমা লোচন বিশাল
কাতি-খর্পর হাথে গলে মুণ্ডমাল।
হান হান করিয়া আমার ধরে কেশ
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর-বেশ।
পিঠে লম্বমান তাঁর শোভে জটাভার
শঙ্খের কুণ্ডল কানে ভীষণ আকার।
পরিধান সভাকার লোহিত বসন
বাকসানা ফুল জেন দুদিকে দশন।
বিভূতি ভূষণ শোভে সভাকার গায়
চৌদিকে জুগিনিগণ নাচিয়া বেড়ায়।
গজ ঘোড়া কাট্যা পিয়ে রুধিরের পানা
নাচয়ে অবনিতলে প্রেত ভূত দানা।
মড়ার আঁতের কেহ করিয়া উত্তরি
অঙ্গুলেতে আরোপিলা কেশ কুশাঙ্গুরি।
তিলক করয়ে দানা হাড়ের চন্দনে
তর্পণ করয়ে কেহো কপাল-ভাজনে।
মোরে গাধা চাপাইয়া দিয়া ওড়মাল
পশ্চাতে ঢোলের বাদ্য বাজয়ে বিশাল।
পিছেতে যোগিনীগণ দেই তাড়াতাড়ি
লাগ পায্যা কেহো মারে কসাঁঞির বাড়ি[১]।
গজ পিঠে কালকেতু করে আরোহণ
শিরে ছত্র ধরে ইন্দ্র আদি দেবগণ।
আসিস করয়ে জত দেব-ঋষিগণ
চৌদিকে মঙ্গলধ্বনি শঙ্খের বাজন।
রাজার বচন শুনি বলে সভাজন
নর নহে কালকেতু ব্যাধের নন্দন।
তার অপমানে চণ্ডী কৈল বিড়ম্বন।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১৬৯

রাজার বচন শুনি সভাজন বলে বাণী
কোপে রায় কৈলে অনোচিত
আজিকার শেষ নিশি অমঙ্গল রাশি রাশি
সপনে দেখিল বিপরীত।
অবধান কর নরপতি
ঠক নাবড়ের বোলে দেবীর কিঙ্করে মাল্যে
এই হেতু সপনে দুর্গতি।
সপনে তোমার ভয় বীর দেখিল জয়
পুরস্কার করিল ভবানী
দেখিল অদ্ভুত জত তাহা বা বলিব কত
আর কিছু মনে নাহি গুণি।
আপনার দিয়া ধন চণ্ডী কাটাইল বন
বসাইল নগর গুজরাট
আক্ষটীর কীবা দোষ মিছা কাজে কৈলে রোধ
ভাঁড়ুদত্ত কৈল এত নাট।
কোন ছার বনভূমি তার তরে রায় তুমি
মিছা কাজে করিলে আবেশ
ছোড়ান করিয়া আনি কহিয়া মধুরবাণী
বীরকে পাঠাও নিজ দেশ।
রথ তুরঙ্গম দোলা সকল্যাথ ঝারি থালা
বিভূষিয়া ভূষণ চন্দনে
বীরের করিয়া পূজা গুজরাটে কর রাজা
চণ্ডিকা সন্তোষ হব মনে।
পাত্রের বচন শুনি নৃপতি হৃদয়ে গুণি
কারাগারে করিল পয়ান
বীরের বন্ধন ক্ষয় দেখি রাজা সবিস্ময়
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

১৭০

কারাগারে জাইতে রাজা চাহে ঘনে ঘন
বন্ধন ঘুচান দেখে ব্যাধের নন্দন।

রাজা দেখি কালকেতু করিল উত্থান
প্রণাম করিতে রাজ্য না দেন বিধান।
ভাই ভাই বলি রাজা কৈল আলিঙ্গন
প্রেমকথা আলাপে বসিলা দুইজন।
রাজা বলে বীর ক্ষেমা কর অপরাধ
চণ্ডীর সেবক তুমি কর আশীর্বাদ।
তুমি মহারাজা আমি ব্যাধের তনয়
কেমনে আশিষ আমি করি মহাশয়।
এই নিবেদন আমি করি তুয়া ঠাঞি
জেই ভিক্ষা মাগি আমি তাহা জেন পাই।
বন্দিঘর মহাবীর মাগ্যা নিল দানে
বসন চন্দন দিয়া করিল ছোড়ানে।
অবনি লোটাইয়া কান্দে পোতা-মাঝিগণ
রাজারে কহিল সব নিশির সপন।
অঙ্গদ কঙ্কণ হার কুসুম চন্দনে
পুরস্কার কৈল রাজা ব্যাধের নন্দনে।
গজ তুরঙ্গম রথ দিল বর-দোলা
চন্দন-চৌখুরী দিল ঝারি কণ্ঠমালা।
অভিষেক করাইল বসাইয়া খাটে
আজি হইতে কালকেতু রাজা গুজরাটে।
নিজ হস্তে ভালে টীকা দিল নরপতি
জত ভুঞা রাজা মেলি ধরাইল ছাতি।
গজপিঠে চাপাইয়া দিলেন বিদায়
অনুব্রজে[১] নরপতি পাছু পাছু জায়।
প্রবেশিতে পুরে শোনে নারীর ক্রন্দন
অনুমৃতা হইতে চল্যাছে রামাগণ।
বিরস বদনে বীর জিজ্ঞাসে বারতা
বীরকে গঞ্জিয়া তারা কহে কটু কথা।
জেই জন মৈল তোমা সনে করি রণ
অনুমৃতা হইতে জায় তার নারীগণ।
কান ভর্যা শুনে বীর নারীর কান্দনা
কলিঙ্গ-রাজার জত নাশ কৈল সেনা।
লজ্জাভয়ে মহাবীর হেট কৈল মাথা
একভাবে স্মঙরিল হেমন্তদুহিতা।
অভিপ্রায় বীরের বুঝিয়া ভগবতী
আকাশবিমানে বসি বলেন ভারতী।
জিয়াইয়া দিব আমি জত সেনাগণ
কহিল ভারতী নাহী শুনে অন্যজন।
শুনি বীর অনুমৃতা কৈল নিবারণ
মরা জিয়াইয়া দিব ব্যাধের নন্দন।
ভৃগুসুতে ভগবতী কৈল স্মঙরণ
আইল ভৃগুসুত জথা বীর কৈল রণ।
পাত্রমিত্র সঙ্গে রাজা পাছু পাছু জায়
বীরসঙ্গে রণস্থলে বৈসে দণ্ডরায়।
কৌতুকে বসিয়া দু'হে কহে মৃদু বাণী
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অপূর্ব কাহিনী॥

১৭১

উসনা কুশপাণি চিন্তিয়া সঞ্জীবনি
মন্ত্রিত কৈল কুশজল
দিলেন জার অঙ্গে করিয়া অঙ্গভঙ্গে
উঠিল সেই মহাবল।
জলের পাই বাস উঠিয়া দেই পাশ
উশনা দিল জল মাথে
কাছিয়া বারবাণ করিয়া হান হান
উঠিল ধরি খাণ্ডা হাথে।
উঠিল পদাতি ধরিয়া ঢাল কাতি
কচালে কেহ বিলোচন
পদাতি কেহ কান্দে আছিনু কাঁচা নিন্দে
কে মোর নিল শরাসন।
আনই কন্দ শির পড়িল জেই বীর
জুড়িল তার কন্দ মুণ্ডে
পাইয়া কুশজল উঠিল গজবল
লোহার মুদগর শুণ্ডে।
একের শুন কথা গিধিনি পায়্যা মাথা
খাইল লোচন-যুগলে

নৌতন হইল তার লোচন-যুগ আর
কেবল মন্ত্রের বলে।
কাটা অশ্ব জত পড়িল শতশত
আনই কন্দ আনই শির
শুক্রের কুশনীরে পিচাশী উদ্গারে
সন্ধান পাইল শরীর।
কলিঙ্গ-রাজসেনা জতেক গেছে হানা
জল দিল সভাকার গায়
মার মার করি রব ধাইল সেনা সব
রাজা পুনু নিবারিল তায।
রাজার খণ্ডি দৈন্য জিয়াইয়া সর্ব সৈন্য
উশনা চলিলা বিমানে
মঙ্গল বাদ্যগীত শ্রবণে সুরচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে॥

১৭২

ধন্য ধন্য বীরের চরিত
মৃত সেনা প্রাণ পায় আনন্দিত দণ্ডরায়
সভাজন পুলুকে পূরিত।
উঠিল সকল সেনা রাজা আনন্দিত-মনা
নৃত্যগীত সেনার জীবনে
শঙ্খ বেনি পড়া খোল শিঙ্গা কাড়া ঢাক ঢোল
বাজয়ে দুন্দুভি বাদ্যগণে।
মঙ্গল-চামর ধরে মধুর মধুর স্বরে
গায়নে মঙ্গল গায় গীত
পরিয়া উজ্জল ধুতি কাখেতে পুরাণ-পুথি
হাতে কুশে নাচে পুরোহিত।
বীরকে বিদায় দিয়া নিজ সেনাগণ লয়া
জায় রাজা কলিঙ্গ-নগরে
গুজরাটে জত লোক ঘুচিল সভার শোক
বীরকে দেখিতে আগু সরে।

করি শুভক্ষণ বেলা চড়িয়া পাটের দোলা
প্রবেশ করয়ে বীর বাসে
সম্ভ্রমে ফুল্লরা আসি পতির বদনশশী
দেখি আনন্দিত রস ভাসে।
বুলন-মণ্ডল আদি প্রজা আইসে যথাবিধি
নানা ধন দিয়া কৈল নুতি
হাটে বা চাতরে মাঠে নাটগীত গুজরাটে
সভার সুস্থির হইল মতি।
দ্বিজে বীর দেই দান সভাকার সাধে মান
চন্দন কুসুম নানা বাসে
ভাঁড়ুদত্ত হেন কালে আসিয়া মধুর বলে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে॥

১৭৩

ভেট লৈয়া বাঁচকলা সাক বাইগন মুলা
ভাঁড়ুদত্ত করিল পয়ান
বুঝিয়া কার্যের তত্ত্ব নিবেদয়ে ভাঁড়ুদত্ত
পশ্চাৎ করিয়া অবজান।
ভাঁড়ুদত্ত করয়ে জোহার
প্রণাম করিয়া বীরে ভাণ্ডু নিবেদন করে
খুড়া দেখি ঘুচিল আন্ধার।
ছিঁড়া কম্বলে বসি মুখে মৃদু মন্দ হাসি
ঘন ঘন দেই বাহুনাড়া
জেমন সুহৃদয় আমি সকল জানহ তুমি
অনোচিত নাঞি করি খুড়া।
আছিলে গোপত বেশে প্রকাশ করাইলা দেশে
সম্ভাষ করাইল নৃপমণি
নিজ হস্তে নরপতি ধরিল ধবল ছাতি
ভুঞা রাজা মধ্যে তোমা গণি[১]।
কোথা বীর পাইলা ধন ঘুসিত সকল জন
পরিবাদ ছিল লোক মাঝে

প্রকাশ করাইল আমি বড় সুখ পাইবে তুমি
খ্যাত হইব কলিঙ্গ-সমাজে ।
জখন দুপর নিশা করি রাজা সম্ভাষা
আনেক বুঝাইনু নরপতি
ধরিয়া রাজার পায় খণ্ডিল সকল দায়
খুড়ি জানেন আমার প্রকৃতি ।
জেই আপনার হয় সেই কভু পর নয
আপ্ত করি জান্য ভাণ্ডুদত্তে
রাজার সভায় বাণী আমি সে কহিতে জানি
ভাঁড়ুদত্ত বিদিত জগতে ।
খুড়া তুমি জে হইতে বন্দি আমি অনুক্ষণ কান্দি
বহু তোমার নাহি খায় ভাত
দেখিয়া তোমার মুখ পাসরিল সর্ব দুঃখ
দশদিক হইল অবদাত ।
হইয়া রাজ্যের চূড়া সিংহাসনে বৈস খুড়া
আমাবে রাজ্যের লাগে ভার
থাকহ পুরাণ শুনি প্রজা জানে আমি জানি
নফরের কর পুরস্কার ।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

জখন আছিলে পূর্বে স্ত্রী পুত্র অন্নাভাবে
অকালে কুড়ায়্যা খালি হাটে
জগতে নাহিক জ্ঞাতি জাত্যের নাহিক স্থিতি
কায়েস্ত বলাও গুজরাটে ।
হইয়া তুঞি রাজপুত বলাসি মৌলিক দত্ত
নিচ হয়্যা উচ্চ অভিলাষ
সেবকেব জুগ্য নস খুড়া খুড়া বল্যা কস
কুলের মহিমা কৈলি নাশ ।
খুড়া হই আমি নিচ জাতি তাতে তোমার কিবা ক্ষতি
ধনগর্বে বল দুরাক্ষর
শিয়রে কলিঙ্গ-রায় গোহারি করিয়া তায়
খারিজ করাব গারি ঘব ।
কাহারে ছাড়িব ঘব বাড়ি
তোমা সনে কিবা দায় মুসহাতে জত হয়
সদরে গনিঞা দিব কড়ি ।
শুনিঞা ভাণ্ডুর বোল কালকেতু উতরোল
কোপে বলে আক্ষটি-নন্দন
মুণ্ডাইযা ভাঁড়ুর মুণ্ডে অভক্ষ ভরিয়া ভুণ্ডে
দুই গালে দেই কালি চুন ।
নিকটে নাপিত ছিল বীরের ইঙ্গিত পাইল
করে ধরি ভাঁড়ুরে বসায়
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ গান করি শ্রীমুকুন্দ
হৈমবতী জাহারে সহায় ॥

১৭৪

ভাঁড়ু রে আপন দোষে খাইলি আপনা
রিন বাড়ি কর দিয়া চল জে ফাফর হইয়া
ছাড়ি গুজরাটের বাসনা ।
তোর বড়[1] বাপ ছিল অকালে লোটায়্যা মইল
লোকমুখে জগতে বিদিত
তোর বাপ রাজ্যে খ্যাত নাম উজাড়দত্ত
মুখদোষে শ্রবণবর্জিত ।

১৭৫

ভাঁড়ুদত্ত কপট প্রবন্ধে জত বলে
শুন্যা বীর কোপেতে অনল হেন জ্বলে ।
দেহকম্প হইল বীরের কাঁপে শরাসন
ভীষণ ভাষায় কিছু বলেন বচন ।
বলে বীর ছাড় ঠকা কপট চাতুরি
কলিঙ্গ-রাজার শক্তি কি করিতে পারি ।

কহিতে জানিস ঠকা কপট প্রবন্ধ
হৃদয় পুরিত বিষ মুখে মকরন্দ।
ইবে সে জানিল জে নাবড় ভাঁড়ুদত্ত
আপনি করিলি নষ্ঠ আপন মহত্ত্ব।
ইনাম বাড়ি তোলা ঘরে তুমি কর ঘর
ধান্য বাড়ি নাহি দেহ লভ্য কলন্তর।
এখন বল্যাসি বেটা রাজার নফর
গৌরব চিনিঞা দেহ তিনসনি কর।
নগরিয়া মেল্যা তোরা মার বেড়াবাড়ি
জাবদ না দেই ঠকা তিনসনি কড়ি।
হরিয়া নাপিতে বীর দিল আখি-ঠার
মনের সন্তাপে খুর আনে ঘোড়া-ধার।
দড়াইয়া হুকুম পায় নাপিতের সুত
ভাঁড়ুর ভিজায় মাথা দিয়া ঘোড়ার মূত।
আনাত থাকিতে পদতলে ঘষে খুর
দেখিয়া ভাঁড়ুর প্রাণ করে দুরদুর।
দূরে হইতে শুনে খুরের চড়চড়ি
নাক গোচলায়[১] তার উপাড়িল দাড়ি।
বসন ভিজিয়া পড়ে শোণিতের ধার
ভাঁড়ু বলে খুড়া ক্ষেমা কর একবার।
পাঁচ ঠাঞি ভাঁড়ুর রাখিল জট চুলি
নগরিয়া মেলি মুখে দেই চুনকালি।
পুরের কোটাল ভাঁড়ুর শিরে ঢালে ঘোল
পাছু পাছু ভাণ্ডুর বাজায় কেহ ঢোল।
মালাকার আন্যা গলে দিল ওড়মাল
টিটিকারি দেই জত নগরিয়া ছাবাল।
পুরের বাহির করে মার্যা বেড়া বাড়ি
কালি হাণ্ডি পেল্যা মারে কোণের বহুড়ি।
ভাড়ুর লাঘবে বীর দুঃখ ভাবে বড়ি
কৃপা করি পুনর্বার দিল ঘরবাড়ি।
নুতন মঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে
ঠক নাবড় এই কথা কর্ণ[১] পাত্যা শুনে॥

১৭৬

গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হইল রাজা[১]
কত ভূঞা রাজা মেলি করে তাঁর পূজা।
কোন রাজা সম নহে করিতে সমর
পরাজয় পায়্যা অন্য রাজা দেই কর।
গুজরাটে রাজত্ব করিল বহুকাল
অবনিমণ্ডলে যশ বাড়িল বিশাল।
পুষ্পকেতু নামে পুত্র হইল মহাবল
নানাবিদ্যাবিশারদ জেন বৃহন্নল[২]।
বিহান বিকাল বীর শুনেন পুরাণ
কৃষ্ণের করেন পূজা হয়্যা সাবধান।
পরিপূর্ণ হইল তাঁর অভিশাপ-কাল
ইন্দ্রের হৃদয়ে শোক বাড়িল বিশাল।
কৃতাঞ্জলি পুরন্দর কবে নিবেদন
পাবক শমন আদি জত দেবগণ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

১৭৭

প্রণাম করিয়া হরে ইন্দ্র নিবেদন করে
নীলাম্বরে হও কৃপাময়
অভিশাপ-কাল গেল মুক্তির সময় হইল
তবু সুত না আইল নিলয়।
দুঃখমতি পুলোমজা কোলে তাঁর নাহি প্রজা
কত নিত্য শুনিব কাঁন্দনা
না দেখিয়া নীলাম্বর শোকে হিয়া জরজর
বিধি দিল বিষম যন্ত্রণা।
বালকের অল্প দোষ গুরু কৈলে অভিরোষ
সাঁপ তারে দিলে নিদারুণ
আপন সেবকজনে আন নিজ নিকেতনে
নীলাম্বরে হও সকরুণ।

শুন শশিশিরোমণি অবিরত মনে গুনি
কবে মোর আসিব কুমার
আনাইব নিজ কাছে আর কিবা রোষ আছে
মিথ্যা নহে বচন তোমার।
শূন্য মোর সুরলোক অবিরত বাড়ে শোক
ঘর বন নীলাম্বর বিনে
আন্ধার ঘরের বাতি বধূ মোর ছায়াবতী
কবে আর পাব দরশনে।
ইন্দ্রের বচন শুনি প্রবোধিল শূলপাণি
পার্বতীর হাথে দিল পান
চল প্রিয়ে গুজরাট নীলাম্বরে আন ঝাট
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

১৭৮

শঙ্করে করিয়া নতি অবিলম্বে ভগবতী
পদ্মা সঙ্গে গুজরাটে জান
গিয়া অবশেষে নিশি বীরের শিয়রে বসি
কহে চণ্ডী দিব্য-গেয়ান।
স্বপ্ন কহেন ভগবতী
শুন পুত্র নীলাম্বর অবিলম্বে চল ঘর
সঙ্গে লইয়া জায়া ছায়াবতী।
না স্মঙর নীলাম্বর পিতা তোর পুরন্দর
পুলোমজা তোমার জননি
ব্যাধকুলে অবস্থিতি শাপে গুজরাটে স্থিতি
ঝাটে চল তেজিয়া অবনি।
বাপ দেবতার রাজা করিত শিবের পূজা
পুষ্প জোগাইতে নীলাম্বর
দেখি ধর্মকেতু ব্যাধ ব্যাধ হইতে গেল সাধ
তেই আইলে অবনি ভিতর।
হইয়া বড় আকুল অভারে তুলিলে ফুল
শ্রীফল কণ্টক ছিল তথি
হরের মস্তকে ফুটে হর তোকে মনে টুটে
শাপে গুজরাটে অবস্থিতি।
তেজিলে অমরলোক মাতা তোমার করে শোক
মৃতসুতা জেমন কুররি
তোরে বড় মায়া মো নয়নে গলয়ে লো
দুঃখে জাগিল বিভাবরী।
কেবল চণ্ডীর বর দুহেঁ হইলা জাতিস্মর
মাতা পিতা স্মঙরিয়া কাঁন্দে
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
মনোহর পাঁচালীর ছাঁন্দে ॥

১৭৯

রাম রাম স্মঙরনে পোহাইল রজনি
শয্যা হইতে শুনে বীর কুকিলের ধ্বনি।
নিত্য নিয়মিত কর্ম করি সমাপন
স্নান করি পরে বীর উত্তম বসন।
পুষ্পকেতু রাজা হব উঠিল ঘোষণ
ঘরে ঘরে নাটগীত ব্যালিশ বাজন।
পুত্রে রাজ্য দিব বীর মনে অভিলাষ
শুভক্ষণে করাইল গন্ধ-অধিবাস।
আপুনি আইল তথা কলিঙ্গ-ভূপতি
মহাপাত্র পরিবার করিয়া সংহতি।
আটদিকে বাজনায় হৈল গণ্ডগোল
ঘন বাজে বীরকালি শিঙ্গা কাড়া ঢোল।
অভিষেক করাইল বসাইয়া খাটে
আজি হইতে পুষ্পকেতু রাজা গুজরাটে।
দূত দিয়া আনাইল জত ভুঞা রাজা
একে একে কালকেতু করে তাঁর পূজা।
নিজ হস্তে ভালে টিকা দিল নরপতি
জত ভুঞা রাজা মেলি ধরাইল ছাতি।
হেনকালে রাজাগণ করে নিবেদন
কৃপাময় বীর তুমি দেবতানন্দন।

তোমার তনয়ে কর আমা সমর্পণ
তোমার সমান জেন করেন পালন।
এমন শুনিয়া বীর রাজার বিনয়
সভাকারে সমর্পিল আপন তনয়।
রাজাগণ মেলি সভে জোড় কৈল হাথ
চণ্ডীর সেবক তুমি কর আশীর্বাদ।
বুলন-মণ্ডল আদি জত প্রজাগণ
পুষ্পকেতু হাথে হাথে কৈল সমর্পণ।
স্বর্গ জায় বলি বীর উঠিল ঘোষণা
ঘরে ঘরে গুজরাটে উঠিল কান্দনা।
হয় জুড়ি মাতুলি জুগায় পুষ্প-যান
তাহে চড়ি নীলাম্বর দ্বিজে দেই দান।
বামভিতে রথে বৈসে ফুল্লরা সুন্দরী
পরমরূপসী রামা জেন বিদ্যাধরী।
পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী আগে জান রথে
সিদ্ধাগণে নমস্কার বীর কৈল পথে।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

১৮০

পুষ্পক বিমানে চাপি হৈল বীর দেবরূপী
লুকাইল মনুষ্যমুরতি
ভূমে থুইয়া কীর্ত্তি শেষ নীলাম্বর চলে দেশ
সঙ্গে লয়্যা জায়া ছায়াবতী।
বায়ু-বেগে রথ জায় উভমুখে প্রজা জায়
পুষ্পকেতু উভরায় কাঁন্দে
গুজরাটে জত নারী কান্দে বুকে ঘা মারি
কেশ বাস কেহ নাঞি বাঁন্দে।
জায় বীর ব্যোমপথে মাতুলি সারথি রথে
জিজ্ঞাসেন মায়ের বারতা
ত্রিদশজনের নাথ কেমন আছেন তাত
কহ সুরপুরের বারতা।
অন্য জত দেবগণ কহ তার বিবরণ
একে একে সভার কল্যাণ
কেবা দেবতার রাজা করেন শিবের পূজা
কোন দেব কুসুম জোগান।
মাতুলি কহেন কথা কল্যাণে আছেন মাতা
কল্যাণে আছেন পুরন্দর
প্রাণে প্রাণে সভে ভাল তোমা দেখ্যা হব আল
এবে পুষ্প জোগান প্রবর।
ঘরের কথায় মতি রথ চলে লঘুগতি
উত্তরিল মন্দাকিনী-জলে
চণ্ডীর আদেশ পায়্যা সঙ্গে ছায়াবতী জায়া
স্নান দান কৈল কুতূহলে।
স্নান করি নীলাম্বর ধরে পূর্ব কলেবর
নাটুয়া ফিরায় জেন বেশ
বিমানে দম্পতি চড়ি বিমান গগনে উড়ি
আগুবাড়ান[১] আইল সুরেশ।
ইন্দ্র অগ্নি দণ্ডধর জলাধিপ নিশাকর
ঈশান কুবের সমীরণ
শিরে দিয়া দূর্বা ধান নিছিয়া পেলিল পান
প্রসাদ করিল দেবগণ।
দুর্বাসা জয়মুনি ব্রহ্মপুত্র বীণাপাণি
বসিষ্ঠ অঙ্গিরা পরাশর
কুশহস্তে লয়্যা দান উচ্চস্বরে বেদ গান
প্রসাদ করিল নীলাম্বর।
অশেষ দুরিত-খণ্ড নীলাম্বরে লয়্যা চণ্ডী
চলিলা হরের সন্নিধানে
কৃপাদৃষ্টে হর চান নীলাম্বরে দিল পান
পুনুরূপি কুসুম জোগানে।
ধন্য রাজা রঘুনাথ রূপে গুণে অবদাত
ব্রাহ্মণভূমের পুরন্দর
হইয়া তার সভাসদ বন্দিয়া চণ্ডিকা-পদ
বিরচয় চণ্ডীর কিঙ্কর ॥

১৮১

পুত্রের বারতা পায়্যা শচী আনন্দিতা
উঠানে খাটাল্য[১] পাট-কথুবার[২] চাঁন্দা।
আরোপিল তথি বিভূষিত পূর্ণ ঘট
রূপিল কদলি তরু নৃত্য করে নট।
পুত্রবধূ নিছিয়া পেলিল শচী পান
শুভক্ষণে গৃহে দুহেঁ করিল পয়ান।
নীলাম্বর হইতে হইল পূজার[৩] প্রকাশ
সাঙ্গ হইল দেবীর পূজার ইতিহাস।

স্ত্রীলোকের পূজা নিতে দেবী কৈল মতি
পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা করেন যুগতি।
ডাকিয়া আনিল রত্নমালা শশিমুখী
পরমরূপসী কন্যা ইন্দ্রের নৃত্যকী।
পান দিয়া ভগবতী দিলেন আরতি
তোমার দেখিতে নাট চান পশুপতি।
তাণ্ডব দেখিতে দেবী দিল নিমন্ত্রণ
ইন্দ্রের সভায় নৃত্য দেখে দেবগণ।
অভয়া চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

চতুর্থ দিবস

নিশা

১৮২

ধরি মনোহর লীলা নাচে রামা রত্নমালা
তাণ্ডব দেখেন দেবগণ
তাতিনি তাতিনি তিনি মৃদঙ্গ মন্দিরাধ্বনি
ঘন বাজে কিঙ্কিণী[১] কঙ্কণ।
হইয়া মুনি সাবহিত নারদে গায়েন গীত
বীণাগুণে তবল অঙ্গুলি
দোহার তম্বুরে গায় টমক খমক বায়
পিনাক বাজায়[২] কুতূহলি।
ভুবনমোহন কাছে ধ্রুপদ তাণ্ডব নাচে
গান মুনি রাধার বিষাদ
মুখর নুপূর শালি দেন ঘন করতালি
দেবগণ বলে সাধুবাদ।
কনকের গড়ি চুড়ি পরি দিব্য পাটসাড়ি
দু করে কুলপি সাজে শঙ্খ
হিরা নিলা মুতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা
কলেবরে মলয়জ পঙ্ক।
পীত তড়িত বর্ণে হেম-মুকুলিকা কর্ণে
কেশ-মেঘে পড়িছে বিজুলি
রজত পাসলি ছটি[৩] পরে দিব্য তুলাকাঠি[৪]
বাহুবিভূষণ ঝলমলি।
দেবীর আদেশে স্মর হাথে ফুল-ধনুশর
হানে বীর সম্মোহিন বাণে
অবশ হইল অঙ্গ কৈল তার তাল ভঙ্গ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গানে ॥

১৮৩

তালভঙ্গ হৈল রামা লাজে হেটমুখি
জত দেবগণ সভে হইলা মনদুঃখি।
তালভঙ্গ দেখি রোষে বলেন ভবানী
যৌবন গরবে নাচ হইয়া অভিমানী।
ধর্মসভায় নাচ হইয়া খলমতী
মানব হইয়া জন্ম চল বসুমতী।
হেন বাক্য বৈল যদি সর্বমঙ্গলা
চরণে ধরিয়া স্তুতি করে রত্নমালা।
দোষ অনুরূপ কেন নাঞি দিলে সাঁপ
চণ্ডীর চরণে ধরি করয়ে বিলাপ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

১৮৪

চণ্ডীর চরণে ধরি কাঁদে স্বর্গ-বিদ্যাধরী
অচৈতন্য হইয়া মায়া-মোহে
ধুলায় ধূসর কান্দে কেশপাশ নাঞি বাঁন্দে
বসন ভিজিয়া গেল লোহে।
কে দিল দারুণ সাঁপ কিবা কৈল গুরু পাপ
আজি মোর না পোহাল রজনি

রোষযুত ভগবতী হৈল মোর অবনতি
কেমনে এড়াব সাঁপবাণী।
কেমন দারুণ বেলা আইলাঙ তাণ্ডবশালা
হাঁছি জেঠি না পাড়িল বাধ
বিধাতা দণ্ডিল মোরে ফিরিয়া না গেলাঙ পুরে
জীবনে রহিল বড় সাধ।
ভাই বন্ধু মাতা পিতা জেবা মোর আছে যথা
উদ্দিশে সভারে পরনাম
পরিহর আমি বলি দিহ মোরে জল্যঞ্জলি
জীবনে বিধাতা হৈল বাম।
ক্ষেমিঞা সকল দোষ হও মোরে পরিতোষ
কৃপাময়ী কর অবধান
অবনিমণ্ডলে জাব তোমার কিঙ্করী হব
করিব পূজার অনুষ্ঠান।
শুনিঞা তাহার কথা হৃদয়ে পরম বেথা
সানুকম্পে বলেন বচন
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্দ
বিরচয় শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১৮৫

আশ্বাস করিয়া তারে বলেন পার্বতী
মোর আশীর্বাদে মর্ত্তে হবে পুত্রবতী।
ইছানি নগরে ঘর নাম লক্ষপতি
হবেক তোমার মাতা নাম রম্ভাবতী।
প্রথম বনিতা তার আছয়ে লহনা[1]
দ্বিতীয় বনিতা তার হবে সুলক্ষণা।
এত বাক্য বৈল যদি সর্বমঙ্গলা
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হৈল রত্নমালা।
রিতুবতী হইয়াছে রম্ভা বাইনানি
বৈ যদি হইল তার অষ্টম যামিনী।
নবম দিবস রিতু হইল অবশেষ
তার গর্ভে রত্নমালা করিল প্রবেশ।
প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি
দুই মাসে জত লোক করে কানাকানি।
ত্রিতিয় মাসের বেলা ভূতলে শয়ন
চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকাভক্ষণ।
পাঁচমাসে রম্ভারতীয় না রুচে ওদন
ছয় মাসে কাঁজি করঞ্জায়[2] গেল মন।
সাত মাসে বন্ধুগণ দেই তারে সাদ
নয় মাসে প্রসববেদনা অবসাদ।
সাধুর কিঙ্করী ডাক্যা আনিল পারথি
শুভক্ষণে হইল তার কন্যা রূপবতী।
ফেড়িয়া চালের খড় জালিল আতুড়ি
গোমুণ্ড স্থাপিয়া দ্বারে পুজে ষষ্টি-বুড়ি।
হুলাহুলি দিয়া কইল নাড়ির ছেদন
তিন দিনে কইল রামা সুপদ্য প'াচন।
ছয় দিন ষষ্টিপূজা কইল জাগরণে
আটকলাইয়া তার কইল আট দিনে।
নত্বা কৈল নয় দিনে মনের হরিষে
একুষিয়া কৈল তার একইষ দিবসে।
খুলনা বলিয়া নাম থুইল পূর্ণমাসে
মাস দুই তিনে দিল উলটিয়া পাশে।
সাত মাসে রম্ভাবতী করাইল ভোজন
আট মাসে মুক্তা জিনি হইল দু দশন।
বৎসর পূর্ণিত হৈল ফিরে স্থানে স্থানে
দুই বৎসর গেল প্রমোদিত মনে।
এক দুই তিন চারি বৎসর জবে জায়
কন্যাগণ সঙ্গে রামা ধূলায় খেলায়।
করিল শ্রবণবেধ পঞ্চম বরিষে
মনোহর বেশ কন্যা দিবসে দিবসে।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

১৮৬

দেবীর ব্রতের তরে দেবকন্যা বান্যাঘরে
রম্ভাবতী সফল মানিল

দিতে নাঞি উপমা খুলনা রূপের সীমা
বদনে চান্দের করে আল।
খুলনা বাড়ে দিনে দিনে
হইল বৎসর ছয় বরন লখিল নয়
শোভা করে অলঙ্কার বিনে।
মনের সফল মানি আনি ভৃঙ্গারের পানি
মলা দূর করে রম্ভাবতী
জতনে বুঝাইয়া তায় অভরণ দেই গায়
রূপের মঞ্জরী কলাবতী।
চাঁচর চিকুর ছান্দে টালিঞা করবী বান্ধে
বেড়ি নব মালতীর ফুলে
সরস কুসুম ছাড়ি ভ্রময়ে করবী বেড়ি
মধুলোভে মত্ত অলিকুলে।
জিনিয়া রবির ছটা কপালে সিন্দুর ফোঁটা
অধর জিনিঞা জবা ফুল
রূপে শক্রধনুবর নয়ান তাহার শর
রহে রবি শশি তার কোলে।
গলে সতেশ্বরি হার শোভে নানা অলঙ্কার
করে শঙ্খ শোভে তাড়বালা
কুচ দাড়িম্বের ফল[১] মাঝা মৃগরাজ তুল
উরুযুগ জিনি রামকলা।
গুরুয়া নিতম্ব ভরে নানারূপ বেশ ধরে
চলে রাজহংসের গমনে
চরণে মঞ্জীর বাজে স্বর্গবিদ্যাধরী সাজে
যৌবন বাড়য় দিনে দিনে।
নখে তম করে নাশ রম্ভার সফল আশ
যৌবন দেখিয়া কলাবতী
খুলনা শিশুর বেশে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
চণ্ডীপদে করিয়া প্রণতি॥

১৮৭

খুলনার রূপ দেখি বলে রম্ভাবতী
আবার খুল্লনা কন্যা আন্ধারের বাতি।
খুলনার রূপে কারে দিব গ তুলনা
ডাকিয়া রবির রথ রাখয়ে খুলনা।
বংশধর পুত্র মোর সোমাঞি[১] কোঙর
খুলনার রূপে হইতে আল করে ঘর।
এত দিন নাহি দেখি এ নব বরণ
কামরূপী মোর ঘরে বাড়ে কোন জন।
লক্ষপতি বলে মোর সফল মানস
নাহি জানি কন্যা মোর হয় কার বশ।
কুলে শীলে দোষহীন লয় জেই জন
তার ঘরে কন্যা যদি করি সমর্পণ।
জেন করিবর-দন্ত কনকে জড়িত
অকলঙ্কে দিতে সুতা এমত উচিত।
অকুলীনে দিলে সুতা থাকয়ে গঞ্জন
লোকে অপযশ গায় সুস্থ নহে মন।
এমন বিচার সাধু করি সখা সনে
সভার সহিত যুক্তি করে দিনে দিনে।
আট দিগে ভাল বর খোজে লক্ষপতি
অবিরত তাই চিন্তা সুস্থ নহে মতি।
হেনরূপে দিনে দিনে বাড়য়ে খুল্লনা[১]
শ্রীকবিকঙ্কণ গান উজানি বর্ণনা॥

১৮৮

উজানি নগর অতি মনোহর
বিক্রমকেশরী রাজা
শোল উপচারে নিত্যে পূজা করে
কৃপা কৈল দশভুজা।
জেন রঘু রাজা হেন পালে প্রজা
কর্ণের সমান দাতা
যুধিষ্ঠির বাণী শুকদেব জ্ঞানী[১]
প্রসন্ন মঙ্গলা মাতা।
উজানির কথা গড় চারিভিতা
চৌদিকে বেউড় বাঁশ

রাজার সামন্ত না পায় অন্ত
যদি ফিরে এক মাস
পাথরের গড় উচ্চতর বড়
কাঁঙ্গুরা পুরট-শোভ্য
পাথর খিচনি জেন দিনমুনি
চৌদিকে মানিক-আভা।
নগরে নাগরি জেন বিদ্যাধরী
ভূষণভূষিত গায়
জতেক পুরুষ মনোহর-বেশ
পীড়িত বসন্ত-বায়।
বিক্রমকেশর মহা ধনুধর[২]
তথা আছে সদাগর
রাজার আদেশে ধনপতি বৈসে
জারে সুখী নৃপবর।
লয়্যা শিশুগণ বণিকনন্দন
পায়রা উড়াতে জায়
সঙ্গে শিশু শত লৈয়া পারাবত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায়॥

১৮৯

পায়রা উড়াতে জায় সাধু ধনপতি
জত নগরিয়া শিশু লইয়া সংহতি।
মুকুন্দ মাধব বনমালী নারায়ণ
রামকৃষ্ণ জগন্নাথ ভরথ লক্ষ্মণ।
কংসারি গোপাল হরি শ্রীধর অজিত
হলধর জন র্দন কুল-পুরুহিত।
দামুদর গদাধর সুবল সুদাম
হরিহর পীতাম্বর আর শিবরাম।
মথুরেশ হৃষীকেশ শ্রীপতি শ্রীনিবাস
পুরুষোত্তম শ্যাম আইলা কৃষ্ণদাস।
অনন্ত অচ্যুত অক্রুর ভৃগুরাম
চতুর্ভুজ চক্রপাণি আইলা বলরাম।
মুরারি দৈত্যারি গোবিন্দ ভবানন্দ
পায়রা উড়াইতে হইল সভার আনন্দ।
জত নগরিয়া সদাগর লয়্যা সাথে
জতনে লইল সভে নিজ পারাবতে।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

১৯০

লয়্যা নিজ পারাবত চলে ধনপতি দত্ত
উড়াইতে নগরিয়া সাথে
করি শুভক্ষণ বেলা চড়িয়া পাটের দোলা
কিঙ্কর পঞ্জর লয়্যা সাথে।
খুড়িমারা পাকশালিকা সেতা[১] নেতা নয়নসুকা
করট তামাট[২] সুলক্ষণ
সৌজ মকরজ গোলা সিখরিআ ঘনবোলা
সাঙলা সুবলা সুভাসনা।
পবন্যা বাতাস্যা হাঁসা নটবা খটবা বুড়া ড'াসা
জাগ সিন্দুরিয়া রণজয়া
কল্যান্যা কুমুদা কুখা ঘিরিনি[৪] দিঘলমুখা
মনসুখা রাঙ্গা দেউল্যা।
সিঙ্গা বাঘা রণজিতা কয়রা কপালচিতা
সিন্ধুমাট্যা পাঙর‍্যা পাখরা
সালিকা দোষল খড়্যা আভাঙ্গা পবনমেড়্যা
পাটলা বিটলা রতিভুরা।
গলাছিনা ড'াসা-আখি বাকনা বকরেখি
নানাবর্ণে লইল পায়রি
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
রঘুনাথ নৃপতিকেশরী॥

১৯১

সখা সঙ্গে ধনপতি আনন্দে পূর্ণিতমতি
পায়রা উড়ায় সদাগর

ছাড়িয়া পাটের দোলা একে একে করে খেলা
পাড়ি থুয়্যা ভূষণ অম্বর।
সঙ্গে ওঝা জনার্দন খেলে নগরিয়াগণ
ধনপতি করিল নিশ্চয়
পায়রি রাখিয়া হাথে উড়াইব পারাবতে
আগে জার আইসে তার জয়।
নগরিয়া শিশু মেলি দেই ঘন করতালি
সেতারে উড়ায় ধনপতি
তার পাছু ভাই জত উড়াইল পারাবত
বাম হাথে রাখি পারাবতী
উড়াইল পারাবতে দৈবে গগনপথে
তাড়াতাড়ি দিলেক সয়চান
পায়রা পরানভয় গগনে সুস্থির নয়
আট দিকে করিল পয়ান।
ইছানি নগর পথে সেতা ধায় অন্তরিক্ষে
উভমুখে ধায় সদাগর
কাটা খোঁচা ভুকে পায় উর্ধ্বশ্বাসে সাধু ধায়
সঙ্গে দনাই দ্বিজবর।
পায়রি রাখিয়া করে সেতা বলি উচ্চস্বরে
উভমুখে ডাকে ধনপতি
পগার খন্দক খানা উলু কাস্যা নল বেনা
নাহি সাধু করে অব্যাহতি।
নাহি সাধু জায় পথে দনাঞি[১] পণ্ডিত সাথে
পাছু পাছু জায় অবহেলে
সাতপাঁচ সখি মেলি খুল্লনা খেলায় ধূলি
পারাবত পড়িল অঞ্চলে।
পায়রা বসনে ঢাকি চৌদিকে নেহালে সখি
জায় রামা আপন ভবনে
সদাগর জায় পাছে পায়রা তাহারে জাচে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে॥

১৯২

ধনি সুন্দরি তোহে নিবেদন করি
পারাবত লৈয়া মোর প্রাণ কৈলে চুরি।
অমূল্য পায়রা মোর জানে জগজন
লুকাইয়া পায়রা রাখ ঢাকিয়া বদন।
পারাবত দিয়া মোর রাখহ পিরিতি
নহিলে জানাব রাজা বিক্রম ভূপতি।
সাধু ধনপতি আমি বসি উজবনি
রাজায় প্রজায় মানে বিদিত,অবনি।
বনিতা-জনের ঠাঞি নিতে নারি বলে
পরান বান্ধিয়া মোর রাখ্যাচ অঞ্চলে।
পরিচয় পায়্যা বলে খুল্লনা সুমতি
জেঠার জামাতা মোর সাধু ধনপতি।
ইসত হাসিয়া রামা করে পরিহাস
পারাবত হেতু সাধু ছাড় তুমি আশ।
আজিকার মত ছাড় মাষ[১] অনুরোধ
আপনা আপনি সাধু করহ প্রবোধ।
সুজন হইয়া কর খল তাড়াতাড়ি
উভমুখে ধাব সাধু জেমত আহিড়ি।
প্রাণভয়ে পায়রা মোর লইল শরণ
প্রাণ দিয়া রক্ষা করি অনুগত জন।
দৈবে দিল পারাবত নাহি করি চুরি
কি কারণে কর সাধু কপটচাতুরি।
তুমি হে রাজার সাধু কে তোমার টুটা
পারাবত লবে যদি দাঁতে কর কুটা।
পরিহাস ধনপতি বুঝে কার্য্যগতি
এই কন্যার পিতা বটে সাধু লক্ষপতি।
দনাই পণ্ডিত সনে করেন জুগতি
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥

১৯৩

এমন শুনিঞা সাধু তরুতলে বৈসে
নগরে কন্যার কথা মানুষে জিজ্ঞাসে।
লোকমুখে শুনে সাধু খুল্লনার কথা
সাধুর হৃদয়ে লাগে কামশর বেথা।

দনাই পণ্ডিত সঙ্গে করিল বিচার
সম্বন্ধ করিয়া কর আমার উদ্ধার।
এমন শুনিয়া দ্বিজ সাধুর বচন
ত্বরা করি যান লক্ষপতির ভবন।
লক্ষপতির বাড়ি জবে গেলা পুরুহিত
দেখি লক্ষপতি তাঁরে হইলা হরষিত।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন
প্রণাম করিয়া বলে নিজ নিবেদন।
পিতা সুত দুহিতা করয়ে পরনাম
জিজ্ঞাসা করয়ে দ্বিজ সবাকার নাম।
বলে লক্ষপতি এই কুমার মইআই
রামবঘু শ্রীহরি অনুজ দুই ভাই।
এইত দুহিতা মোর খুলনা বৃপিণী
ইহার খেলার সঙ্গি পাঁচটী ভগিনী।
ইহা শুনি দ্বিজবর বলে অভিরোষে
কোনি বা আইনু সাধু তোমার নিবাসে[১]।
বসন দক্ষিণা যদি নাঞি দিলি দান
ব্যবহার ঘুচাল্যে সন্দেশ গুয়া পান।
এত অনুযোগ শুনি সাধু লক্ষপতি
কর-জোড়ে অনুনয় করে ওঝা প্রতি।
এই কন্যার আমি নাহি দিল বিভা
সম্বন্ধ করহ গুরু কুল বিচারিয়া।
কত বর আইল সম্বন্ধ নাহী কৈল দেখ্যা
এতদিন আছে কন্যা তোমার অপিক্ষা।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

আমার বচন শুন যদি নাহী নেহ পণ
তবে কন্যা করাব মুকতি।
সপ্ত বৎসরের কন্যা বিভা দিলে হয় ধন্যা
তার পুত্র কুলের পাবন
আহরিয়া বর আনি কহিয়া মধুর বাণী
পণ বিনে করিব সমর্পণ।
নবম বৎসরে যদি বর পাই যথাবিধি
তনয়া করিয়ে সম্প্রদান
তার পুত্র দিলে জল সুরলোকে পাই স্থল
পিতৃলোকে হয় বহুমান।
না বুঝায় কেহ তোমা গত হইল দশ সমা
তথাপি না হৈল কন্যাদান
পরবেশে একাদশে হৃদয়ে মদন বৈসে
নবরস হয় এক স্থান।
না করি সে কর্ম ভাল এগার বৎসর গেল
অপযশ করিলে সঞ্চয়
দ্বাদশ বৎসর বেলা রজস্বলা হয় বালা
পুরুষেরে নাহি করে ভয়।
পুষ্পক জাবদ নয় তাবদ পুরুষে ভয়
নাহি বহে তাহার কামনা
বর দেখি অভিরাম যদি করে কন্যা কাম
পায় পিতৃ নরকে যন্ত্রণা।
দ্বিজের বচন শুনি লক্ষপতি বলে বাণী
উচিত করিব ব্যেবহার
সপ্তগ্রাম বর্ধমান বর ভাল কুলবান
মুকুন্দ রচিল গীত সার॥

১৯৪

শুন হে[১] অবুধ লক্ষপতি
বার বৎসরের সুতা তোর ঘরে অস্থিতা[২]
কেমনে আছহ শুদ্ধমতি।
সাধু বলে মোর বোলে হৃদি কর এই কালে
অবধানে কর অবগতি

১৯৫

শুন লক্ষপতি সদাগর
জত আছে গন্ধবান্যা একে একে দিব গন্যা
খুল্লনার যোগ্য নাহী বর।
যেবা চাঁদ সদাগর তার পৌত্র আছে বর
বাস জার চম্পা[১] নগরী

মনসার সনে বাদ হৈল নানা পরমাদ
জাতিনাশ কৈল বিষহরি।
বর্দ্ধমানে ধুস দত্ত তারে জানে ষোল সত্ত
মহাকুল বান্যার প্রধান
বাসুলীর প্রতিদ্বন্দ্বী[2] দ্বাদশ বৎসর বন্দি
বিষালাক্ষী কৈল অপমান।
মহাস্থান সাতগাঁ তাতে বৈসে রাম দাঁ
তার শুন কুলের বাখান
মড়ায় পুরিয়া বাড়ি বাসা দিয়া লয় কাড়ি
তার বাস শ্মশান সমান।
হরি দত্ত বড়সুলে তার সম নহে কুলে
রাজা তার কৈল অপমান
ফতেপুরে রাম কুণ্ড সেই বেটা নুন্যা ভণ্ড
সেহ নহে তোমার সমান।
কর্জ্জনাতে হরি লা নাহী পোষে বাপ মা
প্রভাতে না লই তার নাম
ভালুকীর সোম চন্দ সে বড় কপট মন্দ
দীক্ষাপথে শূলী তার বাম[3]।
জেবা বান্যা আছে যথা জানি সভাকার কথা
সভে হয় দোষের আকর
গঙ্গার দুকূল পাশে জতেক বণিক বৈসে
খুল্লনার জুগ্য নাহী বর।
তোমার কন্যার মত বর ধনপতি দত্ত
কুলে শীলে রূপে গুণবান্
দ্বিজের শুনিঞা কথা লক্ষপতি হেট মাথা
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

১৯৬

আমার বচনে সাধু কর অবগতি
তোমার কন্যার জুগ্য বর ধনপতি।
গৌড়ে বিখ্যাত জার স্থান উজবনি
সাধু বেক্তি ভূপতি-সভায় আগমনি।
জেন রূপ তেন গুণ উত্তম ব্যেবহার
দেব দ্বিজ গুরু[1] ভক্ত শুদ্ধ সদাচার[2]।
তার অনুরূপ নারী খুল্লনা রূপিণী
মদনের রতি জেন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
সাধক পুরুষবর গৌরবরণ
পরিণত সুচতুর ভব্যলক্ষণ।
অধিক কহিব কিবা অবিজ্ঞার ঠাঞি
জারে কন্যা দিয়াছে তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই।
ঘটকের মুখে শুনি বরের কীরিতি
সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সায় দিল লক্ষপতি।
ব্রাহ্মণের সহিত লক্ষপতি জত ভনে
কপাটের আহড়ে সকল রম্ভা সুনে।
স্বামী গঞ্জিয়া রামা করে অভিমান
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণ গান॥

১৯৭

প্রাণনাথ কেনি হেন দিলে অনুমতি
হিতাহিত মনে গণ নাহী লব কন্যা পণ
কেনি ঝিয়ে করাবে দুর্গতি।
পড়্যা সুন্যা হইলে শিশু ব্যয় করি নিজ বসু
কন্যা দিবে দারুণ সতিনে
লহনারে নাঞি জান হেন বাক্য মুখে আন
করুণা তোমার নাহী মনে।
তোমারে বুঝাব কী লহনা ভাইয়ের ঝি
যদি তুমি দিবে তারে সত্য
কেনি কৈলে হেন কাজ সঞ্চয় করিলে লাজ
লোক মাঝে না তুলিবে মাথা।
খুল্লনা বাঁন্ধিয়া গলে ঝাঁপ দিব গঙ্গাজলে
নাহী দিব দারুণ সতিনে
দুরন্ত ঝিয়ের মোহ নয়নে গলয়ে লোহ
লক্ষপতির ধরিয়া চরণে।

না শুনিলে হেন কথা জে ঘরে লহনা সতা
একাচার ভুখিল বাঘিনী
বিচারে হইয়া অন্ধ পদ-গলে দিয়া বন্ধ
ভেট দিলে খুল্লনা হরিণী।
দু তিন সতিন জার বিফল জীবন তার
দিন ব্যের্থ না জায় কন্দলে
আমার বচন ধর আনিঞা প্রথম বর
জেন কন্যা থাকে অন্নজলে।
ন-জুত জার ঘর আনিঞা এমন বর
বিলম্বে করিবে কন্যা দান
কন্যা পাবে কুতূহল তুমি পাবে দানফল
লোকে গাব অতুল সম্মান।
ম্মার শুনিঞা কথা তিন আধ নাঞি বোথা
শুন প্রিয়ে আমার বচন
চলাঙ দ্বিজের সঙ্গে বসিয়া কথার রঙ্গে
গণাইলাঙ ভবিষ্য গণন।
এক কহিল মোরে দিবে দ্বিতীয় বরে
বিচারিয়ে বিধবা-লক্ষণ
এত যদি হইল গতি দিল রম্ভা অনুমতি
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

১৯৮

সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সায় দিল রম্ভাবতী
নিমন্ত্রিয়া জামাতারে আনে লক্ষপতি।
বসাইল জায়া তারে লোহিত কম্বলে
কেহ জল দেই কেহ চরণ পাখালে।
আহড়ে থাকিয়া রম্ভা জামাতা নেহালে
আইয় সুইয় আনিতে বিজয়া দাসী চলে।
ত্বরা হেতু নগরে নগরে জায় চেড়ি
সৈ সাঙ্গাতিন ডাক্যা জয়া আনে বাড়ি বাড়ি।
অমলা বিমলা চাঁপা কমলা ভারথি
স্বর্ণরেখা পদ্মাবতী রতি কলাবতী।[1]
বল্লভা দুর্লভা রম্ভা সুভদ্রা যমুনা
ভবানী তুলসী রানী শচী সুলোচনা।
হিরা তারা সরস্বতী মদনমঞ্জরী
কৌশল্যা বিজয়া গোরী সুমিত্রা সুন্দরী।
যশোদা রোহিণী রাধা রুচী কাদম্বরী
চিত্রলেখা সুধা চন্দ্রা সীতা মন্দোদরী।
ত্বরা হেতু সভাকার বিপর্জয় বেশ
আস্বাইল কেশভার না সম্বরে বেশ।
এক চক্ষে কজ্জল নুপুর এক পায়
অর্দ্ধকেশ মার্জি কেহো লঘুগতি জায়।
এক চক্ষে কোন জন দিয়াছে অঞ্জন
এক কর্ণে কর্ণপূর ত্বরায় গমন।
শিশু কান্দে দুগ্ধ দিতে নাহি করে মোহ
কোন কোন আইয় চলে হাথকাখে পো।
কড়িয়া জাঙ্গালে আইয় দিল বাহু-নাড়া
আঁক্ষের কটাক্ষে ভাঙ্গি আনে সর্ব পাড়া।
সাধুর মন্দিরে সভে দিল দরশন
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রম্ভা বসিতে আসন।
বর দেখ্যা আইয়গণ আনন্দে মোহিত
প্রশংসা প্রসঙ্গে নাচাড়ি গাব গীত।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

১৯৯

সভে বলে খুল্লনার বর মিল্যাচে ভাল
মদনমোহন রূপে ঘর কর্য়াচে আল।[1]
এক যুবতী বলে সই মোর কর্ম মন্দ
অভাগিয়া পতি মোর দুই চক্ষু অন্ধ।
কোন দেশে দুঃখিনী নাহিক মোর পারা
কোলে কাছে থাকি তবু সদাই করে হারা।
আর জুবতি বলে পতির বর্জ্জিত দশন
সাক সুপ ঘণ্ট বিনা না করে ভোজন।

দৃঢ় বেঞ্জন কীবা জেই দিন বান্ধি
মাবযে পিঁড়াব বাড়ি কোণে বস্যা কান্দি ।
আব জুবতি বলে সই গোদা মোব পতি
কোযাজ্জবেব ঔষধ সদাই পাব কতি ।
ভাদ্রমাসেব পাঁকুই বড দুববাব
গোদে তৈল দিতে কত তুলিব নাকাব ।
আব যুবতি বলে মোব স্বামী বড কাঁনা
আনেব সংসাব ভাল মোব অন্ধজনা ।
ঠাবে ঠোবে কই কথা দিনে পতিব সনে
বাত্রি হইলে সুয্যা থাকি পশুব শযনে ।
এক জুবতি বলে সই মোব কর্মেব দোষে
খাট ভাতাব ঢেঙ্গা মাগু দেখ্যা লোক হাসে ।
এক বমণি বলে আমি কৈল কোন কাজ
আব জুবতি বলে মোব মুণ্ডে পডুক বাজ ।
এক বমণি বলে আমি মন্দাব জাব
আব বমণি বলে গঙ্গাসাগবে মবিব ।
এক বমণি বলে আমি নাহি জাব ঘবে
আব যুবতি বলে মোব প্রাণ কেন কবে ।
আইযব মিসালে বুডি ছিল এক জন
ঝাডিযা ঝুডিযা বুডি বান্ধিল লোটন ।
পোযেব হয্যাছে পো তাব হয্যাছে ঝি
পোবোগ তৈলে চুল পাক্যাছে বযেষ বটে কি ।
বূপে গুণে নাতিনী সুন্দবী আছে ঘবে
হেন ববে বিভা দিযা বাখি নিজ কবে ।
বব দেখ্যা আইযগণ খায মনকলা
ধনপতি দন্তে সাধু দিল ববমালা ।
কুসুম চন্দন চুযা কবিযা ভূষিত
সদাগব আইসে ঘবে করিযা ত্বরিত ।
বচিযা মধুব পদে একপদি ছন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ ॥

শুনিঞা লোকেব মুখে শেল জেন বাজে বুকে
প্রভু দিব নিদাবুণ সতা ।
কহ দুযা জীবন উপায
কানে তোব দিব হেম চিন্তহ আমাব ক্ষেম
জেমনে সম্বন্ধ ভাঙ্গা জায ।
খুড়া হয্যা দেই সতা কাবে কব দুঃখকথা
কাবে বা কবিব অভিমান
ববণ্ড মবণভাল হৃদযে বহিল সাল
সৈযেবে কবহ সাবধান ।
প[illegible]বা উড়াবাব ব্যাজে গেলা প্রভু নিজ কাজে
জানিল এসব বাবতা
সম্বন্ধ নির্ণয হইল ইবে সে লহনা মৈল
হবি হবি বিমুখ বিধাতা ।
একেলা সাধব দাবা আছিলাঙ সতন্তবা
নিতে দিতে আপুনি গৃহিণী
বিধাতা আমাবে বাম পবে নিব ধন-ধান
মন পোড়ে শোকেব আগুনি ।
শোকানলে পোড়ে মন দাবানলে জেন বন
আঁখিজল নিবাবিতে নাবি ।
দুঃখ বহিল মনে স্বামী দিব অন্য জনে
সঞ্চয কবিযা ঘবগাবী ।
বহু ব্যয কবি কড়ি কবিলাঙ খাট পাড়ি[১]
সকল্লাথ নেহালি পামবি
চন্দন কুসুম চুযা কুমকুম কস্তুবি গুযা
কাবে দিব মন্দিব মশাবী ।
দুবলাব পবাবোধে বন্ধনেব অনুবোধে
লহনা বসই স্থানে জায
সদাগব আইল বাসে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
হৈমবতী জাহাবে স্বহায ॥

২০০

দেখি দুঃস্বপ্ন বহু স্ফন্দে[১] ডানি আখি বাহু
নিবন্তব কবে মনঃকথা

২০১

লহনা লহনা বলি ডাকে সদাগব
অভিমানে সাধে রামা না দেই উত্তব ।

ইঙ্গিতে বুঝিয়া লহনার অভিমান
কপট প্রবন্ধে সাধু লহনা বুঝান।
রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে
চিন্তামণি নঠ কৈলে কাঁচের বদলে।
স্নান করিয়া শিরে না দেহ চিরুনি
রৌদ্র নাহি পায় কেশে শিরে বিন্ধে পানি।
অবিরত ঐ চিন্তা অন্য নাহী গণি
রন্ধনের শালে রূপ নাশিলে পদ্মিনী।
বরিষা বাদলে আনলে দিতে ফু[২]
কর্পূর তাম্বুল বিনা সুখাইল মু[৩]।
ধূমজুত আনলে সদাই চক্ষে লো
দর্পণে বদন দেখ চক্ষে বাত[৪] খো।
মাসি পিসি মাতুলী বহিনি সতিনী
নাহি কেহ রহে ঘরে হইয়া রান্ধনি।
যুক্তি যদি লয় মনে কহিবে প্রকাশি
রন্ধনের তরে আমি আন্যা দিব দাসী।
সদাগর বলে জত কপট প্রকাশ
উত্তর না দেই রামা ছাড়য়ে নিশ্বাস।
দ্বোবলা[৫] করিল স্থল বসিল ভোজনে
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণে ভনে॥

২০২

শিব স্মঙরিয়া কৈল দুই আচমন
লহনা কনক থালে জোগায় ওজন।
সুবর্ণের বাটিতে দুবলা দেই ঘি
হাসিয়া পরিষে বালা বাণিয়ার ঝি।
স্মঙরিল জগন্নাথ পরমপুরুষ
সুরনদীর জলে সাধু করিল গণ্ডুষ।
প্রথমে শুকুতা ঝোল দিল ঘণ্ট সাক
প্রশংসা করয়ে সাধু বেঞ্জনের পাক।
ঘৃতে জবজব খায় মীন মাংস বড়ি
বাদ কর্যা খায় ভাজা কই দুই বুড়ি।
অম্বল খাইয়া পিঠা জল ঘটী ঘটী
দধি খায় ফেনি তায় শুনি মটমটী।
হাসিয়া পরষে রামা করে হেম থালা
ললিত গমনে চলে বৈদগধি বালা।
কটাক্ষে সাধুর মন হরিল লহনা
ভোজন সম্বলে সাধু স্মরহতমন।
ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আচমন
কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন।
চরণে পাউড়ি দিয়া করিল গমন
বিনোদ মন্দির মাঝে করিল শয়ন।
নিত্যকৃত্য করি রামা চলে পতিস্থানে
রতিরসে সদাগর ধরিল বসনে।
লহনার হৃদে সাধু বিন্ধে পঞ্চবাণ
হেনকালে লহনা করেন অভিমান।
মনদুঃখে তারে রামা করে নিবেদন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

২০৩

কপট সম্ভাষ তেজ পরিহাস
সে সব আদর গেল
কোন মূঢ়মতি দিনে জালে বাতি
তাহে কীবা করে আল।
স্ত্রী গতযৌবনে পুরুষ নির্ধনে
কী বা আদরের চিন
কামদেবে পাপ দুইজনে চাপ[১]
নাহি করে গুণহীন।
কপটে প্রবীণ কুলিশকঠিন,
দারুণ তোমার হিয়া
সত্য কৈলে জত সব কৈলে হত
কী মোর দোষ দেখিয়া।
অঙ্গনা সমাঝে কিবা গৃহকাজে
পাইলে মোর অনোচিত

যদি দিবে সতা   কে তার রক্ষিতা
কেন না কৈলে ইঙ্গিত।
না করিল বিধি   জনম অবধি
নারীর যৌবনকাল
শশীর উদয়   মৃণাল না রয়
মোর মনে রৈল সাল।
থাকে পুণ্য অংশ   কোলে হয় বংশ
সুকৃতি সেই দম্পতি
যদি নহে তোক   শূন্য[2] দুই লোক
দুহাঁর কর্মের গতি।
রামা অভিমানী   শেষ নিশিথিনি[3]
কামবাণে সাধু অন্ধ
লহনা নিদয়   পাইয়া সময়
সাধু করে বাহুবন্ধ।
সাধু হাথে ধরে   লহনা নিবারে
চঞ্চল কঙ্কণপানি
উদিত কামান   মধ্যে পঞ্চবাণ
কন্দল ভাঙ্গে আপুনি।
রাজা রঘুনাথ   গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান
তাঁর সভাসদ   রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

২০৪

(পরিতোষে লহনারে দিল পাট সাড়ি
পাঁচ পল সোনা দিল পরিবারে চুড়ি।)
সাধু বলে প্রিয় তুমি আছ মোর মনে
পূর্বে আছিলে জেন বিবাহের দিনে।
রাম রাম স্মঙরনে রজনি প্রভাত
প্রণতি করিয়া সাধু স্মঙরে ভূতনাথ।
আসিয় করিতে আইলা দনাই পণ্ডিত
প্রণাম করিয়া সাধু করিল ইঙ্গিত।
আখি ঠারে হইল কথা সঙ্গে গৃহ-ওঝা
নানাদ্রব্যে পূর্ণিত সাজিল ভার বোঝা।
পাইল পণ্ডিত লক্ষপতির সদন
সম্ভ্রমে আনিঞা রম্ভা জোগায় আসন।
লক্ষপতি আসি বন্দে দ্বিজের চরণ
নিবেদয়ে দ্বিজ তারে সব বিবরণ।
গৃহ-ওঝা করে মীনরাশ্যের কল্যাণ
সভাবিদ্যমানে ওঝা পড়ে পাঁজিখান।
সূর্য নমস্কার শাস্ত্রে কর অবগতি
অদ্য রবিবার ছয় দণ্ড ষষ্ঠী তিথি।
মৃগশিরা নয় দণ্ড বণিজ্যকরণ
শুভযোগ দশ[1] দণ্ড দশম ফাল্গুন।
পুনরপি পড়ি পাঁজি শুন সাবধানে
আগামী বৎসর কথা গণক বুঝানে।
সংক্রায়ন কপালে বৎসর জাবে ভালে
বড়ই সম্পদ তোমার দেখি এই কালে।
বৈশাখে[3] হইতে হইল লুপ্ত সম্বৎসর
শুভকর্ম নাঞি আগে[4] বৎসর ভিতর।
এবাক্য হইল যদি গৃহ-ওঝার তুণ্ডে
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে লক্ষপতির মুণ্ডে।
বৈশাখে হইব কন্যা বারতে প্রবেশ
ফাল্গুনে করহ লগ্ন কহিল বিশেষ।
লগ্ন করেন ওঝা শুভক্ষণ গনি
গণিঞা নির্ণয় কৈল উত্তরফল্গুনী।
পূজা পাইয়া গেলা ওঝা আপন ভুবনে
কহিল সকল কথা ধনপতি স্থানে।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

২০৫

ফাল্গুন উত্তম মাস   নিয়োজিত অধিবাস
আনন্দিত হৈল সদাগর
পুলকে পূর্ণিত মতি   কহে সাধু ধনপতি
প্রিয়ভাষে কহেন উত্তর।

সাধু করে আয়োজন চারিদিকে ধায় জন
কীনে বেচে হাটে নানা ধন
সাধুর আদেশ পায় ইছানি নগর জায়
ঘটক পণ্ডিত জনার্দন।
অধিবাসের লয়্যা সাজ চলিল ঘটকরাজ
কুলীন পণ্ডিত পুরোহিত
আগু পাছু সারি সারি সজ্জ লয়ে জায় ভারি
গায়নে মঙ্গল গায় গীত।
তৈল সিন্দুর পান গুয়া বাটি ভর্যা গন্ধ চুয়া
বিদ দাড়িম্ব পাঁচ কাঠা
পাট ভর্যা নিল খই ঘড়া ভরা ঘৃত দই
সাজিয়া সুরঙ্গ নিল বাটা।
খিরপুলি গঙ্গাজল কান্দি কান্দি নারিকল
চিনির পুরিয়া নিল গড়
চালু ডালি মৎসরাশি জোড়ে জোড়ে নিল খাসী
সাঁজড়িয়া ভারে নিল মাছ।
সর্ষব পুটলি ভরা বান্ধ্যা নিল কোল সরা
সুতা নিল নাটাই সহিত।
সুবঙ্গ পাটের সাড়ি লইল রঙ্গন-কড়ি
বিদমালা সুবর্ণে জড়িত।
চিনী-চাঁপা মর্তমান কড়ি লয় দিতে দান
হরিদ্রায় রঞ্জিত বসন
গোরোচনা দিল শঙ্খ চামর চন্দনপঙ্ক
ফুলমালা কজ্জল দর্পণ।
কপালে জুড়িয়া ফোঁটা বসিল পণ্ডিতঘটা
সগল্লাথ পামরি কম্বলে
কিথা কথুবায়[১] বান্ধা উপরে টানায় চান্দা
ধূপে আমোদিত কৈল স্থলে।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

২০৬

হেম পায়্যা পণ চারি মানিল লহনা নারী
দূর কৈল জত অভিমান
প্রেমবন্দ মুখে মুখে আলিঙ্গন করি সুখে
যামিনী হইল অবসান।
ধনপতি হৃদয়ে উল্লাস
বসিলা দুলিচা মাঝে নিজোজিল নানা কাজে
শুভমুখে সুকোমল ভাষ।
শয্যা তেজি ধনপতি আনন্দে পূর্ণিত মতি
ডাক্যা আনি দনাই ব্রাহ্মণ
গুরু-গৌরব ব্যবহার নিয়োজিত কৈল ভার
দুই করে পাখালে চরণ
আশীষ করিল দ্বিজ শুভ মুখসরসিজ
আয়োজন কৈল সমর্পণ।
কি কর কি কর ভায়্যা শুভক্ষণ জায় বয়্যা
অবধানে শুন সদাগর
বৎসরেক নাহী বিভা কেমনে ধরসি হিয়া
লুপ্ত হব এক সম্বৎসর।
লক্ষপতি জায়া সনে বিচার করয়ে মনে
জ্ঞাতি বন্ধু পুরোহিত সনে
গৃহবিপ্র আনি ঘরে লগ্ন বিচার করে
জয়ধ্বনি বনিতাবদনে।
শুভ তিথি ত্রিয়োদসি রোহিণী সহিত শশী
শুভ যোগ বণিজ্যাকরণে
লগ্নে আছয়ে জিব হইব পরম শুভ
সায় দিল সেইত গণন।
দ্বিজের বচন শুনি লক্ষপতি মনে গুনি
জ্ঞাতি বন্ধু আনে নিকেতনে
অধিবাসে দিল সায় শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
রামাগণে আনিল সদনে[১]॥

২০৭

সকল দোষহীন হইল শুভ দিন
ধরে কন্যা মনোহর বেশ

হরিদ্রারঞ্জিত ধুতি পরাইল রম্ভাবতী
বৈসে রামা জনক সকাশে।
খুল্লনাব গন্ধ-অধিবাস
জত-পুব নিতম্বিনী বদনেতে জযধ্বনি
বম্ভাবতী হৃদযে উল্লাস।
লিখন কবিযা পাতি আনাইল জত জ্ঞাতি
দেশে দেশে পাঠ্যাযা্য বার্তন
লক্ষপতিব বাসে নানা দেশেব বান্যা আইসে
বোঝা-ভাবে ল'্যা আযোজন।
কোমল পল্লব-শিখা উপবে বসাল শাখা
স্থণ্ডিলে পাতিল নযা্য ধান[১]
উপবে ফুলেব ঝাবা স্থাপিল গনেশ-বাবা[২]
দ্বিজগণ কবে বেদ গান।
পটহ মৃদঙ্গ সানি দগড কাসব বেনি
শঙ্খ কাজে দোখণ্ডি বল্লকী[৩]
টমক খমক ভেরি গজঝম্প সাবি সাবি
অঙ্গভঙ্গে নাচযে নৃত্তকী।
গণপতি দিনপতি পুজা কবে বমাপতি[৪]
বিধি আশাপতি গ্রহগণে
স্থাপিল মঙ্গলষষ্টি সভাজন কবি ষষ্ঠী
পূজা কবি মুকুণ্ড-নন্দনে।
দ্বিজগণে বেদগান মহি গন্ধশিলা ধান
দূর্বা পুষ্প ফল ঘৃত দধি
রজত দর্পণ ক্ষোম স্বস্তিক সিন্দুর হেম
কজ্জল গোরোচনা যথাবিধি।
সিদ্ধার্থ চামর শঙ্খ ভুবনে উপামা-রঙ্ক
পূর্ণ পাত্র প্রিদিপ সহিত
করিয়া স্বরভেদ ব্রাহ্মণ পড়ে বেদ
সূত্র বান্ধে দনাই পণ্ডিত।
পূজিল প্রতিমারপী গৌরী পদ্মা মেধাবতী
সাবিত্রী বিজযা জযা তথা
স্বাহা স্বধা দেবসেনা শান্তি পুষ্টি ধৃতি ক্ষমা
অনুকূল জতেক দেবতা।
ঘৃত দিয়া সাত ডোরা কাঁথে দিল বসুধারা
কৈল নান্দিমুখেব বিধান
জল সহে রম্ভাবতী সুবেশাতি শুদ্ধমতি
শ্রীকবিকঙ্কণ বস গান।

২০৮

ঔষধ করিযা বম্ভা ফিবে বাডি রাডি
দোছোট কবিযা পরে তষবেব সাডি।
কাটা মহিষেব আনে নাসিকাব দডি
দুর্গা প্রদীপ পুত্যা বাখিযাছে চেড়ি।
সাধুব কপালে জবে দিব পুনর্বসু
খুল্লনাবে হব সাধু নাক-বিন্ধ্যা পশু।
আদেষ পাকড়ি গাছ হাই আমলাতি
আকুল কুন্তল কবি আনে মধ্যবাতি।
ইহা দবশনে তার বশ হব পতি
পাছু জাব সাধু জেন গাই ঋতুবতী।
সাপেব আটুলি আনে খুজ্যা বাদ্যাঘবে
রুহিত মৎস্যের পিত মঙ্গল বাসবে।
কাপাসেব খেতে হইতে আনিল গোমুণ্ড
দাণ্ডাইযা সাধু তায রব দুই দণ্ড।
খুল্লনা কবিব যদি সাধ্যে[১] অপমান
মৌনে রহিব সাধু গোমুণ্ড সমান।
বিমলা ব্রাহ্মণীর নাম নিলাবতীর সই
আণ্ডসরা আনে আর গন্ধবের দই।
নিশা মধ্যে আনিহ দেউলের পাটিকাল
পুজিবে ধোবার পাটে জালি দিব জ্ঞান।
ধনপতি লহনাতে বিচ্ছেদ-কন্দলে
এ ফল মণ্ডল ভাগ্য সেই পাটিকালে।
ঔষধ করএ রম্ভা খুল্লনার হিত
লহনার তরে সেই হইল বিপবিত।
সমাপিল খুল্লনার গন্ধ-অধিবাস
উজানি আইল দ্বিজ হৃদয়-উল্লাস

সহাস বদনে কথা কহে দ্বিজবর
শুভক্ষণে ছান্দলা টানায় সদাগর।
আঙ্গিনা সমাজে চন্দন চৌকপুরে
কুসুম চন্দন বিভোসিত কলেবরে।
তাম্বি পাত্যা গণক করিল শুভক্ষণ
চৌদিকে পণ্ডিতঘটা আইল বন্ধুগণ।
হেমঘটে গণাধিপ কৈল আবাহন
করিল দনাই ওঝা স্বস্তিকবাচন।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥

২০৯

সাধু ধনপতি মদন জিনি মূর্তি
বসিলা গাম্ভারির পীঠে
বদনে নিন্দে বিধু চৌদিকে নববধূ
মঙ্গল গায় নাছে বাটে।
ব্রাহ্মণ পড়ে স্মৃতি আনন্দে ধনপতি
চৌদিকে জয়জয় ধ্বনি
মঙ্গল বস্তু জত করয়ে নিয়োজিত
মঙ্গল পড়া বাজে সানি।
সমাপ্ত করি কর্ম জে ছিল কুলধর্ম
ব্রাহ্মণে দিলেন দক্ষিণা
বরাাতি পুঞ্জি পুঞ্জি সাধুর ঘরে ভুঞ্জি
চৌদিকে তম্বু সইবানা।
গোধূলি হইল বেলা চাপিয়া চলে দোলা
গলায় নাম্বে বনমালা
মুকুট শিরে রোপে কুমকুম অঙ্গে লেপে
দু-করে হেম তাড়বালা।
কেহ গায় গীত নাট কায়বার পড়ে ভাট
করিবর-পিঠে বাজে দামা
হাস্যকথা কুতূহলে পদাতি বাঙ্গালি খেলে
আগুদলে চলে রণভীমা।
আগে পাছে সিঙ্গা কাড়া আরোপি ধনুকে চড়া
ডানি বামে ধাইল ধানকী
রাঙ্গাধুলা মাখে গায় পবন জিনিঞা ধায়
তার পিছে শতেক তবকী।
নাহী পাক্যে দিশপাশ শতশত রায়বাঁশ
শতশত পড়ে দাবা সিলি
লোহ ভাণ্ডে[১] দারু সাজি ছোটায় আতস[২] বাজি
এক কালে শতেক বিজুলি।
জুড়িয়া কোশেক বাট বরযাত্র চলে ঠাট
চমকিত ইছানি নগব
নিজবলে সাবধান সাধিতে আপন মান
আগে চলে মইসাই কোঙর।
দুই দলে আলাআলি চুলাচুলি গালাগালি
বরযাত্রী দেউটী না ছাড়ে
ধুলা খেলা ঢেলা-বৃষ্টি মেলিতে না পারে দৃষ্টি
দুই দলে খুনাখুনি পড়ে।
বুঝিয়া কার্যের গতি ধায়্যা আইল লক্ষপতি
কন্দল ভাঙ্গিল সমঞ্জসে
জামাতাব হাথে ধরি লয়্যা গেল নিজ পুরী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে॥

২১০

প্রেম-লোচনজলে সাধু হইল অন্ধ
কোলে করি জামাতার শিরে দিল গন্ধ।
বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে
কেহ জল দেই কেহ চরণ পাখালে।
অঙ্গুরি অঙ্গদ হার ভূষণ চন্দন
দিয়া লক্ষপতি করে বরের বরণ।
তবে রম্ভা স্ত্রী-আচার করে যথাবিধি
বরের চরণে পাদ্য ঢাল্যা দিল দধি।
রম্ভা সুতা দিয়া জোঁখে বরের অধর
তেনমত জোঁখে পুনু দুইখানি কর।

সেই সুতা বাঁধ্যা রাখে খুল্লনার বসনে
সাধু রহিব জেন নিগুঢ় বন্ধনে।
আনিল আইবড়ার সুতা লাটাই সহিত
সাতফের ফেরা দিয়া করিল বেষ্টিত।
সেই সুতা বান্ধ্যা থুইল খুল্লনার অঞ্চলে
গালাগালি দিতে জেন মুখ নাহী চলে।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

২১১

সাধু করে কন্যাদান বিপ্রগণে বেদ গান
নাচে গায় রঙ্গে বিদ্যাধরী
সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি পটহ দুন্দুভি বেনি
আনন্দিত ইছানী নগরী।
পাট চড়ি রূপবতী প্রদক্ষিণ করি পতি
শুভমুখে দুইজনে ছামনি
দিলেন পতির গলে আপনার কণ্ঠমালে
রামাগণ দিল জয়ধ্বনি।
অভয়ার প্রীত-ফলে করে কুশে গঙ্গাজলে
সাধু করে কন্যা-সম্প্রদান
শয্যা ঝারি ধেনু থালা দাসী গজ দোলা ঘোড়া
দিয়া জামাতার কৈল মান।
বাজয়ে মঙ্গল পড়া দ্বিজে বান্ধে গ্রন্থচূড়া
বরকন্যা দেখি অরুন্ধতী
বন্দিয়া রোহিণী সোম লাজহুনি কৈল হোম
দুহেঁ কৈল অনলে প্রণতি।
দম্পত্য প্রবেশে ঘরে খিরখণ্ড ভোগ করে
কুসুমশয়নে গেল রাতি
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
দামুন্যায় জাহার বসতি॥

২১২

রাম রাম সঙরণে পোহাইল রাতি[1]
শয্যা তেজি প্রভাতে উঠিল ধনপতি।
নিত্য নিয়মিত কর্ম করি সমাপন
শয্যা-তোলা কড়ি মাগে পরিহাসী জন।
শুনিঞা সহাস[2] সাধু আনন্দিত মন
নফরে কহিল দিতে পঞ্চাশ কাহন।
জুয়া খেলা কৈল সাধু খুল্লনার সনে
খুল্লনার জয় দেখি হাসে রামাগণে।
তথা হৈতে সদাগর আনন্দিত মনে
বর‍্যাতিরে ত্বরা কৈল উজানি গমনে।
মাজুরি পাতিয়া দিল বসিতে কিঙ্করী
সাধুর বামেতে বৈসে খুল্লনা সুন্দরী।
মাথায় মকুট দিয়া বসিল দম্পতি।
কৌতুকে জৌতুক দেয় জতেক যুবতি।
মৃদঙ্গ পটহ[3] বাজে বেনি জোড়া শঙ্খ
টমক খমক সানি বাজে জগঝম্প।
কেহ নেত কেহ সেত কেহ পাট সাড়ি
চন্দন কুসুম কেহ বাটা-ভরা কড়ি।
বিদায় হইয়া বর-কন্যা চাপে দোলা
পঞ্চরত্ন হাথে দিল সাধুর মহিলা।
রাজপথে জায় সাধু নগরে নগর
লহনা লইয়া কিছু সুনিব উত্তর।
ছিটা[4] ফোঁটা করিয়াছে ঔষধ প্রবন্ধে
প্রাণ উৎকট সাধু বিকটাল[5] গন্ধে।
মনে মনে সদাগর করে অনুমান
হৃদয়ে করিল তারে অল্প গেয়ান।
মাথায় মকুট দিয়া বসিল দম্পতি।
কৌতুক যৌতুক দেই জতেক যুবতি।
গড়িয়্যা আনিঞাছে কেহ রজত কাঞ্চন
কৌতুকে জৌতুক দেই জত বন্ধুগণ।
কেহ সেত কেহ নেত কেহ দেই পাট সাড়ি
চন্দন কুসুম দুর্বা বাটা ভর‍্যা কড়ি।

জত বন্ধুগণে সাধু করাল্য ভোজন
বোবহার কৈল তাঁরে দিয়া নানা ধন ।
বিদায় করিয়া সাধু জ্ঞাতি বন্ধুগণে
প্রভাতে চলিলা সাধু রাজসম্ভাষণে ।
ভার দশ দধি কলা চাঁপা মর্তমান
দোখণ্ড সরস গুয়া বিড়বেন্ধা পান ।
গছে ভর্যা নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া
খান দুই সগল্লাথ খান দশ গড়া ।
কিঙ্কর করিয়া দিল দোলার সাজন
আগে পাছে লইয়া পাকি শতশত জন ।
রাজার সভায় সাধু হৈল উপনীত
প্রণাম করিয়া ভেট এড়ে চারিভিত ।
হেন কালে খগান্তক ব্যাধ আইল তথা
সারি শুক হাথে নৃপে নুঞাঞিল মাথা ।
বিবরিয়া কহি শুন তার পূর্বকথা
শ্রীকবিকঙ্কণ গান পাঁচালির গাথা ॥

কালকণ্ঠ কুরাবকি[৪]   কুরুব কাদম্ব পাখি
কারণ্ডব খঞ্জন করট ।
চাতক তিথির ফিঙ্গা   টেঁষকানা[৫] মাছরাঙ্গা
নাবক সারস গাঙ্গচিল
বলকা বর্তিকা হংস   শেন ভাস করে ধ্বংস
রাঙ্গচোঙ্গা[৬] বাবই কোকিল ।
ঊর্ধ্ব মুখে কপিঞ্জলে[৭]   বিন্ধে ব্যাধ সাতনলে
বগাড়ি বিন্ধয়ে চকোরকে
গুড়গুড় ভারুই[৮] ঘটা   টুনটুনি তালচটা
নানাবিধি ফন্দে বিন্ধে বকে ।
হয়পুচ্ছ লোম ফাঁন্দে   কত সামুখোলে[৯] বান্ধে
দলপিপি সরাল বাদুড়
কাঠকোঠর পেচা টীয়া   কাদকোঁচা[১০] মহরিয়া
সালিক ডাহুক[১১] তামচুড় ।
দারুণ কর্মের ফলে   শুক পক্ষ পড়ে জালে[১২]
ধরণি লোটায়্যা সারি কাঁন্দে
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ   গান কবি শ্রীমুকুন্দ
মনোহর পাঁচালির ছান্দে ॥

২১৩

খগান্তক মৃগান্তক   দুই ভাই যমান্তক
উজবনি নগর নিবাসী
প্রভাতে কাননে চলে   জাল ফাঁদ সাতনলে
বিহঙ্গম বধে রাশি রাশি ।
করে ধরি ধনু-শর   ভ্রমে ব্যাধ নিরন্তর
প্রাণি বধে বিবিধ প্রবন্ধে
ঊর্ধ্বমুখে চাহে শাখী   বধে নানাজাতি পাখি
সাতনলা জাল আঠা ফান্দে ।
ভার্জ্জিত[১] তণ্ডুল সনে   কাননে কলাই বোনে
রহে ব্যাধ ঝোড়ের[২] আহড়ে
লুব্ধ[৩] ভক্ষণ আশে   ঝাঁকে ঝাঁকে জালে বৈসে
নানা বিহঙ্গম বন্দি পড়ে ।
কপোত কুঃকুভ কঙ্ক   কামী কোর কলবিঙ্ক
কলরবো কুলিঙ্গ কর্কট

২১৪

শুন রে অবুধ ব্যাধ   কি তোর জীবনে সাধ
কেনি কর প্রাণিবধ পাপ
অধর্ম করিয়া নিত্য   পোষ বন্ধু দারাপত্য
পরলোক পাবে পরিতাপ ।
খুধা তৃষা দুঃখ সুখ   আপনার জেনরূপ
পরে দেখ্য সেই অনুমানে
সভাকার অন্তর্যামী   ভজহ প্রমথস্বামী[১]
বহু[২] পরিতোষ পাব মনে ।
অধর্মেতে দিয়া মন   নিত্য বধ প্রাণিগণ
কত কড়ি পাও পক্ষমাংসে
এতেক জীবের পাপে   অতি গুরুতর সাঁপে

আচম্বিত মজিবে সবংশে।
বধিযা অনেক জীব সঞ্চয কবহ বিজ
তুমি মৈলে লয অন্যজন
জবে জাবে যমপথে পাপপুণ্য জাব সাথে
জত দেখ সব অকাবণ।
জত দেখ ভাই বন্ধু সবে পিবিতেব সিন্ধু
মৈলে কবে দিনা দুই শোক
সুকৃতি দুষ্কৃতি ফলে পডিবে ফনেব জালে
জতনে চিন্তিহ পবলোক।
পক্ষমুখে নববাণী শুনিঞা বিস্ময গুনি
শুযাব বচনে দিল মন
বচিযা ত্রিপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

২১৫

শুযাব বচনে ব্যাধ হইযা ভক্তিবান
বন্দি হইল পক্ষ জালে দিল জিউ দান।
কাটিল পাতন কাণ্ডে শুযাব বন্ধন
কাব বসাইযা কবে অঙ্গেব মার্জন।
শতবান সোনা জিনি চবণেব আভা
বজ্রেব প্রভাব জিনি পালকেব শোভা।
আজি হৈতে শুযা তুমি হইলে মোব গুবু
ধর্মসঞ্চয শুযা তুমি কল্পতবু।
বৈষ্ণবজনেব সনে নিস্তাবিব জীব[১]
তোমা হইতে দূয হইল পাপচিত্ত নিজ।
আব না কবিব কভু প্রাণিবধ পাপ
দূব কৈলে পাপচিত্ত জন্মদাতা বাপ।
পক্ষ বলে লয্যা চল নৃপতিয পাশে
সম্পদ বাডাব তোব জত অভিলাষে।
সাবি শুক লয্যা ব্যাধ চলে বাজপথে
পক্ষ দেখি নগবিযা চলে ব্যাধ সাথে।
কেহ বলে পক্ষমূল্য দিব চাবি পণ
কেহ বলে একখানি লহ রে বসন।
নগব্যাব কথা ব্যাধ নাহী শুনে কানে
দণ্ডমাত্রে গেল ব্যাধ নৃপতিভবনে।
দ্বাবী সম্ভাষিযা ব্যাধ চলে বাজস্থানে
সাবি সুযা ভেট দিযা হইল নুতিমানে।
সাব্যেব পাথেব আডে সুযা হৈল লুকি
পক্ষেব চবিত্র দেখি নৃপতি কৌতুকী।
অভযাচবণে ১জুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত॥

২১৬

বায হে সাবি শুযা কবে প্রণিপাত
তোমাব চবণ দেখি সফল হইল আখি
বড ধন্য তুমি খিতিনাথ।
শ্রীবৎস বাজাব ঘবে কলধৌত পঞ্জবে
আছিলাঙ সভায পণ্ডিত
প্রতিদিন খিতিনাথ অঙ্গে বুলাইত হাত
চন্দনে কবিযা বিভূষিত।
ত্রিভুবনে দুর্লভা শুনিঞা তোমাব সভা
জাহে নববত্নেব বিচাব
যুক্তি কবি জাযা সনে আইলাঙ তোমার স্থানে
দেখিতে তোমাব ব্যবহাব।
পিযা নানা ফল-বস আসি দুহেঁ তোমাব[১] দেশ
নানা কাব্য বিচাব প্রবন্ধে
ভ্রমিতে তোমাব দেশ পাইল বহুত ক্লেশ
বান্ধা গেলাঙ চর্মময ফান্দে।
পবাণ বক্ষণ আশে কহিযা মধুর ভাষে
এই ব্যাধ গুণেব সাগব
আব না করিহ বধ বাড়াইব সম্পদ,
লইযা চল নৃপতি-গোচব।

পক্ষ-মুখে নরবাণী নৃপতি বিস্ময় গুনি
দিল ব্যাধে অনেক কাঞ্চন
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্দ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

২১৭

প্রভলিকা[১] কহে সুয়া রাজার সমাঝে
রাজার আদেশেতে পণ্ডিতগণ বুঝে।
বিধাতা নির্মাণ ঘর নাহীক দুয়ার
জুগি পুরুষ তাহে আছে অনাহার।
জখন পুরুষ তাহে হয় বলবান
বিধাতার ঘর ভাঙ্গ্যা করে খান খান। ১ ॥
শিরস্থানে নিবসে পুরের দুই সার
ভালমন্দ সভাকার করয়ে বিচার।
বিচার করিয়া সেই রহে মৌনশালী
পুরস্কার করে তার মুখে দিয়া কালি। ২ ॥
পাষাণ জিনিঞা দৃঢ়তর তার কায়
তুষার জিনিঞা শীতল লাগে বায়[২]
জখন পদার্থিব[৩] সঙ্গে হয় দরশন
সেইক্ষণে হয় তার অবশ্য মরণ। ৩ ॥
দেখিতে রূপস দুই মুখ এক কায়
এক মুখে উগারয়ে আর মুখে খায়।
মরিলে জীবন পায় হুতাশ পরশে
বুঝ বুঝ পণ্ডিত সভা মাঝে বৈস্যে। ৪ ॥
নীরেতে জনম তার নীর তার কায়
নীর দেখিলে পুনু হালেতে ডরায়।
আপুনি বিকাইয়া চারি পুরে চিন্তে হিত
হেয়ালি পক্ষিতে বলে বুঝহ পণ্ডিত। ৫ ॥
বিষ্ণুপদে সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়
গাছ পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয়।
পণ্ডিত বলিতে পারে দুই চারি দিসে
মূর্খ বলিতে নারে[৪] বৎসর চল্লিশে। ৬ ॥
মস্তকে ধরিয়া আনে হয়্যা যত্নবান
অপরাধ বিনে তার করে অপমান।
অপমানে গুণ তার দূর নাহী জায়
অবশ্য করিয়া দেই সম্বল উপায়। ৭ ॥
বেগে ধায় রথ নাহী চলে এক পা
নাচয়ে সারথি তাহে পসারিয়া গা।
হেয়ালি-প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি
অন্তরিক্ষে চলে রথ ভুতলে সারথি। ৮ ॥
তরু নয়[৫] বনে রয় নাহী ধরে ফুল
ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল।
পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ
বনেতে থাকিয়া করে বনের দোষণ। ৯ ॥
মৎস্য মকর নহে পানি পানি বুলে
কুম্ভীর হাঙ্গর[৬] নহে দেখিলে সে গিলে।
গিলিয়া উগারে পুনু দেখে জগ[৭] জন
হেয়ালি-প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মন। ১০ ॥
তৃষায় আকুল বড় জল খাইলে মরে
স্নেহ না করিলে সে তিলেক নাহী ভরে।
উগারয়ে অন্য বস্তু অন্য করে পান
সখা সনে আলিঙ্গনে তেজয়ে পরাণ। ১১ ॥
জিয়ন্ত জে মৌন সেই মৈলে ভাল ডাকে[৮]
অঙ্গেতে নাহিক ছাল বিধির বিপাকে[৯]।
অবশ্য আনয়ে নর মঙ্গল বিধানে
হেয়ালি-প্রবন্ধে কবিকঙ্কণ ভনে। ১২ ॥
রঙ্গে বৈসে চারি ভাই ভ্রমে নানা ঠাঁঞি
জীবনকালে ভিন্ন ভিন্ন মরণে একু ঠাঁঞি।
হেয়ালি-প্রবন্ধে কবিকঙ্কণ ভনে
পণ্ডিত বুঝিতে নারে মূর্খে কিবা জানে ॥ ১৩ ॥

২১৮

শুন শুন দণ্ডরায় নিবেদি তোমার পায়
দৈবদোষে বুদ্ধি গেল নাশ

কুবুদ্ধি সুবুদ্ধি কারে দৈব না লখিতে পারে
শুনহ পুরাণ ইতিহাসে।
পাকা খাজুরের গন্ধে লোহিত চর্মের ফান্দে
দেখি[১] লোভে হইনু উতোরোল
দারুণ দৈবের ইচ্ছা আছিল বন্ধন দশা[২]
দৈবযোগ না গেল বিফল।
ধর্মপুত্র নৃপমণি জথা ভীম গদাপাণি
গাণ্ডিব ধরেন ধনঞ্জয়
কি কব পুণ্যের লেখা বাসুদেব জার সখা
তথা কেন হৈল শত্রুভয়।
সকল গুণের ধাম ভানু-বংশে রাজা রাম
কোদণ্ড ধরেন রঘুমণি
রাম সহ গেলা বন সীতা নিলা দশানন
রামায়ণে এই কথা সুনি।
চন্দ্রবংশে রাজা নল দৈবে তার কৈল বল
পশ্চাতে হারিল নিজ দোষে
নিজ রাজ্য পরিহরি সঙ্গে দময়ন্তী নারী
কাননে করিল পরবেষে।
চিন্তা দুঃখে খিন দেহ দেখি না সম্ভাষে কেহ
উপবাস প্রথম বাসরে
বাদ ছিল শনি সাথে আসি দেখা দিল পথে
হয়্যা মীন প্রবীণ শকুলে।
চিন্তা দুঃখে অতি খিন পাইয়া শকুল মীন
দেন মহাদেবীর অঞ্চলে
কহিল পুড়িয়া মাছে রাখিহ আপন কাছে
স্নান করি আসি নদীজলে।
মৎস্য পুড়ি চন্দ্রমুখী পাঙশে মলিন দেখি
পাখালিতে নিল সরোবরে
শুনহ দৈবের মায়া মৎস্য গেল পলাইয়া
রানী হেট মুখ লজ্জাভরে।
মৎস্য ভক্ষণ আশে রাজা স্নান করি আইসে
শুনি পোড়া মৎস্য পলায়ন
হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যেথা রাজা কৈল হেট মাথা
রানি কৈল মৎস্য ভক্ষণ।
এই হেতু দুই জনে বিচ্ছেদ হইল মনে
নিজ ভার্য্যা তেজে নৃপমণি
বুদ্ধি-বাদ দৈব-দোষে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
বনপর্বে এই কথা শুনি॥

২১৯

রাজা বলে হেন পক্ষ কভু নাঞি দেখি
হেন বুঝি আজি মোরে বিধি হইলা সুখী।
শোলবান সোনা জিনি চরণের আভা
বজ্রের প্রভাব জিনি পালকের শোভা।
রাজা বলে ঝাট আন সুবর্ণ পঞ্জর
ঘৃত অন্ন দিয়া পক্ষ পালিব সত্বর।
এবোল শুনিঞা পাত্র হেট কৈল মাথা
পঞ্জরের তরে কারিকর নাঞি এথা।
গৌড় পাটনে হয় পঞ্জর উৎপতি
তথারে পাঠাও রায় সাধু ধনপতি।
পাত্রের ইঙ্গিত রাজা বুঝিল সত্বরে
ধনপতি ভায়্যা জাহ গৌড় নগরে।
রাজার চরণে সাধু করে নিবেদন
দুই জায়া ঘরে মোর নাহী অপেক্ষণ।
আর জন জাউক গৌড় পাটন
তোমার চরণে এই করি নিবেদন।
পাত্র মিত্র বলে ভাই না কর বিষাদ
করিতে রাজার কার্য নাহী অপরাধ।
কালিদাস বলে বেটা কত সাধ মান
বৈসহ রাজার রাজ্যে খায় খেম নান।
এতেক বচন যদি বলে কালিদাস
ধনপতি নিল পান পাইয়া নৈরাশ।
পঞ্জরের তরে সোনা দিলেন জুখিয়া
চলিল সাধুর সুত বিদায় হইয়া।
ঘরে জাইতে নৃপতির নাহিক আদেশ
দূতমুখে লহনারে কহিল বিশেষ।

বিদায় করিয়া সাধু চলিলা সত্বরে
প্রথমে করিল বাসা মজালিষপুরে ।
বার্বকপুরেতে গেল দ্বিতীয় দিবসে
বিশ্রাম করিয়া চলে নিশি অবশেষে।
বালীঘাটায় উত্তরিল দোলার ধাওনি
রন্ধন ভোজন করি গোঙাইল রজনি ।
রাত্রি দিন চলে সাধু না করে রন্ধন
খিরখণ্ড দধি কলা করয়ে ভক্ষণ ।
সিতলপুরেতে গেল চতুর্থ দিবসে
বড় গঙ্গা পার হয়্যা গৌড় প্রবেশে ।
রাজভেট দিল সাধু সফরিয়া ভেড়া
পর্বত্যা টাঙ্গন তাজি নিল দ্রব্য ঘোড়া ।
কান্দি দশ লইল বাওন নারিকেল
ঘড়ায় ভরিয়া চিনি লাড়ু গঙ্গাজল ।
রাজার সভায় সাধু হইল উপনীত
প্রণাম করিয়া ভেট থুইল চারি ভিত ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

২২০

রাজা বলে সদাগর কোথায় তোমার ঘর
কোন জাতি কি নাম তোমার
ছাড়ি নিজ গৃহবাস কোন কার্যে পরবাস
কেনি বা তোমার আগুসার ।
ছর্ত্তিষ আশ্রমে খ্যাতি গন্ধবণিক জাতি
উজানি নগরে মোর স্থিতি
নিজ নিত্য অনুসারে আইলাঙ তোমার পুরে
নাম মোর সাধু ধনপতি ।
রাজা বড় কৌতুকী পাইল উত্তম পাখি
নিজোজিল সুবর্ণ পঞ্জরে
কামিলা না পায়্যা তথা আমারে পাঠাইলে এথা
আপ্তভাব করিয়া তোমারে ।
সাধুর বচন শুনি আনন্দিত নৃপমুনি
ডাকিয়া আনাইলা কারিকর
পান ফুল দিয়া হাথে বসন বান্ধাল্যা মাথে
গড়িবারে সুবর্ণ পঞ্জর ।
কামিলা নুঙাঞি মাথা কর জোড়ে কহে কথা
নিবেদনে কর অবধান
দশ বিশ জনে বসি যদি গড়ি দিবানিশি
হব ছয় মাসেতে নির্মাণ ।
নিবন্ধ করিয়া কয় সুবর্ণ জুখিকা লয়
কামিলা পাতিল কারখানা
কেহ কাটে কেহ পোড়ে ঝেহ কেহ ফুল গড়ে
সুবন্ধানে কেহ টানে গুনা ।
কামিলা দ্বাদশ জনা সভে হয়্যা দৃঢ়মনা
গড়ে তারা সুবর্ণপঞ্জর
আপন ইচ্ছায় গড়ে আজি কালি কর্য়া ভাঁড়ে
গৌড়ে রহিল সদাগর ।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

পঞ্চম দিবস

দিবা

২২১

সাধু গেল গৌড়পথে   লহনার হাথে হাথে
খুল্লনা করিয়া সমর্পণ
স্বামীব বচন সত্য   জননী সমান নিত্য
খুল্লনার করেন পালন ।
জবে দণ্ড ছয় বেলা   কুঙ্কুমে তুলিয়া মলা
নারায়ণ তৈল দিয়া গায়
হইয়া প্রাণের সখী   শিরে দিয়া অমলকি
তোলা জলে স্নান করায় ।
বসনে লহনা নারী   অঙ্গের তোলয়ে বারি
পরিবারে জোগায বসন
করেতে চিরুনী ধরি   কেশের মার্জনা করি
অঙ্গে দেই ভূষণ চন্দন ।
জবে বেলা দণ্ড দশ   হেম-থালে ছয় রস
সহিত করায় অন্নপান
ভুঞ্জয়ে খুল্লনা নারী   কাছে থুইয়া হেম-ঝারী
লহনার খুল্লনা পরান ।
পায়েস উদন পিঠা   পঞ্চাশ বেঞ্জন মিঠা
অবশেষে খিরখণ্ড কলা
পরসে লহনা নারী   গায়ে বহে ঘর্মবারি
পাখা ধরি বিচয়ে দুবলা ।
অল্প খায় লজ্জা করি   যদি বা খুল্লনা নারী
লহনা মাথার দেই কিরা
দু সতিনে প্রেমবন্ধ   দেখিয়া লাগয়ে ধন্দ
সুবর্ণজড়িত জেন হিরা ।
ভোজন করিয়া নারী   আঁচমন করি ফিরী
জল আনি জোগায় দুবলা
খটবায় পাতিয়া তুলি   খাটায়্যা মসারী জালি
শয়ন করিল শশিকলা ।
কর্পূরবাসিত গুয়া   পান জোগায় দুয়া
সুগন্ধি চন্দন দিয়া গায়
সুগন্ধি মালতী ফুল   ফিরে জাহে অলিকুল
মালাকারে আনিঞা জোগায় ।
বিকালে বেঞ্জন দশ   পরিষ্টিত চারি রস
ভোজন করেন কলাবতী
কর্পূর তাম্বুল খায়্যা   দু-সতিনে থাকে শুয়্যা
এক শয়নে দিবা রাতি ।
প্রেমবন্ধ দু-সতিনে   দুবলা দেখিয়া মনে
সাত পাঁচ ভাবে দুঃখমতি
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান   শ্রীকবিকঙ্কণ গান
দামুন্যায় জাহার বসতি ॥

২২২

প্রেমবন্ধ দু-সতিনে দেখিয়া দুবলা
হৃদে কালকূট বিষ মুখে জেন তুলা ।
লহনা খুল্লনা যদি থাকে এক মেলি
পাটী করি মরিব দুজনে দিব গালি ।

জেই ঘরে দু-সতিনে না বাজে কন্দল
সেই ঘরে রহে দাসী সে বড় পাগল।
একে কহিতে নিন্দা জাব অন্যস্থান
সে ধনি বাসিব জেন পরান সমান।
এমন বিচার দাসী করি মনে মনে
দণ্ডমাত্র গেল লহনার বিদ্যমানে।
করেতে চিরুনি ধরি আঁচড়য়ে কেশ
লহনারে দুবলা শিখায় উপদেশ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

২২৩

শুন গো শুন গো হের শুন গো লহনা
আপনি করিলে নাশ ইবে সে আপনা।
শিশুমতি ঠাকুরাণী নাঞি জান পাপ
কি কারণে দুগ্ধ দিয়া পোষ কালসাপ
নানা উপভোগ দিয়া পোষহ সতিনী
আপনার কার্য নাশ করিলে আপনি।
সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে
অবশেষে অই তোমা বধিব পরানে।
কলাপির কলা জিনি খুল্লনার কেশ
অর্দ্ধপাকা চুলে তুমি কি করিবে বেশ।
খুল্লনার মুখশশী করে ঢলঢল
মাছাত্যায় মলিন তোমার গণ্ডস্থল।
কদম্বকোরক জিনী খুল্লনার স্তন
গলিত তোমার কুচ হেলয়ে পবন।
খিন মাঝা খুল্লনার জেন মধুকরি
যৌবন বিহনে তুমি হবে ঘটোদরী।
সাধু আসিবেন গৌড়ে থাক্যা কথো দিন
খুল্লনার রূপে হব কামের অধীন।
অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে
মোর কথা তুমি গো জানিবে পরিণামে।

নেউটিয়া আইসে ধন সুত বন্ধুজন
পুনরপি নাহী আইসে জীবন যৌবন।
দুবলার বচনে লহনা অভিমান
কানে সোনা দিয়া তোর সাধিব সম্মান।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

২২৪

তোমা বই প্রিয় সখি কেবা আছে আর
বিপদসাগরে দুয়া তুমি কর পার।
জত উপদেশ বৈলে জীবন উপায়
তোমা বিনে ইথে মোর কে আছে সহায়।
আমার লাগুক কড়ি তোমার হউক নাশ
ঔষধ করিয়া স্বামী কর্যা দেহ বশ।
আছয়ে আমার সই ব্রাহ্মণী লীলাবতী
তার ঠাঞি দুয়া তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
লহনার বাক্যে চলে চেড়ি দুবলা
ভেট নিল কান্দি দুই চিনি চাঁপা কলা।
দুই ভার ডালি নিল দুই ভার বড়ি
সাত কাহন নিল বাছ্যা ঘিয়া ঘেঁচি কড়ি।
দুই ভার খণ্ড নিল দুই ভার দই
পান নিল শত গুছি গুবাক গা নই।
সুবর্ণরচিত নিল অঙ্গুরি পাসুলি
হিরায় জড়িত নিল কনকত বউলি।
দোছোট করিয়া পরে বার-হাত ভুনি
দুবলা চলিত জেন কুঞ্জরগামিনী।
গা চারি গুয়া নিল আপনার তরে
একবারে দু দু গুয়া দুয়া গালে ভরে।
আগে পাছে চলে ভারি মধ্যেত দুবলা
পথে কথোগুলা নিল চম্পকের মালা।
ধীরে ধীরে চলে দুয়া দিয়া বাহুনাড়া
বামভাগে এড়াইল কায়েস্তের পাড়া।

প্রবেশে ব্রাক্ষণ-পাড়া দুয়া হরসিত
বাঁড়রি ওঝার ঘরে হৈল উপনীত।
লীলা ঠাকুরাণী বলি ডাক দেই চেড়ি
দুবলার বাক্যে রামা আইল দড়বড়ি।
ভেট দিযা দুবলা তাবে নমস্কার করে
আশীষ করিল লীলা দুযা পায ধবে।
জিজ্ঞাসা করযে তারে সইব বাবতা
অনেক দিবস দুযা নাঞি আইস এথা।
দুবলা কহিল তাঁরে সব বিববণ .
চিটাফোঁটা ঔষধ নেহ পিরিতি কারণ।
দুবলার বাক্যে লীলা কবিল গমন
লহনা আসিয়া কৈল চরণবন্দন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন
কর্পূর তাম্বুল দিল নানা আযোজন।
লীলাবতী তাহার কুশল জিজ্ঞাসন
অভযামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

২২৫

জিজ্ঞাস কি আর কুশল বিচার
কহিতে বিদবে বুক
ঘরে নাহী পতি সতার উন্নতি
দুঃখের উপরে দুঃখ।
প্রভু নাহী ঘরে প্রাণ কেন করে
কি মোর ঘরকরণে
রাত্রি দিন গুণি মোব প্রাণমণি[1]
রহিল কিবা কারণে।
গড়াতে পঞ্জর গেল সদাগর
তথা গেল চিরকালে[2]
নাহী জানি কথা কিবা হইল তথা
কি মোর আছে কপালে।
ধিক সাধুয়াল দুঃখে গেল কাল
বেরুনিঞা ভাল জিয়ে
হাস-পরিহাস করে বার মাস
পতিমুখে সুধা পিয়ে।
নারীর যৌবন কেবল অধন
জেমন জলের ফোঁটা
দুষ্ট কামশর কবে জরজব
দিনে দিনে হয টুটা।
তুমি দেহ মন আন গুণীজন
জে প্রভু আনিতে পাবে
জুখিযা আপনা তারে দিব সোনা
প্রাণদান দেহ মোবে।
হইযা আকলি কত মনে তুলি
পাঁজর বিন্ধিল ঘুণে
খল্লনা দারুনি নিশাচর[1] গুনি
কি সাধু নাহী পবানে।
দিনে থাকী ভাল বাতি আইসে কাল
দুঃসহ বিরহ-ব্যেথা
এ নবযৌবনী দারুণ সতিনি
অই বড[3] মনঃ কথা।
আইল কুক্ষেনে আমার ভবনে
পাপিনী অই দারুণী
বিষম আরতি দিল নরপতি
ঘর ছাড়ে গুণমণি[4]।
এমন লহনা বিরহে বিমনা
দেখি বলে লীলাবতী
পাঁচালি প্রবন্ধ করিল মুকুন্দ
জারে তুষ্ট হৈমবতী॥

২২৬

কেন গো লহনা হয়্যাছ বিমন
দেখিয়া এক সতিনী
এ ছয় সতিনী মনে নাহী গনি
সামর্থ মোর পরানি।

ফুলিয়া নগর মোর বাপ-ঘর
বাপেরা কুলে মুখ্‌্টি
নারায়ণ-সুত ভুবনে বিদিত
মহাকুল বন্দিঘটী ।
বিদ্যাকুল-জুত ভুবনে পুজিত
দেখিয়া মোর রমণে[১]
ধাত্রী কার দয়া বাপ দিল বিহা
দারুন ছয় সতিনে ।
অল্প বয়স মোর পরবেশ
ছয় সাতনের ঘরে
সাধড়ি ননদি ঔষধেতে বন্দি[১]
আমার বচন ধরে ।
ঔষধের গুণে স্বামী বোল শুনে
জেন পঞ্জরের শুয়া
নিদ্রা গেলে আমি চিআইয়া স্বামী
আপনি খাওয়ান গুয়া
ঔষধের বশে কহিল বিশেষে
পতি ধূলা ঝাড়ে মুখে
গেলে পিতৃবাস করে উপবাস
জাবদ না আমা দেখে ।
ভাগ্য থাকে জার স্বামী বনিতার
তারাই হয় সতিনি
পবান করিয়া করে দুই বিভা
হেন কভু নাঞি শুনি ।
শুনি মধুমতী লীলার ভারথি
ঔষধ মাগে লহনা
ব্রাহ্মণী সহাস করিল আশ্বাস
মুকুন্দ কৈল রচনা ॥

২২৭

শুন শুন লহনা উপদেশ মোর
জে হব স্বামীর চিত্তের চোর ।
হাসিয়া পরশে অলবণ রান্ধে
স্বামীর হৃদয়ে আপনা বান্ধে ।
কান্দিয়া পরশে কর্পূর চিনী
নিম সম তিত নবযৌবনী ।
মুখর যদ্যপি যৌবনবতী
রূপে নিন্দে যদি ভারতী রতি ।
সুপুরুষ তাঁহে না করে কেলি
জেন শিমুল কুসুমে[১] না বসে অলি ।
কালিয়া কস্তুরি সুগন্ধি-রাজা
রূপ থাকিতে গুণের পূজা ।
অপ্রিয়বাদিনী যৌবন ধন্দ
ভ্রমরে না বুচে কেতকি-গন্ধ ।
প্রিয়বাদিনী-পতির রসিক মন[২]
কালিয়া কস্তুর মন হরে জেন ।
কোকিল-সুস্বরে কে নহে সুখী
জীবনে যৌবনে কেহ নহে দুঃখী ।
অপ্রিয়বাদিনী যৌবন রূপ
পতিমন-মৃগ ভ্রময় কূপ ।
সংক্ষেপে তোমারে কহি সকল
মুখে বৈসে মধু মুখে[৩] গরল ।
কুবাণী পতির মন উচাটন
শুদ্ধ ভাবে[৪] গান কবিকঙ্কণ ॥

১২৮

সই গো নাহি জানি বিনয় বচন
ঘরে সতন্তর আমি অধীন আমার স্বামী
শিরে নিত আমার শাসন ।
দেখিয়া স্বামীর দোষ করিতাঙ অভিরোষ
আমারে করিতা পরিহার[১]
বিনয়বচন বিনে উপায় চিন্তহ মনে
আমার দুখের প্রতিকার ।

পূর্বে জানিতাঙ আমি অধীন আমার স্বামী
সব ভোলে[১] পোহাব রজনি
দারুণ দৈবের মায়া আসি কোন পথ দিয়া
নারিকেলে সান্ধাইল পানি।
স্বামীর করিল সেবা জেমন পূজিতু দেবা
তথাপীহ না হৈল আমার।
যুবতীজনের কোলে পুরুষ পড়য়ে ভোলে
গৃহিণী হইয়া হৈল চোর।
পূর্বেতে জানিতাঙ যদি বিষাদ পাড়িব বিধি
করিতাঙ প্রকার প্রবন্ধ
শুন গো শুন গো সই লোচনে দংশিল অহি
কোনখানে দিব তাগা-বন্দ।
প্রিয়-বাহুলতা পাশে বান্ধিয়াছিলাঙ বাসে[৩]
তথি হইল দোয়জ বন্ধন
আমার দিবস মন্দ শিথিল পূর্বের বন্ধ
বান্ধা বোঝা নৈল অন্য জন[৪]।
[চিরদিনে দুহেঁ দেখা কত দুঃখ দিব লেখা
তুমি মোর রাখহ সম্মান
কৃপা কর ঠাকুরানী করিয়া ঔষধ পানি
চরণকমলে দেহ স্থান।
ডাকিয়া লহনা কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
আশ্বাস করেন লীলাবতী
সপনে আদেশ পান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
দামিন্যায় জাহার বসতি ॥][৫]

২২৯

জীবনে যৌবনে বড়ই প্রীত
আদোর অক্ষরে দুইজনে মিত।
জেই দুঃখ বড় রহিল মনে
না গেল যৌবন জীবন সনে।
যৌবন যদ্যাপি অনিত্য জানি
কোনমতে তবে ছাড়িতু প্রাণী।
যেকালে যৌবন কৈল প্রয়াণ
তা সনে না গেল প্রাণ অজ্ঞান।
ভাবিতে ভাবিতে জীবন গেল
যৌবন না পাব ধরণীতল।
নারীর যৌবন জলের ফোঁটা
হারাইয়া যৌবন রাখিল খোঁটা।
এতেক লহনা কহিল যদি
লীলাবতী বলে জে কৈল বিধি।
শ্রীকবিকঙ্কণ সরস গান
যৌবন বিহনে না রহে মান ॥

২৩০

মোর বোলে লহনা কর অবধান
ঔষধ করিয়া তোর সাধিব সম্মান।
পত্রিকার কলাগাছ[১] রূপিবে অঙ্গনে
ঘৃতের প্রদীপ তথি দিবে প্রতিদিনে।
নিরামিষ্য অন্ন খাবে তার পত্র পাড়ি
সাধু হব কিঙ্কর খুল্লনা হব চেড়ি।
পত্রিকা ভাসাইয়া আন্য হরিদ্রার মূল
জতনে আনিহ শ্মশানের তিল ফুল।
ইহা বাট্যা দিহ সাধু-খুল্লনার বসনে
খুল্লনা পড়িব সাধুর বিষ-নয়ানে।
চুনে পানে খদিরে করিয়া তার খার
গুণ্যা[২] বলদেব গাজা ঔষধের সার।
দুর্গার মুখের গো আনিহ হরিতাল
গ্রহণের[৪] সময়ে আনিবে বেড়া জাল।
দুইবস্তু কপালে ধরিবে[৫] সাবধানে
সোহাগ বাড়িব তোর দুর্গার সমানে।
আনিবে আটনালি কীট[৫] ফণিফণা হইতে
বিদ মোড়াইয়া গো রাখিবে বামহাথে।
বসুদেবসুতা দেবী কৃষ্ণের ভাগিনী
দ্রৌপদী[৬] হইল তার প্রবল সতিনী।

ইহা ধরি দ্রৌপদী বশ কৈল নাথ
স্বামী ছাড়ি গেলা যথা ভাই জগন্নাথ।
যত্নে আনিবে জোড়া অশ্বত্থের দল
দুর্গা-প্রদীপের তথি পাড়িবে কজ্জল।
লোচনে কজ্জল দিয়া চাহিবে[৭] একবার
সাধুকে করিয়া দিব কণ্ঠের হার।
গারড়ের গালের গুয়া বকুলের পাত
পিরিত করিয়া দিব তোমাব প্রাণনাথ।
একছত্রের গাছ আন হাইহামলাতি
শনি মঙ্গলবার জাগাবে নিশাবাতি।
কাঙুর-কামিক্ষ্য মুখে বাটিবে প্রভাতে
কপালে তিলক নিলে প্রীত নানামতে।
ঔষধ প্রত্যক্ষ আমি দেখিল সাক্ষাৎ
জার প্রেমে গোবিন্দ আনিল পাবিজাত।
ত্রিশূলিয়ার পত্রে পাড়ি লইবে কালি
কালিয়া বিড়াল আনি দ্বারে দিহ বলি।
আনিবে বাইশ বিশা শুষুকেব তৈলে
ঘৃতের প্রদীপ জালি ভুঁজিবে কতুহলে।
শুকুনশকুনি[৮] হাড় আনিহ জতন
আইবড়র চুলের জল আঁশী-হাটাব লোন।
ভুজঙ্গের ছাল আন্য নেউলের অণ্ড
কেশরি স্মরণ করি দেখ্যা গজমুণ্ড।
লহনা ঔষধ করে লীলার সংহতি
সতিন বাহিয়া ভুঞ্জিতে নিজ পতি।
ছিনা জেঁাক আনি শ্বেত কাকের শোণিত
কালিয়া কুক্কুর মারি আন্য তার পিত্ত।
কৎসবের নথ আন কুম্ভীরের দাঁত
কোঠরের পেঁচা আন্য গোধিকার আঁত।
বাদুড়ের পাক আন্য সাঁজারুর কাঁটা
তেমাথায় পুতিয়া কপালে নিবে ফোঁটা।
শঙ্খের মুটি জেটি মক্ষিকার মুণ্ড
জমা[৯] গাড়রের সিঙ্গ চাতকের তুণ্ড।
দিগম্বরী হইয়া কাঙুর-মুখে বাটে
অলক্ষিতে পায় স্বামী শয়নের খাটে।
মালির মালঞ্চে ফুল আনিবে গুলাল
শিরীষ বকুল কুন্দ পদ্মের মৃণাল।
পঞ্চ ফুল সমতুল করিয়া আধান
মন্ত্র পড়ি স্বামীরে মারিবে পঞ্চ বাণ।
স্বামী-সন্তোষের চান্দ রাখিবে জতনে
বাঘ-তৈল সনে তাহা মাখিবে বদনে।
ঔষধ-প্রবন্ধে মুকুন্দ বিশারদ
বড়ারে না করে গুণ মোহন-ঔষধ॥

২৩১

ঔষধ-প্রবন্ধ কিছু না লাগিল মনে
ভিতর মহলেতে বসিলা দুই জনে।
খুল্লনার রূপনাশ চিন্তেন উপায়
উপভোগ দূর হইলে রূপনাশ জায়।
দুই জনে একত্রে বস্যা করেন জুগতি
কপটপ্রবন্ধে পত্র লিখে লীলাবতী।
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল ধনপতি
অশেষ গুণেব ধাম লহনা যুবতী।
তোরে আশীর্বাদ প্রিয়ে পরমা পিরিতি
কথো দিন গৌড়ে মোর হইবেক স্থিতি।
মোর সমাচাব দৃঢ় শ্রবণে[১] শুনিবে
আপন কুশল প্রিয়ে লিখিয়া পাঠাবে।
নিজ ধন দিয়া কর দুঃখ নিবারণ
পঞ্জরের তরে কিছু পাঠাবে কাঞ্চন।
তোমারে সে লাগে প্রিয়ে মোর গৃহভার
খুল্লনার নিহ তুমি অষ্ট অলঙ্কার।
খুল্লনার নিও তুমি জত অভরণ
নিযুক্ত করিহ তারে ছেলি অপেক্ষণ।
পরিবারে দিহ খুঞা উড়িতে খোসলা
শয়ন করিতে তারে দিহ ঢেঁকিশালা[২]।
এক বৎসরের তরে রাখাবে ছাগল
নিযমিত অর্ধসের করিহ সম্বল।

তোরে বলি প্রিয়ে মোর পালিবে আদেশ
নাহী সত্য পালিবে[৩] মুণ্ডাব তোর কেশ।
[খুল্লনারে বিভা আমি কৈল পাপ ক্ষণে
বিবাহের কালে রাহু আছিল লগনে।
গণিঞা গণক মোরে কহিল বিচার
খুল্লনা ছাগল রাখে তবে প্রতিকার।।][৪]
নিশাচর-গণ কন্যা তারে বড় দোষ
তার অপমানে গ্রহ হইব সন্তোষ।
অবশ্য অবশ্য করি গুড়াইল[৫] পাতি
শ্রী দিয়া জো-মোহর দিল লীলাবতী।
পত্র লিখি লীলাবতী করিল গমন
লহনা ব্যেবহার কৈল পঞ্চাশ কাহন।
পত্র লিখি বিলম্ব করিল দিন সাত
খুল্লনার হাতেতে লহনা দিল পাত।
[অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥][৫]

২৩২

সই সঙ্গে এইমত করিয়া বিচার
হাথে পাতি লহনার চক্ষে জলধার।
খুল্লনা করিয়া কোলে কান্দেন কপটে
কেমনে তরিবে বনি বিষম সঙ্কটে।
প্রভুর পত্রের তুমি শুনহ বেভাব
ইথে তাঁর ঠাঞি কেবা পাইব নিস্তার।
বিবাহ করিয়া সাধু টুটায় সম্মান
ইথে তাঁর ঠাঞি নারী কেবা লাগে আন।
বিনি দোষে করিলেন সম্মান দূর
কোন দিবসে মোর গর্ব করে চুর।
লহনার বোলেতে খুল্লনা পড়ে পাতি
হাসেন খুল্লনা ছন্দ দেখি ভিন্ন-ভাঁতি।
বলে দিদি ইথে আমি না করি তরাস
কে লিখিয়াছে পত্র কার উপহাস।

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

২৩৩

সাধুর অক্ষর ভিনিঞা ছন্দ
কে লিখিল পাতি কপটবন্ধ[১]।
প্রভুর বোলে যদি লিখে আন
কেবা কবে তারে অল্প গেয়ান।
কতেক লোক আছয়ে পাশে
কে আনিল পাতি তাঁর আদেশে।
প্রভুর সঙ্গে শত কিঙ্কর
পত্র লৈয়া কেন না আইল ঘর।
পঞ্জর গড়াইতে না আঁটে সোনা
সোনা লয়্যা গেল সে তিন জনা।
বিলম্ব না কৈল এক তিলে
আছিলে তুমি পাশা রঙ্গ[২] লিলে।
স্বামীর আদেশে আইল বসতি
ছাগল চরাহ পর্যা খুঞ্যা ধুতি।
মাথায় মকটে আইন বাসে
কভু নাহি বসি পতির পাশে।
কোন দোষ মোর দেখিল পতি
কেনি দিব মোরে লঘু আরতি।
স্বামীর শাসন রাজারে বড়
বুঝিয়া ছেলি চরাইতে নড়।
কত দেখাহ মোরে গৃহিণীপনা।
আপনা চিনিঞা থাক লহনা।
তুঞি অলক্ষণ রাক্ষস-গনি[৩]
কোন পাপক্ষণে আইলি দারুনি[৪]।
দিলেন ভূপতি বিষম আদেশ
পঞ্জরের পাকে পাঁজর শেষ।
অই দোষে হৈলি ছাগ-রাখাল
আমা কি দোষ দোষ কপাল।

তুমি আমি দুহেঁ সাধুর নারী
সাধু বিনে হয দুহাঁর গারি ।
ধন লোভে তুমি সাধুর দারা
তোমার আমি চেড়ি বাটী পারা ।
হেদে ল বাঁজি[৫] আমা না ঘাঁটা
গৌরবে দে মোর গাবির বাঁটা ।
অধিক ধিক বলে ছোট হয্যা
শুনিস দুবলা রয়্যাছি সয্যা ।
কালি আইল বেটী মাথামউড়ি
আমা সনে আজি করে হুড়াহুড়ি ।
ঝনঝন দুইজনে বাহনাড়া
শুনিঞা ধাইল বনিক[৬]-পাড়া ।
হাথ খুল্লনার দৈব-বিপাকে
বাজিল বড় সতিনের নাকে ।
কোপেতে লহনা আগুন জ্বলে
সভা সাক্ষি করি ধরিল চুলে ।
কেশাকেশি দুহেঁ অঙ্গনে ফিরে
প্রবোধিতে দুয়া দুহাঁরে নারে ।
হইয়া লহনা আগুন-কণা
মুখে মারে তিন বজর-ঠোনা ।
কে বলে সতিনী ছোট নহে কাঁটা
এই মুখে চাহ গাবির বাঁটা ।
কন্দল শুনি আল্যো[৭] সভে ধায্যা
উচিত না বল দু চক্ষু খায্যা ।
কটুবাক্যে সভে চলিল বাসে
কন্দল প্রসঙ্গে মুকুন্দ ভাষে ॥

২৩৪

চুলে ধরি কিল লাথি মারে তার পিঠে
জ্যৈষ্ঠ মাসে গোহালা গোহালি জেন পিটে ।
খুল্লনা জতেক দেই সাধুর দোহাই
অনাথ[১] দেখিয়া লহনার দয়া নাই ।
বলে নিল শিরোমণি কানের কনক
ললাটিকা নিল সিঁথি গলার পদক ।
বাজুবন্দ নিল হেম পায়ের পাসুলি
অঙ্গদ কঙ্কণ নিল দিয়া গালাগালি ।
খুঞা পরাইয়া পাট-সাড়ি কৈল দূর
কিঙ্কিণি লইল তার বাজন-নূপুর ।
শঙ্খ ভাঙ্গ্যা লয় হেম-মানিকের গড়ি
শতেশ্বরী হার নিল কলধৌত চুড়ি ।
সকল ভূষণশূন্য কৈল দুই হাথ
বাম হাথে লোহামাত্র[২] রাখিল আইয়াত ।
হাথে গলে দড়ি দিয়া করিল বন্ধন
তৃষায় আকুল বামা করেন রোদন ।
ধাইয়া দুবলা গেল হাথে জলঝারি
সানকম্পে দয়া তার মুখে[৩] দেই বারি ।
দুবলারে বলে বামা বিনয়বচন
তুমি না রাখিলে দয়া না রহে জীবন ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

২৩৫

হইয়া অচেতনা কান্দেন খুল্লনা
ধরি দুবলার পায
বিনতি তোরে করি দন্তে তৃণ ধরি
বার্তা দেহ গিয়া মায় ।
হায় দুঃখমতি বিদেশ গেল পতি
নিকটে নাহী বন্ধুজন
পাইয়া শূন্য ঘরে লহনা বধ করে
দুবলা রাখ জীবন ।
অনাথা দেখিয়া বারেক কর দয়া
চলহ ইছানি নগরে
প্রাণের দুবলা যদি কর হেলা
মোর বধ লাগে তোরে ।

মুগদি মোর মায় বিশেষ কহিয় তায়
খুল্লনা মরিল মারণে
খুল্লনা ঝিয়ে বধি পাইলে কিবা নিধি
থাকহ পরম কল্যাণে ।
কহিয মোর বাপে বিষম পরিতাপে
আগুনে পোলিলে খুল্লনা
দারুণ সতিনী লহনা বাঘিনী
কেবল যমের যন্ত্রণা ।
খুল্লনার দুঃখবাণী দুবলা মনে গুনি
কান্দি করে নিবেদন
দিলেন অনুমতি ব্রাহ্মণ ভূপতি
গাইল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

২৩৬

উপদেশ বলি আমি শুনহ জুগতি
আমার বচনে তুমি করা অবগতি ।
সদাগর নাহী ঘরে লহনা মুখরা
নিরস্তু করিয়া তোরে হইল সতন্তরা ।
সাধুর সাধবানি তুমি ঘরের[১] গৃহিণী
ভিন্নপর নহ তুমি খুড়তাত বহিনী[২] ।
কোন দোষে তোমার করিল অপমান
দোষ দেখ্যা যদি মোর কাটে নাক-কান ।
তৎকাল বারতা আমি দিতে নাহী পারি
ছাগল রক্ষণ কর দিনা দুই চারি ।
অন্য ছলে গিয়া আমি কহিব বারতা
যত্ন করিয়া জেন লইয়া জায় পিতা ।
আমার বচন তুমি শুন ইতিহাস
রামের বচনে সীতা গেল বনবাস্ ।
আমার বচন তুমি বুঝ অনুগুণ[৩]
আরবার লহনা পাড়য়ে[৪] পাছে খুন ।
এমন শুনিঞা রামা দুয়ার ভারতী
ছাগল রাখিব বলি দিল অনুমতি ।
অত্যাচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

২৩৭

খুল্লনার বরাবরি গেলেন লহনা নারী
সাধুকে খুল্লনা দেই গালি ।
পাটপড়সি দেখে লীলা ঠাকুরানী[১] লিখে
দুবলা বরিয়া আনে[২] ছেলি ।
সাঙলি বিমলি ধলি ধসি[৩] চান্দা উসাবলি
সুরেখা পিঙ্গলা কলাবতী
কমলা বিমলা মাযা চৌঙুরি[৪] ভোঙরি[৫] ছায়া
আদনখি ভাঙ্গা-সিঙ্গবতি ।
পাখরি পাঙসি ঢেঙ্গি হাসি ডাঁসি বুড়ি রাঙ্গি
কালি বুটি মহিশা মঙ্গলি
সুন্দরি কঞ্জাবি জয়া ধরণী সবনি দয়া
ধানি খাটী জুঝারি পিঙ্গলি ।
ধাউড়ি ঝগাড়ি মুড়ি ধনি বুলি হিরামড়ি
সমালি পাগলি মুসানেজি
বাগড়ি[৬] দিগড়ি গেড়ি[৭] সোনা রূপী রানী হড়ি
হরিণী নেমালি বুড়ি বাঁজি ।
সর্বসি নেউলি কালি চসালি বউলি মালি
সর্বানি[৮] কপালী[৯] কালমুখি
চন্দনি সমরি[১০] ডাঁসি ঝাকালি কাঙ্গালি[১১] শশী
আঙলা বিমলা ডাঁসা-আখি ।
লিখিল তেত্তিস ছা বোকা তার কুড়িটা
সাতটা লিখিল বিচা-বোকা
কালসারা উভসিঙ্গা জুঝারিয়া ভাঙ্গসিঙ্গা[১২]
মদনমাতাল্যা[১৩] রণবাঁকা ।
চৌড়িরে লহনা কয় যদি বা বদল হয়
দাগা[১৪] দেহ সভাকার গায়
ইথে যদি কেহ মরে আনিঞা দেখাবে মোরে
তবে নাহি খুল্লনার দায় ।

[দুলাল সিংহের সুতা দনা দেবী পাটমাতা
কুলে শীলে গুণে অবদাত
তার সুত নৃপবর করিল বহুত যত্ন
বৈরিশূন্য দেব রঘুনাথ ।
আড়রা উচিত ভূমি পুরুষে পুরুষে স্বামী
সেবেন গোপাল কামেশ্বর
পূর্ণ করিয়া আশে নৃপতির অভিলাষে
রচিল মুকুন্দ কবিবর ॥]১৭

২৩৮

খুল্লনারে দুবলা তুলিল হাথে ধরি
সাজিয়া পরিল খুঞা খুল্লনা সুন্দরী ।
শান্ত করি দুবলা অঙ্গের ঝাড়ে ধুলি
দুবলা বন্ধন করে দৃঢ় করি চুলি ।
ধীরে ধীরে জায় রামা লইয়া ছাগল
ছাট হাথে ডাল মাথে জেমন পাগল ।
নানা শস্য দেখিয়া চৌদিকে জায় ছেলি ।
খেতের কৃষাণ সব দেই গালাগালি ।
উজানির নিকটে অজয়নদী পার
কোলেতে করিয়া রামা ছেলি কৈল পার
পাগল ছাগল জত চারিদিকে জায়
ফুটিল কুশের কাটা রক্ত পড়ে পায় ।
প্রবেশ করিল ছেলি[১] গহন কানন
লহনা লইয়া কিছু শুন বিবরণ ।

দুবলার হাথে ধরি বলেন লহনা
মন দিয়া দুয়া মোর পুরহ কামনা ।
আমার লাগুক কড়ি তোর হউক যশ
ঔষধ করিয়া স্বামী কর্যা দেহ বশ ।
তঙ্কা দশ লইয়া তুমি জাও স্থানে স্থান
সাধু সনে কর্যা দেহ একই পরাণ ।
দুবলা বলেন যদি ভ্রমি দিনা চারি
তবে সে ঔষধ আমি কর্যা দিতে পারি ।

ঔষধের ছলে দুয়া করিয়া বিদায়
লঘুগতি ইছানি নগরমুখে ধায় ।
প্রভাতে ছাড়িল হইল দ্বিতীয় প্রহর
দুবলা পাইল গিয়া লক্ষপতির ঘর ।
দুবলার সাড়া পায়্যা আইল রম্ভাবতী
চরণে ধরিয়া দুয়া করিল প্রণতি ।
জিজ্ঞাসা করেন তারে ঝিয়ের বারতা
বিরসবদনে দুয়া কহে সব কথা ।
খুল্লনারে সাধু বিভা কৈল পাপক্ষণে
বিবাহের কালে কেতু[২] আছিল লগনে ।
গণিয়া গণক তারে কহিল বিচার
বিনা ছাগ রাখে তবে প্রতিকার ।
ছাগলরক্ষণে যদি তুমি কর বাদ
তোমার জানিতা নহিয়া পাড়ব প্রমাদ ।
[হেন বাক্য হেন যদি দুবলার তুণ্ডে
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে রম্ভাবতী-মুণ্ডে ।]
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

২৩৯

কান্দে রম্ভা খুল্লনার মোহে
বসন ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে ।
নুনির পুত্তলি ঝিয়ে আন্ধারের বাতি
হেন ঝিয়ে কেবা মোর মারে কিল লাথি ।
সাজিয়া কাহারে দিল সুবর্ণের ডালি
সারের খুল্লনায় মোর কেবা দেই গালি ।
বিভা দিল সদাগরে দেখিয়া সুজনে
ছাগল রাখিলে বাছা গহন কাননে ।
চল রে মইয়া পুত্র উদ্দিশ করিতে
মইয়াই বলেন দুঃখ নারিব দেখিতে ।
স্ফন্দন করয়ে মোর ডানি ভুজ আখি
কুৎসিত সপন আমি দিন রাথো দেখি ।

গরল মাহুর[১] মোরে আন্যা দেহ দান
খল্লনার শোক হেতু তেজিব পরাণ।
হৃদয়ে রহিল মোর বড় শোক-সাল
দনাই পণ্ডিত মোরে হয়্যা আইল কাল।
দুবলার হাথে ঝিয়ে কৈল সমর্পণ
বিদায় দিলেন তারে দিয়া নানা ধন।
উজানিতে আসি দুয়া ভাণ্ডে লহনারে
তিন দিবসে দুয়া আইল নিজ পুরে।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

২৪০

অজা লয়্যা আইল রামা দিন অবশেষে
অজাশালে অজাগণ করিল প্রবেশে।
দুয়ারে দাণ্ডায় রামা বুকে দিয়া হাথ
লহনার আদেশে আনিল কচুপাত।
পরিসে লহনা রামা করে গতায়াত
টাটকা সরায় রামা পরিসয়ে ভাত।
পুরান খুদের জাউ কিছু আছে কোন
সকল বেঞ্জনে বাঁজি না দিয়াছে লোন।
রান্ধ্যাছে[১] পুড়্যাতি[২] গিমা কলমি কাঁচড়া
কড়াই খুদের কীছু[৩] তুলিয়াছে বড়া।
বাগ্যানের খারা লাউ কুমড়া বাকলা[৪]
গড়ই মাছের পোঁটা মুড়া তায়[৫] মেলা।
খল্যের বেসারি দিয়া জাল দিয়া[৬] দড়
তৈল লোন নাহী তায় সান্তলন বড়।
উড়ম্বর ফল কিছু রান্ধ্যাছে[৭] পিণ্ডিরা
কাট-সিমের বেঞ্জনে পুরিয়া দিল সরা।
দুঃখে নাহী ভুঞ্জে রামা চক্ষে পড়ে জল
কোপেতে লহনা চক্ষু করিল পাকল।
খল্লনারে তর্জিয়া লহনা কিছু বলে
এতেক বেঞ্জন দিল ভাত নাহী চলে।

দারুণহৃদয় বড় পাপমতি বাঁজি
অবশেষে বড় সরা পুর্য়া দিল কাঁজি।
কিছু খায় কিছু পেলে খল্লনা সুন্দরী
তৃণের শয্যাতে তার গেল বিভাবরী।
প্রভাতে ছাগল লয়্যা করিল গমন
মুকুন্দ রচিল গীত[৮] দুঃখের ভোজন॥

২৪১

প্রভাতে ছাগল লয়্যা চলিল খল্লনা
আঁচলে বান্ধিল রামা[১] চালু অর্দ্ধ কোনা।
ছাট হাথে ডাল[২] মাথে ধীরে ধীরে জায়
জল আনিবার ছলে দুবলা গোড়ায়।
কহিল দুবলা শুন খল্লনা নারীজন
কালি গিয়াছিলাঙ তোমার বাপের ভবন।
একত্রে ছিলেন তব ভাই মাতা পিতা
তাহা সভায় কহিল তোমার দুঃখকথা।
ভাল মন্দ[৩] কিছু না বলিল লক্ষপতি
মৌন করি তব মাতা রহিল রম্ভাবতী।
দিলেন তোমার তরে কাড়ি চারি পণ
দেখিল তোমার পিতা বড়ই কৃপণ।
শুনিঞা খুল্লনা রামা ছাড়য়ে নিশ্বাস
দুবলারে বৈল নাঞি জাব পিতৃবাস।
খুল্লনা রাখেন ছেলি পাপ জ্যৈষ্ঠ মাসে
অগ্নিসম পোড়ে অঙ্গ রবির প্রকাশে।
আষাঢ়ে পুরিল মহী নব মেঘজল
ছাগল চরাইত্যে নাঞি পরিসর স্থল।
শ্রাবণে বরিসে ঘন দিবসরজনি
ছাগের চরণযোগ্য নাহিক অবনি।[৪]
[সরোবর আড়ায় চরায় রামা ছাগি
কোলে করি নালা পার করে দুঃখভাগি।]
ভাদ্রে রাখেন ছেলি ভিজে সর্ব গা
অঙ্গুলির সান্ধিতে পাঁকুই[৫] কৈল ঘা।

ভাদ্রের বেগের বৃষ্টি জেন লাগে সেল
তিন দিন বহি [জো] লহনা দেই তেল ।
সুখ দুঃখ খুল্লনা শরত-কালে ভাবে
আশ্বিনে আসিব প্রভু দেবীর উৎসবে ।
নিকেতন পরাণনাথ কৈলে বসবাস[১]
আইল কার্তিক মাস হিমের প্রকাশ ।
তুষারি শিশির রিতু হিম চারি মাস
খুল্লনার শীত খণ্ডে রবির প্রকাশ ।
আইল বসন্ত রিতু প্রচণ্ড তপন
অশোক কিংশুক ফুটে বাসন্তি কাঞ্চন ।
কেতুকি ধাতুকি ফুটে চম্পক কানন
কুসুম-পরাগে শ্বেত হৈল অলিগণ ।
লতায় বেষ্টিত রামা দেখিয়া অশোক
খুল্লনা বলেন তরু তুমি বড়লোক ।
সই সই বলি কোলে কৈল লতা
সরূপে কহ না সই তপ কৈলে কোথা ।
আমা হৈতে তোমার জনম হৈল ভাল
তোমার সোহাগে সই বন হৈল আল ।
মউর মউরি নাচে সুমধুর নাদ
শুনি খুল্লনার চিত্তে বাড়য়ে বিষাদ ।
এক ফুলে মধু পিয়ে ভ্রমরা দম্পতি
সুমধুর গায় গীত দুহে একমতি ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

২৪২

ঙ্গ মকরকেতু আইল বসন্ত রিতু
তরুলতাগণ পল্লবিত
নদীর কূলে অশোক তরুর মূলে
কামশরে রামা চমকিত ।
হিত পল্লবগণ রামার হরয়ে মন
দেখি মনে ভাবেন খুল্লনা

বসন্ত আসিয়া কীবা আট দিকে কৈল শোভা
ভালে দিয়া সিন্দুর-রচনা[১] ।
মন্দ মন্দ প্রভঞ্জনে কুসুম পড়য়ে বনে
অঞ্চলেতে ধরেন খুল্লনা
হইয়া মদনের দাস প্রভু আসিবেন বাস
ভাবি করে কামের অর্চনা[২] ।
এক ফুলে মকরন্দ পান করে সানন্দ
ধায় অলি অপর কুসুমে
এক ঘরে পায়্যা দান গ্রামযাজী দ্বিজ জ্ঞান
অন্য ঘরে প্রবেশে সম্ভ্রমে ।
কোকিল পঞ্চম গায় অলি মকরন্দ খায়
মন্দ মন্দ সুগন্ধি পবনে
তরু-ডালে সারিশুক আলিঙ্গন মুখে মুখ
দেখি রামা আকুল মদনে ।
দেখি কুসুমিত তরু কামশরে রামা ভীরু
গঞ্জিয়া বলয়ে সারিশুকে
বসন্তের উপাখ্যানে[৩] শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে
রাজা রঘুনাথের কৌতুকে ॥

২৪৩

সারিশুক তুমি দিলে এতেক যন্ত্রণা
আস্যে রাজ বিদ্যমান পঞ্জরে সাধিলে স্থান
অনাথিনী করিলে খুল্লনা ।
গৌড় গেল প্রাণনাথ ছাগ রাখ্যা খাই ভাত
পরিতে না মিলে পরিধান
সতিনে মরণ টাকে কেবল তোমার পাকে
খুল্লনার এত অপমান ।
আমার বধিতে প্রাণ আইলে কিবা এই স্থান
পঞ্জরের বিলম্ব দেখিয়া
পতি গেল নিরুদ্দেশ তনু হৈল অবশেষ
তথাপি না কর মোরে দয়া ।

শিখিয়া ব্যাধের কলা করে ধরি সাতনলা
কাননে এড়িব জাল ফাঁন্দে
তোমারে বধিয়া শুক ঘুচাব মনের দুঃখ
একাকিনী সারি জেন কাঁন্দে।
খাইয়া সারির মাথা দেখ মোর দুঃখ বেথা
মোর বধ লাগিল তোমারে
কর ধর্মে অবধান রাখহ আমার প্রাণ
জাহ তুমি গৌড় নগরে।
আমারে করিয়া দয়া দুঃখের বারতা লৈয়া
দেহ মোর পতিরে বারতা
উড়্যা জায় সারিশুক খুল্লনা ভাবয়ে দুঃখ
মুকুন্দ রচিল শুদ্ধ[1] গাথা ॥

করিল বিনয় না হইল সদয়
কিসেরে বিনয় করি।
তুহু মাতোয়াল হইলি মোরে কাল
না শুন বিনয়বাণী
ধুতুরার ফুলে কিবা মধু পিলে
মনে তাহা আমি গুনি।
ছাড়িয়া সুনাদ চলে ষটপদ
কোকিল সুনাদ পুরে
বিনয় রচনা করেন খুল্লনা
কর জোড় করি শিরে।
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান
তাঁর সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

২৪৪

ভ্রমরী ভ্রমর তোরে জুড়ি কর
না গাইয় মধুর গীত
তোর মৃদু রা কামশর ঘা
চিত্ত কৈল চমকিত।
সঙ্গে তোর বধূ পান কর মধু
কি কব সুখের ওর
অনাথ দেখিয়া নাহি কর দয়া
চিত্ত কৈলে মোর চোর।
থাক এই বনে সুখে মধু পানে
প্রতিলতায় অতিত[1]
তুমি হয়্যা সুখী অন্যে কর দুঃখী
এ তোর নহে উচিত।
সঙ্গেতে অলিনী নিবাস নলিনী
না জান বিরহ-ব্যেথা
চিত্ত বিচলিত জদি গাহ গীত
খাও ভ্রমরীর মাথা।
সাপ দুধে মাতে পাপী কলি-পথে
বিনয়-মাতন ঐরি

২৪৫

কোকিল রে কত কাড় সুললিত রা
মধুস্বরে দিবানিশ নিতা উগারহ বিষ
বিরহ-জালেতে পোড়ে গা।
নন্দনকাননে বাস সুখে থাক বারমাস
কামের প্রধান সেনাপতি
কে তোমারে বলে ভাল অন্তরে বাহিরে কাল
বধ কৈলে অনাথা যুবতি।
আর যদি কাড় রা মদনের মাথা খা
বসন্তের শতেক দোহাই
তোর রবে কামশর মোর অঙ্গ জরজর
অনাথারে কার[1] দয়া নাহী।
জাতি অনুসারে রা নাহি চিন বাপ মা
কালসাপ কালিয়া-বরণ
সদাগর আছেন জথা কেহ নাহী জায় তথা
এই বনে ডাক অকারণ।

খাঅ স্বাদে নানা ফল উগারহ হলাহল
অনাথার রসে দিলে তিত
মোর পতি আছেন জথা কেন নাঞি জাও তথা
এই বনে ডাক অনুচিত।
আসিয়া বসন্তকালে বসিয়া রসাল-ডালে
প্রতিদিন দেহসি যন্ত্রণা
হেন বুঝি অনুমানে আইসে কিবা এই বনে
পিকুরূপী হইয়া লহনা।
পিকু জায় অন্য বনে খুল্লনা অস্থির মনে
জায় রামা অপর কানন
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

২৪৬

বহে শীতল বা সরোবর কূলে
দুঃখমতি খুল্লনা আসিয়া নিদ্রা ভুলে।
প্রচণ্ড তপনে গায় পড়ে ঘর্মজল
পল্লবশয্যার রামা শোয়ে তরুতল।
নিদ্রায় আকুল রামা নাহীক চেতন
নবীন পল্লব লোভে ধায় ছেলিগণ।
শিরীষকুসুম তনু অতি অনুপাম
বসন ভিজিয়া তার গায়ে পড়ে ঘাম।
রথ আরোহণে চলে দেবী মাহেশ্বরী
জয়া বিজয়া পদ্মা সঙ্গে সহচরী।
অধোমুখী হয়্যা জান দেবী ভগবতী
কহেন তরুর তলে কাহার যুবতি।
পরমরূপসী কন্যা দেব-অবতার
পরিতে না মিলে বস্ত্র নাঞি অলঙ্কার।
পদ্মাবতী বলে মাতা শুন নারায়ণী
এই কন্যা রত্নমালা ইন্দ্রের নাচনি।
তালভঙ্গে সাঁপ দিয়া আনিলে আপনি
ইবে অবধান নাঞি কর নারায়ণী।
সতিনের হাথে রামা পড়িল সঙ্কটে
কাননে ছাগল রাখে তোমার কপটে।
এমন শুনিয়া মাতা পদ্মার ভারথি
কপটে হইল তার মায়ের মুরতি।
পরিধান শতছিঁড়া মলিন অম্বর
গুয়া-পান বিনে তার মলিন অধর।
এইরূপে শিয়রে বসিয়া ভগবতী
কান্দিতে কান্দিতে কিছু বলেন ভারথি।
কত দুঃখ আছে ঝিয়ে তোমার কপালে
সর্বশী ছাগল তোমার খাইল শৃগালে।
তোর দুঃখ দেখিয়া পাঁজরে মোর ঘুণ
আজি লহনা তোরে করিবেক খুন।
এমন সপন দেখাইয়া মাহেশ্বরী
নিজ ব্রতে নিয়োজিল পঞ্চ বিদ্যাধরী।
বিদ্যাধরীগণ ব্রত করে সরোবরে
ছাগল লুকায়্যা দেবী রহিল অম্বরে।
নিদ্রাভঙ্গে উঠে বামা খুল্লনা সুন্দরী
ভূতলে পড়িয়া কাঁন্দে জননি সঙরি।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

২৪৭

নিদয়া নিঠুর হয়্যা অভাগীরে ছাড়িয়া
ঘর গেলে না দিলে বোলান
খায়্যা খল্লনার মাথা শুন মোর দুঃখকথা
তোর কোলে জাউক পরাণ।
দুঃখ পায়্যা দশ মাস মোরে দিলে গর্ভবাস
কোলে কাখে করিয়া পালন
নিরূপেক্ষি এক দণ্ডে পেলিলে অনলকুণ্ডে
দুর্লভ হইল দরশন।
দেখিয়া পাণ্ডিত বরে দিলে মহাকুলধরে
না গুনিলে লহনা সতিনী

বিচারে হইয়া অন্ধ পদগলে দিয়া বন্ধ
ভেট দিলে খুল্লনা হরিণী।
এখনি সিয়রে ছিলে না বলিয়া কোথা গেলে
তুয়া পায় করিল বিদায়
সর্বশী মরিল যদি মোর প্রাণ নিল বিধি
জলদানে হইয় স্বহায়।
জলে ঝাঁপ দিয়ে যদি শুখায় অগাধ নদী
অভাগীরে বাঘে নাহী খায়
ভুজঙ্গম করি কোলে সেই নাঞি মুখ মেলে
নিদারুণ প্রাণ নাহি জায়।
উঠিয়া পর্বত-পাড়ে নেহালয়ে ঝোপঝাড়ে
দরী গিরিশিখর কানন
এক ঠাঞি করি ছাগ না পায়্যা সর্বশী লাগ
ধায়্যা বুলে হয়্যা অচেতন।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

২৪৮

অচেতন হয়্যা কান্দে হাবায়্যা সর্বশী
লোচনের জলেতে মলিন মুখশশী।
উছটে ছিণ্ডিল নথ রক্ত পড়ে ধারে
সর্বশী বলিয়া রামা কান্দে উচ্চস্বরে।
উভরায়ে কান্দে রামা শিরে দিয়া হাথ
বলে রামা কোন পথে গেলে প্রাণনাথ।
একে একে ভ্রমে রামা সকল কানন
কোথাহ না পায় সর্বশীর দরশন।
কতদূর শুনিল স্মরণ হুলাহুলি
খুল্লনা বলেন কেবা ছাগ দেই বলি।
খরশ্বাস মুখে রামা গেল সরোবরে
জিজ্ঞাসে ছাগীর কথা জোড় করি করে।

ইন্দ্রের নন্দিনী বলে নাহী দেখি ছাগী
পরিচয় দেহ রামা কেন দুঃখভাগী।
উর্বশী-সমান রূপ জাতিয়ে পদ্মিনী
কিসের কারণে বনে ভ্রম একাকিনী।
যদি সত্য বল তবে খণ্ডাব সন্তাপ
মিথ্যা যদি বল রামা দিব অভিশাপ।
এ বোল শুনিঞা রামা দেই পরিচয়
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণ গায় ॥

২৪৯

কি করিব আর কুশল বিচার
কহিতে বিদরে বুক
ঘরে নাহী পতি সতার উন্নতি
নিত্য দেই মোরে দুঃখ।
গন্ধবান্যা জাতি উজবনি স্থিতি
স্বামী সাধু ধনপতি।
গড়াত্যে পঞ্জর গৌড় নগর
গেছেন রাজ-আরতি।
করিয়া প্রহার অষ্ট অলঙ্কার
সতিন লইল বলে
পাট সাড়ি নিঞা মোরে দিল খুঞা
নিজোজি ছাগ-রাখালে।
কুবের-সমান স্বামী ধনবান
ধন খায় জগজনে
পরিতে বসন না মিলে ওদন
ছাগ রাখ্যা বুলি বনে।
খুধা তৃষ্ণা বশে অবশ আয়াসে
শুয়্যাছিনু তরুতলে
হারাইল ছাগী পাপী দুঃখভাগী
চায়্যা বুলি স্থলে স্থলে[১]
কামসম বরে দেখি বড়ঘরে
বিভা দিল বাপ-মায়

সতিন দুর্বার জেন খুরধার
আমারে ছাগ রাখায়।
মোর মাতা পিতা না গণিল সতা
লহনা কালসাপিনী
একু সঙ্গে মেলা রাহু শশিকলা
বাঘিনী সঙ্গে হরিণী।
নিরবধি ফিরি ঝোপ দরী গিরি
বাঘে সাপে নাই খায়
বণ্ডিল গোসাঞি হেন জন নাঞি
সতিনে মোর বুঝায়।
হইয়া আকুলি কত চিত্তে ভুলি
চাহি না[২] পাইনু ছাগলে
যদি ছাগি পাই তবে ঘরে জাই
নহিলে মরিব জলে
উদরে দহন পোড়ে অনুক্ষণ
তৈল বিনে ঘোরে মাথা
কি বিধি নিষ্ঠুর লবণ কর্পূর
কারে কব দুঃখকথা
আপনি লহনা করয়ে গণনা
সন্ধ্যাকালে জত ছেলি
সর্বশী হারায়্যা বনে বুলি চায়্যা
শুনি আইনু হুলাহুলি।
লহনার ভয় উচিত না কয়
জে আছে পাটপড়শী
কহিলে উচিত করে বিপরীত
লহনা পাপ রাক্ষসী।
লহনার ভয় প্রাণ স্থির নয়
কেমন করি উপায়
হইয়া সদয় দেহ পরিচয়
শ্রীকবিকঙ্কণ গায়॥

২৫০

আমার বচনে রামা কর অবধান
পরিচয় করি শুন বাড়াব সম্মান।
আমরা ইন্দ্রের সুতা এ পঞ্চ ভগিনী
চণ্ডীর করিতে ব্রত আইনু অবনি।
কর্মের উচিত এই ভারথ ভূমি[১]
বিপদ নাশিবে যদি পূজা কর তুমি।
পুজিবে চণ্ডিকা প্রতি মঙ্গলবাসরে
বিপদ-সাগরে চণ্ডী হব কর্ণধারে।
দুর্বাসার শাপে দুঃখী হইল সুরপতি
নানাবিধি উপচারে পূজিল পার্বতী।
সুরলোকে সুস্থির করিল সুরবায়
প্রথমে সম্মান পাইলা ইন্দ্রের সভায়।
হৈল মধুকৈটভ বির কর্ণমূলে
ব্রহ্মারে হানিতে জায় নিজ বাহুবলে।
তাহারে নাশিল দেবী নগের নন্দিনী
দেবলোক নরলোক করে স্তুতিবাণী।
এই ব্রতফলে তোর আসিবেক পতি
পতির প্রেমের ঠামে হবে পুত্রবতী।
হারাইলে ছেলি পাবে ইথে নাঞি আন
লহনা বাসিব তোরে প্রাণের সমান।
এত শুনি খুল্লনার সহাস বদন
কেমনে পূজিব চণ্ডী নাঞি আয়োজন।
সভে মেলি দিল তারে পুজোপকরণ[২]
পরিবারে দিল তারে বিচিত্র বসন।
খুল্লনা করেন ব্রত দেবকন্যা সনে
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণ ভনে॥

২৫১

গোময়ে লেপি সদ্ম অষ্টদল পদ্ম
লিখিল সুগন্ধি চন্দনে
উপরে ফুল-ঝারা মাঝেতে হেম-ঝারা
করিল নানা আয়োজনে।

খুল্লনা পুজে চণ্ডী শোক-দুঃখখণ্ডি
মেলিয়া ইন্দ্রের নন্দিনী
কুমারীগণ মেলি দেই হুলাহুলি
সঘনে দেই শঙ্খধ্বনি ।
কুমারী কহে বিধি খুল্লনা করে শুদ্ধি
ন্যাস বিবিধ বিধানে
আসন জল শুদ্ধি করিল যথাবিধি
মাতৃকা কৈল আবাহনে[1] ।
শিখর ঊর্ধ্বে ব্যোম উপরি ঊর্ধ্বে সোম
বামাখি[2] বিন্দু বিভূষিত
বিচারি নানা তন্ত্র দিলেন সিদ্ধমন্ত্র
কানে কহে পুরোহিত[3] ।
অক্ষত মালা দীপ চন্দন দিল ধূপ
নৈবিদ্য বস্ত্র নারিকল
মোদক রসাল আমানে পুরি থাল
আনিল নানা বনফল ।
দুর্বা আদি দলে খুল্লনা কুতূহলে
পুজিল অষ্ট নায়িকা
করিয়া স্তুতিবাণী বান্যার নন্দিনী
পুজেন মঙ্গলচণ্ডিকা ।
খুল্লনা পুষ্পপাণি চিন্তিল নারায়ণী
কুমারী কহেন ধেয়ান
ষোড়শ উপচারে বিবিধ উপহারে
করিল পূজার বিধান ।
প্রথমে লম্বোদর পুজিল দিবাকর
রথাঙ্গপাণি উমাপতি
ময়ূরবাহন পুজিল ষড়ানন
পুজিল লক্ষ্মী সরস্বতী ।[4]
অষ্ট তণ্ডুল দুর্বা জাহ্নবীজল-গর্ভা
কাঞ্চন বিরচিত বারি
যাঞ্জলি সরসিজে চণ্ডিকা রামা পুজে
নাচে গায় বিদ্যাধরী ।
পূজার অবসানে ছাগল মেষ আনে
শতেক দিল বলিদান
পূজার চারি ভিতে শোণিত বহে স্রোতে
চামুণ্ডা করে রক্তপান ।
খুল্লনা কৈল স্তুতি উরিলা পার্বতী
অভয়া বরদরূপিনী
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত বিরচন
বদনে নাচে যার বাণী ॥

২৫২

জোড়হাথে খুল্লনা করেন স্তুতিবাণী
অভয়া বরদা চণ্ডী উরিলা আপনি ।
ব্রাহ্মণীর বেশে তথা উরিলা ভবানী
অভিপ্রায় বুঝি তারে বলে নারায়ণী ।
ব্রাহ্মণী বলেন কেন পুজহ অভয়া
এই ত কাননে চণ্ডী বড়ই নিদয়া ।
না নিন্দ না ব্রাহ্মণী তুমি না নিন্দ অভয়া
যদি মোর কর্মফলে দুর্গা করে দয়া ।
কি তোরে করিব দয়া নিদয়া পার্বতী
এবার বৎসর হইতে করিল ভকতি ।
খুল্লনা বলেন বিধি এথাই লাগিল
অভাগীর কপালে কিবা লিখন আছিল ।
ভবানী বলিয়া রামা কাঁন্দিতে লাগিল
আচম্বিতে ব্রাহ্মণী চতুর্ভুজ হইল ।
চতুর্ভুজ নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া পার্বতী
জয়া বিজয়া সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী ।
মাগ ঝিয়ে খুল্লনা মাগিয়া লহ বর
কামনা করিব পূর্ণ অরণ্য ভিতর ।
অষ্ট তণ্ডুল দুর্বা নিতে নিতে নিঞা
পুজিহ মঙ্গলবারে জয় জয় দিয়া ।
পুজিব মঙ্গলবারে না জানি কোন দে
তোমারে চিনিতে নারি তুমি বট কে ।
আমা নাঞি চিন ঝিয়ে সাধুর রমণী
আমি ত মঙ্গলচণ্ডী বিপদনাশিনী ।

কি বর মাগিব জারে তুমি সুমঙ্গলী
দু-সন্ধ্যা মিলুক অন্ন না হারিয়ে ছেলি ।
এই কোন বর ঝিয়ে করাব সম্মান
মুখ্য গৃহিণী ঘরে হবে পুত্রবান
সকল ভাণ্ডবি মাতা বলহ পার্বতী
স্বামী ঘরে নাঞি কিসে হব পুত্রবতী ।
হাসিয়া বলেন মাতা মাগ ঝিয়ে বর
তোর স্বামী আনিতে জাব গৌড় নগর ।
ভাণ্ডবি করিয়া কথা কহ কুতূহলী
আছুক পুত্রের কাজ না পাইল ছেলি ।
হাসিতে লাগিলা মাতা সেবকবৎসল
দানা হাঁকারিয়া জড় করিল ছাগল ।
ছাগল দেখিয়া রামা চিত্তে উত্যেরোল
সর্বশী বলিয়া সত্বরে দিল কোল ।
জন্মে জন্মে তুমি ছাগী হইস নিযোজন
তোমা হইতে পাইল আমি চণ্ডী-দরশন ।
মাগ ঝিয়ে খুল্লনা মাগিয়া লহ বর
জে বর চাহিবে দিব অরণ্য ভিতর ।
পুত্রবর না মাগিব প্রভু নাঞি ঘরে
কি করিব ধন বহু আছয়ে ভাণ্ডারে ।
যদি বর দিবে মাতা সেবকবৎসল
অনুক্ষণ রহু মতি তব পদতল ।
বিরিঞ্চি মরীচি জারে না পায় ধেয়ানে
হেন বর খুল্লনা মাগিয়া লয় বনে ।
পঞ্চ বিদ্যাধরী গৌরী তুলিলেন রথে
কনকের বারা দিল খুল্লনার হাথে ।
জয় দিয়া খুল্লনা চণ্ডিকা পুজে বনে
বিদ্যাধরীগণ জান আকাশ বিমানে ।
খুল্লনার তরে চণ্ডী হিত উপদেশ
লহনার সিয়রে কহেন নিশি-শেষ ।
চামুণ্ডা-মুরতি হইলা গলে মুণ্ডমালা
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে করে খেলা
তরাসে সপনে রামা হইলা কোপমতী
লহনা ভর্ছিয়া কিছু বলেন পার্বতী ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর চরিত ॥

২৫৩

তোরে লহনা বলি   হইলি কুলের কালি
খুল্লনারে রাখাসি ছাগল
জারে সমর্পিল পতি   তার কৈলে দুর্গতি
স্বামী আইলে পাবে প্রতিফল ।
ধরিস বাঁজের চিহ্ন   সতিনে করিস ভিন্ন
জাহা হইতে কুলের প্রকাশ
অধর্মে হইলে বাঁজ   দিনে ভুঞ্জ তিন সাঁজ
সতিনের না কর তবাস ।
নিচিন্তে আছঅ ঘরে   সতিন কাননে ফিরে
জাতিনাশে নাঞি তোর ভয়
ব্যাঘ্র ভল্লুক সনে   সতিন ফিরএ বনে
স্ত্রীবধে পড়িবে নিশ্চয় ।
সোহাগে করিয়া দূর   ভাবন করিয়া চুর
বারেক আসুক ধনপতি
গরব করিলে জত   তত রূপে হবে তিত
মতির মানেতে হব গতি ।
রাজা নাঞি করে বল   জ্ঞাতি নাঞি ধরে ছল
ধিক থাকুক এই ছার দেশে
স্বামী জার লক্ষেশ্বর   ধনপতি সদাগর
নারী বোলে কাঙ্গালের বেশে ।
আমার বচন শুন   নাঞি তোর রূপ গুণ
আপনি রাখিয় নিজ মান
সাধু জিজ্ঞাসিলে তোরে   কি বোলে ভাণ্ডাব তারে
মোর আগে করো সমাধান ।
তোর সই লীলাবতী   কপটে লিখিল পাতি
অধোগতি জাগু লীলাবতী
সদাগর আইলে দেশ   ঘুচিবেক লাসবেশ
ইহার উচিত পাবে শাস্তি ।

করি নানা পরিবন্ধ লেপহ কুঙ্কুমগন্ধ
নাঞি নেউটিবেক যৌবন
শুনিঞা লহনা কান্দে গান মনোহর ছান্দে
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

খুল্লনার উদ্দিশে লহনা চলে বন
মধ্যপথে দু সতিনে হইল দরশন।
খুল্লনা করিয়া কোলে কান্দেন লহনা
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল পাঁচালি রচনা ॥

২৫৪

দুবলা মোরে তুমি বল উপদেশ
গনিতে গনিতে সে পাজর হইল শেষ।
কালি ছেলি লয়্যা গেল প্রভাতে সতিনী
আজি বিষ্ণু পদতলে উরিনা তপনি।
আপনা খাইয়া তারে কৈল অপমানে
অভিমানে বনি কিবা তেজিল পরানে।
নির্জন কাননে তারে খাইল কিবা বাঘে
চোর খণ্ড লম্পট খাইল কিবা নাগে।
হেন বুঝি খুল্লনারে হৈল সাপ-দষ্ট
ভুবন ভরিয়া মোর রহিল কলঙ্ক।
নিজ হাতে আরোপণ কর্যা মোর শিরে
সমর্পিয়া প্রাণনাথ গেল খুল্লনারে।
তারে বধ্যা বিমল কুলের হইনু কালি
আমি হব স্বামীর চক্ষুর বালি।
মরিল খুল্লনা বনি পর্বতের চূড়া
উদ্দিশ করিতে কালি আসিবেন খুড়া।
অবনি বিদরে যদি পুরএ কামনা
তথি প্রবেশিয়া লাজ খণ্ডাব লহনা।
বৈশাখ অনল-বায় নিরন্তর খরা
মূর্ছায় মরিল বনি হয়্যা খুধাতুরা[১]।
পরের বচনে তারে দূর কৈল দয়া
অন্নকষ্ট দিল তারে নিজ মাথা খায়্যা।
দেখিল ভৈরবী ভীমা লোচনবিশাল
কাতি খর্পর হাথে গলে মুণ্ডমাল।
হান হান করিয়া আমার ধরে কেশ
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ।

২৫৫

বনি গো হেরো তোরে মাগো পরিহার
আমার দিবস মন্দ তোমা সনে কৈল দ্বন্দ্ব
বনি বল্যা ক্ষেম অপরাধ।
কালি তুমি ছিলে কোথা আমার হৃদয়ে বোথা
জাগরণে পোহাইল রজনি
দেখিলা তোমার মুখ পাসরিল সব দুঃখ
কোল দেহ আসিয়া বহিনি।
আজি হৈতে তুমি প্রাণ ইথে মোর নাহী আন
বৈরিভাব না করিহ মনে
জার সনে বারমাস এক ঘরে করি বাস
অবশ্য কন্দল তার সনে।
কৌশল্যা রামের মাতা কৈকেয়ী তাহার সতা
দুহার কন্দলে সর্বনাশ
রাম গেলা বনবাস নৃপতি হইল নাশ
জথা দ্বন্দ্ব তথাই বিনাশ।
লহনার কথা শুনি খুল্লনা সে মনে গুনি
লহনার পড়িল চরণে
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
দুই জনে আইল নিকেতনে ॥

২৫৬

হরিদ্রা চন্দন তৈল আনিল দুবলা
খুল্লনার অঙ্গে দিয়া দূর কৈল মলা।
আট দিগে নানা কর্ম করে দাসীগণ
স্নান করি পরে রামা পবিত্র বসন।

ফলমূলে উপহার নৈবিদ্য পাঁজলা
করিয়া পুজেন ঘটে সর্বমঙ্গলা।
পূজা সাঙ্গ করি রামা দিল বিসর্জন
লহনা লইয়া কিছু শুনহ বচন।
রন্ধন করিতে হইল লহনার ত্বরা
ঘৃত পুর্‌্যা রাখে রামা কুঁড়িয়া[১] পাথরা।
ঘৃতে জরজর রান্ধে নালিতার শাক
কটু তৈলে বাথুয়া করিল দৃঢ় পাক।
খণ্ড মুগের সুপ উভরে ডাবরে
আচ্ছাদন থালা খানি দিলেন উপরে।
কটু তৈলে রান্ধে রামা চিথলের কোল
বুহিতে কুমুড়া বড়ি আলু দিয়া ঝোল।
[রান্ধিল ছোলার সুপ দিয়া তথি খণ্ড
অলস তেজিয়া জ্বাল দিল দুই দণ্ড।
কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে গণ্ডা দশ
মুঠ্যে নিঙ্গড়িয়া তথি দিল আদারস।
বদারি শকুল মীন রসাল মুসরি
পণ চারি ভাজে রামা সরল-শফরী।
কথোগুলি তোলে রামা চিঙ্গড়ির বড়া
ছোট ছোট গোটা চারি ভাজিল কুমুড়া।][২]
পঞ্চাশ বেঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন
থালায় ওদন বাটী ভরিয়া বেঞ্জন।
কিবা দিয়া বুই-মুড়া দিল খুল্লনারে
দেখিবারে পায় বোঁচা টাঙ্গের উপরে।
বোঁচা রে রেবাল তার সব তনু হাঁসা
আদখান নেঞ্জ নাঞি দুটা চক্ষু ডাঁসা।
বুই-মুণ্ডা লইয়া বোঁচা উভরড়ে ধায়
দুবলা ধরিয়া ঠেঙ্গা পশ্চাৎ গোড়ায়।
খাকু লইয়া বুই-মুণ্ডা জার জেবা ভোগ
দুবলার তরে হইল পুত্রশোক।
ভোজন করিয়া সাঙ্গ কইল আচমন
কর্পূরতাম্বুল কইল মুখের শোধন।
পৃথক শয্যায় দুহে করিলা শয়নে
নিশাকালে দেখে রামা সাধুকে সপনে।
চিয়াইয়া হুতাশ করে কোকিল-নিস্বনে
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণে ভনে॥

পঞ্চম দিবস

নিশা

২৫৭

কহ দুয়া[১] উপদেশ মোরে
কামরূপী হইয়া আমি যদি হই বিহঙ্গমী
উড়্যা যাই গউড় নগরে।
দিনে থাকি গৃহে কাজে পাঁচ জনের মাঝে
যামিনী আইসে মোরে কাল
জ্বালায়ে মন্দির পথে প্রবেশ করয়ে কতে
অই মোর খর শরজাল।
সপনে দেখিল আমি একত্রে আছিল স্বামী
বাহু পসারিয়া দিল কোল
সপনে পাইল নিধি মোরে বিড়ম্বিল বিধি
চিআইল কোকিল-কোলাহল।
অবতার কাক-রূপে খুল্লনার মুখে মুখে
কন চণ্ডী মধুরস বাণী
বিনয় করিয়া তাঁরে খুল্লনা জিজ্ঞাসা করে
উভে জুড়িয়া দুই পাণি।
কহ কাক কুশলবারতা
জোড়হাথে করি নুতি যদি আসিবেন পতি
কহ পূর্বমুখে মোর কথা।
তোমার সমান পাখি এই গ্রামে নাহি দেখি
আইলে কিবা মোর ভাগ্য ফলে
যদি আসিবেন পতি উড়্যা জাও লঘুগতি
পুনর্বার বইস মোর চালে।
যদি আসিবেন নাথ পঞ্চাশ বেঞ্জন ভাত
হেম-থালে করাব ভোজন
সুবর্ণপঞ্জরে বাস পুরিব তোমার আশ
দাসী হইয়া করিব সেবন।
পরাশর ভৃগু গর্গ আদি জত মুনিবর্গ
গাহে তোমা বসন্তের রাজে
জত কিছু চরাচর তোমা নহে অগোচর
থাক ধর্মরাজার সমাজে।
খুল্লনাব দুঃখ দেখি হইয়া চণ্ডী অধোমুখী
গেলা মাতা গউড় নগরে
গিয়া অবশেষ নিশি সাধুর সিয়রে বসি
স্বপ্ন কহেন সদাগরে।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

২৫৮

যামিনীর অবশেষে [আপনি] লহনার বেশে
গেলা চণ্ডী সাধু সন্নিধানে
তার পাছু পদ্মাবতী ধরি খুল্লনার মূর্তি
বসিলা সাধুর সন্নিধানে।
নিন্দিয়া বলেন সদাগরে

পরস্ত্রী-লুব্ধ হইয়া পাসুরিলে নিজ জায়া
সুখে আছ গউড় নগরে।
পাশায় গঙাইলে দিন মর্যাদা করাইলে হীন
হইলে নিজ কুলের কলঙ্ক
আইলে নৃপতির কাজে রহিলে পঞ্জর-বাজে
বেউশা[1] জনের পাইয়া সঙ্গ।
মিছা কর শিবপূজা তোর নিন্দা করে রাজা
মুখ না দেখাইয় [নিজ] দোষে
বিলম্ব দেখিয়া তোর নৃপতি মানিল চোর
লুটিয়া লইল সব কোষে।
দুইপাশে নারী কান্দে কেশপাশ নাহী বান্ধে
দেখিয়া চিয়াইল সদাগর
ভূতলে পড়িয়া কান্দে গান মনোহর ছান্দে
রচিল মুকুন্দ কবিবর॥

২৫৯

স্বপ্ন দেখিয়া উঠে সাধু ধনপতি
আপনার শিরে সাধু করে আপ্তঘাতি[1]।
মনে ভাবে সদাগর কিবা কৈল কাজ
সারিশুয়া-মস্তকে পড়ুক ঝাট বাজ।
পক্ষ যদি হইতাঙ উড়্যা জাইতাম ঘর
চিন্তা-শোকে সাধুর হৃদয় জরজর।
রাজভেট নিল সাধু সর্ফারিয়া ভেড়া
পর্বতিয়া টাঙ্গন তাজি নীলবর্ণ ঘোড়া।
ভার দশ দধি কলা চাম্পা মর্তমান
দোখণ্ড সরস গুয়া বিড়াবিন্ধা পান।
রাজারে প্রণাম করে দিয়া রাজ-ভেট
বিদায় বলিলে রাজা মাথা করে হেট।
মাস এক থাক তারে বলে দণ্ডরায়
রাজার বচনে সাধু নাহি দেই সায়।
পুরস্কার সাধুরে করিল দণ্ডরায়
নানা ধন দিয়া তায় করেন বিদায়।
হাসা ঘোড়া খাসা জোড়া নানা অভরণ
চড়িবারে দিল তারে সসাজ বারণ।
বন্দিয়া ভূপতি পাত্র পণ্ডিতসমাঝ
শুভক্ষণে ধনপতি চড়ে গজরাজ।
চলিল মালতিপুর কলাহাট দিয়া
সগাড়ি হোগলবাড়ি বামদিকে থুয়্যা।
শিমুলিয়া বালিঘাটা বড়ান্যার[2] ভয়
লঘুগতি চলে সাধু তিলেক না রয়।
গজ-পিঠে সদাগর জায় ত্বরা ত্বরা
নাহী মানে সদাগর বসন্তের খরা।
দ্রুতগতি চলে সাধু না করে রন্ধন।
খিরখণ্ড দধি কলা করয়ে ভক্ষণ।
খুল্লনা লহনা বিনে অন্য নাহী মানে
ছয় দিবসের পথ আইল দুইদিনে।
উপনীত হইল সাধু রাজার দুয়ারে
শুনিঞা সাদুর কথা রাজা আগু সরে।
পঞ্জর এড়িয়া সাধু নত[3] কৈল মাথা
নৃপতি জিজ্ঞাসে তারে কল্যাণবারতা।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥

২৬০

ভায়্যা এতেক বিলম্ব কি কারণে হে
উড়্যা গেল সারিশুক অকারণে পাইলে দুঃখ
কলধৌত পঞ্জর গঠনে।
তুমি গেলে পরবাস দুঃখ পাইলে বারমাস
দুর গেল পাশার কৌতুক
দেখিতে লাগয়ে সাদ কত হইল কার্য বাদ
সারিসুয়া দিল এত দুঃখ।
তেজিয়া ঘরের মায়া পাসরিলে নিজ জায়া
অপেক্ষণ নাহী তব ঘরে

লোকে দেই অনুযোগ কিবা সাধের হইল রোগ
এই মোর ভাবনা অন্তরে।
মর‍্যা জাকু সারিশুয়া তোমার বালাই লইয়া
তোমা বিনে মনে নাহী আন
সফল হইল আশা আজি পোহাইল নিশা
দেখিলাঙ তোমার বয়ান।
দুঃখ ভাবে দুই জায়া বিলম্ব না কর ভায়্যা
ঘরে গিয়া কর স্নান-দান
রাজা সাধু পরিহাসে প্রেম আনন্দরসে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

২৬১

পঞ্জর দেখিয়া রাজা বলে সাধুবাদ
সাধুকে দিলেন রাজা ভূষণ প্রসাদ।
নৃপতিচরণে সাধু করিয়া প্রণাম
চড়িয়া পাটের দোলা চলে নিজ ধাম।
সিঙ্গা কাড়া টমক বাজনে উতরোল
দশ দিকে ভরিল পাইকের কোলাহল।
বন্ধুজন সম্ভাষেন নগরে নগর
লহনা লইয়া কিছু শুনিব উত্তর।

পতির আগতি-বার্তা শুনি দূতমুখে
দুবলারে বলে রামা বিষাদে কৌতুকে।
চিরদিনে প্রাণনাথ ঘরে আইল মোর
খুল্লনার যৌবন দেখিয়া হব ভোর।
এড়িয়াছ কোথা মোর ঔষধ উপায়
প্রাণনাথে বশ কর‍্যা[১] হইয়া সহায়।
আমার লাগুক ধন তোর হকু যশ
ঔষধ করিয়া মোর স্বামি কর বশ।
লহনার বচন শ্রবণ কর‍্যা চেড়ি
অবিলম্বে আনে তার ঔষধের পেড়ি।
আহ্বাল্য দুবলা তার দৃঢ়বন্ধ দড়া
লহনার হাথে দিল ঔষধ-সাঁপুড়া।
লহনা শীতল বারি পূরিয়া ভৃঙ্গারে
নানা ঔষধ রামা মিশায় কর্পূরে।
একে একে দুবলা দিলেন সাবধান·
ঔষধ করিয়া সাধ আপন সম্মান।
লহনারে এমন কহিয়া প্রিয়কথা
খুল্লনার কাছে দাসী হইল উপনীতা।
হিত উপদেশ তাঁরে করে নিবেদন
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

২৬২

আর শুন্যাছ ছোট মা সাধু আইল ঘরে
বারি হইয়া শুন তুমি বাজনা নগরে।
আজি তোর পোহাইল দারুণ দুঃখনিশা
আজি তোর ভবানী সফল কৈল আশা।
আপন বল্যা দুবলারে রাখিহ চরণে
দুবলা আনের দাসী নহে তোমা বিনে।
তোমার প্রাণের বৈরি পাপমতি বাঁজি
সাধুর সাক্ষাতে তার বারি কর‍্যা[১] পাঁজি।
দোষের মত যদি নাহী করে প্রতিকার
সাধু প্রবাস গেলে দুঃখ দিব আরবার।
তুমি জত পাইলে দুঃখ মোর মনে ব্যেথা
তোমার হয়্যা সাধুর সনে কব চারি[২] কথা।
দনার ছাট খুঞার বাস নিহ বাসঘরে
চক্ষুর বালি সাধুর করাব লহনারে।
অলকাতিলক পর তুমি মোহন-কাজল
সাধু ভেটিবারে নেহ ভৃঙ্গারের জল।
এক বলিতে দশ বলিবে না করিবে তরাস
উনু বুকে নাঞি করি সতিনের বাস।
দুবলার বোলে হাসে খুল্লনা সুন্দরী
প্রসাদ করিল তারে মানিক অঙ্গুরি।
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ॥

২৬৩

খুল্লনার চরণে প্রণাম করি চেড়ি
মানিক ভাণ্ডায়ে আনে অভরণ-পেড়ি ।
অবধানে আন্বাইল দ্রঢ়বন্ধন দড়ি
দোছোট করিয়া পরে তসরের সাড়ি ।
দুবলা মাঞ্জয়ে কেশ লয়্যা প্রসাধনি
বাম করে হেমদণ্ড রসের দাপনি ।
কবরী বান্ধিল রামা কুসুমের গাভা
আষাঢ়িয়া নবঘন জেন করে শোভা ।
শ্রবণ উপরে পরে কনক-বউলি
সজল জলদে জেন পড়িছে বিজুলি ।
বাহুযুগে আরোপিল কনক-কেয়ূর
কাঞ্চনে গঠিত পরে বাজন-নূপুর ।
মণিবিরাজিত পরে মুখর কিঙ্কিনী
পদে পদে শুনি মত্ত মরালের ধ্বনি ।
জাবকের রসে করে অধর মাজন
রসের দর্পণ তুল্যা নেহালে বদন ।
ডানি করে নিল রামা রজতের ঝারি
বাম করে নারায়ণ-তৈলে পুর্যা খুরি ।
কবরীতে আরোপিল মল্লিকার মালে
হেন কালে আস্যা সাধু বৈসে পাটশালে ।
প্রণাম করিয়া বন্ধুজন জায় ঘর
গৃহিণী বলিয়া ডাক দিল সদাগর ।
খুল্লনা আইল তথা কুঞ্জরগামিনী
পূর্বে জেমন ছিল ইন্দ্রের নাচনি ।
দুবলা রহিল তথা কপাটের আড়ে
ধীরে ধীরে গেল রামা সাধুর নিয়ড়ে ।
অবনি লোটাইয়া তৈল-বাটি এড়ে খুরি
সাধুকে প্রণাম করে রূপবতী নারী ।
শিব শিব বল্যা সদাগর কিছু বলে
হেট মুখে খুল্লনা রহিল সেই স্থলে ।
উত্তর না দেই রামা সাধু ভাবে মনে ।
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণে ভনে ॥

২৬৪

রামা মাথা তুলিয়া কহ কথা
বলিবারে করি ভয় দেহ মোরে পরিচয়
মনের ঘুচুক মনবেথা ।
বিচিত্র কবরি-মাল ফিরে তায় অলিজাল
মণিময় জাদ তথি দোলে
রত্নময় কর্ণপূর তিমির করয়ে দূর
অচঞ্চলা বিজুলি কপালে ।
বদন শরদ-ইন্দু তথি স্বেদ বিন্দু বিন্দু
সুধাংশুমণ্ডলে জেন তারা
রাহু তোর কেশপাশ করিবারে আইসে গ্রাস
পুণ্যের সময় হইল পারা ।
হেন লখি অনুমানে ধরসি অপাঙ্গ গুণে
কাজল গরলজুত বাণ
তোমার কর্ণিকা ফান্দে মোর মন-মৃগ বান্ধে
কার তরে করসি সন্ধান ।
জিনিঞা প্রভাতে রবি সিঁন্দুর ফোঁটার ছবি
তার কোণে চন্দনের চান্দা
এ রূপমাধুরি তোর আমার লোচন-চোর
হরিয়া মন নিলি বাঁধা ।
তুহু অতি কৃশোদরী তথি তোর কুচগিরি
রামরম্ভা জিনি গুরুভার
তোর কুচে অনুপাম মণিমুকুতার দাম
মেরুশৃঙ্গে মন্দাকিনী ধার ।
কত প্রিয়ভাষে সাধু ঝাঁপিয়া বদনবিধু
চলে রামা ভিতর মহলে
দুহার রাখিতে প্রীতি চলে দাসী লঘুগতি
লহনার ঠাঁঞি কিছু বলে ।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

২৬৫

আর সুন্যাচ বড় মা সতার চরিত
হেন বুঝি সাধুর ঠাঞি কয় অনুচিত।
জেই ক্ষণে পাইল সাধুর ভেরির সাড়া
আনিল ভাণ্ডার হইতে অভরণ-পেড়া।
অঙ্গদ কঙ্কণ হারে ভূষিত কর‍্যা গা
যৌবন-গরবে ভূঞে নাহি পড়ে পা।
জেই আইলে সদাগর আপনার বাসে
মোহন সিন্দুর কাজল পর‍্যা বৈশে তার পাশে।
বড় বনি গুরুজন জ্যেষ্ঠ সতিন তথি
স্বামী ভেটিবারে জায় না লয় অনুমতি।
মুখে মুখে কয় কথা অমৃতের কণা।
কোথাহ না দেখি মা এমন চাটাপনা[১]।
ধীরে ধীরে কয় কথা ইসত হাসিয়া
হেন বুঝি কয় কথা তোমারে গঞ্জিয়া।
প্রথম সম্ভাষে [রামা] না বাসিল ডর
হেন বুঝি অই তোমার লব বাসঘর।
ওহার সবে গোরা গা নহলি যৌবন
গনগর্বিত দেখ্যা বুকে না দেই বসন।
ঔষধ-পানি কর‍্যা তুমি ভেট প্রাণনাথে
সতিনে[২] বিচ্ছেদ কর‍্যা রাখ নিজ হাথে।
অভয়চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

২৬৬

দুবলার বচনে লহনা অভিমান
মন দিয়া দুয়া মোর সাধহ সম্মান।
তোমা বই প্রিয় সখি কে আছে আমার
বিপদসাগরে দুয়া হও কর্ণধার।
ঔষধ করিয়া মোর সাধহ সম্মান
সাধু সনে কর‍্যা দেহ একই পরান।
লহনার চরণে প্রণাম কর‍্যা চেড়ি
মানিক ভাণ্ডারে আনে ঔষধের পেড়ি।
অবধানে আম্বাইল দৃঢ়বন্ধন দড়া
লহনার হাথে দেয় ঔষধ-সাঁপুড়া।
একে একে ঔষধের লয় পরিচয়
ঔষধপ্রবন্ধ গাব গীত পদ-ছয়।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥

২৬৭

লহনার চরণে প্রণাম কর‍্যা চেড়ি
মানিক ভাণ্ডারে আনে অভরণ-পেড়ি।
দুবলা মার্জয়ে কেশ লেয়া প্রসাধনি
বাম করে হেমদণ্ড রসের দাপনি।
আঁচড়িল কেশভার নানা পরিবন্ধে
তৈলজুত হইয়া পড়ে লহনার কন্ধে।
করবী বান্ধিল রামা নামে শুয়াঠুটী
দর্পণে নেহালি দেখে জেন গুয়াগুটি।
মাছ্যাতা দেখিয়া মুখে দর্পণে চাপড়
বাছিয়া পরয়ে মেঘডম্বুর কাপড়।
জতনে পরয়ে রামা অঞ্জন সিন্দুর
মার্জন করিয়া পরে মণিকর্ণপুর।
কমরে দোয়াল[১] বান্ধি হইল ঋজুকায়
মণিময় হার কুচযুগলে লোটায়।
বসনে তুলিয়া রামা বান্ধে পয়োধর
মোহন কাঁচলি পরে তাহার উপর।
লহনা বিকল্প পানি পুরিয়া ভৃঙ্গারে
নানা ঔষধ রামা মাখিয়া কর্পূরে।
ভেট দিয়া সদাগরে করিল প্রণতি
লহনা ভর্ৎসিয়া কিছু বলে ধনপতি।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

২৬৮

মোর দিব্য তোরে সত্য কহ মোরে
কা দিয়া পাঠাইলি জল
আকুল পরান করে কামবাণ
জিউ করে টলটল ।
মন মাতা হাতি ছোটে দিবা রাতি
নিবারি শান্তি-অঙ্কুশে
আসিয়া সে নারী শান্তি কৈল চুরি
হাথিরে রাখিব কিসে ।
অনেক সফর ভ্রমি নিরন্তর
তেমত নাহী রূপসী[১]
রম্ভা তিলোত্তমা শচী সত্যভামা
কমলা কিবা উর্বশী ।
দেখিতে হরিষ পরশিতে বিষ
অমৃতে বিষে জড়িত
নাহীক পণ্ডিত নিবাচয়ে চিত্ত
বুঝিয়া দুহার হিত ।
দেবাসুরগণে অমৃত বণ্টনে
শ্রীহরি হইলা মোহিনী
তা দেখিয়া শূলী হৈলা কুতূহলী
লইয়া সঙ্গে ভবানী ।
দেখিয়া মোহিনী দেব শূলপাণি
আকুল হৈলা মদনে
নারীর চরিতে দেখিল ভারথে
স্থির হব কার প্রাণে ।
শুন বিধি কথা হরিল দুহিতা
মোহিনী জার আখ্যান
একা মীনকেতু ধর্মনাশ হেতু
কে করে তার সম্মান ।
দেব সুরপতি তাঁর শুন গতি
হরিল গৌতমদারা
এ নব যুবতি ভজে নিশাপতি
গুরুজায়া লৈল তারা ।
একাদশ দশে বৎসর বয়সে
বিবাহ করিল তোমা
ভালমন্দ জত তোমাতে বিদিত
ইবে ছল কেন আমা ।
শুনি মধুমতী সাধুর ভারথি
বিনয় বলে লহনা
রচিয়া সুছন্দ সুকবি মুকুন্দ
পাঁচালি কৈল রচনা ॥

২৬৯

মোর হাথ দিবা শিরে সমর্পিয়া খুল্লনারে
গৌড় গেলে গড়াতে পঞ্জর
তোমার চরণ সত্য জননি সমান নিত্য
পালিলাঙ এক সম্বৎসর ।
নাহী রান্ধে নাহী বাড়ে নাহী কেশ আচড়ে
আপনি বন্ধন করি কেশ
হইয়া প্রাণের সখি শিরে দিয়া আমলকি
আপনি উহার করি বেশ ।
হরিদ্রা কুমকুম লয়্যা ঘরে ঘরে বুলি চায়্যা
করিতে অঙ্গের মলা দূর
হিরা নিলা মুতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা
আপুনি পরাই কর্ণপূর ।
জবে বেলা দণ্ড দশ হেম-থালে ছয় রস-
জুত অন্নে সাধি বহুমান[১]
ভুঞ্জায়ি মৎস্যের ঝোলে শয়ন করাই কোলে
আপুনি জোগাই গুয়া-পান ।
খিরখণ্ড কলা দধি ভেট পাই নানা বিধি
পুনর্বার না করিএ বাস
সুখে থাকে মোর ঠাঞি নাহি গনে বাপ ভাই
নাঞি গেল বাপের নিবাস ।
আপনি ভাঙ্গায় তঙ্কা কাহারে না করে শঙ্কা
জত ইচ্ছা[২] তত করে ব্যয়

আমি [তারে] দেখি প্রাণ খায় পরে করে দান
কার তরে নাহী করে ভয়।
একেলা ঘরে কৃত্য আপনি কঁরিহে[৩] নিত্য
খুল্লনার দুবলা কিঙ্করী
চিয়াইয়া খাওয়াই ভাত শুনহে পরাননাথ
কেবল তোমার ভয় করি।
লহনার কথা শুনি সদাগর মনে গুণি
প্রসাদ দিলেন নিজ হার
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
আজ্ঞা পাইয়া ব্রাহ্মণ রাজার॥

২৭০

হাসপরিহাস করে বসিয়া দম্পতী
জিজ্ঞাসে ঘরের কথা সাধু ধনপতি।
লহনা বলেন নাথ তুমি পুণ্যবান্
তোমার কৃপায় মোর ঘরের কল্যাণ।
চোঙরে[২] জিজ্ঞাসে সাধু খুল্লনার কথা
লহনার হৃদে লাগে কামশর ব্যেথা।
সাধু বলে প্রিয়ে তুমি যদি দেহ মন
খুল্লনা রসইশালে করুক রন্ধন।
নিমন্ত্রণ দেহ প্রিয়ে জত বন্ধুগণে
অন্ন খাবে খুল্লনার প্রথম রন্ধনে।
সদাগরে দেখিতে আইল কত জন
সভাকারে দুয়াচেড়ি দিল নিমন্ত্রণ
পান দিয়া সদাগর তারে দিল ভার
কাহন পঞ্চাশ লয়্যা চলহ বাজার।
কিনিতে বেচিতে যদি নাঞি আঁটে কড়ি
তঙ্কা দুই চারি লৈয় বণিকের বাড়ি।
নিয়োজিল ধনপতি ভারি দশ জন
ধীরে ধীরে হাটে দুয়া করিল গমন।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

২৭১

দুবলা বাজার জায় পাছু ভারি দশ[১] ধায়
কাহন পঞ্চাশ লৈয়া কড়ি
কপালে চন্দন চুয়া হাথে পান মুখে গুয়া
পরিধান তসরের শাড়ি।
চলে দিয়া বাহু-নাড়া এড়াইল গ্রাম-পাড়া
উপনীত প্রথম বাজারে
দ্রব্যজাত দেখি দুয়া হরষিত মন হয়্যা
কিনিতে লাগিল বোঝা ভারে।
লাউ কিনে কচি কুমুড়া বিশা দরে পলাকড়া
পাকা আম্র কিনে শয় মূলে
কিনিঞা নবাত ফেনি বিশা দরে কিনে চিনি
পান কিনে সহস্রের দরে।
মূল্য দিয়া পণ দশ জিয়ন্ত কিনিল শশ
জরট কমট কিনে রুই
খরসালা কিনে কই কিনিল মহিষা দই
কামরঙ্গ কিনে দুইপণ।
কলা চাঁপা মর্তমান সরস গুয়া মিঠা[২] পান
কর্পূর কিনিল শঙ্খ-চুন
সাক বাগ্যন সারি কচু খাম-আলু কিনে কিছু
বিশা শত আট কিনে লোন।
নরম[৩] কিনে তালশাঁস হিঙ্গ জিরা রসবাস
চাঞি মেথি জোহানি মহরি
মুগ মাষ বরবটী কিনিল সবল পুঠি
সের জুখ্যা লয় ফুলবড়ি।
রন্ধন-সন্ধান জানে পাঙ্কল[৪] চিঙ্গড়া কিনে
সৌল পোনা কিনে দুয়া চেড়ি
মান ওল কিনে সারি দুগ্ধ কিনে ভার চারি
পুঞ্জি দশ কিনিল কাঁকুড়ি।
চতুর সাধুর দাসী আট কাহনে কিনে খাসী
তৈল সের দরে[৫] দেড় বুড়ি
তোলা মূলে তেজপাত খির নিল বিশা সাত
আদা বিশা দরে দেড় বুড়ি।

জুড়ি দরে নারিকল কুলি করঞ্জা পানিফল
কাঁঠাল কিনিল দুই কুড়ি
কিছু কিনে ফুলগাভা করুনা কমলা[৬] টাকা
সের দরে ঘৃতে ঘড়া ভরি।
নির্মাণ করিত পিঠা বিশা দরে কিনে আটা
খণ্ড কিনে বিশা সাত আট
দুবলা বেসাত্যে জানে অবশেষে হাঁড়ি কিনে
মাগ্যা লয় তার কিছু ভাট।
কিনিঞা রন্ধন-সাজ[৭] কিছু কিছু নিল[৮] ব্যাজ
হরিদ্রা চুপড়ি ভরি কিনে
স্নান করি দুবলা খায় খণ্ড দধি কলা
চিড়া দধি দেয় ভারিগণে।
আসে পিছে ভারিগণ দুয়া আইসে নিকেতন
উপনীত সাধুর মন্দিরে
চতুর সাধুর দাসী আগে ভেট দিল খাসী
প্রণাম করিয়া সদাগরে।
[কৃত রাজপ্রিয়া-সত্র বেদগর্ব আদি গোত্র
সখ্খনত পাসে রঘুপতি
বিখ্যাত মাধব ওঝা সাবর্ণ গোত্রের রাজা
কর্ণপুরে জাহার বসতি।
সত্তগুণে মধুমত্ত বিরদিগর দত্ত
আনাইল দামিন্যা নগরি
চিন্তিয়া আপন হিত করাইল পুরোহিত
করিল গ্রামের অধিকারী।][৯]
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

লেখা পড়া নাহি জানি কহিব হৃদয়ে গনি
এক দণ্ড কর অবধান।
হাটমাঝে পরবেশি আসি হরি মহাজসি
ডাকে মীন-রাশ্যের কল্যাণ
আসিয়া আমারে গঞ্জি শ্রবণ করাল্য পাঁজি[১]
তারে দিল কাহনেক দান।
কান্ধেতে কুশের বোঝা আসিয়া কুসাই ওঝা
বেদ পড়ি করিল আশীষ
ইছিয়া তোমার যশ তারে দিল পণ দশ
দক্ষিণা ধারিল বহুদিন।
বাজারে কর্পূর নাহী চাঞ্যা বুলি ঠাঞি ঠাঞি
জতনে পাইল পাঁচ তোলা
পাঁচ কাহনের দর পচিশ কাহন ধর
চারি কাহনের নিল কলা।
আলু কচু সাক পাত আদি নানা বস্তুজাত
নিল চারি কাহন আষ্ট পণে
তৈল ঘি লবণ ছেনা পাঁচ কাহনের কিন্যা
খাসী নিল আষ্ট কাহনে।
প্রবেশ করিতে হাট আমি তথা রাজভাট
কায়বার পড়ে উভহাথ
ইছিয়া তোমার যশ তারে দিল পণ-দশ
কানা পড়িল পণ সাত।
হাটে ফিরে অনুদিন সেক ফকীর উদাসীন
ব্যয় তথি সপ্তদশ বুড়ি
সঙ্গে ভারি দশ জন তারে দিল দশ পণ
আমি খাইনু চারি পণ কড়ি।
প্রাণভয় দুয়া[২] কয় সাধু বলে নাঞি হয়
দুবলা করিল প্রাণপণ
যদি মিথ্যা হয় ভাষা কাটিহ দুয়ার নাসা
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

২৭২

হাটের কড়ির লেখা একে একে দিব বাপা
চোর নহে দুবলার প্রাণ

২৭৩

খাসী ভেট দিয়া দাসী করিল প্রণাম
দুইটা সোনার গাঠ্যা[২] পাইল ইনাম।

সদাগর বলে হেরো শুন বা দুবলা
কি বলে জানিঞা আইষ তোমার ছোট মা।
রন্ধন করিতে তারে নিতে বল পান
এত বলি দুয়া চেড়ি ধীরে ধীরে জান।
কহিয়া সকল কথা পাইয়া বহু মান
খুল্লনারে আনে দুয়া সাধু বিদ্যমান।
অঞ্জলি করিয়া রামা লয় গুয়া পান
সেই কথায় লহনা পাতিয়া আছে কান।
তর্জন গর্জন করে অধরদশনে
সাধুকে আসিয়া রামা কবয়ে গঞ্জনে।
।তামার চবণে আমি করি নিবেদন
দশ ঘবে দশ বন্ধু দিলে নিমন্ত্রণ।
কেহ ছোঁচা কেহ বোঁচা কেহ বা সরল
কেহ বা সুজন আছে কেহ আছে খল।
সভাকার মন জেবা করিব রঞ্জন
সেই পান নেগু আসি করিতে রন্ধন।
পান নিতে আমা সনে না কৈল বিচার
রন্ধনখাচার চাটি[২] আনিব খাঁখার।
নাঞি রান্ধে নাঞি বাড়ে চুলায় না দেই ফু
পর-রান্না ভাত খাইযা চান্দ পারা মু।
দশ ঘরের দশ বন্ধু দিলে নিমন্ত্রণ
যৌবন দেখিয়া সভে করিব ভোজন।
জহনার বোলে সাধু না করে সোয়াদ
ভিতর মহলে চলে ভাবিয়া বিষাদ।
খুল্লনা গঙ্গার জলে কবি স্নান দান
চণ্ডিকা পুজেন রামা হয়্যা সাবধান।
ফলমূল উপহার নৈবিদ্য পাঁজলা
করিয়া পুজেন ঘটে সর্বমঙ্গলা।
রন্ধনের হেতু নিবেদয়ে একচিত্তে
হেনকালে অভয়া আছিলা ইলাব্রতে।
সুমেরু উপর আছে কুমুদ ভূধর
তাহার উপরে আছে বট তরুবর।
এগার যোজন সেই তরুবর বট
জার সুখে হর নাহী ছাড়েন নিকট।
তাহার কোঠরে আছে পাঁচখানিনদী
তথি বহে গুড় দুগ্ধ ঘৃত মধু দধি।
তাহে ঝালি খেলে চণ্ডী সহ সখিগণে
হেনকালে খুল্লনা পড়িয়া গেল মনে।
খুল্লনার ভগবতী বুদ্ধি কার্য গতি
পাঁচখানি নদী লৈয়া আইল শীঘ্রগতি।
সেই পাঁচ নদী থুইল খুল্লনার পাশে
বেঞ্জন অমৃত জার বাসের পরশে।
চণ্ডীকে দেখিয়া রামা মুখে নাহী বোল
শিরে আরোপিয়া পাণি চণ্ডী দিলা কোল।
নখ-ইন্দুভাসে দূর কৈল অন্ধকার
করবি মল্লিকা মালে ভ্রমরে ঝঙ্কার।
শিরে হাথ দিয়া চণ্ডী করিল আশ্বাস
উজানি মুহিব তোর সন্তলনের বাস।
প্রথম সন্তলনে উঠে অমৃতের গন্ধ
লহনার হৃদয়ে লাগিল বড় ধন্ধ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

২৭৪

পতির আদেশ ধরি রান্ধেন খুল্লনা নারী
স্মঙরিয়া সর্বমঙ্গলা
লোন ঘৃত তৈল ঝাল আনি নানা বস্তু হাব
অনুচরী জোগায় দুবলা।
বাগান কুমুড়া কচা কাঁচকলা তাহে মোচা[১]
বেসারি পিঠালি ঘন কাঠি
ঘৃতে সন্তলন তথি দিয়া হিঙ্গু জিরা মেথি
শুক্তার রন্ধন পরিপাটি।
ঘৃতে ভাজে পলাকড়ি নট্যা সাকে ফুলবড়ি
চিঙ্গড়ি কাঁঠালবিচি দিয়া
ঘৃতে নালিতার সাক কটু তৈলে বাথুয়া পাক
খণ্ডে পেলে ফুলবড়ি ভাজিয়া।

দুগ্ধ লাউ দিয়া খণ্ড জ্বাল দিল দুই দণ্ড
সাঁতলন মহুরির বাসে
মুগে সুপে ইক্ষুরস কই ভাজে গণ্ডা দশ
মরিচ গুড় দিয়া আদারসে[২]।
মুসরিমিশ্রিত মাষ রান্ধে দিয়া রসবাস
হিঙ্গ জীরা বাসে সুবাসিত
ভাজ্যা চিতলের কোল কাতলা মাছের ঝোল
মান বড়ি মরিচ ভূষিত।
বোদালি হিলিঞ্চা সাক কাঠি দিয়া ঘন পাক
সান্তলন কৈল কটু তৈলে
কিছু ভাজে বালিকড়া চিঙ্গিড়ার তোলে বড়া
খরসালা পুঞ্জি দশ তোলে।
করিয়া কণ্টকহীন আম্রেতে শকুল মীন
খর লোন দিয়া ঘন কাঠি
রান্ধয়ে পাকাল ঝষ দিয়া তেঁতুলের রস
খিরী রান্ধে জ্বাল করি ভাটি।
কলা-বড়া মুগ-সাঙলি খিরোড়া খিরের পুলি
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে
অন্ন রান্ধে অবশেষে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
পণ্ডিত রন্ধন-উপদেশে॥

২৭৫

বিংশতি বেঞ্জন অন্ন করিয়া রন্ধনে
দুবলা জানায় গিয়া সাধু সন্নিধানে।
আইস আইস বলে তাঁরে চেড়ি দুবলা
বিদগদ সদাগর করে কিছু ছলা।
চারি দণ্ড হব মোর আছে স্তবপাঠ
বান্ধবে ভুঞ্জায় আগে জাব দূরবাট।
অবশেষে গৃহস্থের উচিত ভোজন
তার বোলে দুবলা ভুঞ্জায় বন্ধুগণ।
প্রশংসা করয়ে তারা সকল বেঞ্জনে
শুনি লহনার ভাসে লোচন-অঞ্জনে।
সমাপি ভোজন তারা করিল বিদায়
তাম্বুল বসন হেম সাধু গৃহে পায়।
বান্ধবে বিদায় দিতে হইয়া গেল সন্ধ্যা
খুল্লনা রূপসী ওথা বসি আছে রান্ধ্যা।
সন্ধ্যা সাঙ্গ করিয়া করিল বহু স্তুতি
শালগ্রাম শিলা-জল পিল ধনপতি।
দুবলা জোগায় জল পাখালিল পা
ভোজনমন্দিরে সাধু তুল্যা দিল গা।
শিব স্মঙরিয়া কৈল দুই আঁচমন
খুল্লনা কনক-থালে জোগায় ওজন।
স্মঙরিল জগন্নাথ প্রধান পুরুষ
সুরনদীর জলে সাধু করিল গণ্ডুষ।
প্রথমে সুক্তা ঝোল ঘণ্ট সাক সূপ
মীন মাংস ভোজনে আপনা বাসে ভূপ।
ঘৃতে জব জব খায় মীন মাংস বড়ি
বাদ কর্যা ভাজা কই খায় তিন কুড়ি।
অম্বল খাইয়া পিঠা জল ঘটী ঘটী
দধি খায় ফেনি তায় করে মটমটী।
মৌনে ভোজন সাধু করে বার মাস
ভোজন করিয়া সাধু করে উপহাস।
জতেক বেঞ্জন খাইল প্রীত নাহী তথি
টাবা হইতে পাইল প্রিয়ে বড়ই পিরিতি।
হাস্যা হাস্যা দিল রামা নিজ অঙ্গ তোলা
ভূম্যে গড়াগড়ি দিয়া হাসয়ে দুবলা।
হেট মুখে ধনপতি রহিল বিমনা
হরিদ্রা গুলিয়া অঙ্গে দিলেন খুল্লনা।
হরিদ্রা পাইয়া সাধু করে অনুমান।
হেন কালে মনে পড়ে পুথি অভিধান।
রজনি পর্যায় জানি হরিদ্রা আখ্যান
হেন বুঝি ছলে রামা দিল নিশা দান।
ভোজন সঙ্কলি আঁচমন কুতূহলে
কর্পূরতাম্বুল খায় হাসে খলখলে।
সাধুর ইঙ্গিত দাসী বুঝিল সত্বরে
শয্যা বিছাইতে গেল বিনোদ মন্দিরে।

অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

২৭৬

সাধুর ইঙ্গিত ধরে প্রবেশিয়া বাসঘরে
খাট করে চন্দনে ভূষিত
সুগন্ধি ধূপের ধূমে আমোদিত কৈল ধামে
দেখি লহনার উড়ে চিত।
বাসঘরে বিছায় শয়ন
চৌদিকে উচ্ছ্রিত স্থলে মণিময় দীপ জ্বলে
জেন দেখি ইন্দ্রের ভবন।
নেয়াল করিয়া আট[১] প্রথমে বিছায় খাট
তুলি মুসরি সেজি ঝাঁপা[২]
কিতা কথুবায় বান্ধ্যা উপরে টানায় চান্দা
বিছায় মালতি জুতি চাঁপা।
ধবল চামর বান্ধা উপরে টানায় চান্দা
প্রতিচালে মুকুতার ঝারা
পাটের মসারি বেড়া[৩] ভূমে লাম্বে পাট দড়া[৪]
তার[৫] মাঝে নানা[৬] পাট ডোরা।
দুই দিকে আলবাটী জলে পুর্যা গাড়ু ঘটী
দুই দিকে এড়ে দুই পাখা
বাটা ভর্যা পান গুয়া সুগন্ধি চন্দন চুয়া
কর্পূর লবঙ্গ তোলা লেখা।
সুগন্ধি ফুলের মালা ভরিয়া এড়িল থালা
অমৃত পুরিয়া গঙ্গাজল
জায়ফল রসবাসে এড়ে দাসী এক পাশে
শঙ্খ কর্যা দিব্য নারিকল।
অঙ্গুরি পাসুলি ছুটি সুবর্ণ রগড়ি কাঁঠি
মণি মুতি পলা হেম হার
সাধু খুল্লনারে দিতে আনিঞাছে গৌড়-হৈতে
তাহা এড়ে গুপ্ত প্রকার।
শয্যা বিছাইয়া দাসী ধরিতে নারিল হাসি
বায় চারি গড়াগড়ি জায়
সাধু আইসে নিকেতনে শ্রীকবিকঙ্কণ ভনে
হৈমবতী জাহারে সহায় ॥

২৭৭

চরণে পাউড়ি সাধু করিল গমন
বিনোদ মন্দিরে গিয়া দিল দরশন।
কর্পূরতাম্বুলে কৈল মুখের শোধন
অঙ্গে আরোপিল সাধু কুমকুম চন্দন।
পদ্মনাভ স্মঙরিয়া করিল শয়ন
ভোজন করয়ে এথা দাসদাসীগণ।
রন্ধনে খুল্লনা আছে রসইর শালে
সাধু সম্ভাষিতে বাঁজি জায় হেন কালে।
সদাগর জানি তারে মাগে আলিঙ্গন
এই হেতু হরে চণ্ডী সাধুর জীবন।
ভোজন করিতে দুয়া ডাকে লহনারে
গঞ্জিয়া লহনা কিছু বলে উচ্চস্বরে।
জে কালে রান্ধিতে চাটী নিল গুয়া পান
বচনেক নাঞি মোরে কৈল অবধান।
আমা সনে বিচার না কৈল গর্ব করি
এখন খাইব ভাত পেটে পারা মারি।
বাসি পান্ত ভাত ছিল সরা দুই তিন
তাহা খায়্যা লহনা কিনিঞা আছে দিন।
ঘরের প্রধান তুমি বড় সভাকারে
তোমার সকল মান কর কারে।
চারি পাঁচ দুঃখ মোর হইয়া গেল জড়
তিলকে অধিক ছোট কিসে আমি বড়।
লহনা দুবলা মেলি জত কিছু ভনে
কপাটের আহড়ে খুল্লনা সব শুনে।
সম্ভ্রমে আসিয়া তার ধরিল চরণ
ঘুচিল কন্দল দুহেঁ করিল ভোজন।
এক জন সহিলে কন্দল জায় দূর
বশেষে জানয়ে চক্রবর্তী হে ঠাকুর ॥

২৭৮

দুবলা বুঝিয়া কাজ আনিল বেশের সাজ
মৃগমদ কুমুকুমু চন্দনে
ভাণ্ডারে প্রবেশি চেড়ি খোলে অভরণ-পেড়ি
লহনা বিষাদ ভাবে মনে।
রসানদর্পণ করে নানা অলঙ্কার পরে
রমণ-মোহন ধরে বেশ
বিলাসিনী হএ বালা নাহি জানে কামকলা
হৃদয়ে মদন পরবেশ।
সুবঙ্গ পাটের জাদে বিচিত্র কবরী বান্ধে
মালতী মল্লিকা চাঁপা গাভা
প্রভাতে ভামুর ছটা কপালে সিন্দূব ফোঁটা
চৌদিগে চন্দন বিন্দু শোভা।
পীত তড়িত বর্ণে হেমকলিকা ফর্ণে
কেশ-মেখে পড়িয়ে বিজুলি
বজত পাসুলি ছটী পরে দিব্য তুলাকোটি
বাহুবিভূষণ কলমলি।
পবে দিব্য পাট সাড়ি কনকেব গড়ি' চুড়ি
দু-করে কুলপী শোভে শঙ্খ
হিরা নিলা মুতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা
কলেবরে মলয়জ পঙ্ক।
নানা অলঙ্কার পরি ডানি করে হেমঝারি
বামকরে তাম্বুল সাঁপুড়া
সুনাদ নুপুর পায় কুঞ্জরগামিনী জায়
লহনা সুনিতে পাইল সাড়া।
হৃদে বিষ মুখে মধু আসিয়া লহনা বধূ
কহে হিত উপায় বচন
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ প'াচালি করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

২৭৯

তুহু বালা খিনবলা নাহি জান রতিকলা
না জাইহ প্রভুর নিকটে
রাহুর ভোখের বেলা জেন নব শশিকলা
পড়িবে বিষম সঙ্কটে।
রতিরঙ্ক সদাগর চিরদিনে আইল ঘর
জরজর মনমথ-শরে
মদনে আকুল চিত নাহি গনে হিতাহিত
তৃষাকুল বিরহের জ্বরে।
আকুল দেখিয়া জায়া নাহী সাধু করে দয়া
বিনয়বচন নাহী শুনে
সাধুর গজের লীলা নলিনী যেমন খেলা
মূঢ়মতি তুহু কামবাণে।
কি জাবে সাধুব পাশে লীলারঙ্গে সাধু ভাসে
চিবদিন বিরহসাগরে
কবী অতিশয ভারি তুহু ল নৌতন তরি
কেমনে করিবে পার তাঁরে।
শুন গো প্রাণেব সই অকপটে তোরে কই
আমি জানি প্রভুর বারতা
লহনা জতেক ভাষে শুনিঞা খুল্লনা হাসে
লহনাব হৃদএ লাগে ব্যেথা।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহাব অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

২৮০

কোথারে চল্যাচ বেশ করি
বল নিষ্ঠা প্রাণসহচরী।
বুঝি পারা জাবে বাসঘরে
ভেটিবারে কান্ত সদাগরে।
তোমার নাহিক ইথে দোষ
শৃঙ্গার ভুঁজিতে পরিতোষ।
বড় দুঃখ শৃঙ্গার সাগরে
জেন শশকে' বারণে রণ করে।

ভেক জেন ধরে বিষধর
মৃগপতি জেন করিকর।
জেন ধরে মর্কটি মক্ষিকা
বর্জি জেন ধরয়ে মূষিকা।
চিলে জেন ছুঞ্যা লয় মীন
তেন তোর রতি সতিন।
মোবা ইবে হয়্যাচি গুর্বিণী
ভয় বাসি জাইতে একাকিনী।
লাজ ভয় নাহি তোর চ'াটি
কেন বা বিলিলু খায়্যা মাটি।
অভয়ার কমলচরণ
বিবচয়ে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

২৮১

শুনগো লহনা দিদি প্রাণের বহিনি
রমণী রমণে মরে কোথাহ না শুনি।
আগে দেখ স্বর্গে মঘ মহাবলবান
কেমনে কামিনী শচী দিল রতিদান।
তবে দেখ রঘুনাথ মহাশক্তি ধরে
কেমনে কামিনী সীতা তাঁর ঘর করে।
সদাই মাদক দ্রব্য হরের ভক্ষণ
ভবানী কেমনে সহে তাঁর আলিঙ্গন।
ভীম সম বলবান নাহী ত্রিভুবনে
কেমনে দ্রৌপদী সহে তাহার রমণে।
না বল না বল দিদি নিষেধবচন
আপনার প্রাণনাথ অঙ্গের ভূষণ।
সহস্র যোজন পরি[১] সূর্যের কিরণ
সহিতে তাঁহার তাপ নারে অন্য জন।
তাঁর কোলে ছায়া সঙ্গে থাকেন শীতল
প্রভুর প্রতাপ বনিতারে[২] সুমঙ্গল।
সহস্রেক বাহু ধরে বলির নন্দন
কেমনে বনিতা তাঁর সঙ্গে আলিঙ্গন।
দশমুখের চুম্বন সহেন মন্দোদরী
ভিন্ন নাহি কৈল বিধি কুমারীর পুরী।
ড'াস মসা নিবারণে পাটের মসারি
অঙ্গরখী-বলে[৩] কান্ত নিবারণ করি।
ভোজনের কালে আমি কর্যাছি ইঙ্গিত
ভাঙ্গিতে তাঁহার সত্য না হয় উচিত।
শুনিঞা লহনা রামা ছাড়য়ে নিশ্বাস
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল পাঁচালি প্রকাশ ॥

২৮২

লহনার পদধূলি নিলি রামা মাথে
সুবর্ণ-সাঁপুড়া ঝারি দুবলার হাথে।
দুবলা রহিল তথা কপাট আহড়ে
ধীরে ধীরে চলে রামা সাধুর নিয়ড়ে।
প্রবেশ করিল গৃহে স্মঙরিয়া মঙ্গলা
সম্পুটের ঝারি থুয়্যা পাছু যায় দুবলা।
বাড়িল অনঙ্গরঙ্গ দেখি প্রাণেশ্বরে
অভয়া স্মঙরণ করি প্রবেশিল ঘরে।
কী করিব কি বলিব করে অনুমান
না জানি সুরতি[১] রসে কি হব নিদান।
মানিনী হইয়া মান সাধুরে যাচনে
দেখাইয়া মুখ রামা ঝ'াপিল বসনে।
নিদ্রায় আকুল সাধ্য নাহীক চেতন
সুন্দরী বসিয়া দুঃখ ভাবে মনে মন।
দুবলারে ডাক দিয়া আনে রূপবতী
অচেতন দেখে রামা নাহি প্রাণ পতি।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে প্রভু অচেতন
অভয়া স্মরণ করি জুড়িল রোদন।
মৃত পতি কোলে করি করেন ক্রন্দন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

২৮৩

মৃত পতি কোলে করি কান্দে খুল্লনা নারী
চক্ষে বহে কালিন্দীর ধার
বিধির দারুণ দণ্ড কজ্জলে মলিন গণ্ড
ধূলায় লোটায় হেমহার ।
কেমন দারুণ বেলা পায়রা উড়াতে গেলা
কোন পাপক্ষণে হইল দেখা
কেবল উত্তর দুঃখ দেখিয়া আমার মুখ
ভাদ্র চতুর্থীর চান্দে লেখা ।
বিভা করিয়া আইলে রাজসম্ভাষণে গেলে
সারি-শুয়া হইয়া আইল কাল
গেলে প্রভু দূর পথ না পূরিল মনোরথ
হৃদয়ে রহিল শোক-শাল ।
চণ্ডিকা করিল দয়া আইলে পঞ্জর লয়্যা
মোর চান্দ হইল প্রকাশ
ভুখিল দিঘলবাহু অকালমরণ রাহু
দৈবে কৈল উদয়গরাস ।
খুল্লনা রাক্ষসগণি হেন কথা মনে জানি
বিবাহ করিলে পাপক্ষণে
তার প্রতিকার হেতু ছাগল রাখিল নিত্য
এই মোর ভালের লিখনে ।
বিলম্ব করহ কিসে আনহ মাহুর বিষে
দুবলা প্রাণের সহচরী
না দেখিব লোকমুখ ঘুচাব মনের দুঃখ
প্রভাত না হয় বিভাবরী ।
পতিব্রতা শিবশক্তি দেখি খুল্লনার ভক্তি
সাধুকে চিয়ান কুতূহলে
তেজিয়া মনের বেথা বসনে ঢাকিয়া মাথা
খুল্লনা লুকাইল খট্টাতলে ।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

২৮৪

চিয়াইয়া উঠিল সাধু আছিল শয়নে
আকুল করিল চিত্ত মনসিজবাণে ।
উন্মত্ত হইয়া সাধু করে মহাখেদ
চেতনাচেতন-শক্তি নাহী পরিচ্ছেদ ।
দেখিতে দেখিতে হাথে হারাইল নিধি
এত দুঃখ পুরুষের সৃজিলেক বিধি ।
কহ খট্টা কোথা মোর খুল্লনা সুন্দরী
কহ না প্রদীপ মোরে কোথা সহচরী ।
স্বরূপে কহ না মোরে মধুকরবধূ
কবরীমল্লিকামালে পিলে কিবা মধু ।
চিত্রের পুত্তলি জত আছে গৃহে ভিতে
তারে নিবেদয়ে সদাগর একচিত্তে ।
এতদিন এতকাল ছিনু পরবাসে
স্বপ্নেতে খুল্লনা নারী থাকে মোর পাশে ।
প্রবাস ছাড়িয়া যদি আইনু নিজ ঘর
কি দিয়া সুন্দরী মোরে করিল পাগর ।
খুল্লনা লুকাইল ধনপতি নাহী জানে
বিরহে আকুল সাধু হন কামবাণে ।
সহচরী চায়্যা সাধু ভ্রময়ে ভবন
খট্টাতলে শুনে সাধু নূপুরনিস্বন ।
সত্বরে আসিয়া সাধু ধরিল অঞ্চল
সম্ভ্রমে আইসেন রামা ছাড়ি খট্টাতল ।
বসন ছাড়ায়্যা রামা পড়ি পদতলে
বিনয় করিয়া সদাগর কিছু বলে ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

২৮৫

কি ব্যাধি জন্মিল হিয়ার মাঝে
চান্দের কর শর জেমন বাজে ।
জ্বর নহে অঙ্গে সদাই তাপ
জিহ্মিত মুখ কলেবর কাঁপ ।

অঙ্গে যদি লেপি চন্দনপঙ্ক
দহে তনু জেন সাপের ডঙ্ক।
শুখায় বদন নহে পিপাসা
অন্নের গন্ধ না লয় নাসা।
প্রাণের ডাকাতি পাপ বসন্ত
কেতকীকুসুম কামের কুন্ত।
ময়মত্ত-তৃণ অপাঙ্গবাণ
কাজল গরল তাহে সন্ধান।
তোর লোচন-খঞ্জন জোর[১]
নিত্য হরে পুনু লোচন মোর[২]।
ঘনঘন রস কোকিলগান
ঝান জায় প্রাণ জগতপ্রাণ।[৩]
মরমে বিন্ধিল রঙ্গ বকুল
মধুকর-রব কর্ণের শূল।
ব্যাধি হরে তব অধররস
বৈদ্য হয়া রাখ আপন যশ।
করুণা তেজিয়া বিন্ধিলে বাণ
ব্যাধিভয়ে রামা তুমি নিদান।
তোমার যৌবনে মোর জীবন
চিত্তরঙ্গে করি দুই জনে রণ।
হারিল বলি পড়ে[৪] পদতলে
স্থির হব সেহ পুণ্যের ফলে।
সাধু কহে জত গদ্‌গদ ভাষে
শুনিঞা সুন্দরী ইসত হাসে।
দামুন্যা[৫] নগরে চক্রাদিত্য সুর[৬]
স্মরণে[৭] জড়িমা করয়ে দূর।
নন্দি গোপিনাথ জাহে[৬] ঠাকুর
কৌতুকে কম্পিল[৮] মুকুন্দ পুর।
জনুবরসর[৯] জেমন বাজে
মনাঞি কান্নিকা কঙ্কণ গাজে।[১০]
সাধুরে রামা পরিহার জাচে
গায়েন মুকুন্দ অক্ষর-নাচে॥

২৮৬

দাণ্ডায়্যা সাধুর পাশে খুল্লনা করুণ ভাষে
জানিল তোমার জত দয়া
তোমার কপট বাণী গাছ কাটা ঢাল পানি
গোড় গেলে কন্দল জুঝায়্যা।
মুখে কর মধু বিষ্টি কেবল কপট দৃষ্টি
হৃদয় তোমার হলাহল
কিবা পাইলে অপরাধ ফেলি এত বিসম্বাদ
পরে পরে করালো কন্দল।
সাধুজন জেবা হয় কারেহ না করে ভয়
দোষ গুণ বুঝি করে ফল
না বুঝি তোমার মতে স্ত্রী মার পরহাথে
বিপরীত তোমার সকল।
আইলাঙ তোমার বাস করিয়া অনেক আশ
দেখিয়া নায়েক সদাগর
আশায় পড়ুক বাজ বনিতাসভায় লাজ
লাথি-কিলে ভাঙ্গিল পাঁজর।
তুমি পুজ পশুপতি ধর্মপথে তুয়া মতি
প্রত্যাশ করয়ে জগজন
অন্ন না উদরে পুরি খুঞার বসন পরি
এ তোমার বেভার কেমন।
জগজনে তোমা জানি কুবের সমান ধনী
সাত নায়ে করহে বেপার
তুমি হেন জার স্বামী ছাগলরাখাল আমি
এই লাভে পুরিবে ভাণ্ডার।
উছলে আমার বাণী শ্রাবণে জেমন পানি
সমুদ্রের জেমন তরঙ্গ
জত দুঃখ দিল সতা কহিতে সকল কথা
তোমার নিদ্রার হয় ভঙ্গ।
দুবলা জেমন আছে থাকিব তোমার কাছে
দূর কয় নারীর ব্যভার
জানিহে তোমার গুণ করিবে আমারে খুন
লহনা তোমার খুরধার।

কহিতে বিদরে বুক না চাহিতে তোমার মুখ
বিধি কৈল অধম অবলা
সন্তাপে পোড়য়ে মন দাবানলে জেন বন
বনে ফিরি কান্দিয়া বিকলা।
কহিতে কহিতে দুঃখ ধরণ না জায় বুক
মূর্চ্ছিতা পড়িল মহীতলে
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
ব্রাহ্মণরাজার কুতূহলে ॥

২৮৭

দনা ছাট খুঞা বাস এড়িয়া প্রভুর পাশ
পত্র দিল বল্লভের করে
নিকটে আনিয়া বাতি সদাগর পড়ে পাতি
ভাসে রামা লোচনের নীরে।
সক্ষর-নিশান পাতি গৃহপ্রতিকার[১] ইতি
লহনারে লিখে ধনপতি
ধরিয়া কুন্তলভার লবে অষ্ট অলঙ্কার
পরিবারে দিবে খুঞা ধুতি।
দিয়া তারে অন্নকষ্ট যৌবন করিবে নষ্ট
নিয়োজিহ ছেলি অপেক্ষণে
পর্য্যঙ্ক তুলিকা পাড়ি নিহ অভরণ-পেড়ি
দিহ তারে খোসলা উড়নে।
শোয়াবে অজার শালে অন্ন দিবে নিশাকালে
পুরে জেন অর্দ্ধেক উদর
যদি তারে হয় ব্যাধি আমার গৌরব সাধি
ঔষধ না দিহ ব্যাধিহর।
বিবর্জিত[২] তৈল গুয়া কুমকুমু কস্তুরি চুয়া
অলবণ বেঞ্জন ঘৃত দধি
ঐ কন্যা নিশাচরী না বল আমার নারী
নানা দুঃখ দিহ যথাবিধি।
জ্যৈষ্ঠের তের দিন জায়া কৈল মানহীন
সাক্ষি করি উজানি নগর
সমাপ্ত করিয়া পাতি অবশেষে করে[৩] ইতি
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥

২৮৮

পত্র পড়ি পরম লজ্জিত সদাগর
বলে প্রিয়ে নহে পত্র আমার অক্ষর।
যদি বা আমার পত্রে আছে অনুমতি
করিবেন দণ্ড মোরে দেব পশুপতি।
শতশত করি আমি শিবের সপদ
পাপিনী লহনা তোর করিল বিপদ।
অপাঙ্গ তুলিয়া ধর অযুতেক শর
বিন্ধিয়া ছাড়হ মোর মন-মৃগবর।
কুলের বনিতা তুমি কুলবতী জায়া
অভিরোষে প্রাণনাথে ছাড় কেন দয়া।
সদাগর বলে রামা তুমি পুণ্যবান
কোপ দূর করহ যামিনী অবসান।
তুয়া কুচযুগলকমলে দিয়া ভরা
পার কর সদাগরে অসকাল বেলা।
মুখ তুলি চাহ ধনি পরিহর মান
সরস বদনে রামা খাও গুয়া পান।
তোসার অধর প্রিয়ে পাবকের রসে
মোর সম অলি তথি মধুলোভে বৈসে।
ঝপট পত্রের কালি করিব বিচার
লহনার নিহ তুমি অষ্ট অলঙ্কার।
লহনারে প্রিয়ে তুঞি রাখাশী ছাগল
নিয়মিক অর্দ্ধসের করিহ সম্বল।
শত শত ফুলে অলি মালতীর বন্ধু
সাতাইস ভার্য্যায় রোহিণীনাথ ইন্দু।
মোহিয়া সভার চিত্ত কাম রতিপতি
তেন গো খুল্লনা তুমি মোর প্রেমবতী।

এমন শুনিঞা রামা সাধুর বচন
বারমাসী দুঃখ রামা করে নিবেদন।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

২৮১

প্রথম জ্যৈষ্ঠে গেলা প্রভু গড়াতে পঞ্জর
প্রবলা সতিনী ঘরে হইল সতন্তর।
ছাগল রাখিতে পত্র আইল জেই দণ্ডে
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে।
কত করিব মিনতি কত করিব মিনতি
কেশে ধর্যা লহনা মারিল কিল লাথি।[১]
প্রভু শুন সদাগর প্রভু শুন সদাগর
জানায়্যা তোমার পদে মুঞি জাইব নাইয়র।

আষাঢ়ে গর্জ্জয়ে ঘন নাচয়ে ময়ূর
নবজল মদে মত্ত ডাকয়ে দাদুর।
বড় অভাগ্য মনে গুনি বড় অভাগ্য মনে গুনি
ছাগল চরাত্যে স্থান নাহীক অবনি।

শ্রাবণে বরিষয়ে ঘন দিবস রজনি
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি।
কাননে রাখিয়ে ছেলি শিরে বৃক্ষপাতা
ফিরি একাকিনী কারে কর দুঃখকথা।
ছাগল চরাই লয়্যা পখুরের পাড়ে
দারুণ ছাগল নাহী থাকয়ে নিয়ড়ে।

প্রচণ্ড বাদল ঝড় ভাদ্রপদ মাসে
নদনদী একাকার কত বান আইসে।
আছয়ে শুখান শুধু সরোবর-আড়া
শতেক পসলা তাহে আইসে ছাগ-তাড়া।
ভাদ্র-মাসের বৃষ্টিধারা বাজে জেন শেল
তিন দিন বই জে লহনা দেই তেল।

আশ্বিনে করিল নাথ বড় মনোরথে
শুনিল পঞ্জর লয়্যা তুমি আইস পথে।
অন্বেষণ[২] ব্রতে আরাধি ভগবতী
অভাগ্যের ফলেতে না আইসে প্রাণপতি।
লহনা পরয়ে প্রভু নানা অলঙ্কার
বিনু তৈলে কেশ মোর হইল জটাভার।

কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের প্রকাশ
জগজন কৈল শীত নিবারণ বাস।
ছয় মাস খুঞা বাস হয়্যা গেল গুড়া
লহনা প্রসাদ কৈল একখানি মুড়া।
দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।

মাস মধ্যে মাইশর আপনে ভগবান
হাটে মাঠে গোঠে গৃহে সভাকার ধান।
উদর পুরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি
যম সম শীত তথি নিয়োজিল বিধি।
অজাশালে আমার শয়ন অজাশালে আমার শয়ন
অঙ্গে দিতে নাহী বাস খোসলা ওড়ন।

পৌষে করয়ে লোক নানা উপভোগ
সভার বসন বিধি করিস সংযোগ।
লহনা প্রসাদ কৈল পুরান খোসলা
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিসয়ে ধুলা।
কত দুঃখ মনে গুণি কত দুঃখ মনে গুণি
ধূলিভয়ে শয়নে নয়ন নাহী মেলী।

মাঘমাসে অনিবার সদাই কুঝটী
তৃণ লোভে ধায় ছেলি না আইসে নেউটী।
দৈবযোগে এক পাঁটি[৩] খাইল শৃগালে
অবনি বিদরে যদি প্রবেশি পাতালে।
কত করিনু মিনতি কত করিনু মিনতি
কেশে ধর্যা লহনা মারিল কীল লাথি।

ফাল্গুনে দীঘল শীত মলয় পবন
খণ্ড খণ্ড হইল মোর খুঞার বসন।

কাষ্ঠ কুড়াইয়া আনি গহন কাননে
বিহান বিকাল জায় অগ্নির সেবনে।
শয়ন ঢেকীশালে প্রভু শয়ন ঢেকীশালে
নিদ্রা নাহি হয় খুদ্যা[৪] পিপীলিকার জালে।

চৈত্রে চাতক জল মাগে জলধরে[৫]
কমলে লোটয়ে মধু ভ্রমরী ভ্রমরে।
বনিতাপুরুষ-অঙ্গ পিড়য়ে মদন
আমার পীড়িত অঙ্গ উদরদহন।
নিদারুণ কর্ম্মদোষে নিদারুণ কর্ম্মদোষে
বিধাতা বঞ্চিল মোরে তুমি নাহী বাসে।

শুভচন্দ্র হইল মোর প্রবেশে বৈশাখ
চণ্ডীর কৃপায় দূর হইল বিপাক।
তোমার আগতি-বার্তা পাইয়া লহনা
দিন দুই চারি মোর করিল মাননা।
এবে আমি ছাগীগণ নাহি রাখি এবে আমি
ছাগীগণ নাহী রাখি[৬]
দিন কথ লহনা আমারে হইল সুখী।

সাধু সঙ্গে খুল্লনা জতেক কিছু ভনে
কপাটের আহড়ে লহনা সব শুনে।
সাধুকে ভৎর্সিতে রামা সাম্ভাইল ঘর
বারমাসী গাইল মুকুন্দ কবিবর॥

২৯০

সদাগর লাজেতে পড়ুক বেনে বাজ হে
তুহু অপরূপ অলি মুকুলে করহ কেলি
ধনি ধনি বিদগধ-রাজ।
পড়্যা শুন্যা হইলে ভোলা কামমদে মাতোয়ালা
নৌতন যৌবনে হইলে ভোলে
না বুঝিয়া রসগন্ধে লুবধ ভ্রমর অন্ধে
বৈসে জেন শিমুলের ফুলে।
দূর করি লজ্জাতঙ্ক তুহু সাধু রতিরঙ্ক
ছাড় কর বলি হে তোমারে[১]
রসহীন কাদম্বিনী চাতক যাচয়ে পানি
আপন গৌরব করে দূরে।
বৈরি তোর পঞ্চবাণ বিলম্ব না সহে প্রাণ
নলিনী তোমার সহচরী
দারিদ্র যাচকজন শেযে লয় কৃপণ ধন
কৃশোদরী বালা এই নারী।[২]
তুহু রতিকলানিধি ও না জানি বৈদগধি
কুতূহল তরাসে চঞ্চলা
স্থির-সৌদামিনী জেন আলিঙ্গন ঘন ঘন
ধনি ধনি বৈদগধি লীলা।
লহনা এতেক বলে শুন্যা সাধু কোপে জ্বলে
ক্রোধে বলে ভাঙ্গিমু দশন[৩]
লহনার হাথে পাতি আরোপিয়া ধনপতি
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

২৯১

উজানী[১] নগর মাঝে বৈসে জত প্রাণী
ঘরে ঘরে আমি সভাকার লেখা চিনি।
পাপমতি হিংসাবতী তুহু ল দুঃশীলা
কপটে লিখিল পাতি তোর সই লীলা।
বাঁজি চল ঘর ছাড়ি বাঁজি চল ঘর ছাড়ি
দশন ভাঙ্গিমু মারয়া পাউড়ির কড়ি।
অভিমানে লহনা অনল সম জ্বলে
খুল্লনারে গঞ্জিয়া নিঠুর বাক্য বলে।
খুল্লনা লইয়া তুমি সুখে কর ঘর
বিদায় করিয়া আমি জাইব মাইয়র।
কামসিন্দূরের নিত্য পরে মোহন ফোঁটা
অধরে তাম্বুলরাগ চুয়াচন্দন-ছটা[১]।
হাথে দর্পণ নিরন্তর নেহালে বদন
গনগর্বিত দেখ্যা বুকে না দেই বসন।

জাতি জুতি মল্লিকা চাঁপায় বান্ধে কেশ
স্বামী ঘরে নাহীক কিসের লাসবেশ।
যৌবনমদে পাছে করে কুলের খাঁখর
এই হেতু নিল আমি অষ্ট অলঙ্কার।
ছাগল চরাইতে আমি দিল দুঃখী জনে
আপন ইচ্ছায় ছাগল লয়্যা বোলে বনে।
তোমার প্রসাদে ঘরে নাহী কোন ধন
আপন হাব্ব্যাসে দেখে ছাগের আলিঙ্গন।
লহনা নিমেরে তিত ঐ হয়্যাছে ভাল
উহার রূপে তোমার বাসঘর কর‍্যাছে আল।
কার্য বুঝ্যা লহনারে ভর্চ্ছে সদাগর
সেই স্থান হইতে রামা জায় অনান্তর।
অপমান পায়্যা রামা গেল অন্য স্থানে
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণ ভনে॥

পাশাতে জিনিল সাধু মন্ত্রের বলে
পণ দায় চাহে সাধু ধরিয়া অঞ্চলে।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

২৯২

খুল্লনারে বলে সাধু আন প্রিয়া পাশা
তোমা সঙ্গে রসরঙ্গে গোঞাইব নিশা।
মন্ত্রবলে সদাগর পাশা কৈল বশ
ডাক দিয়া ধনপতি দান পেলে দশ।
মনে ভাবে সদাগর পাঁচনি প্রকার
জোড় দিয়া বান্ধে সাধু ভিতর পাঁচার।
খুল্লনা পেলিল পাটী পড়িল বামণ্ড
দুই পাঁচে বান্ধে রামা করিয়া সুসণ্ড।
বিদু পেল্ল্যা সদাগর পেলিল চৌয়ার
বান্ধিয়া খুল্লনা পাটী লয় আরবার।
বিঘটিত হয়্যা পাটী পড়ে দুয়া চারি
পাটীর পড়নে বুঝে আপনার হারি।
বুঝিয়া কার্যের গতি সাধু বলে দুন
স্বহায় দুবলা বলে না বাসিহ গুণ।
হারিলে শোধন কালে হবে পরমাদ
খিনতনু তুমি পাছে পায় অবসাদ।

২৯৩

আলিঙ্গন প্রেমরসে দুহেঁ দুহাঁ ভুজপাশে
দুই তনু নিবিড়বন্ধন
তরলবলয় ভুজে অনঙ্গ সঙ্গম জুঝে
অভিনব রতিএ মদন।
শোভে আতি অনুপাম বিন্দু বিন্দু শোভে যাম
উতোরোল সঙ্গম কৌতুকে
স্থির-সৌদামিনী জেন আলিঙ্গন ঘনে ঘন
দুই তনু নিবিড় পুলকে[১]।
ধৌত বসনবাস ঘামে পত্রাবলি নাশ
চলাচল মুখর নুপূর
বিচলিত হইল বাস মুখে মন্দমন্দ ভাস
কবরিবন্ধন গেল দূর।
সাধু মদনের সখা অধরে কজ্জলরেখা
কপালে সিন্দুর বিভূষণ
প্রমদার অঙ্গরাগ দুই অঙ্গে অপভাগ
দুই তনু এক অপঘন।
আয়াস অলস ঘুমে প্রেমালাপে বাসধামে
কুতূহলে গেল এক মাস
সধে সঙ্গে সহবাসে পুরুষ-পরশরসে
স্বয়ম্ভু কুসুম পরকাশ।
ধন্য রাজা রঘুনাথ রূপে গুণে অবদাত
ব্রাহ্মণভূমের পুরন্দর
হইয়া তার সভাসদ বন্দিয়া চণ্ডিকাপদ
বিরচয় চণ্ডীর কিঙ্কর॥

ষষ্ঠ দিবস

দিবা

২৯৪

রাম রাম স্মঙরণে রজনি প্রভাত
পশ্চিম আশার কূলে[1] গেলা নিশানাথ ।
কুসুমশয্যায় সাধু ছিলা নিদ্রা-ভোলে
নিদ্রা তেজি উঠে সাধু কোকিলের রোলে
অরুণ লোচনযুগে মলিন অধর
খলিতবসনে সাধু পালটে অম্বর ।
বারি হৈতে লহনার চক্ষে চক্ষে ভেট
লজ্জায় লজ্জিত সাধু মাথা করে হেট ।
নিত্য নিয়মিত কর্ম করি সমাপন
অজয় নদের জলে করে স্নানদান ।
একভাবে পূজে সাধু শিবের চরণ
অঙ্গে আরোপিল সাধু ভূষণচন্দন ।
নানা দিকে নানা কর্ম করে দাসগণ
অবধানে দেখে সাধু রাজপ্রয়োজন ।
এথা নিয়মিত কর্ম করিয়া খুল্লনা
চণ্ডিকা পূজেন রামা করিয়া অর্চনা ।
কলমূল উপহারে নৈবেদ্য পাঁজলা
করিয়া পুজেন ঘটে সর্বমঙ্গলা ।
পূজা সাঙ্গ করি রামা দিল বিসর্জন
লহনা লইয়া কিছু শুনিব বচন ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ।

২৯৫

দুবলা ঝাঁট আন্যা দেহ মোর সই
পেচারে অধিক ভীত   নিম সম হৈনু[1] তিত
ইবে হইলাঙ বাসঘর-বই ।
ফুরাল্য যৌবন কাল   ইবে সতিনের জাল
আপনারে তৃণ সম বাসি
ঔষধ করিল জত   তত রূপে হৈনু ভিত
ঠাকুরানী হইয়া হইল দাসী ।
ব্যয় করি বহু ধন   সেবিলাঙ গুণীজন
না হইল সোহাগসম্পদ
কুল শীল গুণ ছিল   যৌবন গোড়ায়্যা গেল
যৌবনের নিছনি ঔষধ ।
যৌবন পরম ধন   জাহাতে পতির মন
যৌবনের নিছনি এসব[1]
যৌবন মোহন ফাঁদ   ঔষধ বালির বাঁধ
শোভা পায় যৌবনে তাণ্ডব[2] ।
সঞ্চয় করিয়া গারি   বঞ্চিত লহনা নারী
যৌবন গোড়ায়্যা গেল মান
যৌবন ঘুচিল যদি   শুখাল্য অগাদ নদী
এবে হৈনু তুলার সমান ।
যৌবনে নারীর মান   উদকে নৌকার যান
নিশাকালে দীপের আদর

জত পর অলঙ্কার সকল দেহের ভার
যৌবনের পশ্চাতে গৌরব।
ফুরাল্য বারিষা কাল পাকিয়া পড়িল তাল
শূন্য গাছে না চাহে মানব
যৌবন ওষধিফলে পাকিয়া পড়িল তলে
মরা গাছে কিসের গৌরব।
কপটের পরিবন্দে শুনিঞা দুবলা কান্দে
লীলারে আনিতে দাসী ধায়
সদাগর আইল বাসে শ্রীকবিকঙ্কণ ভসে
হৈমবতী জাহার সহায়॥

২৯৬

নিত্য নিয়মিত কর্ম করি সমাপন
লহনা-দুয়ারে সাধু দিল দরশন।
লহনা লহনা বলি ডাকে সদাগর
কোপেতে লহনা তাহে না দেই উত্তর।
ইঙ্গিতে বুঝিতে লহনার অভিমান
কপটপ্রবন্ধে সাধু লহনা বুঝান।
সকালে করিয়া স্নান করহ রন্ধন
ব্যবস্থা করিয়া রান্ধ পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
জেই দিন প্রিয়ে তুমি না কর রন্ধন
সেই দিন নহে মোর উদরপুরণ।
লহনা বলিল নাথ তেজ পরিহাস
সুয় জায়া রান্ধ্যা দেকু বেঞ্জন পঞ্চাশ।
জীবনে অধিক গুরু নবীন অঙ্গনা
বাসি ফুলে মধুকর না করে বাসনা।
দূর কর আমারে কপট অনুরোধ
খুল্লনা তোমারে নাথ করে পাছে ক্রোধ।
জতেক বলহ প্রভু সকল কপট
খুল্লনা দেখিয়া ইবে না আইস নিকট।
লহনার বুঝি সাধু কোপের[১] আবেশ
মধুর বচনে তারে কহে উপদেশ।

শত শত ফুলে অলি মালতীর বন্ধু
সাতাইস ভার্যায় রোহিণীনাথ ইন্দু।
অমিঞা সভার চিত্ত কাম রতিপতি
তেন গো লহনা তুমি মোর প্রেমবতী।
এমন বলিয়া সাধু নানাবিধি সাম
দূর কৈল লহনার ক্রোধের বিরাম।
শয়ন নির্বন্ধ কৈল শয়ননিয়মে
নানা কুতূহলে তিনে রহে নিজ ধামে।
পর্যায় রন্ধন দুহে করে বারমাস
নানা দেশের বান্যা আইসে করিতে সম্ভাষ
[পুরুষ পরশ রসে গেল চারি মাস]
খুল্লনার স্বয়ম্ভুকুসুম পরকাশ।
গুরুবার মৃগশিরা তিথি একাদশী
শুভ ভৃগু শুভযোগ সুতস্থানে বসি।
ভিতরে হুলুই শুনি জোড়া শঙ্খ বাজে
গনপর্বিত শুন্যা হেট মাথা কৈল লাজে।
সখা সনে সাধু পাশা খেলে পাটশালে
লহনা আসিআ তার শিরে জল চালে।
একজানি দুইকানি নগরে বারতা
খুল্লনার শুনে তারা উৎসবের কথা।
সাধুর মন্দিরে আইসে পরিহাস জন
রামকৃষ্ণ জগন্নাথ হরি সনাতন।
লুকায় ভিতরে সাধু পাটশাল ছাড়ি
মেলিআ গর্বিত ভাই ধরে তাড়াতাড়ি
দামুদর দাস নামে সাধুর বিহাই
সর্বকাল খেলার সঙ্গি পড়ুয়া ভাই।
পাছু ছোট ভাই ধায় মাতুলনন্দন
রামকৃষ্ণ জগন্নাথ ভরত লক্ষ্মণ।
সাধুর বিহাই আইসে নামে রাম দাঁ
আইলা স্যালিপতি ভাই জসমন্ত খাঁ।
কুচ্যামোড় কার হাথে কার জলচন্দ্র
সাধুকে তাড়িয়া ধরে নহে পরতন্ত্র।
লাজমান দূর গেল কাদার খেলায়
কুলবধূ জল দেই সাশুড়ির গায়।

সভে মেলি সাধুর কাঁকালে দিয়া দড়া
সাধুকে লইয়া তারা ফেরে পাড়া পাড়া।
আর জত গ্রামণ্য নামে সন্ধন্ধে তাই
সভে মেল্যা সদাগরের বস্ত্র কাড়্যা লেই।
পদ্মপত্র পর্য়া সাধু বলে ধর ধর
কত দূর জাবে মোরে কর্য়া দিগম্বর।
নীলাম্বর দাসে তাড়্যা ধরে ধনপতি
কেশরিশাবকে জেন ধরে মাতা হাথি।
অজয় নদীর জলে করেন বেহার
জলধারা ছোটে জেন বিজুলি-সঞ্চার।
নামে গঙ্গাধর নন্দি জাত্যে তারা তাঁতি
গ্রাম সম্বন্ধে সাত ভাই সদাগরের নাতি।
পুয়াল জড়াইআ গায় দেই কাদা-জল
হরিদ্রা জলে দন্যাঞি ওঝা পড়েন মঙ্গল।
বহুতর বেলা হইল বলে মুকুন্দ দাস
জলখেলা সাঙ্গ হৈল সভে জায় বাস।
আন্যা দিল রামা দাস তৈল হরিদ্রা ধুতি
স্নান কর্য়া চলে সভে আপন বসতি।
বারি হয়্যা কুলবধূ করে পানিখেলা
আপনি উরিলা তথা সর্বমঙ্গলা।
অষ্ট নায়িকা লইয়া দিয়া হুলাহুলি
চৌসট্টি যোগিনী সঙ্গে খেলেন বাবুলি।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

২৯৭

সাধুর দুবলা চেড়ি গিয়া নগরিয়া-বাড়ি
নিমন্ত্রণ দিল বন্ধুজনে
রন্ধন ভোজন ছাড়ি চলহ সাধুর বাড়ি
বিপর্যয় পাব অভরণে।
কুলবধূ কামতন্ত্র বেজক মুরলিযন্ত্র
বালুকা সহিত জল ভরে
জল দেই জার অঙ্গে সেই নারী দেই ভঙ্গে
আচ্ছাদন লোচন অম্বরে।
শঙ্খ বাজে জোড়া সানি চৌদিগে মঙ্গলধ্বনি
জলখেলা করে রামাগণ
হরিদ্রা কুমকুমু আনি তাহে মিসাইয়া পানি
কুলবধূজনের বেসন।
চারি পাঁচ বধূ সনে লহনারে ধর্য়া আনে
অঙ্গে তার দেই কাদা-জল
লীলাবতী ধায়্যা জায় আইয় ধর্য়া আনে তায়
দুবলা হাসেন খলখল।
কেহ হাসে কেহ গায় কেহ গড়াগড়ি জায়
কেহ নাচে দিয়া করতালি
কেহ বা লুকায় কোলে কেহ তারে ধর্য়া তোলে
শিরে তার দেই জল ঢালি।
ধরিয়া নারীর মায়া পদ্মা বিজয়া জয়া
অনন্তরূপিণী নারায়ণী
বণিকবধূর বেশে উরিলা সাধুর বাসে
কৌতুকে ঢালেন গায়ে পানি।
দেখিয়া জলের ক্রীড়া কুলবধূজন বুড়া
মদনমঙ্গল গীত গায়
কুলবধূজন মেলি জল খেলে কুলি কুলি
লাজ পায়্যা পুরুষ পালায়।
পূর্বের হাব্যাসে বুড়ি ধরিয়া বেতের নড়ি
গায় নাচে গড়াগড়ি জায়
সাধুর ভাণ্ডার লোটে আন্যা ঘৃত দধি ঘটে
ঢালিয়া কর্দম খেলে তায়।
সাত পাঁচ সখি বেড়ি ধরিয়া দুবলা চেড়ি
বিবসন করিয়া নাচায়
জলখেলা সাঙ্গ করি চলে সবে ঘরাঘরি
সাধুস্থানে নানা ধন পায়।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

২৯৮

দশমী দগ্ধা[1] তিথি তনয়লাভ তথি
শুভক্ষণ-যোগ বাসরে
সকল দোষহীন হইল শুভদিন
প্রথম বাসরে সঞ্চরে[2] ।
শঙ্খ বেনি বীণা কাসর ভেরি নানা
বাজয়ে ব্যালিশ বাজনা
স্বস্তিক বাচন করয়ে দ্বিজগণ
গণেশ কৈল আবাহনা ।
যজ্ঞের মণ্ডপে টানাঞি চন্দ্রাতপে
চৌখুরি পুরিয়া চন্দনে
আরোপি হেমঝারা উপরে ফুলঝারা
বসাইল কনক-আসনে ।
করিয়া পুটহাত আরাধি গণনাথ
দিনেশ বিষ্ণু মহেশ্বরে
পার্বতী বিধি আর বিবিধ উপহার
আনন্দে পুজে পুরহরে ।
চৌদিকে দাসগণ পূজার আয়োজন
করয়ে বিবিধ রচনা
পুজিয়া দিবাকর গোবিন্দ গদাধর
গৌরীর করিল অর্চনা ।
জতেক দেবগণ করিল পূজন
বাসব আদি লোকপালে
ইছিয়া বসু পুষ্টি অর্চনা কইল ষষ্ঠী
চন্দন ধূপ দীপমালে ।
ব্রাহ্মণগণ মেলে অনলকুণ্ড জ্বালে
আরাধে সুখে প্রজাপতি
গ্রহশান্তিবিজ্ঞ করিল গৃহযজ্ঞ
বুঝিয়া জ্যোতিষের পুথি ।
লোহিত পট্টবাসে পরিয়া পতি পাশে
বসিলা সুন্দরী খুল্লনা
যজ্ঞের ধূম দেখি লোহিত হৈল আঁখি
অনলে করিল বন্দনা ।
গৌরী পুরহর দম্পত্যে জুড়ি কর
মিহিরে দিল অর্ঘ্য দান
রচিয়া নানা ছন্দ পাঁচালি প্রবন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

২৯৯

দক্ষিণা শতেক ধেনু দিল সদাগর
হোমের তিলক ভালে দিল দ্বিজবর ।
বেদমন্ত্রে আশীষ করিল দ্বিজগণ
কৌতুকে জৌতুক দেই জত বন্ধুগণ ।
খির তিল পিঠালিতে করিয়া মণ্ডলী
তথি পরে থুয়্যা জায় সাতটী পুত্তলি ।
তুলিয়া লইল নারী ধরিল অঞ্চলে
পরিহাসী জন দেখি হাসে কুতূহলে ।
বান্ধবজনেরে সাধু দিল পুরস্কার
বসন ভূষণ সোনা রৌপ্য অলঙ্কার ।
সভারে বিদায় দিল পুরি অভিলাষ
দিন গোঙাইল সাধু করি পরিহাস ।
নিরামিষ্য অন্ন দুহেঁ করিল ভোজন
উলটি[1] ডাবরে সাধু কৈল আচমন ।
কর্পূর তাম্বুলে করি মুখের শোধন
বিনোদমন্দিরে দুহেঁ করিল শয়ন ।
সুরপুরে কৈল হর কালিয়দমন
নাচে মালাধর নৃত্য দেখে দেবগণ ।
পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী করিয়া বিচার
মালাধরের অঙ্গে রহে হইয়া অহঙ্কার ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

৩০০

গৌরী সঙ্গে ত্রিপুরারি গঙ্গায় সাঁতরিয়া তরি
কৃষ্ণকথা-কুতূহলে মন

ভাবে সমাকুল চিত নারদে গায়েন গীত
বিরচয়ে কালিয়দমন ।
শ্যামলসুন্দর তনু করাঙ্গুলে ধরি বেণু
আজানুলম্বিত বনমালা
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কপালে বিজুলি খেলে
বাহুযুগে হেম-তাড়বালা ।
প্রভু বিশ্বম্ভরকায় যশোদানন্দন বায়
ডরে ভঙ্গ দেই ফণিগণ
ফিরি ফিরি বনমালী দেন পুন করতালি
নাগবধূ লইল শরণ ।
নৃত্য করেন মালাধর
তাতিনী তাতিনি তিনী মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি
ঘন বাজে কঙ্কণ তরল ।
গণেশ পাখাজু-পাণি তাথই তাথই ধ্বনি
নন্দি ভৃগু ধরে করতাল
হরি হর পদ্মযোনি নাট দেখে মহামুনি
হরিধ্বনি করে বহুকাল ।
যশোদানন্দন-কাচে[১] ধ্রুতব তাণ্ডব নাচে
ইন্দ্রের কুমার মালাধর
মুখর নূপুরশালী কালি-মাথে দিয়া তালি
দেখি আনন্দিত পুরহর ।
একশত ফণাশালী দারুময় করি কালি
মাথে আরোপেন মালাধর
গলে শোভে গুঞ্জমাল শিরে শিখিপুচ্ছজাল
গৌর রঞ্জিত কলেবর ।
নৃত্য করেন মালাধর
হয়্যা সভে একতালি পঞ্চতানে কর্যা মেলি
গান গীত গোবিন্দমঙ্গল ।
নত নহে জেই ফণ নাটছলে নারায়ণ
নম্র তারে কৈল পদাঘাতে
ফণী পড়ে তেজি ফণা শত মুখে বহে ফেনা
খরশ্বাস মুখ নাসা হইতে ।
ভাবেতে আকুলকেশ ধরিয়া নন্দের বেশ
আনন্দে নাচেন পঞ্চানন
যশোদার বেশ ধরি তাণ্ডব করেন গৌরী
পুলকিত তরুলতাগণ ।
নাটে তুষ্ট কির্ত্তিবাসা দিল দিব্য কণ্ঠভূষা
হাড়মালা বিভূতি ভূষণ
কনক কুণ্ডল হার হিরায় গাঁথনি জার
প্রসাদ করিল দেবগণ ।
মণি-অভরণ মাঝে হাড়মাল নাহী সাজে
দেখিয়া হাসেন মালাধর
সভাকার অন্তর্যামী বুঝিয়া প্রমথস্বামী
কোপদৃষ্টে বলে পুরহর ।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩০১

কোপে কম্প-কলেবর ডাকিয়া বলেন হর
মূঢ়মতি শুন মালাধর
বুঝিল তোমার মতি কেবল কপট ভক্তি
তুহু[২] লোভি ধনের কিঙ্কর ।
আমি অবধোত জন হরিভক্তি মোর মন
সোনারূপা নাহী অভরণ
দিল তোরে দিব্য মালা তারে কর অবহেলা
এই মালা শ্রীনিকেতন ।
এই মালার গুণ অবধান হয়্যা শুন
ছুঞা ছিল পূর্ব্বে দশানন
ইহার তপের পাকে বিদিত ভুবন-লোকে
পরাজই হইল ত্রিভুবন ।
জতবার মৈল গৌরী তাহার নিসান[১] করি
তাঁর হাড়ে কৈল কণ্ঠহার
জে জন পবশে হাড়ে তারে লক্ষ্মী নাহি ছাড়ে
ভুবনে দুর্লভ এই সার ।

না চাহিয়া ধনকাম তোমারে বিধাতা বাম
হাড়মালে কর উপহাস
গৌরব হরিল তোর ধন লোভে তুহুঁ ভোর
আমারে দেখি না কর তবাস।
নাহী কৈলে মাননা না করিলে বন্দনা
ধারণ না করিলে মালারে
হৈয়ে প্রমোদিতচিত না করিলা ভক্তিনিত
মূঢ়মতি না ধরিলে শিরে।
ধনের করিয়া আশ জেই জন হরিদাস
তার ভক্তি কেবল বেপার
জেন মতি তেন গতি চল ঝাঁট বসুমতী
কুলে জর্ম্মহ বানিঞার।
এত বাক্য হরতুণ্ডে কুমারের পড়ে মুণ্ডে
ভাঙ্গিয়া শতেক মহীধর
চরণে ধরিয়া হরে কুমার বিনয় করে
গাইল মুকুন্দ কবিবর॥

৩০২

চরণে ধরিয়া স্তুতি করে মালাধর
একবার অপরাধ ক্ষেম মহেশ্বর।
তুমি অর্থ তুমি মোক্ষ তুমি যোগ কাম
বিফলজনম প্রভু তুমি জারে বাম।
তুমি স্বর্গ তুমি সোম তুমি হুতাশন
তুমি ইন্দ্র তুমি যম তুমি প্রভঞ্জন।
বিশ্বনাথ নাম ধর ভুবনে বিদিত
লঘু দোষে গুরু দণ্ড নহে সমুচিত।
এতেক স্তবন যদি কৈল মালাধর
প্রসাদ করিয়া তারে বলে পুরহর।
দেবমানে অবনিতে রয়্যা চারি মাস
কর গিয়া পার্বতীর ব্রতের প্রকাশ।
আমার সেবক আছে নাম ধনপতি
তাহার বনিতা নাম খুল্লনা যুবতি।
তাহার গর্ভে জন্ম লহ বচন আমার
করিয়া দেবীর কার্য আইস পুনর্বার।
এমন বচন যদি কৈল স্মররিপু
দেখিতে দেখিতে তাঁর টুট্যা আইল বপু।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীর্ত॥

৩০৩

শিবের বচন শুনি মালাধর মনে গুনি
হৈল বালা বিবাদিতমতি
তোমার ইঙ্গিত পায়্যা দাণ্ডাইলা মহামায়া
দিল মোরে বিষম আরতি।
কান্দে কুমার মালাধর গুরুভার মনের সন্তাপে
দেবরূপ পরিহরি জাইব মরতপুরী
কেমনে গোঙাব নরলোকে।
নাহী করি অপবাধ বিনি দোষে অবসাদ[১]
দিলে মোরে দেব শূলপাণি
অভয়ার নিজ সাধে আমার পরাণ বধে
দুই নারী হইল অনাথিনী
পদ্মা সনে করি ধ্যান যোগেতে ছাড়িল প্রাণ
পড়িয়া রহিল কলেবরে
উজানি নগরে স্থিতি খুল্লনা ত ঋতুবতী
প্রবেশিল তাহার জঠরে।
তার দুই পতিব্রতা সঙ্গে হইল অনুমৃতা
তেজিল আপম নিজ পুরী
শোকেতে উন্মত্তবেশ উদাম মাথার কেশ
আম্রপল্লব করে ধরি।
অভিষেকে পূত কায় আগোর চন্দন গায়
দু সতিনে করে চারু বেশ
স্বর্গগঙ্গার তীরে স্নান করিয়া নীরে
অনলে করিল পরবেশ।

একটির জিউ লয়্যা   দক্ষিণ পাটনে লৈয়্যা
জর্ম্মাইল সালবানের ঘরে
উজ্জানী নগরে স্থিতি   আর জিউ জয়াবতী
প্রবেশিলা বিক্রমকেশরে।
ধন্য রাজা রঘুনাথ   রূপে গুণে অবদাত
ব্রাহ্মণভূমের পুরন্দর
হৈয়া তার সভাসদ   বন্দিয়া চণ্ডীর পদ
বিরচিল চণ্ডীর কিঙ্কর ॥

৩০৪

মর্ত্তে আইল কুমার দেবীর আরতি
মধুমাসে খুল্লনা হইল গর্ভবতী।
সালবান-নৃপজায়া ছিল ঋতুবতী
তাহার উদরে জন্ম নিলা রূপবতী।
দ্বিতীয় বনিতা তার উজানি নগরে
জনম লভিল নৃপরানির উদরে।
দিনে দিনে বাড়ে গর্ভ দেবী-অনুবলে
হর-সাঁপে তিনের জনম খিতিতলে।
মধুমাস অপায় মাধব পরবেশ
দনাই পণ্ডিত আসি বলে উপদেশ।
নিশ্চিন্দে রহিলে কেন বান্যার নন্দন
এই মাসে হব তোমার গুরুপ্রয়োজন।
সাধু বলে আইস ভায়্যা শুনি সব কথা
কিরূপে করিব শ্রাদ্ধ কোন তিথি মৃতা।
কিবা নাঞি কিবা চাই করহ বিচার
তোমা অগোচর নাঞি মোর কুলাচার।
এত শুনি দনাঞি পণ্ডিত হৃষ্টমতি
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারথি ॥

৩০৫

কি কর কি কর ভায়্যা   পাঁজি দেখ্যা আইনু ধায়্যা
শুনহে আমার নিবেদন
ই সে সিত ত্রয়োদশী   খুড়্যা হইল স্বর্গবাসী
রবিবার তার প্রয়োজন।
পঞ্জব গড়াইতে গেলা   করিয়া পাশার খেলা
গোঙাঞিলে এক সমা তথা
বৎসর তোমার বাসে   জ্ঞাতি বন্ধু নাহি আইসে
ইথে মনে নাঞি মনঃকথা।
এই পুরী উজবনি[1]   তোমা জানে ধনে মানি
ধনপতি খ্যাত সদাগর
ব্রহ্ম-তেজে জেন রবি   পণ্ডিত কুলীন কবি
আসিব শতেক দ্বিজবর।
তুমি লোকে খ্যাত দাতা   শুনিঞা শ্রাদ্ধের কথা
তোমার পিতার খ্যাত তিথি
আসিব ব্রাহ্মণ ভাট   কড়ি চাহি পাটে পাট
জোড় গড়া কত শত ধুতি।
আল-চালু ডালি বড়ি   শতেক তঙ্কার কড়ি
চিড়া কলা দধি গুয়া পান
ঘৃত দুগ্ধ মৎস্যরাশি   জোড়ে জোড়ে চাহি খাসী
জ্ঞাতি কুটুম্বের চাহি মান।
আমি তব পুরহিত   তব হিতে মোর চিত
পিতৃকার্যে দেহ ভায়্যা মন
সেবক পাঠাও হাট   বান্ধব আনিতে ভাট
করহ পিতার প্রয়োজন।
পুরহিতের শুনি বাণী   ধনপতি মনে গুনি
দেশে দেশে পাটায় বার্তন
সাতগাঁ বর্দ্ধমান   জায় ভাট নানা স্থান
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩০৬

দ্বিজমুখে শুনি সাধু পিতৃশ্রাদ্ধ শুদ্ধি
সজ্জপত্র সঞ্জোগ করিল যথাবিধি।

দেশে দেশে আছে জত কুটুম্ব জ্ঞেয়াতি
প্রত্যক্ষে সবারে পত্র লিখে ধনপতি ।
ব্যেবহারে সন্দেশ গুবাকে নিমন্ত্রণ
ঘরে ঘরে বল্যা আইল কাণ্ডার খুর্ন্দন ।
বর্দ্ধমান হৈতে বান্যা আইল ধুসদত্ত
সর্বজনে গায় জার কুলের মহত্ত্ব
চাম্পা নগরীর আইল চান্দ সদাগর
সঙ্গে লক্ষ্মী গদাধর চাপিয়া কুঞ্জর ।
কর্জনার হরি লা দাস নীলাম্বর
নয় ভাই নয় ঘোড়া অনেক লস্কর ।
গনপুরের বান্যা আইল সনাতন চন্দ
তার দুই সহোদর গোপাল গোবিন্দ ।
আইল বাসু লা জার বাড়ি দশঘরা
সেয়াখাল্যার বান্যা আইল শ্রীধর হাজরা ।
সাঁক হৈতে আইল বান্যা নাম শঙ্খ দত্ত
রাতদিন বহে জার অষ্ট-ঘোড়া রথ ।
বিষ্ণু কুণ্ড আইল গায় পামরি আঁচলা
সাত ভাই আইল চড়্যা সাতখান দোলা ।
কায়থি হইতে আইসে অরবিন্দ দাস
রঘু দত্ত আইল জার জাড়গ্রামে বাস ।
ফতেপুর বড়শুল গ্রাম মহাস্থান
তার বান্যা আইল হরি চন্দ মতিমান ।
আইল গোপাল [দত্ত] তেঘরির বান্যা
রাত্রিদিন চলে বার্তনের কথা শুন্যা ।
সিতলপুরের দশ ভাই আইল রাম রায়
কেহ আইসে তটে তারা কেহ আইসে নায় ।
রাম দত্ত আইল জার বাড়ি নাড়ুগাঁ
পাঁচড়ার বান্যা আইল চণ্ডীদাস খাঁ ।
সাতগাঁ হইতে বান্যা আইল রাম দাঁ
বিষ্ণুপুরের বান্যা আইল জসমন্ত খাঁ ।
আইল বাসু লা জার বাড়ি খাঁড়ঘোষ
কুল শীল বাবহারে জার নাহি দোষ ।
হালিসহরের বান্যা আইল পঞ্চ জন
রাম রঘু রাঘব কেশব জনার্দন ।
গোতানের ধুস দত্ত আইল ছয় ভাই
যাদব মাধব হরি শ্রীধর বলাই ।
সাধুর শ্বশুর আইল নিধি লক্ষপতি
নানা ধন লৈয়া আইল সাধুর বসতি ।
একে একে বণিকের কত নিব নাম
সাত শয় বান্যা আইল ধনপতির ধাম ।
কেহ নেই পদধূলি কেহ দেই কোল
নমস্কারে আশীর্বাদে হইল গণ্ডগোল ।
সভারে বসায় সাধু লোহিত কম্বলে
কর্পূর তাম্বুল আনি দিল কুতূহলে ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ।

৩০৭

তিল তুলসী গঙ্গোদক কুশ বটু রত্নাত্মক
যব দুর্বা কুসুম চন্দন
অবধানে পুরোহিত করয়া দেই নিয়োজিত
শ্রাদ্ধ করে বান্যার নন্দন ।
স্বাগত অনুজ্ঞাবাণী[১] দ্বিজ করে বেদধ্বনি
নিয়োজিত কৈল কুশাসন
দ্বিজগণ তার শিরে যজুর্বেদ গান[২] করে
যজ্ঞেশ্বর কৈল আবাহন ।
কপাল জুড়িয়া ফোঁটা নিবসে পণ্ডিতঘটা
সগল্লাথ পামরি কম্বলে
কিতা কথুবায় বান্ধা উপরে টানায় চান্দা
ধূপে আমোদিত করে স্থলে ।
পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপে গন্ধ গঙ্গাজল সিপে
দান করে কনক বসন
বসন কাঞ্চন জুত দান করে ভুজ্য শত
করে কুশে বটু নিমন্ত্রণ ।
জার জত অভিলাষ পুরে সাধু তার আশ
সোমা রূপা বাস ধেনু দিয়া

শত শত দ্বিজবরে জে আইল সাধুর ঘর
পুজে তারে সন্তোষ করিযা ।
অর্ঘ্য গন্ধ দিযা দান দ্বিজকরে সাবধান
পাত্র বুঝি করে সম্প্রদান
জথাবিধি পিণ্ডদান শ্রাজ হইল সমাধান
ব্রাহ্মণে করেন বহু মান ।
চন্দন কুসুম মালা ভরিযা কনক থালা
সাধু চলে বান্ধব পূজনে
সদাগর মনে ভাবে কার পূজা করি আগে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে ॥

৩০৮

সদাগর বলে আগে করি কার পূজা
সভারে অধিক বটে চান্দ মহাতেজা ।
দুর্বাবিষি গোত্র বটে কুলের প্রধান
ইহার আগেতে পূজা কেবা পাব আন ।
এমন বিচার সাধু করি মনে মনে
আগে জল দিল চান্দবান্যার চরণে ।
কপালে চন্দন দিযা মাল্য দিল গলে
এমন সমযে শঙ্খ দত্ত কিছু বলে ।
বান্যার সভায আমি আগে পাই মান
সম্পদে মজিযা না কর অবধান ।
জে কালে বাপের কর্ম কৈল ধুস দত্ত
তাহার সভায বান্যা হইল সোল শত ।
সোল শত আগে শঙ্খ দত্ত পাইল মান
ধুস দত্ত জানে এহা চন্দ মতিমান ।
ইহা শুনি ধনপতি দিলেন উত্তর
সেই কালে নাহী ছিল চাঁদ সদাগর ।
ধনে মানে কুলে শীলে চাঁদ নহে বাঁকা
বাহির মহলে জার সাত[১] মরাই টাকা ।
ইহা শুনি বলে কিছু নীলাম্বর দাস
কলঙ্ক খণ্ডযে ধনে কুলের প্রকাশ
ছয বধূ জার ঘরে নিবসযে বাঁড়
ধনে হইতে চান্দ হইল সভামাঝে সাঁড় ।
চান্দ বলে জানি তোরে নীলাম্বর দাস
তোমার বাপের কিছু জানি ইতিহাস ।
হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত আঙলা
জতন[২] করিযা তাহা কিনিত অবলা ।
নিরন্তর হাথাহাথি রাঁরবধূ সনে
নাঞি স্নান করা বেটা বসিত ভোজনে ।
নীলাম্বর দাস বলে শুন রাম রায
পসার করিত বাপা নহে প্রত্যবায ।
কড়ার পুটলি বান্ধি জাত্যের বেভার
আঠ্যা চোপা খাইলে নহে[৩] কুলের খাঁখার ।
ইবে তুমি না স্মঙর আপনার কথা
সভামাঝে কও কথা ঘন নাড় মাথা ।
রাম রায নীলাম্বর দাসের শ্বশুর
ধনপতি বিড়ম্বিযা কহিছে প্রচুর ।
জাতিবাদ নহে তার জদি হয বঙ্ক
বনে ছাগ রাখে জাযা তবে সে কলঙ্ক ।[৪]
কেহ তথা কিছু বলে কেহ দেই সায
বিড়ম্বিতে হরিবংশ শুনে রাম রায ।
দামুন্যা নগরে প্রভু রামচক্রাদিত্য
শিশুকালি হৈতে তার সেবা কৈল[৫] নিত্য ।
সে প্রভুচরণ মনে ভাবি অনুক্ষণ
চণ্ডিকামঙ্গল রচে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩০৯

বান্যা বৈসে এক জায শুনে সাধু রাম রায়
হরিবংশ পড়ে দ্বিজবর
কেহ বা নিঠুর ভাষে বিপক্ষ বণিক হাসে
হেট-মুখে রহে সদাগর ।
কংস বলে শুন ভাই আপনার দোষ গাই
নহি উগ্রসেনের তনয

দুমিল্য দৈত্যের বংশ   ভুবনে বিখ্যাত কংস
কি কারণে উগ্রসেনের ভয়।
জন্মের ভাজন মাতা   জার বীর্য সেই পিতা
সুতরূপে সেই ভিন্নকায়
লোকে অপযশ গায়   জাবজাত কংসবায়
লিখা গেল যমের সভায়।
পুরান বসন ভাঁতি   অবলা জনের জাতি
রক্ষা পায অনেক যতনে
জথা তথা উপস্থিত   দুহাঁকাব অনুচিত
হিত বিচারিয়া দেখ মনে।
শৈশবে রক্ষিতা তাত   যৌবনে পবাননাথ
বৃদ্ধকালে তনয় রক্ষিতা
বেদে নাহি দিয়া মন   উগ্রসেন অভাজন
অন্তপুরে না রাখে বনিতা।
রূপে জিনি দেবমায়া   উগ্রসেনেব জায়া
মোর মাতা কেশিনী অঙ্গনা
তাঁর শুন দৈবগতি   হইযা বামা ঋতুবতী
জলখেলা[১] করিল কামনা।
সঙ্গে শত দাসীগণ   জলবিহাবেতে মন
দেখে রানি পর্বতেব শোভা
দুমিল্য দেখিতে পায়   কামশরে ভিন্নকায়
কেশিনী দেখিয়া মনলোভা।
বুঝিয়া কার্যের গতি   দুমিল্য দানবপতি
ধরে উগ্রসেনের মুরতি
থাকিয়া কাননভাগে   তারে আলিঙ্গন মাগে
নিকুঞ্জে ভুঞ্জিল দুহেঁ রতি।
দুমিল্য দৈত্যের ভরে   রামা অনুমান করে
এইজন নহে মোর পতি
কামরূপী কোন জন   হরিল আমার মন
কার সঙ্গে ভোগ কৈল রতি।
দুমিল্য সতির ভয়   তিল আধ নাহি রয়
নাহি কহে হাস্যরস কথা
সন্দেহ ভাবিয়া মনে   আসি রামা নিকেতনে
স্বামী দেখি ভাবে মনে বোথা।
এ সব রহস্য বাণী   আসিয়া নারদ মুনি
কহিল আমারে উপদেশ
সেই সময় হইতে   অন্য নাহিলেশ চিতে
উগ্রসেনে নাহি ভক্তি লেশ।
বনে ফিরে জার নারী   তাহার বিফল গারি
তবে কেন বিবাহের ʼসাদ
জার অপেক্ষণ বিনে   জায়া ফিরে বনে বনে
অবশ্য তাহার জাতিবাদ।
অধ্যয়ন সমাধান   দ্বিজে দিল হেমদান
পাঠকে বন্ধন করে পুথি
খলখল বান্যা হাসে   শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
হেটমুখে রহে ধনপতি॥

৩১০

কলহে আরপি মন   রাম দত্ত রামায়ণ
শুনে ধনপতি বিড়ম্বিতে
অন্য বণিক জত   রাম দত্তে অনুগত
শুনে রামায়ণ এক চিত্তে।
সীতার উদ্ধার হেতু   সমুদ্রে বান্ধিল সেতু
পার হইল শ্রীরঘুনন্দন
অঙ্গদ সুগ্রীব নল   নীল হনু মহাবল
বেড়িল লঙ্কার উপবন।
বিভীষণ পরাভবে   রামের শরণ লভে
গড় বেড়ি কপি দেই থানা
বেহার উদ্যান ঘর   ভাঙ্গে জত কপিবর
তরুগণ ভাঙ্গে রাম-সেনা।
ইহা শুনি দশানন   নিয়োজে রাক্ষসগণ
ত্রিশিরা নিকুম্ভ ইন্দ্রজিতে
দেবান্তক মহোদর   নরান্তক নিশাচর
অতিকায় আদি শত সুতে।
বিষম সমরধীর   সুগ্রীব অঙ্গদ নীল
পনস কুমুদ হনুমান

চড় চাপড়ে রণ করয়ে বানরগণ
জাতু-সেনা তেজয়ে পরাণ ।
সুমিত্রানন্দন-বাণে ইন্দ্রজিত পড়ে রণে
পরাভবে চিন্তিত রাবণ
কুম্ভকর্ণে প্রবোধিল রামবাণে সেই মইল
দশানন করে মহারণ ।
সকল বিনাশ দেখি দশানন হয় দুঃখী
রথে চড়ি জুঝে রাম সনে
রাবণে বিধাতা বাম প্রথম সমরে রাম
মকুট কাটিল চক্রবাণে ।
রামের সাধিতে মান ইন্দ্র পাঠাইল যান
জেই যানে সারথি মাতুলি
চড়ি রাম সেই যানে জুঝে রাবণের সনে
দেখি দেবগণ কুতূহলী ।
বাণে মহামন্ত্র পড়ি ব্রহ্মঅস্ত্র ধনুকে জুড়ি
মাইল রাম রাবণের বুকে
রথে হইতে বীর পড়ে কদলী জেমন ঝড়ে
শোণিত নিকলে দশমুখে ।
রাবণ পড়িল রণে ইন্দ্রের সন্তোষ মনে
বিভীষণ বৈসে সিংহাসনে
কার শুভক্ষণ বেলা চড়িয়া পাটের দোলা
সীতা আইল রাম-সম্ভাষণে ।
সীতার বদন দেখি প্রভু রাম হৈলা দুঃখী
হেটমুখে বলেন বচন
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩১১

এক নিশা জার নারী পরগৃহে থাকে
অনুদিন তাহারে গঞ্জয়ে সর্বলোকে ।
চিরদিন ছিলে সীতা রাবণভবনে
আরোপিব রঘুকুলে কলঙ্ক কেমনে ।
তোমারে জানকী গ জেমন আমি জানি
ভুখিল বাঘের হাথে জেমন হরিণী ।
সেতুবন্ধ বান্ধ্যা সীতা বধিল রাবণ
উদ্ধারিল জাহ এবে জাহ জথা মন ।
এত বাক্য হৈল জবে রঘুনাথের তুণ্ডে
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে জানকীর মুণ্ডে ।
মূর্ছিত হইয়া সীতা পড়িল ভূতলে
সুমিত্রানন্দন তাঁর শিরে জল ঢালে ।
অনেক জতনে সীতা পাইল চেতন
কৃপাময় রঘুনাথ বলেন বচন ।
রহিতে আমার ঠাঞি যদি আছে মতি
অনলপরীক্ষা লহ যদি বট সতী ।
এমন শুনিঞা সীতা রামের ভারতী
পরীক্ষা লইতে সীতা কৈল অনুমতি ।
হংসবাহনে ব্রহ্মা হইল অধিষ্ঠান
পরীক্ষা লইল সীতা সভা বিদ্যমান ।
সকল দেবতা কৈল পুষ্পবরিষণ
তাণ্ডব করিল কপিসেনা বিভীষণ ।
পরীক্ষায় শুদ্ধ হয়্যা জনকনন্দিনী
রাম সঙ্গে বাসঘরে বঞ্চিল রজনী ।
অধ্যয়ন সমাধান দ্বিজে বান্ধে পুথি
শুনি হেটমুখ করি রহে ধনপতি ।
মুখর প্রখর বড় অলঙ্কার কুণ্ড
সভামাঝে কহে কথা ঘন নাড়ে মুণ্ড ।
চতুর্দশ ভুবনের পতি রঘুনাথ
ব্রহ্মা আদি দেব জারে করে প্রণিপাত ।
তাঁর জায়া বন্দি ছিল অপেক্ষণ বিনে
পরীক্ষা করাইয়া তাঁরে আনিল ভবনে ।
রাম রাজা হইতে কিবা সাধু ধনপতি
বনে ছাগল লৈয়া জার ভ্রমিল যুবতি ।
কোক ভল্লুক সনে[১] শতেক মাতাল
সেই বনে তার জায়া ছাগল-রাখাল ।
দোষগুণ নাহি সাধু করিয়া বিচার
খুল্লনার ঠাঞি করে ভোজন ব্যোভার ।

উচিত বলিতে মোর কিবা আছে শঙ্কা
পরীক্ষা নহীলে দিবে [এক] লক্ষ তঙ্কা।
এতেক বচন যদি বৈল অলঙ্কার
বণিক-সমাঝ তার কৈল পুরস্কার।
খুল্লনা পরীক্ষা লউক যদি বল্যে সতি
তবে নিমন্ত্রণে সভে দিব অনুমতি।
ঝারি হাথে ধনপতি ছলে ঘর চলে
লহনা গঞ্জিয়া সদাগর কিছু বলে।
শঙ্খ দত্ত বলে চল সভে ঘর জাই
লক্ষপতি দত্ত দেই রাজার দোহাই।
নাহী দোষ যদি তবে একা ভ্রমে নারী
গাঁঠেতে মাহুর বিষ খাইলে সে মরি।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥

৩১২

বলে বান্যা শঙ্খ দত্ত রাজবলে তুহু' মত্ত
জ্ঞাতিরে দেখাও রাজবল
জ্ঞাতি যদি অভিরোষে গরুড়ের পাক খসে
ইহার উচিত পাবে ফল।
গরুড় বিহগপতি তার পুত্র সম্পাতি
জ্ঞাতিরে লঙ্ঘিল অহঙ্কারে
উড়িয়া গগনতলে পড়ে ভানুমণ্ডলে
তার পাখা পোড়ে রবিকরে।
ধন লেই নৃপবর প্রাণ লেই দণ্ডধর
জাতি লেই দেই বন্ধুজন
রাজগর্বে হয়্যা মানী দশের না বোল শুনি
সমরে পড়িল দুর্যোধন।
জারে নিন্দে দশ নর সেই যদি নৃপবর
তথাপি মলিন তার যশে
রজকের শুনি কথা পরীক্ষা করাইয়া সীতা
পুনর্বার দিল বনবাসে।
রাজপাত্র ধনপতি আর বান্যা বৈসে খিতি
সকল রাজার পরিবার
মিলিয়া শতেক ভাই জাইব রাজার ঠাঞি
রাজা করে উচিত বিচার।
বণিকসমাঝ বৈসে লক্ষপতি প্রিয় ভাষে
শঙ্খ দত্ত নাহী দেই মন
হয়্যা সাধু অভিমানী লহনারে বলে বাণী
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৩১৩

লহনা কী কাজ করিলি আমা খায়্যা
খুল্লনা তোমার পাকে কাননে ছাগল রাখে
বিপাক পড়িল আমা দিয়া।
তোর অনুমতি লৈয়া করিল দোয়জ বিভা
দিব্বি দিয়া কৈল সমর্পণ
কপটে লিখিয়া পাঁতি মজাইলি মোর জাতি
বংশে বংশে রহিল গঞ্জন।
আপনার সুখ-শংসা সতিনে করিল হিংসা
করিলি কপট ব্যবহার
তোমার দারুণ কোপ কুলযশ কৈলি লোপ
বসুমতী ভরিলি খাঁখার।
রাজা যদি করে বল জ্ঞাতিবন্ধু ধরে ছল
সর্প যদি খেদাড়িয়া খায়
তুহু পাপসতি বাঁজি হইলি অপযশ-পাঁজি
কহ মোরে কেমন উপায়।
কি আর জীবনে ফল আন্যা দেহ হলাহল
তেজিব বিফল জীবলোক
যদি মরে ধনপতি তবে দু সতিনে প্রীতি
লহনার দূর হবে শোক।
ধনবান জার পতি সেই জায়া ভাগ্যবতী
বিবাহ করয়ে দুই তিন

এক বধূ পুত্রবতী   সভার উত্তম গতি
    সতিনের পুত্র নহে ভিন[1] ।
তোরে গর্ভভাগ্য নাহী   যদি করে গোসাঞি
    অন্য গর্ভে সুতের সঞ্চার
শুনিঞা পুরাণকথা   তোমারে দিলাঙ সতা
    পরলোকে হব প্রতিকার ।
বিভা কৈল পুত্র-হেতু   স্বর্গ জাইতে ধর্মসেতু
    পরলোকে জলপিণ্ড-দাতা
আর জত উপচার   পুত্র বিনু অন্ধকার
    নরকে নাহীক পরিত্রাতা ।
অপুত্রক জার গারি   তার ধনে রাজা ভারি
    পরে নেই আওয়াস মিরাস
শূন্য তার দুই লোক   মরণে অধিক শোক
    প্রথম বাসরে উপবাস ।
আত্মঘাতি করে ভালে   কাতি দিতে চাহে গলে
    নিশ্বাস জিনিঞা দাবানলে
খুল্লনা আসিয়া কাছে   পরীক্ষা লইতে ইচ্ছে
    সবিনয় সাধু কিছু বলে ।
মহামিশ্র জগন্নাথ   হৃদয়মিশ্রের তাত
    কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই   চণ্ডীর আদেশ পাই
    বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩১৪

তোরে বলি প্রিয়ে   বসি থাক গৃহে
    পরীক্ষায় নাহী কাজ
ঠেকিলে পরীক্ষে   না দেখিব[1] চক্ষে
    ভুবন ভরিয়ে লাজ ।
যদি থাকে দোষ   নাহী মোর রোষ
    তুহু ল অবলা-জন
ভ্রমিলি কান্তারে   কী দোষিব তোরে
    আমি স্বামী অভাজন ।
শতেক বনিতা-   মধ্যে পতিব্রতা
    ভাগ্যে পাই এক জন
নারীর চরিতে   শুন্যাছি ভারতে
    ইতিহাসে দেহ মন ।
শূরসেন-সুতা   নাম তার পৃথা[2]
    কন্যাকালে আনি ভানু
বিদ্যা শিখি পূর্বে   কর্ণ কইল গর্ভে
    কর্ণ হইতে জার জানু ।
পাণ্ডু নৃপমুনি   তাহার রমণী
    মদ্র-মহীপতিসুতা
অশ্বিনীকুমারে   আনি নিজাগারে
    হৈল দুই সুত-মাতা ।
পাণ্ডু নৃপবরে   বিভা দিল তারে
    সাঁপে দূর গেল রতি
তার শুন কর্ম   ইন্দ্র বায়ু ধর্ম
    আনিঞা কৈল সন্ততি ।
দ্রুপদনন্দিনী   তার শুন বাণী
    পঞ্চজন কৈল্য পতি
গুরুর যুবতি   পাশে নিশাপতি
    বুধের তাহে সন্ততি ।[3]
দূর করি শঙ্কা   দিয়া লক্ষ তঙ্কা
    বান্ধবে করিব বশ
আরোপি শশাঙ্ক   থাকয়ে কলঙ্ক
    ধন রহে দিনা দশ ।
শুনি মধুমতী   সাধুর ভারতী
    বিনয় বলে খুল্লনা
রচিয়া সুছন্দ   সুকবি মুকুন্দ
    পাঁচালি কৈল রচনা ॥

৩১৫

অবোধ পরাননাথ বলিহে তোমারে
আজি ধন দিলে দিবে বৎসরে বৎসরে ।

নিজ ধন দিতে দিতে তুমি হবে রঙ্ক
ভুবন ভরিয়া মোর রহিব কলঙ্ক।
সাধারণ নহহে জ্ঞানী বড়লোক
সভায় কন্দল-দ্বন্দ্বে খোটা দিব লোক।
পরীক্ষা লইতে তুমি যদি কর আন
গরল ভখিয়া আমি তেজিব পরান।
খুল্লনারে ধনপতি বুঝিল অপাপ
হৃদয়ে সন্তোষ সাধু ঘুচিল সন্তাপ।
পুনুর্বার সভারে করেন নিমন্ত্রণ
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩১৬

পুনুরপি ধনপতি করে নিমন্ত্রণ
খুল্লনার রন্ধনে সভে করিবে ভোজন।
স্বপক্ষ বণিক তারে করিল আশ্বাস
হেটমাথা করি বলে নীলাম্বর দাস।
দশমী দিবসে মোর গুরু-প্রয়োজন
কেমনে আমিষ্য অন্ন করিব ভোজন।
পূর্বেতে কড়ক ছিল ধনপতি সনে
গাঙঠি করিল বান্যা তথির কারণে।
বড়ই চতুর জয়পতির নন্দন
ইঙ্গিতে বুঝিয়া নিল বিপক্ষের মন।
ভোজন করিতে তোমা নাহি বলি আমি
ব্রাহ্মণে রান্ধিবে অন্ন করিবে দশমী।
দশমী করিয়া তুমি বসিহ সভায়
তোমার প্রসাদে জেন যজ্ঞ সাঙ্গ হয়।
গয়া গঙ্গা করিয়া দেখ্যাছি জগন্নাথ
দড়াইয়াছি ভিন্ন গোত্রে নাহি খাব ভাত।
ধনপতি কটু হয়্যা বলে দুরাক্ষর
বুঝিয়া বলয়ে জেন গর্জে বিষধর।
বায়ন্ন পুরুষে জার লোনের বেপার
সেই বেটা আমারে বলয়ে অহঙ্কার।
হাটে নিঞা বেচে লোন কিনে ডোম হাড়ি
ব্যায়াজের তরে ছুঞ্যা করে কাড়াকাড়ি।
পাঁচ পণ বেচিতে এক পণ করে চুরি
সভা মাঝে বসিয়া নুন্যার আটম্বরী।
ধনপতি তারে যদি বৈল নুন্যা ভণ্ড
সভার ওকীল হয়্যা বলে রাম কুণ্ড।
নীলাম্বর দাস তারে চাপিলেক আঁখি
হাত উঠাইয়া সভাজনে করে সাক্ষি।
জাতি বণিক লোন বেচি সর্বকাল
কেহ লোন বেচে কেহ বেচয়ে বকাল।
কালি তুমি বিভা কৈলে রূপসী দেখিয়া
বনে বনে বেড়াইল ছাগল রাখিয়া।
শুখানর মৎস্য আর নারীর ভ্রমণ
তেপান্তরে পায় যদি রজত কাঞ্চন।
অযত্নে পাইলে ইহা ছাড়ে কোন জন
দেখিলে ভুলয়ে ইথে মুনিজনার মন।
খুল্লনা পরীক্ষা লউক বণিকসভায়
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণ গায় ॥

৩১৭

খুল্লনা রিপুর সিন্ধু করিয়া মজ্জন[১]
একভাবে পূজে রামা চণ্ডীর চরণ।
ফলমূল উপহারে নৈবিদ্য পাঁজলা
করিয়া পুজেন ঘটে সর্বমঙ্গলা।
কিঙ্করী বলিয়া মাতা যদি থাকে দয়া
বিষম সঙ্কটে আসিব মহামায়া।
অবনি লোটায়্যা স্তুতি করে বারে বারে
অন্তরে জানিঞা চণ্ডী আইলা পূজাগারে।
নখ-ইন্দুভাসে দূর গেল অন্ধকার
কবরি-মল্লিকামালে ভ্রমর ঝঙ্কার।
চরণে পড়িল রামা মুখে নাহি বোল
শিরে আরোপিয়া পাণি চণ্ডী দিলা কোল।

খুল্লনারে চণ্ডিকার বড় মায়া মোহ
নেতের অাঁচলে পুছেন নয়নের লোহ।
পরীক্ষা লইতে তারে দিল অনুমতি
আশ্বাস করিল ঝিয়ে থাকিব সংহতি।
এ বোল বলিয়া চণ্ডী রহিলা অম্বরে
ধনপতি পরীক্ষা মানিল উচ্চস্বরে।
খুল্লনা পরীক্ষা লয় দেবীর আদেশে
পাঁচালি প্রবন্ধে কবিকঙ্কণ ভাষে॥

৩১৮

সাধু ধনপতি দত্ত আনিঞা পণ্ডিত শত
সভারে বসায় দিব্যাসনে
হয়্যা সভে কৃপানিধি বিচারে পরীক্ষা শুদ্ধি
ধর্ম্মেরে করিয়া সচেতনে।
সাধুজনের কর্ম বন্দনা করিয়া ধর্ম
লিখে মন্ত্র অশ্বত্থের দলে
আনিঞা পথিক দুই তার শিরে পত্র থুই
ডুবাইল সরোবর-জলে।
খুল্লনা পরীক্ষা নেয় কোন বান্যা কিছু কয়
উজানি করয়ে ধন্য ধ্বনি
অষ্ট-নায়িকা লয়্যা খুল্লনারে করি দয়া
রথে ভরে উরিলা ভবানী।
দুই জনে ক্রমে উঠে বিপক্ষের বল টুটে
পরীক্ষায় খুল্লনার জয়
ফিরাইয়া পুনু পাতে দিল পথিকের মাথে
পুনুর্ব্বার করিয়া নিশ্চয়।
অলঙ্কার দত্ত কয় জলের পরীক্ষা নয়
পথিক সহিত ছিল সান[১]
তেজিয়া কপট নিধি পরীক্ষা করিব যদি
পরীক্ষা করুক রামা আন।
সাধুর আদেশে মাল আনে সর্প জেন কাল
দুই অাঁখি করঞ্জা সমান
রাখিল নূতন ঘটে গর্জনে কলস ফাটে
সর্প চালে চন্দ মতিমান।
কনক-অঙ্গুরি তথি পেলে বান্যা ধনপতি
ধীরসভা করে হাহাকার
ভূতলে পাতিয়া জানু প্রণাম করিয়া ভানু
অঙ্গুরি তুলিল সাত বার।
মিলি নীলাম্বর দাসে রাম দাঁ নিষ্ঠুর ভাষে
খুল্লনা গঞ্জিয়া কয় কথা
করিয়া কপট ধন্দ[২] সাপে দিলে মুখবন্ধ
সর্প জেন হয় মহীলতা।
আজ্ঞা দিল বুহিতাল দ্বিজে দিল ঘৃতে জাল
ঘৃত হইল অনল সমান
ভয় নাহি করে সতি আরোপি কাঞ্চন তথি
তুলিল সভার বিদ্যমান।
কহিছে মাধব চন্দ নাঞি নেয়াই নাহি দ্বন্দ্ব
বারিলে অনল হয় জল
তঙ্কা দেকু এক লাক ঘুচাব সকল পাক
পরীক্ষায় নাহি ফলাফল।
আজ্ঞা দিল বুহিতাল কামার পাতিল শাল
সাবল তাইল হুতাশনে
জেন প্রভাতের ভানু হইল সাবল তেনু
সাধুর সন্দেহ বড় মনে।
দ্বিজে মন্ত্র লিখি পাতে দিল খুল্লনার হাথে
করে দিল অশ্বত্থের দল
সাঁড়াসিয়ে ধর্য়া আনে খুল্লনার বিদ্যমানে
জবাপুষ্প সমান সাবল।
খুল্লনা অনলে কয় শুন বহ্নি মহাশয়
থাক সর্ব্বজীবের অন্তরে
যদি বা দুষ্কৃত পাপ উচিত করিবে দাপ
নহে শান্ত হবে মোর করে।
পাতে রামা দুই পাণি কামার সাবল আনি
আরোপিল তার পাণিপুটে।
করি রামা প্রণিপাত লঙ্ঘিয়া মণ্ডলী সাত
পেলাইল লৈয়া তৃণকুটে।

পুড়্যা গেল তৃণচয় ধনপতি তেজে ভয়
শঙ্খ দত্ত বলে কটু বাণী
বলিবারে কীবা ভয় সাবল-পরীক্ষা নয়
বারিলে সাবল হয় পানি।
রোষজুত ধনপতি পুন দিল অনুমতি
তুলা পরীক্ষার বিধানে
খুল্লনা করিল তুলা হারিল বণিকগুলা
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে ॥

৩১৯

ধুস দত্ত বলে ভাই তোর দায়ে আমি দাই
কহি হিত উপদেশবাণী
এ সব পরীক্ষা বাঁঝি: এতে কেহ নহে রাজি
ধরিল সভার পদপাণি।
আন পরীক্ষা নাঞি মানি সভে করে কানাকানি
না ঘুচিল কুলের গঞ্জন
জোঘর করিল সীতা সভে কহে সেই কথা
তথি সভাকার লয় মন।
তুমি আমি দুই তাই অবশ্য করনা চাহি
কহিতে করহ পাছে রোষ
জোঘর করুক বধূ যশ অকলঙ্ক বিধু
তবে সভে করিব নির্দোষ।
বলে বনমালী চন্দ নাঞি নেয়াই নাঞি দ্বন্দ্ব
উচিত কহিতে চাহি কথা
সীতা উদ্ধারিয়া রাম তবে সে আনিল ধাম
জোঘর করিল জবে সীতা।
হয়্যা অবনির রাজা করিল লোকের পূজা
আপনি হইয়া ভগবান
জেই পথ কৈল হরি তাহা দড়াইয়া ধরি
সেই পথ কেবা কয়ে আন।

ধুসার শুনিঞা কথা মনে সাধু ভাবে বোথা
যুক্তি কৈল খুল্লনা সহিত
খুজ্যা সাধু কারিগরে জোগৃহ সজ্জ করে
মুকুন্দ রচিল শুদ্ধ গীত ॥

৩২০

নিযোজিল ধনপতি শতেক কিঙ্করে
কারিকর চায়্যা তারা আট দিকে ফিরে।
জত কারিকর ছিল নগরে নগরে
জোগৃহ নামে তারা হেটমাথা করে।
বান্ধিয়া বাঁশের আগে পাটের পাছড়া
ফিরাইল শত পল সুবর্ণ চাঙ্গড়া।
নগরে নগরে তারা দিলেক ঘোষণা
জোগৃহ গড়্যা নেকু শত পল সোনা।
দেবতা-পরীক্ষাকার্য দেবতা সে জানে
জোগৃহ কথা তারা নাহি শুনে কানে।
হেন কালে জান চণ্ডী গগন-বিমানে
দেখিয়া চণ্ডিকা যুক্তি কৈল পদ্মা সনে।
বিশ্বকর্মে ভগবতী কৈল স্মঙরনে
শ্রুতিমাত্রে বিশ্বকর্ম আইল ততক্ষণে।
অষ্টাঙ্গ লোটাইয়া বিসাই হৈল নুতিমান
আশ্বাসিয়া অভয়া দিলেন গুয়া পান।
চণ্ডিকা বলেন বাপা বলিহে তোমারে
মোর দাসী পরীক্ষা লইব জউঘরে।
মোর ব্রতে বিসাই যদি কর অবধান
খুল্লনার জোগৃহ করহ নির্মাণ।
বিশ্বকর্ম এত শুনি লইলেন পান
স্মঙরন করিতে তথা আইল হনুমান।
আইস পুত্র বলি তারে চণ্ডী দিলা ভার
ঝাট নির্মাইয়া দেহ জোয়ের আগার।
জেই ক্ষণে আদেশ করিল ভগবতী
সেই ক্ষণে দুই জনে হইল নরাকৃতি।

অঙ্গীকার করি দুহেঁ চণ্ডী বিদ্যমানে
সুবর্ণ চাঙ্গড়া আসি ধরে দুই জনে।
গৌরব করিয়া দুহাঁর সাধু দিলা পান
জৌগৃহ গড়ে তারা হইয়া সাবধান।
আনিলেন জত ছিল নগরের নড়ি
সাতানয়্যা[১] বন্দে বিশ্বকর্ম ধরে দড়ি।[২]
সূত্র ধরিয়া ভিত দিল চারি পাট
জৌ ঝান-কাট কৈল কপালি চৌকাট।
জৌ ঝান-বাতা কৈল জৌয়ের ছিটনী
সোল পাট দিয়া কৈল জৌয়ের ছায়নী।
জৌঘর নির্মাইয়া করিল বিদায়
দেখিয়া হরিষ হইল বিপক্ষসভায়।
নীলাম্বর দাস বলে হৈল জৌঘর
সতি হৈলে বাঁচিবে ইহার ভিতর।
খুল্লনা চিন্তিল তথা চণ্ডীর চরণ
বিষম সঙ্কটে মাতা করহ রক্ষণ।
ফল মূল উপহার নৈবিদ্যে পাঁজলা
করিয়া পুজেন ঘটে সর্বমঙ্গলা।
অবনি লোটায়্যা নুতি করেন স্তবন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩২১

নমহু নমহু বাণি প্রনমহোঁ নারায়ণি
অধিষ্ঠান হও পূজাঘটে
বিপদে স্মঙরে দাসী হইয়া বিপদনাশী
প্রাণ রাখ বিষম সঙ্কটে।
প্রলয় দানব মারি ত্রিদশের অধিকারী
সুরলোকে করিলে সুস্থির
মহিষ রাক্ষস জন্ত নাশিলে সভার দম্ভ
ত্রিভুবনে তুমি মহাবীর।
তোমার করিয়া পূজা জয়ী হইল রাম রাজা
রাবণের করিল নিধন
নিশাচরগণ-ভীতা আপনি রাখিলে সীতা
রঘুনাথে আনিলে ভবন।
বিশ্বরূপা বিষালাক্ষী সমরবিজয়ী লক্ষ্মী
অনন্তরূপিণী রাজ্যরিশী
ভাবে তুয়া শুদ্ধমতি সেই জন মহাসতি
রাখ সতিজন অবতংসে।
মণিহরণের কালে প্রবেশিয়া পাতালে
নিরুদ্দিশ হইল যদুপতি
দৈবকী রুক্মিণী মিলি দিয়া জয় হুলাহুলি
তোমাকে করিল বহু স্তুতি।
তুমি দিলে বরদান জয়ী হইল ভগবান
সমরে জিনিল জাম্বুবান
জাম্বুবতী করি বিভা সিমন্তক মণি নিঞা
আইলা দ্বায়িকা মহাস্থান।
যশোদানন্দিনী জয়া শিবা দুর্গা মহামায়া
শশাঙ্কশিখরা শিবদূতী
সুরাসুর মহাজন্তু নাশিলে সভার দম্ভ
ত্রিদিবে স্থাপিলে বসুমতী।
নীলপুরে তুমি নীলা পুরী কৈলে ঘাটশিলা
রঙ্কিনী শূলিনী ভয়ঙ্করা
ধরি বিষালাক্ষী নাম বারাণসী কৈল ধাম
নৈমিষকাননে লিঙ্গহরা।
খুল্লনার স্তুতি শুনি আসি তথা নারায়ণী
কৃপাময়ী শিরে দিল হাথ
লোচনে প্রমদ বারি করেন খুল্লনা নারী
অবনী লোটায়্যা প্রণিপাত।
খুল্লনা চিন্তিয়া ভয় জৌগৃহ-কথা কয়
আশ্বাস করেন হৈমবতী
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
দামুন্যায় জাহার বসতি ॥

৩২২

খুল্লনারে ভদ্রকালী চিন্তিয়া কল্যাণ
পদ্মাবতী সঙ্গে দেবী করি অনুমান।
ধনঞ্জয়ে ভগবতী কৈল স্মঙরন
শ্রুতিমাত্রে ধনঞ্জয় আইলা ততক্ষণ।
প্রণিপাত করিয়া অগ্নি করিল অঞ্জলি
কি করিব আদেশ করহ ভদ্রকালী।
চণ্ডিকা বলেন পুত্র বলিহে তোমারে
মোর দাসী পরীক্ষা লইব জোঘরে।
হাথে হাথে তোমারে করিনু সমর্পণ
জতনে করিহ ইহার ভয়নিবারণ।
সতি দেখ্যা হই আমি পরমশীতল
বিশেষে তোমার আজ্ঞা পরমমঙ্গল।
ইহা বলি ইস্কনে জ্বলিলা স্বাহানাথ
খুল্লনা প্রত্যয়হেতু তথি দিল হাথ।
খুল্লনার হাথে অগ্নি তুষারশীতলে
আছুক আনের কাজ শঙ্খের জো নাহি গলে।
খুল্লনা আরোপি গলে তুলসীর মালা
উপনীত হইল রামা জথা জো-শালা।
বণিকসমাঝে রামা লৈয়া অনুমতি
জোগৃহ প্রবেশ করিল রূপবতী।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

৩২৩

খুল্লনা চণ্ডীর পদ করিয়া ভাবনা
সম্মুখ-দুয়ারে বহ্নি দিলেন খুল্লনা।
দুয়ারে ভেজায়্যা অগ্নি প্রবেশিল ঘরে
বাড়িতে লাগিল অগ্নি জোঘর উপরে।
সতি-দেহ দহিবারে হইল অনল
তুষারশীতল হিম মৃণালশীতল।
জোগৃহে বাড়ে বহ্নি যোজনপ্রমাণ
প্রলয় বুঝিয়া সিন্ধু ছাড়ে নিজস্থান।
প্রথমে গগনতলে উঠে নীল ধুঙা
চাতক খেচর জত হইল উভমুণ্ডা।
ক্রমে ক্রমে বাড়ে অগ্নি জুড়িল আয়াষা[১]
পথিক চলিতে নারে পথে লাগে দিশা।
উত্তরপবনে বহ্নি ডাকে হনহন
অগ্নির দফাল জেন ষাঁড়ের গর্জন।[২]
সূর্যের রথের ঘোড়া হইল চলাচল
ঘোড়ার চাপনে হৈল সারথি বিকল।
লুকায় গগনবাসী মেঘের আহড়ে
কেবা দিগন্তে গেল বহ্নিভূত ঝড়ে।
চাল গল্যা পড়ে[৩] চারি-পাটি কাথ গলে
চারিটা গলিত ধারা ধায়[৪] মহীতলে।
শোকে ধনপতি দত্ত ঝাঁপ দিতে জায
বন্ধু দশ মিলি তারে ধরিয়া রহায়।
পরীক্ষা[৫] দেখিতে আইল জত দেবগণ
বিমান উভাইয়া চলে নিজ নিকেতন।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত।

৩২৪

কান্দে ধনপতি করে আত্মঘাতি[১]
লোটায় ধরণীতলে
মেলি বন্ধু দশে বান্ধি ভুজপাশে
না দেই জাইতে অনলে।
গড়াইতে পঞ্জর গৌড় নগর
গেলাঙ আপনা খায়্যা
সহিত বাঘিনী খুল্লনা হরিণী
উত্তর না পাইনু চায়্যা।
আমি অভাজন না কইল পালন
ছাগল রাখিলে বনে

সহিতে অপেক্ষা বিষম পরীক্ষা
দিলাও যুবতিজনে।
তোমা স্মঙরিয়া পোড়ে মোর হিয়া
আইস প্রিয়ে একবার
তোমা বিনে মোর ঘর হইল ঘোর
জীবন ধরি অসার।
দিয়া মহাশোক গেলে পরলোক
কর প্রিয়ে মোরে সঙ্গি
কৃষ্ণসার বিনে একাকী ভ্রমণে
না পায় শোভা কুরঙ্গী।
তুমি গেলে জথা আমি জাব তথা
ব্যাজ দিনা দুই তিন
কাম্য করি তোরে মরিব সাগরে
নহিব তোমা বিহীন।
বন্ধুজন কান্দে কেশ নাহী বান্ধে
কান্দে সাধু লক্ষপতি
কপটবচনা কান্দেন লহনা
প্রবোধে লীলা যুবতী।
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

৩২৫

অগ্নি হতে উঠ প্রিয়ে খুল্লনা সুন্দরী
তোমা বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি।
নিধূম হইল অগ্নি তাল হেন জলে
খুল্লনা বসিয়া আছে অভয়ার কোলে।
ভালই আছিনু প্রিয়ে গৌড়নগরে
দেশেরে আইনু প্রিয়ে তোমা পোড়াবারে।
কেমনে পুড়িল শঙ্খ শ্রীরামলক্ষ্মণ
কেমনে পুড়িল অঙ্গে পাটের বসন।
নহলী যৌবন পুড়্যা হইল ছারখার
তো হেন সুন্দরী প্রিয়ে না দেখিব আর।
ভাসে ধনপতি দত্ত লোচনের জলে
বন্ধু দশ মেলিয়া প্রবোধবাক্য বলে।
কপটে কান্দয়ে রামা লহনা বান্যানি
প্রবোধ করয়ে লীলা বাঁড়ুরি ব্রাহ্মণী।
খুল্লনা রহিল মোর বড় মায়া মোহ
কপটপ্রকারে কান্দে চক্ষে নাহী লোহ।
শঙ্খদত্ত আদি জেবা আস্যাছিল এথা
অন্তরে গণিঞা সভে হেট কৈল মাথা।
নিধূম হইল অগ্নি টুট্যা আইল শিখি
খুল্লনা না দেখি সাধু হইল বড় দুঃখী।
সাধু ধনপতি কুণ্ডে পড়িবারে জায়
কুণ্ডের ভিতরে রামা ঈশ্বরী ধেয়ায়।
বারয়াল সুন্দরী রামা জয় জয় দিয়া
মস্তকে কুন্তল পানি পড়িছে খসিয়া।
সেইমতে ছিল শঙ্খ শ্রীরামলক্ষ্মণ
মলি নাহী পড়ে অঙ্গে পাটের বসন।
খুল্লনা দাণ্ডাইল গিয়া সভা বিদ্যমানে
বণিকসমাঝ তার পড়িল চরণে।[১]
বণিকসমাঝ বলে নাহী দিহ সাঁপ
অপরাধ বোল বৈল অহঙ্কার পাপ।
নীলাম্বর দাস বলে আমি তোমার ভাই
ভাত খায়্যা জাব আমি মান নাহি চাই।
রাম দাঁ আসিয়া বলে সকরুণ বাণী
তুমি জে মানুষ নহ আমি ইহা জানি।
অঞ্জলি করিয়া সভে নিল নিমন্ত্রণ
খুল্লনা রান্ধিলে সভে করিব ভোজন।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

৩২৬

শুন গো খুল্লনা উত্তমধিষণা
খঞ্জনি-গঞ্জনি রামা।

আল্যা বান্যাজাল মোরে হয়্যা কাল
দুঃখ করাইতে তোমা ।
বলে বান্যাকুল খাব অন্নজল
জদি একবারে পাই
হইয়া প্রসন্ন জারে দিব অন্ন
তার বাড়িবেক আই ।
তবে জানি সতী একুবারে যদি
সভে অন্নজল পাই
কি করিব বল প্রতিজ্ঞা করিল
তবে অন্নজল খাই ।
সাধুর বচন করিল স্মরণ
সুন্দরী খুল্লনা নারী
সর্বথা সম্ভারে দিব একেবারে
অন্নজল আদি করি ।
সাধু গেল তথা শুনিঞা একথা
বলিল বণিককুলে
এথা রূপবতী চিন্তে ভগবতী
এবার রাখিবে মোরে ।
দাসীর স্মঙরনে মরত-ভুবনে
উরিলা লোকের মাতা
সভাকারে ধন্দ দেখাতে প্রবন্ধ
আইলা হেমন্ত-সুতা ।
সাধু স্নান করি ঘৃতে পুরি খুরি
মিষ্ট অন্ন বন্ধুজনে
সভে মৃদুমন করিল ভোজন
শ্রীকবিকঙ্কণ ভনে ॥

৩২৭

বিপক্ষে বাঁচিল রামা অভয়ার বরে
রন্ধন করিতে তারে বলে সদাগরে ।
স্মঙরিয়া ভগবতী বসিলা রন্ধনে
দুবলা জোগায় দ্রব্য জে চাহে জখনে ।
সাক সুপ রান্ধিয়া ওলায় ফুলবড়ি
ঘৃত দিয়া ভাজিল উত্তম পলাকড়ি ।
কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে পণ দশ
মুঠ নিঙ্গাড়িয়া তাহে দিল আদার রস ।
খণ্ডে মুগের সুপে উভরে ডাবরে
আচ্ছাদন থালখানি দিলেন উপরে ।
কটু তৈলে ভাজে রামা চিথলের কোল
রোহিত কুমুড়াবড়ি আলু দিআ ঝোল ।
বদরি সকুল মীনে রসাল মুসুরি
পণ দুই ভাজে রামা সরল-শফরী ।
কথগুলা তোলে রামা চিঙ্গড়ার বড়া
কচি কচি গোটা দশ ভাজিল কুমুড়া ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥১

৩২৮

পঞ্চাশ বেঞ্জন অন্ন করিল রন্ধনে
দুবলা জানায় গিয়া সাধু সন্নিধানে ।
ভোজনে বসিল জত জ্ঞাতিবন্ধু জন
খুল্লনা কনকথালে জোগায় ওদন ।
সুবর্ণের গাড়ুতে লহনা দেই ঘি
হাসিয়া পরসে রামা বানিঞার ঝি ।
প্রথমে সুকুতা ঝোল সুপ ঘণ্ট সাক
প্রশংসা করয়ে সভে রন্ধনের পাক ।
ভাজা মীন ঝোল ঘণ্ট মাংসের বেঞ্জন
গন্ধে আমোদিত হইল সাধুর ভবন ।
প্রশংসা করয়ে সভে সকল বেঞ্জন
শুনি লহনার খসে লোচনে অঞ্জন ।
দধি পিঠা খান সভে মধুর পায়স
ভোজন করিয়া সভে লাজে হৈল বশ ।
ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আচমন
কর্পূর-তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন ।

হব্যঋষি পাইল মান সায়বানি দোলা
চন্দন চৌখুরি দিল[১] ঝারি কণ্ঠমালা ।
কাশ্যপ পাইল মান পাটের পাছড়া
দুর্বারিসী পাইল মান চড়নের ঘোড়া ।
কৌসিখি পাইল মান সুবর্ণের ঝারি
সাতগাঁয়ের বান্যা পাইল বিচিত্র পামরি ।[২]
অঙ্গে অঙ্গে প্রতি সভে পাইল কাপড়
বির্ত্তি বার্ত্তন লিখ্যা দিলেন গৌরব ।
বিদায় করিয়া সাধু জ্ঞাতিবন্ধুগণে
প্রভাতে চলিল সাধু রাজসম্ভাষণে ।
বিপদসাগরে সদাগর হয়্যা পার
রাজসম্ভাষণে চলে রাজার দুয়ার ।[৩]
ভার দশ দধি কলা চাঁপা মর্ত্তমান
দোখণ্ড সরস গুয়া বিড়াবিন্ধা পান ।
গছে বান্ধ্যা নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া
সগল্লাথ থান দুই থান দশ গড়া ।
কান্দি দশ নিলেন বাঙন নারিকল
ঘড়ায় পুরিয়া নিল নাড়ু গঙ্গাজল ।
ভেট দিয়া নৃপবরে করিল প্রণতি
হেন কালে পুরাণ শুনেন নরপতি ।
পাঠক পুরাণ গায় জ্যৈষ্ঠমহিমা
জ্যৈষ্ঠে চন্দনদান সুকৃতির সীমা ।
মহাযোগ করি [কেহে] জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাশী
ইহাতে পূজিলে হরিহর স্বর্গবাসী ।
ইন্দ্র আদি দেব আইসে আগুবাড়ান
দিব্য গায়নে তার গায় সন্নিধান ।
জেই জন চন্দনে করে হরিসঙ্কীর্তন
ভারথমণ্ডলে তার সফল জীবন ।
জেই জন চন্দনে করয়ে হরিপূজা
সাতদিন অবনিতে সেই হয় রাজা ।
শিবের দুয়ারে জেবা করে শঙ্খধ্বনি
অভিমত বরদানে শিব তার রিনি ।
চামর ঢুলায় জেবা হরি সন্নিধানে
স্বর্গলোক জায় সেই চাপিয়া বিমানে ।
অধ্যয়ন সমাধান দ্বিজে বান্ধে পুথি
ভাণ্ডারি চন্দন আন বলে নরপতি ।
চন্দনের তরে রাজা ভাণ্ডারি ডাকিয়া
আরতি দিলেন তার হাথে পান দিয়া ।
জে কিছু চন্দন ছিল ভাণ্ডার ভিতর
ভাণ্ডারি আনিঞা দিল রাজার গোচর ।
ভাণ্ডারি আসিয়া নৃপে করে নিবেদন
পাচালি রচিল দ্বিজ শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩২৯

অবধান কর রায় নিবেদি তোমার পায়
চন্দন নাহিক এক তোলা
জত সাধু ছিল রিনী ইবে তারা হইল ধনী
সম্পদে মাতিয়া হৈল ভোলা ।
বিংশতি বৎসর হইল জয়পতি দত্ত মইল
ডিঙ্গা ভর্‍্যা আনিত চন্দন
আর জত সদাগর তিলেক না ছাড়ে ঘর
না পাই চন্দন-অন্বেষণ ।
গজশালে গজ মরে হাত্যারা আঙ্গাম করে
লবঙ্গ নাহিক জায়ফলে
সন্ধ্যাপ বিহনে ঘোড়া শালে মরে জোড়া জোড়া
শঙ্খ নাহি বাজে পূজাকালে ।
চামর্‍্যা পামরি ভোট সকল্লাথ গজঘোট
একখানি নাহিক ভাণ্ডারে
শঙ্খ পরিবার তরে রামাগণ সাদ করে
পিত্তলভূষণ ঘরে ঘরে ।
ভাণ্ডারে নাহিক নীলা মসার নিকষশিলা
মানিক বিদ্রুম মুতিপলা
জতেক চামর ছিল সকল পুরান হইল
উড়ে জেন সিমুলের তুলা ।
হিঙ্গ হিঙ্গুল দ্রাক্ষা ঘনসার গজভক্ষা
কুমকুম কস্তুরি গন্ধচুয়া

দিসী সাধু হইল বধ্‌ না আইল বৈদিসী সাধু
দেখিতে দুর্লভ হইল গুয়া।
আমার বচন শুন ধনপতি দণ্ডে আন
পাটনেতে তারে দেহ পান
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

৩৩০

কৃতাঞ্জলি বলে সাধু রাজার চরণে
দক্ষিণ পাটনে পাঠাও অন্য জনে।
তোমার চরণে রায় করি নিবেদন
শিশু-গারি মধ্যে মোর নাহী অপেক্ষণ।
এ সাত পুরুষ মোর গেল বুহিতালে
সেই সব ডিঙ্গা আছে ভ্রমরার জলে।
কেমনে জাইব রাজা দক্ষিণ পাটন
পানি-ভেদা হইয়া ডিঙ্গা হইল পুরাতন।
পাত্র মিত্র বলে ভাই না কর বিষাদ।
করিতে রাজার কার্য্য নাহি অপরাধ।
সভাজন বলে সাধু কত সাধ মান
বৈসহ রাজার রাজ্যে খাও খেম নান।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৩৩১

রাজায় করিয়া নুতি বলে সাধু ধনপতি
এবার পাঠাও অন্যজনে
জুড়িয়া উভয়পাণি সবিনয় বলে বাণী
নৃপতি বচন নাহি শুনে।
নিজ বনিতার কাজ কহিতে বাসয়ে লাজ
লোকমুখে শুনিবে সকলি
হিংসার আরোপী মন শূন্য দেখি নিকেতন
সতিনেরে রাখাল্য ছাগলী।
হৃদয়ে ভাবিয়া পীড়া নাহি সাধু লয় বিড়া
কোপে রাজা লোহিতলোচন
বুঝিয়া কার্যের গতি লয় সাধু ধনপতি
অঞ্জলি করিয়া মাথে পান।
আপন অঙ্গের জোড়া চড়িবারে দিল ঘোড়া
কবজ প্রসাদ জমধর
লক্ষ তঙ্কা ডিঙ্গার ধন গায় দিল অভরণ
বিদায় পাইল সদাগর।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩৩২

সিংহল জাইতে সাধু পাইল আরতি
লহনা দুবলা মুখে পাইল সালাতি।
সুয়র[1] দুখে হিয়ার সুখে কয় দুই চারি কথা
বাঁজ চারি পাঁচ ডাক্যা আনে তেজ্যা মনের ব্যোথা।
আর শুন্যাছ সিংহল জাত্যে সাধু সাজ্যাছে ডিঙ্গা
নাইয়া পাইকের কুলকুলা ঘন বাজে সিঙ্গা।
সুয়র চক্ষে চক্ষু পড়িলে চক্ষে চক্ষে কথা
আমার দিঠে দিঠ পড়িলে করে হেট মাথা।
সোহাগধনে গর্বে[1] না দেখে নয়নে
দোষের মত শাস্তি দিতে বিধাতা সে জানে।
সুয় দুয় সমান হইল ইবে [হইল] ভাল
বিক্রমকেশরী জিয়া থাকুক চিরকাল।
ওহার সবে গোরা গা ঐ সে যুবতী
ঐ পয়্যাচে কঙ্কণহার ঐ সে গর্ভবতী।

হেলন দোলন চলন-ভাঁতি কে সাহিতে পারে
ভাল হইল সাধু জায় সিংহল নগরে।
ওহার সবে রাঙ্গা সাঁকা ঐ সে বরনে গোরি
ঐ সে জানে স্ত্রীকলা মোহন চাতুরি।
হাথে পান মুখে গুয়া ফিরে পাটি পাটি
পাটপড়সী বলে জাতি না রাখিব ঢ'াটি।
নিষেধ না মানে ছুড়ি না মানে দোহাই
সাঁড় চায়্যা বুলে জেন বাথানিঞা গাই।
বেয়াজ দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ
দড় স্বামী হইলে আজি নাকে দিত পদ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর চরিত ॥

৩৩৩

ভূপতি চরণে সাধু করিয়া প্রণাম
ত্বরা করি সদাগর জান নিজ ধাম।
চিন্তায় চিন্তিত সাধু অশ্রুনয়ান
ঝারি হাথে খুল্লনা আইল বিদ্যমান।
সাধুর মলিন মুখসরোরুহ দেখি
রাজদ্বায়ের বার্ত্তা জিজ্ঞাসে শশিমুখী।
বিরসবদনে সাধু কহিল সকল
আরতি পাইল প্রিয়ে জাইতে সিংহল।
এত বাক্য হইল যদি সদাগরের তুণ্ডে
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে।
দুই চক্ষু হইল তার ধারা শ্রাবণ
হিত উপদেশ সদাগরে নিবেদন।
চিন্তায় চিন্তিত রামা অশ্রুলোচন
অভয়ামঙ্গল গায় শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩৩৪

প্রাণনাথ সিংহল গমনে নাহি সাধ
স্বকীয় চন্দন শঙ্খ   দিয়া হব নিরাতঙ্ক
রাজস্থানে লইব প্রসাদ।
ভাণ্ডারে আছয়ে নীলা   মসার নিকষশিলা
মানিক বিদ্রুম মরকতে
জত আছে নিজাগারে   দেহ নিঞা নৃপবরে
সুখে থাক নিজ জায়া সাথে।
[একা] সমর্পিয়া মোরে[1]   গেলে পঞ্জরের তরে
গোঙাইলে তথা এক সমা
সতা দিল জত দুঃখ   ধরণ না জায় বুক
আমার দুঃখের নাহি সীমা।
জলে কুম্ভীরের ভয়   কূলেতে শার্দ্দূলের চয়
দুষ্ট খণ্ড শত শত পথে
জে জায় সিংহল দেশ   সে পায় বহুত ক্লেশ
কহিয়াছে মোর পিতা তত্ত্বে।
জাবে হে সাগর বায়্যা   সে পথে না জিব নায়্যা
পরান-সঙ্কট নোনা-বায়
কহিতে পরান ফাটে   মকরে মানুষ কাটে
ধিক থাকু সিংহল-উপায়।
বহু তিমিঙ্গিল আছে   প্রাণপিড়াসিল[2] মাছে
তনু জার শতেক যোজন
কি করে টমক সিঙ্গা   পক্ষে ছুঞা[3] লয় ডিঙ্গা
সেই দেশে সঙ্কট জীবন।
উড়ুম কৎস্যবগুলা   সসা জেন মসাগুলা
জলৌকা কুঞ্জরশুণ্ডাকার
রাজা বড় পাপচিত্ত   ছলে হর‍্যা লয় বিত্ত
শুন্যাছি দেশের দুরাচার।
খুল্লনা জতেক কয়   শুন্যা সাধু করে ভয়
সখিমুখে শুনিল লহনা
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ   গান কবি শ্রীমুকুন্দ
মনোহর পাঁচালি রচনা ॥

৩৩৫

মনে বড় কুতূহল   লোচনে কপট জল
বৈসে রামা সাধুর সকাশে
কেমন দারুণ বেলা   রাজসম্ভাষণে গেলা
চিরদিন হইল পরবাসে।

কর প্রভু দড় বুক হৃদয়ে না ভাব দুখ
কর গিয়া রাজার আরতি
না কর‍্যা আসিতে ত্বরা সাত নায় দিয়া ভরা
লাভ কর‍্যা আসিহ বসতি।
জেই জন পরাধীন সে জন অবশ্য দীন
সুখ দুঃখ নাহিক বিশেষ
রাজা মূর্ত্তিময় তম সাপ বাদে জেন যম
রাজার সেবনে হব ক্লেশ।
সসুরা আছিলা রঙ্ক আনিতা চন্দন শঙ্খ
সাজন করিয়া সাত নায়
বেচা কিন্যা হইলে ধনী ইহা ভালে আমি জানি
কি বুঝাব অবলা তোমায়।
তঙ্কা চাহি প্রতি হাটে বস্যা খাইতে নাঞি আঁটে
যদি হয় কুবেরের ধন
হিত-উপদেশ বলি ফুরায় নদীর বালি
আয় বিনে যদি করি পণ।
লহনা জতেক ভাষে শুন্যা সদাগর হাসে
দৈবজ্ঞ আনিতে করে ত্বরা
উমাপদ-হৃতচিত মুকুন্দ রচিল গীত
চণ্ডিকা-পাঁচালি মনোহরা॥

৩৩৬

সিংহল চলিবে নাথ দীর্ঘ পরবাস
লাজ খণ্ড্যা কহি মোর গর্ভ ছয় মাস।
মোর মনে লয় তথা হব চিরকাল
তোমার বান্ধবগণ বিষম করাল।
গাণ্ডটি ধরিয়া তারা জদি ধরে ছল
সেই কালে কেবা মোর হব অনুকূল।
শুন হে পরাণনাথ বলিহে তোমারে
পরীক্ষ্য লইতে কত পারি বারে বারে।
এমন শুনিঞা সাধু খুল্লনার ভারথি
জয়পত্র লিখিবারে দিল অনুমতি।
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল ধনপতি
অশেষ মঙ্গলধাম খুল্লনা যুবতি।
তোরে আশির্ব্বাদ প্রিয়ে পরম পিরিতি
সন্দেহভঞ্জন-পত্র করিল লিখিতী।
জখন তোমার গর্ভ হইল ছয় মাস
সেইকালে নৃপাদেশে করিল প্রবাস।
যদি কন্যা হয় শশিকলা নাম থুয়া
উত্তম বংশজ দেখি ঝিয়ে বিভা দিহ।
যদি পুত্র হয় নাম থুইয় শ্রীপতি
পড়াইয়া শুনাইয়া পুত্রে করিহ সুমতি।
এবার বৎসরে যদি নহে আগমন
আমার উর্দ্দিশে জাবে দক্ষিণ পাটন।
তিন নিদর্শন দিল বানিঞার বালা
শ্রীমন্ত[১] অঙ্গুরি দিল গায়ের আঁচলা।
পত্র লিখি সদাগর দিল তার হাথে
স্বস্তি স্বস্তি করি রামা পত্র নিল মাথে।
পত্র লৈয়া জায় রামা আপনার বাসে
খড়িবজ্র খাঁ আইসে সাধুর সকাশে।
দৈবজ্ঞ পড়েন পাঁজি রাশিচক্র পাতি
যাত্রা গণিতে সাধু দিল অনুমতি।
পাঁজি বিচারেন দ্বিজ ভাবিয়া লক্ষণ
শ্রবণাফল্গুনি যাত্রা[২] না জাই দক্ষিণ।
অষ্টমী নাহিল ভাল তিথি ব্যতিপাত
নিষেধ তরণীযাত্রা পতি প্রেতনাথ।
কিত্তিকা নবমী যোগ নহে যাত্রা ভাল
তিথি ত্রিহস্পর্শ হৈল দশমীর কাল।
দ্বাদশী বিফল যাত্রা ত্রয়োদশী নয়
তিথি চতুর্দশী রিক্তা ভাল নাহি হয়।
অতপর ঊষা যাত্রা নাহি আস্তভাব
এমন যাত্রায় গেলে নাহি হয় লাভ।
খড়িবজ্র খাঁ বলে শুন মোর ভাষ
ভাল যাত্রা নাহি কহে এই ছয় মাস।
এইত যাত্রার সাধু শুন অভিসন্ধি
এমন যাত্রায় গেলে লোকে হয় বন্দি।

এ বোল শুনিএগ সাধু মুখ কইল বাঁকা
নফরে হুকুম দিয়া মারে তারে ঢেকা[৩] ।
অভিশাপ দিয়া ওঝা চলিল নিলয়
ধনপতি যাত্রা কৈল গোধূলি সময় ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৩৩৭

পূর্বে হইতে আছে ডিঙ্গা ভ্রমরার জলে
ডুবারু লইয়া সাধু গেল তার কূলে ।
জলদেবতি ঘটে করি আরোপণ
জতনে ডুবারু গিয়া নাম্বে দুইজন ।
এক ডুবারুর শুন অদভূত কথা
জলে ডুব দিলে জানে জলের বারতা ।
আর ডুবারুর কিছু শুনিবে কথন
একেক ডুবেতে জায় একেক যোজন ।
প্রথমে তুলিলা ডিঙ্গা নামে মধুকর
সুদুই সুবর্ণে জাহার রইঘর ।
আর ডিঙ্গাখান তোলে নামে দুর্গাবর
আখণ্ড চাপিয়া তার বসিব গাবর ।
তবে ডিঙ্গাখান তোলে নামে গুয়ারেখি
দুপরের পথে জার মালুমকাঠ দেখি ।
আর ডিঙ্গা তুলিল নামেতে শঙ্খচুর
আসী গজ পানি ভাঙ্গিয়া লয় কুল ।
আর ডিঙ্গা তুলিল নামে মধুপাল
জাহে ভরা দিতে দুকুল হয় আল ।
আর ডিঙ্গা তুলিল নামে ছোটমুঠি
সেই নায়ে ভরা চালু বায়ন্ন পউটি ।
মম ধুনা দিয়া গাইল সাত নায়
অবিলম্বে সদাগর সাজন চাপায় ।

সাতখানা ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে
গোঁজে বান্ধা এড়ে ডিঙ্গা লোহার সিকলে ।
অবিলম্বে সদাগর আইল নিকেতন
ভাণ্ডার-ঘরেতে গিয়া দিল দরশন ।
জোয়ের মোহর তার[১] ছাব ঘুচাইয়া
আড়ায় ভরিয়া ধন নিলেক মাপিয়া ।
নানা বস্ত্র সদাগর নিল রাশি রাশি
ভ্রমরার কূলে আইল হইয়া অভিলাষী ।[২]
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৩৩৮

বদলাশে নানা ধন নায়ে দেই ভরা
আট দিক হইতে আনে করি বড় ত্বরা ।
কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব নারিকেল বদলে শঙ্খ
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব শুণ্ঠের বদলে টঙ্ক ।
প্লবঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব পায়রা বদলে সুয়া
গাচ্ ফল বদলে জায়ফল পাব বয়ড়ার বদলে গুয়া ।
সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল পাব গুঞ্জা বদলে পলা
পাটসোন বদলে ধবল চামর কাঁচের বদলে নীলা ।
চিনির বদলে দানা-কর্পূর আলতার বদলে নাঠি
সকল্লাথ পামরী কম্বল পাব বদল করিয়া পাটি ।
হরিদ্রা বদলে গোরোচনা পাব সোলফার বদলে জিরা
আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব হরিআল বদলে হিরা ।
মাষ মর্ষরি তণ্ডুল মধুরি বরবটী বাটুলা চিনা
তৈল ঘি ঘটে বলদ শকটে সদাগর লইছে কিনা ।
গোধূম কিনে খুড়িয়া সরিসা মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা
কিনিএগ বহুতর পুরিল মধুকর লবণের পাতিয়া গোলা ।
জগদবতংসে পালধি বংশে নৃপতি রঘুরাম
তার সভাসদ রচি চারুপদ শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

ষষ্ঠ দিবস

নিশা

৩৩৯

লহনা বাইন্যানি শতেক আইর আনি
মঙ্গল দিয়া জয়ধ্বনি
দুন্দুভি শঙ্খ বীণা মৃদঙ্গ ভেরি নানা
বাজনে পুজেন তরণী।
করিয়া তানে সুর কুলের দ্বিজবর
করিল স্বস্তিক বাচন
আরোপি হেমঘটে যুগল করপুটে
গণেশ কইল আবাহন।

নৈবিদ্য নানা বিধি খণ্ড মধু দধি
শর্করা পুরি হেমথাল
মোদক রসাল আমান্নে পুরি থাল
জ্বালিল রত্নদীপমাল।
করিয়া শুভক্ষণ চামর দর্পণ
তরীধ্বজ আগে বান্ধে
বাঁশ কেরআলে ই কুল কললোলে
পুজিল দিয়া পুষ্পগন্ধে।
গাঠ্যার গাবরে পুজিল কর্ণধারে
বসন ভূষণ চন্দনে
ডিঙ্গারে প্রদক্ষিণ করিয়া দু-সতিন
আইল নিজ নিকেতনে।
শ্রীরঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

৩৪০

সাধু যাত্রা কৈল দিন না কৈল বিচার
খুল্লনার দশদিগ হইল অন্ধকার।

শোল উপচারে চণ্ডী পুজেন খুল্লনা
প্রদক্ষিণ করি বারি করেন অর্চনা।
জগতজননী জয়া কৃপা কর মোরে
সঙ্কটে তরিয়া নাথে আনিবে মন্দিরে।
মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার শরণ
দুর্বাসার সাঁপে দূর হইল দেবগণ।
সুরলোকে সুস্থির করিলে সুররায়
প্রথমে সম্মান পাইলে ইন্দ্রের সভায়।
রাবণের বধহেতু সকল দেবতা
তোমারে বোধন কৈল অকালে বিধাতা।
শোল উপচারে পুজিল রঘুনাথ
তবে রাবণ হইল সমরে নিপাত।
নানাবিধি সামবাদ করেন খুল্লনা
সদাগরে বার্ত্তা দিতে চলিল লহনা।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৩৪১

সদাগর তোমার সনে আছে বিরল কথা
তোমার মোহিনী বালা শিক্ষা করে ডাইন-কলা
নিত্য পুজে ডাকিনী দেবতা।

দুটী বারি জলগর্ভা উপরে দিবল দূর্ধা
আম্রসার তথির উপরে
সিন্দূর চন্দন চুয়া কুমকুম কস্তুরি গুয়া
পুজে প্রতি মঙ্গলবাসরে।
আমান্ন নৈবিদ্য দধি ফলমূল নানাবিধি
অগোর চন্দন ধূপধুনা
দিয়া শঙ্খ জয়ধ্বনি বধূ পূজে একাকিনী
বন্ধুজন করে ঘানাঘুনা।
পরিয়া লোহিত বাস আকুল কুন্তলপাশ
বেড়্যা ফিরে দিয়া হুলাহুলি
দেখ্যাছি আপন চক্ষে কাঙর-কামিক্ষা মুখে
দেই ওড়পুষ্পের অঞ্জলি।
যদি পায় গুণবতী মঙ্গল অষ্টমী তিথি
যদি বা নবমী চতুর্দশী
আইল এমন তিথি পূজা তবে করে নিতি
উপবাসী রহে দিবানিশী।
উচ্চরা[১] প্রধান দোষ না করিহ মোরে রোষ
আপনি করহ নিবারণ
যদি মিথ্যা হয় ভাষা কাটিহ আমার নাসা
না করিহ আমারে দর্শন।
করি হের প্রণিপাত শুন খুল্লনার নাথ
কহিতে হৃদয়ে করি ভয়
কিবা আমা সনে বাদে হিংসা হেতু চণ্ডিকা সাদে
জাব আমী ছাড়িয়া নিলয়।
লহনা জতেক বলে যাত্রা তেজ্যা সাধু চলে
নাহি করে কুন্তল বন্ধন
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ বিরচন॥

৩৪২

লহনার বচন শুনিঞা ধনপতি
কেশ নাহি বান্ধে সাধু ধায় লঘুগতি।

দেখিয়া সাধুর কোপ চিন্তিত লহনা
বিধাতা আমার আজি পুরিল কামনা।
স্বামীর সোহাগে তার গর্ব্ব হইয়াছে বড়
দেখিব সুয়ের কিল ভুঞ্জে গড়াগড়ি।
আগে আগে চলিল লহনা নারীজন
তার পাছু চলে সাধু বান্যার নন্দন।
পূজাগৃহদ্বারে উপনীত ধনপতি
জয় দিয়া পূজে চণ্ডী খুল্লনা যুবতী।
রোষজুত ধনপতি দেখি সন্নিধানে
ঘট ছাড়ি ভগবতী রহিলা গগনে।
দেখি ধনপতি দত্ত জ্বলে কোপানলে
লঙ্ঘিয়া চণ্ডীর বারি ধরে তার চুলে।
ভূতলে পড়িয়া বারি গড়াগড়ি জায়
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়।
কেমন দেবতা বল পূজিস ঘটবারি
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহী করি।
কোপজুত ভাষে কিছু বলে ধনপতি
অদেষ্টে আছিল মোর পাপিনী যুবতি।
কার কুলে নাহী দেখি হেন পাপ বধূ
এমন কোথায় কিবা কুলযশবিধু।
বামপথি হইয়া করিস কার পূজা
একথা শুনিঞা যদি ছল ধরে রাজা।
পুনর্বার জ্ঞাতিবন্ধু যদি ছল ধরে
কত না পরীক্ষা তোরে দিব বারে বারে।
এমন শুনিঞা রামা সাধুর বচন
অঞ্জলি করিয়া তবে করে নিবেদন।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

৩৪৩

শুন নাথ পূজার সন্ধান
রোগ শোক দুঃখ খণ্ড প্রতিদিন পূজি চণ্ডী
ইচ্ছা করি তোমার কল্যাণ।

তুমি জাও পরবাস আমার হৃদয়ে ত্রাস
শূন্য হইল মোর জীবলোক
হইয়া সমিহিত মতি পূজা করি হৈমবতী
তুমি জেন নাহী পাও শোক।
জত দেখ মহাজন সভাকার প্রয়োজন
শুদ্ধভাবে পুজে মহামায়া
হেলা জারে প্রতিকূল কেবল দুঃখের মূল
কেহ তারে নাহি করে দয়া।
ভারাবতারণ আশে আইলা বসুদেব-বাসে
ইচ্ছাময় প্রভু ভগবান
দেবকী আছিলা বন্দি বুঝিয়া কার্য্যের সন্ধি
নন্দগৃহে কৈল অধিষ্ঠান।
দারুণ কংসের ভয় বসুদেব স্থির নয়
লুকাইল প্রভু নন্দাগারে
আসি বসুদেব সাথে চড়িলা কংসের হাথে
ভয় খণ্ড উঠিল অম্বরে।
শ্রীরাম রাবণে রণ সভয় দেবতাগণ
বিধি কৈল অকালে বোধন
চণ্ডী পুজা করি রাম রাবণে বিধাতা বাম
করিল সীতার উদ্ধারণ।
খুল্লনার কথা শুনি ধনপতি বলে বাণী
তুহু ল আমার সহচরী
মোর ব্রতভঙ্গ করি হইলী কুলের কালী
মায়্যা পুজ্যা হইলী মোর ঐরি।
এমন নিন্দিয়া নারী চরণে ঠেলিয়া বারি
পুনু যাত্রা করে সদাগর
ডোমাচিল ফিরে মাথে কাটভার দেখে পথে
গাইল মুকুন্দ কবিবর॥

৩৪৪

কোপে কম্প কলেবর মুখে গদগদ স্বর
মুখরুচি মিহিরমণ্ডল
শরে হৈতে খসে বাস আকুল কুন্তলপাশ
লোচনযুগল উতোরোল।
শুন পদ্মা আমার ভারথি
দেহ গো নিসান; সিঙ্গা ডুবাব সাধুর ডিঙ্গা
ধনে প্রাণে মজাব, ধনপতি।
মোর ঘট পায়ে ঠেলি দিয়া জায় গালাগালি
সহে কেবা এত অপমান
আমার গৌরব সাধ ধনপতি দন্তে বধ
উহার শোণিতে করি স্নান।
ডাক্যা দেহ জত দানা ডিঙ্গায় দেউক হানা
নুটী কর‍্যা লকু জত ধন
কাণ্ডার বাঙ্গাল জত সকল করিয়া হত
করহ আমার প্রয়োজন।
চৌষট্টি যোগিনী ডাক ধনপতি নাহী রাখ
সাত ডিঙ্গা কর হাহাকার
আনিঞা ধনার মাথা ঘুচাহ মনের ব্যথা
দোষের হউক প্রতিকার।
করিয়া আমা সনে হট লঙ্ঘিয়া আমার ঘট
হেন পাপ সহ সহচরি
কোন ছার বান্যা জাতি মোর ঘটে মারে লাথি
জিবেক আমার হয়্যা ঐরি।
আছুক পুজার কাজ সুরপুরে হইল লাজ
না জাব শঙ্কর সন্নিধানে
চণ্ডীর বচন শুনি পদ্মাবতী বলে বাণী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে॥

৩৪৫

চণ্ডীর বচন শুনি বলে পদ্মাবতী
বুঝিতে তোমার কার্য্য নিত-শাস্ত্রগতি।
পদ্মাবতী বলে মাতা শুন নারায়ণী
বিচারে কার্য্যের সিদ্ধি হেন মনে গুনি।
বিচারে কার্য্যের সিদ্ধি অবিচারে নাশ
কোপ দূর কর হবে পুজার প্রকাশ।

ধনপতি দত্ত যদি মরে এই স্থলে
নহিব তোমার পূজা অবনিমণ্ডলে।
পূর্ব্বের বিচার চণ্ডি পাসরিলে কেনি
কি কারণে রত্নমালা আনিলে অবনি।
মালাধর কুমারে করাইলে গর্ভবাস
এইক্ষণে ধনপতি না করি[৩] বিনাস।
নিজ দেশ ছাড়ি সাধু জাকু কথোদূর
তবে সদাগরে দুঃখ দিয়ার[১] প্রচুর।
ডুবাইব ছয় ডিঙ্গা লইব রসাতল
এক মধুকরে সাধু জাইব সিংহল।
পশ্চাত কহিয়া দিব জত অভিসন্ধি[২]
রাজদ্বারে ধনপতি করাইব বন্দি।
সহসা করিয়ে যদি বাদের প্রকার
কি কারণে আমা সনে করহ বিচার।
এমন বিচার যদি কহে পদ্মাবতী
ক্রোধ নিবারণ চিত্তে করে ভগবতী।
সম্ভ্রমে চণ্ডীর বারি তুলিল খুল্লনা
জীবন্যাস দিয়া বারি করিল অর্চনা।
জগতজননী মাতা কৃপা কর মোরে
সঙ্কটে তারিয়া নাথে আনিবে মন্দিরে
মূর্খ আমার পতি তোমা নাহী ভজে
আমা দেখ্যা স্বামী রাখ পদসরসিজে।
হুলাহুলি শঙ্খধ্বনি করে প্রণিপাত
অপরাধ ক্ষেমি রাখ দাসীর আইয়াত।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥

৩৪৬

ক্ষেমি অপরাধ করিল প্রসাদ
কৃপাময়ী নারায়ণী
শিরে হেমবারি নাচয়ে সুন্দরী
দিয়া শঙ্খ জয়ধ্বনি।
পুরিল কামনা নাচেন খুল্লনা
দিয়া ঘন করতালি
দেই অনুরাগে চণ্ডী-পদযুগে
সুগন্ধি পুষ্প-অঞ্জলি।
আদ্যা সনাতনী শাম্ভবী[১] ব্রাহ্মণী
শক্তিরূপা তিন দেবে
শঙ্খিনী শূলিনী কপালমালিনী
তিন লোকে তোমা সেবে।
ধাত্রী শাকম্ভরী গৌরী দিগম্বরী
জয়ন্তী কালী মঙ্গলা
তুমি ভদ্রকালী সেবে পুণ্যশালী
হরতনু-হেমমালা।
শিবা দুর্গা ক্ষমা চণ্ডী চণ্ডভীমা
বাল শশী-শিরোমণি
ভৈরবী ভারথি বাণী বসুমতী
সংসারদুঃখ-তারিণী।
কৌশিকী কুমারী রোগ-শোকহারি
বারাহী বিশ্ববাসিনী
দুষ্টে উগ্রচণ্ডা বাশুলি চামুণ্ডা
শ্রীফলশাখাবাহিনী।
দক্ষ-মখহরা ভবদুঃখপারা
মহাকালিকা ভীমা
ব্রহ্মা পুরন্দর হরি দিবাকর
দিতে নারে তব সীমা।
যাদব-সেবিতা নন্দগোপসুতা
শুম্ভনিশুম্ভনাশিনী
যশোদানন্দিনী মহিষমর্দ্দিনী
শঙ্করী সিংহবাহিনী।
করিয়া আশ্বাস চলিলা কৈলাস
নারায়ণী পদ্মাবতী
সাধু হেনকালে ডিঙ্গা মেল্যা চলে
মুকুন্দ গাইল ভারথি॥

৩৪৭

ঘরে হৈতে ধনপতি করিল গমন
উভরায়ে খুল্লনা জে জুড়িল ক্রন্দন।
বাহির হইতে সাধু বাজিল উছুটা
নেতের আঁচলে লাগে সেয়াকুল-কাঁটা।
যাত্রার সময়ে ডোমচিল উড়ে মাথে
কাঠুরিয়া কাটভার লৈয়া আইসে পথে।
সুখানা চালেতে বস্যা কলকলায়ে[১] কাউ
যোগিনী[২] মাগয়ে ভিক্ষা আদখানি লাউ।
জরট কমট মাছ কৈবর্ত্ত লৈয়া জায়
তৈল লঅ লঅ বলি তেলিয়া বোলায়।
চলিলেন সদাগর দুঃখে কুতূহলী
বামে ভুজঙ্গম দেখে দক্ষিণে শৃগালী।
ভ্রমরার ঘাটে সাধু দিল দরশন
কাণ্ডারে বলয়ে আর কেন বিলম্বন।[৩]
দেবদ্বিজ গুরুজনে করিয়া প্রণাম
ত্বরায় সিংহলে সাধু করিল পয়ান।
সভাকারে সমর্পণ কৈল গারি ঘর
শিব সঙরিয়া বৈসে নায়ের উপর।[৪]
জ্ঞাতি বন্ধুজনে সাধু করিয়া মেলানি
হরি হরি উচ্চস্বরে সভে করে ধ্বনি।
ডাহিনে ললিতপুর বামেতে ইন্দ্রানি
ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈল দিয়া পুষ্পপানি।
বামভাগে নবদ্বীপ ডাহিনে পাড়পুর
শান্তিপুর পুরীখান রহে কথোদূর।
নাইয়া পাইক গায় গীত শুনিতে কৌতুক
ডাহিনে রহিল পুরী আম্বুয়া মল্লুক।
ঘন কেরুয়াল পড়ে চলে তরা তরা
ডানি ভাগে রহে পুরী নামে গুপ্তপাড়া।
নায়ের ধাওনি দণ্ডে যোজনেক বাট
ডাহিনে বগা চণ্ডীগাছা কোদালিয়া ঘাট।
বামভাগে হালিসহর ডাহিনে ত্রিবিণী
দুন্দলের[৪] কোলাহলে কিছুই না শুনি।
লক্ষলক্ষ জন একবারে করে স্নান
বাস হেম তিল ধেনু কেহ করে দান।
শ্রাদ্ধ করে কোন জন জলের সমীপ
সন্ধ্যাকালে কোন নর দেই ধূপ দীপ।
রজতের সিপে কেহ করয়ে তর্পণ
গর্ভে বস্যা কোন জন করয়ে মুণ্ডন।
উর্দ্ধবাহু করি বলে গঙ্গা নারায়ণ
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৩৪৮

রাঢ়া মাঝে সপ্তগ্রাম অতি অনুপাম
দ্বিনা দুই সাধু তাহে করিল বিশ্রাম।
কিন্যা বেচ্যা নানা ধন নায়ে দিল ভরা
বাহ বাহ বল্য ঘন নায়ে হৈল ত্বরা।
কেরুয়াল বাহে নায়্যা হইয়া সনকিত
ডানি ভাগে রহে পুরী নামে নিমাইতিথ।
ঘন কেরুয়াল পড়ে জলে লাগে সাট
নায়ের ধাওনি দণ্ডে যোজনেক বাট।
বামভাগে খড়দহ করি সদাগরে
বীরভদ্র বলি ডাক ছাড়ে উচ্চস্বরে।
ডিঙ্গার ধাওনি পাইল কোঙরনগরে
তাহা বস্যা পুজে সাধু মৃত্তিকা-শঙ্করে।
বাউ-বেগে ডিঙ্গা সব হইয়া গেল জড়
বামভাগে ছত্রভোগ বাহে হাত্যাগড়।
ডাহিনে মেদনমল্ল বামে বিরখানা
কেরুয়ালের ঝটঝটী নদী জুড়্যা ফেনা।
দূরে শুনি মগরার জলের নিস্বন
আষাঢ়ে যেমন নব মেঘের গর্জ্জন।
পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া পার্বতী
অবিলম্বে মগরায় আইল ভগবতী।
ছলিব সাধুরে আজি মগরার জলে
আমা সঙরিলে সাধেব রাখিব কুশলে।

নহিলে আমার ঘট লঙ্ঘনের ফলে
ডুবাব সাধুরে আজি মগরার জলে ।
এমন বিচার চণ্ডী করি পদ্মা সনে
চারি মেঘ মাগ্যা নিল ইন্দ্র বিদ্যমানে ।
নদনদীগণ জত করিল পয়ান
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণ ভান ॥

৩৪৯

ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর
উত্তরে পবনে[1] মেঘ ডাকে দুরদুর ।
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল
চারি মেঘে বরিসে মুসলধারে জল ।
নদী খেলে বৃষ্টি জলে উথলে মগরা
কূল জুড়্যা বহে জল একাকার ধারা ।
ঝনঃঝন বৃষ্টি শিলা সঘনে বিজুলী
দেহারা পাতিল আঠার খালি জুলী ।
চারি মেঘে জল দেই অষ্ট গজরাজ
সঘনে চিকুর পড়ে বেঙ্গতড়কা বাজ ।
করিকর সমান বরিষে জলধারা
জলে মহী একাকার পুরী হইল হারা ।
পরিচ্ছিন্ন[2] নাহী সন্ধ্যা দিবস রজনী
নায়ের জতেক লোক স্মঙরে জৈমুনি ।
রইঘরে পড়ে শিল বিদারিয়া চাল
ভাদ্রপদ মাসে জেন পড়ে পাকা তাল ।
চণ্ডীর আদেশে বীর ধায় হনুমান
ডিঙ্গার ছাওনি ভাঙ্গ্যা করে খানখান ।
ডিঙ্গায় ডিঙ্গায় বীর করে ভুসাড়ুসি
কৌতুকে হাসেন মাতা সিংহরথে বসি ।
নদনদী সব জত করিল পয়ান
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩৫০

চণ্ডীর আদেশে ধায় নদনদীগণ
মগরা নদীর সাথে করিতে মিলন ।
আজ্ঞা দিল ভবানী চলিল মন্দাকিনী
ছাড়িয়া গগনস্থিতি
সঙ্গে মকরজাল ছাড়িয়া পাতাল
চলিলা ভোগবতী ।
প্রবলতরঙ্গা ধাইল গঙ্গা
ভৈরবী কর্ম্মনাশা
ধাইল দ্রুতপদ সোল সয় মহানদ
ধাইল বাহুদা বিপাশা ।
আমোদর দামুদর ধাইল দারুকেশ্বর
সিলাই চন্দ্রভাগা
কুবাই দনাই[1] ধাইল দুই ভাই
বগাড়ির খাল বগা ।
ধাইল ঝুমঝুমি করিয়া দামাদামী
ঘিয়াই মুণ্ডাই সঙ্গে
ধাইল তারাজুলি গুষ্কারা কুতূহলী
রম্ভা[2] চলিল রঙ্গে ।
খরতরলহরি ধাইল গোদাবরী
কানা ধায় দামোদর[3]
খালি জুলি সঙ্গে চলিলা রঙ্গে
বুড়া মন্তেশ্বর ।
ধাইল বরুণা গঙ্গা[4] যমুনা
অজয় সরস্বতী
ধাইল কুন্তী কানা ধায় গোমতী
সরজু বংসাবতী[5] ।
ধাইল কাঁসাই মহানদী বিড়াই[6]
খরস্রোত বামনার খানা
চারিদিগে জল হইল ধবল
মগরা জুড়্যা বয় ফেনা ।[7]
বাজাইয়া দণ্ড মাকড়া চণ্ডী
নড়িলা সত্বর হয়্যা

সঙ্গে কাল্যাঘাই   লইয়া সাতভাই
স্বর্ণরেখা নৈয়া ।[৮]
ভাটীর নদীগণ   ধাইল একমন
নাকে জেন দিয়াছে সুত্র
চণ্ডীর আদেশে   পাইলে প্রবেসে
জুড়্যা ধায় ব্রহ্মপুত্র ।[৯]
কৌতুকে অভয়া   নদনদী দেখিয়া
রহিলা কেশরিযানে
ললিত ছন্দে   দ্বিজবর মুকুন্দে
পাঁচালি প্রবন্ধে ভনে ॥

৩৫১

কাণ্ডার ভাই রাখ ডিঙ্গা জেথা পাও স্থল
ঐরি হইল দেবরাজ   বেঙতড়কা পড়ে বাজ
বরিষে মুষলধারে জল ।
ডিঙ্গা ফিরে জেন চাক   বারেক জীবন রাখ
নাহি জানি কিবা গ্রহফল
নাহি জানি দিবা রাতি   ঝড়ে ডিঙ্গা হয়ে কাতি
ঝলকে ঝলকে লয় জল ।
শিল বাজে জেন গুলি   ভাঙ্গিল মাথার খুলি
বেগে জল জেন বাজে কাঁড়
বিষম জলের ভয়   ঝড়ে প্রাণ স্থির নয়
ডাঁড়িয়া ধরিতে নারে ডাঁড় ।
দুঃসহ[১] বিষম ঝড়ে   উপাড়িয়া গাছ পড়ে
দুকূল হানিঞা বয় খানা[২]
আটমুখে বহে বায়ু   পর্বতসমান ঢেউ
রাশি রাশি কত বহে ফেনা ।
দেখরে ডিঙ্গার পাশে   মকর কুম্ভির ভাসে
গিরিগুহা-বিকট দশন
বিষম জলের ভয়   তৃণ দুইখান হয়
আজি দেখি সঙ্কট জীবন ।
ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে   বিষ্টি জলে ডিঙ্গা বুড়ে
নাইয়া পাইক জড় হইল শীতে
কহ কর্ণধার ভাই   কেমনে নিস্তার পাই
জলে অহি ভাসে শতে শতে ।
ডুবু ডুবু করে ডিঙ্গা   স্মঙরণ করহ[৩] গঙ্গা
অন্তকালে ভজ্জ পশুপতি
দারুণ দৈবের ফলে   হইনু বন্দি মায়াজালে
পশুপতি বিনে নাহি গতি ।
পড়িয়া বিষম ফান্দে   মহেশ বলিয়া কান্দে
ঊর্দ্ধবাহু সাধু ধনপতি
চণ্ডিকা শুনিতে পান   শ্রীকবিকঙ্কণ গান
দামুন্যায় জাহার বসতি ॥

৩৫২

পদ্মা কেন আনাইলাঙ নদ নদী
ডুবাইলে সাধুর নায়   শঙ্কর ধরিব দায়
তখন করিবে কোন বুদ্ধি ।
হইয়া সাধু শুদ্ধমতি   নিত্য পুজে পশুপতি
একভাবে সেবকবৎসলে
সাধু সনে কৈল বাদ   হইল বড় পরমাদ
কেন বা ডুবাই ডিঙ্গা জলে ।
শুন্যাছি শঙ্কর স্থানে   দেবগণ বিদ্যমানে
আগে ধনপতির গণন
শিলবিষ্টি বাজ পড়ে   সাধু যদি মরে ঝড়ে
দুর হব আমার মানন ।
জেই পুজা করে হর   তারে মোর লাগে ডর
ব্রহ্মবধ সম তার বধ
সদাগরে দিলে দুঃখ   প্রভু না চাহিব মুখ
পদে পদে আমার বিপদ ।
জাকু নদনদীগণ   মেঘে দেহ বিসর্জ্জন
মন্দিরে চলুক হনুমান

শিবপদে দিয়া মতি সুখে জাকু ধনপতি
অবিলম্বে জাউক পাটন
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩৫৩

চণ্ডীর বচন শুনি বলে পদ্মাবতী
বুঝিতে বিষম কার্য নীত-শাস্ত্রগতি।
জলাধিপে ছয় ডিঙ্গা কর সমর্পণ
দিবে পশুপতি দায় ধরিব জখন।
শ্রীদাম সুদাম আদি গোপের বালক
হইলেন ব্রহ্মা জেন আপনি পালক।
ক্ষণমাত্র তারা জেন মানিল বৎসর
সেইরূপে রাখ তুমি নায়ের নফর।
না হইব দ্বাদশ বৎসর ভোক শোক
এ কার্য্য করিলে মোর পরম সন্তোষ।
বরুণেরে ডাক দিয়া বৈল ভগবতী
ধনপতির ছয় ডিঙ্গা রাখ শীঘ্রগতি।
দেখিতে দেখিতে ডিঙ্গা ডুবে দুইখান
হেনকালে মনে পড়ে বীর হনুমান।
স্মঙরন করিতে মাত্র আইল মারুতি
হাথে পান দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি।
চণ্ডীর আদেশে ধায় পবননন্দন
ভর দিয়া ডুবাইল ডিঙ্গা দুইখান।
চারিখান ডিঙ্গা যদি জলে ডুব্যা গেল
ধনপতি বলে মোর বিবাদ ঘুচিল।
আর কী করিব মোরে মগরার জল
তিন ডিঙ্গা লইয়া আমি জাইব সিংহল।
ক্রোধিত হইল পুনু বীর হনুমান
এক লাথিয়ে ডুবাইল আর দুইখান।
হাঁসডিম্ব পারা জলে মধুকর ভাসে
ঝলকে ঝলকে জল লয় তার পাশে।
ঘুরুনিয়া ঝড়ে ডিঙ্গা ঘন বয় পাক
সেই বায়ে ফিরে জেন কুমারের চাক।
ছয় ডিঙ্গা ডুব্যা গেল মনে লাগে তাপ
শিব স্মঙরিয়া সাধু জলে দিল ঝাঁপ।
মহাঁমায়া গগনে হাসেন খলখল
চণ্ডীর কৃপায় হইল এক আঁঠু জল।
হাথে ধরি তোলে তারে কাণ্ডার বুলন
নানা উপদেশে কৈল শোক নিবারণ।
কূলে জল নাহী শুধু শুনি[১] কুলকুল
দুরে হইতে মাধবের দেখিল দেউল।
নানা কাব্যকথায় মজিয়া গেল চিত
সঙ্কেতমাধবে ডিঙ্গা হইল উপনীত।
সাগরসঙ্গম দেখি কর্ণধারে রঙ্গ
কালি কহিব [তবে] সাগর প্রসঙ্গ।[২]
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

৩৫৪

পূজা করি সঙ্কেতমাধবে প্রদক্ষিণ
শোকাকুল সদাগর চলে রাত্রিদিন।
কোথাহ রন্ধন কোথা চিড়াখণ্ড দধি
দিবানিশি বাহে সাধু লবণজলধি
ডানি ভাগে বন্দনা করিয়া নীলাচলে
উত্তরিল সদাগর সমুদ্রের কূলে।
লোচন ভরিয়া সভে দেখে জগন্নাথ
অবনি লোটায়্যা স্তুতি হইল প্রণিপাত।
কিনিঞা[৩] প্রসাদ অন্ন করিল ভোজন
দিবানিশি চলে সাধু অন্য নাহী মন।
বামেতে চড়ই গুহা রহে কথদূর
নায়ের ধাওনি পাইল কলধৌতপুর।

চন্দ্রসিন্ধ দ্বীপখান রহে বাম ভিত
জোঁক-দহে গিয়া ডিঙ্গা হইল উপনীত ।
লহলহ করে জোঁক জেন কাঁরিকর
চুনজল পেল্যা তথি দিল সদাগর ।
স্বর্গপ্রস্থ দ্বীপখান সাধু কইল বাম
পঙ্খদহে একদিন করিল বিশ্রাম ।[১]
রমনক দ্বীপ খান রহিল দক্ষিণে
সর্পদহে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশনে ।
চাঁড়-ইষর মূল নৌকায় বান্ধিয়া
বুদ্ধিবলে জায় সাধু সাপ-দহ বায়্যা ।
বামভাগে দেখে সাধু লঙ্কার ময়াল
উত্তরিল সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল ।
শ্রীরামচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

অমল কমল হইল পদ্মা করিবর
হাসিতে লাগিলা শতদলের উপর ।
পুষ্পের ধনুকে মাতা পুরিয়া সন্ধান
সাধুর[৪] হৃদয়ে মারিলা পঞ্চবাণ ।
মোহ গেল ধনপতি নায়ের উপর
চেতন করাইল তারে গাঠ্যার গাবর ।
রাজপদ্মিনী দেখি কমলের বনে
কন্যারে বান্ধিয়া নিলে রাখে কোন জনে ।
কর্ণধার বলে অবোধ সদাগর
কোথা না দেখিলে কঞ্জে[৫] কামিনী কুঞ্জরে ।
বড়ই দুর্দ্ধর্ষ এই রাজা সালবান
ধনবিত্ত লব আর বধিব পরাণ ।
ধনপতি বলে ভায়্যা কর অবধান
অভয়ামঙ্গল শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

৩৫৫

মহালে প্রবেশে সীতাকুলী হাড়খাল
তেয়াগণ করিয়া চলে লঙ্কার মআল ।
চন্দ্রচুড়[১] পর্ব্বত যক্ষ-রাজার দেশ
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ ।
অলঙ্ঘ্য সাগর রহিতে নাহী স্থল
পথিকে জিজ্ঞাসে কত যোজন সিংহল ।
লোক মুখে শুনে সাধু সিংহলের কথা
হাদুয়া-দহে[৩] গিয়া ডিঙ্গা হইল উপনীত ।
খরসান করাত বাঁন্ধিয়া তার আগে
দুইখান করি হাদি থুইল দুই ভাগে ।
দিবানিশী চলে সাধু তিলেক না রহে
উপনীত ধনপতি হইল কালিদহে ।
পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া
সদাগরে ছলিবারে পাতিলেন মায়া ।
আপনি করিল মায়া হরের বনিতা
চৌষট্টি যোগিনী হইল কমলের পাতা ।

৩৫৬

অপরূপ দেখি আর শুন ভাই কর্ণধার
কামিনী কমলে অবতার
ধরি রামা বাম করে সংহারয়ে করিবরে
উগারিয়া করয়ে সংহার ।
কনককমল-রুচি স্বাহা স্বধা কিবা শচী
মদনা সুন্দরী কলাবতী
সরস্বতী কিবা রমা চিত্রলেখা তিলোত্তমা
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী ।
রাজহংসবর জিনি চরণে নুপুর ধ্বনি
দশনখে দশ চান্দ ভাসে
কোকনদ-দর্পহর রঞ্জিত তাহার কর
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে ।
অধর বিম্বুক বন্ধু বদন সরদ-ইন্দু
কুরঙ্গ খঞ্জন বিলোচন

কোকনদ দর্পহর রঞ্জিত তাহার কর
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে ।
অধর বিম্বুক বন্ধু বদন সরদ-ইন্দু
কুরঙ্গ খঞ্জন বিলোচন
প্রভাতভানুর ছটা কপালে সিন্দুর ফোঁটা
তনুরুচি ভুবনমোহন ।
বালা অতি কৃশোদরী ভার দুই কুচগিরি
নিবিড় নিতম্বে অবতার
বদন ঈষত মেলে কুঞ্জর উগারে গিলে
জাগরণে সপন প্রকার ।
রামা ঈষত হাসে গগনমণ্ডল ভাসে
দন্ত-পুংক্তি বিদিত বিজুলি
বদনকমল-গন্ধে পরিহরি মকরন্দে
কত কত শত ধায় অলি ।
সাধুর বচন শুনি কর্ণধার বলে বাণী
তুমি ধন্য দিব্যগেয়ান
অশেষ গুণের সিন্ধু সকল বিদ্যার বন্ধু
আমি অন্ধ থাকিতে নয়ান ।
দেখি সাধু শশিমুখী কর্ণধারে করে সাক্ষী
কর্ণধার করে নিবেদন
করি-পদ্ম-শশিমুখী আমি কিছু নাহি দেখি
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩৫৭

শুনরে কাণ্ডার ভাই বিপরিত দেখি
কহিব রাজার আগে সভে হইয় সাক্ষী ।
প্রমাণিক যোজন গভীর বহে জল
ইথে উপজিল ভাই কেমতে কমল ।
পবন জিনিঞা অতি বেগে বহে নীর
ইহাতে অবলা জন কেমনে হয় স্থির ।
কমলিনী নাহি সহে প্রবঙ্গমের ভর
তরঙ্গহিলোলে কন্যা করে থরথর ।
নিবসে পদ্মিনী তথি ধরিয়া কুঞ্জর
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর ।
হেলায় কামিনী উগারয়ে গজনাথে
[পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাতে ।][১]
পুনুরপি আনি তারে করয়ে গরাস
দেখিয়া আমার হৃদে লাগিল তরাস ।
পুরুষ দেখিয়া রামা নাহি করে লাজ
বামকরে ধরিয়া গিলএ গজরাজ ।
খদির তাম্বুল রঙ্গ ওষ্ঠে নাহি ছাড়ে
গজ গিলে কামিনী চোয়াল নাহী নাড়ে ।
অগাদ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন
পঞ্চম গায় অলি নাচে পিকুগণ ।
ক্ষণে উড়ে ক্ষণে বৈসে মত্ত মধুকর
পরাগে ধুসর লতাতরুকলেবর ।
বিকশিত কুঞ্জবনে কুসুম মালতি
দামিনি মরুয়া ফুল ফোটে জাতি জুতি ।
ফুটিছে মাধবীলতা পলাশ কাঞ্চন
কুন্দকুসুম ফোটে বঞ্জ রঙ্গন ।
তাহার উপরে চন্দ্রাতপ মনোহর
নেতের পতকা উড়ে সেতচামর ।
বেনন পাটের থোপ মুকুতার মাল
বিচিত্র বন্ধানে তাহে সুরঙ্গ প্রবাল ।
তার মাঝে বিকশিত কমলকানন
কামিনী কমলে বসি সংহারে চারণ ।
উগারিয়া মত্ত করি ধরে বাম করে
ইষত হাসিয়া পুনু চৌদিগ নেহালে ।
ক্ষণে ক্ষণে হাসে রামা নাচে ভুজ তুলি
পঞ্চম গায় রাগ-রাগিনী মেলি ।
রবাব মরুজ ডম্ফ করয়ে বাজন
অঙ্গভঙ্গে নৃত্য করে বিদ্যাধরীগণ ।
কিবা রমা কিবা উষা কিবা অরুন্ধতী
ভবানী ভাবিনী কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী ।
ডাখিনী হাকিনী কিবা মুল্লিকা জোগিনি
কামের কামিক্ষা কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ।

বুঝিতে না পারি এই কন্যার চরিত
হেন বুঝি মোরে কিবা বিধিবিড়ম্বিত।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৩৫৮

কমল-কুঞ্জর-কান্তা দেখে সদাগর
কেহ নাহি দেখে আর নায়ের নফর।
নিমিষেক লখিতে না পারে ধনপতি
হৃদয়ে ভাবিয়া সাধু করেন জুগতি।
জেই কালে হইলা প্রভু যশোদানন্দন
শিশুলীলা করি কইল মৃত্তিকাভক্ষণ।
যশোদার ঠাঞি রাম কইল নিবেদন
যশোদা ধরিয়া কৃষ্ণে করেন ভৎর্সন।
কুবুদ্ধি করহ কেন মৃত্তিকাভক্ষণ
না খাই মৃত্তিকা গালি দেহ অকারণ।
যদি মিথ্যা হয় তবে মেলিবে বদন
যশোদা কৃষ্ণের মুখে দেখে ত্রিভুবন।
যদি বিস্তারিত মুখ কইল চক্রপাণি
বিশ্বরূপ বদনে দেখিল নন্দরানি।
সশৈল কানন সিন্ধু ধরণী মণ্ডল
যশোদা কৃষ্ণের মুখে দেখিল সকল।
তেনরূপ দেখা দিল কেমন দেবতা
নহিলে মানুষ কিবা গিলে গজ মাতা।
রাজার সভায় আছে [জত] সভাজন
অবশ্য জানিব তারা এসব কারণ।
এমন বিচার সাধু করি মনে মনে
মসীপত্রে সদাগর করিল লিখনে।
শিবকে প্রণাম কর‍্যা সাধু উঠে তটে
বান্ধ্যা থুইল ডিঙ্গাখান রত্নমালার ঘাটে।

অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৩৫৯

কূলে উঠ্যা নায়্যা পাইক বাজায় বাজনা
সিংহল নগরে চমকিত সফরে হইল সর্বজনা।
বরঙ্গ ভেরি দোসরি মোহরি
ঘন বাজে বিরকালি
সিংহা কাড়া ঘন বাজে পড়া
শ্রাবণে লাগয়ে তালি।
ঘন বাজে দামা চমকিত সর্ব্বজনা
তবকী তবকে রোল
পাইক দেই উড়্যা পাক ঘন বাজে বিরঢাক
কেহ কার না শুনে বোল।
ডিণ্ডিম ডম্বুর পুরয়ে অম্বর
ঘন বাজে জয় জগঝম্প
ঘন জয়-সানি রণজয় যেনি
সিংহলে উঠিল কম্প।
পাইকের কল কল ভরিল সিংহল
সিঙ্গা কাড়া টমক নিশান
সুঘট্ট ভয়ঙ্করি সঘনে ছছন্দরি
গগনে হানে সিখিবান
খেলে পাইক বাঙ্গালি কাণ্ডাফলা বিজুলি
কেহ বিন্ধে পুতিয়া বেঙ্গা
মণ্ডলি করিয়া ধায় রায়বাঁশিয়া
কেহ ধায় ফিরাইয়া নেঙ্গা।
খাটাইয়া তাম্বুঘর বসিল সদাগর
পরিসর নদীর কূলে
দামা সিলি ঝাঁকে সিংহল কাঁপে
পরিজন রহে তরুতলে।

মধ্যাহ্ন দিনকৃতি করিয়া ধনপতি
শুনে সাধু আগম পুরাণ
সচকিত সালবান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
আরড়া মহাস্থান ॥

৩৬০

রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি
পঞ্চপাত্র চমকিত হইল নৃপমুনি।
কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘনে ঘন
আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন।
কোটাল যুগল পাণি রহে নৃপ আগে
ক্রোধমুখে কোটালেরে কহে নররাজে।
নুট্যা দেশ খায় বেটা দেশের বিধাতা
ভাল মন্দ নাহি দেহ দেশের বারতা।
রত্নমালার ঘাটে শুনি কিসের বাজন
বার্তা জানাঞিয়া বাঁট কর নিবেদন।
ঘরদল হয় জদি আইল মোর পুর
পরদল হয় যদি মার‍্যা কর দুর।
যদি বা বৈদিশী হয় আন্য মোর ঠাঞি
মার‍্যা দুর করা যদি না মানে দোহাই।
গজকন্দে কালু দণ্ড জায় ধাওয়াধাই
কুলেতে উঠিতে সাধুএ দিলেক দোহাই।
ঘরদল পরদল নাহি চিনি তোমা
প্রবেশিয়া রাজপুরে কেন বাজায় দামা।
নহি ঘরদল আমি নহি পরদল
বৈদেশী সাধু আমি আস্যাছি সিংহল।
রহিব তোমার দেশে যদি প্রীত পাই
নহিলে ভাসিব জলে কি করে দোহাই।
সিংহলে রহিবে যদি জাহ রাজধাম
জল মাঝে জাবে যদি আমার ইনাম।
মোর শিরে দায় যদি হয় ডাকাচুরি।
পঞ্চাশ কাহন গণ আমার দিগারি।
তোর দেশে আস্যা আমী নাহী খাই জল
কোন অপরাধে চক্ষু করিস পাকল।
সাধু নহিস বেটা মিছা তোর ভরা
চোররূপে প্রবেশিয়া ডাকা দিবি পারা।
জেই চোর তার বাপে নাহিক পাত্যারা
দেখহ সকল লোক আপনার পারা।
প্রিয় বাক্যে কোটালে প্রবোধে কর্ণধার
কোটালে ইনাম দিতে কৈল অঙ্গীকার।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

৩৬১

করিয়া জুগতি সাধু ধনপতি
সখার লয়্যা মন্ত্রণা
আনন্দিত সদাগর ভেটিব সিংহলেশ্বর
ভেটঘাট করিল জোজনা।
কলা নিল মর্ত্তমান মজা গুয়া পাকা পান
আম্র পনস নারিকেল
সালি তণ্ডুল গাছ বান্ধি নানা ফল খাসা দধি
চিনী ফেণী নাড়ু গঙ্গাজল।
বারমাস্যা পাকা তাল করুণা কমলা ভাল
পিণ্ড খাজুর বড়ই রসাল
রাজহংস পুরি খাঁচা জোড়ে জোড়ে পায়রার ছা[১]
হরিণ লইল কালসার।
চামঠুলি ঢাকি[২] আঁখি লইল সয়চান পাখি
সিংহ ব্যাঘ্র শিকারি কুকুর
ছাগ খাসী যুদ্ধ-ভেড়া জিনী সনে তাজি ঘোড়া
অবনীতে নাহি পড়ে খুর।
শিখিপুচ্ছ বিরাজিত মণি-মুক্তা-বিরচিত
বাতপত্র শোভে রাঙ্গা-ডাটি
এক শত পঞ্চাশ ভেট নিল সাধু পরতেক
কামান কৃপাণ রাঙ্গা লাঠি।

আগুপাছু জায় ভার দেখ্যা লোকে চমৎকার
রয়্যা চাহে পাটনের লোক
সদাগর পিছে নড়ে ডানি বামে বাধা পড়ে
দুঃখ ভাবে সফরের লোক।
তাড়বালা কানে সোনা নেত কথুবা বান্ধি বানা
আগে পাছে পাইক জোগান
রাজার সভায় আসি প্রণাম করিয়া বসি
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

তেজে জেন রবি পণ্ডিতে সৎকবি
নারদ-সমান গানে
সুমতি সুস্থির সত্যে যুধিষ্ঠির
সুরতরু সম দানে।
বিদ্যাবিশারদ দণ্ডীর সম্পদ
অশ্বের শিক্ষায় নল
সর্ব্বজন সুখী নাহি রঙ্ক দুঃখী
রাজ্যে নাহী তার ছল।
শুনি নরপতি সাধুর ভারথি
দ্রব্যের জিজ্ঞাসে কথা
রচিয়া সুছন্দ শ্রীকবি মুকুন্দ
চণ্ডিকামঙ্গল গাথা ॥

৩৬২

করি সম্ভাষণ বান্যার নন্দন
রাখে বদলের সাজ
আইস সদাগর কোন দেশে ঘর
কহ কেবা নৃপরাজ।
কয় অবগতি শুন নরপতি
গৌড় দেশে মোর বাস
বিক্রমকেশরী সাজি সাত তরি
পাঠাইল তব পাশ।
চামর চন্দন শঙ্খ আদি ধন
নাহীক রাজভাণ্ডারে
রাজ-আজ্ঞা পায়্যা আইনু সিন্ধু বায়্যা
তোমার এই সফরে।
গন্ধবান্যা জাতি উজবনি স্থিতি
দত্তকুলে উতপতি
অজয়ের তটে গঙ্গার নিকটে
বসি নাম ধনপতি।
রাজা মহাশয় চাপে ধনঞ্জয়
প্রজার পালনে রাম
প্রতাপে নিঃসীম মল্লে জেন ভীম
চোর খণ্ডে সবে বাম।

৩৬৩

বদল আশে[1] নানা ধন আন্যাছি সিংহলে
জে দিনে জে দিবে বদল শুন কুতূহলে।
কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ দিবে নারিকেল বদলে শঙ্খ
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ দিবে সুণ্ট বদলে টঙ্ক।
আকন্দ বদলে মাকন্দ দিবে পায়রা বদলে সুয়া
গাছ-ফল বদলে জায়ফল দিবে বয়ড়ার বদলে গুয়া।
সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল দিবে গুঞ্জার বদলে পলা
পাট সোন বদলে ধবল চামর কাচের বদলে নীলা।
লবণ বদলে সৈন্ধব[2] দিবে সোলফার বদলে জিরা
প্রবঙ্গ বদলে কুরঙ্গ দিবে হরিতাল বদলে হীরা।
চঞের বদলে চন্দন দিবে পাগের বদলে গড়া
শুক্তার বদলে মুক্তা দিবে ভেড়ার বদলে ঘোড়া।
মাষ মুসরি তণ্ডুল মধুরি বরবটী বাটুলা চিনা
বলদে শকটে তৈল ঘি ঘটে সদাগর আন্যাছে কিনা।
জগদবতংসে পালধি বংশে নৃপতি রঘুরাম
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন অভয়া পুর তার কাম ॥

৩৬৪

বদল করণে রাজা কৈল অঙ্গীকার
পঞ্চাশ কাহন কৈল রন্ধন বেভার।
সাধুরে তুষিল রাজা ভূষণ চন্দনে
বিদায় পাইল সাধু রন্ধনে ভোজনে।
অগ্নিশর্ম্মা নামে দ্বিজ রাজপুরোহিত
রাজার সভায় আসি হইল উপনীত।
আশীর্বাদ করি দ্বিজ বসিল কম্বলে
হাস-পরিহাস কথা কয় কুতুহলে।
চারি দিকে দেখিয়া ভেটের আয়োজন
সহাস বদনে দ্বিজ নৃপে জিজ্ঞাসন।
আজি ভেট-বস্তু রায় দেখি চারিভিতে
মনোহর দ্রব্য রায় আইল কোথা হইতে।
গৌড় হইতে আইল সাধু নাম ধনপতি
নানা ভেট দিয়া মোরে কৈল প্রণতি।
ইহা শুনি অগ্নিশর্ম্মা বলে অভিরোষে
ব্রাহ্মণ বসত কেন করে এই দেশে।
বিধি-বেবস্থার বেলা আমি প্রতিদিন
কার্যকারণের বেলা আমি উদাসীন।
পঞ্চপাত্র নিন্দি ওঝা মাথা কৈল হেট
আমি সবে বঞ্চিত সভার কোলে ভেট।
ইহা বলি অগ্নিশর্ম্মা জায় সভা ছাড়ি
ফিরাইল রাজপাত্র তার পাএ পড়ি।
রাজার আদেশে পুনু কালু দণ্ড জায়
পুনুরূপি আনে সাধু রাজার সভায়।
পণ্ডিত জিজ্ঞাসে তারে পথের বারতা
কিবা নায়ে আইলে তটে কহ সব কথা।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

৩৬৫

রাজার আদেশ পায়া সঙ্গে সাত তরি লৈয়া
নদনদী-মহাসিন্ধু-রয়
জে দেখিল অপরূপ অবধানে শুন ভূপ
কহিতে পরানে করি ভয়।
সঙ্গে শত শত নায়া আইনু অজয় বায়া
উপনীত ইন্দ্রানির ঘাটে
ধৌত হরিপদদ্বন্দ্বা বাহিল অলকনন্দা
কুতূহলে আইনু গীত নাটে।
ডানি বামে জত গ্রাম তার কত নিব নাম
উপনীত ত্রিবিনির তীরে
প্রভাতে করিয়া স্নান যথাবিধি পিণ্ডদান
ঘটে পুরি নিল গঙ্গানীরে।
রাত্রিদিন বাই নায় উপনীত মগরায়
ঝড় বৃষ্টি হইল বহুতর
দারুণ দৈবের ফল ছয় ডিঙ্গা গেল তল
আইলাঙ এক মধুকরে।
জাহ্নবীসাগর-সঙ্গ পর্ব্বতসমান ভঙ্গ
বাহিনু পরান করি হাথে
সিন্ধুকূলে অবতরি ডান ভাগে নীলগিরি
দেখিলাঙ প্রভু জগন্নাথে।
কেবল দুঃখের পদ বাহি নায় নানা হ্রদ
উপনীত হইলাঙ সিংহলে
সুধন্য সিংহল দেশ কালিদহে পরবেশ
জল আচ্ছাদিত শতদলে।
কালিদহের জলে কুমারী কমলদলে
গজ গিলে উগারে অঙ্গনা
অতি কৃশোদরী বালা মত্ত গজ লয়্যা লীলা
শশিমুখী খঞ্জনলোচনা।
সাধুর বচন শুনি রোষযুত নৃপমুনি
চান মহাপাত্রের বদন
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্দ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৩৬৬

সাধুর বচনে সালবান রাজা হাসে
রাজার ইঙ্গিতে পাত্র উপহাসে ভাষে।

বিদেশে আসিয়া সাধে লাগিল তরাস
কিবা ভাগ্যে তোমার ডিঙ্গা না কৈল গরাস।
সাধু বলে স্থানগুণে কর উপালম্ভ[১]
গজ-কন্যা বান্ধ্যা আনি করহ বিলম্ব।
আনিতাঙ বান্ধিয়া গজ-কমল-কামিনী
কেবল তোমার ভয় নৃপচূড়ামণি।
এখন শ্রীমুখে আজ্ঞা কর নৃপবর
কমল-কুসুমে পারি ছায়্যা দিতে ঘর।
রাজসভা যোগ্য নহে এই সাধু ভণ্ড
ধর্ম্মশাস্ত্র বিচারে উচিত হয় দণ্ড।
সাধু বলে ভণ্ড বল ঠাকুরালি-বলে
প্রতিজ্ঞা করিয়া চল কালিদহের জলে।
মিথ্যা যদি হয় রায় আমার বচন
নুটী কর‍্যা নিহ তুমি বুহিতের ধন।
যদি মিথ্যা হয় বোল শুন নৃপবর
কারাগারে রাখ্য বন্দি দ্বাদশ বৎসর।
রাজা বলে যদি সত্য তোমার বচন
অর্দ্ধরাজ্য দিব তোরে অর্দ্ধসিংহাসন।
রাজা সাধু দুহেঁ কৈল প্রতিজ্ঞা পুরণ
মসীপত্রে লিখন করিল সভাজন।
সাজ সাজ বলি হইল রাজার ঘোষণা
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল পাঁচালি রচনা॥

৩৬৭

অপরূপ কথা শুনি সালবান নৃপমুনি
সাজ বল্যা দিলেক ঘোষণা
কমলে কামিনী বৈসে কুঞ্জর উগারি গ্রাসে
শুনি পুরে ধায় সর্ব্বজনা।
শৃঙ্গশঙ্খে হইল রোল অন্ত নাহি ঢাক ঢোল
কাড়া মৃদঙ্গ করতাল
ডম্ফ মোহরি বাজে বীরকালি তাহে সাজে
নানা বাদ্য বাজয়ে বিশাল।
গজ-পিঠে বাজে দামা সাজিল রাজার মামা
আড়ম্বরে পুরিল গগন
ধবল চামর ছটা উরমাল ঘাঘর ঘাঁটা
গণ্ডস্থলে সিন্দুর মণ্ডন।
করি-পিঠে নরপতি মাথায় ধবলছাতি
চারিদিকে ভুঞার পয়ান
লইয়া আপন সেনা আগুদলে খানখানা
ঘন সিঙ্গা টমক নিশান।
রথ সনে সাজে রথি বীরবর সেনাপতি
রথ আগে গাউল গম্বল
কনক কলস চুড়ে নেতের পতকা উড়ে
রথশিরে চামর ধবল।
লইয়া আপন বল [সাজিয়া তুরঙ্গদল]
ভুঞা রাজা করিল পয়ান
যবন কিরাত শক আগুদলে উজবক[১]
খোরাসানী মোগল পাঠান।
সাজ বল্যা পড়ে সাড়া আরোপী ধনুকে চড়া
ধানকী ধাইল বেড়াজাল
গায় আরোপিল রাঙ্গি কাছিল লসান টাঙ্গি
নয় শত চলে জেন কাল।
সোনার নুপুর পায় বিরঘড়্যা পাইক ধায়
রায়বাঁশ ধরে খরসান
সোনার টোপর শিরে ঘন শৃঙ্গনাদ[২] পুরে
বাঁশে দোলে চামর নিশান।
পাইক রণে পরচণ্ড ধায় বীর কালু দণ্ড
বার শত সঙ্গে চোকনিঞা
শুনি কথা অদভুত ধায় জত রজপুত
কমলে কামিনী গজ শুন্যা।
কাশীরাজ চলে সাল রণকেতু রণমাল
যুগন্ধর বীর পুরন্দর
রাজার বিবাদ কাজে নব লক্ষ দল সাজে
ধুলি আচ্ছাদিত দিবাকর।
সাজ বল্যা পড়ে রা সাজিল রাজার মা
কালিদহে দেখিতে কমল

দাসদাসীগণ সঙ্গে চলিল পরম রঙ্গে
কেবুয়ালে সুবর্ণ ঘাগর।
রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি চলে নৃপতির নারী
লীলাবতী আদি শত রানি
ঘোড়ন-খাটুলী চড়ে কমল দেখিতে নড়ে
রক্ষক সকল বেত্রপাণি।
সঙ্গে নবলক্ষ দলে উত্তরিলা নদীকূলে
নাবিক জোগায় নৌকা শয়
নৃপতি চড়িয়া নায় কমল দেখিতে জায়
উপনীত হইল কালিদয়।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পায়
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩৬৮

কালিদহে উপনিত হইলা নরপতি
চারিদিকে মহাপাত্র করিয়া সংহতি।
ধনপতি সদাগরে বলে নৃপবর
দেখায় কামিনী কোথা কমল কুঞ্জর।
হাসিয়া সিদ্ধান্ত করে সাধু ধনপতি
ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহামতি।
দেখিল জতেক আমি এক মিথ্যা নয়
আছিল কমল সে ঢাকিল তব নায়।
জুয়ার ভাঁটি হউক টুটিয়া জাউক জল
দিনা দুই চারি যাক দেখাব কমল।
জতেক কহিল আমি এক নহে আন
কাণ্ডার আমার সঙ্গে আছয়ে প্রমাণ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৩৬৯

আইস হে কাণ্ডার সত্য বল রে আমারে
তুমি কি দেখ্যাছ কঞ্জ-কামিনী-কুঞ্জরে।
সত্য বাক্যে স্বর্গে জাই মিথ্যায়ে নিরয়*
হেন পাপ হইতে কেহ নাঞি করে ভয়।
তীর্থ যজ্ঞ দানে হয় পিতার উদ্ধার
মিথ্যাবাক্যে নরকে নাহিক প্রতিকার।
পড়িয়া শুনিঞা পুত্র হয় সুপুরুষ
গয়ায় পিণ্ড দান করে ধরে তিল কুশ।
সেই পুণ্য পায় জেবা কহে সত্যবাণী
কহিল পুরাণে শুক ব্যাস মহামুনি।
সত্যবাক্য সম ধর্ম্ম নাহিক পুরাণে
মিথ্যার সমান পাপ নাহি ত্রিভুবনে।
অবনী বলেন আমি সভাকারে বহি
জেই মিথ্যা বলেন তার ভার নাহি সহি।
ইন্দ্র অগ্নি দণ্ডধর নৈরিত অরুণ
রাজ-অঙ্গে বৈসে দেখি সব দেবগণ।
সর্বজীবময় নৃপে জেই নর ভাণ্ডে
পরিণামে জানিবে বিধাতা তার দণ্ডে।
জলে দাণ্ডাইয়া বল পুর্বমুখ হয়্যা
একানই পুরুষ তোমার আছে ডাণ্ডাইয়া।
মিথ্যা বলিলে তার পাবে ফলাফল
নরকে পচিবা জাব চন্দ্র দিবাকর।
রাজার বচন শুনি বলে কর্ণধার
আমি নাঞি দেখি কঞ্জে কামিনী-কুঞ্জর।
রাজা বলে সাক্ষি হইয়া ধর্ম্মাধিকরণী
আপন সাক্ষিতে বেটা হারিল আপনী।
সভা সাক্ষি করি রাজা বান্ধে সদাগরে
রাজ-আজ্ঞায় নিশাশ্বর লুটে মধুকরে।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

৩৭০

আনিয়া নায়ের দড়া সাধেব বান্ধে পিছমোড়া
কোটালে গছায় নৃপবর
তেজি দণ্ড কেরুয়ালে ঝাঁপ দিয়া পড়ে জলে
নাইয়া পাইক পরাণে কাতর।
বাজে-মহল হৈল ডিঙ্গা ঘন রাজে রণসিঙ্গা
রণভেরি দুন্দভি নিসান
রাজার প্রধান দেখে ভাণ্ডার-কাএস্ত লিখি
বলদে শকটে বহে ধন।
জে জন পালাইয়া জায় তাড়াতাড়ি তারে জায়
বলে লয় বসন ভুষণ
ধরিয়া সাধুর সঙ্গি নোনের নাকানি চোঙ্গি
দিয়া কাড়্যা নিল জত ধন।
গৌরব করিয়া দূর. কাড়্যা নিল কর্ণপূর
কান্দিতে লাগিল সদাগর
অঙ্গুরি অঙ্গদ বালা কলধৌত কণ্ঠমালা
নানাধন লুটে নিশীশ্বর।
ধুলিএগ্রা কুটীর ঘরে লৈয়া গেল সদাগরে
পোতা মাঝি ঘন মারি ঢেকা
হাড়ি পদে পরবেশ ধরণী লোটায় কেশ
বন্ধুজন সনে নাহি দেখা।
মৃত্যুশয্যা হইল ধুলা সহচরি চুলচুল্যা
উড়ুষ নিদ্রায় হইল কাল
দৈবগতি বিপরীত কানে মশা গায় গীত
চৌদিকে ছুছার হইল জাল।
ক্ষেনে দুঃখ ভাবি কান্দে ক্ষেনে কথা কয় নিন্দে
নিশ্বাস জিনিএগ্রা দাবানল
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্দ
দ্বিজরাজ প্রকাশে মঙ্গল॥

৩৭১

স্বপ্ন কহেন দুর্গা শিয়রে বসিয়া
এবে মূঢ় ধনপতি ভজ মহামায়া।
স্মরণ করহ যদি ভবানি ভবানি
কালিদহে দেখাব করি-কমল-কামিনী।
কুবুদ্ধিয়া তোরে কত কহিব বিশেষ
ধরাব ধবল ছাতি বাট্যা দিব দেশ।
তুল্যা দিব মগরায় ডুবা ছয় না
তথি ভরা দিহ হে জতেক ধন চা।
মণি মুক্তা প্রবালে পুরিয়া মধুকর
কিঙ্কর করিয়া দিব সিংহল-ঈশ্বর।
তোরে আমি বলি সাধু করিয়া দড়ান
চণ্ডী না ভজিলে তোর নাহিক ছোড়ান।
অপুত্রক তোর গারি সকল বিফল
সিন্ধু মাঝে ভেলা জেন করে টলটল।
তুমি সাধু যদি নাহি পুজ মাহেশ্বরী
নুটীব ঘরের ধন বিক্রমকেশরী।
হাটে সুতা বেচিবেন লক্ষপতির ঝি
সংখেপে কহিল তোরে আর কব কি।
এমনি নিশির শেষে দেখিয়া সপন
একভাবে স্মঙরিল গজেন্দ্রমোক্ষণ।
যদি বন্দীশালে মোর বার্য়ায় পরানী
মহেশঠাকুর বিনু অন্য নাহি জানি।
প্রাণ যদি আমার বার্য়ায় কারাগারে
মহেশঠাকুর বিনে না ভজিব কারে।
লাজ পায়্যা অন্তরে রহিল ভগবতী
এবার বৎসর বন্দী থাক ধনপতি।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

৩৭২

ধনপতি হইল বন্দি নৃপতির ঘরে
ভিক্ষে জিয়ে নায়্যা পাইক সিংহল নগরে।
সেই জন হইল শত লক্ষ অধিকারী
সিংহলে আসিয়া হইল কড়ার ভিখারি।

সমস্ত দিবস ভিক্ষা করিয়া সিংহলে
একস্থানে উপস্থিত হয় সন্ধ্যাকালে ।
সাধুর পাচক দ্বিজ করয়ে রন্ধন
সভাকার আগে ধনপতির ভোজন ।
পশ্চাত কাণ্ডার সব করে অন্নপান
গ্রামে গ্রামে করে তারা ভিক্ষার সন্ধান ।
কোন দিন লোন মিলে কোন দিন তেল
অনুদিন সাধুর হৃদয়ে শোক-সেল ।
দুর গেল খির খণ্ড ঘৃত গুয়াপান
খুধা পাইলে সাধু তণ্ডুল চিবান ।
জেই জন নাহী ভজে চণ্ডীর চরণ
কদাচিত নহে তার দুঃখবিমোচন ।
সাধু বন্দি করি যাত্রা কৈল মাহেশ্বরী
ব্রতঝিয়ে আছে যথা খুল্লনা সুন্দরী ।
পদ্মা সনে চণ্ডিকা আইল তথাকারে
হেনকালে লহনা জিজ্ঞাসে খুল্লনারে ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

৩৭৩

বনি কি সাধ খাইতে জায় মন
কহ গো খণ্ডিয়া লাজ   আনিব সাধের সাজ
ভাণ্ডারে নাহীক কোন ধন ।
সমর্পিয়া হাথে হাথ   দূর গেল প্রাণনাথ
তোমারে আমার বড় ডর
আসিবেন আজিকালি   আস্যা পাছে দেন গালি
এই মোর ভাবনা অন্তর ।
প্রথম গর্ভে ভর   শুয়্যা থাক নিরন্তর
সদাই বদনে উঠে হাই
দিনে দিনে বল টুটে   ইসতে নেকার উঠে
নাহি জানি কফ পিত্ত বাই ।
সহিত দুবলা সখি   লয়্যা তৈল অমলখি
স্নান কর গিয়া নদীজলে
বল হবে অন্নমূল   কার তেজে দিবে শূন
দিনে দিনে দেখি খিনবলে ।
লহনার কথা শুনি   খুল্লনা বলেন বাণী
আপনার শরীর সন্তান
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ   পাচালি করিয়া বন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

৩৭৪

দিদি গো ইবে বড় সঙ্কট পরান
মাতাপিতা দুরন্তব   স্বামী গেলা দেশান্তর
তুমি সবে জীবন নিদান ।
উদর হইল ভারি   উঠ্যা দাণ্ডাইতে নারি
জদি লক্ষ ধর্যা উঠি করে
দুই চারি চলি পা   কাঁপিয়ে সকল গা
বললেশ নাহি কলেবরে ।
গর্ভের দেখিয়া ভর   মনে বড় লাগে ডর
খুধা তৃষা নাহি এক মাস
আপনার জায় মন   জদি পাই সে বেঞ্জন
তবে খাই গ্রাস দুইচারি ।
লতা পাতা বন-শাক   খরজালে কর্যা পাক
সাম্ভলিবে জোয়ানি ফোড়ায়্যা
সম্ভলন বলি তথি   হিঙ্গ জিরা দিয়া মেথি
বনি বলি যদি কর দয়া ।
নিধানি করিয়া খই   তথি দিয়া মস্যা দই
কুলি করঞ্জা প্রাণহেন বাসি
জদি কিছু পাই সুখ   আম্রে মসুরের সুপ
প্রাণ পাই পাইলে আমসী ।
দেখি জেমন সোনা   শকুল মৎস্যের পোনা
গোটা কাসন্দি[১] দিবে তথি

হরিদ্রা-রঞ্জিত কাঞ্জি উদর পুরিয়া ভুঞ্জি
বন-সাকে বড় সুখ তথি।
ঘোলে মিসাইয়া লাউ দুগ্ধ তিলে গুড়ে জাউ
পিঠা কর খির-নারিকেলে
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
ব্রাহ্মণরাজার কুতূহলে ॥

৩৭৫

সাক তুলিতে দুয়া ফিরে বাড়ি বাড়ি
ক'খে কব্যা নিল দুয়া রঙ্গিন চুপড়ি।
নট্যা রাঙ্গা তোলে পাট পালঙ্গ নালিতা
তিত পলতার ডগা তুলিল পলতা।
সাজ্যাতা পাজ্যাতা বন-পুই তুলে বলা
হিনচা কলমী শাক তোলে ডানিকলা।
কড়্যা সাক তোলে দুয়া ফিরে খেতি খেত
মহরি সোলপা ধন্যা খিরপাই বেত।
বাড়ি বাড়ি ফিরে দুয়া দিয়া বাহুনাড়া
ভগী ডগী তোলে পুই পুনুকা কাঁচড়া।
কোমল কাঁকুড়ি-ডগা তুলিল করেলা
নাউডগা তোলে কিছু কচি কচি বলা।
বাছা ধুয়্যা শাক দুয়া করিল সাঁচনা
লতা পাতা শাক আগে রান্ধিল লহনা।
রন্ধন করেন রামা করি বড় ত্বরা
ঘণ্টে পুর্যা এড়ে রামা কুড়িয়া পাথরা।
ঘৃতে জবজব রান্ধে নালিতার শাক
কটু তৈলে বাথুয়া করিল দৃঢ় পাক।
কটু তৈলে ভাজে রামা চিথলের কোল
রোহিত কুমুড়া-বড়ি আলু দিয়া ঝোল।
বদরী শকুল মীন আম্রে মুসুরি
পন দুই ভাজে রামা সরল সফরি।
পঞ্চাশ বেঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন
থালায় ওদন বাটী ভরিয়া বেঞ্জন।

সাধ খান খুল্লনা নারীজন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩৭৬

প্রভাতে উঠিয়া বলে খুল্লনা সুন্দরী
বেদনায় জ্ঞানহত হৈল বুঝি মরি।
হেনকালে লহনা কহিল দুবলারে
পাৰ্থিকে ডাকিয়া আন চলহ নগরে।
সুতিকা[১] ভবনে নিল খুল্লনার তরে
আইয়-সুয় আমাত্য আইল তার পরে।
বেথায় আকুল রামা ভবানী স্মঙরে
প্রাণরক্ষা কর মাতা বলে বারে বারে।
সুতিকা[১] ভবনে তথা আসি নারায়ণী
খুল্লনারে আসীষ দিলেন শিরে পাণি।
খুল্লনা দেখিল তারে ব্রাহ্মণীর বেশে
চিনিল চণ্ডিকা রামা আখির নিমেষে
নোটাইয়া ধরে রামা চণ্ডীর চরণ
বিষম সঙ্কটে মাতা করহ রক্ষণ।
কপটে চণ্ডিকা তার বাটীল ঔষদ
চণ্ডীর ঔষদে তার খণ্ডিল বিপদ।
চণ্ডিকা স্মঙরিয়া রামা দিল ধর্মশূল
ভূতলে পড়িল তার গর্বের ফলফুল।
উমা [উনা] ডাকে শিশু পড়িয়া ভূতলে
দেখিবারে বন্ধুগণ ধায় কুতূহলে।
নবশশি জিনি মুখ পঙ্কজ-লোচন
কুন্দেতে নির্মাইল জেন অভিন্ন মদন।
হরসিত দুয়া দাসী ধায় দ্রুতপদ
দুয়ারে বান্ধিল জাল বেত্র উপানদ।
ফেড়িয়া চালের খড় জালিল আঁতুড়ি
গোমুণ্ড থুইয়া দ্বারে পুজে ষষ্ঠী বুড়ি।
হুলাহুলি দিয়া কৈল নাড়ির ছেদন
তিন দিবসে দিল সুপথ্য[২] পাচন।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

সপ্তম দিবস

দিবা

৩৭৭

দুবলা গণকগণে সম্ভ্রমে ডাকিয়া আনে
দেখে তারা দীপিকা ভাস্বতী
পুরোধা পণ্ডিতগণে সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণে
লিখে তারা শিশুর জাওয়াতি।
মকরে ধরণীসুত বুধে চান্দ গুরুজুত
মেষে লিখে প্রচণ্ড কিরণে
তুঙ্গঘরে বৈসে রাহু শিশুর কল্যাণ বহু
বুধে লিখে গুরুর ভবনে।
চাপ লগ্নে শনৈশ্চর তুলালগ্নে ভৃগুবর
মঙ্গল সুচারু করে কেতু
সুযোগ কনকদণ্ড ইথে জাত নহে ছন্দ
পিতার উদ্দিশ হয় হেতু।
দ্বাদশ বৎসর কালে ডিঙ্গা মেল্যা বুহিতালে
সিংহলে করিব পরবেশ
সালবান নৃপ দণ্ডি পদ্মাবতী সনে চণ্ডী
করাইব পিতার উদ্দেশ।
সকল বিদ্যায় ধীর সত্যবাক্যে যুধিষ্ঠির
দানে হব কর্ণের সমান
শুকদেব সম জ্ঞানী কুবের সমান ধনী
দীর্ঘজীবী মার্কণ্ড সমান।
সাত নায় দিয়া ভরা রাজকন্যা বিভা কর্যা
আসিবেন উজানি নগরী
চণ্ডী জারে কৃপাময়ী পূজা পাব ঠাঞি ঠাঞি
কন্যা দিব বিক্রমকেশরি।
রূপে অভিনব কান ইচ্ছায় শ্রীপতি নাম
থুয়্যা সভে চলিলা ভবনে
পুরোধা গণকগণ সভার তুসিল মন
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে॥

৩৭৮

সপ্তদিনে সপ্ত ঋষি করিয়া বন্দনা
আটদিনে আটকলাইয়া করিল লহনা।
নত্তা কৈল নয় দিনে মনের হরিষে
একইষা করিল তার একইষ দিবষে।
দিনে দিনে আন বেশ সাধুর নন্দন
কৌতুকে খুল্লনা দেই ভূষণ-চন্দন।
দশ দণ্ডে হেমথালে করয়ে ভোজন
পুত্র মেলে জায় নিদ্রা বিনোদ শয়ন।
মনে মনে বিচার করেন ভগবতী
পদ্মাবতী সনে চণ্ডী করেন জুগতি।
কৌতুকে শ্রীমন্ত কোলে করিল পার্বতী
হেনকালে মোরে দেহ বলে পদ্মাবতী।
ভক্তি দেখিবারে চণ্ডী রহিলা গগনে
পুত্র হারাইল খুল্লনা দেখিল সপনে।
চিয়াইয়া খুল্লনা দেখে কোলে নাহি পো
সভারে জিজ্ঞাসা করে চক্ষে পড়ে লোহ।

খুল্লনা বিপদসিন্ধু কবিবা মজ্জন
একভাবে পূজে বামা চণ্ডীব চবণ।
বিবূপাক্ষী বিশালাক্ষী দেবী কাত্যাযনী
মহাতপা তুমি বলদেবেব ভগিনী।
মধুকৈটবেব ভযে ব্রহ্মাব শবণ
দুর্ব্বাসার সাঁপে দুঃখী হইল দেবগণ।
সুবলোকে সুস্থিব কবিল সুববায
প্রথমে সম্মান পাইলে ইন্দ্রেব সভায।
বিপদনাশিনী তোমা গায হরিবংশে
কৃষ্ণের করিলে কাজ ভাণ্ডাইযা কংসে।
খুল্লন ব এত স্তুতি শুনিঞা পার্বতী
লহনাব খট্টাতলে থুইল শ্রীপতি।
খট্টাতলে পুত্র পাইযা নাচেন খুল্লনা
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল পাঁচালি বচনা॥

৩৭৯

অ বে বাছা আয আয আয
কি নাগি কান্দে মোর শ্রীমন্ত বায।
আনিব তুলিযা গগন-ফুল
একেক ফুলের লক্ষেক মূল।
সে ফুল গাঁথিযা পবাব হাব
সোনার বাছা মোব না কান্দ আব।
গগনমণ্ডলে আডিব ফাঁদ
বান্ধিয়া দিব তোবে শরদ-চান্দ।
কপালে দিব তোরে সে চান্দ ফোটা
খেলাতে দিব বাছা সোনার ভেটা।
খাওযাব খিরখণ্ড পবাব চুযা
কর্পূব পাকা পান সরস গুযা।
রথ তুরঙ্গ দন্তী জৌতুক দিয়া
রাজার দুই কন্যা করাব বিয়া।

শ্রীমন্ত চাপিবে বিনোদ নায়
কস্তুরি কুমকুম চন্দন গায।
সুখে নিদ্রা জান চামব-বায
শ্রীকবিকঙ্কণ মুকুন্দ গায॥

৩৮০

দিনে দিনে বাড়ে শ্রীরপতি
কেবল চণ্ডীব ক্রীড়া নাহি ব্যাধি নাহি পীড়া
অন্ধকাব হরে দেহ-জ্যুতি।
দেহেব কনকবর্ণ গিধিনি জিনিঞা কর্ণ
বিহঙ্গমবাজ জিনি নাসা
বিকচ কমল আখি দীর্ঘ যেন শালশাখী
কলকণ্ঠ জিনি চাবু ভাষা।
জননীর কোলে নিন্দে ক্ষেনে হাসে ক্ষেণে কান্দে
সাধুসুত কবযে দেযালা
দোলাব ক্ষেণেক দোলে ক্ষেণে লহনার কোলে
ক্ষেণে কোলে কবযে দুবলা।
মৌনে ক্ষেণেক থাকে ক্ষণে ওঙা ওঙা ড কে
জননীব পরম কৌতুক
পতি নৃপতির দাস গেলা দীর্ঘ পববাস
দেখিযা পাসবে সব দুঃখ।
জননী লোচন ফাঁদ বদন সবদ-চাঁদ
লোচন যুগল ইন্দীবব
কপাল বিশাল পাটা সিংহ জিনি মাঝা-ছটা
অভিনব জেন শক্তিধর।
তিন চারি জায মাস উলটীয়া দেই পাশ
আনবেশ সাধুর নন্দন
জায় মাস পাঁচ চারি রূপে অতি মনোহারী
ছয়মাসে করাল্য ভোজন।
সাত আট জায মাস দুই দন্ত পরকাশ
আনবেশ দিবসে দিবসে

লহনা খুল্লনা মেলী দুহেঁ দেই করতালি
দেখি আনন্দিত বসে ভাসে।
হৈল একাদশ মাস বদনে ইসত হাস
বারমাসে আইল জন্মতিথি
মাযের অঙ্গুলি ধবি চলে পদ দুই চারি
মুকুন্দ বচিল শুদ্ধমতি ॥

৩৮১

একবৎসবেব হইল সাধুব নন্দনে
কবতালি দিযা ফিবে নাচযে অঙ্গনে।
দুবলা কিঙ্কবী গায কৃষ্ণেব চবিত
পুলকে পূর্ণিত শিশু নাচে সানন্দিত।
কটিতটে লম্বমান[1] কনকশিকলী
মলবাঁকি পদযুগে কবে ঝলমলী।
শার্দুলনখেব শোভে গলে মণিহাব
চলিতে চবণযুগে নূপুব সঞ্চাব।
পবায পাটেব ধড়া দুবলা কিঙ্কবী
ভাল নাচ[2] বল্যা বলে খুল্লনা সুন্দবী।
ক্ষণে পরিধান ধড়া ক্ষণে হয় পাগ
কনকবুচিব অঙ্গে লাগ্যাছে পরাগ।
মদনগঞ্জন বূপ ভুবনবঞ্জন[3]
দিনে দিনে আনবেশ সাধুব নন্দন।
কৌতুকে খুল্লনা দেই ভূষণ চন্দন
এক সমা নিবর্ডিল দুই দবশন
তিন[4] বৎসবের জবে বাণিঞ্জার বালা
শিশুগণ সঙ্গে কবে ভাগবত-খেলা।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুব সঙ্গীত ॥

৩৮২

স্বামী আসিবেন ঘরে করিয়া কামনা
প্রতিদিন ভাগবত শুনেন লহনা।
দিনে দিনে ভাগবত শ্রবণের কালে
কৃষ্ণকথা শুনে ছিরা লহনার কোলে।
নগর্যা ছাওয়াল আনি নিত্য করে মেলা
কৃষ্ণলীলা অনুবূপ করে নানা খেলা।
আনুবূপে রহে কেহ চবণ নিকটে
কৃষ্ণেব আবেশে ছিরা ভাঙ্গিল শকটে।
পুতনার বেশে কেহ দেই বিষস্তন
স্তনপান কবি তার বধিল জীবন।
মাতৃবেশে কেহ কোলে করিল কৌতুকে
বিশ্ববূপ ছিরা তাঁরে দেখাইল মুখে।
যশোদাব বেশ ধবি কেহ করে কোলে
সহিতে না পাবি ভব থুইল মহীতলে।
তৃণাবর্ত্ত হইযা কেহ তুলিল গগনে
কণ্ঠদেশ চাপী তার কবিল নিধনে।
দধিভাণ্ড ভাঙ্গি হইল নন্দের নন্দন
যশোদার বেশে কেহ করিল বন্ধন।
বন্ধন-আশ্রয কেহ হইল উদূখল[1]
দুই শিশু হইল তথা অর্জুন যমল।
উদূখল[1] টানি তাবা চলিল কাননে
উপাড়িযা পড়ে গাছ যমল অর্জ্জুনে।
কেহ বৎস হইল কেহ বৎসক অসুর
কৃষ্ণবেশে ছিরা তারে মার্যা করে দূর।
কোন শিশু হইল বক ছিরা কৃষ্ণ বীর
দুই ঠোটে চিব্যা তাবে কইল দুই চীর।
কাপ কবি কোন শিশু হয় অঘাসুর
কোন গোপ শিশু হৈল বালক বাছুর।
বাছুর বালক অঘা করিয়া গরাস
কৃষ্ণবেশে ছিরা তারে করিল বিনাশ।
বাছুব বালক তথা জিয়াইল শ্রীপতি
সব শিশু মেলিয়া ভোজনে কৈল মতি।
এমন কৃষ্ণের লীলা করি অনুসার
শ্রীমন্ত খেলায় নিত্য মনে নাহি আর।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর চরিত ॥

৩৮৩

গড়াল্য দুপর বেলা তৃষায় সুখাল্য গলা
শুন ভায়্যা মোর নিবেদন
সব শিশু করি মেলা চিড়া খণ্ড দধি কলা
একু ঠাঞি করিব ভোজন।
কমলকুসুম-দলে কদম্ব তরুর মূলে
ভোজন করয়ে শিশুগণ
স্বাদে খায় দধি খণ্ড উভারয়ে লয় ভাণ্ড
হাসি হাসি করয়ে ভোজন।
লগ্যা ছাওয়াল মেলে খায় নানা কুতুহলে
মধ্যদেশে বসিল শ্রীপতি
হয়্যা সভে উভমুখি ভোজনে হইলা সুখী
চারিদিকে বালক সংহতি।
অঙ্গে গোধূলি-রেণু কটিতটে বেত্র বেণু
অজানুলম্বিত বনমাল
শ্রীমন্তের জত সঙ্গি কৃষ্ণের প্রসঙ্গে রঙ্গি
পুলুকিত গোয়াল-ছাওয়াল।
বৎসরূপী শিশুগণ প্রবেশে গহন বন
শিশুগণ চমকিত মন
শ্রীপতি বলেন ভায়্যা আনিব বাছুর চায়্যা
সভে সুখে করহ ভোজন।
বালক ভোজনমতি শ্রীপতি সভার গতি
চলিল বাছুর অন্বেষণে
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্দ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণে॥

৩৮৪

কৃষ্ণকথা-আবেশিত হয়্যা সাধু মন
শ্রীপতি বাছুর চায়্যা বুলে বনে বন।
নরসিংহ দাস তথা আসী ব্রহ্মা-বেশে
হয়্যা নিল শিশু পশু দিয়া মায়াপাশে।
ক্ষণেক ভাবিয়া মনে বুঝিল শ্রীপতি
কার নহে এই কর্ম্ম বিধাতার কীর্ত্তি।
কৃষ্ণের চরণে স্থির আরোপিয়া মন
মনময় করিল বালক বৎসগণ।
নরসিংহ দাস পুনু আসী ব্রহ্মা-বেশে
বাছুর বালক দেখে কৃষ্ণের সকাশে।
পুনুরূপি গেলা ব্রহ্মা আপনার স্থানে
আছয়ে বালক বৎস দেখিল নয়নে।
পুনুরূপী দেখে আসি চতুর্ভুজ বেশে
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুরসভাসে॥

৩৮৫

শিশুগণ করি মেলা করে ভাগবত-খেলা
কৌতুকে শ্রীমন্ত সদাগর
জে জন খেলায় হারে সেই জন কান্ধে করে
অবধি ভাণ্ডীর তরুবর।
রূপে অভিনব কাম শ্রীপতি হইল রাম
তার সঙ্গে গোবিন্দ মাধব
মুকুন্দ শ্রীধর হরি বনমালী ত্রিপুরারি
নীলকণ্ঠ অচ্যুত যাদব।
নারায়ণ দামোদর চক্রপাণি পীতাম্বর
বাসুদেব অজিত বামন
কংসঐরি দিবাকর চতুর্ভুজ হরিহর[১]
বংশীধর শঙ্কর শেখর।
কার্ত্তিক গণেশ হর স্থাণু শিব গুণাকর
দৈত্যারি যশোদানন্দন
শ্রীদাম সুদাম হৈল[২] যুধিষ্ঠির পুরন্দর[৩]
বৃকোদর[৪] ভরথ লক্ষ্মণ।
দুইকুলে দুই মুখ্য কার্য্যবশে প্রতিপক্ষ
দুহেঁ পাড়ি থুইল উচ্চস্বরে
বসনে বদন ঢাকি চাপিল সভার আঁখি
জে না চিনে সেই জন হারে।

নিশ্চয় করিয়া পাড়ে দুইজন শিশু তাড়ে
কৃষ্ণসেনা পাইল পরাজয়
বসনে বদন ঢাকি চাপিল সভার আঁখি
কেহ নাহি পান পরিচয় ।
প্রলম্বের বেশধর লয়্যা বান্যা গুণাকর
কান্ধে তার চড়িল শ্রীপতি
অন্য বান্যা-শিশু জত গুণাকরে অনুগত
শিশুকান্ধে ধায় লঘুগতি ।
ভুঞ্যা প্রলম্বের গাছ জায় গুণাকর পাশ
ত্যাগ করি অবধি ভাণ্ডির
রোষে রাম ঘোরদৃষ্টি মস্তকে মারিল মুষ্টি
নাসাপথে গলয়ে রুধির ।
গুণাকর দাস পড়ে কদলী জেমন ঝড়ে
শিশু মেল্যা জল ঢালে শিরে
মেলি নগরিয়া ভাই গিয়া খুল্লনার ঠাঞি
চুন মাখ্যা আর্দ্ধাষ করে ।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩৮৬

করিয়া রোদন বলে শিশুগণ
শুন শ্রীমন্তের মা
তোমার তনয় লন্ধে সভাকায়
দেখ মারণের ঘা ।
সব শিশু মেলি একু সঙ্গে খেলি
শ্রীমন্ত বড় দুরন্ত
দারুণ চাপড়ে সব দন্ত লড়ে
লাঘবের নাহীক অন্ত ।
ভুবন্যা কিরণ্যা দুইজনে হইল কানা
চক্ষে দিল ধুলাগুড়া
যাদব মাধব দুহাঁর কি কব
বাসু বান্যা হইল খোড়া ।
গুণাকর দাস তার প্রাণ শেষ
দু-চীর হইল মাথা
কব কত আর করহ বিচার
শুন সতি পতিব্রতা
খুল্লনা ঝাড়ি ধুলা হাথে দিল কলা
তৈল মাখাইল গায়
রচিয়া সুছন্দ গাইল মুকুন্দ
সব শিশু ঘরে জায় ॥

৩৮৭

লহনা খুল্লনা মেলি করেন জুগতি
শ্রীমন্তের কর্ণবেধে দুহেঁ একমতি ।
দুবলা ডাকিয়া আনে দনাই পণ্ডিত
প্রণাম করিয়া দ্বিজে করিল ইঙ্গিত ।
হেমঘটে গণাধিপ করিয়া আহ্বান
করিল দনাঞি ওঝা স্বস্তিকবাচন ।
নানা দেব পূজা করে হইয়া সাবধান
কাল ধল শত ছাগ দিল বলিদান ।
দুবলা ডাকি আনে আইয় শত জনে
সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে দিল টিকা সনে ।
সিন্দুর বেষ্টিত দিল বিন্দু বিন্দু চুয়া
আ'চল ভরিয়া খই পাকাপান গুয়া ।
পূজা পায়্যা গেল সভে নিজ নিকেতনে
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণে ভনে ॥

৩৮৮

করিল শ্রবণবেধ পঞ্চম বরিসে
মনোহর বেশ বালা দিবসে দিবসে ।
না জাইয় খেলাতে ছিরা নিসেধি তোমারে'
কত না প্রকারে দুঃখ দেহ দুঃখিনীরে ।

রজনি প্রভাতে জায বানিয়ার বালা
বেগর কন্দলে তোমার নাঞি হয় খেলা।
অনেক হার্যাছি গো জিন্যাছি একবার
এবার জিনিলে ঘর আসিব সকাল।
খুল্লনা বলেন দুয়া শুন না বচন
ডাক দিয়া দ্বিজবরে আন নিকেতন।
খুল্লনার বোলে দুয়া চলিল তুরিত
ডাক দিয়া আনে দুয়া কুল-পুরোহিত।
দ্বিজবর দেখি রামা করে নিবেদন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খেলায় ময়নাগুড়ি   ফিরে বনিকের বাড়ি
একদণ্ড নাঞি বৈসে ঘরে।
ঝালি খেলে চাপ্যা গাছ   জলে খেলে মাছ মাছ
জীবন মরণ নাহি গণে
সাধু তোমার যজমান   তোঞি কর অভিমান
ছিরা রাখ আপন চরণে।
শুনি বাক্য খুল্লনার   দ্বিজ কৈল অঙ্গীকার
হাথে-খড়ি দিল শুভক্ষণে
দামিন্যা-নগরবাসী   সঙ্গীত অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে॥

৩৮৯

তোমারে সঁপিয়া ঘর   সাধু গেল দেশান্তর
ভাবি তুমি লভ্য[১] অপচয়ে
আচার বিনয় দীক্ষা   জতনে করাইব শিক্ষা
জাকু ছিরা তোমার নিলয়ে।
শ্রীমন্তের চিন্তহ কল্যাণ
জত চায় দিব ধন   নিবেশ করিয়া মন
সুতে মোর দেহ বিদ্যাদান।
নগর্যা বালক সঙ্গে   সদাই খেলে কড়া ডাঙ্গে
খেলে সদা টিকা কৌড় ভেটা
হইয়া পাসার বশ   পেলে বির্ত্তি বিদু দশ
গঞ্জিফা[২] খেলায় সকটা[৩]।
তেপাত্যা বাঘচালি   খেলে সাধু সাতা ধুলি
সামরু সবই তিনাতা[৪]
কোনাকোনি নেত্রবন্ধ[৫]   সদাই খেলায় দ্বন্দ্ব
না জানি দিবসে থাকে কোথা।
গৃহকার্য্যে নাহি চিত্ত   ডুবা বাজি খেলে নিত্য
নগর্যা বালক সনে মেলা
তেজিয়া ওদন জল   শিক্ষা করে বুদ্ধিবল
নিরবধি সাতাচারি খেলা।
টিক নাটিম পাতকালি   কনক সুন্দর সালি[৬]
নিত্য ফিরে নগরে নগরে

৩৯০

পড়য়ে সাধুর বালা   ক খ আঠার ফলা
আঙ্ক আঙ্ক সিদ্ধি বানান
গুরুবাক্যে দিয়া কর্ণ   চিনিল অনেক বর্ণ
অষ্টশব্দ সুবন্ত পানিন।
পড়ে দত্ত শ্রীয়পতি   সন্ধিমূল সন্ধিবৃত্তি
রাত্রি দিন করয়ে ভাবনা
নিবিষ্ট করিয়া মন   লিখে পড়ে অনুক্ষণ
বিদ্যা বিনে নহে অন্যমনা।[১]
পড়িল ব্যাকর্ণ-টিকা   গণবৃত্তি সমাসিকা
অমর জুমর বর্ণ নানা
জানিতে সন্ধির তত্ত্ব   পড়িল উজ্জ্বলদত্ত
ছন্দ পড়্যা মানিলা মাননা।
পড়িল দুর্ঘট[২] বৃত্তি   ধীর সভায় চক্রবর্ত্তী
নিরন্তর করেন বিচার
দিবানিশি যত্নবান   পড়ে ভট্টি অভিধান
পুথি শোধে বিবিধ প্রকার।
ক্ষুদ্র কাব্য পড়ি দূত   মাঘ পড়ে মেঘদূত
নৈসধ কুমারসম্ভবে
দিবানিশি নাহী জানি   পড়ে রঘু ক্ষেত্ত বেনি
ভারবি উদ্ভট জয়দেবে।

কাব্যপ্রকাশ পড়ি অভ্যাস করিল বড়ি
রত্নাবলী সাহিত্যদর্পণে
কাদম্বরী আখ্যায়িকা পড়ে নানাশাস্ত্র টীকা
প্রসন্নরাঘব রামগুণে।
পড়িল বামন দণ্ডী কবির কবিত্বখণ্ড
নানাছন্দে পড়িল পিঙ্গল
করি দৃঢ় অনুরাগ পড়িল ভারবি মাঘ
বন্ধুজনের বাড়ে কুতূহল।
অব্যাহত বুদ্ধিগতি পড়ে বালা সপ্তশতী
পড়ে মুদ্রা মুরারি মালতী
হিতউপদেশ কথা পড়িল বাসবদত্তা[৩]
কামশাস্ত্র দীপিকা ভাস্বতী।
বৈদ্যের বৈদ্যক জত বিশেষ কহিব কত
একে একে পড়িল শ্রীপতি
করিয়া চণ্ডিকাধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
দামুন্যায় জাহার বসতি ॥

৩৯১

সমাপ্ত করিয়া আগে নিজ অধ্যয়ন
কৌতুকে শুনেন জত পড়েন আখ্যান।
কেহ পড়ে বেদবিদ্যা আগমপুরাণ
শ্রীপতি সভার পাঠে করে অবধান।
পূর্বপক্ষ করে সাধু সভা বিদ্যমান
আপনি দনাঞি ওঝা করে সমাধান।
পুত্রবুদ্ধে অজামিল বৈল নারায়ণে
বৈকুণ্ঠে চলিল দ্বিজ চাপিয়া বিমানে।
দ্বিজ হয়্যা বহুকাল বেউস্যার সঙ্গ
সে জন্য পাইল মুক্তি এই বড় রঙ্গ।
গজেন্দ্র পাইল মুক্তি শ্রীহরি-পরশে
চতুর্ভুজ হয়্যা গেল বৈকুণ্ঠ-বাসে।
দিয়া কৃষ্ণে পুতনা গরল স্তনপান
রাক্ষসী বৈকুণ্ঠে গেল চাপিয়া বিমান।
যশোদা দৈবকী দেবী পাইল জেই গতি
সেই গতি পাইল পুতনা পাপমতি।
মুচ্‌কুন্দ করিল স্তব দেবকীনন্দনে
লইল চরণধূলা করি প্রদক্ষিণে।
সেই জনে মুক্ত নহে কিসের কারণে
গর্ভবাস কিবা হেতু কৈল নিজ মনে।
পশুবধ-পাপ নাশে হইলা দ্বিজবর
তবে মুক্তিপদ তারে দিল গদাধর।
শূপনখা দিতে আইল রামে আত্মদান
তবে কেন লক্ষ্মণ কাটিল নাক কান।
নবধা দানের মাঝে আত্মদান বড়
এই কথা আমারে বুঝাবে দড়দড়।
বেয়ুস্যাগমন কিবা পশুবধ পাপ
দুই কথা জতনে বুঝাবে মোরে বাপ।
এমন শুনিঞা দ্বিজ সাধুর বচন
সমাধান বুঝাবারে ওঝা কৈল মন।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা বিনা কিছু নাঞি সমাধান
হাসিয়া বলিল দ্বিজ সভা বিদ্যমান।
টীকার বিচার গুরু না বল ঝটিত
কেন বা প্রভুব ইচ্ছা হব অনুচিত।
সক্রোধ হইল দ্বিজ সাধুর বচনে
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে ॥

৩৯২

পঞ্চাশ[১] বৎসর হইল আমার বয়েষ
নিরন্তর পড়াই শাস্ত্র কার নহি বশ।
শিশু বুঝাবার তরে টীকার বিচার
ইহা বই অপমান কিবা আছে আর।
বলিলে বচন নাহী প্রবেশিব পেট
উচিত বলিলে তোর মাথা হব হেট।
উচিত বলিতে কিবা মান-অপমান
শাস্ত্রের বিচারে নাহী কর অবধান।

গোত্রে দুর্ব্বা রিষি দত্ত কুলেতে বানিঞা
ব্রাহ্মণের পারা নহি বল্লালসেনিঞা ।
মাথা হেট হবার কারণ আমী চাহি
যদি নাহী বল রাধাকান্তের দোহাই ।
পিতা দীর্ঘপরবাসে তোমার জনম
নাহি জান আপনার জাতের মরম ।
মর্যা গেল ধনপতি হইল বহু দিস[২]
মায়ের আইয়ত হাথে ভোজন আমিস[৩] ।
জারুয়া ঢেমনে নাহী[৪] শুনাঞি পুরাণ
এই হেতু আমার এতেক অপমান ।
রাজার সভায় বাপা আছেন সিংহলে
বলহ নিষ্ঠুর ভাষা পৈতার বলে ।
ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি সহি কটু কথা
কহিব উচিত যদি নাহী পাঅ বেথা ।
উগ্র ব্রাহ্মণ জাতি স্বভাবে চঞ্চল
তমগুণে কহ কথা হইয়া প্রবল ।
ছুঁতে না জুয়ায় বেটা জারুয়া ঢেমনে
উগ্র বলিয়া নিন্দা করিস ব্রাহ্মণে ।
অবিরোধে চল বেটা পাটসাল ছাড়ি
মাথা ভাঙ্গিমু মার্যা পাঁউড়ির বাড়ি ।
ধনের গরব বেটা মোরে নাহি দেখা
গৌরব চিনিয়া বেটা হেতা হইতে জা ।
পঞ্চাশ কাহন কড়ি খাও মাসে মাস
আমী যদি জারুয়া তোমার জাতিনাশ ।
বুঝিয়া না কহ কথা হইয়া পণ্ডিত
কোপেতে বাধিত হইয়া বল অনুচিত ।
উচিতবিচারে নাহী পরিবাদ বল
ঢেমনের ঘরে হে কেমনে খাও জল ।
থাকয়ে গঙ্গার জল বিষ্ণুর ভবনে
চাহিলে আনিঞা দেই দেঘর্যা ব্রাহ্মণে ।
পড়াইয়া বেতন খাই পঞ্চাশ কাহন
তোমার ঘরে জল খায় সে নয় ব্রাহ্মণ ।
ব্রাহ্মণসভায় কত দেখ[৫] বাহু-নাড়া
বসিতে জচিত তোরে বেয়ুস্যার পাড়া ।
যেমন নিষ্ঠুর যদি বলিল ব্রাহ্মণ
শ্রীমন্তের দুই চক্ষু ধারা শ্রাবণ ।
রচিয়া মধুরপদে একপদী ছন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ ॥

৩৯৩

কোপে কম্পমান তনু চলিল শ্রীপতি
ক্রোধে গুরু পায়ে নাহী করিল প্রণতি ।
দুই চক্ষু হইল তার ধারা শ্রাবণ
চলিতে শ্রীমন্ত দত্ত নাহি দেখে গন ।
নিমিষেকে উত্তরিল আপন ভবনে
দুয়ারে কপাট দিয়া রহিল শয়নে ।
চিন্তায় চিন্তিত হইল অশ্রুলোচন
লহনা বিনে জে নাহী দেখে অন্য জন ।
পঞ্চাশ বেঞ্জন অন্ন করিয়া রন্ধন
পুত্রের বিলম্ব দেখি সচকিত মন ।
প্রভাতে চলিল পুত্র গুরুর মন্দির
বিলম্ব দেখিয়া মোর প্রাণ নহে স্থির ।
ক্ষণেক রন্ধনশালে ক্ষণেক অঙ্গনে
রাজপথ নেহালয়ে অশ্রুলোচনে ।
খুল্লনার আদেশ পাইয়া চলিল দুবলা
আগে নেহালয়ে দাসী পায়রার শালা ।
সই-সাঙ্গাতীন জত আছিল নগরে
একে একে দেখে দুয়া সভাকার ঘরে ।
না পাইয়া আইল দুয়া নিজ নিকেতনে
নিবেদন করে খুল্লনা বিদ্যমানে ।
বার্তা না পাইয়া রামা দুবলার তুণ্ডে
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে ।
দুবলা করিয়া সঙ্গে চলিল খুল্লনা
কেন পড়াবারে দিনু খাইয়া আপনা ।
হাপুতির পুত্র মোর বালতির ভাঁড়া
অন্ধজনের নাড়ি কৃপণের কড়া ।

তোমা বিনু আমার ডাড়াত্যে নাঞি ঠাঞি
কোথা গেলে পাব পুত্র কুমার ছিরাই।
আপনার ছায়া দেখে শ্রীমন্ত সমান[১]
চমকিয়া উঠে রামা ডাকে ঘনে ঘন।
নগরে দেখিয়া গেল পণ্ডিতের ঘরে
চরণে ধরিয়া রামা বলে দ্বিজবরে।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

৩৯৪

ওঝা আর্দ্দাস অবগতি কর
কয় মোরে মহাভাগ কোথা গেলে পাব লাগ
শ্রীপতি কোলের বংশধর।
সেবক না লৈয়া সঙ্গি কাখে করি পুথি খুঙ্গি
আইল শ্রীমন্ত পড়িবারে
দুপর হইল বেলা ডাকিয়া ভাঙ্গিল গলা
চায়্যা ভ্রমি সুত অনুসারে।
চাহিল অনেক ঠ্যাঞি জথা খেলে সঙ্গি ভাই
কেহ নাহী কহিল সন্ধান
আমার বচন শুন ক্ষেম দিব দুইগুণ
শ্রীপতি আমারে দেহ দান।
জননী-লোচনতারা আমার শ্রীমন্ত হারা
দিবস দুপরে অন্ধকার
সমর্পণ কৈল তোমা দাসীরে না দিলে ক্ষমা
বিপদসাগরে কর পার।
কত অন্তেবাসী[১] থাকে জিজ্ঞাসিল একে একে
কহিতে পরান মোর ফাটে
পথে পাইয়া কিবা খণ্টে মাইল ফাসী দিয়া কণ্ঠে
কিবা ছিল আমার ললাটে।
মোর মনে হেন লয় নিবেদিতে করি ভয়
খেম নাহী পাঅ চারি মাস
বুঝিল কার্য্যের সন্ধি গুপতে কর‍্যাছ বন্দি
খেম নিতে কর‍্যাছ প্রয়াস।
খুল্লনা জতেক বলে শুন্যা দ্বিজ কোপে জলে
কটুভাষে বলেন বচন
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাচালি করিয়া বন্দ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩৯৫

চল দোচারিণী তোরে আমি জানি
আপন গৌরব রাখি
আপন বসতি গিয়াছে শ্রীপতি
লক্ষ জন আছে সাখি।
খুজিয়া নগর ভ্রম নিরন্তর
পুত্র চাহিবার ব্যাজে
কুলের রমণী কুলকলঙ্কিনী
জলাঞ্জলি দিলি লাজে।
ভ্রমিলি গহনে ছাগ রাখি বনে
ভ্রমিলি সেই অভ্যাসে
আসি ধনপতি নাকে দিব কাতি
জাতি রাখি চল্ল বাসে।
হৃদে কামবাণ লাজে নাহী মান
মাতিয়া যৌবনমদে
জেমন কাবাড়ি ফিরে বাড়ি বাড়ি
চাহিয়া কাম-ঔসদে
পুত্র তোর ঘরে ভ্রমসী নগরে
যৌবন করিয়া ডালি
করের কঙ্কণে নেহাল দর্পণে
বিমল কুলের কালী।
তোর কটুবাণী অগ্নিবরষিনী
স্ত্রি বল্যা না কৈল ক্রোধ
হইত পুরুষ করিতু পৌরুষ
পিড়াঘাতে দিতু শোধ।

দ্বিজের কুবাণী শুনিঞা বান্যানি
জাইতে না দেখে পথে
পাঁচালি প্রবন্ধ রচিল মুকুন্দ
হিত ভাবি রঘুনাথে ॥

৩৯৬

খুল্লনা চলিল যদি পুত্রের তবাসে
আখি-ঠারে লহনা সইয়ের সনে হাসে ।
জানিঞা না কহে বাঁজি সতিন-বিবাদে
বাঁজ চাবি পাঁচ মেল্যা হাসে[১] মনের সাধে ।
আর শুন্যাছ খুল্লনা আছেন ভাল নাটে
ঘরের পো ঘরে আছে চাহেন হাটে মাঠে
হিয়ায় কাপড় নাহী দেয় আদুড় মাথার কেশ
নগর চাতরে ফিরে বারবনিতার বেশ ।
বারেক আসুক সাধু কহিব সন্ধান
পাটপড়শী আইয়-সুইয় হইয় পরমান ।
না মানে দমন ছুড়ি না মানে দোহাই
সাঁড় চায়্যা বুলে জেন বাথানিঞা গাই ।
ওহার সবে রাঙ্গা সাঁকা ঐ বরণে গুরি
ঐ সে জানে স্ত্রিকলা মোহন চাতুরি ।
ব্যাজ দেখায় রুপ যৌবন সম্পদ
মন্দিরে থাকিলে পতি নাকে দিত পদ ।
ঐ যুবতি ঐ সে পুতন্তি এহার হয়্যাছে বেটা
দ্বন্দ্বকন্দলে সদাই মোরে দেই বাঁজের খোটা ।
ঐ সে ছোট আমী সে বড় না মানে দমন
নাহি মানে হিতাহিত উপায় কেমন ।
দু বহিনে দু সতিনে থাকী একু বাসে
আঁখির তারা পুত্র হারা মোরে না জিজ্ঞাসে ।
নগর চাতরে ফিরে কেহ নাঞি সঙ্গে
পো চাহিবার ব্যাজে ছুড়ি আছে ভাল রঙ্গে ।
সইয়ের সঙ্গে করে জত গঞ্জন লহনা
কাঁথের আছড়ে থাকী সুনেন খুল্লনা ।
পুত্রের সন্ধান পায়্যা ধরে তার পায়
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণ গায় ॥

৩৯৭

বাছা দূর কর দুয়ারের কপাট
হারাইলে তুমি বাপা চায়্যা বুলি হয়্যা খেপা
নগর চাতর গোলাহাট ।
খণ্ডিয়া মনের দুঃখ হাসিয়া দেখাও মুখ
তোমা বিনু ভুবন আন্ধার
কহিয়া আমারে কথা ঘুচাহ মনের বেথা
আপনি করহ প্রতিকার ।
তোমা চায়্যা বুলি দুঃখে কাঁটা-খোঁচা পায় ভুকে
আকুল করিয়া কেশপাশে
পরিতাপে পোড়ে মন দাবানলে জেন বন
দেখিয়া সকল লোক হাসে ।
শুনিঞা মায়ের দোষ কিবা কৈলে অভিরোষ
প্রকাশিলা কহ কিবা লাজে
আমার জেমন মতি আমী বা জেমন সতি
সুবিদিত উজানি সমাজে ।
জাচে রে জাচক জন তারে দিতে নাহি ধন
কেন নাহি বল রে আমারে
প্রপিতামহের বিত্ত জেমন তোমার চিত্ত
ব্যয় কর মানিক-ভাণ্ডারে ।
বিধি মোরে কৈল রঙ্ক আনিতে চন্দন শঙ্খ
পিতা তোর গেল রে সিংহলে
তুমি যদি হবে বাম জীবনে নাহিক কাম
প্রাণ দিব প্রবেশিয়া জলে ।
কর‍্যা নানা পরিবন্দে ডাকিয়া খুল্লনা কান্দে
শ্রীমন্তের মনে লাগে ব্যেথা
জননী-ভকতিশীল ঘুচাইল্য কপাট খিল
মুকুন্দ রচিল শুদ্ধ গাথা ॥

৩৯৮

ভৃঙ্গারে পুরিত রামা আনে দিব্য বারি
চরণপাখালে তাঁর দুবলা কিঙ্করী।
নারায়ণ-তৈল রামা দেই তার গায়
সুবাসিত জল আনি স্নান করায়।
না চাহে মায়ের মুখ নাহি করে মো
বসন ভিজিয়া তার চক্ষে পড়ে লো।
পুত্রের ক্রন্দনে কান্দে খুল্লনা সুন্দরী
দুবলা আনিঞা তার মুখে দেই বারি।
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে দুঃখের কারণ
শ্রীপতি আপন দুঃখ করে নিবেদন।
পণ্ডিতসমাজে আমি জত পাইল শোক
হেন মন করে মাতা তেজি জীবলোক।
পণ্ডিতসভায় জেবা পায় পরিবাদ
বিফল জনম তার জীতে কেন সাদ।
ইঙ্গিতে বুঝিল তার দুঃখের নিদান
কপট প্রকারে রামা করে সমাধান।
জিজ্ঞাসা করহ পুত্র বিমাতার ঠাঁঞি
সম্বন্ধে দনাই ওঝা আমার নন্দাই।
এ বোল শুনিঞা তার দুনু বাড়ে ক্রোধ
বলে সে নিষ্ঠুর বাণী তেজি অনুরোধ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ রচে মধুর সঙ্গীত॥

৩৯৯

কহিতে উচিত কথা মনে পাছে পাও ব্যেথা
জেবা ছিল শ্রীরার কপালে
সকল শাস্ত্রের মাঝে হেট মাথা কৈনু লাজে
আর না বসিব পাটশালে।
গুরুসনে কৈল দ্বন্দ্ব গুরু মোরে বৈল মন্দ
লাজে নাহী করি নিবেদন
বন পোড়ে দেখে জন গুপ্তে পোড়য়ে মন
জীবনে নাহিক প্রয়োজন।
জারুয়া বলিয়া গালি মুখে জেন চুন-কালী
করিল পণ্ডিত তাপমান
তেজিব মনের দুঃখ না দেখিব লোকমুখ
করিব মাহুর বিষ পান।
দনাঞি পণ্ডিত মোরে কহিল নিষ্ঠুর স্বরে
কোনকালে মৈল ধনপতি
মায়ের আইয়ত হাথে ভোজন আমিষ্য ভাতে
মিছা হিন্দুকুলে[১] উতপতি।
দূর কর লোকশঙ্কা ভাণ্ডারে ভাঙ্গায়্যা তঙ্কা
খাও পর কর‍্যা বিলাস
দূর গেল স্বামী কর্ত্তা না লহ তাহার বার্ত্তা
লোক দিয়া না কর তবাস।
তুমি গো বড়ার ঝি তোমারে বুঝাব কী
কেমনে উদরে দেহ ভাত
হইয়া সাধুর কান্তা দূর কৈলে তার চিন্তা
লোকলাজে পর‍্যাছ আইয়াত
হের আইস বড় মাতা কহি গো বিশেষ কথা
দেহ মোরে জত আছে ধন
বাপের উদ্দিশ-আশে জাইব সিংহল দেশে
সাত নৌকা করিয়া সাজন।
ঘুচাব মনের দুঃখ দেখিব পিতার মুখ
তরি সাজ্যা চলিব সিংহলে
পুত্রের শুনিঞা কথা হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যেথা
খুল্লনা বিনয়ে কিছু বলে।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৪০০

জাবে রে সিংহল দেশ পাইবে বহুত ক্লেশ
তরণী সরণী বহু দূর
মাস দুই তিন ব্যাজে করিয়া রাজার কাজে
সাধু আসিবেন নিজ পুর।
অকারণে কর কোপ পাঠাইয়াছিনু লোক
কল্যাণে আছেন তোমার বাপ
ভূপতির মনোরথে গেলেন তরণী-পথে
নিরন্তর করি পরিতাপ।
ছিল ডিঙ্গা খান সাত লৈয়্যা গেল প্রাণনাথ
একখানী নাহী অবশেষ
সিংহল জলের পথ মিছা কর মনোরথ
করিবারে বাপের উদ্দেশ।
যদি শত কারিগর গড়ে এক সম্বৎসর
তবে ডিঙ্গা হয় একখান
যদি ডিঙ্গা করে সজ্জ কেবল ধনের কার্য্য
অবলার কতেক পরান।
জলে কুম্ভীরের ভয় কুলেতে শার্দ্দূলচয়
দুষ্ট খণ্ড শত শত পথে
জে জায় সিংহল দেশ পায় বহুত ক্লেশ
কহিয়াছে আমার পিতা তত্ত্বে।
জাবে রে সাগর বায়্যা সে পথে না জিব নায়্যা
পরানসঙ্কট নোনা বায়
শুনিতে পরান ফাটে মকরে মানুষ কাটে
বিক থাকু সিংহল উশায়।
বহু তিমিঙ্গিল আছে প্রাণ-পীড়াশীল মাছে
তনু জার শতেক যোজন
কি করে টমক সিঙ্গা পক্ষে ছুঞা লয় ডিঙ্গা
সেই দেশে সঙ্কট জীবন।
উডুম্ব কচ্ছব-কুলা সম্বা জেন মশাগুলা
জলৌকা কুঞ্জর-শুণ্ডাকার
রাজা বড় পাপচিত্ত ছলে হর্য্যা লয় বিত্ত
শুন্যাছি দেশের দুরাচার।
খুল্লনা জতেক বলে শুন্যা সাধু কোপে জলে
অনুমতি না দেই ভোজনে
খুল্লনা সুধীরমতি বুঝিয়া কার্য্যের গতি
আজ্ঞা দিল সিংহল গমনে।
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৪০১

খুল্লনা সিংহল জাইতে দিল অনুমতি
পুলুকে পুরিত তনু কুমার শ্রীপতি।
পরম কৌতুকে সাধু করিল ভোজন
ফিরিয়া ডাবরে সাধু কৈল আচমন।
কর্পূর তাম্বুলে করি মুখের শোধন
মানিক-ভাণ্ডার হইতে আনে নানা ধন।
বান্ধিয়া বাঁশের আগে পাটের পাছড়া
ফিরাইলে[১] শত পল সুবর্ণ-চাঙ্গড়া।
বিষাণ দুন্দুভি বাদ্য করিয়া বাজনা
কোটাল সাধুর বোলে দিলেক ঘোষণা।
ঝাঁট জেই সাত ডিঙ্গা করয়ে নির্ম্মাণ
শত পল সুবর্ণ-চাঙ্গড়া তার মান।
হেনকালে জান চণ্ডী গগনবিমানে
শুনিঞা চণ্ডিকা যুক্তি কৈল পদ্মাসনে।
বিশ্বকর্ম্মে মহামায়া কৈল স্মঙরণ
শ্রুতিমাত্রে বিশ্বকর্ম্মা আইল ততক্ষণ।
তার পুত্র দারুব্রহ্ম আইল তাঁর সাথে
দিলেন চণ্ডিকা গুয়া-পান তার হাথে।
মোর ব্রতে বিসাই যদি কর অবধান
শ্রীমন্তের সাত ডিঙ্গা করহ নির্ম্মাণ।
যদি ভক্তি তোমার আছয়ে আমা প্রতি
গড় ডিঙ্গা সাত-খান চারি প্রহর রাতি।

তবে সে ত্বরায় ডিঙ্গা হয় গো নির্ম্মাণ
যদি মোর সঙ্গে দেহ বীর হনুমান।
প্রসঙ্গ করিতে তথা আইল মারূতি
হাথে পান দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি।
চণ্ডীর চরণে তিনে করিয়া প্রণতি
অবিলম্বে বিশ্বকর্ম্মা আইল বসুমতী।
নরাকৃতি হৈয়া তিন জন হৈল বুড়া
ধরিলেন শ্রীমন্তের সুবর্ণ-চাঙ্গড়া।
কোটাল আনিল তারে শ্রীমন্তের পাশে
বিস্ময় হইয়া তারে শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসে।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥

দৈন্য-দু:খজালে এ জরাকালে
বিফল ডিঙ্গা নির্ম্মাণে
হাসিয়া উত্তর দিল কারিকর
বসি পুরন্দর-পুরে
যদি দেহ ধন এই তিন জন
পারি ডিঙ্গা গড়িবারে
সাধু ভাবি মনে সেই তিন জনে
নানা ধনে কৈল্য পূজা
পাঁচালি প্রবন্ধ গাইল মুকুন্দ
প্রকাশে ব্রাহ্মণ রাজা॥

৪০২

কহ কারিকর কোন দেশে ঘর
পার ডিঙ্গা গড়িবারে
অতি বলহীন দেখি তিন জন
কারণ বল আমারে।
বসনবিহীন পর্য্যাছ কৌপীন
তথি তোর শন-দড়ি
শত শির গায় কেশ উড়ে বায়
অঙ্গে উড়ে তোর খড়ি।
নাহি শুন[1] কানে না দেখ[2] নয়নে
পবনে দশন নড়ে
ভোঁঙরা-বাতে শির জাহার অস্থির
সে কেমনে ডিঙ্গা গড়ে
জারে পীড়ে জরা জীবনে সে মরা
কথা কহ[3] পাইয়া ক্লেশ
পুত্র পরিবার কেবা আছে আর
কহ মোরে উপদেশ।
যষ্ঠী অবলম্বন নাহি তোর দন্ত
কুঠারি বাসি পাড়নে

৪০৩

দেবত্বষ্টা[1] বিশ্বকর্ম তার পুত্র দারুব্রহ্ম
শিরে ধরি চণ্ডিকার পান
চারি প্রহর রাতি জ্বালিয়া রত্নের বাতি
সাত ডিঙ্গা করয়ে নির্ম্মাণ
হনুমন্ত মহাবীর নখে করে দুই চির
কাঁঠাল পিয়াল তাল সাল[2]
গাম্ভারি তমাল ডহু নখে চির্যা রাখে বহু
দারুব্রহ্মে জোগায় গজাল।
শিলায় সানায়্যা বাশি পাটি চাঁছে রাশি রাশি
নানা ফুলে বিচিত্র কলস
পিতা পুত্রে দোঁহে আঁটি গজালে গাঁথিয়া পাটী
গড়ে ডিঙ্গা দেখিতে রূপস।
প্রথমে করিল সজ দিঘে ডিঙ্গা শত গজ
আড়ে গজ বিংশতি প্রমাণ
মকর-আকার মাথা গজেক অন্তরে বাতা
মানিকে করিল চক্ষুদান।
গড়ে ডিঙ্গা মধুকর মধ্যে জার রইঘর
পাশে গুড়া বসিতে গাবর
দিসারু বসিতে পাট উপরে মালুম-কাট
পাছে গড়ে মানিক-ভাণ্ডার।

গড়ে ডিঙ্গা সিংহমুখী নামে ডিঙ্গা গুয়ারেখি
আর ডিঙ্গা নামে রণজয়া
অপরূপ রূপসীমা গড়ে ডিঙ্গা রণভীমা
গড়ানি পণ্ডানি[৩] মহাঁকায়া।
গড়ে ডিঙ্গা সর্ব্বপরা হিরামুনী চন্দ্রতারা[৪]
আর ডিঙ্গা নামে নাটশালা
বাছিয়া কাঁঠাল শাল গড়ে দণ্ড-কেরুয়াল
ডিঙ্গাশিরে বাঁন্ধিল মুড্যালা।
শত ডিঙ্গা করি সাঁঙ্গে আনে ভ্রমরার গাঁঙ্গে
কোলে কাথে কর‍্যা হনুমান
নিশা হইল অবসান সভে গেল নিজস্থান
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

৪০৪

চারি প্রহরে সাত ডিঙ্গা করিয়া নির্ম্মাণ
বিশ্বকর্ম্ম সহিত চলিলা হনুমান।
নিশি অবশেষে সাধু দেখেন সপনে
পিতাপুত্রে কোলাকুলি দক্ষিণ পাটনে।
রাম রাম স্মঙরনে পোহাইল্য রজনি
শয্যা হইতে শুনে সাধু কোকিলের ধ্বনি।
নিশি অবশেষ পূর্ব্বদিগ প্রকাশ
দিননাথ-দরশনে তম গেল নাশ।
নিত্যনিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপনে
প্রভাতে চলিল কারীকর অন্বেষণে।
সাতখান ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে
গোঁজে বান্ধা আছে ডিঙ্গা লোহার শিকলে।
ডিঙ্গা দেখ্যা সদাগর করে অনুমান
কোন দেব আস্যা ডিঙ্গা করিল নির্ম্মাণ।
সিদ্ধি হইল মোর কার্য্য সাধু সানন্দিত
দৈবজ্ঞ আনিতে লোক পাঠায় তুরিত।
আসি তথা গ্রহ-ওঝা সাধু বিদ্যমানে
শুভযাত্রা বিচার করেন সাধু সনে।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৪০৫

সাধু অবিলম্বে চলহ পাটন
দূর কর মন-কথা ঘুচিব মনের বেথা
পিতাপুত্রে হব দরশনে।
শুভযোগ মৃগশিরা মেরুশৃঙ্গে জেন হিরা
ত্রয়োদশী তিথি শনিবার
সৌভাগ্য যাত্রিক অতি বাণিজ্যকরণ তিথি
ইহা বিনু যাত্রা নাহি আর
সাত ডিঙ্গা লয়্যা সাথে চলত জলের পথে
মগরায় ছলিব পার্বতী
অচম্বিতে ঝড়বৃষ্টি দিব চণ্ডী কৃপাদৃষ্টি
তথা সাধু পাব অব্যাহতি।
কালিদহে উপনীত দেখ্যা অতি বিপরীত
কমলে কামিনী গিলে করী
প্রতিজ্ঞা রাজা স্থানে হারি সভা বিদ্যমানে
উদ্ধার করিব মাহেশ্বরী।
এই শুদ্ধ-গণন অবধান হয়্যা শোন
এই যাত্রা বিভাহ-কারণ
ঘুচিব মনের দুঃখ দেখিবে পিতার মুখ
কন্যা দিব সালবাহন।
লয়্যা জাবে জত ধন পাবে তার চারিগুণ
পিতাপুত্রে আসিবে কল্যাণে
পরম রূপসী ধন্যা বিক্রমকেশরী কন্যা
পুরুস্কার কর‍্যা দিব দানে।
কয়্যা প্রিয় সত্যভাষা ঘর জায় মহাঁজসা
বসন কাঞ্চন পায়্যা দান
দামিন্যা নগরবাসী সঙ্গীতের অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

৪০৬

বদল আশে[১] নানা ধন নাএ দেই ভরা
আট দিগে হইতে আনে কর‍্যা বড় ত্বরা।
কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব নারিকেল বদলে শঙ্খ
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব সুণ্টের বদলে টঙ্ক।
কুরঙ্গ[২] বদলে মাতঙ্গ পাব পায়রার বদলে শুয়া
গাছফল বদলে জায়ফল পাব বয়ড়ার বদলে গুয়া।
সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল পাব গুঞ্জার বদলে পলা
পাটশণ বদলে ধবল চাঁমর কাঁচের বদলে নিলা।
চিনির বদলে দানা-কর্পূর আলতায় বদলে নাটি
সগল্লাথ পামরি কম্বল পাব বদল করিয়া পাটি।
হরিদ্রা বদলে গোরোচনা পাব পাগের বদলে গড়া
সুস্তার বদলে মুক্তা পাব ভেড়ার বদলে ঘোড়া।
চণ্ডের বদলে চন্দন পাব সোলফার বদলে জিরা
আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব হরিতাল বদলে হীরা
মাস মুসুরি তণ্ডুল বরবটি যব গোম মাড়ুয়া ছোলা
তৈল ঘি ঘটে বলদে শকটে লবণের ভাঙ্গিল গোলা।
জগদবতংসে পালধি বংশে নৃপতি রঘুরাম
শ্রীকবিকঙ্কণ করে নিবেদন চণ্ডী পুর তার কাম॥

৪০৭

শুভক্ষণে নানা ধন নাএ দিয়া ভরা
রাজসম্ভাষণে হইলা শ্রীমন্তের ত্বরা।
ভার দশ দধি কলা চাঁপা মর্তমান
দোখণ্ডি সরস গুয়া বিড়াবিন্ধা পান।
গচ্ছে বান্ধ্যা নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া
সগল্লাথ থান দুই খান দশ গড়া।
কিঙ্কর করিয়া দিল দোলার সাজন
আগে পাছে নায়্যা পাকি ধায় শত জন।
আশ-গাড়ু পাশ, গাড়ু সিয়রে মেচলা
পাতুনি পাতয়াছে তায় পামরি আঁচলা।

বিচিত্র দোলায় সাধু হেলিয়া চলে গা
আশে পাশে পড়ে শ্বেত চাঁমরের বা।
জোগানিয়া পাইক চলে সাধুর জোগানে
ডানি বাঁমে সিঙ্গা কাড়া টমক নিশানে।
রাজসভায় সাধু হইল উপনীত
প্রণাম করিয়া ভেট এড়ে চারি ভিত।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥

৪০৮

আইস বা দত্তের পো বৈস বা কম্বলে
খুড়া ভাইপো সম্বন্ধে নৃপতি কিছু বলে।
বিরহে তোমার মাতা হয়্যা গেল বুড়ি
যুবক দেখিয়া তোমার করাইব সাঙ্গুড়ি।
বিভার কারণ কিবা আন্যাছ বেভার
আজি কেন দেখি এত ভেটের সম্ভার।
তোমার আদেশে বাপ গেলেন পাটনে
আনিবারে গেল শঙ্খ চাঁমর চন্দনে।
তোমার আসিষে যদি বাবা আইল জিয়্যা
পরম কল্যাণ রায় সেই মোর বিহা।
চলিব সিংহলে রায় চলিব সিংহলে
বিদায় করিএ তব চরণকমলে।
পাঠায়্যা তোমার বাপে দুর্গম সিংহলে
মন জেন পোড়ে মোর শোক-দাবানলে।
সপনে জাগিয়া বাপা করি মন দুঃখ
হৃদয় সন্তোষ হবে দেখি তুয়া মুখ।
বড় দুঃখ লাগে মনে বড় দুঃখ লাগে মনে
সিংহলগমন কথা না করিহ মনে।
সিংহলে গেলেন বাপা সাজিয়া তরণি
জীবন মরণ কথা একুই না জানি।
মাএর আয়াত হাতে আমিষ্য ভোজন
কত না সহিব জ্ঞাতিবন্ধুর গঞ্জন।

চলিব পাটন রায় চলিব পাটন
দেখিব লোচন ভর্যা বাপের চরণ ।
মাএর অন্ধের নড়ি রাজীবলোচন
তোমা বিনে অন্ধকার হব নিকেতন ।
বাপের উদ্দিশে জাইতে মাএর সংশয়
লাভ চাহিতে মুলহারা কহিল নিশ্চয় ।
সিংহলে তোমার পিতা থাকে ভালে ভালে
অবশ্য আসিব সাধু কথ কাল গেলে ।
পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ তপজপ পিতা
পিতা মহাগুরু পিতা পরম দেবতা ।
পিতাব উদ্দিশ হেতু চলিব পাটন
ইথে জদি হয় মৃত্যু পাব নারায়ণ ।
দেহ অনুমতি রায় দেহ অনুমতি
বাপের উদ্দিশ আশে জাব লঘুগতি ।
আজ্ঞা নাহি দেন রায় করি মায়া মো
শ্রীমন্তের নাহি রহে লোচনের লোহ ।
সাধু সাধু বলি রাজা দিল অনুমতি
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী ॥

পাইলেন বিদায় জদি রাজার সভায়
অঞ্চলে ধরিয়া কিছু জননী বুঝায় ।
বাপের উদ্দিশে পুত্র চলিবে সিংহল
অপাতক হৃস্বচিহ্ন (?) দেহ কুতুহল ।
সিংহলের কথা শুনি বড় লাগে ত্রাস
জে জন সিংহলে জায় নাহি আইসে বাস ।
জে জায় তরণী পথে বিষম সঙ্কটে
রাত্রিদিন জলে ভাসে স্থল নাহী তটে ।
শিশুমতি পুত্র তুমি না করিহ দম্ভ
যাত্রা কর্যা এক মাস করহ বিলম্ব ।
তমু যদি তব পিতা না আইসেন ঘর
তরণী সাজিয়া জাইয় সিংহল নগর ।
এমন বচন যদি কহিল জননী
শুনিঞা শ্রীমন্ত তারে বলে জোড়পাণি ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

৪০৯

শ্রীমন্তের পিতৃভক্তি দেখিয়া নৃপতি
সাধু সাধু বলি রাজা দিল অনুমতি ।
অঙ্গে হৈতে উতারিয়া দিল খাসা জোড়া
চড়িবারে দিল [তারে] পাখরিয়া ঘোড়া ।
কবজ প্রসাদ পান দিল জমধর
মাথে আরোপিল তার সুবর্ণ টোপর ।
আরোপিল অঙ্গে তার ভূষণ চন্দন
লক্ষ তঙ্কা প্রসাদ করিল ডিঙ্গার ধন ।
ভূপতিচরণে সাধু করিয়া বিদায়
মাতায় সত্ত মাতায় স্থপিয়া রাজার পায় ।
নৃপতিচরণে সাধু করিয়া প্রণাম
তরা করি সদাগর চলে নিজধাম ।

৪১০

জননী গো নিষেধ করহ অকারণে
আছে বা নাহীক পিতা জানিব সকল কথা
অন্বেষণ করিয়া পাটনে ।
দারুণ কর্ম্মের গতি খুড়া জেঠা নাহী জ্ঞাতি
কে ধরিব করে তিলকুশ
জলপিণ্ডে শ্রাদ্ধ মুখ্য অনুদিন বাড়ে দুঃখ
উপবাসী পুরাতন পুরুষ ।
একা উপদ্বীপ সাত ভমিয়া খুজিব তাত
অবশেষে প্রবেশিব লঙ্কা
বিচারিয়া নানা তন্ত্র লইব রামের মন্ত্র
নিশাচরে না করিব শঙ্কা ।

নিশ্চয় মানিল যদি তোমারে বঞ্চিত বিধি
নাহী পিতা জীবে গো পবানে
আসিয়া আপন দেশে পুত্তলি করিয়া কুশে
করিব পিতার পরিত্রাণে।
পুত্রের ভরসা মিছা স্বামীর করহ ইচ্ছা
স্বামী বিনু যুবাকালে জরা

নহীলে উদিত শশী মলিন যেমন নিশী
কিবা করে শত শত তারা।
পুত্রের শুনিঞা কথা হৃদয়ের তেজি বেথা
বসিলেন অভয়া পূজনে
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণে॥

সপ্তম দিবস

নিশা—জাগরণ

৪১১

আরোপী হেমঘটে ভ্রমরা নদ তটে
চণ্ডিকা পূজেন খুল্লনা
আরোপী পদছায়া শ্রীমন্তে কর দয়া
পুরহ আমার কামনা।
প্রথমে লম্বোদর পূজিল দিবাকর
রথাঙ্গপাণি উমাপতি
মউরবাহন পূজিল ষড়ানন
পূজিল লক্ষ্মী সরস্বতী।
তণ্ডুল অষ্ট দুর্ব্বা জাহ্নবীজলগর্ভা
কাঞ্চনবিরচিত বারি
অঞ্জলিসরসিজে চণ্ডিকা রামা পূজে
নাচে গায়ে বিদ্যাধরী।
করিয়া শুভক্ষণ চামর দর্পণ
তরণিধ্বজ আগে বান্ধে
বংশ কেরআল ইন্ধন[1] করবাল
পূজিল দিআ পুষ্পগন্ধে।
গাঠ্যার গাবর পূজিল কর্ণধার
বসন ভূষণ চন্দনে
ডিঙ্গা প্রদক্ষিণ করিল দু সাতিন
সম্ভ্রমে সব সখি সনে।
নৌকায় দিয়া ভরা গমনে করি ত্বরা
শ্রীমন্ত চলিল সিংহলে
চণ্ডিকাচরণে করয়ে নিবেদনে
খুল্লনা নোটাইয়া ভূতলে।
আসন ভূতশুদ্ধি করিল যথাবিধি
ন্যাস ধরিল ধারণে
ধেয়ান ধারণে করিল পূজনে
খুল্লনা বেদের বিধানে।
মায়ের বরনে দেবীর চরণে
স্তব করে শ্রীপতি
করিল প্রণিপাত পূজিল গণনাথ
অষ্টাঙ্গ নোটাইয়া খিতি।
শ্রীরঘুনাথ নাম অশেষ গুণধাম
ব্রাহ্মণভূমির পুরন্দর
তাহার সভাসদ রুচির[1] চারুপদ
রচে মুকুন্দ কবিবর॥

৪১২

অভয়া স্থান দেহ চরণকমলে
সকল বিফল ধন্দ দূর কৈলে আশাবন্দ
বৃথা জন্ম হইল মহিতলে।
পতি পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু সকল শোকের সিন্ধু
কালচক্র বড় ভয়ঙ্কর

"কমল কুঞ্জর কান্তা দেখি সদাগর"
রামজয়-সংস্করণের চিত্র

"হাথে হাতে শ্রীমন্তে করিল সমর্পণ"
রামজয়-সংস্করণের চিত্র

সজীবে করয়ে গ্রাস ইথে মিথ্যা অভিলাষ
মোহরত জথ সতন্তর।
লঙ্ঘিয়া তোমার ঘটে স্বামী গেল বিসঙ্কটে
পুনু কৈলে দাসীর আইয়াত
হৈল বড় পরমাদ জীবনে নাহিক সাদ
দূর কর ভবগতাআত।
তুমি বনে দিলে বর কোলে হইল বংশধর
আছিল মনের অভিলাষ
না পুরিল মনোরথ সুত জায় দূরপথ
সুখে বিধি করিল নৈরাশ।
পতিপুত্র-মায়ামোহে খুল্লনা ভাসিল লোহে
প্রবোধ করেন হৈমবতী
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
দামুন্যায় জাহার বসতি ॥

৪১৩

খুল্লনারে চণ্ডিকার বড় মায়ামোহ
নেতের অাঁচলে পুছেন নয়ানের লো।
সিংহল জাইতে পুত্রে দেহ অনুমতি
বিপদে থাকিব তব পুত্রের সংহতি।
খুল্লনা বলেন মাতা ঐ চিন্তা বড়
বিপদের কালে পুত্রে তুমি পাছে ছাড়।
হাথে হাতে শ্রীমন্তে করিল সমর্পণ
জাতপত্র অঙ্গুরি বাপের নিদর্শন।
তণ্ডুল অষ্ট দুর্বা দিল তার হাথে
বিপদসাগরে জেন চণ্ডী হয় চিত্তে।
পুষ্প দিয়া চণ্ডীপদে করাইল নমস্কার
বিপদে সময়ে তোমা করিবেন উদ্ধার।
দেবদ্বিজগুরুজনে করিয়া প্রণাম
ত্বরায় সিংহলে সাধু করিল পয়ান।
মায়ের চরণে সাধু কইল নমস্কার
আশীর্ব্বাদ কৈল রামা রাজপুরস্কার[২]।
গেলে পিতাপুত্রে জেন হয় দরশন
নেউটিয়া হইয় পুত্র দেশেরে গমন।
দুর্গপথে দুর্গা দেবী করিহ স্মঙরণ
অনেক সঙ্কটে তোমার রবেক জীবন।
সর্বক্ষণ চীন্ত্য চণ্ডী অষ্টাক্ষর পড়ু[২]
ধন পুত্র যশ লক্ষ্মী পরমায়ু বাড়ু।
বিমাতার পায়ে ছিরা হইল নমস্কার
বাহুড়িয়া দেশে পুনু না আইস আর।
গেলে তোর পিতাপুত্রে নৈয় দরশন
পুনরপি দেশে পুনু না কর গমন।
কি বোল বলিতে সতাই জন্মাইলে দুঃখ
পুনর্বার কেমনে চাহিব তুয়া মুখ।
খুল্লনা বলেন বাছা শুন মোর বাণী
বিপদে রাখিবেন তোরে নগের নন্দিনী।
সভা সনে সম্ভাষা করিল লঘুগতি
দেবী বলেন ভয় না ভাবিহ শ্রীপতি।
খুল্লনা বলেন মাতা কর‍্য প্রতিকার
থাকিবে নৌকার আগে হয়্যা কর্ণধার।
রইঘর চাপিয়া বসিল সদাগর
হাথে দণ্ড-কেরয়ালে বসিল গাবর।
দাণ্ডাইয়া রহিল সভে ভমরার ঘাটে
দুর্গাবরে কর্ণধার সাধুর নিকটে।
কার হাথে কেরআল কার হাতে বাঁশ
কার হাথে দণ্ড কার হাথে জগঝাঁপ[৩]।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন শ্রীপতি
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারথি ॥

৪১৪

প্রথমে ভ্রমরার জলে শ্রীমন্ত কোলাহলে
পূজিয়া মঙ্গলচণ্ডী আই
এড়াইয়া ভমরা-পানি সম্মুখে উজবনি
কৌলগ্রাম[১] এড়াইয়া জাই।

চাকদা কুমারখালা এড়ায় সাধুর বালা
হাণ্ডিহাড়ি[২] কৈল তেয়াগন
কাণ্ডার মালুমক‍টে এড়াইয়া থানা হাটে[৩]
মুড়ুকায় দিল দরশন
সম্মুখে হুসেনপুর গড়পাড়া কত দূর
দৌলতপুর বাহিল তথন
কাণ্ডার মেলান বায় বাকুল্যা এড়াইয়া জায়
কাঁকিলায় দিল দরশন।
এড়াইল গাঙ্গবাড়া[৪] ঘাট কুলীনপাড়া
ডাহিনে রহিল কোঙরপুর
কাণ্ডার হেলাম বায় বেলাড়া বাহিয়া জায়
বেলডোবা কথ না দুর।
হাটোড়া মেলান বায় চরখি এড়াইয়া জায়
আঙ্গারপুর বানিঞ্যার বালা
সোনালিয়া নবগাঁ[৫] তাহারে করিল বাঁ
উত্তরিল সাধু বাগ্যনকোলা।
সমুখে উধনপুর নোয়াহাটি[৬] কতদূর
পাথাইঘাটে[৭] দিল দরশন
পাইল গঙ্গার পানি মহাসাধু মনে গুণি
পূজা কৈল গঙ্গার চরণ।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪১৫

ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রানি
ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈল দিয়া পুষ্পপানি।
ভাণ্ডসিংহের ঘাটখান ডাহিনে এড়িয়া
মাঠ্যারি সফরখান বামেতে ছাড়িয়া।
সঘনে কেরুয়াল পড়ে জলে লাগে সাট
নিমেষেকে জায় সাধু যোজনেক বাট।
বেলনপুরে ঘাটখান করি তেয়াগন
পূর্বস্থলির ঘাটে সাধু দিল দরশন।
দ্রুতগতি চলে সাধু নাহি করে হেলা
কোথা হয় রন্ধনভোজন কোথাহ খণ্ড কলা
পুরধুলি[১] সদাগর করি তেয়াগন
নবদ্বিপে ডিঙ্গা আসি দিল দরশন।
চৈতন্যচরণে সাধু করিয়া প্রণাম
সেখানে রহিয়া সাধু করিল বিশ্রাম।[২]
রজনিপ্রভাতে সাধু মেলি সাত নায়
নবদ্বিপ পাড়পুর বাহিয়া এড়ায়।
সমুদ্রগড়ি পাড়পুর[৩] বায় ত্বরাত্বরা
নাহি মানে সদাগর বসন্তের খরা।
নাইয়া পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক
ডাহিনে রহিল পুরী আম্বুয়া মলুক।
বাহ বাহ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া
বামে শান্তিপুর ডাহিনে গুপ্তপাড়া।
উজা বাহিয়া কিচীমার পাশে আসে
মহেশপুরের ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে।
বামভাগে হালিসহর ডাহিনে ত্রিবিনী
দুই কূলের তপজপে কিছুই না শুনি।
লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করে স্নান
বাস হেম তিল কুশ কেহ করে দান।
রজতের সিপে কেহ করয়ে তপণ
গর্ভের ভিতরে কেহ করয়ে মুণ্ডন।
শ্রাদ্ধ করে কোন লোক জলের সমীপে
সন্ধ্যাকালে কোন লোক দেই ধূপদীপে।
উভবাহু করি ডাকে গঙ্গা নারায়ণ
সদাগরে কর্ণধার জিজ্ঞাসে কারণ।
বুহিত্র বান্ধিয়া কিছু বলে সদাগর
গাইল পাঁচালি মুকুন্দ কবিবর ॥

৪১৬

অবধানে কর্ণধার শুন পুরাণের সার
কহিব গঙ্গার উপদেশ

হরিপদে উতপতি ব্রহ্ম-কমণ্ডুলে স্থিতি
হরশিরে বাস জার শেষ।
এককালে পশুপতি পঞ্চ মুখে করি শ্রুতি
গান গীত হরি সন্নিধানে
গীতে সমাপিল মন দ্রব হইলা নারায়ণ
বিপি কৈল কবঙ্গ-আধানে।
ব্রহ্ম-কমুণ্ডুল বাসে আছিল ব্রহ্মার পাশে
পবিত্র করিয়া ব্রহ্মলোক
ইন্দ্রের সাধিতে মান কৃপাসিন্ধু ভগবান
কশ্যপ মুনির হইল তোক।
হইয়া ব্রাহ্মণবটু ছয় বেদ অংশে পটু
ধরি দণ্ড মেখলা অজিনে
ত্রিপাদ ধরণী দান আইলা দৈত্যরাজ-ধাম
অশ্বমেধ অবসান-দিনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বলি জিজ্ঞাসিল কৃতাঞ্জলি
কহ দ্বিজ নিজ অভিলাষে
কহিলেন ভগবান ত্রিপাদ ধরণী দান
আইলাঙ তোমার সকাশে।
দান দিতে চান রায় নাহি দেন দ্বিজ সায়
নিল দান তিন পদ খিতি
ক্ষিতি জুড়ি পদ একে আর পদে উর্ধ্ব লোকে
তৃতীয় বলির মাথে স্থিতি।
হরিপদ নিজ ধামে দেখি ব্রহ্মা সসম্ভ্রমে
পাদ্য দিল কুমুণ্ডুল ঠেলি
কলুষহারিণী ক্রমে আইল গঙ্গা ধ্রুবধামে
সুমেরু[১] কৈল পুণ্যশালী।
আসিয়া গগনতলে ক্রমে ভানু[২] মণ্ডলে
উরিলা কমকাগিরিশিরে
সকল কল্মষহরা হইল গঙ্গা চারি ধারা
পূর্ব্ব যাম্য পশ্চিম উত্তরে।
সকল পাতক হরা[৩] সিতানামে পূর্বধারা
ভদ্রা পাবনি সুরধনি
ধৌত হরি-পদদ্বন্দ্বা দক্ষিণে অলকনন্দা
জম্বুদ্বীপ নিস্তারকারিণী।
পশ্চিমে ধবলধারা বঙ্ক্ষু নামে পুণ্যধারা
পবিত্র করিয়া কেতুমান
উত্তরে মঙ্গল তারা ভদ্রা নামে শেষধারা
স্নানে করে পুণ্য বিধান।[৪]
প্রবাহ অবধি করি চারি হস্তে ধরি হরি
ভাগ্যমান বৈসে এই স্থলে
ইথে যজ্ঞ করে জপ কেবল অক্ষয় তপ
মুক্তি হয় যদি মরে জলে।
শুনি গঙ্গা অবতার সুখী হইলা কর্ণধার
স্নান কৈল সতিল তর্পণে
আচ্ছাদিয়া ধৌতপটে জল নিল নৌতন ঘটে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে॥

৪১৭

কলিঙ্গ তেলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ কর্নাট
মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট।
বারেন্দ্র বন্দর বিন্ধ্য পিঙ্গল সফর
উৎকল দ্রাবিড় রাঢ়া বিজয়ানগর।
মথুরা দ্বারিকা কাশী কাঞ্চীপুর জয়া
প্রয়াগ কৌরবক্ষেত্র গোদাবরী গয়া।
ত্রিহট্ট কাঙুর কোঁচ হরেঙ্গ শ্রীহট্ট
মানিকা ফটীকা লঙ্কা প্রলম্ব নাকুট্ট।
ঝগনা মলয়া দেশ কুরুক্ষেত্র নাম
বটেশ্বর আহুলঙ্কা স্থল সপ্তগ্রাম।
সিলাহট্ট মহাহট্ট হস্তিনা নগরী
আর সফর কত বলিবারে নারি।
এ সব সফরে জত সদাগর বৈসে
জঙ্গ ডিঙ্গা লইয়া তারা বাণিজ্যেরে আইসে।
সপ্তগ্রামের বণিক কোথাহ না জায়
ঘরে বস্যা সুখমোক্ষ নানা ধন পায়।
তীর্থ মধ্যে পুণ্য তীর্থ ক্ষিতি অনুপাম
সপ্ত-ঋষির শাসন বলায় সপ্তগ্রাম।

কাণ্ডারের বচনে করিয়া অবগতি
তিবিনিতে স্নান দান করেন শ্রীপতি
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

৪১৮

খিতি মধ্যে সপ্তগ্রাম অতি অনুপাম
দিন দুই সাধু তাহে করিল বিশ্রাম।
কিন্যা বেচ্যা নানা ধন ভরা দিল নায়
বাহ বাহ বলিয়া ঘন দাণ্ড বায়্যা জায়।
নায়ে তুল্যা সদাগর নিল মিঠা পানি
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন ফরমানি।
গরিফা বাহিয়া সাধু বায় ভাগীরথী
কবতোয়া এড়াইয়া পাইল সরস্বতী।
ব্রহ্মপুত্র পদ্মাবতী জেই ঘাটে মেলা
বুড়া মন্তেশ্বর বায় বানিঞার বালা।
উপনীত হইল গিয়া নিমাঞি-তীর্থের ঘাটে
নিমের গাছেতে জথা ওড় ফুল ফোটে।
কেরুয়াল বায় নায়্যা হইয়া একচিত্ত
ডানি ভাগে রহিল পুরী নিমাঞি-তীর্থ।
ত্বরায় চলয়ে তরী তীরের পয়ান
বেতড় ছাড়িয়া সাধু পাইল নবাসান।
হিমাঞি বামেতে রহে হিজুলির পথ
রাজহংস কিনিঞা লইল পায়রাবত।
বিষ্ণুহরির দেউল ডাহিনে এড়িয়া
শাঁকরাড়া বাহে সাধু মন্তেশ্বর দিয়া।
অমলঙ্গ[১] দিয়া সাধু গেল ছত্রভোগে
তায় রয়্যা স্নান দান ভোজন করেন রঙ্গে।
লঘুগতি সদাগর জায় কালিপাড়া
দুকূলে যাত্রীর ঠাট ঘন পড়ে সাড়া।
সেই দিন সদাগর হাথ্যাগড়ে রয়
রজনিপ্রভাতে মেলিয়া সাত নায়।
ঘন কেরয়াল পড়ে জলে বাজে সাট
একদণ্ডে চলে তরি যোজনেক বাট।
দক্ষিণে মেদনমল্ল রামে বিরখানা
কেরয়ালের ঝটঝটা নদী জুড়্যা ফেনা।
এক দুই লোক জলের মাঝে আইসে
মগরার কথা সাধু তাহারে জিজ্ঞাসে।
দূরে হইতে শুনি মগরার জলের নিস্বন
আষাঢ়ের জেন নব মেঘের গর্জন।
মুহান বাহিয়া সাধু করি ত্বরাত্বরা
প্রবেশ করিল সাধু দুর্জয় মগরা।
পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী করিয়া বিচার
শ্রীমন্তেরে বিড়ম্বিতে পাতেন অবতার।
এমন বিচার করি পদ্মবতী সনে
চারি মেঘ মাগ্যা নিল ইন্দ্র বিদ্যমানে।
নদনদীগণে মাতা করিল স্মঙরণ
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪১৯

ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর
উত্তরপবনে মেঘ ডাকে দুরদুর।
নিমিষেকে জোড়ি মেঘ গগনমণ্ডল
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল।
নদী মেঘে বিষ্টি জলে পথ হইল বারা
জলে মহী একাকার পুখুর হৈল হারা।
ঝনঝন বৃষ্টি-শিলা সঘনে বিজুলি
দেহলা পাতিল আঠার খালি জুলি।
চারি মেঘে বরিষে অষ্ট গজরাজ
সঘনে বিজুলি পড়ে বেঙ্গতড়কা বাজ।
করিকর সমান বরিষে জলধারা
জল মহী একাকার পুখুরি হইল হারা।
বজ্রের নিনাদ বিনু কিছুই না শুনি
স্মঙরে নায়ের লোক জৈমুনি জয়মুনি।

রইঘরে পড়ে শিল বিদারিয়া চাল
ভাদ্রপদ মাসে জেন পড়ে পাকা তাল।
চণ্ডীর আদেশে ধায় বীর হনুমান
ডিঙ্গার ছাওনি ভাঙ্গ্যা করে খান খান।
ডিঙ্গায় ডিঙ্গায় বীর করে ঢুসাঢুসি
কৌতুকে হাসেন জয়া সিংহরথে বসি।
সাধু শ্রীয়পতি বলে শুন কর্ণধার
বিষম সঙ্কটে পাব কেমনে নিস্তার।
নদনদীগণ জত করিল পয়ান
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণ গান ॥

৪২০

চণ্ডীর আদেশে ধায় নদনদীগণ
মগরা নদীর সঙ্গে করিতে মিলন।
আজ্ঞা দিল ভবানী চলিল মন্দাকিনী
ছাড়িয়া গগনস্থিতি
মকর-জাল ছাড়িয়া পাতাল
চলিলা ভোগবতী।
আমুদর দামুদর ধাইল দারুকেশ্বর
সিলাই চন্দ্রভাগা
কুবাই দাবাই ধাইল দুই ভাই
বগাড়ির খাল ধায় বগা।
প্রবলতরঙ্গা ধাইল গঙ্গা
ভৈরবী কর্মনাশা
ধাইল দ্রুতপদ শোল সয় মহানদ
ধাইল বাহুদা বিপাশা।
চলিল ঝুমঝুমি কয়িয়া দামাদামি
ঘিয়াই মুণ্ডাই সঙ্গে
ধাইল তারাজুলি গুস্কারা কুতূহলী
রত্না বলিল রঙ্গে
গঙ্গা যমুনা ধাইল বরুণা
অজয় সরস্বতী
ধাইল কুন্তী বাঁকা ধায় গোমতী
সরযূ বংশাবতী
হরাবতী নরাবতী[1] ধাইল লঘুগতি
কানা ধায় দামোদর
খালিজুলি সঙ্গে চলিল রঙ্গে
বড়ু[2] মস্তেশ্বর।
ধাইল কাঁসাই মহানদী বিড়াই
খরস্রোতা বামনের[3] খানা
চারিদিকে জল হইল ধবল
মগরা জুড়্যা বয় ফেনা।
বাজাইয়া দণ্ড মাকড়া চণ্ডী
পড়িল সত্বর হয়্যা
সঙ্গে কাল্যাঘাই লইয়া মইানে
সুবর্ণরেখা লয়্যা।
নদনদী দেখিয়া কৌতুকে অভয়া
উঠিলা কেশরিযানে
ললিত প্রবন্ধে[4] দ্বিজবর মুকুন্দে
পাঁচালি প্রবন্ধে ভনে ॥

৪২১

কাণ্ডার অরে ভাই রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল
ঐরি হইল দেবরাজ বেঙ্গতড়কা পড়ে বাজ
বরিষে মুষলধারে জল।
শিল জেন পড়ে গুলি ভাঙ্গয়ে মাথার খুলি
বেগে জল জেন বাজে কাণ্ড
বিষম জলের ভয় প্রাণ মোর স্থির নয়
ডাণ্ডিয়া ধরিতে নারে দাণ্ড।
দুঃসহ বিষম ঝড়ে গাছ উপাড়িয়া পড়ে
দুকুল হানিঞা বহে খানা
কহ কর্ণধার ভাই কেমতে নিস্তার পাই
রাশি রাশি কত বহে ফেনা।

ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে　　বিষ্টি জলে ডিঙ্গা বুড়ে
　　নায়্যা পাইক জড় হইল শীতে
শুন ভায়্যা কর্ণধার　　নাঞি দেখি প্রতিকার
　　জলে অহি ভাসে শতে শতে।
দেখ রে নায়ের পাশে　　কুম্ভীর মকর ভাসে
　　গিরিগুহা বিকট বদন
কাণ্ডার উপায় বল　　দেখিয়ে প্রবল জল
　　আজি দেখি সঙ্কট জীবন।
ডুবু ডুবু করে ডিঙ্গা　　স্মঙরণ করহ গঙ্গা
　　অন্তকালে ভজ ভগবতী
পড়িয়া বিষম ফান্দে　　ভবানী বলিয়া কান্দে
　　হৃদয়ে ভাবিয়া শ্রীয়পতি।
মহামিশ্র জগন্নাথ　　হৃদয়মিশ্রের তাত
　　কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই　　চণ্ডীর আদেশ পাই
　　বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

নিদ্রারূপা হয়্যা তুমি ভাণ্ডিলে প্রহরী
জখন দেবকী হইতে জন্মিলা শ্রীহরি।
নানা অবতারে তুমি বিষ্ণুসহায়িনী
দুরিতনাশিনী জয়া দুর্গতিনাশিনী।
যমুনা আবর্তশালী বিষম করালী
তথি পার কৈলা হরি হইয়া শৃগালী।
ভুব-ভার খণ্ডনে কৈলে আপন প্রকার
কংসভয়ে কৃষ্ণে কইলে কালিন্দীর পার।
ঝড় বৃষ্টি দুর হৈল চণ্ডীর কৃপায়
ডিঙ্গা মেল্যা সদাগর দ্রুতগতি জায়।
ডানি বামে ছাড়ি জায় কত কত দেশ
সঙ্কেত-মাধবে দেখে সোনার মহেশ।
সদাগর কহে কিছু তাঁর বিবরণ
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৪২২

রক্ষ মাতা ভবানী বারেক কর দয়া
তুমি না রাখিলে মোরে কে করিব দয়া।
রক্ষ মাতা ভবানী মগরার মকরে
তুমি না রাখিলে আর কে রাখিবে মোরে।
তোমা স্মঙরিয়া যাত্রা করিলাঙ আসিতে
সমর্পিয়া দিল মাতা তোমার হাথে হাথে।
তবে কেন করে বল মগরার জল
নিশ্চয় জানিল মোর জীবন বিফল।
ভগবতী বলি সাধু ঝাঁপ দিল জলে
রথে ভরে অভয়া শ্রীমন্ত কৈল কোলে।
মহামায়া গগনে হাসেন খলখল
চণ্ডীর কৃপায় হইল এক-আটু জল।
দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতিনাশিনী
দুর্জয় দক্ষিণাকালী নন্দের নন্দিনী।

৪২৩

অবধানে কর্ণধার　　শুন পুরাণের সার
　　সগর-বংশের উপাখ্যান
তার বল গজ অযুত　　ষষ্টি হাজার সুত
　　সাগরের করিল নির্ম্মাণ।
ত্রিভুবন-অবতংসে　　আছিল মিহিরবংশে
　　পৃথু নামে মহামহিপাল
তার সুত হৈল বাহু　　রিপুচন্দ্রে জেন রাহু
　　অবনি পালিল বহুকাল।
পাপ গ্রহযোগ ফলে[১]　　পরাজই জরাকালে
　　খিতি ছাড়ি গেলা বনবাস
বনে মৈল মহীপতি　　তার শশিমুখী সতী
　　অনুমৃতা কৈল অভিলাষ।
তারে গর্ভবতী জানি　　আসি তথা গর্গ মুনি
　　মরণ করিল নিবারণ
নাঞি গেল স্বামী সনে　　গর্ভ কথা সতা শুনে[২]
　　গরল অন্ন করায় ভোজন।

তার গর্ভ দেব-অংশ গরলে নহিল ধ্বংস
প্রসবিল রানি যথাকালে
গরলযুত হইল সুত দেখি মুনি কৌতুক
সগর আখ্যান কৈল ভালে।
তিন লোকে খ্যাতি কীর্ত্তি হইল নৃপতির মূর্ত্তি
অধিষ্ঠান হইল সিংহাসনে
চণ্ড আদি তালজঙ্ঘ হইল জত বীরপুঙ্গ
একা রাজা জই কৈল রণে।
নিষেধ করিল মুনি নাঞি রাজা বধে প্রাণী
মস্তক মুণ্ডন[৩] কৈল রণে
সেই কৃপাময় রাজা সুতসম পালে প্রজা
বিধাতার সন্তোষ বড় মনে।
কেশিনী সুমতি তারা ভূপতির দুই দারা
অসমঞ্জ কেশিনীনন্দন
তার সুত অংশুমান খ্যাতি সর্ব্বগুণ-ধাম
পিতামহ-হিতপরায়ণ।
সুমতির গুণযুত ষষ্টি হাজার সুত
অযুত কুঞ্জর মহাবল
অসমঞ্জ কৈল দোষ নৃপতি করিল রোষ
বনবাস দিল প্রতিফল।
দিল ঔর্ব[৪] অনুমতি রিপুজই নরপতি
অশ্বমেধে ছাড়ি দিল হয়
অশ্ব হরি নিঞা ভাগে থুইল কপিল আগে
ইন্দ্র গেল আপন নিলয়।
যদি হারাইল হয় সুতে নরপতি কয়
শুন ষাটি সহস্র কুমার
ঘোড়া আনি দেহ মোরে পরাণে বধিবে চোরে
মখভার তোমা সভাকার।
ষাটি হাজার ভাই চাহিয়া বুলি ঠাঁঞি ঠাঁঞি
না পাই অশ্বের অন্বেষণে
খুঁজিতে ঘোড়ার নখ নিমিষ না চলে চোখ[৫]
হয়-খোজ পাইল দক্ষিণে।
সুলঙ্গে ঘোড়ার পথ দেখি সভে রোষজুত
সবে মেলি কোড়েন অবনী
নৃপতিকুমার জত প্রবেশি পাতালপথ
দেখিল কপিল মহামুনি।
অশ্ব দেখি তাঁর কাছে কোপে নৃপসুত নাচে
বকধ্যানে আছে ঘোড়াচোর
এমত নিন্দিয়া তাঁরে পিঠে শেলঘাত মারে
কোপদৃষ্টে মুনি চাঅ ঘোর।
মুনিদেহ-কোপানলে নৃপতিকুমার জ্বলে
একটী নহিল অবশেষ
আসিয়া নারদ তথা কহিল সকল কথা
সগর পাইল বড় ক্লেশ।
ডাকি আনি অংশুমান সগর দিলেন পান
চল রে অশ্বের অন্বেষণে
অবিলম্বে অংশুমান গেলা কপিলের স্থান
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গানে॥

৪২৪

রথ ছাড়ি গেলা শিশু কপিলের স্থানে
অবনী লোটায়্যা স্তুতি করে অনুমানে।
অনবিজ্ঞ শিশু আমি কি বলিতে জানি
আপনার গুণে কৃপা কর মহামুনি।
কে বলিতে পারে প্রভু তোমার মহত্ত্বে
পরশিতে নারে তোমা তম-রজ-সত্ত্বে।
আপনার পাপে মৈল সগরকুমার
কৃপা কর মুনি দোষ নাহিক তোমার।
অবনী লোটয়্যা স্তুতি করে বারে বারে
অনুগ্রহ কর মুনি তুমি কৃপাসারে।
অংশুমানে সুখী হয়্যা মুনি দিল হয়
উপদেশ কহি তারে মুনি মহাশয়।
তোর পিতামহ ভস্ম হইল কোপানলে

গতি নাহিবেক তার বিনু গঙ্গাজলে।
মুনি প্রদক্ষিণ করি চলে অংশুমান
ঘোড়া আনি দিল সগরের বিদ্যমান।
অশ্বমেধ সাঙ্গ কৈল সগর নৃপতি
অংশুমানে রাজ্য দিয়া গেলা দিব্যগতি।
রাজ্য তেজি তপস্যা করেন অংশুমান
ঘোড়া আনি দিল সগরের বিদ্যমান।
সুতে রাজ্য দিয়া গেলা হয়্যা দিব্যবান[১]।
অংশুমানের পুত্র হইল দিলীপ[২] ভূপতি
গঙ্গা হেতু তপস্যা করেন নরপতি।
দিলীপ করিল তপ অযুত বৎসর
সুতে রাজ্য দিয়া স্বর্গ গেলা নৃপবর।
বংশে রহিল দুই বিধবা রমনী
অনাহার তপস্যায় মৈল নৃপমণি।
এক দিন দুর্বাসা তপস্যা করি জার
ভক্তি দেখি তুষ্ট মুনি বর দিলা তার।
পুত্রবতী হও তুমি আমার বচনে
মুনি আশীর্বাদে রামা দুঃখ ভাবে মনে।
বংশে পুরুষ নাহি শুন মহাশয়
অভাগ্য করিয়াছি কেমতে হবেক তনয়।
মুনি বলেন কভু মিথ্যা নহে মোর বাণী
ঋতু কালে সঙ্গম জাইহ দু সতিনী।
এতেক বলিয়া মুনি গেলা তপবনে
সেই দিন সঙ্গম গেলেন দু সতিনে।
দুই ভগে জনম লভিল ভগীরথ
সাঁপে বর অষ্টাবক্র দিল দৃঢ় পথ।
কুলের বৃত্তান্ত জানে ব্রাহ্মণের স্থানে
বংশের বিবরণ জত জানে নিজ ধামে।
গঙ্গাহেতু তপস্যা করেন সাবধানে
গঙ্গা আনিবারে বালা করিল গমনে।[৩]
রাজ্য তেজি তপস্যা করেন ভগীরথ
প্রসন্ন জাহ্নবী তারে হইলা দৃষ্টিপথ।
ভগীরথে কন গঙ্গা বর মাগ রায়
ভগীরথ নিবেদন করেন অভিপ্রায়।
ব্রহ্ম সাঁপে মৈল মোর পিতামহগণ
আপনি হইলে তার উদ্ধারকারণ।
য়েমন শুনিঞা গঙ্গা রাজার ভারথি
মহেশ সেবিতে তাঁরে দিল অনুমতি।
আমার ধারণে প্রভু শিব মহাবল
নহিলে ভুবন তেজি জাব রসাতল।
মহীতলে জাইতে বড় ভয় করি রায়
মহাপাপী জন যদি মোর জলে নায়।
সেই পাতক খণ্ডাবারে কহ মোরে পথ
শুনিয়া গঙ্গার বাণী বলে ভগীরথ।
হরিভক্ত জন তোমার পরশিব জল
সেই হেতু পাপ তোমায় না করিব বল।
প্রসাদ করিয়া গঙ্গা দিল অনুমতি
তপস্যায় হর তুষ্ট কৈল নরপতি।
তপস্যায় হর তুষ্ট হইলা ভগীরথে
অবনী আনিতে গঙ্গা হর কৈল মাথে।
হরশির হইতে গঙ্গা আইসেন অবনি
আগে ভগীরথ জান দিয়া শঙ্খধ্বনি।
হিমালয় শিখরে উরিলা নারায়ণী
গুহায় সান্ধায়্যা গঙ্গা না পান সরণী।
সুর-নর দুঃখিত দেখিয়া ভগীরথে
হিমালয় বিদারিতে বৈল ঐরাবতে।
গজ বলে যদি গঙ্গা দেন আলিঙ্গন
গুহা বিদারিয়া তবে কর‍্যা দিব গন।
গজের বচনে নিবেদিল নরপতি
গঙ্গা আসিবারে তারে দিল অনুমতি।
যদি সহিবারে পারে জলের নিস্বন
নিশ্চয় তাহারে তবে দিব আলিঙ্গন।
ঐরাবত আসি গুহা ভাঙ্গিল দশনে
জলবেগে পড়ে গজ সাতাশী যোজনে।
আপনা নিন্দিয়া ঐরাবত মারে চড়
শ্বাস পালটিতে মাত্রে পাইল হাথ্যাগড়।
চণ্ডিকার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

৪২৫

শুন রে কাণ্ডার ভাই   তীর্থ বড় এই ঠাঁই
কহিল পুরাণ-ইতিহাস
সগরবংশের কর্ম্ম   শুনিলে বাড়য়ে ধর্ম্ম
না থাকে পাপের পরকাশ[1] ।
আগে দেখাইয়া পথ   চলে রাজা ভগীরথ
বায়ুবেগে রথের পয়ান
পবিত্র করিতে ধরা   সুরনদী তীর্থবরা
আইলা সগর সন্নিধান ।
আসি গঙ্গা সেই পথে   জিজ্ঞাসিল ভগীরথে
কোথা মৈল সগরনন্দন
ভগীরথ বলে বাণী   সর্বিশেষে নারায়ণী
আপনি করহ অন্বেষণ ।
পূর্ব্ব-পিতামহ কথা   বিশেষ না জানি মাতা
নাহি কেহ পুরাতন লোক
জত কিছু চরাচর   তোমা নহে অগোচর
কৃপা করি দূর কর শোক ।
ভগীরথে কৃপাময়ী   চায়্যা বুলে ঠাঁঞি ঠাঁঞি
জুড়িলেন অনেক যোজনে
তনু ভস্ম হাড় নখে   বৈকুণ্ঠ চলিল সুখে
নিল গঙ্গা গগনবিমানে ।
সেইত সগরবংশ   ব্রহ্মসাপে হইল ধ্বংস
অঙ্গার আছিল অবশেষ
পরশি গঙ্গার জলে   বিমানে বৈকুণ্ঠ চলে
সভে হয়্যা চতুর্ভুজ বেশ ।
নারকী পুরুষ জত   স্বর্গ চলে চড়্যা রথ
উভবাহু নাচে ভগীরথ
অমরে[2] দুন্দুভি বাজে   ভগীরথ মহারাজে
পুষ্প-বিষ্টি হইল দৈববৎ[3] ।
তীর্থ বড় এই স্থান   ইহাতে করহ স্নান
বাট চল সিংহলনগর
তর্পণ করিয়া জলে   ডিঙ্গা মেল্যা সাধু চলে
বিরচে মুকুন্দ কবিবর ॥

৪২৬

প্রণমিয়া সঙ্কেত-মাধবে প্রদক্ষিণ
ডিঙ্গা বায়্যা সদাগর চলে রাত্রিদিন ।
দক্ষিণে মেদনমল্ল বামে বিরখানা
কেরআলের ছটছটি নদী জুড়্যা ফেনা ।
কলাহাট ধুলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া
আঙ্গারপুর গ্রামখান বাম দিকে থুয়্যা ।
গমন করিয়া গেল বিংশতি দিবসে
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দ্রাবিড়ের দেশে ।
কনকরচিত রথ রূপার শিখর
উড়িছে শতেক হাত নেত মনোহর ।
দিবানিশি চলে সাধু কূলে নাহি স্থল .
পথিকে জিজ্ঞাসে কত দূরেত সিংহল ।
ঘন কেরয়াল পড়ে জলে লাগে শাট
এক দণ্ডে চলে তরি যোজনেক বাট ।
মায়ের ধাওনি পাইকের কোলাহল
তথি রহি পূজে সাধু ভবানীশঙ্কর ।
ডানি ভাগে বন্দনা করিয়া নীলাচলে
উত্তরিল শ্রীপতি সমুদ্রের কূলে ।
চণ্ডিকাচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৪২৭

ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়   বিশ্ব জার যশ গায়
দ্রাবিড়-ভূপাল যশোধন
দক্ষিণ-জলধি কূলে   অক্ষয়বটের মূলে
আরোপিল দেব নারায়ণ ।
মুক্তিপদ এই ঠাঁঞি   শুন রে কাণ্ডার ভাই
কহিব পুরাণ-ইতিহাস
পঞ্চক্রোশ নীলগিরি   ইহাতে কৈবল্যপুরী
ইথে মৈলে বৈকুণ্ঠে বাস ।

পথে বা শ্মশানে মরে অনাথ[১] মণ্ডপ ঘরে
জথা তথা হই মহাস্থানে
ইচ্ছা করি জেবা জায় প্রসঙ্গে সে ফল পায়
মুক্তি পায় দেহ-অবসানে।
সুভদ্রা বলাই সাথে সুখে দেখ জগন্নাথে
সমুখে গরুড় মহাবীর
শুচি হয়্যা কর ফোঁটা প্রদক্ষিণ মণিকোঠা
বৈকুণ্ঠে[২] করহ মন্দির।
সমুখে বিমলা সেবী জার পাদপদ্ম সেবি
তেজ নর সংসারবাসনা
সঙ্গে গুহ লম্বোদর এই স্থানে আসি হর
হরি সেবে হয়্যা দৃঢ়মনা।
মার্কণ্ডেয-হ্রদে স্নান সিন্ধুতটে পিণ্ডদান
পিতৃলোক উদ্ধার কারণ
সেব ভাই[৩] নিরন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর
বটবৃক্ষে দেহ আলিঙ্গন।
প্রবল চপলভঙ্গা স্নান কর শ্বেতগঙ্গা
শ্রীনীলমাধবে প্রণতি
খিতিতে বৈকুণ্ঠপুরী আমি কি বলিতে পারি
সকল দেবতা ইথে স্থিতি।
পরশ রোহিণী কুণ্ডে পাপ কর্ম্ম ইথে খণ্ডে
শুনহ কুণ্ডের ইতিহাস
এই কুণ্ডে তেজে জীব সাক্ষাতে হইয়া শিব
কাক মৈলে বৈকুণ্ঠে বাস।
জেবা যোগে অভিলাষী অন্তকালে বারাণসী
লভে জেবা পাপ দিব্যগতি
এই কুণ্ডে বিশ্রামে সে গতি পুরুষোত্তমে
বটমূলে যদি করে স্থিতি।
ধন্য খেত্র জগন্নাথ বাজারে বিকায় ভাত
কোথাহ না শুনি হেন বোল
ত্রিসন্ধ্যা বিকায় হাটে সুপ ঘণ্ট পুরি ঘটে
আলু বড়া শুক্তার ঝোল।
খিরখণ্ড ছেনা নাড়ু ছেনাপানা ভরি গাড়ু
খিরপুলি পদ্মছেনা খায়্যা
বেতণ্ডা তৌজিয়া পণ্ডা কিনিল অমৃত মণ্ডা
হাটে চাখ্যা বুলে স্বাদ পায়্যা।
ছেনা-নাড়ু কাঁজি-বড়া আদ্রকে বার্ত্তাকী পোড়া
মান বেসারি আদা ঝাল[৪]
নাবরা বেঞ্জন-রাজা ঘৃতে পটল[৫] ভাজা
মধুবুচি ব্যঞ্জন রসাল।
তেজ ভাই মিছা যুক্তি ভুঞ্জিয়া সদেহ মুক্তি
নহে যজ্ঞ ভোজন-সমান
কহি আমি করপুটে কুকুর-বদন ওঠে
প্রসাদ চিত্তে না করিহ আন।
পথশ্রমহরা জোন্দা কিন হে তোড়ানি মন্দা
মরীচ সমান জার তার
অজানুলম্বিত জটা সন্যাসী কাপড়ি-ঘটা[৬]
অন্ন মাগ্যা ফিরযে বাজারে।
অন্নের বাজাব মধ্যে পঞ্চস্বরা বাদ্য বাজে
ঝাট্যাতি বায়তি লয় তোলা
সুগন্ধি মল্লিকা দনা কিনরে সকল জনা
তুলসীকাষ্ঠের কণ্ঠমালা।
কি আর বুঝাব তোমা জে অন্ন বান্ধেন রমা[৭]
ভোজন করেন জগন্নাথ
প্রসাদ গঙ্গার জল ভোজনে অনেক ফল
দবশনে কলুষ বিঘাত।
প্রসাদ সুখান অন্ন ভেদ বিনা চারিবর্ণ
দেশান্তরে বয়্যা লৈয়া খায়
খেত্রে বা খেত্রের বই এই অন্ন সুধামই
ভুঞ্জিলে যমের নাঞি দায়।
অযোধ্যা মথুরা মায়া যথা হরি-পদছায়া
কাশী কাঞ্চী অবন্তি দ্বারিকা
হরিপদ আর জত বিশেষে কহিব কত
এই পুরী মুক্তির সাধিকা।
বড় ধন্য এই গিরি ইহাতে বসিয়া হরি
পদাব লভিলা জগন্নাথ
বিস্তার উৎকলখণ্ডে কত কব এক দণ্ডে
চল ভাই করি প্রণিপাত।

কয়ড়ি অনুজ জাত মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে সেবিল গোপাল
কবিত্ব মাগিল বর মন্ত্র জপি দশাক্ষর
মীন-মাংস ছাড়ি বহুকাল।
[মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥]

সাধু বলে ভাল[২] পার হৈল বুহিতাল
দেখিবারে পাইল শ্রীরামের জাঙ্গাল।
এই জাঙ্গাল বান্ধ্যা হইল সীতার উদ্ধার
সেই পাকে রাবণের সমরে সংহার।
সদাগর কহে কিছু তার বিবরণ
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪২৮

নীলমাধবে সাধু প্রণাম করিয়া
বটবৃক্ষে সদাগর আলিঙ্গন দিয়া।
হাটেত কিনিঞা খায় প্রসাদ-ভাত
লোচন ভরিয়া সভে দেখে জগন্নাথ।
কিনিয়া প্রসাদ-অন্ন নায়ে দিল ভরা
বাহ বাহ করিয়া ঘন পড়ে ত্বরা।
ডাহিনে চড়ইগুহা রহে কত দূর
ডিঙ্গার ধায়নী পাইল কলধৌতপুর।[১]
স্বর্ণময় দ্বীপখান রহে বাম ভিতে
জোঁকদহে ডিঙ্গা আসি হইল উপনীতে।
লহলহ করে জোঁক জেন করিকর
চুন গুড়াইয়া তথি দিল কর্ণধর।
হরিনামে দ্বীপখান রহে বাম ভিতে
সর্পদহে ডিঙ্গা তবে হইল উপনীতে।
চাঁদড়-ইসর মুল ডিঙ্গায় বান্ধিয়া
বলবুদ্ধে চলে সাধু ডিঙ্গা খেয়াইয়া।
ডিঙ্গার ধায়নি পাইল কোঙরনগর
তথি রহি পূজে সাধু ভবানীশঙ্কর।
হাদিয়া-দহেত ডিঙ্গা হইল উপনীত
দেখি কর্ণধার হইল বড়ই চিন্তিত।
নসান কাটারি নৌকার আগেতে বান্ধিয়া
বুদ্ধিবলে গেল সাধু হাদি কাটিয়া।

৪২৯

শুন সেতুবন্ধের[১] ঘটন
রঘুবংশে ইতিহাস শুনিলে কলুষ নাশ
যম সঙ্গে নহে দরশন।
ত্রিভুবন-অবতংস আছিল মিহিরবংশে
দশরথ নামে নরপতি
সুত সম করি প্রজা অবনী পালেন রাজা
অযোধ্যায় যাহার বসতি।
রূপে জিনি দেবমায়া নৃপতির তিন জায়া
কৌশল্যা সুমিত্রা কৈকই
কৌশল্যানন্দন হরি রাম রূপে অবতরি
বনভূমি নিশাচর-জয়ী।
ভরথ কেকই-সুত রূপে গুণে অদ্ভুত
সুমিত্রা-নন্দন দুই ভাই
জনক লক্ষ্মণ তার শত্রুঘ্ন পুত্র আর
অনুজন্মা সমর-বিজই।
চারি পুত্র বল-তেজা দেখি আনন্দিত রাজা
নৃপতি আছেন সিংহাসনে
যজ্ঞের কারণে রাম গেলা বিশ্বামিত্র স্থান
মুনি দশরথ সন্নিধানে।
মুনির বচন শুনি পাঠাইল রঘুমুনি
শ্রীরাম লক্ষ্মণ মুনি সনে
পথে তাড়কা মারি মুনিরে কৌতুক[২] করি
দুহেঁ কৈল যজ্ঞের পালনে।

সঙ্গে করি নিজ যজ্ঞ মুনি ভাবে কর্ম্মবিজ্ঞ
দুহেঁ গেল জনক সদনে
তথা রাম মখ স্থলে নৃপতির কুতূহলে
হরধনু করিল ভঞ্জনে ।

দেখি রাজা অদ্ভুত অযোধ্যায় পাঠাইল দূত
দিয়া চারু হয় দিব্য যান
শত্রুঘ্ন ভরথ সাথে আইলা রাজা দশরথে
জনক করিল বহু মান ।

ত্রিভুবনে এক ধন্যা রামে দিল সীতা কন্যা
কিঙ্কিণিকঙ্কণ-বিভূষিত
সীতানুজা তিন সুতা রামানুজে দিল তথা
সবিনয়ে জনক ভূপতি ।

চারি পুত্রবধূ সাথে চড়ি চারি দিব্যরথে
অযোধ্যায় চলিল মহামতি
হরধনু-ভঙ্গ শুনি রুষিল ভার্গব মুনি
আগুলিলা রামে শীঘ্রগতি ।

পরশুরামের দর্প শ্রীরাম করিল খর্ব
স্বর্গপথ রুধি এক শরে
মঙ্গল দুন্দুভি বেনি শঙ্খ পড়া বাজে সানি
রাম আইলা অযোধ্যানগরে ।

রামে অনুগত প্রজা দেখি দশরথ রাজা
সিংহাসন দিতে কৈল মন
দারুণ কেকয়ী[৩] পাকে কাননে পাঠাইল তাঁকে
সঙ্গে গেলা জানকী লক্ষ্মণে ।

শরধনু করি হাথে চলিল কাননপথে
কিরাতের করিতে নিধন
বাস করি পঞ্চবটী সূর্পনখার নাক কাটি
বধ কৈল খর জে দূষণ[৪] ।

সূর্পনখা গিয়া লঙ্কা দশাননে দিল শঙ্কা
সীতার কহিল রূপ-কথা
মারীচ সহায় করি রাক্ষসের অধিকারী
আইল বীর রাম-কুড়্যা যথা ।

মুনি-হেম মৃগবেশে সীতার নিকট দেশে
নাচয়ে মারীচ নিশাচর
সীতার সাধিতে কাম শরধনু হাথে রাম
অনুপদি হইলা রঘুবর ।

গিয়া রাম কথো দূরে মারীচ বধিল শরে
পড়ে বীর বলিয়া লক্ষ্মণে
রামের সঙ্কট বুঝি সীতা শোকসিন্ধু মজি
পাঠাইল লক্ষ্মণ সন্ধানে ।

শূন্য দেখি নিকেতন আসি তথা দশানন
সীতা লৈয়া গেলা দিব্যযানে
সমরে জটাউ মারি রাক্ষসের অধিকারী
থুইল সীতা অশোক কাননে ।

মৃগ মারি আসি রাম শূন্য দেখি নিজ ধাম
মূর্চ্ছিত পড়িল মহিতলে
হৃদয়ে পরম ব্যেথা দুই ভাই চায়্যা সীতা
জটাউ পাইল কথ কালে ।

কহিয়া সকল রামে গেলা পক্ষী মুক্তি[৪] ধামে
কৈল রাম তার ঊর্ধ্বগতি
ভ্রমিতে কাননপথে সুগ্রীব বানর সাথে
মৈত্রতা করিল রঘুপতি ।

দুই জনে একস্থলে ভাসে লোচনের জলে
দুহেঁ দুখ কৈল নিবেদনে
এক শরে বালি বধি সুগ্রীবের কার্য্য সাধি
দুখে গেলা সিখর কাননে ।

রামের সাধিতে কাজ হনুমান কপিরাজ
পাঠাইলে সীতা-অন্বেষণে
হেলে সিন্ধু পার হয়্যা সীতার বারতা লৈয়া
লঙ্কা পুড়ি আইলা রামস্থানে ।

জেমত আছেন সীতা দূতমুখে শুনি কথা
সঞ্জোগ করিল কপি বলে
রামের সাধিতে কাজ শুভক্ষণে কপিরাজ
উত্তরিল সমুদ্রের কূলে ।

মিলি কপিগণ জত শিলা তরু পর্বত
আনিঞা নলের এড়ে পাশে
নলের পরশে ভাসে দেখি কপিগণ হাসে
সেতুবন্ধ হইল একমাসে ।

পার হইতে জান রাম বিভীষণ কহে কাম
বিভীষণে দিল সিংহাসন
বিভীষণ মৈত্র করি লইয়া কপি অধিকারী
পার হইলা বধিতে রাবণ।
সীতার উদ্ধার হেতু সমুদ্র বান্ধিল সেতু
পার হইল শ্রীরঘুনন্দন
সঙ্গে সুগ্রীব নল নীল হনু কপিবল
বেড়িল লঙ্কার উপবন।
শুনিঞা সেতুবন্ধ কর্ণধারে লাগে ধন্দ
সেতুভঙ্গ গেল কোন কালে
রচিযা ত্রিপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
ব্রাহ্মণ-রাজার কুতূহলে॥

৪৩০

পার হইয়া প্রভু রাম বেড়িলা লঙ্কার ধাম
দ্বারে দ্বারে নিযোজিল[১] সেনা
যুক্তি করিয়া স্থির পাঠাইল অঙ্গদ বীর
রাবণেরে করিতে গঞ্জনা।
অঙ্গদ বীরের বোলে দশানন কোপে জ্বলে
পাচে সেনা করিবারে রণ
করিযা অনেক মান ইন্দ্রজিতে দিল পান
সঙ্গে দিল লক্ষ সেনাগণ।
রাক্ষস বানরে রণ পড়ে জত সেনাগণ
ইন্দ্রজিত উঠিল আকাশে
মায়া রূপে করি রণ মারিল বানরগণ
দুই ভাই বান্ধে নাগপাশে।
জয় করি সংগ্রাম ইন্দ্রজিত গেলা ধাম
মুক্ত রাম গরুড় স্মঙরনে
সঙ্গে সেনা লক্ষ লহ পাঠাইল বিরুপাক্ষ
রাম তারে করিল নিধনে।
আনিঞা আপন পাশে মহোদয় মোহপাশে
নরান্তক দেবান্তক বীর
ত্রিশিরা অতিকায় সংগ্রাম করিতে জায়
দেখি রণে কেহ নহে স্থির।
একে একে করি রণ বধিলা রাক্ষসগণ
শুনিঞা রাক্ষস-অধিপতি
বাজে রাজ-বাজনা সংহতি অনেক সেনা
রণ করে রামের সংহতি।
রাম তারে করি রাগ মুকুট সহিত পাগ
কাটেন রাম অর্দ্ধচন্দ্রবাণে
রণেতে পাইযা লাজ ভঙ্গ দিল রাক্ষসরাজ
কুম্ভকর্ণে জাগাইল তখনে।
কুম্ভকর্ণ করি রণ মারিল বানরগণ
রাম তারে করিল নিধন
ইন্দ্রজিত আইল রণে পড়িল রাক্ষসগণে
তবে তারে বধিলা লক্ষণ।
সকল বিনাশ দেখি দশানন হইয়া দুঃখী
রথে চড়ি জুঝে রাম সনে
রাবণে বিধাতা বাম প্রথম সমরে রাম
মুকুট কাটিল চন্দ্রবাণে।
রামের সাধিতে মান ইন্দ্র পাঠাইল যান
জেই যানে সারথি মাতুলী
চড়ি রাম সেই যানে জুঝে রাবণের সনে
দেখি দেবগণ কুতূহলী।
বাণে মহামন্ত্র পড়ি ব্রহ্মাস্ত্র ধনুকে জুড়ি
মাইল রাম রাবণের বুকে
রথে হৈতে বীর পড়ে কদলী জেমন ঝড়ে
শোণিত নিকলে দশমুখে।
রাবণ পড়িল রণে ইন্দ্রের সন্তোষ মনে
বিভীষণ বৈসে সিংহাসনে
পাইয়া শুভ-ক্ষেণ বেলা চড়িয়া পাটের দোলা
সীতা আইল রাম বিদ্যমানে।
সীতার বদন দেখি প্রভু রাম হইলা দুঃখী
পরীক্ষা দিবারে কৈল মন
আসি তথা দেবগণ তাহা কৈল নিবারণ
কৈলা রাম দেশেরে পয়াণ।

রাম চড়িয়া পুষ্পকযানে খক্ষ কপি সেনা সনে
নিজ দেশে করিল গমন
বধিয়া রাক্ষসনাথে দেশে যাইতে এই পথে
সমুদ্র করিল নিবেদন।
বীর মাধবের সুত রূপে গুণে অদ্ভুত
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান
তাঁর সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

৪৩১

জেই পাকে সেতুভঙ্গ সুনিলে বাড়য়ে রঙ্গ
অবধানে শুন কর্ণধার
এই পথে জাইতে রাম নিবেদন কৈল কাম
প্রণতি করিয়া পারাবার।
শুন রাম কমললোচন
মোর মুণ্ডে পাড়ি বাজ সাধিলে আপন কাজ
না ঘুচাইলে আমার বন্ধন।
আমি চিরকালবর্ত্তী সগররাজার কীর্ত্তি
তুমি হে সগরবংশধর
রাবণে করিয়া কোপ নিজ কীর্ত্তি কর লোপ
শৃগালেতে লঙ্ঘিব সাগর।
তুমি কর্যা দিলে গন পার হইব মৃষাগণ
জনপদ হব প্রেতকুল
ধর্ম্মপথে দিয়া দৃষ্টি রাখহ আপন সৃষ্টি
আমার বন্ধন কর দূর।
আমা লঙ্ঘি হনুমান সহিলাঙ অপমান
কেবল তোমার অনুরোধ
মোর জত উপবন নুটি কৈল কপিগণ
তোমা দেখি না করিল ক্রোধ।
সমুদ্রের শুনি কথা শ্রীরামে লাগয়ে বোথা
আজ্ঞা দিল মুমিত্রানন্দনে
লক্ষ্মণ ধনুর হুলে তিনটা পাথর তোলে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে॥

৪৩২

সেতুবন্ধ[১] সদাগর পশ্চাৎ করিয়া
চলিলেন সদাগর বুহিত্র মেলিয়া।
চন্দ্রকূট[২] পর্ব্বত যক্ষরাজার দেশ
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ।
মোহানেতে[৩] সীতা-কুলি প্রবেশে হাড়[৪] খাল
তেয়াগন করিয়া চলেন লঙ্কার ময়াল।
অলক্ষ্য সাগর রহিতে নাহি স্থল
পথিকে জিজ্ঞাসে কত দূরেত সিংহল।
রাত্রিদিন চলে সাধু তিলেক না রহে
উপনীত শ্রীপতি শ্রীকালিদহে।
পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিয়া অভয়া
শ্রীপতিরে ছলিবারে পাতিলেন মায়া।
আপনি করিল মায়া হরের বনিতা
চৌষট্টী যোগিনী হৈল কমলের পাতা।
অমলা কমল হইলা পদ্মা কবিবর
হাসিতে লাগিলা শতদলের উপর।
কুসুমের ধনু মাতা পুরিয়া সন্ধান
শ্রীমন্তের হৃদয়ে মারিল[৫] পঞ্চবাণ।
মোহ গেলা শ্রীপতি নায়ের উপর
চেতনা করাইল তারে গাঠ্যার গাবর।
রাজপদ্মিনী দেখি কমলের বনে
কন্যায় ধরিয়া লইলে রাখে কোন জনে।
কাণ্ডার বলয়ে হে অবুধ সদাগর
কোথা না দেখিলে তুমি কামিনী-কুঞ্জর।
বড়ই দুর্দ্ধর্ষ রাজা সালবাহন
ধনবিত্ত[৬] লইবেক আর বধিবে জীবন।[৭]
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

৪৩৩

শ্রীপতি বলে ভায়া দেখ রে সকল মায়া
রাখ ডিঙ্গা পুড়িয়া আলান

দেখ দেখি[১] শতদল অতিবিপরীত বল
তটে পাটে ঠেকে ডিঙ্গাখান ।
শুন কর্ণধার ভায়্যা দেখ রে সকল নায়্যা
মনোহর কমল-উদ্যান
ধন্য সিংহলের রাজা কিবা করে শিবপূজা
কিবা পূজা করে ভগবান ।
শ্বেত রক্ত নীল পীত শতদলে বিকাসিত
কহলার কুমুদ কোকনদ
হেন লয় মোর জ্ঞান দেবতার উদ্যান
দেখি বহু কুসুমসম্পদ ।
নাহি[২] জানি কিবা[৩] হেতু একাকালে ছয় ঋতু
গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত
সঙ্গে মকরকেতু বরিষা শারদ ঋতু
বিরহী-জনের হইল অন্ত ।
রাজহংস করে কেলি কৌতুকে কমল তুলি
প্রিয়ামুখে করে আরোপণ
চঞ্চুপুটে বিন্ধি[৪] মাছে সারসা সারসী নাচে
উড়্যা বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন ।
ডাহুকা ডাহুকী নাচে চক্রবাকী চক্রবাকে
বদনে বদনে আলিঙ্গন
সঙ্গে চারি পাঁচ জামি তাণ্ডব করয়ে কামী
মন্দমন্দ মেঘের গর্জ্জন ।
হেন মোর লয় মতি বিধাতার হেন কীর্ত্তি
অপরূপ দেখি কালিদহে
কমল কুমুদ ফোটে কার কান্তি নাই টুটে
চিত্রগন্ধ লইয়া বায়ু বহে ।
মধুকর সনে বধূ বিকচ কমলে মধু
পান করি গায়ে সুললিত
গীতে সমাহিত মন দুই কূলে মৃগগণ
রহে জেন চিত্রের লিখিত ।
কমল-পরাগে গৌর আমার লোচন-চৌর
ফিরি ফিরি বুলে অলিকুল
সলিলে কৈরব ভাসে ভেকেভেকে পাড়ায় বৈসে[৫]
বিরহী জনের বিন্ধে শূল ।

দেখিয়া সকল শোভ সাধুকে লাগিল লোভ
অভয়া পূজিব শতদলে
কমলে কামিনী দেখি সুখে সাধু মুদে আঁখি
সুকুসুম বিকচ কমলে ।
পুনু সাধে মেলে আঁখি নবদলে শশিমুখী
উগারি গিলয়ে করিবর
পূর্ণতপের ফলে শ্রীমন্ত দেখিয়া বলে
দেখ ভায়্যা গাঠ্যার গাবর ।
সাধুর বচন শুনি কর্ণধার বলে বাণী
তুমি ধন্য দিব্য-গেয়ান
সকল বিদ্যার বন্ধু অশেষ গুণের সিন্ধু
আমি অন্ধ থাকিতে নয়ান ।
দেখি সাধু শশিমুখী কর্ণধারে করে সাক্ষী
কর্ণধার করে নিবেদন
করী পদ্ম শশিমুখী আমি কিছু নাহি দেখি
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪৩৪

অপরূপ দেখি আর শুন ভাই কর্ণধার
কামিনী কমলে অবতার
ধরি রামা বাম করে সংহারয়ে করিবরে
উগরিয়া করয়ে সংহার ।
কনক-কমলরুচি স্বাহা স্বধা কিবা শচী
মদনমঞ্জরী কলাবতী
সরস্বতী কিবা রমা চিত্রলেখা তিলোত্তমা
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী ।
রাজহংসরব জিনি চরণে নূপুরধ্বনি
দশনখে দশচাঁদ ভাসে
কোকনদ দর্পহর বেড়িত তাহার কর
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে ।
রাজহংস-মন্দগতি হেম জিনি দেহজ্যোতি
গজকুম্ভ চারু পয়োধরে

তাহে শোভে অনুপাম মুনিমুকুতার দাম
জেন গঙ্গা সুমেরুশিখরে
দুই করে শোভে শঙ্খ ভুবনে উপামা রঙ্ক
মুনিময় গঠিত কঙ্কণ
হাসিতে বিজুরি খেলে কপোলে কুন্তল দোলে
তনুরুচি ভুবনমোহন ।
হেমময় হারছলে কিবা উহার গলে
স্থির হয়্যা সৌদামিনী বৈসে
নিরুপাম পরকাশ মন্দমধুর হাস
ভঙ্গি নব শিখিবার আসে ।
রামা অতি কৃশোদরী তথি ভার কুচগিরি
নিবিড় নিতম্ব অবতার
বদন ঈষৎ মেলে কুঞ্জর উগারে গিলে
জাগরণে সপন-প্রকাশ ।
বামা ঈষৎ হাসে গগনমণ্ডল ভাসে
দন্তপংক্তি বিদিত বিজুলি
বদনকমল-গন্ধে পরিহরি মকরন্দে
কতকত শত ধায় অলি ।
বন্ধুক কুসুমছটা কপালে সিন্দুরফোঁটা
প্রভাতকালের জেন রবি
অধর বিম্বুক-জুতি দন্ত মুকুতার পাঁতি
দুহার বদনে করে চুরি ।
তিলফুল জিনি নাসা বন্ধুকি জিনিঞা ভাষা
ভুরুযুগ চাপ-সহোদর
খঞ্জনগঞ্জন আঁখি অকলঙ্ক শশিমুখী
শিরোরুহ অসিত চামর ।
কপালে সিন্দুরবিন্দু লব তার বিন্দু বিন্দু
তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু
করিয়া তিমির মেলা ধরিয়া কুন্তল ছলা
বন্দি করিল রবি-ইন্দু ।
দেখি সাধু শশিমুখী কর্ণধারে করে সাক্ষী
কর্ণধার করে নিবেদন
কবী পদ্ম শশিমুখী আমি কিছু নাহি দেখি
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪৩৫

শুন রে কাণ্ডার ভাই বিপরীত দেখি
কহিব রাজার আগে সভে হইয় সাক্ষী ।
প্রমাণিক যোজন গ্ভীর বহে জল
ইথে উপজিল ভাই কেমনে কমল ।
পবন জিনিয়া অতি বেগে বহে নীর
কেমতে অবলাজন ইথে হয় স্থির ।
কমলিনী নাঞি সহে প্লবঙ্গমের ভর
তরঙ্গের হিল্লোলে কন্যা করে থরথর
নিবসে পদ্মিনী তাহে ধরিয়া কুঞ্জর
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর ।
পুরুষ দেখিয়া রামা নাহি করে লাজ
বাম করে ধরিয়া গিলয়ে গজরাজ ।
হেলায় কামিনী উগারয়ে যূথনাথে
পালাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাথে ।
পুনুরূপি রামা তায় করয়ে গরাস
দেখিয়া আমার হৃদে লাগিল তরাস ।
খদির তামুল বঙ্গ ওষ্ঠে নাহি ছাড়ে
গজ গিলে কামিনী চোয়াল নাহি নাড়ে
অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন
পঞ্চম গায় অলি নাচে পিকুগণ ।
ক্ষেণে উড়ে ক্ষেণে বৈসে মত্ত মধুকর
পরাগে ধূসর লতা-তরু-কলেবর ।
বিকসিত কুঞ্জবনে কুসুম মালতী
দামিনী মরুয়া ফুল ফুটে জাতি জুতি ।
ফুটিছে মাধবীলতা পলাশ কাঞ্চন
কুন্দকুসুম ফুটে বকুল রঙ্গন ।
তাহার উপর চন্দ্রাতপ মনোহর
নেতের পতকা উড়ে শ্বেতচামর ।
বেনন পাটের থোপ মুকুতার মাল
বিচিত্র বন্ধানে তাহে সুরঙ্গ প্রবাল ।
তার মাঝে বিকসিত কমলকানন
কামিনী কমলে বসি সংহারে বারণ ।

উগারিয়া মত্ত করিবরে বাম করে
ঈষৎ হাসিয়া পুনু চৌদিক নেহালে ।
ক্ষেণে ক্ষেণে হাসে রামা নাচে ভুজ তুলি
পঞ্চম গায় রাগ-রাগিনী মেলি ।
রবাব মরুজ ঝম্প করয়ে বাজন
অঙ্গে ভঙ্গে নৃত্য করে বিদ্যাধরীগণ ।
কিবা উমা কিবা উষা কিবা অবুন্ধুতী
ভৈরবী ভবানী কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী ।
যক্ষিণী শঙ্খিনী[1] কিবা ডাখিনী যোগিনী
কামের কামিনী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ।
বুঝিতে না পারি এই কন্যার চরিত
হেন বুঝি মোরে কিবা বিধিবিড়ম্বিত ।
পত্রে তুলি নিল সাধু করিযা লিখন
কহিব রাজার আগে সব বিবরণ ।
কমল কুঞ্জর কান্তা দেখি সদাগর
কেহ নাহি দেখে আর নায়ের নফর ।
নিমিষেকে লক্ষিতে না পারেন শ্রীপতি
হৃদয়ে ভাবিয়া সাধু করেন জুগতি ।
জে কালে হইলা প্রভু যশোদানন্দন
বাল্যক্রীড়া করি কৈল মৃত্তিকা ভক্ষণ ।
যশোদা ধরিয়া কৃষ্ণে করিলা [ভংসন]
কুবুদ্ধি করহ কেন মৃত্তিকা ভক্ষণ ।
যদি বিস্তারিত মুখ কৈল চক্রপাণি
বিশ্বরূপ উদরে দেখিল নন্দরানি ।
সলিল পর্ব্বত সিন্ধু ধরণীমণ্ডল
যশোদা কৃষ্ণের গর্ভে দেখিল সকল ।
তেনমত ছলে মোরে কেমন দেবতা
নহে বা কামিনী হইয়া গিলে গজ মাতা ।
পত্রে তুলি নিল সাধু করিয়া লিখন
কহিব রাজার আগে সব বিবরণ ।
বাহ বাহ করিয়া ডাকেন সদাগর
নজদিগ[1] হইল রাজ্য সিংহল নগর
অজয় বিজয় দিয়া করিল গমন
রত্নমালার ঘাটে গিয়া দিল দরশন ।
গোঁজে বান্ধি রাখি ডিঙ্গা লোহার শিকলে
বাদ্য করি সদাগর উঠিলেন কূলে ।
রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি
পঞ্চ পাত্রে চমকিত হৈল নৃপমুনি ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৪৩৬

কূলে উঠ্যা নায়্যা পাইক বাজায় বাজনা
সিংহলনগরে চমকিত সফরে হইলা সর্ব্বজনা ।
ঘন বাজে দামা চমকিত সব গাঁ[1] তবকী তবকে রোল
পাইক দেই উড়া পাক   ঘন বাজে বীর ঢাক
কেহ নাঞি শুনে বোল ।
বরঙ্গ ভেরি দোসরি মহরি ঘন বাজে বীরকালি
সিঙ্গা কাড়া ঘন বাজে পড়া কর্ণে লাগিল তালি ।
ডিণ্ডিমডম্বুর পুরয়ে অম্বর ঘন বাজে জগঝম্প
বাজায় সানি রণজয় বেনি সিংহলে উঠিল কম্প ।
কোন পাকি বাঙ্গালি   খাণ্ডা ফরকায় বিজুলি
কেহ কেহ বিন্ধিয়া বেজা
মুণ্ডলি করিয়া   ধায় রায়বাঁশিয়া
কেহ ধায় ফিরাইয়া নেজা ।
পাইকের কলবল   ভরিল সিংহল
সিঙ্গা কাড়া টমক নিসান
সুভয়ঙ্করী সঘনে[2]   ছুছুন্দরি গগনে
নেহালয়ে শিখিবাণ ।
খাটাইয়া তম্বু-ঘর   বসিল সদাগর
পরিসর নদীর কূলে
দিবানিশি ডাকে   সিংহল কাঁপে
পরিজন রহে তরুতলে ।
মধ্যাহ্ন দিন কৃতি   করিল শ্রীপতি
শুনে সাধু আগমপুরাণ
শ্রীকবিকঙ্কণ   করয়ে নিবেদন
আরম্ভ মহীস্থান ॥

৪৩৭

রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি
পণ্ড পাত্রে চমকিত হইল নৃপমুনি ।
কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘনে ঘন
আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন ।
আসিয়া কোটাল নৃপে নোঙাঞিল মাথা
রোষযুত নরপতি কহে কিছু কথা ।
নুট্যা দেশ খায় বেটা দেশের বিধাতা
ভাল মন্দ নাঞি দিস দেশের বারত্তা ।
রত্নমালার ঘাটে শুনি কিসের বাজন
বার্ত্তা জানিঞা শীঘ্র কর নিবেদন ।
ঘরদল হয় যদি আন্য মোর পুর
পরদল হয় যদি মার্য়া কর দূর ।
বৈদেশী যদি হয় আন্য মোর ঠাঞি
মার্য়া দুর কর যদি না মানে দোহাই ।
গজস্কন্ধে কালু-দণ্ড জায় ধাওয়াধাই
কূলেতে উঠিতে সাধে দিলেক দোহাই ।
ঘরদল পরদল নাহি চিনি তোমা
প্রবেশি রাজার পুরে বাজায় দামামা ।
নহি ঘরদল আমি নহি পরদল
বৈদিশী সাধু আমি আস্যাছি সিংহল ।
রহিব তোমার দেশে যদি সুখ পাই
নহিলে ভাসিব জলে কি করে দোহাই ।
সিংহল জাইতে যদি চাসী রাজধাম
জাবি যদি আন আগে আমার ইনাম ।
মোর শিরে দায় যদি হয় ডাকাচুরি
পঞ্চাশ কাহন চাই আমার দিগারি ।
তোর দেশে আস্যা আমি নাহি খাই জল
কোন অপরাধে চক্ষু করিস পাকল ।
সাধু নহ্য ঠগ বেটা মিছা তোর ভরা
সাধুরূপে প্রবেশিয়া ডাকা দিবি পারা ।
সাধু বলে জেই চোর নাহিক পাত্যারা
দেখহ সকল লোক আপনার পারা ।[১]
প্রিতবাক্যে কোটালে প্রবোধে কর্ণধার
অবিলম্বে চলে সাধু রাজার দুয়ার ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৪৩৮

কান্দি কান্দি লইল বায়ন-নারিকল
ঘড়ায় পুরিয়া চিনি লাড়ু গঙ্গাজল ।
জোড়ে জোড়ে নিল খাসী জুঝারিয়া ভেড়া
পর্বতিয়া টাঙ্গন তাজি নিল দিব্য ঘোড়া ।
ভার দশ দধি কলা চাঁপা মর্ত্তমান
দোখণ্ড সরস গুয়া বিড়াবিন্ধ্যা পান ।
গছে বান্ধ্যা ভেট নিল ঘৃত দশ ঘড়া
থান দশ সগল্লাথ থান দশ গড়া ।
কিঙ্কর করিয়া দিল দোলার সাজন
তুরিত গমনে সাধু করিল গমন ।
বরুণের সাঁজাকুড়া কনক আকুড়া
হিরামুখি নামে জায় চন্দনের পুড়া ।
উপরে ছাওনি দিল পাটের পাছড়া
চারিদিকে শোভে গজমুকুতার ঝারা ।
ময়ূরপাখের তায় লাগিছে ছাওনি
বেনন পাটের খোপ রসের দাপনি ।
দোলার উপরে সদাগর হেলে গা
ডানি বামে লাগে শ্বেত চামরের বা ।
নানা দ্রব্য ভেট লৈয়া করিল গমন
আগে পাছে ধায় পাইক শতশত জন ।
রাজার সভায় গিয়া হইল উপনীত
প্রণাম করিয়া ভেট এড়ে চারি ভিত ।
বামদিগে এড়ে সাধু বদলের সাজ
পরিচয় চাহেন নৃপতি মহারাজ ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৪৩৯

কর অবগতি শুন নরপতি
গৌড় দেশে মোর বাস
বিক্রমকেশরী সাজি সাত তরি
পাঠাইল তব পাশ
চামর চন্দন শঙ্খ আদি ধন
নাহিক রাজভাণ্ডারে
রাজ-আজ্ঞা পায়্যা আইনু সিন্ধু বাব্যা
তোমার এই সফরে।
গন্ধবান্যা জাতি উজবনি স্থিতি
দত্তকুলে উৎপতি
অজ্জয়ের তটে গঙ্গার নিকটে
বসি নাম শ্রীযপতি
রাজা মহাশয় চাপে ধনঞ্জয়
প্রজার পালনে রাম
প্রতাপে নিস্‌সীম মল্লে জেন ভীম
চোর-খণ্ডে জেন যম।
পতাপে নির্ম্মল জেন গঙ্গাজল
সদাই কৃষ্ণ ধেয়ানে
শুনেন অভিরথ পুরাণ ভারথ
দ্বিজে দেই হেমদান।
বিদ্যাবিশারদ দন্তীর সম্পদ
অশ্বের শিক্ষায় নল
সর্ব্বজন সুখী কেহ নহে দুঃখী
রাজ্যে নাহি তার ছল।
সাধুর ভারথি শুনি নরপতি
দ্রব্যের জিজ্ঞাসে কথা
রচিয়া সুছন্দ গাইল মুকুন্দ
চণ্ডীর মঙ্গলগাথা॥

৪৪০

বদলাশে নানাধন আন্যাছি সিংহলে
জে দিলে জে বদল হয় শুন কুতুহলে।
কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ দিবে নারিকেল বদলে শঙ্খ
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ দিবে সুণ্ঠের বদলে টঙ্ক।
কুরঙ্গ বদলে মাতঙ্গ দিবে পায়রার বদলে শুয়া
গাছফল বদলে জায়ফল দিবে বয়ড়ার বদলে গুয়া।
সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল দিবে গুঞ্জার বদলে পলা
পাট-শণ বদলে ধবল চামর কাঁচের বদলে নীলা।
লবণ বদলে সৈন্ধব[১] দিবে জোয়ানি বদলে জিরা
আকন্দ বদলে মাকন্দ দিবে হরিতাল বদলে হিরা।
চঞ্চের বদলে চন্দন দিবে পাগের বদলে গড়া
সুন্তার বদলে মুক্তা দিবে ভেড়ার বদলে ঘোড়া।
মাষ মুসরি তণ্ডুল বদরি বরবটী বাটুলা চিনা
বলদে শকটে তৈল ঘি ঘটে সদাগর আনিঞাছে
কিন্যা।
গোধূম খুড়্যা মুগ মাষ মাড়ুয়া তিল যব আন্যাছি ছোলা
কিনিঞা বহুতর আনিঞাছে সদাগর লবণের পাতিয়া
গোলা।
জগদবতংশে পালধিবংশে নৃপতি রঘুরাম
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন অভয়া পূর তার কাম॥

৪৪১

বদলের সজ্জ রাজা কৈল অঙ্গীকার
শতেক কাহন দিল রন্ধন বেভার।
সাধুকে তুষিল রাজা ভূষণ-চন্দনে
বিদায় করিল সাধে রন্ধন-ভোজনে।
অগ্নিশর্ম্মা নামে দ্বিজ রাজপুরোহিত
রাজার সভায় আসি হইল উপনীত।
আশীর্বাদ করি দ্বিজ বসিল কম্বলে
হাসপরিহাস কথা কন কুতূহলে।
চতুর্দ্দিগে দেখিয়া ভেটের আয়োজন
সহাসবদনে কথা নৃপে জিজ্ঞাসন।
আজি ভেট-দ্রব্য রায় দেখি চারিভিতে
মনোহর দ্রব্য নানা আইল কোথা হইতে।

গৌড় হইতে আইল নাম সাধু শ্রীপতি
নানা দ্রব্য ভেট দিয়া করিল বসতি ।
ইহা শুনি অগ্নিশর্মা বলে অতিরোষে
ব্রাহ্মণ বসত কেন করে এই দেশে ।
বিধিব্যবস্থার বেলা আমী প্রতিদিন
কার্য্যকারণের বেলা আমি উদাসীন ।
পণ্ডপাত্র নিন্দি ওঝা মাথা কৈল হেট
আমি সবে বঞ্চিত সভার কোলে ভেট ।
এত বলি অগ্নিশর্মা জান সভা ছাড়ি
নিবেদন কৈল পাত্র তাঁর পায়ে পড়ি ।
নৃপতির আজ্ঞা পুনু কালু-দণ্ড পায়
পুনুর্ব্বার আনে সাধু রাজার সভায় ।
পণ্ডিত জিজ্ঞাসে তাঁরে পথের বারতা
কিবা নায়ে তড়ে আইলে সাধু কহ কথা ।
অঞ্জলি করিয়া সাধু করে নিবেদন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪৪২

রাজার হুকুম পায়্যা সঙ্গে সাত তরি লৈয়া
নদ নদী বায়্যা রত্নাকর
জে দেখিল অপরূপ অবধানে শুন ভূপ
কহিতে পরানে করি ডর ।
সঙ্গে সাত তরি লৈয়া আইলাঙ অজয় বায়্যা
উপনীত ইন্দ্রাণীর তটে
ধৌত-হরিপদদ্বন্দ্বা বাহিলাঙ অলকনন্দা
কুতুহলে আইলাঙ গীতনাটে ।
ডানি বামে জত গ্রাম নিব তার কত নাম
উপনীত ত্রিবিনীর তীরে
প্রভাতে করিয়া স্নান যথাবিধি পিণ্ডদান
ঘটে পুর্য়া নিল গঙ্গানীরে ।
জাহ্নবীসাগর-সঙ্গ পর্ব্বতসমান ভঙ্গ
বাহিলাঙ প্রাণ করি হাথে
ডানিভাগে নীলগিরি সিন্ধুকূলে অবতরি
দেখিলাঙ প্রভু জগন্নাথে ।
কেবল দুঃখের পদ[১] বাহিলাঙ নানা হ্রদ
উপনীত হইলাঙ সিংহলে
সুধন্য সিংহল দেশ কালিদহে পরবেশ
জল আচ্ছাদিল শতদলে ।
কালিদহের জলে কুমারী কমলদলে
গজ গিলে উগারে অঙ্গনা
অতি কৃশোদরী বালা মাতঙ্গ জিনিয়া[২] লীলা
শশিমুখী খঞ্জনলোচনা ।
সাধুর বচন শুনি নরপতি মনে গুনি
চাহে মহাপাত্রের বদন
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্দ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪৪৩

সাধুর বচনে সালবান নৃপ হাসে
রাজার ইঙ্গিতে পাত্র উপহাসে ভাষে ।
বিদেশে আসিয়া সাধু পাইল তরাস
কি ভাগ্যে উহার ডিঙ্গা না করিল গ্রাস ।
সাধু বলে স্থানগুণে কর উপলম্ব
গজ-কন্যা বান্ধ্যা আনি করহ বিলম্ব ।
শ্রীমুখের আজ্ঞা যদি কর নৃপবর
কমলকুসুমে আমি ছায়্যা দিব ঘর ।
রাজসভার জুগ্য নহে এই সাধু ভণ্ড
ধর্ম্মশাস্ত্রে বিচার উচিত হয় দণ্ড ।
সাধু বলে ভণ্ড বল ঠাকুরালি বলে
প্রতিজ্ঞা করিয়া চল কালিদহ জলে ।
যদি মিথ্যা হয় তবে নুটি করিহ ধন
মসানে কোটাল দিয়া বধিব জীবন ।
রাজা বলে সত্য যদি তোমার বচন
অর্দ্ধরাজ্য দিব তোমারে অর্দ্ধসিংহাসন ॥

সুশীলা করিব দান ইথে নাহি আন
প্রতিজ্ঞা করিল রাজা সালবাহন ।
রাজা সাধু কৈল যদি প্রতিজ্ঞা-পূরন
মসীপত্রে লিখন করিল সভাজন ।
সাজ সাজ বলি হইল রাজার ঘোষণা
শ্রীকবিকঙ্কণ গান করিয়া ভাবনা ॥

৪৪৪

অপরূপ কথা শুনি সালবান নৃপমুনি
সাজ বল্যা দিলেক ঘোষণা
চতুরঙ্গ দল সাজে সমরে দুন্দুভি বাজে
শুনি পুরে ধায় সর্বজনা ।
গজপিঠে বাজে দামা সাজিল রাজার মামা
আড়ম্বরে পূরিয়া গগন
ধবল চামরছটা উরমাল ঘাঘর ঘণ্টা
গণ্ডস্থলে সিন্দুরমণ্ডন ।
পাইক রণে প্রচণ্ড ধায় বীর কালু-দণ্ড
বার শত সঙ্গে চোকনিঞা
শুনি কথা অদ্ভুত ধায় ভুঞা রাজার দূত
কমলে-কামিনী কথা শুঞা ।
পাত্রগণ চলে কাল নরকেতু রণমাল
সুগম্ভীর বীর পুরন্দর[1]
রাজার বিবাদকাজে নব লক্ষ দল সাজে
ধূলি আচ্ছাদিল দিবাকর ।
রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি চলে নৃপতির নারী
সারি দিয়া আগে বেত্রপাণি[2]
কমল দেখিতে নড়ে ঘোড়ন-খাটুলি চড়ে
একত্র হইয়া সব রানী ।
সঙ্গে নব লক্ষ দলে উত্তরিল নদীর কূলে
নাইয়া জোগায় নৌকা শয়
নৃপতি চড়িয়া নায় কমল দেখিতে জায়
উপনীত হইল কালিদয় ।

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের জাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন ।
তাঁহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪৪৫

কালিদহে উপনীত হইলা নৃপতি
চারিদিগে পাত্রপাত্র করিয়া সংহতি ।
শ্রীপতি সদাগরে কিছু বলে নৃপবর
দেখাহ কমলে কোথা কামিনীকুঞ্জর ।
মিথ্যা বাক্য হইল তোর রাজ-বিদ্যমানে
অপরাধ মাগ্যা লহ রাজার চরণে ।
মিথ্যাবচনে সাধু শুন প্রতিকার
রাজার বচনে দোষ কর অঙ্গীকার ।
ভাবিয়া শীধান্ত করে সাধু শ্রীপতি
ধর্ম্ম-অবতার তুমি রাজ-মহামতি ।
দেখিলাঙ জত আমি এক মিথ্যা নয়
উচিত কহিল আমি শুন মহাসয় ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৪৪৬

রায় অবিচারে না করিহ রোষ
বিচারে পণ্ডিত তুমি তোমায় বুঝাব আমি
সাধু জনের নাহিঞ দোষ ।
দেখিতে অলপ কাজ আপুনি সিংহলরাজ
সাজি আইলে চতুরঙ্গ দলে
শশিমুখী লাজভয় ছাড়্যা গেল কালিদহ
গজ লুকাইল শতদলে ।
কেরুয়ালের টানাটানী তল-উর্দ্ধ্ব সরিল পানী
ছিড়িল কমল ডাঁটী-পাত

বিষম জলের রয় তৃণ দুইখান হয়
ভাস্যা গেল ডাঁটি-পাতা কোথা।
তোমার মাতঙ্গ-বল আচ্ছাদন কৈল জল
কবলিত কৈল নাশ শুণ্ডে[1]
রাজবল নব লক্ষ কেহ নহে মোর পক্ষ
আমারে না বল্য রাজা ভণ্ডে[2]।
ছিল ভৃঙ্গ সরসিজে সরসিজ খাইল গজে
অলিকুল উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
আমি বৈদিশি সাধু তোমি অকলঙ্কবিধু
ছলে নাহি করিহ বিপাকে।
সিংহলে জতেক দেখি সকল তোমার সাক্ষি
মোর সবে জনা দুই চারি
শিখি সর্পে বিসম্বাদ বড় হইল পরমাদ
শুন অকিঞ্চনের গোহারি।
সাধুর বচন শুনি নরপতি মনে গুনি
কর্ণধারে করিল প্রমাণ
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাঁচালি করিল বন্ধ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৪৪৭

কহ কর্ণধার সত্য বল রে আমারে
তুমি কী দেখ্যাচ কন্যা-কামিনী-কুঞ্জরে।
সত্য বলিলে স্বর্গ জায় নরক মিথ্যায়[1]
এই হেতু পাপ কেহ নাঞি করে ভয়।
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র হয় সুপুরুষ
গয়ায় পিণ্ডদান করে ধরে তিল কুশ।
সত্য বাণী শুনি অধর্ম না শুনি পুরাণে
সত্য সমান নাহী তিন ভুবনে।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

৪৪৮

কহিল পুরাণে শুক ব্যাস মহামুনি
ইন্দ্র অগ্নি যম ধর্ম নৈরিত বরুণী।
রাজ অঙ্গে বৈসে জত ধনঞ্জয় পবন
মিথ্যা বাক্য কহিয়া করহ বিড়ম্বন।
সর্বজীবময় নৃপ জেই নৃপে ভাণ্ডে
পরিণামে জানিবে বিধাতা তারে দণ্ডে।
রাজার বচন শুনিঞা কহে কর্ণধার
আমি নাহি দেখি কন্যা-কামিনী-কুঞ্জর।
সভা সাক্ষি করি রাজা বান্ধে সদাগর
রাজবাক্যে নিশাশ্বর নুটে মধুকর।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

৪৪৯

কান্দে রে বাঙ্গাল ভাই বলে হেয়্ই হেয়্ই
ডুবিল হাদুর ডিঙ্গা হিউ পাইব কই।
এক বাঙ্গাল কান্দে হইয়া বিমনা
এ কাড়িয়া নিল মোর হিঙ্গের ঘোটনা।
আর বাঙ্গাল বলে ভাই মোরে কিনা হইল
পোস্ত খাবার হোলাটী সেই ভাস্যা গেল।
নান্দিয়া এড়িনু হাগলাইনু ডাইল
দেস হাড়ি হাদু সনে পরান হারাইল।[1]
আর বাঙ্গাল বলে ভাই মোর কিনা হইল
কালি গুরি দুটী মাগু দেশেতে রহিল।
আর বাঙ্গাল বলে হিন্দু বড়ই পাথার
পাইনু হোলায় লাগ এড়িত্ত তাহার।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥

৪৫০

মোরে কৃপা কর নারায়ণী গো ।
আনিঞা নায়ের দড়া বান্ধে সাধে পদমোড়া
কোটালে গছায় বীরবর
তেজি দণ্ড-কেরয়ালে ঝাঁপ দিয়া পড়ে জলে
নাইয়া পাইক পরানে কাতর ।
বাজেমহল হৈল ডিঙ্গা ঘন বাজে রণসিঙ্গা
রণভেরি দুন্দুভি বাজন
রাজার প্রধানে[1] দেখে ভাণ্ডারি কায়েস্ত লিখে
বলদ-শকটে লয় ধন ।
জে জন পলাইয়া জায় তাড়াতাড়ি ধরে তায়
বলে লয়[2] বসন ভূষণ[3]
ধরিয়া সাধুর সঙ্গী লবণ নাকানি চিঙ্গি[4]
দিয়ে কেড়ে লয় সর্বধন[5] ।
গৌরব করিয়া দূর কাড়্যা নিল কর্ণপুর
কাঁন্দিতে লাগিল সদাগর
অঙ্গুরি অঙ্গদ বালা কলধৌত-কণ্ঠমালা
নানাধন নুটে নিশীশ্বর ।
দিবস দুপরে ডাকা সাধুরে মারয়ে ঢাকা[6]
লৈয়া জায় দক্ষিণ মশানে
প্রাণ রক্ষিবার আশে সাধু কহে মৃদু ভাষে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে ॥

৪৫১

এ রাজা ধরি তুয়া পায় দোষ ক্ষেম রায়
সত্ত্বগুণে দেহ মন
আমি শিশুমতি তোমি নরপতি
ধর্মধাম যশোধন ।
জয় পরাজয় দৈবদোষে হয়
হেতু তাহে ভগবান
সেই কৃপাময় সর্ব জীবে কয়
তবে কী মান অপমান ।
প্রাণধন লৈয়া আইনু সিন্ধু বায়্যা
শুনিঞা তোমার যশ
অপমান কোপ মিথ্যা বলে লোক[1]
না হইয় কোপের বশ ।
অল্প অপরাধে এত পরমাদ
তোমার উচিত নয়ে
হইয়া কিঙ্কর চুলাব চামর
প্রাণ রাখ নৃপরায় ।
এই কলেবর মৃত্যুসহচর
আয়ু সমাগত শেষে
কীর্ত্তি সদাতনী রাখ নৃপমুনি
দিয়া প্রাণদান দাসে ।
শুনিঞা বিনয় না হইল সদয়
নৃপতি দৈবের দোষে
কেশে কোতোয়াল ধরে জেন কাল
শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে ॥

৪৫২

কাঁকালে নায়ের দড়া পিছে মারে ঢেকা
দিবস দুপরে হইল সাধুর নায়ে ডাকা ।
সবিনয়ে বলে সাধু কোটালের পদে
খানিক সহায় হও বিষম বিপদে ।
শ্রীমন্তের ছিল কীছু গুপ্ত নিজ কোষ
ধন দিয়া কোটালে করিল পরিতোষ ।
ধুতি পাইয়া কালু-দণ্ড সরসবদন
সদাগর তারে কিছু করে নিবেদন ।
ভুবনে দুর্লভ বড় মনুষ্য-জনম
অল্প বয়েস কালে ডাকা দিল যম ।
স্নান-ধ্যান[1] করি যদি দেহ অনুমতি
হাসিয়া ইঙ্গিত তবে দিল নিশাপতি ।
সরোবর বেড়িয়া রহে পাইকের ঘটা
স্নান করি পরে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা ।

যব তিল কুশ কেহ আনিল তুলসী
তর্পণে সন্তোষ কইল দেব-পিতৃ-ঋষি ।
ঘনঘন ডাক দেই নিশির ঈশ্বর
তুরিতে হানিঞা জাই কত বিলম্ব কর ।
ইঙ্গিতে কোটাল কহে নিদারুণ কথা
এখনি মরিবে তুমি কি করে দেবতা ।
সূর্য্য-অর্ঘ্য দিয়া সদাগর উঠে কূলে
অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা পাইল পাগের আঁচলে ।
খুল্লনার সত্য কথা সাধু কৈল মনে
পুনুর্ব্বার ধরে সাধু কোটাল-চরণে ।
একদণ্ড বিলম্ব করিয়া মোরে হান
তোমার প্রসাদে করি মন্ত্র স্মঙরন ।
কোটাল সাধুব বোলে দিল অনুমতি
হৃদয়ে ভাবিযা সাধু পূজেন পার্ব্বতী ।
অবনি লোটায়্যা স্তুতি করে সদাগর
রচিল পাঁচালি মুকুন্দ কবিবর ॥

৪৫৩

পুনু স্নানে সদাগর-অঙ্গে হইল জ্যোতি
বিষ্ণু স্মঙরনে শুচি হইল শ্রীপতি ।
ভূতশুদ্ধি অঙ্গন্যাস শরীরশোধন
দূর্ব্বাক্ষত শিরে মুখে মন্ত্র স্মঙরন ।
স্থিরকলেবর সাধু হইল একমতি
একভাবে সদাগর পুজেন পার্ব্বতী ।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা জগতের মাতা
শৈলনন্দিনী শিবা দেবের দেবতা ।
দেবশত্রু নাশিয়া অমরে কৈলে দয়া
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব মা তোমার পদছায়া ।
নিজভুজ বলে বধ কৈলা দৈত্যরাজ
লভিলে যশ পুনু দেবতা-সমাজ ।
সেবকে সদয় হয়্যা উরিলে কলিঙ্গে
রাজ্যখণ্ড লইয়া রাজা পূজিল ষড়ঙ্গে ।
বলি ভক্ষিয়া নৃপতির রিপু কৈলে নাশ
বিজুবনে পশুগণে হইলে সুপ্রকাশ ।
বিদ্যমান হইয়া পশুগণে দিলে বর
গোধিকা হইয়া গেলা আক্ষটীর ঘর ।
ধন দিয়া উরিলে বীরের গুজরাটে
রাজ-ঘরে মহাবীরে রাখিলে সঙ্কটে ।
ছেলি অপেক্ষণে মোর মায়ে হইলে দয়া
দাসীর তনয় রাখ দিয়া পদছায়া ।
পঞ্চ মাস ছিলাঙ মায়ের গর্ভবাসে
দেশান্তরে আইল বাপ দীর্ঘ পরবাসে ।
সেই সব ছাড়িয়া হৃদে লভিল গেয়ান
লোকের মন্দ-বচনে মোর বাড়ে অপমান ।
জাতপত্র বাপের অঙ্গুরি নিদর্শন
তোমা স্মঙরিয়া আইলাঙ দক্ষিণ পাটন ।
সমুদ্রে খিয়ানু নৌকা বড় প্রতিআশে
দেশান্তরে আইল ছিরা বাপের উদ্দিশে ।
পিতাপুত্রে সিংহলে নইল পরিচয়
ধনবিত্ত[1] গেল মোর জীবন সংশয় ।
মগবায় হইল মহা ঝড়বৃষ্টি
খণ্ডিল সকল দুঃখ তব শুভদিষ্টি ।
কালিদহে কুমারী দেখিল শতদলে
পুনরপি[2] দেবদোষে লুকাইল জলে ।
বিধি প্রতিকূল নৃপতি করে বল
তব নাম অনুকূল বিপদ-সকল ।
মর্ত্তে স্মঙরন করে দাসীর বালক
কৈলাসে পার্ব্বতীর কপালে টনক ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

৪৫৪

উর চণ্ডী রাখিতে কিঙ্কর
তোমারে পুজিয়া ঘটে আইল আমি বিসঙ্কটে
বাইয়া নদ নদী রত্নাকর ।

অমরকুলের দর্পে দৈবকী সপ্তম গর্ভে
হইলা প্রভু ক্ষিতিভার-নাশে
হরিতে কংসের ভীতি যোগনিদ্রা ভগবতী
থুইল এড়ীয়া নন্দ-বাসে[১]।
অবতরি যদুবংশে কপটে ভাঙিলে কংসে
রহিলা বসুদেবের সদনে
বিপদে স্মঙরে দাস পুর চণ্ডী অভিলাষ
রাখ চণ্ডী অকালমরণে।
ভোজরাজ-অবতংসে শ্রীহরি করিয়া অংসে[২]
বসুদেব গেল নন্দাগার
অগাধ যমুনার জল মায়া পতি দিলে স্থল
শিবারূপে নদী হইলে পার।
যশোদানন্দিনী জয়া শিবা দুর্গা মহামায়া
শঙ্করী শিখরী শিবদূতী
মহিষ রাক্ষস জম্ভ সভার হরিলে দম্ভ[৩]
ত্রিদিবে স্থাপিলে বসুমতী।
ক্ষিতিভার-নাশ হেতু অমঙ্গল ধর্ম্মকেতু
যাদব পূজিল নন্দসুতা
নাম হইল বনমালী কুমুদা কর্ণিকা কালি
অষ্ট লোকপাল কইল পূজা।
ধরি বিশালাক্ষী নাম বারাণসী কৈলে ধাম
নৈমিষকাননে লিঙ্গধরা
নীলপুরে তুমি নীলা পুরী কইলে ঘাটশিলা
রঙ্কিণীরূপিণী ভয়ঙ্করা।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি রজ তুমি সত্ত্ব
বেদমাতা সাবিত্রীরূপিণী
অজ আদ্য মহামায়া শঙ্করী শঙ্করপ্রিয়া
আমি শিশু কি বলিতে জানি।
সাধু কইল এত স্তুতি বারা টলে ভগবতী
আসন কররে টলটল
মুখে হইতে খসে পান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
মনোহর নৌতন মঙ্গল॥

৪৫৫

কালী কান্তি কপালিনী কপালকুণ্ডলা
কালরাত্রি কৃষ্ণআঁখি কত জান কলা।
কলিকালে আমার কলুষ কর নাশ
সিংহলে কপট করি রাখ নিজ দাস।
কাত্যায়নী কালরাত্রি কপালমালিনী
কুমুদা কর্ণিকা কৃষ্ণা কালি কপালিনী।
কংসানুজা কংসহরা কমললোচনা
কামদা কামিক্ষা [সর্ব] কর্ম্ম-বিমোচনা।
কৃপামই কৃপা কর কাতর কিঙ্করে
কালিদহে কেনে দেব বিড়ম্বিল মোরে।
খড়্গিনী খেটকধরা খড়্গপতাকিণী
খর্ণবিখণ্ডিনী দেখ খণ্ডনকারিণী।
খুরপ্রধারিণী [তুমি] বাণ-বিধারিণী
খলাসুরে খর্ব্ব কইলে সমরে আপনি।
খেদ-খণ্ডনকারি খেদ কর নাশ
খণ্ডিয়া সকল দুঃখ রাখ নিজ দাস।
গোপসুতা গুণময়ী গোপালভগিনী
গোকুলে গোমতী তুমি গগনবাসিনী।
গণমাতা গণেশ্বরী গৌরী গান্ধারী
গীতগাথা গণাধিপা গোবিন্দানুচারী।
ঘোররূপা ঘোরতপা ঘোষণভূষণা
ঘনরব কৈলে [ঘন] ঘণ্টার বাজনা।
ঘোর রাজা নাএ্যা করে জাবত ঘাতন
ঘটিত করহ গৌরী তাবত জীবন।
চামুণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডা চণ্ডবিনাশিনী
চন্দ্রচূড়ামুনি টের শিখরবাসিনী।
চন্দ্রহাস[১] লইয়া মাতা উর গো মশানে
চোর-তুল্য দাসে মাতা কর পরিত্রাণে।
ছায়া ছন্দমই তুমি ছিদ্রবিঘাতিনী
ছাড়িয়া কৈলাস হও ছিদ্রবিনাশিনী।
জগতজননী জয়া শিবের জীবন
জন্মজরামৃত্যুহরা জয়ন্তীজঘন।

জটাজূটবতী জে যাত্রিক-শিরোমুনি
জীবের জীবন জনার্দ্দনসহায়িনী।
জয়া বিজয়া লৈয়া উর গো মসানে
জীবনে কাতর ছিরা মাগে পরিত্রাণে।
ঝনঝনা আমারে পড়িল পোষমাসে
ঝাঁপ দিতে চাহি জলে কাটে তব দাসে।
ঝাঁট কাট বলিয়া কোটাল ছাড়ে ডাক
ঝটিত উরিয়া মাতা খণ্ডাহ বিপাক।
ঝোর-ঝঙ্কারিনি আইনু [বাতি] নদী রয়
ঝকড়া বিন্দিলে মোরে পাপ কালিদয়।
টানাটানি করে চুলে ধরিয়া কোটাল
টঙ্ক টাঙ্গি কেহ হানে কেহ করবাল।
টিটকারি টাকরে পাইল পরাজই
টঙ্কার দিয়া রণে উরহ কৃপামই।
টানিঞা টনক বলে নৃপতির ঠাট
টুটাহ রাজার বল রণে জাউক কাট।
ঠক কোটাল বেটা না শুনে বিনয়
ঠেকিল দাসীর পো দূর কর ভয়।
ঠারাঠারি করে গো কোটাল হানিবারে
ঠাঞি দেহ ঠাকুরাণী চরণপঞ্জরে।
ডিম্বিকাকো বিধি মোরে কৈল বিড়ম্বন
ডাকা হইল ডিঙ্গা নুটী গেল প্রাণধন।
ডিণ্ডিমাডম্বরু মাতা ভরিয়া মশানে
ডাকাতে ডাঁটীয়া মাতা কর পরিত্রাণে।
ঢঙ্গ বেটা হান বল্যা বলয়ে কোটাল
ঢাক ঢোল পিঠে বাজে গলে ওড়মাল।
ঢেকা মারে একবারে শতশত জন
ঢালিল তোমার পদে আপন জীবন।
ত্রিবিদ্যা ত্রৈলোক্যতারা ত্রিলোকতারিণী
ত্রিশক্তি তারিণী তুমি তুরঙ্গনাশিনি।
তুরিতে তারিয়া তোল তাপিত তনয়
ত্রাণহেতু তুমি তোমা বিনে অন্য নয়।
থর থর করে প্রাণ দেখিয়া কোটাল
থাক থাক বলে ঘন লোফে করবাল।

থাকি কোটালের আগে বান্ধা কর দূরে
স্থির করি স্থাপ মোরে উজ্জয়িনিপুরে।
দুর্গা পরা দৈন্যহরা দীনদয়াবতী
দুরন্তদানবখণ্ড দেবগণ-পতি।
দুর্জ্জয় দাক্ষণাকালী দুরিতনাশিনী
দুঃখদাসে কর দয়া দুর্গতিনাশিনী।
দূর কর দুর্গা মোর অকালমরণ
দর্ব্ব দবে দাহহরা[৩] দীনের শরণ।
ধিষণাধারণাবতি ধীরের ধারণা
ধরণী ধারণী ধাত্রী ধরের নন্দনা।
ধনধান্যধরা ধন্যহেতু ধর ত্বরা
ধরাপতি-ভয়াতুর মসানে গোচরা।
নিধি নুদ্য[৪] নারায়ণী নগের নন্দিনী
নিশুম্ভনাশিনী নীলা নীলপতাকিনী।
নন্দগোপের সুতা হয়্যা রাখিলে গোকুল
নৃপের ভয়েত মাতা হও অনুকূল।
পশুপতি প্রজাপতি পুরুষ প্রধানে
পুরন্দর পদ্মযোনি পাশী পরমানে।
প্রতিদিন পুজে তোমা প্রকৃতিরূপিণী
পশুসম শিশু আমি কিবা পূজা জানি।
প্রণতবৎসলা তুমি পরমমঙ্গলা
পাদপদ্মে দেহ স্থল সেবকবৎসলা।
ফলফুলে জলে রাম পূজিল কাননে
তার পূজা নিলে মাতা রাবণ নিধনে।[৫]
ফেরু-ভক্ষ হইল ছিরা তোমা পুজি ঘটে
ফণী সম কালমুখে রাখ গ সঙ্কটে।
বলাবৃ পুজিয়া বলদেবের ভগিনী
বসুদেব-সহচরী নন্দের নন্দিনী।
বিসঙ্কটে কৈলে বসুদেবের উদ্ধার
কংসভয়ে কৃষ্ণে কৈলে কালিন্দীর পার।
ভয়ঙ্করা ভয়হরা ভৈরবী ভাবিনী
ভদ্রকালী ভূতমতী ভ্রমরী ভীষণী।
ভয়করা ভয়হরা ভীম ভর্গবতি

ভূপতিভুবনে ভয় ভাঙ্গহ পর্বাতী ।
মৃগাঙ্কমুকুটমুনি-মস্তকপালিনী
মহিষমর্দিনী মধুকৈটভ-নাশিনী ।
মহামেরুসনা মেরুমন্দর-মন্দিরা
মহামায়া মহোদরি মাধবি ইন্দিরা ।
মহেশের অর্দ্ধতনু মরালগমনা
মধুপুরে কৈলে মধুবংশের মাননা ।
যজ্ঞজুষা যুগন্ধরা যজ্ঞবিনাশিনি
যশোদানন্দিনী জাতা যমুনা যামিনী ।
যমের যাতনা হইতে যন্ত্রণা যাতনা
যশ গাই যদি পুর আমার কামনা ।
রণজয়া রণপরা রঙ্কিণী রঙ্গিনী
রণাঙ্গনে হইলে রঘুনাথের রক্ষিণী ।
রাক্ষসের রণে যখন রাম হইলা জই
রাবণের বধ হেতু তুমি কৃপামই ।
ললিতা ললিতকান্তা লোলবসনা
লক্ষ্মীর বিনাশ হেতু তোমার করুণা ।
লাভ হেতু আইলাঙ মাতা তোমা পুজি ঘটে
লক্ষ হয়্যা রাখ মোরে বিষম সঙ্কটে ।
বলারু পুজিয়া বলদেবের ভগিনী
বসুদেব সহোচারি নন্দেব নন্দিনী ।
বিসঙ্কটে কৈলে বসুদেবের উদ্ধার
কংসভয়ে কৃষ্ণে কৈলে কালিন্দীর পার ।
শঙ্খিনী শূলিনী শিবসহচরী শঙ্করী
শর্ব্বাণী সর্বরী শক্তিরূপা শাকম্ভরা ।
শশিশিরোমণি শৈলশিখরবাসিনী
শরণদা শান্তি মুক্তি কর গো আপুনি ।
ষড়্গুণধারিণী ষড়সী সত্তী রূপিণী
সতি সত্য-সনাতনী সংসারসরণি ।
সর্বলোকে গায় তোমা সেবকবৎসলা
সেবক তারিতে উর সর্বমঙ্গলা ।
হরিহরহিরণ্যগর্ব্ভের তুমি মূল
হইয়া নন্দের সুতা রক্ষিলে গোকুল ।
ক্ষিতির হরিলে ভার দৈত্য কৈলে ক্ষীণ
ক্ষেনেক ধরিয়া রাখ আমি দীন হীন ।
শ্রীপতি এতেক যদি কৈল স্তুতিবাণী
কৈলাসে জানিল মাতা হেমন্তনন্দিনী ।
মুখে হইতে গলিত বহিয়া পড়ে পান
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণ গান ॥

৪৫৬

পদ্মা আজি কেন দেখি অমঙ্গল
মুখে হইতে খসে পান স্থির নহে মোর প্রাণ
আসন করয়ে টলটল ।
আইস পদ্মা প্রিয়সখি গন্যা মোরে কহ দেখি
এমন করযে কি কারণ
অমর-ভুজঙ্গ-নরে কে মোরে স্মরণ করে
গন্যা ঝাট কর নিবেদন ।
কপালে টনক নড়ে সূক্ষ্ম ধূতি নাঞি উড়ে
স্ফন্দন করয়ে ডানি আঁখি
হেন মনে অনুমানি কিবা মোরে হয় হানি
আজি বড় বিপরীত দেখি ।
মন উচাটন ইবে খাইতে দশন লাগে জিবে
গমনে উছট লাগে নখে
ভোজনে বিষম জাই মনে বড় দুঃখ পাই
কালপেচা ডাকে চারিভিতে ।
শুনিঞা চণ্ডীর বাণী পদ্মাবতী মনে গুনি
বিচারে জ্যোতিষ নানা পুথি
দূর কৈলে মায়া মো তোমার দাসীর পো
মসানে লইল শ্রীপতি ।
গিয়া কালিদহের জলে বসিয়া কমলদলে
মায়া কৈলে বিষম সঙ্কটে.
খুল্লনা মরিব শোকে পূজা নইব নরলোকে
ছিরা মইল তোমার কপটে ।

শুনিঞা পদ্মার বাণী রোষযুত নারায়ণী
প্রভাতে-অরুণবিলোচনা
কালঘাম বহে মুখে মুকুট গগনে ঠেকে
প্রলয়বদন ঘোরস্বনা ।
ধরিয়া বিশাল কায়া হইলা দেবী মহাকায়া
কপালে ঠেকিছে দিনমুনি
কোপে কম্পমান তনু ভুরুযুগে বাষ[1] ধনু
গগন পুরিল ঘোর ধ্বনি ।
সমারূঢ়-মহাগজা দেবী হইল দশভুজা
কর-ধরি নানা প্রিয়বাণ
শূল ধনু আদি পাশে পরিঘ তোমর পাশে
সিখর সমর শরাসন ।
গায়ে আরোপিল রাঙ্গি ভুসণ্ডি ডাবুস টাঙ্গি
তবক বেলক চক্রবাণ
করে লইল ভিন্দিপাল যমদণ্ড[3] করবাল
ফাঞি-ফট্ট কামান কৃপাণ ।
চণ্ডী কৈল অট্টহাস দেবগণে লাগে ত্রাস
নিনাদে ভরিল ত্রিভুবন
জেন দৈত্যবধকালে মিলি যত দিগপালে
দিল তারে নিজ নিজ ধন ।
চণ্ডীর ক্রোধের কালে মিলি যত দিগপালে
নানা অস্ত্র কৈল সমর্পণ
নিজ শূল হইতে আনি শূল দিল শূলপাণি
চক্র হইতে চক্র নারায়ণ ।
শঙ্খ দিল জলেশ্বর শক্তি দিল বৈশ্বানর[1]
নাগপাশ দিল অম্বুবতী
কার্মুক অক্ষয়গুণ বাণপূর্ণ দুই টোন
চণ্ডিকারে দিল সদাগতি ।
বজ্র আনি লঘুগতি বজ্র দিল সুরপতি
ঘণ্টা দিল[2] ঐরাবত হইতে
কালদণ্ড হইতে যম দণ্ড দিল অনুপাম
দিল দক্ষ অক্ষয়মালা[3] হাথে ।
অবনত করি মাথা কমণ্ডলু দিল ধাতা
লোমকূপে বসি দিবাকর

রোষযুত করবাল সমর্পণ কৈল কাল
অবনী লোটায়্যা কলেবর ।
খিরসিন্ধু দিল হার অজর অমর আর
চূড়ামুনি কনককুণ্ডল
দিল মুকুটের শোভা অর্দ্ধচন্দ্র ইন্দু-আভা
বাহুযুগে অঙ্গদমণ্ডল ।
নূপুর মরালভাষা দিল দিব্য কণ্ঠভূষা
আর নানা রতন ভূষণ
রত্নময় অঙ্গুরি সকল অঙ্গুলি ভরি
পদাঙ্গুলে পাসুলি রতন ।
টাঙ্গি দিল বিশ্বকর্ম অস্ত্র অভেদ্য মর্ম
দিল নানাবিধি প্রহরণ
দিলেন ভরিয়া গলা অমর পঙ্কজমালা
উর্বশী করি বিভূষণ ।
বিমল শোভাব সদ্ম জলনিধি দিল পদ্ম
কেশরিবাহন হিমবান
দিলেন পুরিয়া পূজা চষক যখের[4] রাজা
তাহাতে অক্ষয় সুধাপান ।
শেষ দিল নাগহার মহামুনি ভূষণ জার
সেই প্রভু ধরিল ধরণী
অম্বিকাচরণ সেবি রচিল মুকুন্দ কবি
প্রকাশিল দ্বিজ নৃপমুনি ॥

৪৫৭

কোপে লোহিত আখি চণ্ডিকা বলেন সখি
শুন পদ্মা আমার বচন
রাজারে বাধিয়া আজি ছিরারে ধরাব রাজ্য[1]
ঝাট কর সেনার সাজন ।
আমার সেবক ভ্রমে যদি নিঞা থাকে যমে
বড়াঞি করিব তার দূর
দিয়ার বহুত ক্লেশ লুটিব তাহার দেশ
জালাইব সংগ্রামনিপুর ।

চৌদিগে দুন্দুভি বাজে চৌষট্টি যোগিনী সাজে
আগু দলে চণ্ডীর পয়ান
রণ-পড়া বাজে ঢাক ধায় দানা ঝাঁকে ঝাঁক
ধরি তরু পর্বত পাষাণ।
করে ধরি অসি খাণ্ডা ডাহিন দিগে উগ্রচণ্ডা
বাম দিগে ধায় চণ্ডবতী
পরিয়া লোহিত ধুতি বাম দিগে শিবদূতী
কৌশিকী কালিকা লঘুগতি।
সজল জলদধ্বনি শিবা শত নিনাদিনী
রুধিরপ্রিয়া কঙ্কালমালিনী।
আইলা দেবী চন্দ্রচূড়া মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া
ভুজঙ্গবলয় ত্রিশূলিনী।
আইলা রাজহংসরথে করজাপ্য শূল হাতে
ব্রহ্মাণী বাদিনী চণ্ডমুখী
বেদবিদ্যাগণ সঙ্গে সমরপ্রসঙ্গ রঙ্গে
আনন্দে নাচয়ে প্রিয়সখী।
আইলা দেবী বিদ্যমানে কুমারী সমররণে
শক্তিহস্তা ময়ূরবাহিনী
বৈষ্ণবী গরুড়রথে শঙ্খ চক্র গদা হাথে
আইলা পাশধরা বিঘাতিনী।
বারাহী খেটকধরা আইলা দেবী হিরণ্যাক্ষ হরা
বারবাণ-মুসলধারিণী
আইলা চণ্ডিকার সঙ্গী হইয়া দেবী নারসিংহী
নখায়ুধ নৃসিংহরূপিণী।
সহস্রাক্ষি মহেন্দ্রাণী আইলা দেবী বজ্রপাণি
আরোহণ করি ঐরাবতে
রণবঙ্গে অনুগত বেতাল-ভৈরবী জত
সভে আইলা চণ্ডিকার সাথে।
শঙ্খজুত শ্রুতিপালি কপালমালিনী কালী
সিংহযানে করালবদনা
মুখে অট্টঅট্ট হাস করে ধরি অসিপাশ
খট্টাঙ্গধারিণী ঘোরস্বনা।
দ্বীপিচর্ম পরিধান শুষ্ক মাংসে বিভূষণা
বিস্তারবদনা ভয়ঙ্করা
জিহ্বালোলা ঘোরমুখী রক্ত লোহিত-আঁখি
সিংহনাদে ভরিল দিগন্তরা।
ধাইল ত্রিকুটি দানা আগু দলে দেই হানা
ইষ সম বিকটদশনা
কালো ধলো কেহ রাঙ্গা দামা দগড়া বাজায় সিঙ্গা
কাড়া পড়া বাজায় বাজন।
গলে নাঘে হাড়মাল কার হাথে তাল সাল
অজানুলম্বিত জটাভার
হাথে লোহার বাড়ি বুকে আচ্ছাদয়ে দাড়ি
চণ্ডিকারে করয়ে জোহার।
সমরে দুন্দুভি বেনি রণপড়া বাজে সানি
কোলাহল হইল সুরপুরে
যুক্তি দিল দেবরাজ সাধিতে চণ্ডীর কাজ
পাঠাইল নারদ মুনিবরে।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৪৫৮

ইন্দ্রের আদেশে মুনি চাপিয়া বিমানে
দণ্ডমাত্রে আইল চণ্ডিকার বিদ্যমানে।
চণ্ডিকারে দেবঋষি নুতি কৈল মাথা
আশীর্বাদ কৈল তারে হেমন্তদুহিতা।
চণ্ডিকারে জিজ্ঞাসা করেন মহামুনি
কহ গো এমন বেশে কোথারে সাজনি।
তোমার ক্রোধের কালে প্রলয় সমান
কার তরে হেন বেশে কর্যাছ পয়ান।
এত যদি জিজ্ঞাসা করেন মহামুনি
নিজ প্রয়োজন তারে কহিল ভবানী।
এতেক সাজনি কিচ্ছার মানুষের রণে
গরুড় সাজয়ে কিবা মশকের রণে।

তোমার সমরে হরি হর দিল ভঙ্গ
গারড়ের সনে কিবা জুঝয়ে মাতঙ্গ।
সালবান নৃপে ধরি দিব এক জনে
কোন কার্য্যে কর তুমি এতেক সাজনে।
বনে চল মাগো ভিখ সিংহল নগরে
আপনার সেনাগণ রাখ কত দূরে।
ভিক্ষা করি মাগ বৃদ্ধব্রাহ্মণীর বেশে
যদি নাঞি দেয় তবে বল করা শেষে।
সাধু করি নিল মাতা নারদের উপদেশ
সেই ক্ষণে হইলা বৃদ্ধব্রাহ্মণীর বেশ।
নয়ানগলিত মল[১] গায়ে শত শির
অতি অবিলম্বে মাতা মান ধীরে ধীর।
পলিত যুগল ভুরু গলিতদশনা[২]
মায়াপাশে পরিগ্রহ চঞ্চললোচনা।
বাতে হইতে কাঁকাল বাঁকা হইয়া জান ডেড়ি
উঝটের ঘায়ে চণ্ডী জান গড়াগড়ি।
বাঁম কাখে নিল মাতা রঙ্গন চুপড়ি
দক্ষিণ করে নিল মাতা শিঙ্গা বেত-নড়ি।
করে নিল কুসুমচন্দন দুর্ব্বা ধান
বেদমন্ত্রে শ্রীমন্তের করিতে কল্যাণ।
সংহতি করিয়া সেনা থুইল একস্থানে
সেই ক্ষণে উত্তরিলা দক্ষিণ মসানে।
নারদের বাক্য যদি মানিল ভবানী
বন্দিয়া ইন্দ্রের সভা গেল মহামুনি।
অম্বিকাচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

৪৫৯

হাথে নড়ি কাথে ঝুড়ি উচ্চস্বরে বেদ পড়ি
বিনয় বলেন ধীরে ধীরে
করজোড়ে কৃতগর্ভা[১] কুসুম চন্দন দূর্ব্বা
আরোপিয়া কোটালের শিরে।
আইলাঙ তোমার সন্নিধানে
চিরজীবি হও তুমি অক্ষয় ধনের স্বামী
এই শিশু মোরে দেহ দানে।
জরাবৃত হৈল তনু বসিতে ধরিয়ে জানু
ভূমি ধরি উঠিয়ে জতনে
হেন জন নাহি কোলে হাথে ধরি মোরে তোলে
সোদর সারথি বন্ধুজনে।
নাতিটি হইয়াছে হারা দেখিনু তাহার পারা
আইলাঙ তোমার সন্নিধানে
চিনিল আপন নাতি কোটাল পাইলে কতি
পিতার পুণ্যেতে দেহ দানে।
পাইয়া অনেক ক্লেশ চাহিনু অনেক দেশ
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ উৎকল
ত্রিগর্ত্ত লাহুর ডিল্লি চাহিনু অনেক পল্লি
অবশেষে আইনু সিংহল।
দারুণ কর্ম্মের গতি দরিদ্র আমার পতি
ধুতুরায় পাগল দিগাম্বর
ভিক্ষায় পরম ক্লেশ সবে ধন বুড়া বৃষ
নিবাস কুমুদ মহীধর।
অবলম্বে নাহি ঠাঞি সমুদ্রে ডুবিল ভাই
প্রাণনাথ কইল বিষপান
দারুণ দৈবের দোষে দুটি পুত্র নাহি পোষে
কত দুঃখ সহে আর প্রাণ।
বাড়ুক তোমার মান নৃপের মুখের পান
বাড়িবেক তোর পরমাই
দিশা লাগে জাইতে পথে ছিরা দেহ মোর সাথে
আশিস করিয়া ঘরে জাই।
শিশুমতি মোর নাতি নাহি জানে ঢঙ্গাতি
নহে ঢঙ্গ বাটপাড় চোর
কৃপণজনের কড়ি অন্ধজনের নড়ি
দান দিয়া প্রাণ রাখ মোর।
পতি মোর কুলে কন্যা কুলে শীলে নহে নিন্দা
বিল্বপত্রে জার অধিষ্ঠান

"ধীরে ধীরে জায় রামা লইয়া ছাগল" রামজয়-সংস্করণের চিত্র

"শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বসিলা ভবানী" রামজয়-সংস্করণের চিত্র

অক্ষীণ গোত্রের রাজা পিতা মোর মহাতেজা
নাম হিমকেতু মতিমান।
ব্রাহ্মণী জতেক ভণে কোটালিয়া নাহি শুনে
হৃদয়ে ভাবেন ভগবতী
রক্ষিতে কিঙ্কররঞ্জন সবিনয় নিবেদন
শ্রীকবিকঙ্কণ ইহ গতি ॥

৪৬০

আমি পরাধীন অতিবড় ক্ষীণ
বিশেষে রাজার দায়
ধরি তুয়া পায় ক্ষেম এই দায়
বধ্য জনে ছাড় আশ।
কর্ণ বলি আদি জত যশনিধি
আছিল ধরণীপাল
সুখভোগ জত গণিব তা কত
সর্বালি হরিল কাল।
দান দিল জত সব হইল হত
স্বর্গপুরে হইল স্বামী
বিধি সনে বাদ বড় পরমাদ
সে ভাগ্য না কইল আমি।
এই সাধু ভণ্ড রাজা কবে দণ্ড
মিথ্যাবচনের দোষে
রাজার বচনে আনিল মসানে
বান্ধিয়া নায়ের পাশে।
রাজা সালবান কর্ণের সমান
জে চাহি তাহা পাই দানে
কল্পতরু তেজি হীনজনে ভজি
সায়ড়া-তলায় সাধ মানে।
কোটালের বাণী শুনিঞা ব্রাহ্মণী
চাহেন পদ্মার মুখ
বুঝিয়া ইঙ্গিত পদ্মা বলে হিত
জাচিঞা বড়াই দুঃখ।
রাজসভাস্থানে নিতে জাবে দানে
দেখা দিবে কত জনে
পদ্মার ভারথি শুনিঞা পার্বতী
শ্রীকবিকঙ্কণ ভনে ॥

৪৬১

শ্রীপতি বসিয়া আছেন বকুলের তলে
সভা বিদ্যমানে দেবী শ্রীমন্ত কৈল কোলে।
শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বসিলা ভবানী
ভাই সঙ্গে কোটালিয়া করে কানাকানি।
সেতা বলে নেতা ভাই দেখি বিপরীত
বুঝিতে না পাবি ভাই বুড়ির চরিত।
অকস্মাৎ আইল বুড়ি দক্ষিণ মসানে
অতি খরসান বুড়ি চাহে চারি পানে।
সকল বচনে বুড়ি ছাড়ে হুহুঙ্কার
দিবস দুপরে হইল ঘোর অন্ধকার।
নাহি দান দিতে বুড়ি সাধু কইল কোলে
রাজার বিপদ আজি নিব বলে ছলে।
একেলা আইল বুড়ি হইল দুইজন
কোপে ওষ্ঠ কাঁপে দেখি লোহিত লোচন।
বামনির বোলে যদি ছাড়ি রাজ-ঐরি
সবংশে বধিব প্রাণে নৃপতিকেশরী।
যদি বা হানিঞা জাই রাজ-রিপুজন
মশানে বুড়ির ঠাঞি না রবেক জীবন।
কেমন দেবতা আইল এই বৃদ্ধবেশে
নাঞি পরিচয় দেই চক্ষুর নিমিষে।
চক্ষে নাহি দেখে বুড়ি নাঞি শুনে কানে
কেমনে আইল বুড়ি দক্ষিণ মসানে।
কোটালে গঞ্জিয়া বলে নেব কোটালিয়া
শ্রীমন্তের জটে ধর বামনী ঠেলিয়া।
কোপে পদ্মা[১] দিল সিংহনাদের নিশান
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণ গান ॥

৪৬২

কোটাল খানিক জীবন রাখ
ধরি তুয়া পায় খেম এই দায়
সুকৃতিসরণ দেখ ।
নেহ মোর হার কর্ণের অলঙ্কার
অঙ্গুরি অঙ্গদ বালা
ছাড়হ কুন্তল পিণ্ড গঙ্গাজল
দেহ তুলসীর মালা
ঘোর তরআর দেখায় কতবার
প্রাণে ভয় বড় লাগে
পুণ্যে দেহ মন করি নিবেদন
বলি কিছু তুয়া আগে ।
লোকে ভাবে দুঃখ সাধু পূর্বমুখ
বসিল বসন পাতি
হানে কোতোয়াল ভাঙ্গে তরয়াল
দুঃখ ভাবে নিশাপতি ।
কুজ্ঞানি এই বুড়ি কর্মে কইল ডেড়ি
ভাঙ্গিল আমার অসি
নানা অস্ত্র ধরি দুষ্ট সাধু মারি
কিসের বিলম্ব বাসি ।
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

৪৬৩

পশরিল বৈদিশী সাধু বধিবারে
পুরিয়া সন্ধান ডাকে হান হান
কেহ ধায় হানিবারে ।
দশবিশ বীরবর ধায় নৈয়া জমধর
শ্রীমন্তে করিতে গুড়া
শ্রীমন্তের অঙ্গে একে একে ভঙ্গে
জেন আসাড়িয়া ভুরকুণ্ডা ।
হইয়া কৌতুকি ধাইল ধানকি
আরপে শ্রীমন্তের গায়
শ্রীমন্তের অঙ্গে বাণ কত ভঙ্গে
বীরবর ফেলফেল চায় ।
পুরিয়া বেলোক ধাইল ধানকী
বাছিয়া মারিতে কাঁড়া
পুরিয়া সন্ধান মারিতে চোখ বাণ
ধনুকের ছিণ্ডিল চড়া ।
করে ধরি সাঙ্গী ধায় রণরঙ্গী
তোমর টাঙ্গি শেল
শ্রীমন্তের অঙ্গে একে একে ভঙ্গে
বীরগণ চাহে ভেল ভেল ।
শ্রীমন্তে বেড়িয়া ধায় রায়বাঁশিয়া
পদাতিক শয়ে শয়
ভাঙ্গিল রায়বাঁশ পদাতিকগণে ত্রাস
শ্রীমন্তের হইল জয় ।
জগদবতংসে পালধি বংশে
নৃপতি রঘুরাম
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন
অভয়া পুর তার কাম ॥

৪৬৪

সাধু হইল বজ্রকায় নানা অস্ত্র ভাঙ্গা জায়
পাইক কান্দে মাথায় হাথ দিয়া
কোটালিয়া কোপমান ঘন ডাকে হান হান
দূর কর বামনী ঠেলিয়া ।
বুড়ি গৌরব রাখহ আপনার
হইল অনেক বেলা রাজকার্যে ন্যাহি হেলা
ঝাট হানো বৈদিশী কুমার ।

বুড়ি মাগ্যা বুলে কড়া কড়া   পরিধান শত-ছেঁড়া

মানুষ লইতে চাহে দানে

কোথা হইতে আসি বুড়ি   সর্বকার্যে কৈল ভেড়ি

অষ্ট লোকপাল পরমাণে ।

কাখে করি রঙ্গন-ঝুড়ি   আইল বামনী বুড়ি

মসানে পাতিল নানা মায়া

জতেক বিনয় কই   বামনী বলিয়া সই

নাহি জায় মসান ছাড়িয়া ।

হাথে নড়ি কাখে ঝুড়ি   কোথার বড়াই বুড়ি

প্রবোধ বচন নাহি মানে

সব মিথ্যা জত কয়   অকারণে কর ভয়

আগে হান বুড়িবে মসানে ।

শিখিয়া ডাঞিন-কলা   জানয়ে অনেক ছলা

বুড়ি আপনা চিনিঞা জাহ বাস

শেল সাঙ্গী কাঁড় খাণ্ডা   পাইকের জতেক ভাণ্ডা

সকল করিলি বুড়ি নাশ ।

মোর বোল শুন নেকা   বুড়িরে মারিয়া ঢেকা

এথা হইতে ঝাঁট কর দূর

থাকিলে বুড়ির আগে   কাঁড় খাণ্ডা শেল ভাঙ্গে

কুজ্ঞানি বুড়ি জে প্রচুর ।

কোটালের আজ্ঞা পায়   নেব কোটালিয়া ধায়

পেলিলেক বামনী ঠেলিয়া

রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ   গান করি শ্রীমুকুন্দ

অম্বিকার আদেশ পাইয়া ॥

৪৬৫

কোটাল রে দুঃখ পাইল[১] নিজ কর্ম দোষে

জিনিঞা ইন্দ্রিয়গণ   না সেবিনু নারায়ণ

কারেহ না রাখিনু সন্তোষে ।

জনম যজ্ঞের কুণ্ডে   বসুধা ব্রাহ্মণতুণ্ডে

সম্প্রদানে না কইল আহুতি

যতি-সতিজন প্রতি   না কইল প্রেমভক্তি

এই হেতু পঞ্চম দুর্গতি ।

আছিল বৈকুণ্ঠপুরী   বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারী

জয়বিজয় দুই ভাই

হইয়া কৃষ্ণের সঙ্গী   বিরিঞ্চিতনয় লঙ্ঘি

বৈকুণ্ঠে না পাইল ঠাঁঞি ।[১]

দ্বিজে নাঞি দিল দান   না কইল গুরু মান

দিনে দিনে পরমাঞি শেষ

লঙ্ঘিয়া কপিল ঋষি   সূর্যবংশ ভস্মরাশি

রামায়ণে শুন ইতিহস ।

পাত্রে নাহি দিল দান   অপাত্রে করিল মান

দারিদ্র হইলাঙ এই দোষে

জীবে না করিল কৃপা   এই হেতু খিনতপা

ঘরে ঘরে বুলি ভিক্ষা-আশে ।

ব্রাহ্মণীর কথা শুনি   কোটালিয়া কহে বাণী

সকরুণে করে নিবেদন

রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ   গান কবি শ্রীমুকুন্দ

বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪৬৬

আইনু ভিক্ষের আশে নাঞি দিলি ভিক
কিসের কারণে বেটা বল ধিকাধিক ।
ব্রাহ্মণী ঠেলিলে বেটা জাবে রে আম্পাই
প্রথম রণে পড়িবে তোমরা দুটী ভাই ।
ব্রাহ্মণীর তরে জেন বল কুবচন
অনুমানে বুঝি তোর নিকট মরণ ।
বুড়ি আইসিষ আমার পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে
মাগিয়া লইষ বুড়ি জে [বা] তোর মনে ।
দূর কর বিবাদ বুড়ি মানুষের কথা
এহা কেবা দিতে পারে কার দুই মাথা ।
মসান তেজিয়া বুড়ি ঝাট চল পুর
গোরব করিব দূর ধরিয়া চিকুর ।

কোপে চণ্ডী বাজাইল নিসানের ঘাঁটা
ধাইল দানা দুই ভাই নামে রণঝাঁটা ।
নেব কোটালের ঘাড়ে মারে ঘাড়হাতা
করের প্রহারে তারা ছিণ্ডিষা লয় মাথা ।
জুঝে রে দানব সব কোটালের ঠাটে
হান হান শব্দ করে গগনতল ফাটে ।
মার মার বলিয়া কোটাল ছাড়ে ডাক
দুইদলে রণপড়া বাজে বীরঢাক ।
ঝাঁকে ঝাঁকে তবক পূরিয়া এড়ে গুলি
রণঝাঁট ওধা করে মাথায় ভাঙ্গে খুলি ।
রণে পদ্মাবতী দিল দুন্দুভিনিসান
আট দিগের জত দানা বেড়িল মসান ।
শ্রীমন্তে ধরিতে জায় গর্জাপঠে থির
অন্তরিক্ষে দানা তাব ছিণ্ডিয়া পেলে শির ।
দানাঘটা বিরঘটা দেয় গালাগালি
ভাঙ্গে দানা টাকরে ঘোড়ার মুখনালি ।
দুইদলে কাঁড়াকাঁড়ি বরিষয়ে বাণ
জরতী[1] বামনী ডাক ছাড়ে হান হান ।
রচিয়া মধুর পদে একপদি ছন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ ॥

৪৬৭

জরতী[1] বামনী বেশে জুঝেন ভবানী

ঘরদল পরদল বাজায় মাদল
কার কেহ না শুনে বাণী ।
ভ্রূকুটীকুটিলা পিঙ্গলজটিলা
পরিধান চীরবসনা
কড়মড়ি দন্তা সমরে দুরন্তা
অভয়া ভীষণদশনা ।
কৃত-বনমালা[2] পলিতজটিলা
অভিনব জলধর-নাদা
শতশত ডাখিনী সঙ্গে বামনি
ছাড়িয়া কুলমর্য্যাদা ।
খলিতবসনা চঞ্চললোচনা
অজানুলম্বিত জটা
রণভূমে কালী বিষম করালি
জলধর জিনিঞা ছটা ।
বেড়িয়া মসান পাইকের[3] চাপান
ঘনবাজে দামামা পড়া
রণমদ মাতলা কাল বেতালা
খাইতে ধায় মেলিয়া দাঁড়া ।
মুঠকামুঠকি দুই দলে কাটাকাটী
কাব কেহ নাঞি শুনে বোল
পাইল মরণা না চিনে আপনা
পরঠাট বহু পড়িল ভূতলে ।
খরতর দিষ্টে গজবর-পিষ্টে
মাহুত সারয়ে কুম্ভ
পরিঘ ভুষুণ্ডি ধরিয়া চণ্ডী
বাড়িয়া ভাঙ্গিল দন্ত ।
করিবর-শুণ্ডা ধরিয়া চামুণ্ডা
ঘন দেই গগনে পাক
গজবর-চাপনে পড়িল মসানে
পদাতিক লাখে লাখ ।
বেঁধাবেঁন্ধি জমধর পড়িল বীরবর
গদাহাথে পড়িল গদী
ঢালী পাইক তবকী পড়িল ধানকী
বেগে বহে রুধিরের নদী ।
সেতাই নেতাই কোটাল দুই ভাই
পড়ে মহীষিয়া ঢালে
আকাশে মামুদা আছিল কুমুদা
ধরিয়া পুরিল গালে ।
পড়িল সেনাগণ কোটাল্যা তেজে রণ
চলিল নৃপতির ঠাঞি
রচিয়া সুছন্দ শ্রীকবি মুকুন্দ
কবিচন্দ্রের ভাই ॥

৪৬৮

অবগতি কর রায় নিবেদি তোমার পায়
প্রাণ লৈয়া পলাহ নৃপমুনি
তোমারে কহিয়ে দড় আহড়ে আহড়ে নড়
জাবদ না দেখে সে বামুনি ।
তোমার আদেশ পায়্যা বৈদিসি সাধুরে লৈয়া
হানিবারে গেলাঙ মসানে
নাহি দেখি নাহি শুনি আইল বৃদ্ধব্রাহ্মণী
সাধুরে লইতে চায় দানে ।
তুমি রিপু নৃপমুনি তোমার অলঙ্ঘ্য বাণী
বামুনীরে নাহি দিল দানে
হুহুঙ্কার ছাড়িয়া বুড়ি যোজনেক বাটে জুড়ি
তার সেনা বেড়িল[1] মসানে ।
বামনী দিলেক হানা পড়িল আমার সেনা
একটী নাহিক অবশেষ
তোমায় বারতা দিতে রহিযাছিলাঙ[2] এক ভিতে
মড়ায় করিয়া পরবেশ ।
বুড়ি ধরণী ধরিবা উঠে রণে জেন তারা ছুটে
একগাছি নাহি কাঁচা কেশ
না শুনিতে পায় কানে নাঞি দেখে লোচনে
অকস্মাৎ করিল প্রবেশ ।
বৈদিশী সদাগরে বসাইল হানিবারে
বারিলেক বুড়ি আসি বাণ
দেখিলাঙ পরতেক না লাগে কুশের লেক
কে সহিতে পারে তার রণ ।
হাথে নড়ি কাখে ঝুড়ি আইল বামুনী বুড়ি
কোন নৃপতির হয়্যা চর
হেন লয়ে মোর মনে কোন রাজা আইল রণে
রক্ষিতে শ্রীমন্ত সদাগর ।
অপরূপ কথা শুনি সালবান নৃপমুনি
সাজ বলি পড়িল ঘোষণা
চতুরঙ্গ দল সাজে সমরে দুন্দুভি বাজে
শুনি পুরে ধায় সর্বজনা ।
গজপীঠে বাজে দামা সাজিল রাজার মামা
আড়ম্বরে পুরিয়া গগন
ধবলচামর-ছটা উভয়ালে ঝাম্পর ঘণ্টা
গণ্ডস্থলে সিন্দূরমণ্ডন ।
কোটালের কথা শুনি রোষযুক্ত নৃপমুনি
কোপে রাজা পুরিত অন্তর
ঘন পাক দেই গোঁফে দশনে আধর চাপে
রচিল মুকুন্দ কবিবর ॥

৪৬৯

কোটালের বাক্য শুনি কাঁপে সর্ব গা
সাজ সাজ বলিয়া দামাষ পড়ে ঘা ।
চলিলা জে যুবরাজ রাজার আরতি
লেখাজোখা নাহি জত চলে সেনাপতি ।
আস্থবেস্থ দুলিয়া চৌদল[1] করে কান্দে
ধরণী কম্পিত হইল রাজবল-নাদে ।
রায়বেনি গজবেনি[2] বাজে রুদ্রবীণা
দগড় দগড়ি বায়ে শত শত জনা ।
হাথির গলায় ঘণ্টা বাজে শুনি ঠনঠনি
কংষ করতাল বাজে বিপরিত ধ্বনি ।
জয়ঢাক বীরঢাক ব্যালিষ বাজনা
প্রলয়সময়ে জেন পড়িছে ঝঞ্‌ঝনা ।
হাথে দামা কাড়া ঢোল তবল নিশান
দামা দড়মসা বাজে বাদ্য সিন্ধুআন ।
বিষম তবলে ঘন আরোপিয়ে কাটি
গুরুজ কামান হাথে শেল পাটী পাটী ।
জবানিঞা আসোয়ার জবন সওয়ার
ঘোর রূপে জবন সব করে মার মার ।
পর্বতিয়া অশ্বে শোভে রঙ্গের বিয়ুক্তি
কণ্ঠেতে সোনার হার করে ঝিকীমিকী ।
ঢালি পাইক সব সাজে হাথে খাণ্ডা ঢাল
ডানী বামে অস্ত্র শোভে বিক্রমবিশাল ।

ধানকী পাইক সাজে হাথে ধনু-শরে
কটীদেশে তরোয়ার বড মনোহরে[৩]।
ঢোকানিঞা পাইক ঢোকন শোভা করে
হাণ্ডিয়া চামর বান্ধে বাঁশের উপরে।
বিচিত্র পামরি গায় পারিজাতমালা
বৈরিবেশে ধায় পাইক জানে যুদ্ধকলা।
ভীম অর্জুন চলে কটক দুর্বার
ভিড়নে চলিল জঙ্গ[৪] বাইষ হাজার।
রাজার বেটা দুবরাজ ঠাটের আগুয়ান
সগড়ে ভিড়িয়া লৈল বিচিত্র কামান।
বিষম কামানে[৫] ঘন আরোপিয়ে কাঠি
খোজামিঞা সাজে হাথে রাঙ্গা লাঠি।
হলহল করে জত হস্তিকের শুণ্ড
পিপিলিকার সারি[৬] জেন পাইকের মুণ্ড।
বারই বরুজে জেন নিছিয়া পেলে পান
পাখরিয়া ঘোড়া লাগিল কানে কান।
ডাহিন দিগে কোটাল নড়িল ভীমমল্ল
রাজার জামাতা জায় নামে বীরশল্য।
সাজ সাজ বলিয়া পাড়িয়া গেল সাড়া
আগু দলে সাজে গজ পাখুরিয়া ঘোড়া।
কেহত বেলক কাছে কামান কৃপাণ
কার পীঠদেশেতে পূর্ণিত শোভে বাণ।
রণসিংহ রণভীম ধায় রণসাটা
তিনভাই তির বেন্ধে দিয়া চুনের ফোঁটা।
পাইকের প্রধান তিন ভাই আগুয়ান
বাণবৃষ্টি করে জেন জল-বরিষণ।
পথে জাইতে তিন ভাই বাছিয়া লৈল ঠাট[৭]
আগুদলে সেনাপতি আগুলিল বাট।
দক্ষিণ মশানে গিয়া দিল দরশন
মসান বেড়িয়া ধায় রাজ-সেনাগণ।
দেখিয়া ফাঁফর হৈল কুমার শ্রীপতি
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারথি॥

৪৭০

মাতা ঝাট ছাড়ি চল গো সিংহল

তুমি গো অবলা জাতি আমি নহি রণে কৃতী
কেন প্রাণ হারাবে বিফল।
সহজে অবলা শুদ্ধা তাহে তুমি অতিবৃদ্ধা
নাহি দেখ শুন চক্ষু কানে
পদাতি সারথি রথি কত আইসে সেনাপতি
সমর করিবে কার সনে।
কপালে সিন্দূরছটা আইসে মাহুতঘটা
সিন্দূরিয়া জেন কাদম্বিনী
গজপীঠে দামা ঘণ্টা দেখ্যা লাগে উৎকণ্ঠা
কেমনে থাকিবে একাকিনী।
দেখি লাগয়ে ধন্ধা তুরগ তবল-বন্ধা
আশোয়ার কবচমণ্ডিত
চোঙর ভোঙর মাথে কৃপাণ কামান হাথে
কত কত সমরপণ্ডিত।
মাথায়ে ধবল ছাতি গজপীঠে নরপতি
চারিদিগে ভুঞার পয়ান
শত শত বাজে দামা নাহিক তাহার সীমা
মাতা ঝাট ছাড়ি চল গো মসান।
মাথায় সুরঙ্গ ডালি তবকী ধানকী ঢালি
পাইক আইসে কাহনে কাহনে
জীবন করিয়া পণ আইসে করিতে রণ
সমর করিবে কার সনে।
আচ্ছাদিয়া মহিতল আইসে মাতঙ্গ-বল
বারভুঞা আইসে সেনাপতি
চৌদিকে বেড়িল রথ পলাইতে নাহি পথ
না দেখি জীবন অব্যাহতি।
আট দিকে আগুবালি পড়ে বজ্র দাবা সিলি
ধূলি আচ্ছাদিল দিনমুনি
মেঘের গর্জন শুনি বড় কামানের ধ্বনি
রব শুনি কাঁপয়ে মেদিনী।

শ্রীমন্তের শুনি কথা বলিলা শিখরিসুতা
দূর কর মনের বিষাদ
একাকিনী রণে জম্ভ মহিষ রাক্ষসা শুম্ভ
অকারণে গণ পরমাদ ।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

দ্বাপরে হইল কুরুপাণ্ডবের রণ
মাংস খাইয়া উদর পুরিল এক কোণ ।
উপবাসী আছি গ কল্যের কটা দিন
নক খস্যা মাতা হইয়াছি খিন ।
হাসিয়া ভবানী সভাকারে কৈল মান
সংগ্রাম করিতে সভাকারে দিল পান ।
অম্বিকার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৪৭১

বচন বলিতে তথা হইল বিলম্ব
রাজসেনা বেগে ধায় করি[১] মহাদম্ভ ।
চণ্ডিকারে প্রণাম করিল আট গোলা
পদ্মার নিকটে করে আপন মহলা ।
মহলা করয়ে দানা নামে ধূর্ম্মনাষ
পৌটী চালের ভাত করে এক গ্রাস ।
আইল মহাবীর নামে কালু খাঁটু
সমরের মাজে জুজে পাত্যা দুই আঁটু ।
আর দানা আইল তার নামে তালজঙ্ঘ
বারমাস যুদ্ধ করে রণে না দেয় ভঙ্গ ।
কিচকিচ করে দানা নামে আচাভুয়া
নরশির খায় জেন সরাসিয়া গুয়া ।
আইসে দানা সেনাপতি নামে মহানাল
নরপতি সনে যুদ্ধ করে অবিশাল ।
[মহলা করয়ে দানা আউট-বেতাল
দন্তগুলা মেলে জেন পাজাল কোদাল ।][২]
নিবেদন করে দানা নামে সিংহমুড়া[৩]
উপবাসী আছি খাইয়া আঠাসি কোটি মড়া ।
সত্যযুগে পরশুরাম জবে কৈল রণ
মাংস খাইয়া উদর পুরিল তিন কোণ ।
জবে দেবাসুরে রণ হইল ত্রেতাযুগে
মাংস খাইয়া উদর পুরিল দুই ভাগে ।

৪৭২

পাইকে পাইকে দেখ্যা কাঁড়ে কাঁড়ে কথা[১]
আগু হইল ফরিকাল[২] ঢালে দিয়া মাথা ।
তবকী ছাড়য়ে গুলি বড়ই দুঃশীল[৩]
চৈত্রমাসে জেন ঘন বরিষয়ে শিল ।
রাজসেনা দেবীসেনা হইল মহারণ
দুই দলে কাটাকাটী শুনি ঠনঠন ।
দুই দলে হাথাহাথি বেড়িল মসান
আউট বেতাল ডাক ছাড়ে হান হান ।
শিশা তরু করে ধরি পেলিয়া মারে দানা
ঢোকনিঞা ঢালিয়া দেই নৃপতির সেনা ।
সিংহজোড়া নামে দানা আছিল গগনে
করে হইতে লইল সভাকার ঢোকনে ।
আগুয়াইল তবকী নামে রণজিতা
সিংহ বাঘা দুই ভাই রহে একভিতা ।
মেঘে জল [জেন] দুহেঁ বরিসয়ে বাণ
কাড়িয়া লইল দানা ধনু দুইখান ।
কামানিঞা কামান পাতিল থরে থর
তাল সম গুলি তাহে ভরিয়া ভিতর ।
গুরু স্মঙরিয়া রণে জালিল অনল
পাছু হইয়া পড়ে গুলি নৃপতির দল ।
ন;পতির দলে গুলি খাইয়া বুলে তালি
হাসেন চণ্ডিকা দেখ্যা ঠাটের বিকুলি ।

পুড়িয়া মরয়ে সেনা পুরোহিত ব্রাহ্মণ
বরুণের মন্ত্র ওঝা করেন স্মঙরণ।
মন্ত্র চিন্তন ফলে স্রোতে বহে জল
রাজার সমরতলে নিভাইল অনল।
পাছু হইল পাইকগণ আগু হইল ঘোড়া
পাছু পানে নাহি ফিরে কানে কানে জোড়া।
সমরে মরণ তারা নাহি জানে কোপে
আশোয়ার ছুটায় ঘোড়া দানাগণে লোফে।
গজে গজে উপনীত হইল জেই দণ্ডে
করাট চাপড় মারি ছিণ্ডিয়া নেয় মুণ্ড।
বীরঘাঁটা আদি জত আসিয়াছিল দানা
সমরে জিনিল তারা নৃপতির সেনা।[৪]
ব্রাহ্মণী প্রভৃতি জান মাত্রিকা মণ্ডলী
সভারে জুঝিতে আজ্ঞা দিল ভদ্রকালী।
রণে ধরি চণ্ডী বৃদ্ধব্রাহ্মণীর বেশ
ধবলচামর জিনি লম্বমান কেশ।
রুচির ধবলতনু জলধর জিনি
সিন্দুর তিলক ভালে পুরে দিনমুনি।
পাতালের নাগলোক হইল অস্থির
যুদ্ধের ঘোড়া ছিণ্ডিয়া দড়া হইল অধীর।
সপ্তদ্বীপা বসুমতী করে টলটল
ভুজঙ্গ চঞ্চল হইল অচল সচল[৫]।
রত্নকুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমলি
রাকাসুধাকর জেন অচলা বিজুলি।
নাসিকার দুইটা পুড়া জেন শশিকলা
অজানুলম্বিত গলে নাম্বে মুণ্ডমালা।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

৪৭৩

চণ্ডনাদ চণ্ডিকা ছাড়েন চণ্ডবাণে
তিনলোকে কার কথা কেহ নাহি শুনে।[১]
রত্নের কুণ্ডল কানে করে ঝলমলি
রাকাসুধাকর মাঝে[২] পড়িছে বিজুলি।
পলিত ভুরু দুটা[৩] জেন শশিকলা
অজানুলম্বিত গলে দোলে বনমালা।
কাত্যায়নী তীক্ষ্ণ বাণ কাছেন সত্বর
ত্রিশূল পট্টিশ সাঙ্গি শূল যমধর।
ধাইতে চরণ দুটা পড়ে কোশে কোশে
মাতৃগণে সভে ধায় ব্রাহ্মণীর বেশে।
রুচিরবরণ তনু জলধর জিনি
সিন্দুর তিলক ভালে পুরে দিনমুনি।
বরাহী খেটকধরা ঘর্ঘরনাদিনী
অশ্বিনী তর্জন করি ধাইল ইন্দ্রাণী।
চারি মুখে ব্রহ্মাণী করেন শঙ্খধ্বনি।
সিংহল নগরে বড় পরমাদ শুনি।
রণে পাঞ্চজন্য[৪] শঙ্খ বাজান বৈষ্ণবী
বিজয়া রণেতে সিঙ্গা[৫] বাজান শাম্ভবী।
পদাতি হইয়া রণে জুঝেন অভয়া
ধরিলেন সভে বৃদ্ধব্রাহ্মণীর মায়া।
বাহন ছাড়িয়া সভে ধান মহীতলে
যুগান্ত-ভীষণ ঝড় উড়িল সিংহলে।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

৪৭৪

অকালে বরিষা হইল দক্ষিণ মসানে
শোণিতের খালি-জুলি পুরিয়া বহে কুলি
সিংহল পুরিল বানে।
বৃষিয়া সমরে পুরিয়া অম্বরে
কালিকা কাদম্বিনী[১]
দামা-আড়ম্বর পুরিল অম্বর
অভিনব জলদধ্বনি।

খরতর ধারা বরিষে ত্রিপুরা
হয় গজ দাদুর ধ্বনি
উড়য়ে পাণ্ডুর গাহুলে চামর[২]
দেখিয়া হাসেন ভবানী
কৌমারী রঙ্গে জুগিনী সঙ্গে
করী ধরি দেই পাক
দুন্দুভিনিস্বন নবঘনগর্জন
আঙ্গে মউরের ডাক।
বামনী দিল হানা পালায় নৃপসেনা
কার কেহ না লয় সঙ্গ
দামামা-নিস্বন নবঘনগর্জন
ভয়ে দিনহংসা ভঙ্গ।
তবকী ছোড়ে গুলি শ্রবণে লাগে তালি
মেঘে যেন বরিসয়ে নীর।
শোণিতনীরে ভাসিয়া ফিরে
বার্মনি হাসে খলখল।
খাণ্ডা-ফলা ঝলমলী চৌদিকে বিজুলি
দাবা-শিলি পড়য়ে বাজ
কাটা গণ্ডা গণ্ডা করিকরমুণ্ডা
ভমরে হয়-গজ[৩] মাঝ।
ধরি খর খাণ্ডা কাটেন চামুণ্ডা
সিংহলের জত দল
শোণিতের পানা আলগছে দানা
পিয়ে জেন চাতকে জল।
খরতর নখরে হয় গজ বিদরে
নৃসিংহরূপিণী শিবা
শোণিতের তটিনি কাচ সম বলনি
নরশির কমঠের[৪] সোভা।
বাবাহী রণে ধান নৃপতি তেজে রণ
ধায় জেন কান্দিশিক
রুধিরের জলময় সাঁতরে শয় শয়
ফুটীল পুণ্ডরীক।
কুড়িয়া অরুণে গজে গজে দশনে
পুতিয়া আগলে[৫] নালা
মাছে জেন বাড়ে পাড়ে ছেচিয়া দানা ঝাড়ে
দশ বিশ গাঁথে মুণ্ডমালা।
জগদবতংসে প্যারাধি বংশে
নরপতি রঘুরাম
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন
অভয়া পুর তার কাম॥

৪৭৫

জুগিনি-সমরে নাশ হইল রাজসেনা
আগুপাছু আগুলিয়া পথে খায় দানা।
মসানে ফিরয়ে দানা আতী বড় খিন
পুখুর-গাবালে জেন মুণ্ডাইল মীন।
সমরে জুগিনিগণ ছাড়ে সিংহনাদ
সিংহল নগরে বড় হইল পরমাদ।
আইল হস্তির পিঠে রাজা সালবান
পণ্ডপাত্র সঙ্গে ছিল পাইক প্রধান।
হয়-গজ বলে রাজা বেড়িল মসান
হেমময়দণ্ড ছাতা চামর নিসান।
জোড়া দামা সিঙ্গা কাড়া বাজে রণপড়া
চৌদিকে ধানকি ধায় চাপে দিয়া চড়া।
মসানে লোফয়ে রাজা তাড়িপত্র খাণ্ডা
হানিল সমরতলে লোহময় গণ্ডা।
বুঝিয়া আইল সেনা জুগিনির রণে
ভুজঙ্গ পড়য়ে জেন গরুড় দর্শনে।
আজ্ঞা দিল দানাগণে বুঝিয়া অভয়া
পণ্ডপাত্রে রাখ মহীপালে কর দয়া।
আমার ব্রতের হেতু রাখ সালবান
জতনে রাখিহ দানা তাহার পরান।
ঘরদল পরদল কিছু নাহি চিনে
মসানে অাঁধুলি লাগে সভার নয়ানে।
দশনে দশনে জুঝে মাতঙ্গগণ
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুদ্ধ চরণে চরণ।

কাটাকাটি জুঝে সেনা হেট ঢাল-মাথে
ঠেলাঠেলি পড়ে কেহ জায় যমপথে।
রুধিরের নদীতে সাঁতার ঘোড়া হাথি
স্থল নাহি পায় রথি বুড়ি মরে তথি।
কলিকালে রণ নাহি পাইয়াছিল দানা
উলটী পালটী রণতলে দেই হানা।
জিয়ন্ত মানুষ দানা গিলে বাছে বাছ
কৃসান ধরয়ে জেন উজানের মাছ।
গজদন্ত-গদাপাণি ফিরে দানাগণ
মারিয়া গদার বাড়ি বধয়ে জীবন।
গজপীটে তুলিল শ্রীমন্ত সদাগরে
ধবলচামর ছাতা ধরাইল শিরে।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥

৪৭৬

জুড়িয়া কোশেক বাট বসিল প্রেতের হাট
মুনসীব সর্বমঙ্গলা
জোড়া দামা বাজে কালি বাজনা বাজায় ঢুলি
চৌদিগে লম্বিত মুণ্ডমালা।
অপরূপ প্রেতের বাজার
কেহ কাটে কেহ কোটে কেহ জুখ্যা ভাগ বাঁটে
কেহ করে মাংসের বেপার।
ফুলঘরা ওড় ফুল মালার লক্ষেক মুল
দন্ত কাটি গাঁথে কুন্দমালা
মালা গাঁথে নানাভাঁতি লোচনপঙ্কজ-পাঁতি
পিচাশী মালিনি মহাবলা।
মাংসপীঠা রসপানা কৌতুকে কিনয়ে দানা
ঘটে রক্ত মদের পসারে
কোন পিচাশের ঝি মনুষ্য-মাথার ঘি
বেচয়ে কিনয়ে ভারে ভারে।
মাংস বেচে কাচা রান্ধা কেহ কিনে দিয়া বান্ধা
নরমাথা ঝুনা নারিকল
পিচাশ-পিচাশীগুলা গজদন্তে বেচে মুলা
কুড়ি-মুলে নখ-পানিফল।
হাড়ে ঘটি হাড়ে বাটি নর-আঠুচাকী রুটি
হয়-জিভ্যা কলার পসার
কোন পিচাশের বেটা অণ্ডকোষে খেলে ভেটা
জোড়ে জোড়ে কিনয়ে কুমার।
উত্তরি আঁতের নাড়ি কুঞ্জরচর্মের শাড়ি
চর্মময় পাটেব পসার
পটুকা ঘোড়ার নাড়ি মাপ্যা গজ লয় কড়ি
প্রেত-তাঁতি কবয়ে বেপার।
কোমল হাড়ের চিড়া সরস চর্মের বিড়া
ঘটে পূর্য্যা তোলে মজ্জা-দধি
কেহ বা বসায় ঘোল কেহ রান্ধে ভাজা ঝোল
মাংসভক্ষণ উপচার বিধি।
মসানে ভীষণরবা ঘোর্ঘো ঘোর্ঘো[১] ডাকে শিবা
বাসী মড়া করে টানাটানি
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
পরিতুষ্টা জাহারে ভবানী॥

৪৭৭

কাটা কন্ধে নুকাইল জত ছিল বুড়া
মরা-ছলা পাত্যাছিল ভূপতির খুড়া।
পেলাইয়া চামর ছাতা পালায় কাশীরাজ
সাম্বরাজা পালাইল পায়্যা বড় লাজ।
অনুসাম্ব পালাইল সাম্বের সহোদর
ঢাল খাণ্ডা পেলাইয়া পালায় পুরন্দর।
প্রাণভয়ে পালাইল জত নৃপসেনা
আগু পাছু আগুলিয়া পথে খায় দানা।
পিতা পুত্র খুড়া কেহ না দেখে ভূপতি
ভাসিয়া লোচনজলে করে আত্মঘাতি।

আজি শূন্য হইল মোর হাথি-ঘোড়াশাল
বান্ধবের শোণিতে বহে নদীখাল।
কোথা হইতে সাধু মোরে হয়্যা আইল কাল
দুই কানে কুণ্ডল হইল হাথে হইল থাল।
দানাগণের কোলাহলে কিছুই না শুনি
মার মার কর্যা কোপে খেদাড়ে বামনী।
পাত্র দামুদরে কিছু নিবেদয়ে রায়
এমন সঙ্কটে করি কেমন উপায়।
রাজার বচনে মুক্তি বলে দামোদর
বিপদের প্রতিকার শুন নৃপবর।
পরিহার মাগ করবাল বান্ধী গলে
প্রণাম করহ বৃদ্ধব্রাহ্মণী-পদতলে।
পাত্রের বচনে রাজা হিত চিন্তি মনে
পড়িল নৃপতি বৃদ্ধব্রাহ্মণী-চরণে।
অঞ্জলি করিয়া স্তুতি করে নৃপমুনি
মূঢ়জনে কৃপামই জগতজননি।
প্রণিপাত করি পুনু করিল অঞ্জলি
সিংহল পবিত্র হইল ভব পদধূলি।
মোর ভাগ্যে সিংহলে করিলে পরবেশ
নহ' গ মানুষ চক্ষে না দেখি বিশেষ।
কমলা ভারতী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী
মহাস্বধা ধৃতি কিবা শঙ্করগৃহিণী।
ভাল হইল মৈল মোর চতুরঙ্গ দল
দেখিলাম মাতা তোমার চরণকমল।
দেহ পরিচয় মাতা অজ্ঞান আমি অন্ধ
কৃপা করি ঘুচাইলে মনের মোর ধন্ধ।
এত স্তুতি কৈল যদি সিংহল-নৃপতি
আশ্বাস করিয়া তাঁরে বলেন পার্বতী।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥

৪৭৮

দূর করি অভিমান   শুন রাজা সালবান
অকপটে দিব পরিচয়
খণ্ডিয়া তোমার ত্রাস   রাখিল আমার দাস
আর তুমি না করিহ ভয়।
অজ আদ্য মহামায়া   শঙ্করী শঙ্করজায়া
যোগনিদ্রা বিষ্ণুর নয়ানে
প্রকৃতি ভারতি-কলা   সকল আমার লীলা
আমা গায় পুরাণ প্রধানে।
আমি সৃষ্টি আমি স্থিতি   সকল আমার কীর্ত্তি
ত্রয়ী বিদ্যা অনাদি বাসনা
যোগনিদ্রা কালরাত্রি   গাইল ত্রিভুবনধাত্রী
ক্রিয়াশক্তি সংসারবাসনা।
সলিলে ডুবিল মহী   আশ্রম করিল অহি
শয়ন করিলা নারায়ণ
সেই অবসানকালে   প্রভুর শ্রবণমূলে
দুই দৈত্যে হইল মহারণ।
মধু কৈটভ নাম   দুহ দৈত্য অনুপাম
বিধাতা করিল বিড়ম্বন
নাভিপদ্মে প্রজাপতি   করিল আমার স্তুতি
আমি তার হইলাঙ শরণ।
পাষণ্ডকুলের পক্ষ   বিরিঞ্চিতনয় দক্ষ
আমি তার হইলাঙ দুহিতা
তথা নাম হইল সতি   বিভা কৈল পশুপতি
সুরলোকে হইলাঙ মোহিতা।
পিতৃমুখে পতিকুৎসা   শুনিঞা তেজিনু ইংসা
পিতৃকুলে বিবাদদায়িনি
তেজিলাঙ সেই অঙ্গ   কৈল তার মখ ভঙ্গ
দক্ষযজ্ঞ-বিনাশকারিণী
মেনকা-উদরে জাতা   হইলাঙ শিখরিসুতা
তপস্যা করিনু হর-হেতু
আমা বিবাহের তরে   ইন্দ্র পাঠাইল স্মরে
হর-কোপে মৈল মীনকেতু।
মহিষ রাক্ষস জন্তু   রক্তবীজ মহাদন্ত
বধিয়া রাখিনু ত্রিভুবন
আদ্যশক্তি মহামায়া   হইলাঙ হরের জায়া
পূজা মোর কৈল ত্রিভুবন।

আইল বাণিজ্যের আশে শ্রীমন্ত তোমার দেশে
কোন দোষে নুটি কৈলে ধন
ধন লয়্যা লহ প্রাণ কর তার অপমান
এই হেতু কৈল মহারণ ।
তোমার বিনয়ে রায় ক্ষেমিল সকল দায়
মোর দাসে দেয় কন্যাদান
শুনিঞা চণ্ডীর বাণী রাজা কৈল জোড়পাণি
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

এমন সুনিঞা রাজা চণ্ডীর ভারতি
প্রতিজ্ঞা করিল রাজা কন্যা-অনুমতি ।
রাজার বচনে দেবী দিল অনুমতি
ভুবনমোহন তথা সৃজিল পার্ব্বতী ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৪৭৯

মোর বোলে অবধান কর গো পার্বতী
ইবে সে জানিল তব সেবক শ্রীপতি ।
জানিতাঙ জদি আমি এমত বিচার
করিতাম তোমার দাসের পুরস্কার ।
অবিচারে আমারে করিলে অভিরোষ
উচিত বিচার কর নাহি মোর দোষ ।
সভাতে তোমার দাস হইল পরাজই
পণ্ডিতে জিজ্ঞাস জেবা বলিআছে এই ।
মিথ্যাবোল বলে সাধু রাজার সভায়
শিশুজন দেখি আমি ক্ষেমিলাঙ দায় ।
টিটকারি দিয়া মোরে বলে কুবচন
সাক্ষি নাহী আনে বেটা কাণ্ডার খুর্ব্বন[1] ।
না মাগিল পরাজই করিয়া অঞ্জলি
কন্যা দিতে বল গ তোমার ঠাকুরালি ।
রাজার বচনে লাজ পাইল পার্বতী
পদ্মাবতী সঙ্গে দেবী করিলা জুগতি ।
হাসিয়া রাজারে কিছু বলিল পার্ব্বতী
দৃঢ় করি প্রতিজ্ঞা করহ নরপতি ।
কালিদহে দেখ যদি কমলের বন
তথি বস্যা কন্যা যদি গিলয়ে বারণ ।
সভাজন মেলি যদি দেখ বিদ্যমান
তবে মোর শ্রীমন্তে সুশীলা কর দান ।

৪৮০

মাযাময় হইল নদ তথি বহে কালিহ্রদ
দুকূল হানিঞা বহে জল
কমল কুঞ্জর তায়ে চঞ্চল দেখিলা রায়ে
অলিকুল করে কোলাহল ।
দেখ রায় কালিদহ-জলে
ভুবনমোহন নারী গিলিয়া উগারে করী
অদিষ্ঠান হইয়া কমলে ।
কন্যা কনকরুচি স্বাহা স্বাধা কিবা শচী
মদনমঞ্জরী কলাবতী
সরস্বতী কিবা রমা চিত্রলেখা তিলোত্তমা
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী ।
কলাপি জিনিয়া কেশ ভুবনমোহন বেশ
পাএ শোভে কনকনুপুর
প্রভাতে ভানুর ঠেটা কপালে সিন্দুর-ফোটা
রবির কিরণ করে দূর ।
বালা অতি কৃশোদরী ভার দুই কুচগিরি
নিবিড় নিতম্বে অবতার
বদন ইসত মেলে কুঞ্জর উগারি গিলে
জাগরণে স্বপ্ন-প্রকাশ ।
কন্যার ইসত হাসে গগনমণ্ডল ভাসে
দন্তপংক্তি বিদিত বিজুলি
বদনকমল-গন্ধে পরিহরি মকরন্দে
কত কত শত ধায় আলি ।

মণিময় হার-ছলে কিবা সে তাহার গলে
স্থির হৈয়া সৌদামিনী বৈসে
নিরুপম পরকাশ মন্দ মধুর হাস
ভঙ্গি নব শিখিবার আশে।
পদ্মপত্রে করি ভর গিলে রামা করিবর
দেখি রাজা হইল নমস্কার
পাত্রমিত্র পুরুহিত সভে হইল চমকিত
শ্রীমন্তেরে কৈল পুরুস্কার।
হইয়া রাজা সবিনয় মাগ্যা নিল পরাজয়
কুঠারি বন্ধন করি গলে
চণ্ডিকার সুচরিত্র মুকুন্দ রচিল গীত
ব্রাহ্মণরাজার কুতুহলে ॥

সন্তাপ করিয়া দূর পবিত্র করহ পুর
অধিষ্ঠান কর কৃপাময়ি।
কি কহিব মনস্তাপ রণে মৈল খুড়া বাপ
জাবদ না করি সপিণ্ডন
বৎসরেক যদি জায় তবে শুচি মোর কায়
বিলম্বে করিব কন্যাদান।
রাজার শুনিঞা কথা হৃদয়ে ভাবিয়া বেথ্যা
শ্রীমন্তেরে বলিল বচন
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্দ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪৮১

তোমার বচন মাথে নিল আমি জোড়হাথে
সুশীলা করিল সমর্পণ
বেদের উচিত ধর্ম আদেশ করহ কর্ম
তুমি সর্বজনের শরণ।
নেহ গ অভয়া পান সুশীলা[১] করিব দান
জেবা ছিল দৈবের ঘটন
কমর কুঞ্জর বালা সকলি তোমার লীলা
তুমি মোরে কৈলে বিড়ম্বন।
মজি আমি শোকসিন্ধু মরিল অনেক বন্ধু
খুড়া জেঠা তনয় সোদর
জ্ঞাতিবন্ধু মৈল জত লখন করিব কত
তাপে শুখাইল কলেবর।
বধিল আমারে বিধি চিতা শত জ্বালি যদি
ছয় মাসে পোড়ে বন্ধুগণে
জত মৈল বন্ধুলোক কত নিবারিব শোক
প্রবোধ পরান নাহি মানে।
বাক্যে কর অবধান দিব আমি কন্যাদান
বিভা দিব বৎসরেক বই

৪৮২

শুনিঞা রাজার কথা বলেন পার্বতী
বৎসরেক সিংহলে থাকহ শ্রীয়পতি।
আরোপিয়া রাজার কর আপনার মাথে
তোমায় সমর্পিয়া জাব নৃপতির হাতে।
সুশীলা করিয়া বিভা জাইঅ উজানি
প্রকাশ করিহ মোর ব্রতের কাহিনী।
এতেক বচন যদি বলিলা পার্বতী
অশ্রুমুখে নিবেদন করেন শ্রীয়পতি।
কৈলাম গমনে মাতা যদি কর ত্বরা
চলিবে আমারে বই করিয়া মগরা।
আপনি না জান মাতা এতেক প্রমাদ
চলিব উজানি বিবাহের নাহী সাদ।
রাজা অবিচারি পাত্র বড়ই নিষ্ঠুর
সভার পণ্ডিত জেন নসানের খুর।
আগুনের কণা জেন কোটাল প্রচণ্ড
ভুমি গেলে ছিরা না থাকিব একদণ্ড।
লোটাইয়া ধরে সাধু চণ্ডির চরণ
চণ্ডিকা চাহেন পদ্মাবতীর বদন।
উভয়সঙ্কট বিচারিয়া পদ্মাবতী
হনুমানে আনিবারে দিল অনুমতি।

গন্ধমাদন জদি জায় হনুমান
বিসাল্যকরুনি হইলে সেনা পায় প্রাণ ।
পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডি করিএ অনুমান
স্মরণ করিতে মাত্র আইল হনুমান ।
আইস পুত্র বলি তারে চণ্ডি দিল পান
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণ গান ॥

৪৮৩

হনুমান ঝাট আন বিসাল্যকরুনি
তোমারে সহায় করি সমরসাগরে তরি
সীতা উদ্ধারিল রঘুমণি ।
আইস পুত্র হনুমান লহ রে আমার পান
শীঘ্র চল গন্ধমাদনে
মৃতসঞ্জীবনী আদি আন দিব্য মহৌষধি
প্রাণদান দেহ সেনাগণে ।
রাবণ পুত্রের শোকে লক্ষ্মণবীরের বুকে
শেলঘাতে বধিল জীবন
রামের করিলে মান লক্ষ্মণের পরিত্রাণ
আন্যা দিলে গন্ধমাদন ।
অস্থিসঞ্জীবনি নাম আছে তাহে অনুপাম
ভাঙ্গা অস্থি জোড়া জায়
ক্রোধ করিবেন হর অবিলম্বে জাব ঘর
হও পুত্র আমার সহায় ।
কুবেরের অনুচর আছে যক্ষ নিরন্তর
ঔষধের করিয়া রক্ষণ
তোমা বিনে কোন বীর যক্ষের সমরে স্থির
বিলম্ব করহ অকারণ ।
দেবীর আদেশ পায় বীর হনুমান ধায়
এক লাফে পঞ্চাশ যোজন
আনিলেন গিরিরাজ সাধিল চণ্ডীর কাজ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪৮৪

হনুমান আন্যা দিল বিশল্যকরণী
মৃত্যুসঞ্জীবিনী নাম অস্থিসঞ্চারিণী ।
আজ্ঞা দিল বাটীবারে চণ্ডী কৃপানিধি
জয়াবিজয়া পদ্মা বাঁটেন মহৌষধি ।
তিন ঔষধ থুইল নৌতন কলসে
জিয়ে মৃত্যুসেনা সব জলের পরসে ।
প্রথমে দিলেন জল দুবরাজের গায়
ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণী বলি কুমার পালায় ।
ঔষধ-পরসে জিয়ে নৃপতির বাপ
সিংহল নগরের লোকের ঘুচিল পরিতাপ ।
জে জনের অঙ্গে লাগে ঔষধেব বাস
অঙ্গমোড়া দিয়া দেই উলটীয়া পাশ ।
জলবিন্দু দিল চণ্ডী গজবল-মুণ্ডে
জিয়া উঠে মৃত্যুহস্তি মুদগর লয়া শুণ্ডে ।
কাটা গিয়াছিল রণে জত জত ঘোড়া
ঔষধ-পরসে কন্ধ মুণ্ডে লাগে জোড়া ।
গিধিনি শকুনি[১] জার খাইল লোচন
ঔষধ-পরসে তার হইল নৌতন ।
জেই জন মৈল রণে গিলিল রাক্ষসে
ঔষধের তেজে তারা মুখে হইতে আইসে ।
নিজ বলে জিয়া উঠে নৃপতির মামা
সাহু রাজা জিয়া উঠে জোড়া বাজে দামা ।
ধবলছত্র শিরে জিয়ে রাজা যুগন্ধর
উঠিল রাজার ভাই বীর পুরন্দর ।
জিয়া উঠে ঔষধ-পরসে দিকপালা
বিদর্ভ নৃপতি জিয়ে নৃপতির শালা ।
ঔষধ-পরসে জিয়ে নৃপতির দল
সামন্ত উঠিল জিয়া আইল চতুর্মল[২] ।
পদাতি উঠিল জিয়া তের কাহন কোল
ঢেমচা টমক সিঙ্গা বাজে জয়-ঢোল ।
পূর্ব্বে দিয়াছিল ব্রাহ্মণেরে পাকনাড়া
এই হেতু নেব কোটাল হইল বাসী মড়া ।

নেব কোটাল নাহী জিয়ে রাজা দুঃখমতি
চণ্ডিকারে বলে রাজা করিয়া প্রণতি ।
নেব কোটালিয়া মোর জ্ঞাতের প্রধান
অশুচে কেমনে আমী দিব কন্যাদান ।
এমন সুনিঞা চণ্ডী রাজার ভারতী
পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী করিয়া জুগতি ।
চণ্ডীর আদেশ পায় কুমার শ্রীপতি
নেব কোটালের ঘাড়ে মারে তিন লাথি ।
আঁখি কচালিয়া উঠে নেব কোটাল
কুন্তল বন্ধন করি ধরে অসি ঢাল ।
কোপে নেব কোটালিয়া বলে কটু বাণী
আগু হান্যা পেল রণে জরতী ব্রাহ্মণী ।
নেব কোটালের চুলে ধরি দণ্ডরায়
সমর্পণ কৈল নিঞা অভয়ার পায় ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

অষ্টম দিবস

দিবা

৪৮৫

মৃত্যু-সেনা পায় প্রাণ　　নাচে রাজা সালবান
চৌদিগে নাচয়ে সেনাপতি
প্রজা পাত্র পুরোহিত　　নাচে হয়্যা সানন্দিত
ধরণী লোটায়্যা করে স্তুতি।
অপরাধ ক্ষেম ভগবতি
হরি হর প্রজাপতি　　না জানে তোমার স্তুতি
নর কী জানিব মূঢ়মতি।
কিরীটিনী কুণ্ডলিনী　　কালী কান্তি কপালিনী
কুমুদা কর্ণিকা কামেশ্বরি
খড়্গিনী খেটকধরা　　খলদৈত্য দর্পহরা
খগেন্দ্রবাহন সহচরী।
গণমাতা গণেশ্বরী　　গয়া গঙ্গা গোদাবরী
গোপকন্যা গায়ত্রী গান্ধারী।
ঘোর ঘণ্টা-নিনাদিনী　　ঘস্মরাস্যা পতাকিনী
ঘৃণাময়ী ঘোর ঘনেশ্বরী।
চামুণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডা　　প্রচণ্ডা দানব-ঘণ্ডা
চণ্ডবতী চরাচরগতি
ছলের জননি ছায়া　　ছল দৈত্য মহামময়া
নিদ্রাহরা তুমি রুদ্রবতি।
জগতজননি জয়া　　জীবের জীবন মায়া
জয়ঙ্করি জয়পতাকিনি
ঝটীত করিয়া কাজ　　রাখিলে সিংহলরাজ
মহারণে ঝর্ঝর-নাদিনি।
টঙ্কারে করিঞা কোপে　　টানিঞা টনক-রূপে
টলবল করাল্যে অসুরে
ঠক দৈত্যগণে হানি　　ঠাঞি দেহ ঠাকুরানি
সুরগণে চরণপুষ্করে।
উরিয়া নন্দের ঘরে　　দারুণ কংসের ডরে
কৃষ্ণের করিলে ভয় দূর
দৈবকীর কোলে হইতে　　তোমা ধরি পায়ে হাথে
বধিতে তুলিলা কংসাসুর।
ছাড়াইয়া কংসের হাথে　　চড়ি অলক্ষিত রথে
গগনে হইলে অষ্টভুজা
নাম হইল বনমালী　　কুমুদা কর্ণিকা কালী
অষ্ট লোকপাল কইল পূজা।
সুশীলা আমার কন্যা　　এত দিনে হইল ধন্যা
তোমারে করিল সমর্পণ
বিবাহ করাহ তার　　সকল তোমার ভার
শুভদিন কর শুভক্ষণ।
মহামিশ্র জগন্নাথ　　হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই　　চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪৮৬

চণ্ডীর আদেশে বসিল পদ্মাবতী
ডানি করে নিল ঘড়ি বাম করে পুথি।
সপ্তশলা[1] আদি লগ্ন করিয়া বিচার
বিবাহের লগ্ন পদ্মা কৈল সারোদ্ধার।
নক্ষত্র রেবতী শুভ যোগ রবিবার
ইহা বই বিবাহের লগ্ন নাহি আর।
পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী করিয়া জুগতি
নৃপবরে বিবাহের দিল অনুমতি।
সুশীলার বিভা বলি পড়িল ঘোষণা
ঘরে ঘরে নাটগীত ব্যালিষ বাজনা
চাণ্ডকা বলেন বাপু শুনহ শ্রীপতি
কালি বিভা করিবে সুশীলা রূপবতী।
নিরামিষ্য কর আজি থাকহ নিএগমে
বিবাহ করাইয়া কালি জাব নিজ ধামে।
এমন শুনিঞা সাধু চণ্ডির চরণ
অঞ্জলি করিয়া তারে করে নিবেদন।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥

৪৮৭

অভয়া বিবাহের না কর জতন
পিতার চরণ দেখি তবে আমি হই সুখী
তোমা বিনে কে মোর শরণ।
সেবক বলিয়া যদি কৃপা কর কৃপানিধি
রাখ মোর বাপের জীবন
কহ গো উপায় কথা কেমনে দেখিব পিতা
আপনি করহ অন্বেষণ
বাপের উদ্দেশে ত্বরা সাত নায় দিয়া ভরা
জীবন মরণ নাহি জানি
শোকে জরজর হিয়া কেমনে করিব বিভা
কেবা মোর ঘরে খাবে পানি।
দ্বাদশ বৎসর হইল পিতা নিউদ্দিশ গেল
ভাল-মন্দ না জানি বারতা
মায়ের আইয়াত হাথে ভোজন আমিষ্য ভাতে
জ্ঞাতিবন্ধু ধরে ছল-কথা।
বাপের উদ্দেশ আশে আইলাঙ সিংহল দেশে
না পাইল তাহায় অন্বেষণ
গুরুবাক্য হৃদে শাল গলে দিব করবাল
পিতা বিনে বিফল জীবন।
একা উপদ্বীপ সাত ভ্রমিয়া খুজিব তাত
অবশেষে প্রবেশিব লঙ্কা
বিচারিয়া নানাতন্ত্র লইব রামের মন্ত্র
নিশাচরে না করিব শঙ্কা।
নিউদ্দিশ হইল বাপ নিরন্তর পরিতাপ
নহে শুচি আমার জননি
দেখিয়া দাসীর পো দূর কৈলে মায়া মোহ
কেমনে লইবে পুষ্প-পানি।
গণক কহিয়াছে মোরে পিতা তোর কারাগারে
আছে বন্দি দ্বাদশ বৎসর
পিতা করে নান্দিমুখ তবে বিবাহের সুখ
পদতলে রাখহ কিঙ্কর।
শ্রীমন্তের শুনি কথা মনেতে ভাবিয়া ব্যথা
চান পদ্মাবতীর বদন
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্দ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৪৮৮

শ্রীমন্তের বোলে চণ্ডী ভাবিয়া বিবাদ
দুর্বাধান্য নৈয়া নৃপে কৈল আশীর্ব্বাদ।
চিরজীবী হও রায় পরমকল্যাণ
কুবের পীরিতে দেহ বলিষ্ঠ-দান।
হাস্যিয়া নৃপতি দিল সাত ঘর বন্দি
দেখিয়া শ্রীপতি হইল হৃদয়ে আনন্দি।

পোতা মাঝি আন্যা দেয় বন্দি শয় শয়
একে একে সাধু তার লয় পরিচয় ।
শতেক কামার বৈশে সাধুর নিকটে
বন্দির ডাঁগুকা তারা ছেয়ানিতে কাটে
নামগোত্র বন্দির জিজ্ঞাসে বারে বারে
সভারে বিদায় দেই কর্যি পুরস্কারে ।
দাড়ি নখ কেশ তার মুণ্ডায়ে নাপিত
নানাধনে বন্দিগণে করিলা ভূষিত ।
পথের সম্বল দিল চালু দুই মান
কাহনেক কড়ি দিল ধুতি এক খান ।
মস্তকে বেষ্টিত দিল পাটের পাছড়া
মনুষ্য বুঝিয়া কারে দিল খাশা জোড়া ।
সাত ঘর বন্দি গেল কর্যা আশীর্বাদ
আন্ধার কোণে ধনপতি ভাবয়ে বিষাদ ।
সকল বন্দির সাধু খণ্ডাইল দাণ্ডুকা
কিবা বলি দিয়া মোরে পূজিব চণ্ডিকা
এমন বিচার সাধু করি মনে মনে
মুসামাটী গায় দেই আন্ধারিয়া কোণে ।
প্রাণভয়ে লঘু লঘু ঘন ছাড়ে শ্বাস
মুখে ধূলি ওড়ে তার হৃদয়ে তরাস ।
না পাইয়া বন্দিশালে পিতৃদরশন
চণ্ডীবিদ্যমানে সাধু করেন রোদন ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৪৮৯

কাণ্ডার ভাই আর না জাইব উজাবনি
ধরিহে তোমার পায় কহিঅ আমার মায়
শ্রীমন্তের ডুবিল তরণী ।
কাণ্ডার ঝাঁট চল তেজিয়া সিংহল
করহ বৈষ্ণব বেশ চলহ আপনা দেশ
ভিক্ষা কর পথের সম্বল ।
অবনী লোটাইয়া কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
বাপ বাপ ডাকে উভরায়
না দেখিনু তুয়া মুখ হৃদয়ে রহিল দুখ
না বসিনু রাজার সভায় ।
খণ্ডিয়ে সকল মান্য[১] সাগরে করিয়া[২] কাম্য
পূজা করি সঙ্কেতমাধবে
ভুঞ্জিব সংসারসুখ দেখিব বাপের মুখ
পুনুরপি হইয়া মানব ।
জত ছিল কুলদর্প তথি হইল কালসর্প
ঘটক পণ্ডিত জনার্দ্দন
জাতি হিংসা পরিবাদ দৈবে কৈল পরমাদ
কে করিব কলঙ্কভঞ্জন ।
সাধুর ক্রন্দন শুনি পোতা মাঝি মনে গুনি
দেউটী ধরিল বাম করে
দশ বিশ মাঝি মেলি উকটে মুসার ধূলি
প্রবেশিলা ধূলিআ কোঠারে ।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪৯০

দশ বিশ পোতা মাঝি হইয়া এক মেলি
ছয় বন্দিঘরে উকটিল মুসা-ধূলি ।
অবশেষে প্রবেশিল ধূলিয়া কোঠার
সওয়া কোশ ঘরখানি একটী দুয়ার ।
আইল বিহল খোজে আন্ধারিয়া কোণ
কিচিকিচি করে তথা ছুছা পনে পন ।
খুজিতে খুজিতে বন্দির বুকে পড়ে পা
অন্নকষ্টে ছাড়ে বন্দি বিপরিত রা ।
বন্দি পাইক সব ধরে তার চুলি
কিল লাথি মারে তারে দেই গালাগালি ।

দারুণ প্রহার তথি উদরের জ্বালা
খরশ্বাস বহে তার কর্ণে লাগে তালা।
দুই পোতা মাঝি তার ধরে দুই নড়া
শ্রীমন্তের আগে পেলে জেন বাসী মড়া।
কাশিতে হাঁচিতে ছিণ্ডে শত-ছিণ্ডা ধড়ী
শ্রীমন্তের বিদ্যমানে জায় গড়াখড়ি।
লম্বমান দাড়ি আচ্ছাদয়ে নাভিদেশে
বিঘত-প্রমাণ নখ জটাভার কেশ।
তৈল-বিনু কলেবর গায় উড়ে খড়ি
সদাগর আচ্ছাদন না ছাড়ে ধুকড়ি।
দুই তিন ডাকে দেই একটী উত্তর
বন্দি দেখি সদাগর দুঃখিত অন্তব।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

কুটিল কুন্তল নীল গায়ে আছে সাত তিল
কণ্ঠতলে আছে তিন রেখা[১]
চণ্ডীর হয়্যাছে ক্রোধ এই হেতু পায়ে গোদ
বন্দিশালে পাবে তার দেখা।
সিংহ জিনী মধ্যদেশ অজানুলম্বিত কেশ
চারু লোমাবলী আছে বুকে
ক্রোধ কৈল নারায়ণী বাম চক্ষে হইল ছানি[২]
বসন্তের চিহ্ন আছে মুখে।
জবুড় দক্ষিণ করে কুন্তল সকল শিরে
সদাই রুদ্রাক্ষমালা গলে
বিদায় বিলম্ব দেখি ধনপতি অশ্রুমুখী
অঞ্জলি করিয়া কিছু বলে।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর অদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪৯১

স্মঙরি মায়ের কথা তেজে সাধু মনে বেথা
অনীমীখ লোচনযুগল
তেজি অন্য পরসঙ্গ নেহালে বন্দির অঙ্গ
আনন্দে লোচনে বহে জল।
দেখিয়া বন্দির ঠান সদাগর অনুমান
হেন বুঝি এই মোর বাপ
যাত্রায় শ্রীকালি বাম পুরিল আমার কাম
ঘুচিল মনের পরিতাপ।
জননী কহিল মোর জনক কনকগোর
বামনাসা উপরে আঁচিল
দীর্ঘ জেন শালশাখী বিকচকমল আখি
হৃদয়ে আছয়ে ছয় তিল।
শিবপূজা প্রতিদিন কপালে প্রণামচিন
বামদণ্ড ঈষৎ উজ্জল
বিহঙ্গম জিনী নাসা কোকিল জিনিঞা ভাষা
শ্রুতিপাত পবনে চঞ্চল।

৪৯২

ধর্ম অবতার তুমি রাজার জামাতা
উদ্ধারিলে বন্দিগণে হয়্যা তার পিতা।
গুণের সাগর তুমি দয়ার শরণ
সর্বকর্ম হইতে ফল তোমা দরশন।
তুমি শিশুমতি আমি বৃদ্ধ শূদ্রজাতি
এই হেতু রায় তোমায় না কৈল প্রণতি।
তোমা হইতে দূর হইল আমার বিষাদ
মহাদেব পুজিয়া করিব আশীর্বাদ।
নিশ্ছিদ্রে করিহ রাজ্য দীর্ঘ পরমাই
পিতা মাতা সুখে থাকুক হইয়া সাত ভাই।
চিরদিন রায় আমি আছিলাঙ বন্দি
কোথা গেল দুঃখ হইল হৃদএ আনন্দি।
কৃপাময় রায় তুমি অনাথসহায়
বাপ হৈয়া বন্দিগণে দিলে হে বিদায়।

পথের সম্বল দিলে পরিতে বসন
ঘুসিব তোমার যশ সকল ভুবন।
দেহ একখানি ধুতি পথের সম্বল
মহাদেবে পূজা করি চিন্তিব মঙ্গল।
ঝটিত বিদায় দেহ পথ বহুদূর
বন্দিশালে দুঃখ আমি পাইয়াছি প্রচুর॥
বিদায় বিলম্বে মোর মনে লাগে ধন্দ
শিবের কৃপায় মোর দূর কর বন্দ।
এতেক বচন যদি বলিলেক বন্দি
শ্রীপতি জিজ্ঞাসে তারে পাইয়া আনন্দি॥
চণ্ডীর চরণ চিত্তে ভাবি অনুক্ষণ
অভয়ামঙ্গল রচে শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৪৯৩

কহ কহ অহে বন্দি তোমি কোন জাতি
কি নাম তোমার কোন দেশে অবস্থিতি।
কোন কুলে উৎপতি কিবা অভিধান
তোমার দেশের রাজা কি তাহার নাম।
বন্দি দেহ পরিচয় বন্দি দেহ পরিচয়
পুরস্কার করি তোমা করিব নির্ভয়।
গন্ধবণিক জাতি দেশ গৌড় নাম
বসতি[১] মঙ্গলকোট উজবনী গ্রাম।
দত্তকুলে উৎপতি নাম ধনপতি
বিক্রমকেশরী মহীপালের ক্ষেয়াতি।
দুঃখ পাইল বন্দিশালে দুঃখ পাইল বন্দিশালে
দারুণ বিধির লেখা আছিল কপালে।
বাপ-পিতামহের কহ না বন্দি নাম
কতেক দিবস বন্দি তেজিয়াছ গ্রাম।
কি গোত্র তোমার বন্দি মাতা কার ঝী
কহ মাতামহ তার কুল বটে কী।
তোমারে দেখিয়া মোর বড় উঠে দয়া
পরিচয় দেহ মোরে কপট তেজিয়া।
রঘুপতি পিতামহ পিতা জয়পতি
ভুবনে বিদিত বর্দ্ধমান উপস্থিতি।
গোত্র দুর্ব্বাঋষি মোর মাতা চন্দ্রমুখী
মাতামহ সোমচন্দ গোত্র কৌসিকি।
কয় জায়া তোমার জায়ার কিবা নাম
কতেক দিবস বন্দি ছাড়িয়াছ গ্রাম।
দুঃখ পাইলে প্রচুর দুঃখ পাইলে প্রচুর
এথা হইতে উজানি নগর কত দূর।
শ্বশুর আমার বটে নিধি লক্ষপতি
ইছানি নগর দুই ভাইর বসতি।
গোত্র কশ্যপ তার দত্তকুলে স্থান
দুই জায়া লহনা খুল্লনা অভিধান।
বন্দি দ্বাদশ বৎসর বন্দি দ্বাদশ বৎসর
এ তিন মাসের পথ উজানি নগর।
উজানি নগর বহু দিবসের পথ
সিংহলে আইলে বন্দি কিবা মনোরথ।
অকপটে কহ বন্দি নিজ অভিসন্ধি
কি কারণে দ্বাদশ বৎসর আছ বন্দি।
কহ আপন বারতা কহ আপন বারতা
দুঃখ লাগে শুনিঞা তোমার দুঃখ কথা।
রাজার ভাণ্ডারে নাহী শঙ্খ চন্দন
তরণী সাজিয়া আইনু দক্ষিণ পাটন।
কালিদহে শতদলে বসিয়া সুন্দরী
গরাস করয়ে পুনু উগারিয়া করী।
দেখি কৈল রাজা সনে প্রতিজ্ঞাপূরণ
পরাজই কারাগারে নিগুড় বন্ধন।
যদি বন্দি হইলে সাধু দৈবের ঘটন
পুত্র নাহী উদ্দিশ করয়ে কি কারণ।
শ্বশুর মাতুল বন্ধু নাহী করে দয়া
কেমনে উদরে অন্ন দেই দুই জায়া।
কহ না স্বরূপ বন্দি কহ না স্বরূপ
কি কারণে অন্বেষণ নাহী করে ভূপ।
ভাগ্য নাহী করি রায় কোথা পাব পো
শ্বশুর মাতুল বন্ধু নাহি করে মোহ।

কি দুসিব সহজে অবলা দুই জায়া
গ্রহদোষে নরপতি নাহি করে দয়া ।
কি জিজ্ঞাস মহাশয় কি জিজ্ঞাস মহাশয়
তনয় সোদর বন্ধু তুমি কৃপাময় ।
যদি পুত্র নাহী বন্দি নাহীক দুহিতা
অপেক্ষণ বিনে আছে কেমনে বনিতা ।
ছাড়িলে মন্দির বন্দি কেমন সাহসে
কেমনে যুবতি জায়া শূন্য ঘরে বৈশে ।
বন্দি কহ না বিশেষ বন্দি কহ না বিশেষ
সিংহল আসিতে কেন নিলে নৃপাদেশ ।
নাহী পুত্র বন্ধ্যা মোর প্রথম যুবতি
কনিষ্ঠ বনিতা মোর ছিল গর্ভবতী ।
জখন তাহার গর্ভ হইল ছয় মাস
সেই কালে নৃপাদেশে কৈল পরবাস ।
ঘরে সকল অবলা ঘরে সকল অবলা
পুরাতন চেড়ি মাত্র আছয়ে দুবলা ।
পুত্রকন্যা হইল কিবা একই না জানি
কহিতে কহিতে বন্দির চক্ষে পড়ে পানি ।
চণ্ডিকাচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৪৯৪

পিতৃ পরিচয়ে সাধু পরম মুচ্ছিত
দাড়ি নখ চুল তার মুণ্ডায়ে নাপিত ।
কেহ মাথে তৈল দিয়া আঁচড়ে চিকুর
কুমকুমে অঙ্গের মলা কেহকরে দূর ।
নারায়ণ-তৈল কেহ করয়ে মর্দন
প্রসাধনী লৈয়া করে জটা বিমোচন ।
কেহো কেহো জল বৈয়া আনে ভারে ভারে
স্নান করে সদাগর জল দেই শিরে ।
পরিবারে কোন দাস জোগায় বসন
জোগায় কিঙ্কর কেহ বিচিত্র আসন ।
কেহ আন্যা দেই শিবপুজার আয়োজন
সাধু বলে মোর বাসে করিবে ভোজন ।
বন্দি বলে উদর পুরিয়া অন্ন খাই
অদেষ্টের ফল পাছে জে করে গোঁসাঞি ।
পঞ্চাস বেঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন
সাধু সঙ্গে সুখে বন্দি করিল ভোজন ।
আঁচমন করি দুহেঁ বসিলা কম্বলে
কর্পূর তাম্বুল পান খাঁন কুতুহলে ।
হেনকালে শ্রীয়পতি দিলেন উত্তর
পড়িতে জানহ কিছু বাঙ্গলা অক্ষর ।
সাধুর আদেশে বান্ধি পত্র লৈয়া করে
ছাব দূর করি পত্র পড়ে ধীরে ধীরে ।
স্বস্তি আগে পড়িআ পড়িল ধনপতি.
অশেষ মঙ্গলধাম খুল্লনা জুবতি ।
তোরে আশীর্বাদ প্রিয়ে পরমপিরিত
সন্দেহভঞ্জন পত্র করিল লিখিত ।
জখন তোমার গর্ভ হইল ছয় মাস
সেই কালে নৃপাদেশে করিল প্রবাস ।
যদি কন্যা হয় শশিকলা নাম থুইয়
উত্তমবংশ দেখিয়া ঝিয়ে বিভা দিয় ।
যদি পুত্র হয় নাম থুইবে শ্রীপতি
পড়াইয়া সুনাইয়া তারে করাবে সুমতি ।
যদি পুত্র হয় সেই ইসত প্রবল
তরণী সাজিয়া তারে পাঠাবে সিংহল ।
এই নিয়মে পত্র দিলাঙ তোমারে
পত্র পড়িয়া ধনপতি কান্দে উচ্চস্বরে ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৪৯৫

কান্দে সাধু ধনপতি পত্র লৈয়া করে
বসন ভিজিল তার লোচনের জলে ।

জয়পত্র ছিল মোর সপ্তম মহলে
কেমনে আইল পত্র দুর্গম সিংহলে।
পত্রনিদর্শন এই মানিক-অঙ্গুরি
রাজা নুটী কৈল কিবা উজবনি পুরী।
এ তিন মাসের পথ পুরী উজবনি
অনেক দিবসে আসি সাজিয়া তরণী।
না জানি কেমনে পত্র আইল বিপাকে
আরোহণ করে মন কুমারের ঢাকে।
কার তরে সঞ্চয় করি ঘর-গারি
কোথা গেল খুল্লনা লহনা দুই নারী।
দারুণ দৈবের ফলে বিধাতা পাসণ্ডি
ধনপতি জিতে দুই জায়া হইল রাণ্ডি।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে শিরে মারে হাত
স্মঙরে শঙ্কর ত্রিলোচন বিশ্বনাথ।
পিতার ক্রন্দনে শ্রীয়পতি দত্ত কান্দে
মুকুন্দ রচিল গীত মনোহর ছান্দে॥

৪৯৬

না কান্দ না কান্দ বাপ দূর কর পরিতাপ
আমী তোমার বংশধর
তোমার উদ্দিশ আশে আইলাঙ সিংহল দেশে
আজি মোর প্রসন্ন বাসর।
করি শুভক্ষণ বেলা পায়রা উড়াইতে গেলা
নগরিয়া মেলি কুতুহলে
ইছানি নগর পথে বেগে ধায় পারাবতে
খুল্লনার পড়িল অঞ্চলে।
বিবাহেরে দিলে মন সঙ্গে ওঝা জনার্দন
গেলে লক্ষপতির ভবনে
খুল্লনা বিবাহ করি আইলে আপন পুরী
পাছে গেলা রাজসম্ভাষণে।
রাজা পাইল সারি সুরা তোমারে দিলেক গুয়া
আনিবারে সুবর্ণ পঞ্জরে
সত্ত মায়ের পায়ে সমর্পিয়া মোর মায়ে
গেলে বাপা গোউড় নগরে।
বৎসর বিলম্ব তথা ছাগ রাখে মোর মাতা
কাননে চণ্ডিকা দিল বর
কেবল চণ্ডীর দয়া আইলে পঞ্জর লয়্যা
কথো দিন সুখে কৈলে ঘর।
চণ্ডী দিল বরদান লহনা সাধিল মান
তুমি ঘর আইলে পূজার ফলে
স্বামীর সৌভাগ্যবতী পতি সঙ্গে ভুঞ্জিল রতি
মন্দিরে রহিলা কুতুহলে।
জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল নাহি লয় অন্নজল
পরিক্ষায় মাতা শুদ্ধমতি
সাজিয়া ত তরিবরে শঙ্খ চন্দনের তরে
রাজা দিল বিষম আরতি।
শুন পূর্ব ইতিহাস মাতার আর্দ্দাস
নিদর্শন তিনে জয়পাতি
মাতা পুজে ভদ্রকালী তাঁর ঘট পায়ে টালি
সিংহলে আইলে লঘুগতি।
চণ্ডী-লঙ্ঘনের ফলে বান্ধা গেলে বন্দিশালে
আমাব হইল উৎপতি
পোসেন পালেন মাতা শুনান পুরাণ-কথা
জতনে পড়ায় নানা পূথি।
গুরু সনে কৈল কলি গুরু মোরে দিল গালি
ভণ্ড বলি ব্রাহ্মণসভায়
তোমার উদ্দেশ যত্ন লইয়া রাজার রত্ন[২]
ভরা দিয়া আইনু সাত নায়ে।
ঝড়বৃষ্টি মগরায় বিষমসঙ্কট নায়
কালিন্দহে হইনু উপনীত
বিকচ কমলদলে বসি রামা গজ গিলে
উগারয়ে দেখি বিপরীত।
প্রতিজ্ঞা রাজার স্থানে হারি সভা বিদ্যমানে
কোটাল বধিতে নয়ে প্রাণ
চণ্ডীর চরণ সেবি ব্রাহ্মণীর বেশে দেবী
মসানে দিলেন প্রাণদান।

নৃপতি করিল মান   নিজ কন্যা দিব দান
বন্দিঘর মাগ্যা নিল দানে
তোমার চরণ দেখি   সফল হইল আঁখি
বিভা করি জাইব উজানি ।
পুত্রের শুনিঞা কথা   ধনপতি তেজে ব্যেথা
সকরুণে বলেন বচন
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ   পাঁচালি করিয়া বন্দ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪৯৭

তোরে আমী কহি দড়   সিংহলিয়া ঠক বড়
দয়ার নাহীক লবলেশ
বিভাহে নাহীক কাজ   সভায়ে পাইবে লাজ
অবিলম্বে চল জাই দেশ ।
নৃপতি অধর্মশীল   দয়া নাহি এক তিল
নিষ্ঠুর সভার জত লোক
দারুণ কৃপণ ভণ্ড   লঘুদোষে গুরুদণ্ড
পর-রক্ত খাইতে জেন জোঁক ।
বেদপথি হয় খণ্ড   সভার পণ্ডিত ভণ্ড
অধর্ম্মে ধর্ম্মের অধিকারী[1]
মিথ্যা দিয়া পরে দুঃখ   হইল[2] আপনার সুখ
অপরাধ বিনে হয় বৈরি ।
বচন বিষের কণা   সভা মাঝে খাটুপনা
মহাপাত্র যমের সমান
না দেখি এমন পুরী   দেখিতে দেখিতে চুরি
কি কহিব তাহার বাখান ।
কোটালিআ দেই ফাঁস   রান্ধাভাতে পোতে বাঁশ
পর ধন খায় ঢেযা দিয়া
স্থাপ্য ধন প্রজা হরে   এ দুঃখ কহিব কারে
কত দুঃখ সহে পাপ হিয়া ।
ধর্ম্মে না করিয়া শঙ্কা   নুটী কৈল লক্ষ তঙ্কা
অন্নবস্ত্র দুর্লভ আমারে
বারমাস ভিক্ষা করি   পোতা মাঝি তাতে ঐরি
মজিলাঙ বিপদসাগরে ।
সিংহলের ভোগ জত   বিশেষ কহিব কত
উপভোগ করাছ মসানে
তোর পরমাঞি-বলে   মোর শিবপূজা-ফলে
জিয়া আছ তুমি রে কল্যাণে ।
কুল মোর দুর্ব্বাঋষি   মোর কুল সভে ঘুষি
দেশে করাইব সাত বিভা
সিংহলিয়া দুয়াচার   ভারতভূমের পার[3]
চারি মাস দূর কর হিয়া ।
জত দোষ দেই তাত   শ্রীমন্ত জুড়িয়া হাথ
মাগ্যা নিল বাপের চরণে
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ   পাঁচালি করিয়া বন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে ॥

৪৯৮

নৃপতি সালবান   সুশীলা দিতে দান
করিল শুভক্ষণ বেলা
আরোপী হেমকুম্ভ   করিল কর্ম্মারম্ভ
তুরিতে বান্ধিল ছান্দলা ।
নৃপতির অভিলাষ   কন্যার অধিবাস
করিল বেদের বিধানে
কপালে জুড়ি ফোঁটা   চৌদিগে দ্বিজঘটা
বেদ গায়ে উচ্চ গানে ।
করিল জোড়হাথ   আরাধি গণনাথ
দিনেশ বিষ্ণু মহেশ্বর
বিরিঞ্চি আদি সুরে   বিবিধ উপচারে
আনন্দে পুজে নৃপবর ।
সুশীলা রূপবতী   হরিদ্রাযুত ধুতি
পরিয়া বসিল আসনে

করিয়া শুভ-ভেদ ব্রাহ্মণে পড়ে বেদ
কন্যার গন্ধ-অধিবাসনে।
মহী গন্ধশিলা দূর্বা পুষ্পমালা
ধান্য ফল ঘৃত দধি
স্বস্তিক সিন্দুর কজ্জল কর্পূর
শঙ্খ দিল যথাবিধি।
রজত দর্পণ চামর পরমান
সিদ্ধার্থ তাম্র গোরোচনা
করেতে বান্ধি সূত্র প্রশস্ত দীপপাত্র
আশিস করিল যোজনা।
করিয়া প্রেমভক্তি পূজিল পার্বতী
দিলেন বসুধারা-দান
পরম কৌতুক করিল নান্দিমুখ
সুকবি মুকুন্দ গান ॥

৪৯৯

রাজা করে কন্যাদান বিপ্রগণে বেদগান
গায় নাচে রঙ্গে বিদ্যাধরী
সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি পটহ দুন্দুভি বেনি
আনন্দিত নৃপতির পুরী।
পাটে চড়ে রূপবতী প্রদক্ষিণ কৈল পতি
দুইজনে সম্মুখে ব্রাহ্মণী
দিলেন পতির গলে আপন কণ্ঠমালে
রামাগণ দিল জয়ধ্বনি।
অভয়ার প্রীতফলে করে কুশে গঙ্গাজলে
রাজা করে কন্যাসম্প্রদান
শয্যা ঝারি ধেনু থালা রথ গজ ঘোড়া দোলা
দিয়া জামাতার কৈল মান।
বাজে মঙ্গল-পড়া দ্বিজ বান্ধে গ্রন্থচূড়া
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী
বন্দিয়া রোহিণী-সোম লাজ-হুনি কৈল হোম
দুহেঁ কৈল অনলে প্রণতি।
দম্পত্য প্রবেশে ঘরে খিরখণ্ড ভোগ করে
কুসুমশয়নে গেল রাতি
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ[1]
দামিন্যায় জাহার বসতি।

৫০০

শ্রীমন্তেরে রাজা যদি দিল কন্যাদান
নানা ধনে জামাতার সাধিল সম্মান।
ভোজন করিল সাধু খিরখণ্ড ঝোলে
পুষ্পঘরে শুইল সাধু রাজকন্যা কোলে।
মনে মনে বিষাদ ভাবেন ভগবতী
পদ্মাবতী সঙ্গে দেবী করিয়া জুগতি।
খুল্লনা দুখিনী মোর হইল ব্রতদাসী
পতিপুত্র হইল তার সিংহলে প্রবাসী।
কি বুদ্ধি করিব পদ্মা কহ গো উপায়
কেমন উপায়ে সাধু নিজ দেশে জায়।
পদ্মাবতী বলে মাতা শুন ভগবতী
দুখিনী হইয়া ধর খুল্লনা-মুরতি।
সাধুর শিয়রে বসি কহ গো সপন
কহিবে রাজার পীড়াদুঃখ নিবেদন।
এমন শুনিঞা মাতা পদ্মার ভারথি
কপটে হইলা দেবী খুল্লনা যুবতী।
পরিধান শতছিণ্ডা মলিন অম্বর
গুয়াপান বিনে দেবীর মলিন অধর।
উপনীতা হৈলা গো সাধুর বাসঘরে
স্বপ্ন কহেন দেবী বসিয়া শিয়রে।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৫০১

চিত্র পুত্র সিয়রে জননী
রাজভোগে পতি-ভোলে কামিনী তোমার কোলে
পাসরিলে অভাগি খুল্লনি[১]
দুঃখ পাইয়া দশ মাস তোকে দিলাঙ গর্ভবাস
পুষিলাঙ বড় মনোরথে
পড়াইল দিয়া বিত্ত জানাইল ধর্মের তত্ত্ব
যৌবনে তেজিলে ধর্মপথে।
বাপের উদ্দিশে ত্বরা সাত নায়ে দিয়া ভরা
সিংহলে আইলে লঘুগতি
বিলম্ব দেখিয়া তোর নৃপতি মানিল চোর
নুটী গেল বিত্ত-বসতি।
রাজা নিল ধন-ঘর আশ্রয় করিল পর
দু সতিনে সুতা বেচি হাটে
পরের ভাঁনিঞা ধান দু সতিনে রাখি প্রাণ
সুইয়া নিদ্রা জাহ হেম-খাটে।
কি কব দুঃখের কথা হের দেখ বুখু মাথা
শত-ছণ্ডা কানি পরিধান
যৌবনে হইলাঙ বুড়ি গায়ে দেখ ওড়ে খড়ি
সপ্ত শির দেখ বিদ্যমান।
তোর পিতা মহাধন্য আমার অষ্টাঙ্গ শূন্য
বামকরে আয়্যাত লোহার
উদরে আমার জ্বালা ঘন কর্ণে লাগে তালা
তৈল বিনে কেশ জটাভার।[২]
মজি আমি শোকসিন্ধু ভূপতি তোমার বন্ধু
সাধুড়ি তোমার পাটরানি
শালা তোর দুবরাজ সাধিলে আপন কাজ
পাসরিলে অভাগি জননি।
হেম-খাটে জাহ ঘুম যেমন রোহিণী-সোম
রাজকন্যা কোলে কুতুহলি
আমি জত কৈল ইচ্ছা সকলি হইল মিছা
মঙরিয়া দিহ জলাঞ্জলি।
মায়ের করুণাবাণী শ্রীমন্ত সপনে সুনি
উঠে সাধু তেজিয়া শয়ন
ভূতলে পড়িয়া কান্দে গান মনোহর ছান্দে
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৫০২

কান্দে সাধু প্রিয়পতি জননীর মোহে
বসন ভিজিল তার লোচনের লোহে।
এখনে আছিলে মাতা সিয়রে বসিয়া
ক্রোধযুত হয়্যা গেলে না গেলে বলিয়া।
দেখিল সপন জত সকল স্বরূপ
আমার বিলম্বে ঘরে নুটী কৈল ভূপ।
কেনি বা চণ্ডিকা মোরে রাখিল মশানে
সাগরে প্রবেশ করি তেজিব পরাণে।
তেজে সাধু অঙ্গদ কঙ্কণ কর্ণপূর
অঙ্গুরি কণ্ঠের মালা[১] সব করে দূর।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি শিরে মারে ঘা
গদগদ-ভাষে ডাকে কোথা গেলে মা।
চিয়াইলা সুশীলা রামা স্বামীর ক্রন্দনে
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণ ভনে ॥

৫০৩

স্বামীর ক্রন্দনধ্বনি শুনি রাজনন্দিনী
উঠে রামা আকুল অন্তরে
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি পতির চরণে পড়ি
সকরুণ হয়্যা কিছু বলে।
প্রাণনাথ কি কারণে করহ ক্রন্দন
রাজার জামাতা তুমি বিশেষে আমার স্বামী
কে বলিতে পারে কুবচন।
মায়ের মলিনমূর্ত্তি আপনার অপকীর্ত্তি
দেখিল সপনে অবিশাল

দেখিল অদ্ভুত জত তাহা না কহিব কত
কহিতে হৃদয়ে বাজে শাল।
শোকে জরজর হইল কায়
অবসান হইল নিশা করি রাজসম্ভাষা
ঝাঁট মোরে করহ বিদায়।
সপন স্বরূপ নয় অকারণে কর ভয়
শুন নাথ মোর নিবেদন
কলধৌত কর দান সাধহ দ্বিজের মান
আজি শুন গজেন্দ্রমোক্ষণ[১]।
অকারণে ভাব নাথ দুঃখ
বিভারাতি অমঙ্গল ছাড় লোচনের জল
ভৃঙ্গারে পাখাল চান্দমুখ।
দান দিব জত শক্তি শুনিবে গজেন্দ্রমুক্তি
প্রতিকারে অবশ্য কল্যাণ
মরমে পবম বোথা তবে ঘুচে মনঃকথা
যদি মাতা দেখি বিদ্যমান।
গমনে না কব্য প্রিযে বাদ
মায়ের হাব্যাসে মরি ত্বরায়ে সাজিয়া তরি
দুর কর মনের বিষাদ।
তোমার বদনচান্দ মোর মন-মৃগফাঁদ
তিল আধ না দেখিলে মরি
দেশের বারতা আনী সাত দিনে উজবনি
পাঠাইয়া দানবকেশরী।
বিদায়ের কথা কর দূব
সুনহ আমার বাণী সুখ পাবেন ঠাকুরানি
ধন আমি পাঠাইব প্রচুর।
আমার অস্থির মন পাঠাইবে অন্যজন
ইথে নহে আমার পীবিতি
যদি জাবে আমা-সনে বিচার করিয়া মনে
ঝাট মোরে দেহ অনুমতি।
পিতৃবাসে থাকহ রূপসী
মায়ের হাব্যাসে ত্বরা সাত নায়ে দিয়া ভরা
দেখিব মায়ের মুখশশী।
হইয়া মোরে কৃপানিধি বিলম্ব না কর যদি
সিংহলে রহিবে বারমাস
সিংহলের ভোগ জত করাইব সুবিদিত
দাসী বলি রাখিবে আর্দ্দাষ।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৫০৪

বৈশাখে দুরন্ত রিতু সুখের সময়
প্রচণ্ড তপনতাপ তনু নাহী সয়।
চন্দনাদি তৈল অঙ্গে সুশীতল ধারি
সীঙলি[১] গামছা দিব ভূষিত[২] কস্তুরি।
পুণ্য বৈশাখ মাস পুণ্য বৈশাখ মাস
দান দিয়া পুরিবে দ্বিজের অভিলাষ।

নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন
পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শীতল চন্দন শ্বেতচামরের বা
বিনোদমন্দিরে থাক না চড়িহ না।
নিদাঘ জৈষ্ঠ মাসে নিদাঘ জৈষ্ঠ মাসে
পুরিব উদর মিস্ট আম্রের রসে।

আষাড়ে গর্জয়ে ঘন নাচয়ে মউর
নদজলমদ-মত্ত ডাকয়ে দাদুর।
আমার মন্দিরে থাক না চলিহ পুর
শালি-অন্ন মধু খণ্ড ভুঞ্জাব প্রচুর।
আষাড়ের সুখহেতু আষাড়ের সুখ হেতু
নিদাঘ বরিসা হিম একা তিন রিতু।

সঙ্কট সময় বড় ধারা শ্রাবণ
সাধ লাগে অঙ্গে দিতে রবির কিরণ।

জলধর বরিষয় আট দিগে বায়
বিনোদ মন্দিরে থাক না চড়িহ নায়ে ।
পুরিব তোমার অভিলাষ পুরিব তোমাব অভিলাষ
নিউরিষ যুখানা মন্দিরে নাথ বাস ।

ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল
নদনদী একাকার আট দিগে জল ।
ডাঁস-মশা নিবারণে পাটের মসারী
চামর বাতাস দিব হয়্যা সহচরী ।
প্রাণনাথ সৌধ[৩] ঘরে কর বাস প্রাণনাথ
সৌধ[৩] ঘরে কর বাস
আর না করিহ দূর বাণিজ্যের আশ ।

আশ্বিনে অম্বিকাপূজা করিবে হরিষে
শোলো উপচারে ছাগ মেষ মহিষে ।
তত ধন দিব আমী জত দেহ দান[১]
সিংহলের লোক জত সাধিবে সম্মান ।
আমী বুঝাব রাজায় আমী বুঝাব রাজায়
আনাইব জননি তব সত্ত-মায় ।

বিষ্টি টুটাইয়া আইল কার্ত্তিক মাসে
দিবসে দিবসে হয়ে হিমের প্রকাশে ।
তুলি পাড়ি পাছুড়ি করিব নিয়োজিত
অর্দ্ধরাজ্য দিব বাপে করায়্যা ইঙ্গিত ।
পুণ্য কার্ত্তিক মাস পুণ্য কার্ত্তিক মাস
দান দিয়া পুরিবে মনের অভিলাষ ।

সকল নূতন শস্য অগ্রহায়ণ মাস
ধান চালু সরিসাতে পুরিবে আওবাস ।
রাজাকে মানিয়া দিব শতেক খামার[২]
ধান চালু সরিসাতে পুরিবে হামার ।
পুণ্য মাইসর মাস পুণ্য মাইসর মাস
বিফল জনম তার জার নাহী চাষ ।

[তুলি তুলবটী তৈল তাম্বুল তপন
তরুণী তপনতোয় তনয় বসনে ।][৪]

পৌষে গোঙাইব নাথ অষ্ট প্রকারে
মৎস্য মাংস মধু মুলা নানা উপহারে ।
সুখে গোঙাইব হিম সুখে গোঙাইব হিম
উজানি নগর জেন বাসিবে নিম ।

মাঘ মাসে প্রভাতে করিয়া স্নানদান
সুপাঠক আন্যা দিব সুনিবে পুরাণ ।
মিষ্ট অন্ন পায়স জোগাব দিসিদিস[৫]
আনন্দে করিবে মাঘ মাসে[৬] নিরামীষ ।
মাঘ মাসে রহিবে কুতূহলে মাঘমাসে রহিবে কুতূহলে
শীতল জোগাব আমী বিহানবিকালে ।

ফাল্গুনে ফুটিল নাথ মম উপবনে
তথি দোলমঞ্চ নাথ করিব নির্মাণে ।
হরিদ্রা কুমঃকুম চূয়া করি সুবাসিত[৭]
ফাগুদোলে আনন্দে গোঙাব নিতে নিত ।
সখি মেলি গাইব গীত সখি মেলি গাইব গীত
আনন্দে শুনিবে নাথ[৮] শ্রীকৃষ্ণচরিত ।

মধুমাসে মলয়মারুত মন্দ মন্দ
মালতীয়ে মধুকর পীয়ে মকরন্দ ।
মালতি মল্লিকা চাঁপা বিছায়্যা শয়নে
মধুমাসে গোঙাইব মুদিত রাত্রিদিনে ।
মোহন মধুমাসে মোহন মধুমাসে
মদনমন্দিরে বেশ মদন-আওআসে ।

সুশীলার বিনয় শুনিঞা সদাগর
হেট মুখে শ্রীয়পতি দিলেন উত্তর ।
সর্ব উপভোগ মোর মায়ের চরণ
বারমাসী গিত গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩০৫

না লাগিল সুশীলার মোহন-প্রবন্ধ
স্বামীর গমনে তার মনে লাগে ধন্দ ।
অতি ক্ষেপ সদাগরে নাহি করে ভূষা
সিংহলেতে শ্রীয়পতি যাত্রা করে উষা ।

সুশীলার খসিয়া পড়ে গায়ের অলঙ্কার
নয়নে গলয়ে জেন কালিন্দীর ধার ।
স্বামীর গমনে রামা পরম আকুলি
মায়ে বার্ত্তা দিতে জায়ে নাহি বান্ধে চুলি ।
গদগদ ভাষে কহে পতির গমন
শুন্যা পাটরানি হইল বিরসবদন ।
জামাতা রাখিতে রানি উপায় চিন্তিয়া
সেয়ানি নামেতে চেড়ি[১] আনে ডাক দিয়া ।
প্রসাদ করিয়া রানি তারে দিলা পান
নিযুক্ত করিল জাইতে জামাতার স্থান ।
আমার বচনে তুমি কহ গিয়া কথা
সিংহল ছাড়িয়া জেন না জায় জামাতা ।
দাসী জায় লঘুগতি দাসী জায় লঘুগতি
জেখানে বসিয়া আছে সাধু শ্রীয়পতি ।
করে ধরি আওলা সুগন্ধি তৈল-বাটী
সাধু বিদ্যমানে আইল পাটরানির চেটি ।
সাধুর নিকটে [চেটি] বলে সবিনয়
ঘরে হৈতে বাহির না হবে দিন নয় ।
সুন রাজার জামাতা শুন রাজার জামাতা
পরিচয় দিল সুশীলার উপমাতা ।
যাত্রা করিয়াছি আমি জাইতে উজবনি
বাহীর হবার কি দোষ কহিলে সে জানি ।
আর কী বিলম্ব দেখ চড়ি গিয়া নায়ে
শাশুড়ির ঠাঞি ঝাট করহ বিদায় ।
আমি জাই নিজ ধাম আমি জাই নিজ ধাম
সাযুড়িরে ঝাট গিয়া জানাহ প্রণাম ।
সালবাহন-কুলে সাধু আছে পরম্পরা
বিভ্যা কর‍্যা নয় দিন নাহী লয় থরা ।
না করিবে নয় দিন ভানু-দরশন
জতনে পালিহ পাটরানির বচন ।
ঝাট চল বাসঘরে ঝাট চল বাসঘরে[১]
যুবরাজ আস্যা পাছে অপমান করে
পরম্পর আছে মোর কুলের নিয়ম
ভানু-দরশন বিনু না করি ভোজন ।

আছয়ে নিয়ম যদি ভানু-দরশন
সাযুড়ি তোমার কীছু করে নিবেদন ।
মোর কুলে পরম্পর আছে এ আচার[২]
বিভা কর‍্যা এক মাস নহে নদী পার ।
যদি করহ ত্বরা রায় যদি কর ত্বরা[৩]
এক বৎসর বই পার হইবে মগরা ।
মণিমুক্তা প্রবাল দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ
চামর চন্দন হিরা মাণিকের রঙ্ক ।
পিতাপুত্রে নরপতি পাঠাইল সিংহল
বিলম্ব দেখিয়া রাজা যদি করে বল ।
যদি কি করি নিয়ম যদি কি করি নিয়ম[৩]
গুণে কল্পতরু রাজা দোষে হয় যম ।
অনুমতি রাখ জামাই হইয়া প্রবোধ
বিক্রমকেশরি রায় না করিব ক্রোধ ।
রাজবোলে বিলম্ব করিব দুই মাস
বিলম্ব হইলে রাজা করে সর্বনাশ ।
নৃপতি পাঠাইল শঙ্খ আনিতে চন্দন
হইল নিয়মভঙ্গ সঙ্কট জীবন ।
আছে দৈবের প্রহার আছে দৈবের প্রহার
মিছা বোলে দুঃখ এথা পাইল আপার ।
বাট্যা দিব রাজ্য রাজা দ্বিগুণ-প্রমাণ
পুনু সুশীলা তোমারে দিব দান ।
অল্প বয়েসে জামাঞি হইয়াছ ঢেটা
শ্বশুরের ছলে দিতে পার কত খোঁটা ।
ইবে জানিলাঙ নিশ্চয় ইবে জানিলাঙ নিশ্চয়
জামাতা ভাগিনা কভু আপনার নয় ।
কথার প্রবন্ধে আমরা বটী ঢাট
সিংহলে সজ্জন নাহী সবগুলা খাঁট ।
শুন বড় রানি শুন বড় রানি
তবে প্রাণ পাই যদি জাই উজবনি ।
চেড়ি সঙ্গে সাধু শ্রীয়পতি জত ভনে
কপাটের আহড়ে থাকি রানি সব শুনে ।
রচিয়া মধুর পদে একপদি ছন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ ॥

৫০৬

না লাগিল পাটরানির মোহন-প্রবন্ধ
জামাতার গমনে লাগিল মনে ধন্দ।
সত্বরে চলিল রাণি নৃপ সন্নিধানে
সম্ভ্রমে নৃপতি গেলা জামাতার স্থানে।
বৃদ্ধ শ্বশুরের বাপু পুয় অভিলাষ
বিলম্ব না কর যদি রহ চারি মাস।
এতেক বচন যদি কহিলা নৃপতি
শ্রীপতি বলেন তাঁরে করিয়া প্রণতি।
জননি স্মঙরি হইল মন উচ্চাটন
নিরোধ না কর রায় ছাড়িব পাটন।
রহিবারে সিংহলে বলেন নৃপবর
অনুমতি তাহাকে না দেয় সদাগর।
পণ্ডপাত্র সনে রাজা করিয়া বিচার
ধনপতি দত্তের করিল পুরস্কার।
রথ তুরঙ্গম দিল ঝারি খুরি দোলা
চন্দন-চৌখুরি দিল রত্ন-কণ্ঠমালা।
ধনপতি দত্তে কিছু নিবেদয়ে রায়
চণ্ডিকামঙ্গল কবিকঙ্কণ গায়॥

৫০৭

কান্দে রাজা সালবান মোহে হয়্যা অজ্ঞান
বেহাইর ধরিয়া চরণ
জুড়িয়া উভয় পাণি বলে সবিনয় বাণী
সুশীলা করিয়া সমর্পণ।
বিধাতা করিল হট পাইলে অন্নের কষ্ট
তৈল বিনু কেশ হইল জটা
দুঃখ পাইলে বহুকাল মরমে রহিল সাল
সুশীলা ঝিয়ের থুইল খোঁটা।
দ্বাদশবৎসর বন্দি তোমা কৈল নিরানন্দি
ইবে গুনি হৃদয়ে বিষাদ
[বেহাই হইবে তুমি কেমনে জানিব আমি
না করিতাম এত পরমাদ।][1]
তুমি বন্দি উপবাসী আমি ভোগে অভিলাষী
কেবল করিল বিষপান
তুমি শিবপরায়ণ তোমার অনেক গুণ
না করিহ মোরে অভিমান।
হইয়া তুমি নিরাতঙ্ক চামর চন্দন শঙ্খ
জত ইচ্ছা ভরা দেহ নায়ে
লিখন আছিল ভালে দুঃখ পাইলে বন্দিশালে
না কহিহ নৃপতিসভাএ।
সুনিঞা রাজার কথা তেজে সাধু দুঃখ-বেথা
সবিনয়ে বলেন বচন
উমাপদহৃতচিত রচিল নুতন গীত
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৫০৮

রাজায় করিয়া নুতি বলে সাধু ধনপতি
তোমার নাহীক অপরাধ
বশ নহে নিজ লোক এই হেতু পাইল শোক
কারাগারে হইল অবসাদ।
দ্বাদশ বৎসর হইতে পূজা করি একচিত্তে
বংশে বংশে মৃত্তিকা-শঙ্কর
দারুণ আমার জায়া নিত্য পুজে মহামায়া
বামপথি হয়্যা সতন্তর।
সুরধুনি-জলগর্ভা অষ্ট তণ্ডুল দূর্বা
হেম-বারি [করে] আরাধন
শনি-মঙ্গলবারে পুজে নিত্য উপচারে
ছাগ মেষ দিয়া বলিদান।
যদি মোর জায় প্রাণ মহাদেব বিনু আন
দেবতার না করি অর্চন
হইয়া রামা অর্দ্ধাঙ্গ কৈল মোর ব্রতভঙ্গ
জায়া হয়্যা হইল অভাজন।

সেই মায়্যা দেবতা মোরে দিলেক বেথা
ডুবাইল মোর ছয় নায়
দেখা দিয়া হইল ঐরি কমলে কামিনী করী
পরাজয়ী তোমার সভায় ।
সাধিতে মুক্তির পন্থা নাহী কইল জীব হিংসা
শুনি প্রভঞ্জন-উপাখ্যান
সাধুর বচন শুনি নরপতি মনে গুণি
পুরুষ্কারে করিল সম্মান ।
ধন্য রাজা রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
পণ্ডিত রসিক সুজান
হইয়া তার সভাসদ রচিল মধুর পদ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৫০৯

রাম রাম স্মঙরমে পোহাইল রাতি
শয্যা তেজি প্রভাতে উঠিলা নরপতি ।
শয্যাতোলা কড়ি মাগে পরিহাসী-জন
সাধু আজ্ঞা কৈল দিতে পঞ্চাশ কাহন ।
মাথায় মুকুট তথা বসিল দম্পতি
কৌতুকে জৌতুক দেই জতেক যুবতী ।
কনক রতন হীরা মানিকের ভূষণ
কৌতুকে জৌতুক দেই জত বন্ধুগণ ।
পাটনের লোকে দিল হেমময় হার[1]
চরণে নুপুর কেহ দেন সুঝঙ্কার ।
নানাধনে জামাতারে কৈল পুরুস্কার
দিলেন দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ভারে ভার ।
চামর চন্দন দিল হিরা মুতি পলা
জামাতারে দিল কনকের কণ্ঠমালা ।
বিদায় করিয়া বরকন্যা চাপে নায়
পিতৃমাতৃপদে শিলা হইলা বিদায় ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

৫১০

সুশীলা করিয়া কোলে ভাসিয়া লোচনজলে
পাটরানি কান্দে উভরায়
ইন্দ্রাণী সমান কন্যা কারে দান দিল ধন্যা
কে তোমা বিদেশে লয়্যা জায় ।
বিদেশে রে ফাটে মোর বুক
পুসিয়া পালিয়া বালা কারে সাজ্যা দিল ডালা
আর না দেখিব চাঁদমুখ ।
আন্ধার-ঘরের দীপ জাবে ঝিয়ে আর দ্বীপ
লুপ্ত হইল দরশন
আমার দুরিত-কর্ম্ম এক দেহে পুনু জর্ম
বিধাতার দারুণ লিখন ।
খিতিতলে ঢালি গা কপালে হানিল ঘা
নাহী দেবী কেশপাশ বান্ধে
রানির ক্রন্দন সুনি জত পুরনিতম্বিনী
ধরণি লোটায়্যা সভে কান্দে ।
উপদেশ কহে লোক নিবারে রানির শোক
শুভক্ষণে শিলা চাপে নায়
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
সাধু হরিষে ঘর জায় ॥

৫১১

বাহ বাহ বল্যা ঘন ত্বরা হইল নায়
দুকূলের লোক সুশীলার মুখ চায় ।
কান্দে দুকূলের লোক সুশীলার মোহে
বসন ভিজিল তাঁর লোচনের লোহে ।
বায়ুবেগে ডিঙ্গা সব হয়্যা গেল দূর
বাহুড়িয়া আইল সভে আপনার পুর ।
পিতাপুত্রে উপনীত হইল কালিদহে
কালিদহ নিন্দিয়া ধনপতি কীছু কহে ।

জানিলাঙ তোমারে কপট কালিহ্রদ
বিবাদ সাধিলে মোর করাইলে বিপদ ।
কমল কুঞ্জর কান্তা দেখাইলে মোর
নৃপতিমন্দিরে বন্দি রাখিলে কারাগারে ।
অগস্ত্য মুনির যদি দরশন পাই
তাঁর পদযুগ সেবি তোমারে শুখাই ।
নিজ নিবেদন তাঁরে কহিল শ্রীপতি
ডিঙ্গা মেল্যা সদাগর চলে লঘুগতি ।
অনেক প্রবন্ধে হাদ্যাদহ হইল পার
সেতুবন্ধ দেখে সাধু লঙ্কার দুয়ার ।
পঞ্চজন্য দ্বীপখান সাধু কৈল বাম
শঙ্খদহে একদিন কৈল বিশ্রাম ।
চাঁন্দড় ইষের মূল নৌকাতে বাঁন্ধিয়া
বুদ্ধিবলে জায় সাধু সাঁপদহ বায়্যা ।
মন্দহরি দ্বীপখান সাধু কৈল বাম ভিতে
জোঁকদহ গিয়া ডিঙ্গা হইল উপনীতে ।
লহ লহ করে জোঁক জেন করিকর
চুনগুড়া পেল্যা তায় দিল কর্ণধার ।
বামভাগে বন্দনা করিয়া নীলাচলে
উত্তরিলা সদাগর সমুদ্রের কূলে ।
লোচন ভরিয়া সবে দেখে জগন্নাথ
প্রসাদ বেঞ্জন তথা কিন্যা খায় ভাত ।
কোথাহ রন্ধন ভোজন চিড়া খণ্ড দধি
দিবানিশি বাহে সাধু লবণজলধি ।
ঘন কেরআল পড়ে সুনি ঝটঝট
একদণ্ডে চলে তরি যোজনেক বাট ।
কূলে জল নাহী শুধু শুনি কুলকুল
দূরে হৈতে মাধবের দেখিল দেউল ।
নানাকাব্যকথায় মজিয়া গেল চিত[১]
সঙ্কেত-মাধবে ডিঙ্গা হইল উপনীত ।
কোথাহ রন্ধন কোথা চিড়া খণ্ড দধি
রাত্রিদিন চলে সাধু হইয়া একবুদ্ধি ।
পিতাপুত্রে উপনীত হইল মগরায়
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণ গায় ॥

৫১২

মগরা নিজ নীরে দেহ মোরে স্থান
স্মঙরণ করিলে তোমা তুমি মোরে হৈলে বামা
করিলে বিস্তর অপমান ।
ভাসিয়া তোমার জলে অন্যে জায় কুতূহলে
আমারে করিলে বিপরীত
নায়ের নফর জত সকলি করিলে হত
মজাইলে ছয় বুহিত ।
আমা জাইব গ্রাম শুনিঞা আমার নাম
আসিব সভার পরিজন
জে জনের মৈল স্বামী তারে কী বলিব আমী
কি বলিয়া রহাব রোদন ।
নানারঙ্গে গীতরসে আইলাঙ লাভের আশে
বিনাশ করিলে মোর মূল
বিদেশে মারিয়া পর সদাগর আইল ঘর
ঘোষণা রহিল বুকে শূল ।
কিবা লৈয়া ঘর জাই মৈল সোমদত্ত ভাই
এক নায়ে আঠার ভাগিনা
মৈল ছয় ভাই-পো তারে বড় মায়া মো[১]
বিধি দিল বিষম যন্ত্রণা ।
তুমি পুত্র চল ঘরে আমি প্রবেশিব নীরে
দুই মায়ে দেখ্য সমভাবে
শিবের করিয়া পূজা সম্ভাষ করিহ রাজা
তোমারে সকল ভার লাগে ।
বাপের শুনিঞা কথা শ্রীমন্তেরে লাগে ব্যথা
দুহাঁর লোচনে বহে জল
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
দ্বিজরাজ প্রকাশে মঙ্গল ॥

৫১৩

এমন বলিয়া সাধু করে আত্মঘাতী
মগরার জলে ঝাঁপ দিল ধনপতি ।

জেই ক্ষণে সদাগর ঝাঁপ দিল নীরে
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে শ্রীমন্তের শিরে।
মহামায়া গগনে হাসেন খলখল
চণ্ডীর কৃপায় হইল এক-আঁটু জল।
শ্রীমন্ত চিন্তিল তথা চণ্ডীর চরণ
বিষমসঙ্কটে মাতা করহ রক্ষণ।
মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার শরণ
দুর্বাসার সাঁপে মুক্ত হইল দেবগণ।
সুরলোকে সুস্থির করিলে সুররায়
প্রথমে সম্মান পাইলে ইন্দ্রের সভায়।
হৈলে গো নন্দের সুতা যশোদাজঠরে
তোমা দিয়া বসুদেব ভাণ্ডিল কংসেরে।
দেবহিত হেতু গো গোকুলে পরকাশ
কংস হৈতে কৃষ্ণের করিলে ভয় নাশ।
এতেক বিনয় যদি বলিল শ্রীপতি
অভিপ্রায়ে বুঝিয়া আইলা ভগবতী।
পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী করিয়া জুগতি
বরুণেরে ডাকিয়া বলিল ভগবতী।
চণ্ডী বিদ্যমানে আসি মাথে নিল পান
ধনপতি ছয় ডিঙ্গা দিল বিদ্যমান।
কাণ্ডার বাঙ্গাল ছিল মায়িক শয়নে
যোগনিদ্রা তেজি তারা পাইল চেতনে।
কাণ্ডার বাঙ্গাল বলে ধনপতি ভায়্যা
ঝড় বিষ্টি দূর হইল চল জাই বায়্যা।
নিজ বিবরণ তারে কহে ধনপতি
ডিঙ্গা মেল্যা সদাগর চলে লঘুগতি।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

৫১৪

দেশের হাব্যাসে ধনপতি
দিন হৈল কম্প কম্প কণ্টক সমান তল্প
তরণী ধাওয়ান লঘুগতি।
উপনীত মগরায় দিবানিশি ডিঙ্গা বায়
দূরপথ ক্ষণেকে নিয়ড়
বাজএ টমক সিঙ্গা বায়ুবেগে চলে ডিঙ্গা
উত্তরিলা সাধু হাথ্যাগড়।
কালিঘাটা মহাস্থান কলিকাতা কুচিনান[১]
দুইকূলে বেসাইয়া হাটে
ডানিবামে জত গ্রাম তার কত লব নাম
রন্ধন ভোজন হানু ঘাটে।
কোঁঙরনগর বাম আকনায় বিশ্রাম
উত্তরিলা সাধু নিমাঞী-তীর্থে
পাষাণে রচিত ঘাট দুকূলে যাত্রীর ঠাট
নানা দ্রব্য কিনে নানা রীতে।
ডানি বামে জত গ্রাম তার কত লব নাম
বায়ুবেগে পাইল ত্রিবিনী
বিশ্রাম করিয়া তথি স্নান করে ধনপতি
ডিঙ্গা ভরে নানা দ্রব্য কিনি।
বাহে ডিঙ্গা নিরন্তর ডানি ভাগে হালিশহর
বামে কোদালিয়া গুপ্তপাড়া
আম্বুয়া মল্লুক দিয়া সদাগর জায় বায়্যা
বাহ বাহ ঘন পড়ে সাড়া।
শান্তিপুর কথ দূর ডাহীনে নদ্যা পাড়পুর
বায়ুবেগে পাইল ইন্দ্রাণী
গাবর ভাট্যারি গায় অজয় বাহিয়া জায়
যোজনেক রহে উজবনি।
বুঝিয়া কার্যের তত্ত্ব বলে ধনপতি দত্ত
কর্ণধার চল নিজ পুরে
লহনা খুল্লনা জথা কহিবে সকল কথা
পুত্রবধূ উর্দ্ধানের তরে।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৫১৫

আদেশিল ধনপতি জাইতে কর্ণধারে
দণ্ডমাত্রে কর্ণধার আইল নিজ পুরে।
হাস্যমুখে কহে পুরে কল্যাণ-বারতা
আইল শ্রীপতি দত্ত উদ্ধারিয়া পিতা।
বেগে পাইল কর্ণধার সাধুর আওয়াস
নাহি জিজ্ঞাসিতে বার্তা কহে মন্দভাষ।
বায়ুবেগে ধায় বার্তা নগরে নগরে
নানা ধনে বন্ধুগণ তোষে কর্ণধারে।
অন্তঃপুর হইতে আইল লহনা খুল্লনা
বার্তা জিজ্ঞাসিয়া তার করিল মাননা।
খুল্লনা বলেন সুন সুন কর্ণধার
কত দূরে আইসে মোর শ্রীমন্ত কুমার।
শ্রীপতি তোমার পুত্র ভুবনে বিদিত
এখনে দেখিবে পুত্রবধূর সহিত।
শুভবার্তা পাইয়া রামা হইল আনন্দিতা
উঠানে খাটাইল্য পাট কথুবার কিতা[১]।
আরোপিল দধি-বিভূষিত পূর্ণঘট
রুপিল সফল তরু নৃত্ত করে নট।
দুবলা ডাকিয়া আনে আইয় শতজন
ডিঙ্গা মঙ্গলিতে রামা করিল গমন।
দূরে হইতে জননিরে দেখিল শ্রীপতি
সম্ভ্রমে আসিয়া পদে করিল প্রণতি।
সত্বরে আসিয়া রামা পুত্র কৈল কোলে
অভিষেক করাইল লোচনের জলে।
শতশত চুম্বন কৈল পুত্রবধূ-মুখে
ডিঙ্গা মঙ্গলীল রামা পরম কৌতুকে।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

৫১৬

ডিঙ্গা তেজি চাপে দোলা সঙ্গে রাজসুতা সিলা
অঙ্গে শোভে রতনভূষণ
বাজয়ে মঙ্গল-পড়া জগঝম্প সানি জোড়া
আগে পিছে বাজয়ে বাজন।
গায়নে মঙ্গলগীত গায়
উজানির জত লোক ঘুচিল সভার শোক
বরকন্যা দেখিবারে ধায়।
আন্দাইল কুন্তলভার না জানে পড়িল হার
একপদে আরোপী নূপুর
কাহার নূপুর হাতে খলিত বসন মাথে
কোন ধনী আইসে বহুদূর।
এককর্ণে অবতংস উপরে বসনভ্রংশ
নাহী জানে কুলবধূজন
ধায় কোন শশিমুখী কজ্জলিত এক আঁখি
কেহ পরি চঞ্চল বসন।
অবিরোধে কোন নারী বারি না হইতে পারি
অনিমিখে[১] দেখে সচকিত[২]
গবাক্ষে আরোপী নেত্র লোচনের পানপাত্র
বরকন্যা অঙ্গের বিজুত[৩]।
নগরের পড়ুয়া ভাই শ্রীমন্তের মুখ চাই
প্রেমাস্রে পুরিত বিলোচন
পুলকে পূর্ণিতকায় কেহ নাচে কেহ গায়
দেই জৌতুক নানা ধন।
প্রণমিঞা গুরুজন সাধু আইল নিকেতন
মাতা আইল সম্ভ্রমে উল্লিথিতে
শিরে দিয়া দুর্বাধান নিছিয়া পেলিল পান
শুভক্ষণে লইলা গৃহেতে।
পাছু ধনপতি দত্ত লয়্যা সিংহলের বিত্ত
বলদে শকটে আনে ঘরে
লহনা খুল্লনা তথা জিজ্ঞাসে স্বামীর কথা
নিজ পতি চিনিতে না পারে।
ধন্য রাজা রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
সুপণ্ডিত রসিক সুজান
হইয়া তার সভাসদ রচিল মধুর পদ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৫১৭

শুন গো শুন গো মা বাপার দৈবের ঘা
বিদেশের কব সব কথা
রোগ-শোক-দুঃখ-খণ্ডি পূজা না করিল চণ্ডী
তেঞি হইল পঞ্চম অবস্থা।
চণ্ডীর হয়্যাছে ক্রোধ এই হেতু পায়ে গোদ
গায়ে দাদু কেশ নাহী মাথে
অন্নকষ্টে গায়ে শির ত্রিসায় না পাইল নীর
এত দুঃখ ধরিয়া বিপথে।
বাপের উদ্দিশ আশে গেলাঙ সিংহল দেশে
বান্ধা গেনু শমনের পাশে
ভয়ঙ্কর সিন্ধুজলে গেলাঙ সঙ্কটস্থলে
কেবল তোমার উপদেশে।
স ম্ভাষিয়া মহীপালে কহিব উত্তরকালে
সিংহলের জত বিবরণ
যদি হয় পঞ্চমুখ তবে নিবেদিয়ে দুঃখ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৫১৮

শকটে আরপী শঙ্খ-চন্দনের ভরা
রাজসম্ভাষণে হইল শ্রীমন্তের ত্বরা।
ভার দশ দধি কলা চাঁপা মত্তমান
দোখণ্ড সরস গুয়া বিড়াবিন্ধা পান।
গছে বান্ধ্যা নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া
সগল্লাথ খান চারি খান দশ গড়া।
কিঙ্কর করিয়া দিল দোলাব সাজনী
আসে পাসে বান্ধ্যা দিল বিচিত্র দাপনি।
আসগাড়ু পাসগাড়ু সিয়রে মেচলা[1]
পাতনী পাত্যাছে তথি পামরি আঁচলা।
বিচিত্র দোলায় সদাগর হেলে গা
আসে পাসে পড়ে শ্বেত-চামরের বা।
জোগানিঞা[1] পাইক সাধুর ধরিল জোগান
ডানী বামে সিঙ্গা কাড়া টমক নিশান।
আগে পাছে নায়্যা পাইব বাঙ্গালি খেলায়
দণ্ডি মুহরি ভেরি নানা যন্ত্র বায়[2]।
রাজার সভায় সাধু হইল উপনীত
প্রণাম করিয়া ভেট এড়ে চারিভিত।
সভারে প্রণাম করে সাধু শ্রীয়পতি
সিংহলের বিবরণ জিজ্ঞাসে নৃপতি।
অঞ্জলি করিয়া সাধু করে নিবেদন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৫১৯

জিজ্ঞাসিল নরপতি সিংহলের কথা
বড় কার্য কৈলে তুমি উদ্ধাবিয়া পিতা।
বলে সাধু শ্রীপতি রাজার ইঙ্গিতে
দুই মাস বাইয়া জাই নৌকা-পথে।
জল বিনা বিশ্রাম করিতে নাহী স্থল
দিন-অবশেষে য়াজা পাইল সিংহল।
কালীদহ নামে তথা আছে এক হ্রদ
তথি ফুটে কমল কহ্লার[1] কোকনদ
কমলের দলে বসি পরমসুন্দরী
ক্ষেনে গ্রাস করে ক্ষেনে উগারয়ে করী।
জাগরণে সপনপ্রকার অপরূপ
প্রতিজ্ঞা করিল আমী সিংহলের ভূপ।
প্রতিজ্ঞাতে পরাজয়ী রাজা নিল ধন
মসানে কোটাল নিল বধিতে জীবন।
বিষম সঙ্কটে পূজা কৈল ভগবতী
চণ্ডিকা উরিলা হয়্যা ব্রাহ্মণী জরতী।
আমা ভিক্ষা কৈল চণ্ডী না দিল কোটাল
এইহেতু চণ্ডী রণ কৈল অবিশাল।
পরাজয়ী[2] কৈল রাজা কন্যা অঙ্গীকার
বন্দি দান লৈয়া কৈল পিতার উদ্ধার।

কন্যা বিভা দিল রাজা হরষিত হয়্যা
বিদায় হইয়া আইনু নৌকা বাহিয়া ।
এতেক বচন যদি বলিল শ্রীপতি
খলখল হাসে তথা পাত্র দাশরথি ।
রাম ওঝার পুত্র নাম দামুদর
উজানিতে পদবী আচার্যরত্নাকর ।
ডাক্যা বলে এই কথা কোথাহ না সুনি
মনুষ্যের তরে রণ করিলা ভবানী ।
আছিল রাজার পাত্র নাম ফুটভাষি
শ্রীমন্তের বোলে তার উবজিল হাসি ।
বিরিঞ্চি মরীচি প্রজাপতি পুরন্দর
ধ্যানে চরণ জার না পায় অন্তর ।
সদা করি বুলে বেটা পাটনে পাটনে
ইহারে চণ্ডিকা দেখা দিল কোন গুণে ।
হাসে জত লোক মুখে আরোপি বসন
শ্রীমন্তের বোলে না পাত্যায় কোনজন ।
ফুটভাষী পাত্র বলে সুনহ গোসাঞি
বিদেশে চণ্ডীর কৃপা দেশে কেন নাঞি ।
শ্রীমন্তে চণ্ডীর কৃপা দেখি সর্বজন
এথা যদি দেখি কঞ্জে কামিনী-বারণ
নরপতি বলে সুন পাত্র দাশরথি
এই যদি সত্য তবে দিব জয়াবতী ।
রাজা সাধু দুহেঁ কৈল প্রতিজ্ঞা-পূরণ
মসিপত্রে লিখন করিল সভাজন ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৫২০

ক্রোধিত হইল রাজা সাধুর বচনে
মিথ্যা কথা কহে বেটা মোর বিদ্যমানে ।
উত্তর মসানে বলি দেহ শ্রীয়পতি
নহে কমল-কামিনী-গজ দেখাকু সম্প্রতি ।
একে কোটালিয়া তাহে রাজ-আজ্ঞা পায়
হাথে ধরি সদাগরে সভা হইতে লয় ।
ঢেকা মারি লয়্যা জায় বধিতে মসানে
সাধু বলে নরপতি ক্রোধ অকারণে ।
তোমার ভরসা করি বিদেশেরে জাই
মোর দৈব-দোষে হে তোমার কৃপা নাঞি ।
শ্রীমন্ত চিন্তিল রক্ষা কর মহামায়া
উজানিরে আসিয়া আমারে কর দয়া ।
বিক্রমকেসরি হইল সিংহলের রাজা
উজানিতে আসিয়া লহ না মোর পূজা ।
তোমা বিনে আমার নাহীক প্রতিকার
সেবক বলিয়া মাতা করহ উদ্ধার ।
দুর্বাসার সাপে দুঃখী হইল সুরপতি
শোল উপচার দিয়া পূজিল পার্বতী ।
সুরলোকে সুস্থির করিলে সুররায়
প্রথমে সম্মান পাইলে ইন্দ্রের সভায় ।
রাবণের বধ হেতু মিলিয়া দেবতা
অকালে বোধন কৈল আসিয়া বিধাতা ।
শোড় উপচারে তোমা পুজি রঘুনাথ
তবে রাবণের কৈল সবংশে নিপাত ।
হৈল মধুকৈটভ হরির কর্ণমূলে
ব্রহ্মারে হানিতে জায় নিজ বাহুবলে ।
নাভিপদ্মে বিধাতা পুজিল ভগবতী
দুই অসুরের বধে কৃষ্ণে দিলে মতি ।
শ্রীমন্তের এত স্তুতি সুনিঞা পার্বতী
শ্রুতিমাত্রে উরিলা গগনে ভগবতী ।
আপনি করিল মায়া হরের বনিতা
চৌসট্টি জুগিনী হইল কমলের পাতা ।
অমলা কমল হৈল পদ্মা করিবর
হাসিতে লাগিল শতদলের উপর ।
চণ্ডিকাচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

৫২১

মায়াময় হইল নদ তথি বহে কালিহ্রদ
দুকূল হানিয়া বহে জল
কমল কুঞ্জর তায় চঞ্চল দক্ষিণা বায়
অলিকুল করে কোলাহল।
দেখে রাজা কালিদহের জলে
ভুবনমোহন নারী গিলিয়া উগারে করি
অধিষ্ঠান করিয়া কমলে।
কনককমল-রুচী স্বাহা স্বধা কিবা শচী
মদনমঞ্জরী কলাবতী
সরস্বতী কিবা রমা চিত্রলেখা তিলোত্তমা
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী।
কলাপী জিনিঞা কেশ ভুবনমোহন বেশ
পায়ে শোভে কনকনুপুর
প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দুর-ফোঁটা
রবির কিরণ করে দূর।
বালা অতি কৃশোদরী ভার দুই কুচগিরি
নিবিড় নিতম্ব[১] অতিভার
বদন ইসত মেলে কুঞ্জর উগারি গিলে
জাগরণে স্বপনপ্রকার।
রামা ইসত হাসে গগনমণ্ডল ভাসে
দন্তপংক্তি বিদিত বিজুলি
বদনকমল-গন্ধে পবিহরি মকরন্দে
কত কত শত ধায় অলি।
মণিময় হার ছলে কিবা সে উহার গলে
স্থির হৈয়া সৌদামিনী বৈসে
নিরুপামা পরকাশ মন্দমধুর হাস
ভঙ্গি নব শিখিবায় আশে।
পদ্মপত্রে করি ভর গিলে রামা করিবর
দেখি রাজা হইল চমৎকার[২]
পাত্র মিত্র পুরোহিত সভে হৈলা চমকিত
শ্রীমন্তে করিল নমস্কার।
হয়্যা রাজা সবিনয় মাগ্যা নিল পরাজয়
কুঠারি বন্ধন করি গলে
চণ্ডিকার সুচরিত মুকুন্দ রচিল গীত
ব্রাহ্মণরাজার কুতূহলে॥

৫২২

নৃপতি পুণ্যবান জয়াবতী দিতে দান
করিল শুভক্ষণ বেলা
আরোপী হেমকুম্ভ করিল কর্মারম্ভ
তুরিতে বান্ধিল ছান্দলা।
নৃপতির অভিলাষ কন্যার অধিবাস
করেন বেদের বিধানে
কপালে জুড়ি ফোঁটা চৌদিগে দ্বিজঘটা
সঘনে বেদ উচ্চ গানে
জয়া রূপবতী হরিদ্রাজুত ধুতি
পরিয়া বসিল আসনে।
জতেক বিপ্রমুনি করিল বেদধ্বনি
কন্যার গন্ধাধিবাসনে।
মহী গন্ধ শিলা দুর্বা পুষ্পমালা
ধান্য ফল ঘৃত দধি
স্বস্তিক সিন্দুর কজ্জল কর্পূর
শঙ্খ দিল যথাবিধি।
বান্ধিল করে সূত্র প্রশস্ত দীপপাত্র
মস্তকে করিল বন্দনা
সুবর্ণ সিথি শিরে অঙ্গুরি দিয়া করে
আশীষ করিল যোজনা।
রজত দর্পণ তায় গোরোচনা
সিদ্ধার্থ চামর পরমানে
মোদক দিয়া লাজ পুজিল চেদিরাজ
কন্যার গন্ধাধিবাসনে।
নৈবিদ্য দিয়া ভুরি মাতৃকা পূজা করি
দিলেন বসুধারা দান

বসুর পূজা আদি করিল যথাবিধি
নান্দিমুখের বিধান।
কাখেতে হেম-ঝারি রাজার সুন্দরী
জল সহে ঘরে ঘরে
শতেক আইয় মিলি দেই হুলাহুলি
মঙ্গলসূত্র বান্ধে করে[১]।
অধিবাস আদি শ্রীমন্ত যথাবিধি
করিল বেদের বিধানে
রচিয়া নানাছন্দ পাঁচালি প্রবন্ধ
সুকবি মুকুন্দ ভনে॥

৫২৩

রাজা করে কন্যাদান বিপ্রগণে বেদগান
গায় নাচে রঙ্গে বিদ্যাধরী
সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি পটুহ দুন্দভি বেনি
আনন্দিত নৃপতির পুরী।
পাটে চড়ে রূপবতী প্রদক্ষিণ করি পতি
শুভমুখে দুইজনে ছামনী
দিলেন পতির গলে আপনার কণ্ঠমালে
রামাগণে দিল জয়ধ্বনি।
অভয়ার প্রীতফলে করে কুশে গঙ্গাজলে
রাজা করে কন্যাসম্প্রদান
শয্যা ঝারি ধেনু থালা কলধৌত কণ্ঠমালা
দিয়া কৈল জামাতার মান।
বাজয়ে মঙ্গল-পড়া দ্বিজে বাঁন্ধে গ্রন্থচুড়া
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী
বন্দিয়া রোহিণী-সোম লাজ-হোমি কৈল হোম
দুহে কৈল অনলে প্রণতি।
দম্পত্য প্রবেশি ঘরে খির খণ্ড ভোগ করে
রাত্রি গেল কুসুমশয্যায়
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
হৈমবতী জাহার সহায়॥

৫২৪

রামরাম স্মঙরণে পোহাইল নিশা
কোকিল পঞ্চম গায় রবির প্রকাশা।
নিত্যানিয়মিত কর্ম করি সমাপন
শ্বশুরচরণে সাধু বিদায় মাগেন।
মাথায় মকুট দিয়া বসিলা দম্পতি
কৌতুকে জৌতুক দেই জতেক যুবতী।
মৃদঙ্গ মঙ্গল-পড়া বাজে জোড়া শঙ্খ
টমক খমক বেনী বাজে জগঝম্প।
গড়ায়্যা আন্যাছে কেহ রজত কাঞ্চন
কৌতুকে জৌতুক দেই জতেক বন্ধুগণ।
কেহ নেত কেহ শ্বেত কেহ পাট সাড়ি
চন্দন কুসুম দুর্বা বাটাভরা কড়ি।
বিদায় করিয়া বরকন্যা চাপে দোলা
পঞ্চরত্ন দিল হাথে রাজার মহিলা।
রাজপথে জায় সাধু নগরে নগর
ধনপতি লয়্যা কিছু শুনিব উত্তর।

ধ্যানে ধনপতি পূজে মৃত্তিকা-শঙ্কর
চণ্ডিকা রহিলা তার অর্দ্ধকলেবর।
ডানি ভাগে সিংহ রহে বাম ভাগে বৃষ
পিঠে বাম ভাগে চণ্ডী দক্ষিণে মহেশ।
অর্দ্ধ ফোঁটা হরিতাল অর্দ্ধেক সিন্দুর
দক্ষিণের কর্ণে অহি বামে কর্ণপুর।
বাম হাথে চুড়ি সবো ভুজঙ্গবলয়
কেবল বলিতে হর ধ্যানে নাহী রয়।
অর্দ্ধনারীশ্বর[১] বিনা না রহে ধেয়ান
বিপরীত দেখি সাধু করে অনুমান।
দুইজনে একতনু মহেশ-পার্বতী
না জানিয়া এত দুঃখ পাইল মূঢ়মতি।
চর্মচক্ষে আমি তোমা নাহী চিনি মা
এই হেতু আমার ডুবাইলে সাত না।
অভাগিয়া তোমার হয়্যাছে প্রতিদ্বান্দ্ব
এই হেতু দ্বাদশ বৎসর ছিনু বন্দি।

দোষ ক্ষমা করি মাতা লহ পুষ্পজল
অন্তকালে চরণকমলে দিহ স্থল।
পূজা সাঙ্গ করি সাধু দিল বিসর্জন
শুভক্ষণে বরকন্যা আইল নিকেতন।
উলূর্থানের ডালী করে করিয়া খুল্লনা
জয় দিয়া পুত্রবধূ করিল অর্চনা।
স্বামীরে সুশীলা কীছু করে অভিমান
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণ গান॥

বলি প্রভু শুন কাম অন্তরে নহীবে বাম
সাজন করিয়া দেহ নায়।
সিলা ভাসে শোকানলে শ্রীমন্ত করুণে বলে
না বলিহ আর মিথ্যাভাষী
রাজা কারে কন্যাদান আমি কি সাধিব মান
সত্য নহে জয়া তব দাসী।
আনি ভৃঙ্গারের বারি পাখালে খুল্লনা নারী
প্রেমবতী বধূর বদন
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্দ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৫২৫

কান্দে সিলা রাজার নন্দিনী
আকুল কুন্তলভার না জানে পড়িল হার
স্বামীরে গঞ্জিয়া বলে বাণী।
জন্ম হইল সুখস্থলে ছিনু মা-বাপের কোলে
নাহী জানি দুঃখের বারতা
প্রথম বয়সে দুঃখ ধরণ না জায় বুক
কোন দোষে দিলে মোরে সতা।
ভাই বন্ধু মাতা পিতা জেবা মোর আছে যথা
সব ছাড়ি গোড়াইলাঙ তোমারে
আমি জত কৈল ক্ষেম তুমি দূর কৈলে প্রেম
দুই কুল নহীল সিলারে।
তোমার জতেক ভাষ কেবল বাগুরা-ফাঁস[১]
ঘাটী আহিড়ীর জেন রিত
হাম মৃগী ক্ষীণবলা না বুঝি তোমার ছলা
জত বৈলে সব বিপরীত।
অসাধুর বোল কিবা কেবল কূর্মের গ্রীবা
প্রবেশয়ে ভিতরে বাহীরে
সুকৃতির জত বদ[২] জেমত কুঞ্জরের রদ[৩]
মদ্‌গুরে না প্রবেশে অন্তরে।
চিরকাল থাক জিয়া আর কর সাত বিভা
সিলা মাগে সিংহলে বিদায়

৫২৬

মাথায় চণ্ডীর বারি নাচয়ে খুল্লনা নারী
নানা ধন বিলায় ভাণ্ডারে
মৃদঙ্গ মঙ্গল-পড়া শঙ্খ বাজে জোড়া জোড়া
ঘন দেই জয় জয়কারে[১]।
দুই জায়া দুই পাশে শ্রীমন্ত বসিল বাসে
জৌতুক দেই বন্ধুজন
বসন কাঞ্চন হার দিয়া কৈল ব্যেবহার
কেহ দেই রতনভূষণ।
হিরা নিলা মুতী পলা ভরিয়া কনকথালা
চন্দন কুসুম দূর্বা ধান
জরতী ব্রাহ্মণীবেশে উরিলা সাধুর বাসে
চণ্ডিকা আইলা দিতে দান।
চতুর সাধুর বালা বুঝিয়া চণ্ডির ছলা
দণ্ডবৎ হইলা চরণে
মায়েরে কহিলা বাণী এই রূপে ঠাকুরানি
মোরে রক্ষা করিল মশানে।
সুনিএগ পুত্রের কথা খুল্লনা পুলকযুতা
বসাইল কনক-আসনে
দিল রামা হাথ-সান ধনপতি ভেজে মান
দণ্ডবত পড়িল চরণে।

স্মঙরিয়া পূর্ব দুঃখ কৈল চণ্ডী হেটমুখ
সাধুরে গঞ্জিয়া বলে বাণী
তুমি পুরুষের রাজা শক্তির করিবে পূজা
কেবা তোর ঘরে খাব পানি।
দেখিয়া চণ্ডীর রোষ করিতে তাঁহার তোষ
মায়ে পোয়ে পড়ে পদতলে
এই সাধু মূঢ়সীমা যদি নাহী কর ক্ষেমা
মায়ে পোয়ে কাতি দিব গলে।
তোমার কিঙ্করী আমি কুমতি আমার স্বামী
সুমতিকুমতিরূপা তুমি।
কুমতি সুমতি জত তোমার মায়ার পথ
দূর কর সে সকল ভূমি।
খুল্লনার ভয় হরি কৃপা করি মাহেশ্বরী
সিন্দুর কজ্জল দিল দান
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
নায়েকেরে করহ কল্যাণ ॥

৫২৭

লাজ খণ্ড্যা কহি মাতা আপন মরম
তুমি কী না জান মাতা সতীর ধরম।
সতী মানে পতি নারায়ণ সমতুল
পরের পুরুষ জেন সিমুলের ফুল।
রুগী জার পতি তরে রূপে কাজ কিবা
তাহা হইতে ভালে জিয়ে বনিতা বিধবা।
পূর্ব্বস্বামী ছিল মোর হেমকলেবর
ইবে কাছে সুইতে নারি অঙ্গে পালি জর।
কহিতে কহিতে রামা দৃষ্টে ভাসে জলে
কৃপাময়ী অভয়া খুল্লনা কৈল কোলে।
খুল্লনারে কৃপাময়ী সদয়হৃদয়া
কিঙ্করী সম্বন্ধে সদাগরে কৈল দয়া।
জেইক্ষণে সদাগরে নিবারিল ক্রোধ
সেইক্ষণে পদযুগে ঘুচে তার গোদ।
সদাগরে কৃপা দৃষ্টি হইলা ভবানী
সেইক্ষণে ঘুচে তার লোচনের ছানি।
হাসিয়া অভয়া চাহিলেন কৃপাদৃষ্টে
সেইক্ষণে কুব্জ তার ঘুচাইল পৃষ্টে।
চণ্ডিকার পদধূলি গায়ে মাখে সাধু
ততক্ষণে ঘুচিল গায়ের হাথ্যা দাদু।
সদাগরে ভগবতী কৃপাবলোকন
ধনপতি হইল জেন অভিন্নমদন।
খুল্লনারে ভগবতী সদয়হৃদয়া
কর গো করুণাময়ী শিবরামে দয়া ॥

৫২৮

শ্রবণমঙ্গল কথা দেবীর পূজার গাথা
বিপদে পরম প্রতিকার
এই ব্রত-ইতিহাস সুনিলে কলুষনাশ
কলিকালে হইল প্রচার।
নাহী ছিল ত্রিভুবন ছিলা একা নারায়ণ
অন্ধকার পারে ভগবান
তাঁর পাইয়া কৃপাদৃষ্টি করিল ভুবন সৃষ্টি
এই হেতু হইল নির্মাণ।
পাষণ্ডকুলের পক্ষ বিরিঞ্চিতনয় দক্ষ
তাঁর আমি হইলাঙ দুহিতা
তথা নাম হইল সতী বিভা কৈল পশুপতি
সুরলোকে হইলাঙ মোহিতা।
পিতৃমুখে পতিকুৎসা শুনিঞা তেজিনু ইচ্ছা
পিতৃকুলে বিপদদায়িনী
তেজিলাঙ সেই অঙ্গ কৈল্য তার মখ ভঙ্গ
দক্ষযজ্ঞবিনাশ-কারিণী।
মেনকা-উদরে জাতা হইলাঙ শিখরিসুতা
তপস্যা করিল শিবহেতু
মোর বিবাহের তরে ইন্দ্র পাঠাইল স্মরে
হর-কোপে মৈল মীনকেতু।

কংসনদীর কূলে তমালতরুর মূলে
বিশ্বকর্ম্মে দেহারা নির্ম্মাণ
হইয়া অলক্ষিত রূপে স্বপ্ন কহিয়া ভূপে
পূজা নিল নৃপতির স্থান।
পূজা লয়্যা জাই বাস পশু কৈল আর্দ্দাস
তার পূজা লইল বিজুবনে
পশুর লইয়া পূজা সিংহেরে করিল রাজা
স্থাপিলাঙ দণ্ডক-কাননে।
বাসব পুজয়ে হর ফুল জোগায় নীলাম্বর
সাঁপে জন্ম ব্যাধের ভবনে
নাম থুইল কালকেতু দিনের সম্বল হেতু
প্রতিদিন বধে পশুগণে।
পশুর রোদন শুনি নানাবিধি কাকুবাণী
অভয় দিলাঙ সেই বনে
আপনী গোধিকা বেশে অবতরি বনদেশে
মহাবীরে দিল দরশনে।
আমি আসি দিতে বর দারিদ্র বীরের ঘর
কোপে বান্ধি থুইল চারি পদে
ধরি আমি নিজরূপ বন্ধন করিল লোপ
খণ্ডাইল বীরের আপদে।
মোরে সত্যে দিয়া মন কাটাইল্য গহনবন
বসাইল নগর গুজরাট
নগর চাতর মাঠে নাটগীত গুজরাটে
চৌরাশী বাজার গোলাহাট।
বন্দী কৈল ক্ষিতিপাল শাঁপান্ত হবার কাল
স্বপ্ন কহিয়া নৃপবরে
বসাইল্য নৃপতি পাটে পুনু রাজা গুজুরাটে
আমা পুজি গেলা সুবপুরে।
ইন্দ্রের নৃত্যকী বালা দেবকন্যা রত্নমালা
তালভঙ্গে লইলাম খিতি
কৈল তোরে উপধাম খুল্লনা থুইল নাম
মাতা রম্ভা বাপ লক্ষপতি।
দ্বাদশ বৎসর বেলা সখা সনে করি মেলা
পায়রা উড়ায়ে ধনপতি
সয়চানে দিলে হানা নিজ গৃহে পথ-কানা
তোমার অঞ্চলে কৈল স্থিতি।
তোরে দেখি ধনপতি বিবাহের কৈল মতি
সম্বন্ধ করিল বিচারিয়া
দ্বিজ আসি উজবনী , কহিল সকল বাণী
ধনপতি কৈল তোমা বিয়া।
রাজা পাইল শারি-শুয়া পঞ্জর আনিতে গুয়া
সাধু গেলা গৌড় পাটনে
ছাগল রাখিলে বনে অসন্তোষ পায়্যা মনে
সাধু আনি দিল নিকেতনে।
ছলিয়া আনিল স্বর্গে জন্মাইল তোমা গর্ভে
মালাধর ইন্দ্রের নন্দন
ছাগল রাখাইল্য তোরে জ্ঞাতিবন্ধু ছলে ধরে
পরিখায় রাখিল তখন।
নাহী লয়ে নিমন্ত্রণ সাধু অসন্তোষ-মন
তুমি মোরে কৈলে স্বঙরণে
মোর সনে করি হট চরণে লঙ্ঘিয়া ঘট
তোমা দেখি কৈল পরিত্রাণে।
সিংহলে চলিল পতি নহ স্ফুট গর্ভবতী
শুনি সাধু দিল নিদর্শন
দৈবদোষে ধনপতি মোর ঘটে মাইল লাথি
তোমা দেখ্যা দিল জিউ দান।
উপনীত মগরায় ঝড়বৃষ্টি সাত নায়ে
বিপদে করিল অব্যাহতি
কালীদহে অবতরি কমলে কামিনী করী
দেখিলেক সাধু ধনপতি।
গিয়া সাধু রাজধানী কহিল কৈতববাণী
রাজা সনে আসি কালিদহে
না দেখি কমলবন নৃপতি ক্রোধিত মন
বন্দী কর্যা রাখে কারাগৃহে।
কেবল আমার ক্রীড়া নাহী কৈল প্রাণপীড়া
দ্বাদশ বৎসর দিল দুঃখ
শুদ্ধভাবে দিল বর কোলে হইল বংশধর
দেখিলে পুত্রের চাঁদমুখ।

নাম হইল শ্রীয়পতি   পড়িল অনেক পুথি
মদনসুন্দর গুণধর
গুরু সনে কৈল কলি   গুরু তারে দিল গালি
জায়ুয়া বলিয়া রত্নাকর ।
বাপের উদ্দিশে আশে   চলিল সিংহল দেশে
ভরা দিয়া সাত তরিবরে
কালীদহে উপনীত   হয়্যা দেখে বিপরীত
কামিনী গিলয়ে করিবরে ।
গেল সাধু রাজধানী   করিল প্রতিজ্ঞাবাণী
রাজা সনে আসি কালিদহে
না দেখি কমলবন   নৃপতি ক্রোধিতমন
হানিবারে কোটালেরে কহে ।
ছিরা কৈল স্মঙরণ   আমি আসি ততক্ষণ
তোমার পুত্রের কৈল রক্ষা
রাজার সইন্য দলে   চৌসট্টি জুগিনী মেলে
যুদ্ধ কৈল তোমা ঝিয়ে দেখ্যা ।
তোরে দিতে বর মাগ্যা   ধনপতি বন্দি নাগ্যা
পিতাপুত্রে হইল পরিচয়
ত্রিভুবনে একধন্যা   বিভা দিল রাজকন্যা
নানাধন ডিঙ্গার সঞ্চয় ।
উপনীত মগরায়   তুল্যা দিল ছয় নায়
আন্যা দিল পুত্রবধূ পতি
শুন গো বান্যায় ঝি   অবশেষ আছে কি
কন্যা দিল বিক্রমভূপতি ।
অষ্টমঙ্গলা সায়   শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
অমর সাগর মুনিবরে[২]
চারিপ্রহর রাতি   জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি
গায়েন প্রসাদের আদরে ॥

৫২৯

নারদি পুরাণ-মত   কলির চরিত্র জত
শুন ঝিয়ে খুল্লনা সুন্দরী
তুমি গো পরম শুচি   তেজ মহিভোগরুচি
অবিলম্বে চল সুরপুরী ।
মহাঘোর কলিকাল   নিচ হব মহীপাল
সর্বভোগে নিচের সাধন
সঙ্গদোষে পাবে দুঃখ   লোক ধর্মে পরাঙ্মুখ
কলিযুগে বেদের নিন্দন ।
অন্ধ আদি[১] জত জন   রাজধর্মে পরায়ণ[২]
সন্তাষ ছাড়িব সর্বজন
কৃতঘ্ন হইব নর   পরপীড়া নিরন্তর
বেদনিন্দা করিব ব্রাহ্মণ ।
ধর্ম নাহী পাব স্থান   অপাত্রে সভার মান
ষোড়শ বৎসরে হব জরা
বিদ্যায় না দিয়া মতি   সভে জাব অধোগতি
কুলবধূ হব স্বতন্তরা ।
উগ্রবাহু হব দ্বিজ   পরিহরি ধর্ম নিজ
সভে হব শূদ্রের সমান
বাড়িবেক কাম কোপ   অনুদিন ধর্মলোপ
টুটিবেক জপ তপ দান ।
বৃথা মাংসে অভিরুচি   না হব ব্রাহ্মণ শুচি
করিব ধর্মের উপহাস
লোভে আবির্ভূত মতি   বিকর্মে সভায় গতি
পরান্নে সভার অভিলাষ ।
ব্রাহ্মণ নহিব ভব্য   লোহা লাক্ষা লোন গব্য
বিক্রয়ে সঞ্চিব বহু ধন
অধার্মিক হব নর   দুই তিন জাত্যে ঘর
জায় ধন সেই কুলজন ।
অধার্মিক হব বিশ্ব   ব্রাহ্মণ শূদ্রের শিষ্য
ভিক্ষাজীবী হব সর্বলোক
দুর্ভিক্ষ দুষ্কর ব্যাধি   অকালমরণ আদি
পীড়ায় সভার হব শোক ।
আপনার হিত-শংসা   কেবল পরের হিংসা
সভার ধাইব তাহে মন
পাপমতি নর মাঝে   দেবকন্যা নাহী সাজে
বিলম্ব করহ অকারণ ।

কলি অধর্ম্মের পাত্র   পিতৃহিংসা করে পুত্র
গুরুহিংসা করে ছাত্রগণ
দারুণ কলির গতি   বনিতা হিংসিব পতি
এই হেতু অকালমরণ ।
নৃপতি লবেক ধন   গ্রাম ছাড়ি প্রজাগণ
প্রবেশিব পর্ব্বতকানন
রাজা না করিব রক্ষা   প্রজা ফল মূল-ভক্ষ্যা
পরধনে সভাকার মন ।
না জানিঞা পর্ব্বদিশ[১]   দ্বিজ খাব মৎস্য মাংস
অজা গাবি করিব দোহন
খিতি হব হীনফলা   প্রজা পাব করজ্বালা
দারিদ্র হইব সর্ব্বজন ।
শুন ঝিয়ে উপদেশ   বিষম কলির শেষ
পাঁচ অব্দে নারী গর্ভবতী
বিষম কলির কাজ   সঙ্গদোষে পাবে লাজ
শেষে হইব অনেক দুর্গতি ।
জত হব কলি-বৃদ্ধি   নহিব লোকের শুদ্ধি
হরিভক্তিহীন হব নর
বিষম কলির কথা   শুনিতে লাগয়ে ব্যেথা
অনাবৃষ্টি শতেক বৎসর ।
মহামিশ্র জগন্নাথ   হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই   চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৫৩০

আগমপুরাণে জত আছে কলিগুণ
তোমারে কহিব ঝিয়ে সাবধানে শুন ।
জেই ধর্ম হয় সত্যে দ্বাদশবৎসরে
ত্রেতা যুগে সেই ধর্ম এক সম্বৎসরে ।
দ্বাপরেতে সেই ধর্ম হয় এক মাসে
সেই ধর্ম হয় কল্যে রজনিদিবসে ।
ধ্যান করি হরিপদ পাই সত্যযুগে
ত্রেতাযুগে হরিপদ পাই জপযাগে ।
দ্বাপরে বৈকুণ্ঠ পাই পুজিয়া গোপালে
হরিনামে হরিপদ পাই কলিকালে ।
ঘোর কলিকালে জেবা হরিনাম লয়
মৃত্যুকালে নাহী তার শমনের ভয় ।
নারায়ণপদে জেবা করে নমস্কার
কলি নাহী বাধে তারে তরয়ে সংসার ।
অহোরাত্রি করে জেবা হরিসংকীর্ত্তন
ভারতমণ্ডলে তার সফল জীবন ।
শিবপূজা করে জেবা দেবীপরায়ণ
আপনা সহায় তারে লক্ষ্মীনারায়ণ ।
চণ্ডীর চরণ ধরি বলেন খুল্লনা
সন্দেহ ঘুচায়্যা মোর পুরহ কামনা ।
হরিনামগুণ গায়্যা ত্রিভুবন তরিল
নাম লৈয়া অজামীল বৈকুণ্ঠবাসী হৈল ।
হরিনাম হরিকথা কলুষনাশিনী
শুনিয়াঁ চণ্ডির মুখে বান্যার নন্দিনী ।
লোচনে শ্রবণে দেখ ছ-মাসের পথ
শুনি কহ কিছু হরিনামের মহত্ত্ব ।
অভয়া বলেন ঝিয়ে শুন ইতিহাস
হরিনামগুণ দেখাইল কির্ত্তিবাস ।
একদিন ভিক্ষাছলে দেব ত্রিলোচন
বলদে চড়িয়া গেল দেবের ভবন ।
বৈকুণ্ঠে করিয়া ভিক্ষা সভার ভবনে
অবশেষে গেলা হর বিষ্ণু সন্নিধানে ।
আলিঙ্গন প্রেমরসে দুহেঁ কুতুহলে
নানা ধনে ভিক্ষা দিল মহেশের থালে ।
পরিজাতমালা দিল খিরদক বাস
বিদায় করিয়া শিব আইলা কৈলাস ।
ঘনঘন বাজে সিঙ্গা বাজান ডমরু
গুহ গজানন বলে আইল মোর গুরু ।
মালাগলে দেখ্যা গুহ বলে বাপা বাপা
অই মালা দিবে মোরে যদি থাকে কৃপা ।

ডাকিয়া গণেশ দেন মাথার শপথ
ঐ মালা দিয়া মোর পুর মনোরথ।
মালা হেতু দুই ভাই বাজিল কন্দল
বাঁটা নাহী নেন মালা চাহেন সকল।
শিশুর আকটী হর ভাঙ্গিতে নারিয়া
প্রবোধ করেন হর উপায় সৃজিয়া।
সর্বতীর্থ করি জেবা আইসে এই স্থান
সেই জন বিনু মালা নাহী পায় আন।
এই মালার গুণ বির্বরিয়া শুন
শতেক বৎসরে মালা নহে পুরাতন।
এই মালা শিরে ধরে সীমন্তিন জেবা
স্বামীর সৌভাগ্য সেই না হয় বিধবা।
হরয়ে পালিত জর অকালমরণ
ব্যাধি আদি নাহী হয় সাপের দংশন।
সাধু বল্যা সভান কৈল অঙ্গীকার
মউর উড়াই গুহ গেলা হরিদ্বার।
তমুলুপ্তে বিষ্ণুহরি দেখে বর্গভিমা
কপালমোচনে স্নান সুকৃতির সীমা।
তথা হৈতে গেলা গুহ দক্ষিণ প্রীয়াগ
ইহা শুনি গণেশের বাড়ে অনুরাগ।
ত্রিবিনি পাইয়া পূজা কৈল সপ্তঋষি
সাগরসঙ্গম স্নান কৈল উপবাসী
বায়ুবেগে ময়ূর চলিলা নীলাচলে
উত্তরিলা ষড়ানন সমুদ্রের কূলে।
লোচন ভরিয়া দেখে প্রভু জগন্নাথ
প্রসাদ বেঞ্জন তথা কিন্যা খায় ভাত।
সেতবন্দ প্রীয়াগ দক্ষিণ-বারাণসী
নানাতীর্থ ভ্রমে বীর মনে অভিলাষী।
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী বৃন্দাবন
নানাতীর্থ কর‍্যা ভ্রমে দেব ষড়ানন।
মূষিকবাহন মনে করিয়া ভাবনা
লইল হরির নাম হয়্যা দৃঢ়মনা।
সকল তীর্থের ফল পাইল হরিনামে
করিল সকল তীর্থ বস্যা নিজধামে।
সর্বতীর্থ সম হয় হরিসঙ্কীর্ত্তন
ইহাত নির্ণিয়া গেলা যথা পঞ্চানন।
মহেশ বলেন বাপা তনু তোর ছোট
কেমনে এসব তীর্থ কর‍্যা আইলে ঝাট।
হরিকথা প্রেমালাপে দুহেঁ কুতুহলে
কৃপা করি দিল মালা গণেশের গলে।
বেলী অবশেষে আইল দেব ষড়ানন
মালা গলে দেখি হইলা চমকিতমন।
বিচারে হারিল তথা দেব ষড়ানন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৫৩১

চণ্ডিকার চরণ খুল্লনা ধরি মাথে
দুই বধূ তনয় করিল রামা সাথে।
মোহজাল কাটিল পাইয়া দিব্যজ্ঞান
মহেন্দ্র পাঠায়্যা দিল আকাশবিমান।
স্বর্গ জাব বলি রামা উঠিল ঘোষণা
ঘরে ঘরে উজানীতে উঠিল ক্রন্দনা।
হয় জুড়ি মাতুলি জোগায় পুষ্পজান
তাহে চড়ি শ্রীমন্ত দ্বিজেরে দেই দান॥
হেনকালে ধনপতি বলে সবিনয়
শূন্য করি জাবে মাতা আমার নিলয়।
পুত্রবধূ জায়া স্বর্গে জাব তোমা সনে
কি কার্য্য করিব মাতা বিফল জীবনে।
জ্ঞান কন অভয়া সাধুরে প্রিয়ভাষে
মোর মোর বলিতে অবনী দেবী হাসে।
অবনীমণ্ডলে ছিল জত মহীপাল
তনু ভূম ধন তার সম্বরিল কাল।
পৃথু পুরুরবা আদি নহুষ ভরথ
মান্ধাতা সগর রাম দুন্দুভি ভরত।
অর্জুন খট্টাঙ্গ রঘু নৃগ ভগীরথ
তৃণবিন্দু যযাতি শান্তনু মহারথ।

হিরণ্যকসিপুপুত্র রাবণ তারক
নমুচি শল্য সাম্ব মগধ দশরথ ।
বিশেষ কহিব কত শুন ধনপতি
খিতিতলে উৎপতি খিতিতলে মৃতি ।
বাদিয়া নাচায় জেন কাষ্ঠের পুত্তলী
সেইরূপ সংসারনাচে কৃষ্ণ করে কেলী ।
মনেতে ভাবিয়া দেখ কেহ কার নয়
পথিকে পথিকে জেন পথের পরিচয় ।
স্ত্রী পুত্র ভাই আপনা কেবা বলে
আপুনি থাকিতে কেন তারা সব চলে ।
লহনার গর্ভে হব বংশের সঞ্চার
তাহা লয়্যা সুখে ঘর কর পুনর্বার ।
জ্ঞান পায়্যা ধনপতি রহিল মন্দিরে
বায়ুবেগে রথখান চলিল পুষ্করে ।
মন্দাকিনী-জলে স্নান কৈল চারি জনে
নিজ স্বর্গ পায়্যা সভে রহিলা নিজ স্থানে ।
ইন্দ্রালয়ে ইন্দ্রসুত-বধূর পয়ান
দেখিয়া সম্ভ্রমে শচী করেন সম্মান ।
সুতবধূ নিছিয়া পেলিল শচী পান
শুভক্ষণে লয়্যা দোঁহে করিল পয়ান ।
শুনি হরষিত ইন্দ্র অমরনগরী
চণ্ডিকারে স্তব কৈল লয়্যা সুরপুরী ।
ইন্দ্রপূজা লয়্যা মাতা গেলেন কৈলাস
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ত্রিপুরার দাস ॥
অভয়্যাচরণে মজুক নিজ চিত ।
এই সম্বাদে সাঙ্গ অভয়ার গীত ॥[১]

দিন-নিশা আটে গীতবাদ্যে নাটে
ভালমন্দ হইল জেবা
দোষ নাহী লবে গুণ আদরিবে
করে'। দণ্ডবৎ সেবা ।[১]
পূজা অষ্টদিন তন্ত্রমন্ত্রহীন
দোষ ক্ষেমি কর দয়া
তুমি গো জননী বালকের বাণী
মোরে ক্ষেম মহামায়া ।[২]
মহেশে পার্বতী কহেন ভারতী
কৈলাসশিখরে গিয়া
খিতিতলে গিয়া নিজ পূজা লয়্যা
আইনু নরে করি দয়া ।
ধনপতি আদি পুজে যথাবিধি
খিতিপতি নৃপগণ
এ তিন ভুবন হয়্যা দৃঢ়মন
পূজা কৈল দেবগণ[৩]

[ত্রিসন্ধ্যা পূজেন হর গৌরি গুহ লম্বোদর
খণ্ডিলাঙ সকল দুর্গতি
তোমার সেবক জনে কৈল মোর অর্চ্চনে
ভুবনে বিদিত হৈল গতি[২]
করি আমি প্রণিপাত তেজ জোগ ভূতনাথ
শ্রবণমঙ্গল গুণধাম ।
তোমার সেবকজনা কৈল মোর অর্চ্চনা
ভুবনে বিদিত হৈল নাম ।
হরগৌরী প্রিয় ভাষে প্রবেশিলা কৈলাসে
চামর ঢুলান পদ্মাবতী
সমাপ্ত হইল গীত জগজনে পায় প্রীত
মুকুন্দ রচিল শ্রদ্ধামতি ॥[৪]]

৫৩২

ক্ষেম গ অভয়া দাসে কর দয়া
গচ্ছ গচ্ছ নিজ ধাম
দোষ কর ক্ষেমা আসি সমা সমা
শত্রুকুলে হবে বাম ।

[শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা ।
অভয়ামঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ ।
আসোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ ॥][৫]

পরিশিষ্ট

গঙ্গা-বন্দনা

গা-পুথির মধ্যে একটি সংখ্যাহীন পাতায় নিম্নে-উদ্ধৃত গঙ্গা-বন্দনা কবিতাটি পাওয়া গিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে 'শিশুবোধক' নামে যে সর্বার্থসাধক পাঠ্যগ্রন্থটি বটতলা প্রেসে ও অন্যত্র বহুপ্রচারিত হইয়াছিল তাহাতে মুদ্রিত হইয়া এই কবিতাটি একদা দেশের সর্বত্র সুজ্ঞাত ছিল। শিশুবোধক উদ্ধৃত পাঠে ভনিতা ছিল সাধারণত কবিচন্দ্রের দৈবাৎ কবিকঙ্কণের। কবিতাটি কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রচনা হইলে মুকুন্দরামের কাব্যমধ্যে স্থান পাওয়া অসম্ভব নয়, এবং গায়ক-লিপিকরের মুখে ও হাতে মুকুন্দরামের ভনিতা যুক্ত হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু মুকুন্দরামের বড় ভাই বাংলায় কিছু লিখিয়াছিলেন কিনা আমরা জানি না। কবিতাটি সুললিত এবং মুকুন্দরামের রচনার মতোই ইহার ছাঁদ। একদা চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্গত থাকাও বিচিত্র নয়। পাঠে তদ্ভব শব্দের বানান শুদ্ধ করিয়া দেওয়া গেল।

শ্রীশ্রীহরিঃ ॥

নমো গঙ্গায়ৈ নমঃ ॥ অথ বন্দনা ॥

বন্দো মাতা সুরধনী আগম-পুরাণে শুনি
পতিতপাবনী পুরাতনী
বিষ্ণুপদে উপধান দ্রবময়ী তব নাম
সুরাসুরনরের জননী।
ব্রহ্মকমণ্ডলু-বাসে আছিলে ব্রহ্মার পাশে
পবিত্র করিয়া ব্রহ্মপুরী
জীবে দেখি দুরাশয় নাশিবারে ভবভয়
অবনি আইলে সুরেশ্বরী।
সূর্যবংশে ভগীরথ আগে দেখাইয়া পথ
তোমারে আনিল মহীতলে
মহাব্যাধি দুরাচারী পরশি তোমার বারি
স্বকায় বৈকুণ্ঠপুরী চলে।
নির্মল তোমার জল ভক্ষণে অনেক ফল
দরশনে সর্বপাপ হরে
শিরে ধরি শূলপাণি আপনারে ধন্য মানি
এ মহিমা বুঝিব [কি] নরে।
সাগরসঙ্গম নাম কেবল কৈবল্যধাম
বিধি বিষ্ণু বলিতে না পারে
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ দেয় মরিতে ঝাঁপ
মকরেতে স্নান যদি করে।
নিজ ক্ষেত্র অতিবাসি কেবল কৈবল্যরাশি
যমের দায় নাহি হয়
ইচ্ছা করি সেবা নরে কামনা করিয়া মরে
অনায়াসে নাশে ভবভয়।

শতেক যোজনে থাকে গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে
পবিত্রতা হরিসন বড়
নাম উচ্চারণ ফলে বিষ্ণুর ভবনে চলে
নাঞি দেখে যমের নগর।
গতপ্রাণি মৃত্যুকায়া পিতা মাতা সুত জায়া
স্বসা ভ্রাতা বন্ধু লয়্যা গেলে
দারা সুত ঘৃণা করে স্নান করি আইসে ঘরে
সেকালে আপনি কর কোলে।
তব জলে মৃত্যু [হয়] … … …
… … লাগে তটে
হাতেতে চামর ধরি জত স্বর্গ বিদ্যাধরী
সেবে আসি তাহার নিকটে।
… … … সরট কমট হয়্যা
কিবা মুস সুনের তনয়
কোটি হস্তিবর হয়্যা … … …
… … …
কীট পতঙ্গ পক্ষ গৃধ্র আদি জীব লক্ষ
সকল তোমার সমতুল
মহাব্যাধি দুরাচার গলিত … …
… … …
তোমার মহিমা জত [আমি বা বলিব কত]
বিচারিয়া অনেক পুরাণ
দামিন্যা-নগরবাসী [সঙ্গীতের অভিলাষী]
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

পাঠান্তর ও মন্তব্য

১ এই ছত্র কয়টি রামজয় সংস্করণ ছাড়া সর্বত্রই পরবর্তী গণেশ-বন্দনা ছত্রগুলির সঙ্গে সংযুক্ত। অথচ এ চার ছত্র ব্রহ্ম-বন্দনা, গণেশ-বন্দনার অংশ হইতে পারে না। সেই কারণে পৃথক্ পদ রূপে নির্দেশ করিলাম।

৩ আদর্শ পুথিতে তৃতীয় পত্রটি নাই। চতুর্থ পত্রের প্রথমেই আছে সরস্বতী-বন্দনার শেষ আট ছত্র। সুতরাং বিনষ্ট পত্রটিতে চৈতন্য-বন্দনা সম্পূর্ণ এবং সরস্বতী-বন্দনার পূর্ব অংশ ছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছি।

আদর্শ-পুথি ছাড়া প্রায় সব পুথিতে রাম-বন্দনা পাওয়া যায়। আদর্শ-পুথির লুপ্ত পত্রে রাম-বন্দনা পদটি থাকা সম্ভব নহে। রাম-বন্দনা পদটি উদ্ধৃত করিলাম।

আনন্দে বন্দিব রাম মুক্তিদাতা জার নাম
প্রভু রাম কমললোচন
অযোধ্যায় পতি রাম নব-দুর্বাদলশ্যাম
প্রণমহো কৌশল্যানন্দন
প্রণমহো প্রভু রাম মন্ত্রী জার জাম্বুবান
মিত্র জার গুহক চণ্ডাল
রিপু জার দশানন সদা সত্যপরায়ণ
জার কীর্তি সমুদ্রে জাঙ্গাল।
লক্ষ্মী জার উপনীতা শ্রীরাম-বনিতা সীতা
সঙ্গে জার অনুজ লক্ষ্মণ
আসি দেব পুরন্দরে ধরিলেক দণ্ড শিরে
সেবে জারে পবননন্দন।
বাঞ্ছা করি নিরন্তর হই শ্রীরামকিঙ্কর
পক্ষিরাজ জাহার বাহন
কল্পতরু-সম দাতা প্রজার পালনে পিতা
অশেষ গুণের নিকেতন।
ধনুর্বাণ করে ধরি ডরেতে পলায় অরি
অনুগত জনে কৃপাবান
রঘুনাথ-পদযুগে একান্ত ভকতি মাগে
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ৩ ॥

সদাশিব-বন্দনা পদ আদর্শ ও অপর কোন কোন পুথিতে নাই, রামজয় সংস্করণে এবং অন্যান্য অনেক ছাপা বইয়েও নাই। গৌহাটী পুথিতে আছে গণেশ-বন্দনার পরেই। গৌহাটী পুথির পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি।

সম্পুট করিয়া কর বন্দো প্রভু মহেশ্বর
বৃষভবাহনে শূলপাণি
হেম ইন্দু কুন্দ কিবা জিনিয়া অঙ্গের আভা
চরণে মঞ্জীর করে ধ্বনি।
অজিনরচিত মাঝে রতন কিঙ্কিনি সাজে
ভুজঙ্গ বলিয়া[১] যোগপাটা
সুরঙ্গ অরুণবিন্দু অধর শরদ-ইন্দু
নীলকণ্ঠ শিরে শোভে জটা।
জটায়ে মানিনী গঙ্গে অর্ধ-অঙ্গ[২] সতিসঙ্গে
বিভূতিভূষণ কলেবরে
কণ্ঠে শোভে হাড়মালে চারু চন্দ্ররেখা ভালে
অঙ্গদ বলয়া শোভে করে।
রাগতালমান-ভেদ সঙ্গে করি চারি বেদ
বদনে নাচয়ে জার বাণী
শিঙ্গা রাম ধ্বনি করি[৩] ডমরু বোলয় হরি
জার গানে হৈল মন্দাকিনী।
প্রণমহো ভূতনাথে ভবেশ ভবানীপতে
ভবভীম ভক্তপরায়ণ
ভবভয়ে কর কৃপা ভীতি ভঞ্জ মহাতপা
ভবনাথ ভবানীভরণ।
নিরঞ্জন নৈরাকার নিগম-পুরাণে সার
নিগূঢ় নিয়ম নারায়ণ
রোগ-শোক-জন্ম-জরা দৈন্য-দুঃখ-পাপ-হরা
মুক্তিদাতা পতিতপাবন।

নীরজ-নয়নকোণে পাপিষ্ঠ অধম পানে
কৃপা করি চাহ পঞ্চানন
চরণসরোজে অলি উনমত কুতূহলী
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ২ ॥

[পাঠান্তর ঃ [১] নায়ক। [২] অজাগর। [৩] সিঙ্গা রামকৃষ্ণ ধ্বনি।]

ভগবতীর (বা চণ্ডীর) বন্দনা অনেক পুথিতেই আছে। গো-পুথি অবলম্বনে পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি। ভনিতায় 'কবিকঙ্কণে' স্থানে 'দৈবকীনন্দনে' পাঠ কোন কোন পুথিতে পাইয়াছি।

বিন্ধ্যবিলাসিনী ভৈরবী ভবানী
নগেন্দ্রনন্দিনী চণ্ডী
বীণা সপ্তস্বরা মুরজ মন্দিরা
বাজয়ে দুন্দুভি দণ্ডি।
স্থল-কমলদল চরণ যুগল
তথি শোভে নখচন্দ্র
চরণে চণ্ডীর বাজয়ে মঞ্জীর
চলে গজগতি-মন্দ।
করি-অরি জিনি মধ্যদেশ ক্ষীণ
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
জিনি করিকর জঘন সুন্দর
নিতম্ব রশনাসাজে।
নাভি সরোবর তাবির উপর
তনুরুহাঙ্কুরথ দাম
উচ্চ কুচগিরি জিনি কুম্ভ-করী
করী করে জলপান।
জিনি শতদল বদনকমল
অধরে বিম্বুক জোর
পরিহরি ব্রীড়া কত করে ক্রীড়া
নয়ন খঞ্জর জোর।

নয়নের কোণে আছে কত তূণে
মহেশমোহিনী ইষু
কুটিল কুন্তলে মালতীর মালে
ভ্রময়ে ভ্রমরশিশু।
শিরে শশিকলা তারকের মালা
শিশেতে চন্দনবিন্দু
ললাটফলকে অলকা ঝলকে
হেরি কলঙ্কিনী ইন্দু।
নবনিতধর জিনি কলেবর
আননে ইসদ হাসে
চরণে রতন অঙ্গে অভরণ
দশো দিশে পরকাশে।
এহি তালমানে উর গো গায়নে
বন্দি বেদস্তুতি মতে
পূর্ণ কর কাম আইস এহি ধাম
কৃপা কর গিরিসুতে।
ব্যাস মুনি লোমশ গায়ে তুয়া জস
নিবেদি তব চরণে
চণ্ডীর চরিত্র মধুর সঙ্গীত
শ্রীকবিকঙ্কণে ভনে ॥ ৬ ॥

শুকদেব-বন্দনা বঙ্গবাসী সংস্করণে আছে। পৈয়ালি পুথিতেও ছিল। এই পুথির ১-৭ পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তবে বিষয় তালিকায় উল্লিখিত আছে।

বন্দো শুকদেবের চরণ
জেই মুনি সর্বজন হৃদয়ে পদ্ম জেন
প্রবেশ করিল কোপে বন।
জেই মুনি নিরুপম জ্ঞানদীপের সম
লিখন নিগমের সার

প্রকাশিল ভাগবত সংসারের জীব জত
সভাকার করিল উদ্ধার।
শিশুকালে বনবাস তেজি সব অভিলাষ
উপনয়ন আদি ছাড়িয়া

পুত্র বলি ব্যাস ডাকে   উত্তর না দিল তাকে
তপোবনে প্রবেশ করিয়া।
বিবসন কলেবরে   শুকদেব কত দূরে
তারে দেখি বিদ্যাধরীগণে
অঙ্গে নাহি দেয বাস   তার পাছে চলে ব্যাস
অবিলম্বে চীর পরিধানে।
দেখি এত অদ্ভুত   কহে পরাশরসুত
লাজ কেন কর বধূজনে

মোর পুত্র গুণধান   নবীনজলদ-শ্যাম
দেখি কেন না পর বসনে।
তবে বিদ্যাধরী ব্যাসে   হাসিয়া মধুর ভাষে
ভেদবুদ্ধি না আছে তাহার
স্ত্রীপুরুষে ভেদবান   কভু নহে দিব্যজ্ঞান
বুঝিয়াছি চরিত্র তোমার।
এমত তাহার গুণ   শুনিয়া ত তপোধন
ত্যজিলেন সুতের বিরহে
গোবিন্দ-পদারবিন্দ   বিগলিত মকরন্দ
অলি কবিকঙ্কণে গাহে ॥

চণ্ডীমঙ্গলের অধিকাংশ পুথিতে এবং কোন কোন ছাপা বইয়ে বন্দনা-ভাগের শেষে সর্বদেব-বন্দনা বা দিগ্-বন্দনা নামে একটি পয়ারে গাঁথা দীর্ঘ পদ থাকে। এমন পদ গায়নদের ব্যবহারার্থে রচিত। যে অঞ্চলের পুথি সে অঞ্চলের প্রধান প্রধান গ্রামদেব-দেবীর উল্লেখ থাকিবেই। গ্রামদেবতার উল্লেখের বিশেষত্ব হইতে আন্দাজ করা যায় পুথির কতকটা বয়স। আমাদের গৃহীত আদর্শ পুথিতে এমন পদ নাই। মা-পুথির সঙ্গে খুচরা দুই পাতার পুথিতে প্রাপ্ত পদটি নমুনা হিসাবে এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

প্রথমে বন্দিলাঙ গণপতি বিঘ্নরাজে
আবাহন করে লোক জারে শুভ কাজে।
বিষ্ণুর চরণ বন্দো জোড় করি কর
পরম হরিসে বন্দো দেব মহেশ্বর।
প্রণতি করিয়া বন্দো গৌরীর চরণ
অবনি লোটায়্যা বন্দো প্রচণ্ড তপন।
পঞ্চদেব বন্দিলাঙ জোড় করি হাথ
উড়িষ্যায় বন্দো প্রভু দেব জগন্নাথ।
বোড়োর বাসুদেব বন্দো করিয়া প্রণতি
আকনায় রাধাবল্লভের চরণে করি নতি।
ধরণি লোটায়্যা বন্দো দ্বাদশ গোপাল
জাহারে ভজিলে সুখ পাই চিরকাল।
ভুবনেশ্বর বন্দিলাঙ জোড় করি কর
চন্দ্রকোনায় গড়পতি বন্দো মল্লেশ্বর।
সমুদ্রের মধ্যে বন্দো লক্ষ্মীর ভুবন
জাহারে তুলিয়া নিতে নারিল রাবণ।
একান্ত বন্দিলাঙ মহাদেব টাড়েশ্বর
গৌরী সঙ্গে হর জথা এককলেবর।

বারানসে শিব বন্দো সাগরে মাধব
গয়ার গদাধর বন্দো গোকুলে যাদব।
বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দো জোড় করি হাথ
অযোধ্যায় রামচন্দ্রে করি প্রণিপাত।
গঙ্গাদেবী বন্দিলাঙ আর সপ্তঋষি
গগনমণ্ডলে আমি বন্দো রবিশশী।
এককালে দেবতার পদে নমস্কার
তারপর বন্দো জত দেবী অবতার।
কাঙরে কামিক্ষ্যা বন্দো জোড় করি পাণি
জাহার মহিমা খ্যাত হইল অবনী।
জাজপুরে বিরজায় বন্দিলাঙ চরণ
নম্র মান হয়্যা তাঁর লইলাঙ স্মরণ।
স্যাথালায় বন্দিলাঙ উত্তরবাহিনী
মৌলায় সিদ্ধাপিট বন্দিলাঙ রঙ্কিণী।
বালিডাঙ্গায় বন্দিলাঙ মাতা জয়-বাসুলি
পাড়া-আম্বুয়ায় বন্দিলাঙ দেবী কামার-বুড়ী।
বালিয়ায় বন্দিলাঙ সিংহবাহিনী
অনাথ দেখিয়া দয়া কর্যাছ আপুনী।

মহানাদে মহাদেবে বন্দিলাঙ মাথে
ঊনকোটি দেবতা সঙ্গে দেব দেবনাথে ।
বন্দো বিসালাক্ষী মাতা বিক্রমপুরে
শ্রীরাজবল্লবি বন্দো নত করি শিরে ।
রাজবলহাটেতে মায়ের আদ্য স্থান
উদয়নারণে বন্দো বড় কৃপাবান ।
কাতি কপর হাথে গলে মুণ্ডমালা
চাপিয়া সিংহের পিঠে সমরে উরিলা ।
ইন্দ্র আদি দেবগণ মহিমা না জানে
কৃপা করি গুণদন্তে রাখিলে মসানে ।
মাজ্জারবাহিনী ষষ্ঠী বন্দো তালপুরে
বেতড়ে বেতাই বন্দো ভাগীরথী-তীরে ।
গোপীনাথপুরে বন্দো দেবী বিশ্বেশ্বরী
কৃতাঞ্জলি হয়্যা বন্দো দেবী মহেশ্বরী ।
ব্যাস আদি কবি বন্দো বাল্মিকি জৈমুনি
মন্দাকিনী বন্দো সুরপুরনিবাসিনী ।
পরিহার মাগি দেবী ভৈরবীর পদে
ঋক্ যজু সাম আদি বন্দো অথর্বেদে ॥
ধর্ম্মরাজ আদি করি চতুর্দ্দশ যম
হরিণে বন্দিলাঙ ঊনপঞ্চাশ পবন ।
রাশিচক্রে বন্দিলাঙ নবগ্রহগণ
এককালে সভাকার বন্দিলাঙ চরণ ।
কৈলাস পর্বতে ভগবতী করি পূজা
তবে ত বন্দিব আমি দেবী অষ্টভুজা ।
মাথায় বন্দিব তবে অভয়া পার্ব্বতী
জোড়কর করি বন্দো গোকুলে গোমতী ।
শতশত দেবীগণের জানি নাঞি নাম
এককালে সভাকার চরণে প্রণাম ।
বন্দো দেব বিষ্ণুহরি তমলুক সিমা
তাহার নিকটে বন্দো দেবী বর্গভিমা ।
গরুড় বন্দিনু আর বীর হনুমান
জার পৃষ্ঠে অনুক্ষণ বিষ্ণু অধিষ্ঠান ।
ঋষি সব বন্দিলাঙ বিশেষে নারদ
জাহারে স্বহার লোক পায় হরিপদ ।

কাম-রতি বন্দিলাঙ গন্ধমাদনে
বিজয়া বন্দিলাঙ আমি নন্দের ভবনে ।
জসর সমাঝে বন্দো কালিকার পদ
জাহার সমুখে আছে জমুনার হ্রদ ।
কালিঘাটে কালিকার চরণ বন্দিয়া
সর্ব্ব সিদ্ধপীঠ বন্দো হরসিত হয়্যা ।
হাসনহাটিতে বন্দো দেবী বিষহরি
অষ্টনাগ বন্দিলাঙ নেত সহচরী ।
চম্পাইনগরে স্থিতি দিন ছয় দণ্ড
সঙ্গে কালীপতি নাগ তক্ষক প্রচণ্ড ।
মাসে মাসে মনসা জান নাইবারে গঙ্গা
পথে বিশ্রামের স্থান নারিকেলডাঙ্গা ।
জোড়হস্ত হয়্যা বন্দো চৌষট্টি যোগিনী
নারায়ণগড়ে আমি বন্দিলাঙ ব্রহ্মাণী ।
শুভা মঙ্গলচণ্ডী বন্দো মঙ্গলকোঠে
নিরবধি ভূত দানা জার পিছে খাটে ।
বন্দিলাঙ বেতার গড়ে সর্ব্বমঙ্গলা
দৈত্যগণ কাটিয়া গলায় মুণ্ডমালা ।
জোড়ুরের ভগবতী আমতার মেলাই
পুরাসের ঘাঁটু বন্দো খেপুতের খেপাই ।
মৎস্য কূর্ম বরাহাদি দশ অবতার
একে একে পদাম্বুজ বন্দিলাঙ সভার ।
সঙ্কেতমাধবে বিষ্ণু হর বৈদ্যনাথে
বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দো আর কাশীনাথে ।
বিভূতিভূর্ষণ বন্দো দেব মহেশ্বর
বামদেব বলদেব আর গঙ্গাধর ।
তীর্থ সব বন্দিলাঙ ক্ষিতিতলে জথা
ভকতি করিয়া বন্দো অনন্ত দেবতা ।
গ্রামের দেবতা যত নত করি ভালে
সত সত নতি সভাকার পদতলে ।
জনক-জননী বন্দো গুরুর চরণ
প্রণতি করিয়া বন্দো জতেক ব্রাহ্মণ ।
ডাকিনি জুগিনি বন্দো আর বিপ্রসভা
ক্ষেমিবে সকল দোষ মোরে করি কৃপা ।

দামিন্যায় বন্দিলাঙ ঠাকুর চক্রাদিত্য
তাঁহার চরণ সেবি রচিল কবিত্ব।
নিজ নিজ বাহন করিয়া নিজ সঙ্গে
আসরে আসিয়া উর গীতনাটরঙ্গে।
রাগমানতাল আমি কিছুই না জানি
আপনার গীতে লোকে রঞ্জাবে আপনি।
গীতের ভালমন্দ মাতা মোর নাঞি দায়
নিবেদন করিলাঙ তোমার রাঙ্গা পায।
ডাখিনি যোগিনি মাতা মাগিগ প্রসাদ
চণ্ডীর মঙ্গল গাই নাঞি অপরাধ।
বিনি দোষে আমার আসরে করে ঘা
শিক্ষাগুরুর মাথায় পাখালে বাম পা।
সেই মোর ভগিনি জে আমি তার ভাই
ঘরে জদি চাহ ঘা চণ্ডীতে দোহাই।
বন্দনা বন্দিতে ভাই এড়াইয়া জায়
শত শত প্রণিপাত তা সভার পায়।
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণ গায়
হরি হরি বল ভাই বন্দনা হৈল সায় ॥ ১ ॥

দামিনের পুথিতে গণেশ-বন্দনার পরেই এই সূর্য-বন্দনা পদটি আছে। আর কোন পুথিতে সূর্য-বন্দনা দেখি নাই। কবির শিশুকাল হইতে সেবিত দেবতা চক্রাদিত্য বিষ্ণু-সূর্য বলিয়া উপাসিত ছিল, মনে হয়। পদটির রচনায় ত্রুটি আছে তবুও মৌলিক হওয়া সম্ভব।

বন্দো কমলিনীবন্ধু অশেষ গুণের সিন্ধু
জগত-অধিপ নিরঞ্জন
করবর পদ্মধর অরুণাঙ্গ রুচিবর
দীপ্ত করে সকল ভুবন।
করে ধরি মণিবর আদিদেব রথোপর
সপ্ত অশ্ব রথে নিয়োজিত
দ্বাদশ আদিত্যবর পূজা করে নিরন্তর
অর্ঘদান করে সুপূজিত।
মোহধ্বান্ত-নাশকারী ছায়া সংজ্ঞা দুই নারী
কাশ্যপসগোত্র ত্রিলোচন
অন্ধ কুষ্ঠ ব্যাধিভয় জে জন শরণ লয়
তার দুঃখ হয় বিমোচন।
দয়াবান দিনপতি দশদিস দেই জ্যোতি
অনুদিন সুমেরু উপর
ক্ষিতি পালনের তরে ফিবে প্রভু নিরন্তরে
তৈলযন্ত্রে জেন বৃষবর।
অন্ন শস্য দানে দীনে প্রণিপাত প্রদক্ষিণে
পূজা করি করে সঞ্চরণ
তব নাম দ্বি-অক্ষর জপ করে সেই নর
সর্বত্রে রক্ষহ সেই জন।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

সূর্য-বন্দনার পদ মাধবানন্দের ও রামদেবের রচনাতেও আছে। মনে হয় চণ্ডীদেবী একদা সূর্য-দৈবতের পরিমণ্ডলে ছিল। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে চণ্ডীকাহিনির অন্তর্ভুক্তি এখানে লক্ষণীয়। সূর্য-উপাসকেরা জ্যোতিষের ব্যবহার করিতেন। মুকুন্দও জোতিষ ভালো জানিতেন। সূর্য-বন্দনা পদটি মুকুন্দের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়।

৬ এই পদটি মুকুন্দরামের কাব্যের সর্বজন পরিচিত অংশ। ইহা হইতে ঐতিহাসিকেরা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ও শেষভাগে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের কালনির্ণয়ও এই পদে উল্লিখিত মানসিংহকে ধরিয়া হইয়াছে। ভূমিকায় আমি আভ্যন্তরীণ প্রমাণে দেখাইয়াছি যে মুকুন্দ যখন তাঁহার কাব্য রচনা করিতেছিলেন তখন এই পদটি লেখা হয় নাই। পদটির অংশবিশেষ মূল কাব্যের কোন কোন ভনিতার পরিবর্ধিত রূপ এবং বাকি অংশ সংযোজন ও প্রক্ষেপ। অর্থাৎ পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া বড় করিয়া লেখা। এই প্রক্ষেপ সব মুকুন্দরামের কৃত না হইতে পারে, তবে প্রাচীন।

আদর্শ পুথিতে এবং আরও দুই একটি পুথিতে এটি আছে সর্বপ্রথম পদ রূপে। অন্যান্য পুথিতে আছে বন্দনামালার শেষে। একটি পুথিতে (ক ৬১৪১) আবার অধিকন্তু সর্বশেষেও আছে। দুএকটিতে (যেমন দামিন্যার পুথিতে) একবারেই নাই, সে স্থানে আছে অন্য একটি পদ। এই পদটি সর্বপ্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন অম্বিকাচরণ গুপ্ত। অন্য একটি পুথিতে (স ৩৪) "ধানসী রাগ" চিহ্নিত ৬ সংখ্যক পদটি আগে দিয়া দামিন্যা পুথির পদটি পরে সন্নিবিষ্ট আছে। এই পুথি হইতে পদটির পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি।

ধ্বনি ধ্বনি[১] কলিকালে রত্না নদীর কূলে
অবতার করিলা শঙ্কর
ধরি চক্রাদিত্য নাম দামুন্যা করিল ধাম
তীর্থ কৈলা সেই ত নগর।
বুঝিয়া তোমার তত্ত্ব দেউল দিল ধুসদত্ত
কথো দিন তথায়ে বেহার
কে জানে তোমার মায়া দেবকুল ছাড়িয়া
চলদলে করিলা সঞ্চার।
হরিনন্দী ভাগ্যবান শিবে দিল ভূমিদান
মাধব ওঝা ধামতিকরনি
দামুন্যার লোক জত শিবের চরণে রত
সেই পুরী হরের ধরণী।
গঙ্গা সম নিরমল তোমার চরণজল
পান কৈলা শিশুকাল হৈতে
সেই পুণ্যের ফলে কবি হৈয়া শিশুকালে
রচিলাম তোমাব সঙ্গীতে।
নামদা বিখ্যাত স্থান দত্তবংশ সত্যবান
কল্পতরু নাম উমাপতি
অশেষ পুণ্যের কন্দ নাগ ঋষি সর্বানন্দ
সেই পুরী সজ্জনবসতি।
কাটাদিয়া বন্দ্যঘাটী বেদান্ত নিগম পাটি
কুসাল পণ্ডিত মহাশয়

দামুন্যা নগরবাসি বন্দ্যঘটি বাগালপাসি
কুলক্রমা তিন মহাশয়।
নিজ বৃত্তি অনুপদ্য কায়েস্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য
দামুন্যাতে বৈসে কবিরাজ
কুলে শীলে গুণে বাড়া সুধন্য দক্ষিণ-রাঁঢ়া
সুপণ্ডিত সুকবি সমাজ।
কাঁজড়ি কুলের জার মহামিশ্র অলঙ্কার
শব্দকোষ কাব্যে পুনিধান
কয়ড়ি কুলের রাজা সুকৃতি তপন ওঝা
তসু সুত উমাপতি নাম[২]।
তসু সুত শ্রুতকর্মা সুকৃতি মাধব শর্মা
তার তনয় সহোদর
উদ্ধব পুরন্দর নিত্যানন্দ মহেশ্বর
গর্ভেশ্বর মহেশ সাগর।
বাসুদেব অনুজা তার[৩] মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে পূজিল শঙ্কর
তসু সুত গুণবান গুণিরাজমিশ্র নাম
কবিচন্দ্র তার বংশধর।
অনুজ মুকুন্দশর্মা সুকবি কৃতকর্মা
নানা শাস্ত্র বিদয়[৪] বিদ্বান
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান[৫] ॥

[[১] অর্থাৎ 'ধন্য ধন্য'। [২] পাঠ 'তসু সুত নাম উমাপতি'। [৩] 'বাসুদেব অনুজাত' পঠনীয়। [৪] 'বিদ্যায়' পঠনীয়। [৫] 'রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান' দাকিন্যার পুথি; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩২৬ সংস্করণ।] কবিতাটি যে প্রাচীন নহে তার প্রমাণ "বৈদ্য" "কবিরাজ উল্লেখ।

প্রথম কবিতাটিতে পাঠান্তর পাওয়া যায় অজস্র। তাহার মধ্যে যে গুলির কিছু বৈচিত্র্য আছে তাহা নির্দিষ্ট হইল। ভূমিকায়ও কিছু দেখানো হইয়াছে।

[১] 'অষ্টমিতে' ক ৬১৪১ (প্রথম বারে)। [২] 'টাকাকের দ্রব্য দশ আনা'। [৩] 'যুক্তি করি', 'জুক্তিয়া'। [৪] 'গম্ভীর', 'মির'। 'গাম্ভারির' ক ৬১৪১। [৫] 'দামুন্যা'। [৬] 'রামানন্দ', 'রামনাথ' 'রামনিধি'। [৭] 'তেলি গাঁয়ে',

'ভেনৈায়',। 'ভাঙ্গলায়ে' গো। ৮ 'ভাই নহে উপযুক্ত'। ৯ 'দিল' পা, গো, স ৩৪। ১০ 'বৃত্তি' আ। 'কৈল হিত' (সেনাপতে গ্রামের পুথি, রামগতি ন্যায়রত্ন)। ১১ 'জাতিকুল সেহ কৈল রক্ষা' গো। ১২ 'ভেউটায়'। ১৩ 'মাতুল পুরী', 'বাতন গিরি'। ১৪ 'নারায়ণ'। ১৫ কুচণ্ডা', 'কুচট্যা'। 'গোথড়া' সেনাপতে পুথি। ১৬ 'করি আদরক'। ১৭ 'পুখুরি-পাড়া' গো। ১৮ 'পোড়া'; 'দাঁড়া' গো। ১৯ 'প্রসর্ব্বে' আ। 'প্রবন্ধে'। ২০ 'খুদায় পরিশ্রমে' আ। ২১ 'মা কৈলে' গো। ২২ 'আপনে' গো। ২৩ 'বাড়িয়াছি', 'পড়্যাছি', 'পড়েছী'. 'পড়িয়াছিলাঙ'। ২৪ 'জপিবারে নিত্য' গো। ২৫ 'আড়রায়'। ২৬ অতঃপর এই কয় ছত্রে আ-পুথির পাঠ শেষ ঃ

পূর্ব্বজনম ফলে কবিত্ত আছিল ভালে তেঁঞ্রি হেতু না জায় খণ্ডিত।
পড়িয়া কবিত্ত বাণী সহস্থে জুগল পাণি বিরচএ শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

২৭ 'খণ্ডিল', 'ভাঙ্গিল'। 'আঙ্গিল' (স ৩৪)। ২৮ 'শিশুপাঠ', 'শিশুপাশে', 'সুতপাশে'। ২৯ 'বহুগুণে'। 'রূপে গুণে' (সেনাপতে)। ৩০ অতঃপর একটি পুথির (কালিকাপুরের অত্যন্ত খণ্ডিত পুথি, স ৩৪) এই অতিরিক্ত ছত্রগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

আমন নূতন ধান কত আছে স্থানে স্থান
বান্ধিলো ধাগালি সাজনুনি
থাকিতে এ সব ধান না করিয়া অনুমান
আগুয়ান কাল্যা ধান বুনি।
কি আর কহিব কাজ কহিতে বড়ই লাজ
গীত না করিয়া মৈল ছাল্যা
শুন রঘু নরপতি দুঃখে কর অবগতি
আকালে বিকাল্য মোর হাল্যা।
সঙ্গে গোপালদাস নন্দি সে জানে সপন-সন্ধি
অনুদিন করয়ে জতন
নিত্য দেয় অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
গায়নেরে দিলেন ভূষণ।

বীর মাধবের সুত রূপে গুণে অবদাত
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
বার ভূইঞা জার করে মান।
কানে সোনা করে বালা গলে দিল কণ্ঠমালা
করাঙ্গুলি রতনভূষণ
শিরে পাগ পরিতে জোড়া দিল চড়নের ঘোড়া
গায়নের জত অভরণ।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩১ 'ডাসাল', 'ডামালি', 'মডাল', 'গোপালদাস'। ৩২ 'নিত্য'। ৩৩ অতঃপর পাঠ গো-পুথির।

গো-পুথির অতিরিক্ত পাঠ ও আরও কিছু পাঠান্তর এখানে উল্লেখযোগ্য।

দশম ছত্রের মধ্য অংশ ঃ 'পুরা টাকা করে কম'।

দ্বাদশ ছত্রের পাঠান্তর ঃ

ইনছাফ না করে রাজা মিলিয়া সকল প্রজা
পলাইতে যুক্তি কৈল মনে।

প্রজাগণ পলাইবার খোজ পেয়্যে চৌকিদার
গ্রামের চৌপাসে দিল থানা

প্রজাহৈল ব্যাকুলি বেছে দাও কদালি প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইল বন্দী
টাকাকের দ্রব্য দশ আনা। কোন হেতু নহে পরিত্রাণে
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডীবাড়িজার গাঁ
যুক্তি কৈল গরিব খাঁর সনে।

সেনাপতে গ্রামের পুথিতে (রামগতি ন্যায়রত্ন কর্তৃক উদ্ধৃত) অতিরিক্ত কিছু ছত্র আছে দ্বাদশ ছত্রের পরে :

কোতালিয়া বড় পাপ সজ্জনের কালসাপ আথালি পাথালি কড়ি লেখা জোখা নাহি দেড়ি
কড়ি কারণে বহু মারে যত দিয়া যেবা নিতে পারে।

পঁচিশ ছত্র নাই। তৎপরিবর্তে ছাব্বিশ ছত্র :

গোথরা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রামানন্দ ভাই
আঁড়রায় গিয়া উপনীত।

সাতাশ-আটাশ ছত্রদ্বয় নাই। বত্রিশ ছত্রের পর অতিরিক্ত :

যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা সেই মন্ত্র করি শিক্ষা হাতে করি পত্রমসী আপনে কলমে বসি
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য নানা ছাঁদে লেখান কবিত্ব।

৭ [১] এই দুই ছত্র আ-পুথিতে নাই। [২] 'তুমি রমা তুমি রাণী যোগনিদ্রা নারায়ণী'। [৩] 'বেদরূপা বীজমন্ত্র'। [৪] 'রামা'। [৫] 'রোহিণী' গো। [৬] 'হইয়া নন্দের সুতা না কহিএ সব কথা চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ' আ।

৮ [১] 'অন্ধকার পারে ভগবান' আ।

৯ [১] 'বেষ্টিৎ' আ। [২] 'বৈসে' আ। [৩] 'অলক' আ। [৪] 'দুহার বদন করে চুরি' আ। [৫] 'মুকুটকুণ্ডল' আ। [৬] 'রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাঁচালি করিআ বন্দ বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ' ॥ আ।

১০ [১] 'দেবকায়' আ।

১১ [১] মহাদম্ভ।

১৩ [১] আদর্শ পুথিতে সর্বদা 'দিগাম্বর' ও 'দিগান্তর'। [২] একই ছত্রে দুই রকম বানান।

১৪ [১] 'শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥'

১৬ ভনিতা আদর্শ পুথিতে এই রূপ :

'মাত্রি বহিন সঙ্গে ক্ষেণেক থাকিলা রঙ্গে জান দেবি জজ্ঞের সদনে
দামিন্যা নগরবাসী সঙ্গীতের অভিলাষী বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥'

১৮ [১] পাঠ 'হাড়মাল'। [২] 'বিভুসিত বসন' আ।

২০ [১] 'সেনা'। [২] 'গগনে' আ।

২১ [১] একটি বটতলা সংস্করণে (১৩১৬) ভঙ্গ ছত্রটির এই পূর্ণরূপ পাইয়াছি।

লয়ে নানা রুদ্র ক্রুদ্ধ বীরভদ্র
চলে যজ্ঞ নাশিবারে।

২ আদর্শ পুথিতে এইখানে অন্য পাঠ ঢুকিয়া গোলমাল করিয়াছে। একটি স্বতন্ত্র পাঠের নূতন পদও যোগ করা হইয়াছে। সে পদটি ব্রহ্মা কর্তৃক শিবের স্তব, এবং দক্ষের জীবনলাভের বিস্তৃততর বর্ণনা। এই সঙ্গে আরও একটি পাঠে সতীর মৃতদেহ-স্কন্ধে শিবের ভূপর্যটন বর্ণিত (বঙ্গবাসী সংস্করণ দ্রষ্টব্য)।

৩ 'কুণ্ড' আ।

২২ 'এমন দক্ষের সুনি যজ্ঞ বিনাশন' (মা)—এই পাঠই গ্রহণীয়।

কোন কোন পুথিতে সপ্তম ছত্র হইতে পাঠ অন্যরকম। ইহাতে দক্ষের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। আরাণ্ডি (১৩খ-১৪ক) ও পৈয়ালি পুথি (১২ক-১৩ক) অবলম্বনে এই অংশ উদ্ধৃত হইল।

এমন দক্ষের যজ্ঞ শুনিয়া বিনাশ
বিধাতা আইলা আর দেব শ্রীনিবাস।
স্তুতি করে দেবগণ বেড়িয়া শঙ্করে
মনের সন্তোষে প্রভু চলে তপস্যারে।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

তুমি দেব নিরঞ্জন তুমি অহঙ্কার মন
তুমি দেব পুরুষ প্রধান
তিন লোক অধিকার পরমকারণ সার
তুমি দেব ব্রহ্মগেয়ান।
তোমার মহত্ত্ব জত বলিয়ে বৎসর শত
তবু কিবা বলিবারে পারি
অতি বড় অভিমানে দক্ষ তোমা নাঞি চিনে
না জানিঞা হৈল অহঙ্কারী।
করপুটে মাগি বর জিয়াও অমর-নর
বারেক দক্ষেরে করি দয়া
ভুঞ্জহ যজ্ঞের ভাগ লোকের হকু অনুরাগ
উপজিব দেবী মহামায়া।
ব্রহ্মার বচন শুনি বলে দেব শূলপাণি
তোমার বচনে হৈল সুখী
জিবেক অমর-নর দক্ষ হবে নরেশ্বর
পুন উপজিব চন্দ্রমুখী।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ব্রহ্মার বচন শুনি শিবের হৈল সুখ
কহিতে লাগিল হর জত মনদুখ।
তুমি না জানহ ব্রহ্মা দক্ষের চরিত
জত অহঙ্কার কৈল তোমাতে বিদিত।
বাবে বাবে সহিলাম তোমার মুখলাজে
না দিলেক যজ্ঞভাগ দেবতাসমাজে।
বাপঘব বলিযা আপনি গেলা সতী
পাদ্য-অর্ঘ্য না দিলেক পাপিষ্ঠ দুর্মতি।
যজ্ঞভাগ না দিলেক বসিতে আসন
এই অভিমানে সতী তেজিল জীবন।
বড় মনস্তাপ পাই সতীর মরণে
ক্ষেমিল সকল দোষ তব দরশনে।
এতেক বলিয়া গোসাঞি দেব ত্রিলোচন
চলিল ব্রহ্মার সঙ্গে দক্ষের সদন।
পুরীখণ্ড দেখিএ অঙ্গার-অস্থিময়
অন্তরে হইলা প্রভু সদয়হৃদয়।
আসন করিয়া বসিলেন যোগাসনে
প্রাণসঞ্জীবনি বিদ্যা ভাবে মনে মনে।
দক্ষ জিয়াবারে প্রভু কৈলা অনুবন্ধ
মুণ্ড বিনে কেবল নাচিয়া বুলে কন্ধ।
ক্ষেনে ওঠে ক্ষেনে বৈসে ক্ষেনে জায় রড়ে
পাশে পাশে ঠেকিয়ে ঘুরয়ে ওঠে পড়ে।
দক্ষের দুর্গতি দেখি সব লোক হাসে
করজোড়ে বলে ব্রহ্মা শঙ্করের পাশে।
তোমার শ্বশুর দক্ষ হয় গুরুজন
দোষ বিমর্ষিয়া কেন কর বিড়ম্বন।

নাঞিক শ্রবণ গোসাঞি নাঞি নাক মুখ
বিনি মুণ্ডে শরীর জীবনে নাঞি সুখ।
ব্রহ্মার বচন শুনি বলে চন্দ্রচূড়
দক্ষের কন্ধেতে জোড় ছাগলের মুড়।
নন্দীর বচন কভু নাঞি হবে আন
আর কিছু না বলিহ কৈল সন্নিধান।
কাট-ছাগলের মুণ্ড ছিল যজ্ঞঘরে
লাগিল দক্ষের কন্ধে শঙ্করের বরে।
সেই অধিকার দক্ষের সেই ত সম্মান
দৈত্য-দানম জিয়া ওঠে জার জেই স্থান।
ভৃগু গর্গ পরাশর জত মুনিজনা
গন্ধপুষ্প দিয়া কৈল শিবের অর্চনা।
আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্প-বরিষণ
রত্নময় পুরীখান হৈল ততক্ষণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুইজনে হয়্যা হরষিত
বলিতে লাগিল তারা জগতবিদিত।
দক্ষযজ্ঞে সতী যদি তেজিলা জীবন
শঙ্করে বিচ্ছেদ শক্তি হইবে কেমন।
সে কালে শুনে সভে অন্তরিক্ষবাণী
হেমন্তের ঘরে জন্ম লভিলা ভবানী।
এমতে দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ করিয়া
পুণ্যবান দেখি হিমালয়ে কৈল দয়া।
তুষারশিখর-ভাগ্য নিবেদিব কি
ভুবনজননী হৈলা তার ঘরে ঝি।...

'সিতপক্ষে জেমন বাড়েন শশিকলা'—এই ছত্রের পর ভণিতা ছত্র দিয়া আরাণ্ডি পুথিতে (১৬ ক) "স্থাপনা পালা সমাপ্ত"।

২৩ [১] 'কুণ্ডিত' আ। [২] 'চরণচাঞ্চল্য আভা নয়ন তাদৃক শোভা নবনিল বিদ্যুত জোবন' আ।

২৪ শেষ চার ছত্রের স্থানে আ-পুথিতে আছে দুইটি ছত্র :

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত্ত
রতির বিষাদ গাইল চণ্ডীর গীত ॥

২৬ [১] 'প্রাণেশ্বরে' আ। [২] 'ইবে না কেনে দেখি' আ। [৩] 'শিবেক' গো। [৪] 'শোকানলে দেহ জলে কেবল কর্মের ফলে' আ। [৫] 'করি' আ। [৬] 'পরিতোষ' আ।

২৭ [১] 'শুন রতিবতি' আ।

২৮ এই কবিতাটি আদর্শ পুথিতেই আছে। ষষ্ঠ ছত্রে 'থাকি' পঠিতব্য, চতুর্দশ ছত্রে 'গিরি' বাদ যাইবে, পঞ্চদশ ছত্রে 'এ' বাদ যাইবে।

২৯ [১] 'রজনি সময়ে কৈল কুসেতে শয়ন' আ। [২] 'করে সূর্য্যনিরক্ষণ'। [৩] 'অপিধান' আ। [৪] 'গৌরী তরে দিলেন উত্তরী আ। আরাণ্ডি পুথিতে ভনিতা ছত্র : 'মুকুন্দ রচিল গৌরীর লৌকিকের ভাষা' (১৮ খ)।

৩০ [১] 'কহ'। [২] 'না দেখি তাই বন্ধুজন গৃহিনি করে ভিক্ষে জনম জাবে দুঃখে তোমারে দৈববিড়ম্বন'। [৩] 'গুণমহি' আ। 'রূপমই'। [৪] 'এই গীত' আ।

শেষ দুই ছত্রের আগে আরাণ্ডি পুথিতে অতিরিক্ত (১৯ ক) :

চল গো গুণবতী কে তোরে দিল মতি সে বোলে করি ভর তপস্যা নিরন্তর
নাতিনি ছলে উপহাসে সুনারী ভজে সুপুরুষে।

৩১ [১] 'সত্তরে চলিলা গৌরী' আ। [২] 'শুনিঞা আনন্দ হইল মুনির হিমালয়' আ।

৩২ [১] 'ফল'। [২] 'দীপপত্র' আ। [৩] বন্ধনীস্থিত পাঠ আনুমানিক।

পঞ্চদশ হইতে বাইশ ছত্র ("আনিলা আইঅগণ……কেকই পার্বতী") মা-পুথিতে নাই। তাহার স্থানে আছে, পদটির শেষে এই নূতন পদ যাহা অধিকাংশ পুথিতেই পাওয়া যায় ঃ

মেনকার আদেশে চলিলা জয়া চেড়ি
সৈ সেঙ্গাতিন মিতিন নাতিন ডাক্যা আনে বাড়ি।
অমলা বিমলা চাঁপা কমলা ভারতী
স্বর্ণরেখা কলাবতী রতি পদ্মাবতী।
বল্লভা দুল্লভা রম্ভা সুভদ্রা যমুনা
চরিত্রা তুলসী·রানি শচী সুলোচনা।
হিরা তারা সরস্বতী মদনসুন্দরী
কৌশল্যা বিজয়া জয়া সুমিত্রা সুন্দরী।
যশোদা রোহিণী রাধা বৃপি কাদম্বরী
স্বর্ণরেখা সুধা তারা পরমসুন্দরী।
ত্বরাহেতু সভাকার বিপর্যয় বেশ
আত্মাল্য কবরি কেহ নাঞি বান্ধে কেশ।
এক চক্ষে কোন আয়্য দিয়াছে অঞ্জন
এক কর্ণে কর্ণপুর ত্বরায় গমন।
এক পদে কোন আয়্য দিয়াছে নূপুর
কপালে সিন্দুর নাহি সীমন্তে সিন্দূর।
শিশু কান্দে দুগ্ধ দিতে নাঞি মায়া মো
কোন আয়্য আইলা তার হাথে কাঁখে পো।
কড়িয়া জাঙ্গালে আয়্য দিল বাহুনাড়া
আঁখির কটাক্ষে সে ভাঙ্গিয়া আইল পাড়া।

বরণ করিতে আয়্য করিল গমন
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীবিকঙ্কণ ॥ ২৬ ॥

৩৩ [১] 'বর সম্মুখি'। [২] 'চক্ষু থাক্ষু কন্যার বাপ' গো। [৩] 'সীংহনাদ' আ।
আরান্তি পুথিতে পদটির শেষাংশ এই রূপ (২০ ক) ঃ

নারদ[১] ডাকিয়া বলে শুন হেদে মাই
তোমার[২] জামাতা দেখ লাঙ্গট মধাই।
মামার সাশুড়ি বঠ মোর বঠ আই
তোমার সহিত ঘর করিবারে চাই।
হাসিয়া মেনকা বলে শুন ওহে নাতি
তোমার মামার দেখি কুত্সিত আকৃতি।
উলঙ্গ হইলা শিব আমি গুরুজন
নাঞি লাজ বাসে ধিক থাকুক জীবন।
অভয়াচরণে ইত্যাদি ॥

তাহার পর এই পদ ঃ

শুনিঞা মেনকার কথা লাজে শিব হেট মাথা
মনে মনে হাসে ত্রিলোচন
অবোধ নারীর জাতি না বুঝে আমার গতি
নিন্দা করে মোরে অকারণ।
গৌরীমুখ দরশনে বিলম্ব না সহে মনে
মেনকা পাসত হৈল তথি
সত্বরে দেখিব নারি সত্বরে দেখিব গারি
মনে মনে ভাবে পশুপতি।
ধরিয়া ছাওালবেশ ঘরে কৈল প্রবেশ
হামাকুড়ি দিয়া তথি বুলে
কেহো ঠেলে কেহো পেলে কেহো করে ধরি তোলে
টানাটানি কেহো করে চুলে।
নড়া ধর্যা তোলে জত জোথ হেনো সরে তত
মুখ চায়্যা দন্ত মেলি হাসে
কার সুতা কেবা আনে কোলে নিতে কেহো টানে
বৈসে গিয়া ভবানীর পাশে।
বসিয়া উমার কোলে কোথাহ না চলে বুলে
ভর[৩] লাগে অতি গুরুতর[৪]
করে ধরি দেবী পেলে তিলার্দ্ধ নাঞিক্ক চলে
হাথ দেই কুচের উপর।
দুরন্ত ছাওাল দেখি বিজয়া দেবীর সখী
সত্বরে জানায় দেবগণে

কার শিশু আইল ঘরে বসিয়া উমার কোলে
বিড়ম্বনা করে পুরজনে।
কেহো নাঞি চিনে তাহে বজ্রের সমান কায়ে
বুঝিবারে নাঞি তার মতি
কোন বা অসুরজন করে আসি বিড়ম্বন
মারিবারে করিলা শর্কাত।
বিজয়ার কথা শুনি দেবগণ অনুমানি
হাথে অস্ত্রে আইলা সত্বর
দেবতা অসুর নর যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর
শিশু দেখি রুসিলা অন্তর।
দেবতা-অসুরগণ সবে হৈলা কোপমন
বেড়িয়া রহিল চাবি পাশে
অস্ত্র তুলি ঝঙ্কারে বিষম ভাবুকি মারে
তথাপি না জায় বসি হাসে।
দেখি ইন্দ্র পরাজয় মেনকা পাইল ভয
নিবেদয়ে ব্রহ্মার চরণে
কোন লাজ কিবা গতি বুঝিতে না পারি মতি
কহ ব্রহ্মা বসিয়া ধেয়ানে।
মেনকার বোল শুনি ব্রহ্মা মনে মনে গণি
কহিলেন জতেক উত্তর
তুমি জে নির্ব্বুদ্ধি নারি নিন্দা কৈলে ত্রিপুরারি
তে কারণে ছলে মহেশ্বর।

শুনিঞা মেনকা সতী চলি গেলা প্রজাপতি
শিশুরূপে জথা ত্রিলোচন
কহে ব্রহ্মা করজোড়ে চতুর্মুখে স্তুতি পড়ে
কৃপা কর দেব পঞ্চানন।
তুমি জে সংসারসার তোমা বিনে কেবা আর
তুমি দেব অনন্তমুরতি
দেবগণে কর দয়া তেজহ বালকমায়া
মোর বোলে কর অবগতি।
মেনকা জতেক বৈল সব দোষ আমি কৈল
সাযুড়ি ছলিতে নাঞি আসে
শুমিয়া শঙ্কর হাসে দেবতার অস্ত্র খসে
পুষ্পবৃষ্টি আকাশে বরিষে।
ছাওালের বেশ ছাড়ি সেই দেব ত্রিপুরারি
ভুবনমোহন ধরে বেশে[৫]
রহিলা ছান্দলা মাঝে চড়িয়া বৃষভরাজে
মেনকা ত মনে মনে হাসে।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

তাহার পর :

নন্দী বলে শুন প্রভু শুন শূলপাণি
মদনমোহন-বেশ ধর না আপনি।
আছিল বাঘের চর্ম হইল বসন
অঙ্গের বিভূতি হৈল ভূষণ চন্দন।

[পাঠ [১] নন্দী। [২] আমার। [৩] ভয়। [৪] গুনতর। [৫] বেস ধরে।]

৩৪ এই পতিনিন্দা পদটির ছোটখাট বহু পাঠান্তর আছে। [১] 'কোলে' পঠিতব্য।

৩৬ [১] 'প্রোতি' আ।

৩৮ [১] 'সরমুলে' আ। [২] 'সকল গুণের অসু' আ। [৩] 'গৌরী সঙ্গে রহিলা নিবাসে' আ।

৩৯ [১] 'খেজাড়ি মাগে' মা। [২] 'সম্ভাপোনা' মা। [৩] 'ধরিল' আ। [৪] 'তোমার ঘর আসিতে পথে পুত্যা জাব কাঁটা' মা।

দ্বাবিংশ ছত্রের পর অতিরিক্ত মা-পুথিতে :

প্রেত ভূত পিশাচ মিলিয়া জার সঙ্গ
সাসুড়ি হইয়া কত বাট্যা দিব ভাঙ্গ।
লোকলাজে স্বামি মোর কিছুই না কয়
জামাঞের পাকে ঘরে হৈল সাপের ভয়।
তোমার কর্মের ফলে স্বামি বামপথি
তথি সত্য সুয়া তোরে না দিল দুর্গতি।

৪০ ১ 'ফিরেন' মা। ২ 'পটী' আ।

৪১ ১ 'কোড়া' মা। ২ 'পৈল পত্রে' মা। ৩ 'মর্ত্ত' আ।

আটত্রিশ ছত্রের পরে অতিরিক্ত মা-পুথিতে :

আছিল ভিক্ষার বাকী পালি দশ ধান
গণেশের মুষায় করিল জলপান।

৪২ ১ 'মকুন্দ' (মোকুন্দ) আ (প্রায় সর্বদা)।

৪৩ ১ 'জটাধুর' আ। ২ 'পুনর্ব্বার' আ।

৪৪ ১ 'রচিব' মা। ২ এই ছত্রাংশ আ-পুথিতে বাদ গিয়াছে।

আরাণ্ডি পুথিতে ভনিতা (২৮ ক) :

চণ্ডীপদ-সরোরুহে শ্রীজুত কবিকঙ্কণে
কৃপা জারে করিলা স্বপনে ॥

৪৬ ১ এই অংশ আ-পুথিতে বাদ পড়িয়াছে। ২ 'করিব সুপরামর্ষ' আ।

৪৭ ১ 'গজঝম্প' আ। ২ 'সভাসত' আ। ৩ 'বাচি'।

৪৯ 'সরস গরস হয় করষ' আ। ২ 'কালচির' আ।

আরাণ্ডি পুথিতে (৩০ খ-৩১ ক) এই পদ দ্বিখণ্ডিত করিয়া মধ্যে প্রক্ষেপ দিয়া তিন পদ করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ ছত্রের পর :

অদ্ভুত দেখিল বিজুবন মনোহর
অদ্ভুত নন্দনবন সৃজিলা শঙ্কর।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

পুটাঞ্জলি পদ্মাবতী স্তুতি পরিহার
এই বিজুবন শুনি পৃথিবীর সার।
জে কিছু কহিতে জানি আপ্ত উপান্তর
ইন্দ্রের নন্দনবন কহে দিগাম্বর।
নন্দনবনের শোভা প্রমোদে ভুলিয়া
সকল গাছের ফলন লইল তুলিয়া।
দ্বিতীয় নন্দনবন সৃজিল শঙ্কর
অভিলাষে গদগদ হরিষ অন্তর।
নিভৃত নদীর তীরে মনোহর স্থলে
আরোপিলা বিজুবনে হর-কুতুহলে।

ভুলিয়া গেলেন প্রভু ভাঙ্গড়া গোসাঞি
কাননে সকল আছে পশুপক্ষ নাঞি।
তারাপতি বিনে জেনো না শোভে অলঙ্গ
নগের কি শোভা যদি না থাকে পতঙ্গ।
বিসারবিহীন জল নিস্ফল কাঁসার
আধেয় না হৈলে ধিক জীবন অসার।
ধেয়ানে বসিলা দেব হাথে করি ধার (?)
বিলম্বিত পক্ষগণ করে আস্বনাদ।
সারেস কোকিল কাক বোলে অপ্রমাদ
দেখিয়া শঙ্কর বন ঘুচিল বিষাদ।
কেশরি কুঞ্জর বাঘ বাঘের বাঘিনি
মহাসর্প অজগর সাপের সাপিনি।
বরাহ ভল্লুক বনে বিড়াল বানর
শৃগাল গউনা বেজি পাখরি পাথর।

সরভ মহিষ শুনি কটাসি কটাস
বনপশু বহুগণ গণিল হুতাশ।
বাঘ ডাস গণ্ডা নকুল কালসার
সসারু গারড় বৃষ মূষিক মার্জার।
পক্ষচয় হেরিয়া হাসিল মহাঁকালি
বিমানে থাকিয়া দিল সঘনেতে তালি।

রড়ে প্রেবেশিল পশু আগম কাননে
সৃষ্টি রাখিলে নাশি ঋষিরে সসানে।
শ্রীকবিকঙ্কণ দ্বিজ একপদী ভনে
প্রবাল গাথিল জেনো মুকুতার সনে॥

শঙ্কর সকাশে চণ্ডী জান জান শুভবেশে
অংশ রূপে পূজা নিলা কলিঙ্গের দেশে।

বিজুবন নিকটে জতেক পশুগণ
পথে জাইতে চণ্ডী সনে হৈল দরশন।

৫০ [১] 'ঘণ্টা' আ। [২] 'স্বামী' আ। [৩] 'শরন' আ।
সতেরো ছত্রে 'বড়ান', পাঠান্তরে 'বরুতান' (আরাণ্ডি)।

৫১ [১] 'পোজে' আ। [২] 'জীবন সময়া' আ। 'জিবন্যাসে দিয়া' মা। [৩] 'চক' মা। [৪] 'নহে'।

৫২ [১] 'স্মরস্মর' আ। 'পুরঃসর' মা। 'সমসর' পঠিতব্য।

৫৩ [১] 'ভবশ্ব' আ। 'ভাবিস্যতি' মা।

অতঃপর মা ও আরাণ্ডি পুথিতে অতিরিক্ত পদ :

উপদেশ কহিয়া চলিলা মহামুনি
ইন্দ্রেতে বিদায় হয়া চলিলা আপনি।
সুরলোক সহিত উঠিলা সুরপতি
চরণে ধরিয়া ইন্দ্র করিলা প্রণতি।
পুনর্বার সভাতে বসিলা সুররায়
নিবিষ্ট করিল চিত্ত শিবের পূজায়
বৃহস্পতি বসিল লইয়া পাঁজিপুথি
বিচার করিল গুবুবার শুভ তিথি।
বিচার করিয়া বৈল্য কালি শুভদিন
গুণ বহু আছয়ে সকল দোষহীন।
মহেশ পূজিয়ে ইন্দ্র হৈল ভক্তিমান
জয়ন্তে ডাকিয়া ইন্দ্র হাথে দিল পান।

প্রভাতে উঠিয়া পুত্র কর গঙ্গাস্নান
উপহার কর শিবপূজার বিধান।
শচীরে দিলেন ভার চন্দনের তরে
পুষ্প তুলিতে পান দিলা নীলাম্বরে।
পান লৈতে নীলাম্বর জোড় কৈল কর
ডাকিল মুসুলি তার মস্তক উপর।
জেঠিরব নীলাম্বর শুনিলা শ্রবণে
দৈববশে অন্য নাঞি শুনে কোন জনে।
বুকে হাথ দিয়া নিবেদয়ে নীলাম্বর
বাধা পড়িল মোর মস্তক উপর।
পুষ্প তোলা বিনে অন্য করিব আরতি
রোষজুত হয়া কিছু বলে সুরপতি।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥ ৪৯ ॥

৫৬ [১] 'দু'বুটি' আ। [২] 'কুমার হরিষ মনে ধুলিকদম্ব তোলে বনে' মা। [৩] 'আচু' মা। [৪] 'ভদ্রকালা' [৫] 'বিসালিম্বা' মা। [৬] 'বৃহতি' মা। [৭] 'তিলক' মা। [৮] 'সপ্তলা' মা। [৯] 'সাল তোলে ঘাটু ফুল' মা [১০] 'কর্ণিকার' আ। [১১] 'বিরসবা' মা। [১২] 'ছিদ্রাক্ষ' মা। [১৩] 'রকত জুগল সোনা' মা।

৫৮ মা-পুথিতে নবম পদের পর অতিরিক্ত :

রূপসি হরিনি জায় তড়ঙ্গে তড়ঙ্গে
পাছু গোড়াইয়া বীর ধায় তার সঙ্গে।

৬৩ আরাণ্ডি পুথিতে ভনিতা : রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ চক্রবর্ত্তী অম্বিকায় দাস ॥

৬৪ [১] এই ছত্রের স্থানে নীলমণি সংস্করণের পাঠ এইরূপ :

শুন গো ব্রাহ্মণি আমি অনাথিনী সফল কর মোর আশ
পায়ে তব বর হৈলে বংশধর করিব তোমার দাস।
হইয়াছে পঞ্চ সুতা পতির মনের ব্যথা ঘটক পাঠায় স্থানে স্থানে

৬৫ মা-পুথিতে অতঃপর যে পদটি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা খুল্লনার সাধভক্ষণেরই পাঠান্তর। এই কবিতার আরম্ভ :

সুন প্রাণনাথ কহি তোমারে কহিয়ে সাধ মনে লাজ বাসি
ইবে প্রাণ মোর কেমন করে। পান্ত ওদনে ব্যঞ্জন বাসী।
বাথুয়া টণ্টনি তৈলের পাক
ডগী ডগী হয় ছোলার শাক। ·

৬৬ এই পদে মা-পুথিতে দ্বিতীয় দিবসের নিশা পালা শেষ।

৬৭ [১] 'পশুপতি' আ [২] 'অনক্ষণ বেথা বাড়ে' আ। [৩] 'ধাত্রি' মা। [৪] 'দুহেঁতে প্রফুল্ল যুত' মা।

মা-পুথিতে এই পদে "তৃতীয় দিবসের দিবা পালা আরম্ভ"। আ-পুথিতে "বৃহস্পতিবারের গীত আরম্ভ"।

৬৯ [১] 'খেলে টিক ডাঁড়ি ভাঁটা' মা। [২] 'ছোবাঁয' মা। [৩] 'চৌতলি' মা। [৪] 'কি ছাল্যা হয়্যাছে কোলে' মা।

৭০ [১] 'বরিল সঞ্জমকেতু তাঁর সরসিজ' আ। [২] 'ধনুকে খেয়াতি' মা।

৭১, ৭২ মা-পুথিতে একটি পদ।

৭১ [১] 'তাম্রপাত্র' আ।

৭২ [১] 'গাঁথ্যা' মা। [২] 'গাটিছড়া' মা। [৩] 'বিদায়' মা।

৭৩ [১] 'সন্ধান অর্জনে বির' মা। [২] 'ধারে উধারে' আ। [৩] 'সম্বল' মা। [৪] 'নিশ্চিন্তি' মা। [৫] 'সজ্জ' মা।

আরাণ্ডি পুথিতে ভনিতা : 'সুধন্য……হৈমরতীশঙ্কর মঙ্গল, ॥'

৭৫ [১] 'ঝাটি' মা। [২] 'মিশা' আ। [৩] 'করন্দা' মা। [৪] 'তেআঠিয়া তাল' মা। [৫] 'বিশেষ' আ।

৭৭ [১] 'এমৎ' আ।

৮০, ৮১ পদ দুইটির মধ্যবর্তী এই পদটি (আরাণ্ডি পুথি ৪৯ ক, খ) আছে :

চলিল মহাবীর লইয়া চাপশর কেশরীর দন্তে মেদনী কম্পে
পরিয়া সুরঙ্গ ধড়া লাঙ্গুল বাহুলায় শিরে
ধূলায় ধূসর হইয়া সত্বর করাল বদন বিশাল লোচন
উভু করি বান্ধেন চূড়া। সঘনে ডাকে উচ্চস্বরে।
দেখিয়া গজেন্দ্র ঝাপিল মৃগেন্দ্র ধরিয়া বারণ করয়ে তর্জ্জন
দেখিল বীরবর-রাজে নিশ্বাস প্রলয়ঝড়
চলিল বীরবর লইয়া খরশর দশন জে-গুলা জিনিঞাত মূলা
উপনীত বিপিনের মাঝে। সঘনে করে কড়মড়।

দেখি বীরবর রুষিলা সত্বর
সন্ধান পূরিল চাপে
করিয়া তর্জ্জন ছাড়িয়া বারণ
মৃগাধিপ সাজে কোপে।
সিংহের তর্জ্জন পায়্যা পশুগণ
প্রাণভয়ে পলাইয়া জায়
আক্কটীনন্দন করয়ে তর্জ্জন
অতিবেগে মৃগ ধায়।
হু'হুত দম্ভে পশুগণ কম্পে
খিতি কার টলবল
বজ্রনখ মারে বীরের শরীরে
বীর হাসে খলখল।
বীর মহাতেজা ধরি পশুরাজা
মুটকি মারিয়া মুণ্ডে
বিকট দশন ভাঙ্গিল তখন
রকত পড়িল তুণ্ডে।
অতিবেগে বীর মারিল খর তির
রণেতে উঠিল ধুলা
রবির কিরণ হরিল তখন
অবসান হৈল বেলা।
দু২ ত নবীন সমরে প্রবীণ
সন্ধান জিনিএগ জুঝে
ছাড়ি বীর ডাক দিল উড়া পাক
লইয়া পশুর রাজে।
জগদবতংসে পালধির বংশে
নৃপতি রঘুরাম
শ্রীকবিকঙ্কণ করে নিবেদন
অভয়া পুর তার কাম॥

৮০ [১] 'সুনিত' আ। [২] 'ধরিয়া পাছাড়ে' মা।

৮১ [১] 'মারয়ে ভাবুকি' মা।

৮২ [১] 'হাতে দড়ি পায়ে দড়ি গলে দিয়া তোক' আ। [২] 'দয়াময়ী' আ।

৮৪ কবিতাটি কথোপকথনাত্মক। [১] 'খাণ্ডা' আ। [২] অতঃপর অনেক পুথিতে ও ছাপা সংস্করণে এই অতিরিক্ত পাঠ আছে :

বীরের অস্ত্রের বেগে বত্রিশ দশন ভাঙ্গে
পশুগণে মহামারী করে।
তুমি হস্তী মহাশয় তোমার কিসের ভয়
বজ্রসম তোমার দশন
তব কোপে জেই পড়ে যমপথে সেই নড়ে
কেবা ইচ্ছে তব দরশন।
দুই চারি ক্রোশ জায় তবে মোর লাগ পায়
উলটিয়া শুণ্ড মোর খেচে
মোর পিঠে মারে বাড়ী লয়ে জায় তাড়াতাড়ি
ছাগলের মূল্যে লয়ে বেচে।
শুন হে মহিষ বাণী মানুষ তোমার পানি
তুমি হও যমের বাহন
তুমি যদি মনে কর পর্বত চিরিতে পার
নর ভয় কর কি কারণ।
কালকেতু বড় রাঢ়ে খলেতে ফেলায়ে গাড়ে
পড়িলে উঠিতে নাহি পারি
জানে বহু কুসন্ধান গাছে উঠে মারে বাণ
নর মধ্যে আমি তারে হারি।
খসয়ে যেমন তারা সেই রূপ ধাও বরা
তোর দন্তে ক্ষিতি জরজর
কালকেতু একা নর সবে ধরে তিন শর
কি কারণে তারে কর ডর।
নিবেদন করি মাতা শুনহ বীরের কথা
পশু মারে বিবিধ প্রকারে
জানয়ে অনেক তন্ত্র এড়য়ে বড়শী যন্ত্র
বিনা অপরাধে পশু মারে।
তুমি ধাও নিশিদিস পবন জিনিয়া শশ
কালকেতু কি করিতে পারে

বীর কালকেতু কাল বনবেড়া পাতে জাল
জীয়ন্তে বেচয়ে ঘরে ঘরে ।
সর্ব্বজান তুমি শিবা ভক্ষণ তাহার কিবা
কালকেতু হৈতে কিবা ভয়
শিবার ঘৃতের হেতু নিত্য বধে কালকেতু
বৈদ্যজনে করয়ে বিক্রয় ।
তুলারু ঘোড়ারু মৃগ পবন জিনিয়া বেগ
কালসার বীর মহাশয়
যদ্যপি মনেতে কর পবন জিনিতে পার
কি কারণে নরে কর ভয় ।

জাহারে কেশরী ডরে তাড়িয়া কুঞ্জর ধরে
আমরা তাহার ঠাঁই মশা
কৃপা কর কৃপাময়ী তোমার শরণ লই
চিরদিন তোমার ভরসা ।
কপি বলে শুন মা আমার সকল ছা
হাটেতে বেচিল মহাবীর
হেন মোর লয় মন ত্যজি গো নিবাস-বন
প্রাণ দিব প্রবেশিয়া নীর ।
মৃগ আদি পশুগণ সব কৈল নিবেদন
অভয় দিলেন মহামায়া

ব্রাহ্মণভূমের পতি রঘুনাথ নরপতি
জয়দুর্গা তারে কর দয়া ॥

৮৫ পদটির পুষ্টতর পাঠ আরাণ্ড পুথি হইতে (৫২ ক-খ) উদ্ধৃত করি ।

পশুর বচন শুনি সর্বমঙ্গলা
আশ্বাস করিয়া সিংহে দিল কণ্ঠমালা ।
আজি হৈতে মনে কিছু না করিহ ভয়
না বধিব মহাবীর বলিনু নিশ্চয় ।
বর পায়্যা একভিতে গেলো মহারাজ
উপনীত হৈল গিয়া হাথির সমাঝ ।
হাথিরে সদয় হৈয়া বলিল অভয়া
নিরাতঙ্কে অরণ্যে বসত কর গিয়া ।
বর পায়্যা হাথি সব করিল গমন
ব্যাঘ্র ভল্লুক তথা দিল দরশন ।
পরমসুন্দর ব্যাঘ্র গায়ে ভাল রেখা
সুন্দর আকার জেনো বিভ্রয়ে জম্বুকা ।
বাঘেরে সদয় হয়্যা বলেন অভয়া
নিরাতঙ্ক অরণ্যে বসত কর গিয়া ।
বর পায়্যা ব্যাঘ্র সব চলিলা হরিসে
উপনীত হৈল গিয়া বনের মহিষে ।
মহিষ বলেন আমি যমের বাহন
বনে মহাবীর আসি করে মহারণ ।

কি কহিব মহামায়া নিজ দুঃখকথা
বিষাণ উপাড়ি মোর নাড়া কৈল মাথা ।
মহিষে সদয় হৈয়া কহেন পার্ব্বতী
নিরাতঙ্কে অরণ্যেতে করহ বসতি ।
চলিল মহিষঘটা করিয়া মেলানি
জুলজুল করিয়া চাহে জত রাঙ্গা মেনি ।
মেনি সব বলে মাতা করম বিশেষ
মহাবীর ঠুটারে বেচিল মোর বংশ ।
পড়ায়্যা শুনায়্যা ঠুটা তুল্যা লয় কান্ধে
ঘরে ঘরে কড়ি খায় প্রকার প্রবন্ধে ।
ঠুটার গুতাতে বাছা বড় দুঃখ পায়
এই সুখ আনন্দে ঠুঠার কান্দে জায় ।
কৃপা করি মহামায়া বলেন সভায়
আমার বচনে সভে হবে নুকি-কায় ।
পশুরে সদয় হৈয়া সর্ব্বমঙ্গলা
সেইখানে সুবর্ণগোধিকা রূপ হৈলা ।
প্রভাত হইল বীর চলিল কাননে
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণে ভনে ॥

১ 'কাচে' আ । ২ 'ঘৃত মুনি' আ । ৩ 'সব্য' মা । ৪ 'শাস্ত্রেতে' মা । ৫ 'দুঃখের পারক' মা ।

৮৭ ১ 'বুকে সান্যা' মা । 'বুকে সানে' আরাণ্ড ।

৮৮ [১] 'দিবত' আ। [২] 'অমূল্য ধন' মা। [৩] 'পুরিআ' আ।

অতঃপর মা-পুথিতে এই অতিরিক্ত কবিতাটি আছে ঃ

বসিয়া তরুর তলে ভাসিয়া লোচনজলে
বিষাদ ভাবেন কালকেতু
কোন দেব দিল সাঁপ কিবা পশুবধ-পাপ
দুঃখ আমি পাই সেই হেতু।
হৈল ব্যাধকুলে জন্ম পশুহিংসা কুলধর্ম
বেচিয়া সম্বল আমি করি
দুর্গম কাননে ভ্রমি মৃগ না পাইল আমি
সম্বলে কেমন বুদ্ধি করি।
ত্রিবিধ-প্রকার লোক কার হেন নাঞি শোক
দুঃখ পাই নিবাসি ভুবনে
পাপভোগ ভুঞ্জিবারে বিধি জন্মাইল মোরে
পশু মারি বিবিধ বিধানে।
অনুদিন বনে ফিরি ঝোপ ঝাড় দরী গিরি
গায়ে ছড় কাঁটা ফুটে গায়
গণ্ডক সাদ্দুল হরি বনে কত বধ করি
তথাপি পরান নাহি জায়।
অধর্ম সঞ্চয় করি অনুদিন বনে ফিরি
ধিক থাকু আমার জীবনে
কাহারে মাগিব ধার কে মোরে করিব পার
প্রাণ পোড়ে সম্বল বিহনে।
জেদিন জতেক পাই সেইদিন তত খাই
ডেড়ি সম্বল নাঞি থাকে ঘরে
তিন বাণ শরাসন বিনে আর নাঞি ধন
বাঁধা দিতে ধারে বা উধারে।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে অচেতনে ভূমে পড়ে
রহিয়া ক্ষণেক নিদ্রাভোলে
ক্ষণেক বিলাপ করি উঠ্যা পান করে বারি
মুখ মুছে ধড়ার আঁচলে।
হাথে করি ধনুশর ধীরে ধীরে জান ঘর
সুবর্ণ-গোধিকা পথে দেখে
তর্জন গর্জন করে বান্ধে বীর গোধিকারে
ধনুকেতে লম্বমান রাখে।
যাত্রাকালে তোমা দেখি বনে ফিরি হৈনু দুখি
নকুল বদলে তোমা খাব
পড়িলে আমার হাথে এড়াবে কেমন মতে
জিয়ন্ত লইয়া পোড়াইব।
এমন বীরের কথা শুনিঞা ভুবনমাতা
মনে ভাবে কি বুদ্ধি করিব
মহিষ-অসুর জন্ত নাশিল সবার দন্ত
বীর হস্তে কেমনে এড়াব।
মহামিশ্র ইত্যাদি ॥ ২১ ॥ ৮৪ ॥

৮৯ [১] 'কি বল্যা দাণ্ডাব' মা। [২] 'এসব নরক বুদ্ধি' মা। [৩] 'মোছে' মা। [৪] 'পুড়িয়া' আ। [৫] 'তুলিল' মা। [৬] 'টাঙ্গিয়া' মা। [৭] 'ঘরকে' মা।

৯০ [১] 'কৃষ্ণহেতু ছলিলাম পাপ কংসাসুরে' আ। [২] 'দেই' আ। [৩] 'গনিল' মা। [৪] 'এই' মা।
আরাণ্ডি পুথিতে পদটি ভাঙ্গিয়া দুইটি হইয়াছে।

৯১ [১] 'পড়াসিকে' মা। [২] 'করুণা' মা। [৩] 'আসিয়া বিরের পাশে' আ।

৯২ [১] 'ফল' মা। [২] 'তার' আ। [৩] 'বনাতি' মা। 'নালিতা'। [৪] 'সয়োরে দেহত গিয়া চাম্বের কিছু' মা। [৫] 'উতারিয়া' মা। [৬] 'আইস্য আইস্য' আ। 'আস্য আস্য' মা। [৭] 'তাঁরে' আ। [৮] 'চোখণ্ডিয়া' মা। [৯] 'দিব' আ। [১০] 'সুনহ' আ।

৯৩ [১] 'কোকিলের সর অন্ত' আ।

৯৪ আদর্শ পুথিতে অবতার-বিবরণ বিপর্যস্ত ভাবে আছে।
[১] 'কৃষ্ণ' আ। [২] 'বহুত লীলা' আ। [৩] 'প্রচণ্ড' আ।
[৪] 'ভা'স' আ। [৫] অতঃপর দুইছত্র মা-পুথিতে নাই।

৯৩-৯৪ পদ দুইটি আবাণ্ডি পুথিতে একটি পদ।

৯৫ [১] 'তিলক' মা। [২] 'যমুনা নিকট' আ।
[৩] অতঃপর আ-পুথিতে এই ভনিতাপদে শেষ:

শ্রীকবিকঙ্কণ গান পাঁচালির গীত
চাবি সাতে লিখিল আটাশপদী গীত ॥

আবাণ্ডি পুথিতে ভনিতা:

শ্রীকবিকঙ্কণ গান কাচলি-নির্মিত
চাবি সাতে লিখিল আটাসি পদ গীত ॥

৯৬ আরাণ্ডি পুথিতে প্রাবন্তে অতিবিক্ত এই দুই পদ আছে:

কাচলি তুলিযা অঙ্গে দিল মাহেশ্বরী
বীর-কুঁড়্যা মর্দ্ধে বৈসে দেবী মাহেশ্ববী।
ধেযানে না পায জারে দেব প্রজাপতি
কেমনে বর্ণিব তাবে মনুষ্য-আকৃতি।

[১] 'হাস্যমুখে অভযা' আ। [২] 'বন্দ্যঘটি স্থিতি' মা। [৩] 'জাত্যেতে' মা।

৯৭ [১] 'হার' আ। [২] 'অহল্যা' আ। [৩] 'ঔষধে আমি ছাড়ি' আ। [৪] 'স্বহায় জারে পার্বতী' আ।
তেইশ-চব্বিশ ছত্র দুইটির পাঠান্তব গো-পুথিতে:

আমি বলি তোমা কার বোলে রামা কী হেতু ছাড়িলে পতি
সত্য কহ মোরে কে আনিল তোরে ঔষধ কৈবে বিজাতি।

৯৮ [১] 'সোষ' মা। [২] 'লোকলাজে নাহি' মা। [৩] 'সর্বকাল সমভাবে' মা।

৯৯ [১] 'অবধান' আ। [২] 'সাধিলে' আ। [৩] 'সতিন' আ।

১০০ ভনিতা ছত্রদ্বযের আগে আরাণ্ডি পুথিতে (৬১ খ) এই চার অতিরিক্ত ছত্র আছে:

পাশে বসিয়া বামা কহে দুঃখবাণী
ভাঙ্গা কুড়াঘরখানি পাতের ছাৰ্মনি।
ভেরেণ্ডার থামখান আছে মধ্যঘরে
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।

ছত্র চাবটি মা ও গো পুথিতে পরবর্তী বারমাসি পদের গোড়ায আছে। এই দুই পুথিতে বারমাসের দুঃখবর্ণনার আরম্ভ আষাঢ় মাস হইতে, শেষ জ্যৈষ্ঠ মাসে।

১০১ [১] 'দিতে টানাটানি' নীলমণি। [২] 'উঠিতে' আ। [৩] 'কাননে তুলিতে জাই' মা। মা-পুথির পাঠ:

রামা শুন মোর বাণী রামা শুন মোর বাণী
কোন সুখে আমদেতে হইবে ব্যাধিনি।

[৫] মা-পুথির পাঠ :

ফুল্লরার অভিলাষ বুঝিয়া পার্বতী
আশ্বাস করিয়া তারে বলেন ভারতী ।

১০২ [১] 'পিপিলিকা পাখ ধরে' মা । [২] 'মিথ্যা হৈলে চেয়াড়ে' মা । [৩] 'ছাড়িয়া' মা ।

[৪] মা-পুথিতে অতিরিক্ত পাঠ :

আগে আগে চলিল ফুল্লরা নারীজন
পশ্চাতে চলিল কালু ব্যাধের নন্দন ।
নিজ নিকেতনে গিয়া দিল দরশন
দেখিবারে পাল্য দুটি অভয়চরণ ।

[৫] 'শরগাণ্ড এড়ি বীর করিল প্রণাম' মা ।

১০৪ [১] 'জোড় করি' গ্রা । [২] 'সিয়রে' মা । 'ভানু' মা ।

১০৫ মা-পুথিতে পদটির আরম্ভ এইরূপ :

বীর আর না জুড়িহ শরগাণ্ড
বাছা আমি আল্যাণ্ড শুভা মঙ্গলচণ্ডী ।
সুসজ্জিত শরধনু দেখি মহাবীরে
কহেন করুণামই মৃদুমন্দ স্বরে ।

[১] 'বসাইয়া প্রজাগণ' গো । [২] এই দুই ছত্রের স্থানে মা-পুথির পাঠ :

শনি কুজ্ব বারে পূজ্য পাতাইয়া জাত
গুজরাট নগরের তুমি হবে নাথ ।

এই দুই ছত্রের পাঠ আ-পুথিতে :

নিজ মূর্তি ধরিতে অভয়া কৈল মতি
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারথি ॥

গো-পুথিতে শেষ চার ছত্র এইরূপ (৫১ খ-৫২ ক) :

এমত শুনিয়া চণ্ডী কালুর বচন
শতনাম কহিতে চণ্ডিকা কৈলা মন ।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ ১০৯ ॥

তাহার পর এই শতনাম পদ আছে (অন্য কোন কোন পুথিতে এ পদের পাঠান্তর পাওয়া যায়) :

ব্যাধের নন্দন শুন হে বচন
এহি মোর শত নাম
এ তিন ভুবনে কেবা নাহি জানে
সব ঠাই মোর ধাম ।
মঙ্গলচণ্ডিকা চামুণ্ডা চর্চিকা
চণ্ডবতী মহামায়া

শুভা শুভঙ্করী শুভ আমি করি
তোমারে করিনু দয়া ।
ব্রহ্মাণি বাদিনী নৃসিংহি রুদ্রাণী
কৌমারী শক্তিরূপিণী
জয়ঙ্করী জয়া শঙ্করী অভয়া
বেদবতী নারায়ণী ।

কালী কপালিনী কৌসিকী ভবানী
বৈষ্ণবী শিববনিতা
গৌরী শাকম্ভরি গঙ্গা সুরেশ্বরী
আমি আদ্যা বেদমাতা।
গোকুলে গোমতী দক্ষগৃহে সতী
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে
ভয়ঙ্করী ভীমা উগ্রচণ্ডা বামা
যোগমায়া নন্দাগারে।
যমুনা যোগিনী যশোদানন্দিনী
যোগনিদ্রা যশপ্রদা
মৃড়াণি অম্বিকে পুষ্টী বৃন্দারিকে
রুদ্রচণ্ডী ধারি গদা।
শিবা শিবদূতী বিজয়া পার্বতী
বিষ্ণুপ্রিয়ে বিশালাক্ষী
খড়্গিনী শূলিনী খেটকধারিণী
দক্ষসুতা আমি দাক্ষী।
বিমলা কল্যাণী কান্তি কাত্যায়নী
কার্ত্তিকী কামরূপিণী
শ্যামা জলোদরী দুর্গা মহোদরী
গোদাবরী তপস্বিনী।
যক্ষিণী ত্রিজটা ত্রিনেত্রা ত্রিপুটা
ত্রিপুরা দ্বারবাসিনী
তারা বাণী ধৃতি গায়ত্রী সাবিত্রী
ভৈরবী ঘোররূপিণী।
কামাক্ষা কিরাতী ক্ষেমা সরস্বতী
ছিন্নমস্তা মহাতেজা
ত্রিপুরসুন্দরী ত্রৈলোক্য-ঈশ্বরী
সহস্রাক্ষী দশভুজা।
অপর্ণা নীলাঙ্গী বগলা মাতঙ্গী
মহাবিদ্যা জগন্মাতা
চণ্ডী মোর নাম ভুবনে উপাম
শুনহ নামের কথা।
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥ ১১০ ॥

তাহার পর একটি অতিরিক্ত পদ :

কালকেতু বলে মা গো এই বুঝি মনে
শতনাম শুনে শিখিয়াছ কারো স্থানে।
ব্যাধকুলে জন্ম মোর হিংসাময় ধর্ম
পশু বধি মাংস বেচি এহি-মাত্র কম।
ব্রহ্মা আদি দেবে জারে ধ্যানে নাহি পায়
হেন জন কি কারণে আসিবে এথায়।
তবে যদি কৃপা কৈলে শিখরনন্দিনী
তোমারে চরণ বন্দি জোড় কৈরে পাণি।
আমার ভাগ্যের তবে সিমে পার নাই
প্রপঞ্চনা কর যদি শিবের দোহাই।
ও চরণে জোড়-করে করি নিবেদন
কৃপে কৈরে তবে মাতা দেহ দরশন।
নিজ মূর্ত্তি চিনিতে প্রবোধ নহে মনে
জেহি রূপে নরে তোমা পূজয়ে আশ্বিনে।
সেহি রূপে যদি দেখা দিবে গো নিশ্চয়
তবে সে আমার মনে হইবে প্রত্যয়।...

১০৬ [১] 'প্রষ্টে' আ। [২] 'মাতা' আ।
১০৭ [১] 'ফুল্লরা শুনিয়া মূল্য মুখ কৈল বাঁকা' আরাণ্ডি। [২] 'মুড়া' আরাণ্ডি। 'মুড়ি' মা। [৩] 'পারি' আ।
১০৮ আ-পুথিতে ও মা-পুথিতে এইখানে বৃহস্পতিবারের (তৃতীয় দিবসের) নিশা পালা সমাপ্ত।
[১] 'বীর' আ।

১০৯ ১ 'দুম্বিন্দ' মা। ২ 'ধারয়ে' মা। ৩ 'ঘরেতে নাহিক পোতদার' মা। ৪ 'সরস' মা। ৫ 'খিড়িকির' মা। ৬ 'বান্যারে' মা। ৭ 'এড়িয়ে' মা।

১১০ ১ অতঃপর অতিরিক্ত মা ও অন্যান্য অনেক পুথিতে:
বীর সোনা নয় রুপা নয় এ বেঙ্গা পিত্তল, মাজিয়া ঘসিয়া বীর কর‍্যাছ উজ্জল।
২ 'খণ্ড্রে' কলিকাতা পুথি। 'খুনে' গো। ৩ 'বলদে নাদিয়া' মা। ৪ 'গুণে' আ।
এই পদে গো-পুথিতে 'বুধবারের পালা সমাপ্ত'।

১১০-১১১ এই দুই পদের মধ্যে অতিরিক্ত এই পদটি আছে অনেক পুথিতে:

বদলে আনিতে হৈল বীরের গমন
গোলাহাট নগরে গিয়া দিল দরশন।
যাদব মাধব হরি শ্রীধর অচ্যুত
পঞ্চ শত বলদ তার আছয়ে মজুত।
বলদ প্রতি এক পোন করিল ফুরান
বীরের সঙ্গে পঞ্চ ভাই করিল পয়ান।
আগে আগে পঞ্চ ভাই করিল পয়ান
তার পাছে চলে কালু ব্যাধের নন্দন।
আড়ি উমানিঞা ছালা করে বৈশ্যগণ
গুজুরাটে আল্যা সভে বীরের লয়্যা ধন।
ছালা উভারিয়া সভায় করিল বিদায়
বিদায় হইয়া তারা নিকেতন জায়।
সর্ব্ব ধন সম্বরিয়া বীর রাখে খুনে
ব্যয় করিবারে বীর কিছু রাখে গুনে।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

আরাণ্ড (৬৭ খ-৬৮ ক)।

১১১ ১ 'বান্যা' মা। 'বেন্যা' গো। ২ 'সাঁচাকুড়া' মা। ৩ 'সাঁজকুড়া' আ। ৪ 'কুড়্যা' আ, মা। ৫ 'করবাল' মা। ৬ 'রুপট' আ। ৭ 'সর্ধা' আ।

১১২ ১ 'কাদদা' গো। 'কারদা' আরাণ্ড। ২ 'কুড়াইর'। 'কুড়ালি' গো। ৩ 'বাইষ' আ। ৪ 'বানা' মা। বাণ' গো। ৫ 'দাষ' মা। 'দাবা গো। 'দামবন' পেয়ালি। ৬ 'আশা' মা। ৭ 'ভাঁসা' গো। ৮ 'জাফর' মা। ৯ 'রুটী-জুত' মা, গো। ১০ 'বন কাটে পাতিয়া' মা, গো। ১১ 'সুনিয়া কুঠারের নাদ মনে গুনি বিষাদ ধায় বাঘা করিয়া কারণ' মা।
এই পদে গৌহাটী পুথিতে (৫৫ খ-৫৬ ক) ২১৫ জন বেরুনিয়ার নামের এই ফর্দ আছে:

কালু মালু কেতু মায়া
আগর নাগর চুলী
উদা সুদা বিসা জন্তি
রাম সাম জয় হুচা
কাঙ্গালু কাকরু গুনা
বিদেস্যা বহল কালা
রামহরি বিশ্বনাথ
আকাল্যা কালুয়া দেবু
গদা ছিরা সত্যবান
অনত জগত ধনি

কালিয়া খড়কু দয়া
পছা কুড়্যা দুখু দলী
শিব জিব ছবি কান্তি
সিমু বিজু বলী বোচা
কৃষ্ণ কালি নন্দ ধনা
নন্দি বন্দি গন্দ ভোলা
গঙ্গারাম বৈদ্যনাথ
কিনা দিনা বানা ছাবু
কলি হলি সিতারাম
মদন সামারু মনি

কোনা বোনা শ্রীদাম সুদাম
সনাতন রঘু বাঞ্ছারাম।
নাকার কেকার গেনকাটা
ভগল মঙ্গল খোলাকুটা।
মোহন ময়ালু লখ্যা ছুয়া
মনসা মাকুরু দোপরিয়া।
জাদু মধু বাসু কাসু সাধু
তোরত তিলক তিতা রাধু।
জগাই মাদাই বিসা বাস্যা
চেঙ্গ বেঙ্গ বানি কৃপা কাস্যা।

কামাল জামাল গুলু সরিফ জরিফ ঝুলু হাসন হুসেন কাসী মালী
সাদুল্লা বাদুল্লা কালে মাদারি গোলামী আলে সাকালু মোমিন জাফর আলি।
ফরিদ জরিদ হবি মামুদ মনসুব নবি কাদের কুতুব খয়েরুল্লা
ঈযারু পিয়ারু হাবু ঈমান্দি মরান্দি কাবু ক্যামুদ্দি বর্জার্দি সয়েফুল্লা।
উজ্জাল সুজাল সফী করমা খুজালু নফী আসক খলিল হেমাতুল্লা
আলু মালু জালু নাটু দিদার দলিল ভেটু বকযু নেকা আতাউল্লা।
হবিবুল্লা ইমামবক্‌স ফুলমামুদ ফকীরবক্‌স মছরফ মোকীম নেওআজ আলি
মৈন্যা রিতা রৈফা হরু বুদ্যা সেবু নবু করু গোসি পাজু নাট্‌কা মামুদালি।
সিয়ালু পিয়ালু কৈপা আমাবু দোমাবু হেপা রহমু রহমৎ ফরমান
ফকীর মামুদ গোলামুদ্দি গলাম গতুষ ফকীরউদ্দি হারঢ়া হটুআ হরমান।
রছুল মাকুল গাজি কাসীম হাসীম হাজি হিঙ্গন ঝিঙ্গন জলবিল
জুড়ন তুফানি খেলু হবিব জঞ্জালু বিলু রমজান কোরবান আবিরিল।
বেরুনিয়া একে একে সবাকার নাম লিখে মাহিনা দিলেক জনে জনে
বিরের আদেশ মাথে কুঠার হইয়ে হাথে বন কাটে হরষিত-মনে।

১১৩ ১ 'হোর' মা। ২ 'লাঙ্গুড়' মা। ৩ 'করিয়ে' মা।
৪ 'উকটিয়া কোড়ে ঝাড়ে উঠিল পর্বতপাড়ে' মা।

১১৪ ১ 'একঘায়ে ভাঙ্গিল বাঘার মাথার খুলি' আ।

১১৫ এই পদটির বহু পাঠভেদ পাওয়া যায়, বিশেষ করিয়া বৃক্ষলতার নামাবলীতে। অন্য রূপান্তরও আছে। বঙ্গবাসী (তৃতীয়) সংস্করণে এই মন্তব্য আছে, "এই বিষয়টী কোন কোন পুথিতে একাবলী ছন্দে লিখিত আছে। নীলমণি সংস্করণে (পৃ ৪৮) পদটির এই পাঠ পাই:

পয়ার ॥ মহাবীর হাতে গণ্ডী ফিরয়ে কানন
বন কাটে শতশত বেরুনিয়া জন।
শর নল খাগড়া ইকড়ি টাঙ্গ
ওকড়া ধুতুরা আর কাটি আপাঙ্গ।
আকড় কাটিল আর নেহালি সেহালি
কাটিল ঝোকনা ঝাউ আর আদাড়মালি।
আটি-শর পাটি-শর কালিকে-নাটা
ভাদুল্যা আনুল্যা চোরপালিতার কাঁটা।
গয়্যাথান বৃহতী কাটিল সোমরাজী
পাটারিয়া পুরুনিয়া কাটে ভযবাজী।
ঘোড়াসিজ পাতাসিজ কাটে সর্বজয়া
ঝোপ ঝাটি কাটিলেক আর কাল্যানুয়া।
কেতকী ধাতকী কাটিলেক বামনহাটি
কুলিতা চালিতা আর কাটিল বরাটি।
শেয়াকুল ডোমকুল কাটে শিঙ্গাবেত
কোদাল-কুড়ালে কাটি করিলেক ক্ষেত।
দেবধান গড়গড় ময়নার কাঁটা
শালপান কাটে আর চাকুলিয়া জটা।

একাবলী ॥ বঙ্‌চি সেহড়া কাটে আতণ্ডি
পড়াশি পুণ্যাশি কাটে ভুরণ্ডি।
পুঞ্জাতি বিছাতি কাটে অসন
ডুম্বুর পিণ্ডিরা বন-বেগুন।
চাকুন্দ্যা কাসুন্দ্যা নিসিন্দা ভেলা
গোরক্ষচাকল্যা গিয়া শ্যামলা।
চিচ্চা বহুবীজ কাটে মান্দারী
কাটিল কুকুরাছিটা গান্ধারী।

আমড়া বহেড়া হরিতকী ধব
শুকান কাননে মেটায় দব।
ডেফল কাফল করঞ্জা বন
করন্দি সহিন্দী কাটে অসন।
এরণ্ড মামড়ি কাটে বাবলা
তেউঁড়ি দণ্ডিকা কাটে আমলা।
বসন ছাতিম কাটিল নিম
পারুলি দেবদারু মকম-শিম।
মুগর তরলা ভালুকা বাঁশ
মূল উপাড়িয়া করিল নাশ।
শিমলি শিনিতা কাটে ধনিচা
কুসুম কাটিল নাটা বনবিচা।
শিরীষ কর্কট বনচালিতা
গড়্যা কুলকুচি কুচুই লতা।
পলাশ পাকড়ি খদির বন
মহাকাল্য খড়া করে নিধন।
ভাটি সাটি আর কাটে আদাঁড়ি
লাঙ্গলিয়া ডহু কাটিল বড়ি।

মাণ্ডরী পাণ্ডরী কাটে শতমূলী
ফলহীন জাম কাটিল কুলি।
রাখে জামরুল দ্রাক্ষা লবঙ্গ
…রাখিল আর কামরঙ্গ।
কাঁটাল কদলী রাখিল গুয়া
অশ্বত্থ রাখিল মূল বান্ধিয়া
করুণ কমল ছোলঙ্গ টাবা
ভুজঙ্গকেশর রাখিল জবা।
শঙ্কর পূজিতে রাখে বিল্ববন
করবির কুন্দ করিল স্থাপন।
টগর তুলসী রাখিল রঙ্গন
বক শেফালিকা রাখিল কাঞ্চন।
তাল নারিকেল থাকিল রোপা
মালতী মল্লিকা রাখিল চাঁপা।
বটতরু রাখে ষষ্ঠীর ধাম
মহাতরু রাখে জনবিশ্রাম।
মূল বান্ধিবারে আনে থৈকর
গাইল মুকুন্দ নামে কবিবর ॥

[১] 'সরল' মা। [২] 'ইকড়া' মা। [৩] 'ভাদর ভাদুল্যা' মা। 'ভাদুল্যা ভারুল্যা' বঙ্গ। [৪] 'বৃহতি' মা। [৫] 'কোদালো কুড়িয়া' মা। [৬] 'বরাটী' মা। [৭] 'দেধান গড়গড় ময়না' মা। [৮] 'জটা' বঙ্গ। [৯] 'পিঁড়িয়া' মা। [১০] 'ভূসপ্তি' মা। [১১] 'চিণ্ডা' মা। [১২] 'বহেড়া হরিড়া ধর' মা। [১৩] অতঃপর মা পুথিতে অতিরিক্ত :

হোগল হেঁতাল চামার ফসা
হরিড়া বহেড়া রাখাল-সসা
সাল পেয়াসাল তমাল অর্জ্জুন
দেবছাট বিরছাট জুগল সোনা
ফুলহীন দেখিয়া কাটে বাকসনা
কোকিলাক্ষের কাটিল কানন।

[১৪] 'মহিন্দি' মা। [১৫] 'গোক্ষরি মামুরি' মা। [১৬] 'দাণ্ড' মা। [১৭] 'ভর্জ্জা' আ। [১৮] 'মুড়া উপড়্যা' মা। [১৯] 'সিমুল 'সোনা' মা। [২০] 'মাহু পাহুরি' মা। [২১] 'তসর' মা। [২২] 'নৃপতি রঘুনাথ করিল' বঙ্গ। [২২] 'করিল' আ।

১১৬ [১] 'ধাত্রিকা' আ।

১১৭ [১] 'না পাতে সিয়নি' মা। [২] 'গোড়া রদা' মা। [৩] 'রাঁয়্যাটি' মা। [৪] চতুর্শালা' আ। [৫] 'সাতানৈ আরম্ভে' পঠনীয়। [৬] 'অন্দর' মা।

১১৮ [১] অতঃপর মা পুথিতে অতিরিক্ত :

আদেশ করিল ভিমা
রচিল প্রথম সিমা
করাতে পাথর কাটী
প্রাচিরের পরিপাটী
পরিক্ষা খুলেন হনুমান
নিরমিল দ্বারিকা সমান।

[পরিক্ষা = পরিখা, খুলেন = খুঁড়েন ।]

[২] 'কাচ' মা । [৩] 'দ্বারাবতি' মা । [৫] 'মণ্ডপ' মা । [৬] 'ভাতশালা' মা । [৭] পাঠ 'সৈদময়' । [৮] মা পুথি হইতে । [৯] 'রাসপিণ্ডী' মা । [১০] 'কৌসলকলা' মা । [১১] 'বিধি চাখে খানা বাঁদি রান্ধে' মা । [১২] 'পুরীদ্বারে' আ । 'সিংহদ্বারে' আরাণ্ডি ।

১১৯ [১] 'স্বর্ণবাস' আ ।

১২০ [১] 'বালিঘট' মা, আরাণ্ডি ।

১২১ [১] 'পান দিয়া' আ । [২] 'প্রমাণ' আ ।

১২২ [১] 'বলাহক' আ । [২] 'লইয়া করহ খেলা' আ । [৩] 'সুপ্রতিক' মা । [৪] 'চৌষড়েতে' মা ।

১২৩ [১] 'কলিঙ্গের জত লোক স্মঙরে জৈমুনি' মা । [২] 'নিঙম' মা ।

১২৪ [১] 'নগর' আ । [২] 'ভৈরবী কর্মনাশা' আ । [৩] 'দনাই' মা । [৪] 'বগড়ির খানা' মা । [৫] 'রত্নানু' মা । [৬] 'বামনের' আ । [৭] '[মা]কড়াই' মা । [৮] 'লইআ' আ ।

১২৫ [১] 'সুকৃতি' মা ।

১২৬ [১] 'খাটের দড়ি' আ । [২] 'মাসেতে' আ । [৩] 'ভাড়ু' আ । [৪] 'অম্বুল' আ । [৫] মা পুথির অতিরিক্ত পাঠ ঃ

সব প্রজাগণ মেলি করয়ে বিচাব
কলিঙ্গরাজার ঠাঞি না পাব নিস্তার ।
বুলন-মণ্ডল সনে জত প্রজাগণ
বিরলে বসিয়া সভে করে নিবেদন ।
এ দেশে বসত নাঞি চাস নদীকূলে
হাজিব সকল সস্য বরিষার কালে ।
মসাত করিল রাজা দিয়া খাট দড়ি
প্রথম আঘনে চাহি তিন তেহাই কড়ি ।
তেসনি ইনাম ঘর গুজুরাটপুব
তোমাব সকল প্রজা তুমি সে ঠাকুর ।
কলিঙ্গ তেজিয়া সভে করিল প্রয়াণ
বুলন-মণ্ডল চলে হইয়া প্রধান ।

১২৭ [১] 'তিন' মা । [২] 'পাট্টায়' মা । [৩] 'ভাড়ু' আ । [৪] 'লব পান' মা ।

১২৮ [১] 'চিট্যা ফোঁটা' মা । [২] 'করসান' আ । [৩] 'আনু বড়' মা । [৪] 'বহিব' মা । [৫] 'স্ত্রী' আ । [৬] 'জামাতা' আ । [৭] স্থান দিবে নাঞি লবে কড়ি' মা ।

১২৯ [১] 'গাণ্ডঠে' আ । গাঙ্গুটি' (ক ৬১৪১) । 'পাণ্ডট' আরাণ্ডি । [২] 'কানে কথা' আ । [৩] 'পরিশেষে' আ । [৪] মা পুথিতে অতিরিক্ত ঃ

তোমার পুণ্যের ফলে আমার উদ্যোগ বলে
বসাব নগর গুজুরাটে
কহি আমি সারদ্ধার আমাকে আরোপি ভার
আপনি বসিয়া থাক খাটে ।

[৫] 'ভেটের' আ । [৬] মা পুথি । [৭] 'পরি দু পনের' মা । [৮] মা পুথি ।

১৩০ [১] 'মুছলমান' আ । [২] 'আইসেন' আ । [৩] 'একেক মুদনের' আ । [৪] 'বিছায়া' মা । [৫] 'নেমাজ' মা । [৬] 'ছিলিমালী' মা । [৭] 'চন্দ' আ । 'দ্বন্দ্ব' আরাণ্ডি । [৮] 'দশ রেখা টুপি' মা । [৯] 'দৃঢ় করি' আ । [১০] 'সাঞি কাঁটার বাড়ি মারে শিরে' আ । [১১] 'আপন টবর' মা । [১২] 'অনেক' মা । [১৩] 'পুছে' মা । [১৪] 'সুয়ানি লোহানি পানী' আ । [১৫] 'কুড়ানি' মা । [১৬] 'বিটনি হনি' মা । 'সাবানি লোহানি আর লোদানি সুরয়ানি চার' রামজয় । [১৭] 'নয়া' মা । [১৮] 'কুখুড়া' মা । [১৯] 'জভেই' মা । [২০] 'দানে' আ । [২১] 'তুলিয়া দলজখান' মা । [২২] 'কোরান আঘন পড়না' আ । [২৩] 'মুসলমানে ইহা নাঞি মানা' ।

১৩১ [১] 'মুগুরি' মা। [২] 'ধরাইল' মা। [৩] 'পিঠারি' মা। [৪] 'কাবারি' আ। [৫] 'সম্বল' মা। [৬] 'পাটি লয়্যা মাগে' মা। [৭] 'কাগুতি' মা। [৮] 'গায়ক' মা। [৯] 'বয়ান' মা।

১৩২ [১] 'পরে' আ [২] 'খণ্ডেশ্বরী' আ। [৩] 'কুলিন্যাল' মা। [৪] 'কর্ণপুরি বৈসে' মা। [৫] 'বাড়ির' আ। [৬] 'ভারথ' মা। [৭] 'করে' মা। [৮] 'বোচকা' মা। [৯] 'মাসড়া' মা। [১০] 'আয়তন' মা।

১৩৩ [১] 'তুলিয়া' মা। [২] 'জিনি চাপকারি' আ। 'গড়ি' গো। [৩] 'ধরিয়া দণ্ডের' মা। [৪] 'খেলে' মা। [৫] 'কালে কিন্যা রাখে' মা। [৬] 'মনিকাম করে রস' মা। [৭] 'কক্ষতলে করি পুথি' মা। [৮] 'বুকে ঘা মারিয়া সর্ব্বদায়' গো। 'আশা দেয়' পৈয়ালি। 'অঙ্গ দায়' আরাণ্ডি। [৯] 'পয়ান' মা।

১৩৪ [১] 'সভারে' মা। [২] 'আকনার' মা। [৩] 'আওয়াসে' মা। [৪] 'রাজা কৈল মঙ্গল' মা।

১৩৫ [১] 'সদ' আ। [২] 'উপার্জ্জয়ে' মা। [৩] 'সরিসা' মা। [৪] 'কাটারি' মা। [৫] 'কোদালি' মা। [৬] 'রঙ্গরেথ' আ। [৭] 'বুনে' মা। [৮] 'মালাকার' মা। [৯] 'বুরুজ' আ। [১০] 'অনোচিত না করে কখন' মা। [১১] 'আগুরি' মা। [১২] 'বড় হাণ্ডি'। 'ঘড়া হাঁড়ি' গো। 'চুনালু' মা।

১৩৬ [১] 'দুই জাতি বৈসে দাস' মা। [২] 'পাতে' মা। [৩] আদর্শ পুথিতে নাই। মা পুথি হইতে। [৪] 'মাছিয়া' বঙ্গ। মা-পুথিতে 'মাচিয়া'ও পড়া যায়। [৫] 'খই' মা। [৬] 'শকট বিমানে' বঙ্গ। [৭] 'রাজভাটে' মা। [৮] 'কোরঙ্গা ভরদ্বাজী' বঙ্গ। [৯] 'পুরন্ত' মা। [১০] 'জায়াজীবী' মা। [১১] 'কোয়লা' আ। [১২] 'টোকা ছাতা' আ।

১৩৭ [১] 'বাঁশে বান্ধে মালা' আ।
[২] অতিরিক্ত পাঠ পৈয়ালি পুথিতে :

মধ্যখানে হাট-ঘরা বীর বান্ধাইল
নানাজাতি কাড়া ঢোল বাজিতে লাগিল।

১৩৮ [১] 'পায়' আ। [২] 'পলাকড়া' মা। [৩] 'লয় চৈটা' মা। [৪] 'চালুকী' মা। [৫] 'ধনবান জত বৈসে' মা। [৬] 'নেঠা' মা। [৭] 'চলিতে' মা। [৮] 'বচন' আ।

১৩৯ [১] 'লুট' মা। [২] 'আপনি সে রক্ষা করি' মা। [৩] 'লহ' মা। [৪] 'মণ্ডলির' আ। [৫] 'বলাত্যে' মা। [৬] অতিরিক্ত পাঠ, মা পুথি হইতে। [৭] 'দেস ছাড়্যা দুর বলি বলিল বচন' মা। [৮] 'নিজ আলয়েতে' মা। [৯] 'তবে সে করিব বাস' মা। [১০] 'মাগুর' গো। 'মাগের' মা। [১১] 'কেসাইয়ের' মা। [১২] 'তিলক পরি' আ। [১৩] 'হরি স্মঙরিয়া সে' মা। [১৪] 'পঁচাসি' আ। 'পঁচিশ' বঙ্গ।

১৪০ [১] 'দ্বারে মাহুত' আ। [২] 'সোধিতে আইলাঙ নুন' মা।

১৪১ [১] অতঃপর অতিরিক্ত (মা, পৈয়ালি) :

অকারণে খাও বেটা কোটালি মাহিন্যা
মাগুকে শুনাহ সিংহা দগড়ি বাজনা।

[২] অতঃপর সংযোজনীয় মা-পুথির পাঠ :

প্রভাতে কোটাল নৃপতির সমাদেশে
বিচার করয়ে তথা জাবে কোন বেশে।

লোকমুখে শুনি শিবপরায়ণ বীর
খাণ্ডা ঢাল ছাড়ি বেশ ধরিল যোগীর।

[৩] 'মন্ত্র' আ।

[৪] অতিরিক্ত পাঠ মা-পুথিতে :

ভিক্ষাছলে ফিরে চেলা নগরে নগর
অনুচর হয়্যা কেহ ফিরে ঘরে ঘর।

[৫] 'চিন্তে নিশাশ্বর' আ। [৬] 'উড়য়ে' মা।

১৪২ আ-পুথি অনুসারে এই পদে "বৃহস্পতিবার নিশি সমাপ্ত"।

[১] 'কার' মা। [২] 'দ্রুপদ' মা।

১৪৩ আদর্শ পুথিতে নাই।

[১] 'কাঁসড়' মা [২] 'মালত্ব' আ। [৩] 'তানে' (বা 'তালে') মা।

১৪৪ [১] 'কাল কাল বলি শাঁজে' আ। [২] 'খর ছুরি' মা।

১৪৫ [১] 'দুবরাজ' মা। [২] এই দুই ছত্রের পাঠান্তর মা-পুথিতে :

ডানি দিগে ধাইল কোটাল ভীমমল্ল
রাজার জামাতা সাজে নাম বীরসম্ব।

[৩] 'রণঝাঁটা' মা। [৪] অতিরিক্ত মা-পুথিতে।

১৪৬ [১] 'পাতিয়া' মা। [২] 'করিবর ঘণ্টা শুনি উৎকণ্ঠা হৃদয়ে' মা।

[৩] 'ফরিকাল ধানকি' মা।

১৪৭ গো-পুথিতে পদটির মূল্যবান্ রূপান্তর পাই।

রণে সাজে মহাবীর বিষম সমবে ধীর
চরে দেয়ে নগরে ঘোষণা
সাজ সাজ ডাক পড়ে রাহুত মাহুত লড়ে
উত্তয়োল ব্যাল্লিষ বাজনা।
বীর কাছে পরিধান কোপে হৈযে কম্পমান
কনকটোপর শোভে শিরে
যুদ্ধের জানিয়ে মর্ম্ম গায়ে আরোপিল চর্ম্ম
দুই দিগে কাছে জমধরে।
বীরের আদেশ পায় লক্ষে লক্ষে সেনা ধায়
কর্ণাল ভেউর রণে বাজে
সিণ্ডিনিএ কৈল কেশ সকলে উত্তম বেশ
শতে শতে মহাবীর জুঝে।

কেহ লযে চাপ ঢাল ঢালে বান্ধে উরমাল
পায়ে বাজে সোনার নপুর
কোন পাকী সিঙ্গা বায়ে রাঙ্গা ধুলি মাখে গায়ে
নরসিংহা পাকীর ঠাকুর।
ধাউড়িয়া পাকী রাড় জোড়ে খর চেওয়াড়
বাঁসে বান্ধে হাড়িয়া চামর
রণমাঝে দেয়ে হানা বাহুমূলে বান্ধে বানা
রণমাঝে না হয় কাতর।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডিকা-আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ১৫৩ ॥

১৪৮ [১] 'সৈদ উমর' মা। [২] 'রণাগল (বা 'রণাগন') খাঁ' মা।

[৩] 'ঐরি সুন্যা জার বা' মা। [৪] 'আগুলিয়া' মা।

১৪৯ [১] উপরের চার ছত্র আদর্শ পুথিতে নাই।

[২] 'রাজদল [নাহি] রাখে বাণ এড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে' মা।

[3] 'অর্দ্ধপথে' মা। [4] 'নুটে' (বা 'লুটে') আ।

[5] অতঃপর মা-পুথিতে অতিরিক্ত এই দুইটি পদ আছে :

উত্তর দুয়ারে বল বাজায় ডিণ্ডিম
বীর তথি জুঝে জেন কুরুরণে ভীম।
তাড়িপত্র খাণ্ডা উসারিল বীরবর
তুরঙ্গ সহিত পড়ে পাত্র হরিহর।
আসিত নৃপতি তবে দিতাম উত্তর
তোচ্ছার বেটার সনে হইলাঙ সোঁসর।
সেবকের যোগ্য নয় তোর নৃপবব
বাঙন হইয়া বেটা ধর সুধাকর।
আড়াআড়ি গালাগালি দুই বীর রুসে
দুই বীরে রণ জেন শার্দ্দূল মহিষে।
মণিহেতু রণ জেন কেশরী প্রসেনে
মাংসহেতু যুদ্ধ জেন সয়চানে সয়চানে।
বীরের দাবড়ে পড়ে নৃপতির দল
গজবর চাপানে জেমন ভাঙ্গে নল।
উত্তর দুয়ারে জয়ী হয়্যা মহাবীর
পূর্ব্বের দুয়ারে চলে সমরসুধীর।
অভয়ার চরণে ইতি ॥ ১৪ ॥ ১৪৬ ॥

… … ধায় ক্ষিতি কম্পে পদ-ঘায়
সঘনে ডাকয়ে মার মার
বীরের সংহতি দানা রাজবলে দেই হানা
জুঝে … … অবতার।
মেলিয়া যোগিনীগণে জুঝে কোটালের সনে
ক্রোধজুত ব্যাধের নন্দন
ধায় বীর অনুপাদি [ঘামে] অঙ্গে বহে নদী
বেগবাতে কাঁপে তরুগণ।
পুলকে পুরিত তনু পেলিয়া লোফয়ে ধনু
ধুলা মাথে গোঁফে দেই তোলা
দেই ধনু-টঙ্কার ছাড়ে বীর হুঙ্কার
শরীরে মাখয়ে রাঙ্গা ধুলা।
প্রবেশি বিপক্ষ-বাড়ে খরসান বাণ এড়ে
বিন্ধিয়া করয়ে জরজর
তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথি যুদ্ধ করে সেনাপতি
নিমিষেকে বধে বীরবর।
রাজার কোটাল বীর ভীমরথ মহাবীর
[অগণ্য] সেনার অধিকারী
ঘন ডাকে হান হান সঘনে কৃপাণ বাণ
মারে সভে বীরের উপরি।
বজ্রের সমান কায় অস্ত্র নাহী ফুটে গায়
চণ্ডীর তনয় মহাশয়
অসঙ্খ্য বিপক্ষ বলে প্রবেশিয়া একা দলে
কাটে সেনা হইয়া নির্ভয়।
বীর ধরে [অসি] ঢাল জেন কালান্তক কাল
আথালি পাথালি জোড়ে কাট
রাউত মাহুত পড়ে জেন বৃন্দাবন ঝড়ে
শেষ কৈল নৃপতির ঠাট।
জেমন জুথপজুথ সংহারে কেশরি-সুত
গজ জেন পঙ্কজকাননে
কালকেতু সেইরূপ জত পাঠাইল ভূপ
করিল সকল সেনাগণে
সুখী বীরে কৃপাময়ী পূর্ব্বের দুয়ারে জয়ী
চলে বীর দুয়ার দক্ষিণে
তিন দুয়ারের ঘড় দক্ষিণ দুয়ারে জড়
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে ॥ ১৫ ॥ ১৪৭ ॥

১৫০ [1] 'বিপক্ষ মারিব রণজয় করিব সহিন্যে জুড়ির কাট' মা।
[2] 'জয়ঢাক' মা। [3] 'জোঝে' মা। [4] 'শুনি' আ।

১৫১ [1] পাঠ 'তুরঙ্গমগণ'।
[2] 'রিপুস্তক সহিত চলে পূর্ব্বদুয়ারে, জয়ঢাক বাদ্য বাজে বীরের নগরে।' আ।

১৫২ এই পদের শেষে আ-পুথিতে আছে "নিশা পালা সাঙ্গ"। আরাণ্ডি পুথিতেও এই পবে "বৃহস্পতিবারের নিশাপালা সাঙ্গ"।

১৫৩ [১] 'পরিবার মৈল' মা। [২] অতিরিক্ত মা-পুথিতে। [৩] 'রয়' মা।

১৫৪ [১] পাঠ 'আশ'। [২] 'বিষাণ' আ। [৩] অর্থাৎ ঋষ্যমূক। 'হর্ষমুখে' মা। [৪] 'আড়রা' মা।

১৫৫ [১] 'গননে' আ। 'গহন' মা। [২] 'পুলকে পটল' মা।

১৫৭ [১] 'নেনু' মা। [২] 'রথি' আ।

১৫৮ [১] 'বেড়িলেক মহাবীরের' আ। [২] 'গজের' মা। [৩] 'ধরিতে জে জন' আ।
[৪] 'মুঠকির ঘায়' মা। [৫] 'বলে' আ।

১৫৯ 'চাহি পূজার প্রচার' মা। [২] 'হাথ-বাগা' মা।

১৬০ [১] 'স্বামিরে' মা। [২] 'তোমার' আ।
বারো ছত্রের পাঠান্তর লক্ষণীয়ঃ 'নলিয়া গনিয়া' আরাণ্ডি। 'গজেতে নাদিয়া' পৈয়ালি। 'নাওাড়া ভাড়িয়ে' গো।

১৬১ [১] 'তারা' আ। [২] 'পুত্র' মা।

১৬২ [১] 'ব্যাধ' আ। [২] পাঠ 'নিবস'। [৩] 'কাহার' মা। [৪] 'শুন' মা।
[৫] 'তার আজ্ঞা পায়্যা আমি কাটায়্যাছি' মা। [৬] 'দুর্গা'।
[৭] 'লভ্য-অপচয়-ভাবি দেবী মাহেশ্বরী' মা। [৮] 'আনিল মাহুত' মা।

১৬৩ [১] একমুখি ঘরখানে' মা। [২] 'শুন' মা। [৩] 'ওসরা নিবাসে দেহ' মা।
[৪] 'হাথবান্ধা' মা। 'হাতকড়ি' গো। [৫] 'সাত' মা।

১৬৫ এই 'চৌতিসা' পদটি মা-পুথিতে আছে সংক্ষিপ্ত-আকারে।
[১] 'কপালিনী' আ। [২] 'ঘোষণভাসনা' মা। [৩] পাঠ গো-পুথির। 'ডাখিনি ডাখিনি-মাতা ডম্বুরবাদিনী' আ।
[৪] 'ডাঙ্গাতি' আ। [৫] 'নুতি' আ। [৬] 'দরকরা দরহরা' আ। [৭] 'ধারণা ধৃতি' গো। [৮] 'ধুতি ধরের' আ।
[৯] 'নিধনিয়া ভাল মা গো' গো। [১০] 'প্রকৃতিনাশিনী' আ। [১১] ফেঁকাতুণ্ডি' মা।
[১২] 'কৃপামই রঘুনাথ দেবে কর দয়া' মা।

১৬৬ [১] 'বিরচয়ে শ্রীকবিকঙ্কণ' আ।

১৬৮ [১] 'কেহ লাগ পায়্যা মোরে কস্যা মারে বাড়ি' মা।

১৭০ [১] 'অনুবর্জি' আ।

১৭৩ [১] 'গুনি' আ।

১৭৪ [১] 'বুড়' আ।

১৭৫ [১] নাক মোচলায়? 'নাক সুণ্ডে কস্যা তার উপাড়য়ে' মা। [২] 'ঠক নাবড় জত কান' মা।

১৭৬ [১] 'রাম' আ। [২] 'বিহ্বল' আ।

১৮০ [১] 'আগুবাড়ি' মা।

১৮১ [১] 'টানাল্য' মা। [২] 'কথোবার' মা। [৩] 'ব্রতের' মা।

১৮২ [১] 'তরল' মা। [২] পাঠ গো। 'পিনাকী ঠাকুর' আ। [৩] 'চুটি' মা। [৪] 'তুলাগুটি' মা।

১৮৫ [১] 'লোহনা' সো। [২] 'করন্দার' মা।

১৮৬ [১] 'ফুল' হইবে।

১৮৭ [১] 'মআই' মা।

১৮৮ [১] 'সুনি' আ। [২] 'মহাধনুধর-বর' মা।

১৯০ সো-পুথিতে পায়রার তালিকা দীর্ঘতর এবং উদ্ধৃতির যোগ্য।

তুড়িমারা পাকসাকা সেতা নেতা নঅনসুকা বাঁকামুখা মনসুখা বসন্ত ধবলমুখা
করট তামাট সুলক্ষণ কিনা মুথা বিনোদ মর্দনা
সৌজ মখরজ গোলা সিখরিআ ঘনবোলা পাগল পাওস্যা জআ অগ্নি আমারি সআ
সাঁউন ঘুলা[১] সুভাসন। চাঁদা মুর্দা গগনমোহনা।
পাতাস্যা পবন[২] হাঁসা নাটরা খাটরা বড়া ডাসা খর্বছটা রণভঙ্গ দিঘনখা ডউড়ঙ্গ
জাগসিন্দুআ[৩] রণজয়া জঙ্গবলা কোকিলা কণ্ডবোলা
নিলঙ্গ মুদামুখা[৪] ঘিরিনি[৫] দিঘলমুখা সালিকা দোসাল খড়্যা আভঙ্গ্যা পাবনা মুড়্যা[৭]
মেনিমুখা রাঙ্গা নেউলিয়া[৬]। পাটল বিটল[৮] রজিলাল[৯]।
সিঙ্গা বাগান[১০] রণজিতা কয়রা কপালচিতা মখা[১১] মাট্যা পাওস্যা পাখরা
চোওরা ভোওরা মেঘা সাবঙ্গ পবনবেগা তুরকি মিসাই হারতোরা।
পাথরি পাওসি টঙ্গি হাঁসি [ডাঁসি] বুড়ি রঙ্গি[১২] নানাবর্ণে লইয়া পাঅরি
করিয়া চণ্ডীর ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান রঘুনাথ নৃপতিকেশরী ॥ ২০৮ ॥

[অন্যত্র পাঠান্তর লক্ষণীয় : [১] 'সওরা সুবলা'। [২] 'পবনা বাতাস্যা'। [৩] 'জাগ সিন্দুরিয়া'। [৪] 'কল্যান্যা কুমুদসুখা'। [৫] 'দিয়ান্যা' (বা 'দিয়াল্যা')। [৬] 'দেউলিয়া'। [৭] 'আভাঙ্গ পবননেড়্যা'। [৮] 'পাটলা বিটলা'। [৯] 'কণ্ঠরোলা' [১০] 'সিংহা বাঘা'। [১১] 'সিন্ধু'। [১২] 'সাওলি বিমলি ধলি ধসি চান্দা উসাবালি'।]

১৯১ [১] 'জনাই' মা।

১৯২ [১] 'মাংস' মা। 'মাংষের' সো।

১৯৩ [১] 'নিজ বাসে' আ।

১৯৪ [১] 'হে' আ। [২] 'অবিহিতা' মা।

১৯৫ [১] 'চম্পাই' মা। [২] 'পুজা দন্দি' মা। [৩] 'দিক্ষ্যাপথে শূন্য তার ধাম' আ।

অতঃপর অতিরিক্ত আ পুথিতে :

দানে বলি কর্ন সম উচ্চ অভিলাষ
নাটক নাটিকা জানে কাব্য অভিলাষ।

১৯৬ [১] 'জ্ঞাতি' আ।

মা পুথিতে পদটির পাঠান্তর :

জনার্দ্দন বলে সুন সুন সদাকর দেব দ্বিজ গুরু জ্ঞাতি সেবাতে তৎপর
ধনপতি তোমার কন্যার জোগ্য বর। পাত্র জেন প্রধান জানেন নৃপবর।
বণিকের প্রধান বিমল কুলে শীলে কাব্যশাস্ত্র নাটকাদি জানয়ে সমস্ত
দুর্বারিসি কুলে ঘাটি নাঞি এক তিলে। যত্ন করি কৈল তারে করহ পাত্রোস্ত।
রূপে জেন কামদেব অশ্বিনীকুমার ঘটকের বোলে লক্ষপতি সদাগর
দানে হরিশ্চন্দ্র বলি কর্ণ অবতার। সায় দিল সর্ব্বথা করিব সেই বর।

১৯৮ [১] মা পুথিতে অতঃপর এই মন্তব্য আছে ঃ "সিবের বিবাহের কালে জেইমত সেইমত এখানে গাইবে" (১০২ খ)।

১৯৯ [১] মা পুথিতে অতঃপর এই মন্তব্য আছে ঃ "সিবের বিবাহের সেইমত পতিনিন্দা গাইবে"। তাহার পর ভনিতা ছত্র দুইটি দিয়া পদ শেষ হইয়াছে।

২০০ [১] 'ফন্দে' আ। [২] 'পেড়ি' মা।

২০১ [২] 'ফু'ক' মা। [৩] 'মুখ' মা। [৪] 'বহে' মা। [৫] 'দুবলা' মা।

২০৩ [১] 'তাপ' আ। [২] 'ধন্য' আ। [৩] 'নিশি খিনি' আ।

২০৪ [১] 'সাত' মা। [৩] 'বৈশাখ' মা। [৪] 'আর' মা।

২০৫ [১] 'কথুরায়' আ।

২০৬ [১] 'প্রবসে' আ।

২০৭ [১] 'কোমল পল্লবশাখা উপরে বসাইল্য শিখা শক্তি নব পাতিল আধান' আ। [২] 'ধারা' আ। [৩] 'পনকী' আ। [৪] 'হরপ্রতি' আ।

২০৮ [১] 'করিব সাধুর' আ।

২০৯ [১] 'লোহিত ভাঙ্গে' আ। [২] 'আম্বয়ার' আ।

২১২ [১] 'রজনি' আ। [২] 'স্বহাস' আ। [৩] 'পট্টহ' আ। [৪] 'চিটা' মা। [৫] 'বিটকাল' মা।

২১৩ [১] 'ভুজ্জিত' আ। [২] 'ঝাড়ের' আ। [৩] 'লোভেতে' আ। [৪] 'কুরবৈকি' আ। [৫] 'টেসকনা' মা। 'টাসকোনা' সো। [৬] 'রাঙ্গচুয়া' মা। 'রাঙ্গচুনি' সো। [৭] 'বৃক্ষে ডালে' আ। [৮] 'ভারত' আ। [৯] 'সামুখাল' সো। [১০] 'কাদা খোঁচা' মা। [১১] 'পানকৌড়ি বধে' মা, সো।

মা, সো, আরাণ্ডি ইত্যাদি পুথি অনুসারে সারী জালে পড়িয়াছিল। তদনুসারে এই সব পুথিতে এক বা তদধিক অতিরিক্ত পদ আছে।

মা ও সো পুথির পাঠ ঃ

দৈবকর্মের ফলে সারিকা পড়িল জালে
ধরণি লোটায়্যা সুক কান্দে
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
মনোহর পাঁচালি প্রবন্ধে ॥ ৩০ ॥

তাহার পর এই অতিরিক্ত পদ, মা পুথিতে ঃ

সারি বলে সুন সুয়া আমার বচন
এই দুষ্ট ব্যাধ পাছে বধয়ে জীবন।
দুর কর প্রাণনাথ আমার মমতা
বিবাহ করিহ তুমি অপর বনিতা।
সারির বিরহে সুয়া পড়ে ব্যাধজালে
দুইজন বন্দি হৈল দুরাদৃষ্ট-ফলে।
দুইজন বন্দি হয়্যা করেন রোদন
হেন কালে ব্যাধ আসি দিল দরশন।
জালদাড়ি দিয়া কৈল দুহাঁরে বন্ধন
হেন কালে সুয়া তারে বলিছে বচন।
অভয়ার চরণে ইতি ॥ ৩১ ॥ ২০৭ ॥

সো পুথিতে ঃ

জালেতে পড়িআ সারি কান্দএ করুণা করি
সুআ কান্দে সারি-মুখ চাএগ
ডালেতে বসিআ সুক হৃদএ ভাবিআ দুখ
কান্দে সুআ বিষাদ ভাবিএগ।

আস্য প্রিয়ে মোর পাসে উড়্যা জাই নিজ বাসে
তুআ বিনে ভুবন আন্ধার
তুমি পড়িলে ব্যাধজালে এই মোর ছিল ভালে
কে মোরে করিব নিস্তার।
এবে বিধি হল্য বাম না গণিলে পরিণাম
লুব্ধ-ভক্ষে হইলে বিভোলা
তোমার প্রেমের ছান্দে পড়িব অস্ফুটি-ফান্দে
ব্রেথা আর বহিআ একলা।
তোমা বিনে প্রিয়ে মোর সকল হইল ঘোর
দিবসে যামিনী হৈল প্রায়
আস্য প্রিয়ে এ বৈরিত দুহেঁ হোঞে হরসিত
উড়্যা জাই নিজ নিজালয়।
জ্ঞাতি বন্ধুজন ছাড়ি বিদেশে আইনু উঁড়ি
ইথে বিধি পাতিল বিবাদ
দারুণ দৈবের গতি তুমি সে পড়িলে তথি
আমার জীবনে নাহিঁ সাদ।
তুমি প্রিয়ে জাবে জথা আমি সে জাইব তথা
কর প্রিয়ে আমারে সংহতি
তুমি মোর প্রাণপ্রিয়ে তো বিনু না ধরি হিএ
অঅ ব্যাধ পাড়িল দুর্গতি।
এই সে অজয়-কুলে ছিলাঙ দোহেঁ কুতূহলে
মাতা পিতা সব তেআগিঞা
তুমি তাঅ হলে বন্দি আমি অনুক্ষণ কান্দি
এত বলি পড়ে মুরছিঞা।
সুআর অনিত দেখি কহে সারি সুধামুখি
সুন নাথ আমার ভারথি
রচিঞা ত্রিপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
বদনেতে জার সরস্বতী॥

সুকের ক্রন্দন সুনি সারি কিছু কঅ
প্রাণ লঞে জাহ তুমি সুন মহাঁসয়।
আমার লাগিআ কেন হারাবে পবান
স্ত্রী লাগি পুরুষ মরে এ নহে বিধান।
খণ্ডকপালি আমি তুমি সুপুরুষ
শ্রাদ্ধপিণ্ড দান দিহ ধরি তিল কুশ।
তোমা হেন স্বামি মোর হএ জন্মে জন্মে
আমি সে বঞ্চিত হৈলাম জেবা ছিল কর্ম্মে।
জিঞা থাক প্রাণনাথ কাননভিতরে
আমা হেন কত নারী মিলিব তোমারে।
সত্তরে কহি নাথ তেজি এই বন
এই দুষ্ট ব্যাধ পাছে বধএ জীবন।
দূর কর প্রাণনাথ আমার মমতা
জতনে বিবাহ কর অপর বনিতা।
তুমি নাথ থাকিলে পুন হব গ্রিহচার
আমি জিয়্যা থাকিলে প্রভু কিবা হত্য আর।
কি মোর পুণ্যের ভাগ্য তুমি আছ জিআ
সুন্দরী দেখিআ নাথ পুন কর বিআ।
নিজ দেশে গিআ প্রভু কহিবে বারতা
জতনে কহিবে মোর জথা মাতা পিতা।
বিধাতা করিল মোরে অকালমরণ
দুরাদৃষ্টফল কভু না জাঅ খণ্ডন।
এত বলি জালে সারি বিষাদ ভাবিঞা
কান্দিতে লাগিল সারি মনস্তাপ পাঞা।
গুপ্তবেশে আজি আছিলাঙ বহু কালে
জায়ার বিরহে সুক পড়ে ব্যাধজালে।
দুই জনে বন্দি হৈলা পূর্ব্বাদৃষ্ট ফলে
পরস্পর দুইজনে দুখি হইঞা বলে।
হেনকালে ব্যাধ আসি দিল দরশন
জালটানা দিআ কৈল সভার বন্ধন।
এমন সময়ে সুআ বলএ বচন
সচকিত হঞা সুনে আক্ষটিনন্দন।
অভয়ার চরণেতি॥

২১৪ ১ 'বুঝিয়া প্রথম ষামি' আ। ২ 'প্রভু' আ।
২১৫ ১ 'বৈষ্ণবজনের সঙ্গে নিস্তারেতে রব' মা। 'বৈষ্ণবজনার সঙ্গ নিস্তারের বীজ' সো।
২১৬ 'তোমা' আ।

২১৭ প্রহেলিকার সংখ্যা সব পুথিতে ও ছাপা বইয়ে সমান নয়। আদর্শ-পুথিতে ১৩, মা-পুথিতে ১৩, আরাণ্ডি পুথিতে ১৪, সো-পুথিতে ২৩, গো-পুথিতে ২০, পৈয়ালি পুথিতে ১২, রামজয় সংস্করণে ১৫, নীলমণি সংস্করণে ১৫, বঙ্গবাসী সংস্করণে ২১।

মা, সো ও পৈয়ালি পুথিতে অতিরিক্ত একটি অথবা দুইটি সংস্কৃত প্রহেলিকা সর্বাগ্রে আছে। এগুলির পাঠ শুদ্ধ করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি।

সো পুথি

উভৌ পাদৌ কটী নাস্তি দ্বিবাহু [কর] বর্জিতঃ।
স্কন্ধোপরি শিরো নাস্তি যো জানাতি [স] পণ্ডিতঃ॥

মা পুথি

একজঙ্ঘী কটী নাস্তি দ্বৌ বাহূ করপীড়িতঃ।
শুণ্ডং নাস্তি মুণ্ডং কিম্বা যো জানাতি [স] পণ্ডিতঃ॥ ১॥
উভৌ পাদৌ কটী নাস্তি দ্বৌ বাহূ করবর্জিতঃ
স্কন্ধোপরি শিরো নাস্তি যো জানাতি [স] পণ্ডিতঃ॥ ২॥

পৈয়ালি পুথি

উভৌ পাদৌ কটী নাস্তি দ্বৌ বাহূ করবর্জিতঃ।
স্কন্ধোপরি শিরো নাস্তি যো জানাতি স পণ্ডিতঃ॥
য এবাদৌ স এবান্তে মধ্যে ভবতি মধ্যমঃ।
অত্রার্থী যেন বুধ্যন্তে তস্মৈ তদপি দীয়তে॥

আ-পুথির হেঁয়ালিগুলি প্রায় সব পুথিতেই আছে। তৃতীয়টি পাইয়াছি শুধু পৈয়ালি পুথিতে।
অষ্টম প্রহেলিকাটির সংস্কৃত রূপ পাওয়া যায় আনন্দধরের এবং কুশললাভের 'মাধবানল-কথা'য়,

পর্বতাগ্রে রথো যাতি ভূমৌ তিষ্ঠতি সারথিঃ।
চলতে বায়ুবেগেন পদমেকং ন গচ্ছতি॥

মজমুদার সম্পাদিত, গায়কবাড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজে প্রকাশিত (১৯৪২) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

গো ও আরাণ্ডি পুথি হইতে অতিরিক্ত কয়েকটি প্রহেলিকা উদ্ধৃত করিতেছি।

জন্ম হৈতে গাছ বায় রুধির ভক্ষণ, বিষম হেঞালি ইহা বুঝে কোন জন।
রক্ত-মাংসে জন্ম নয় দুই সহোদর, জীবজন্তু নহে সেই রাজার চাকর॥ আরাণ্ডি ১২, গো ২০॥

নড়িলে না নড়ে সেই ডাকে বিপরীত
হেঞালি প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ চিত॥ আরাণ্ডি ১৩।

ধরিতে পতঙ্গ নহে পর্বতের প্রায়, ব্যাঘ্র ভল্লুক নহে পথিক ডরায়।
জলধর নহে সেই বরিখয়ে পানি, শ্রীকবিকঙ্কণ গান অপূর্ব কাহিনী॥ আরাণ্ডি ১৪।

একবর্ণ নহে সে অনেক বর্ণ কায়
আপনে বুঝিতে নারে পরেরে বুঝায়।
শ্রীকবিকঙ্কণ গায়ে হেয়ালি রচিত
বারো মাস ত্রিস দিন রন্ধনে পণ্ডিত॥ গো ১১॥
একঘরে জন্ম তার দুই সহোদর
একনাম ধরে সেই দুই কলেবর।

প্রবল জীবন সেই না ধরে জীবন
হিঁয়ালি প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকঙ্কণ॥ গো ১২॥
মকরেতে জন্ম তার মকরেতে স্থিতি
মৎস্যের উদরে সেহি বাড়ে নিতি নিতি।
ভেড়ায় বদলে তারে উভারে প্রচুর
শ্রীকবিকঙ্কণ ভনে হিয়ালি মধুর॥ গো ১৯॥

[১] 'প্রহেলিক' আ। [২] 'বায়ে' আ। [৩] 'পৃথিবী' পৈয়ালি। [৪] 'পারে' আ। [৫] 'হয়' আ। [৬] 'খড়্যালি' সো। [৭] 'জন' আ। [৮] 'ভ.যে' আ। [৯] 'বিপাশে' আ।

২১৮ [১] 'দেখ' আ। [২] 'দারুন দৈবের দশা আছিল বন্ধন ইচ্ছা' আ।

২২৪ [১] 'পাকা' মা। [৩] 'অঙ্গুরী' মা। [৫] 'পাঁচ' মা।

২২৫ [১] 'প্রাণমুনি' আ। [২] 'নিশাচরি' মা। [৩] 'মনে' আ। [৪] 'গুনমুনি' আ।

২২৬ [১] 'ভবনে' মা। [২] 'বান্ধি' আ।

২২৭ আ-পুথিতে এটি পালার অষ্টম পদ, মা-পুথিতে সপ্তম। সো-পুথিতে নাই।
[১] 'শিমুলের ফুলে' মা। [২] 'পৃয়বানি পতি রসিক রণ' মা। [৩] 'হৃদয়ে' আ। [৪] 'সাধ্বভাবে' মা।

২২৮ আ-পুথিতে নবম পদ, মা-পুথিতে অষ্টম।
[১] 'পিঁড়ি পাওড়ি করিত প্রহার' মা। [২] 'জোনে' মা। 'সবসুখে' গো। [৩] 'পাশে' আ। [৪] 'জেন লয় মনে' মা।
[৫] বন্ধনীস্থিত অংশ মা পুথি হইতে।

২২৯ পদটি মা-পুথিতে ও গো-পুথিতে নাই। সো-পুথিতেও নাই।

২৩০ আ-পুথিতে পালার সপ্তম পদ।
[১] 'কলাগাছ আনি' আ। [২] 'কুড়া' মা। 'ফুনিয়া' স ১৯৭৪ (চ)। [৩] 'উপরাগ' মা। [৫] 'রাখিবে' আ।
[৬] 'দুপদি' আ। [৭] 'চাপা' মা। [৮] 'শুক বস্ত্রখান' আ। ধৃত পাঠ বঙ্গবাসী হইতে। [৯] 'জুমা' আ।

২৩১ [১] 'দূতবদনে' আ। [২] 'অজাশালা' মা। [৩] 'পালিলে' মা। [৪] বন্ধনীধৃত অংশ মা-পুথি হইতে। [৫] 'ইতাইল' মা। [৬] মা-পুথি হইতে।

২৩৩ [১] 'কপট প্রবন্ধ' আ। [২] 'পাশা লিলে' আ। [৩] রাক্ষসগুনি' আ। [৪] 'দব্যুনি' আ। [৫] 'বাজারি' আ।
[৬] 'বান্যার' মা। [৭] 'আইল' আ।

২৩৪ [১] 'আকুল' মা। [২] 'লোহাগাছি' মা। [৩] মাথে' আ।

২৩৬ [১] 'সর্বাংশে দুহেতে হও সাধু' আ। [২] 'খুড়তাত্য বনি' মা। [৩] 'অনাগুণ' আ। [৪] 'করয়ে' মা।

২৩৭ [১] 'ভাণ্ডারে কায়েস্থ' মা। [২] 'গনিয়া দেই' মা। [৩] 'ধ্বংসি' গো। 'বংসি' মা। [৪] 'চৌরঙ্গি' গো। [৫] 'ভ্রামরী' গো। [৬] বঙ্গানি' আ। [৭] 'মাড়' আ। [৮] 'সারেঙ্গ' মা। [৯] 'কপিলা' মা। [১০] 'চোঙরি' আ।
[১১] 'বৈরাগি মেঞ্জলি' আ। [১২] 'অঙঙ্গরঙ্গা' মা। [১৩] 'মদনমাতাল' আ। [১৪] 'দাগ' মা। [১৫] বন্ধনীস্থিত অংশ বঙ্গবাসী হইতে। এই মূল্যবান্ ভনিতা পরে একবার গো-পুথিতে, দুইবার সো আর একবার স ১৯৭৪ (চ) পুথিতে আছে।

২৩৮ [১] 'ছাগি' আ। [২] 'রাহু' মা।

২৩৯ [২] 'মউরা' মা।

২৪০ [১] 'বান্ধ্যাচে' আ। [২] 'সাঙ্গিড়া' মা। [৩] 'কুঁড়া' মা। [৪] 'কুমুড়ার বেকলা' আ। [৫] 'তাল্ল কর্য়াচে' আ।
[৬] 'দিয়াছে' আ। [৭] 'রাখ্যাছে' আ। [৮] 'শ্রীকবিকঙ্কণ গান'।

২৪১ [১] 'দুয়া' আ। [২] ডালি' মা। [৩] 'শুন্য ভাল মন্দ' আ। [৪] 'সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি' আ।
[৫] 'পদাঙ্গুলি পাকুই শাঙ্গা' আ। [৬] 'বলবান বিধি তথা করিল নৈরাস' মা।

২৪২ [১] 'অচ্চনা' আ। [২] 'অশ্চনা' আ। [৩] 'উপাক্ষণে' আ।

২৪৩ [১] 'গীত' মা।

২৪৩-২৪৪ পদ দুইটির মাঝখানে অতিরিক্ত কিন্তু প্রত্যাশিত পদ (আরাণ্ডি ১৩০ খ) ঃ

মন্দ মন্দ বহে হেম দক্ষিণ পবন
অশোক কিংসোকে রামা দেই আলিঙ্গন।
লতায় বেষ্টিত বামা দেখিয়া অশোক
খুল্লনা বলেন সই তুমি বড়লোক।
সই সই বল্যা রামা কোলে কৈল লতা
খুল্লনা বলেন সই তপ কৈলে কোথা।
আমা হৈতে তোমার জনম হৈল ভাল
তোমার সোয়াগে সই বন করিল আল।
মউরা মউরি নাচে সুমধুর নাদে
শুনিঞা খুল্লনা-চিত্তে বাড়য়ে বিষাদে।
এক ফুলে মধু পিয়ে ভ্রমরদম্পতি
সুমধুর গীত গায় দোহে একচিতি।
বিনয় করিয়া কিছু বলেন খুল্লনা
জুড়িয়া উভয় পাণি করিল মাননা।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

২৪৪ [১] 'জড়ীত' মা।

২৪৫ [১] 'তোর' মা।

২৪৭ [১] এই পদে সো-পুথিতে (৩৮ ক) ও স ১৯৭৪ (চ) পুথিতে ভনিতা, "দুলালসিংহের সুতা' ইত্যাদি।

২৪৯ [১] 'চায়্যা বুলি বুলি স্থানে আ। 'চায়্যা বুলি রসতলে' মা।
[২] 'চাহিযা পাইনু' আ।

২৫০ [১] 'পূজার ফলেতে হয় ভারথেব স্বামী' আ। [২] 'পূজক করণ' আ।

২৫১ 'ইন্দ্রের কুমারী পাশেতে হেমঝারি সুগন্ধি গঙ্গাজলে স্নান' আ। [২] 'আখি' মা। [৩] 'পুরহুত' আ। [৪] 'গরুড়বাহন পূজিল লক্ষ্মী সরস্বতী' মা। অতঃপর মা-পুথিতে ভনিতা দিয়া পদ শেষ।

২৫৪ [১] 'হেন বুঝি পারা' আ।

২৫৬ [১] 'ঘণ্টে পুরিয়া রাখে মাটিয়া' আ। [২] মা-পুথি।

২৫৭ আরাণ্ডি পুথিতে (১৩৬ ক-খ) দুইটি পদ। প্রথম পদ "কহ কাক কুশল বারতা" হইতে "ধর্ম রাজার সমাজে", এবং তাহার পর ঃ

খুল্লনার স্তুতিবাণী কাকরূপি নারায়ণী উড়ি গেলো গোউড় নগরে
কামবাণ পঞ্চশরে খুল্লনা বিষাদ করে গাইল মকুন্দ কবিবরে ॥

দ্বিতীয় পদ "কহ দুয়া উপদেশ মোরে….. "। চতুর্থ ছত্রের পর ঃ

দুস্বহ মদনবাণে আপনা সে তর্ত্ত জানে সিতল চন্দন হলাহল
বৈরি কুসুমবাণ আকুল করায় প্রাণ পতি বিনে জীবন বিফল।
মহামিশ্র ইত্যাদি ॥

[১] 'রামা' আ।

২৫৮ [১] 'গনিকা' মা।

২৫৯ [১] 'আত্মঘাতি' মা। [২] 'উড়ানিঞার' আরাণ্ডি পুথি। 'বড়ালিয়ার' স ১৯৭৪ (চ)। 'বড় বাঘের' সো। 'বড়াল্যের' নীলমণি। [৩] 'নুতি' আ।

২৬১ [১] 'কর' মা।

২৬২ [১] 'আলুয়ামু' আ। [২] 'সফল' আ।

অতঃপর সো-পুথিতে (৪৫ খ) এই অতিরিক্ত পদটি আছে ঃ

মন্দির প্রবেশে সাধু নানা বাদ্য বাজে

চঞ্চল জলচর ফিরয়ে সত্বর স্থির নহে সলিলের মাঝে ।
ডিমডিম দড়মসা পুরিল দশদিশা দামা বাজে ধেং ধেং ধেং
বাজএ রসাল মৃদঙ্গ করতাল শিঙ্গা বাজে তেঙ তেঙ তেঙ ।
দগড়ে রগড়ে দুরদুর নিকলে পড়এ ডিমডিম কাঠি
করএ দুরদুর বাজএ নপুর বাজয়ে নানা পরিপাটি ।
তেমচা টমকি বাজএ খমকি বাজএ কাড়া জয়ঢাক
গভীর ভয়ঙ্কর ঘন বাজে ছুছুন্দর নিকটে না সুনি ডাক ।
ঝাঁজরি মুহুরি বাজএ ধুসরি খমক বাজএ খোল
নদান ঘনঘন ঘণ্টা টনটন পটগ রণজয় ঢোল ।
ভেবুত অনেক বাজএ ঢাক ঢাক করতাল বাজএ ডম্ফ
শঙ্খ সুকিত্তন করএ অনুক্ষণ নগরে উপজিল কম্প ।
সঙ্গীত-রসময় শুনিতে সুখাশয় অভয়ামঙ্গল-ভাষ
শ্রীকবিকঙ্কণ করএ নিবেদন ত্রিপুরা পুরহ আশ ॥

২৬৮ সো-পুথিতে (৪৮ ক) এই পদের শেষ অতিরিক্ত কয় ছত্র ও ভনিতা মূল্যবান্ । "মেরুশৃঙ্গে' মন্দাকিনী ধার ।"
অতঃপর ঃ

শুন রামা সত্য বাণী বুঝি প্রায় মোহিনী
ছলিতে আইল কিবা মোরে
মনেতে রহিল ব্যথা না কহিলে কোন কথা
এই মোর চিন্তিত অন্তরে ।
সাধু অতি প্রিয়ভাষী খুল্লনা ঈষৎ হাসি
মুখবিধু চাপিএগ্র অঞ্চলে
গো-গজ-বাহন-অরি তার পৃষ্ঠে ভর করি
জাঅ রামা ভিতর মহলে ।
মনে অনুমান করি সম্ভ্রমে চলএ নারী
হাঁসিয়া হাঁসিয়া কুতূহলে
দোঁহার রাখিতে প্রীতি জায় দাসী লঘুগতি
লোহনার ঠাঁঞি কিছু বলে ।
দুলালসিংহের সুতা দনাদেবী পাট-মাতা
কুলে শীলে গুণে অবদাত
তার সুত নৃপরত্ন করিল অনেক যত্ন
বৈরিশল্য দেব রঘুনাথ ।
আড়রা তরিআ ভূমি পুরুষে পুরুষে স্বামী
সেবেন গোপাল কামেশ্বর
নূতন কবিত্বরসে নৃপতির অভিলাষে
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥

২৬৫ [১] 'চেঁটাপোনা' মা । 'ঢাটিপনা' সো । [২] 'সতিন' আ । 'সভারে' সো ।

২৬৫, ২৬৬, ২৬৭ আরাণ্ডি পুথিতে একটি পদ (১৪৮ খ-১৪৯ ক) ।

২৬৭ [১] 'দুয়ালে' মা । 'লোহার কঁ.কাল' নীলমণি । সে-পুথিতে ছত্রটি এই রূপ ঃ 'দোলাঅ কাঁকলি বাঁজি হৈল কুবকাঅ' । অতঃপর সো-পুথিতে যে পদটি আছে সেটি মূল রচনায় ছিল বলিয়া মনে করি । পদটি উদ্ধৃত করিতেছি । ভনিতা মূল্যবান্, বীর-বাঁকুড়ার উল্লেখ আছে বলিয়া ।

করে করি হেমঝারি কে আনি জোগাঅ বারি
কহ কথা স্বরূপকথনে
হেমমণি মনে বান্ধে মনমথবাণে বিন্ধে
মরমে মারিআ মৃগ আনে ।

উর্দ্ধবিদুহিতা-পতি তার কর্ণে উপনিতি
হঞা জার নিধনের আশ
তাহার বাহনে নিন্দি অতিগুরুতর মন্দি
কলরবে মন্দির প্রকাশ ।
হরিসুত হবজাঅা আরোহণ বিড়ম্বিঅা
মধ্য তনু উরু গুরু তার
চলিতে বশনা বাজে ভিতর মহলে সাজে
না জানিল এ রমণি কার ।

ষটপদ-বাহন সখা লক্ষেক জোজনে রেখা
দুই লক্ষে জাহার উদঅ
এই ভঅ পরিসনে গগন ছাড়িঞা কেনে
বদনকমলে আসি রয় ।
এত ভাবে ধনপতি মকুন্দ করএ নতি
গিরিজার চরণকমলে
বীর-বাঙ্কুড়া করি ছন্দ মূর্খে লাগএ ধন্দ
পণ্ডিত বুঝএ কুতূহলে ॥

২৬৮ [১] 'নাহীক পশি' আ । সো-পুথিতে পদটির ভনিতা এইরূপ (৪৯ খ) ঃ

সাধুর ভারতি সুনি দুষ্মমতি বিনঅ বলে লোহনা
শ্রীকবিকঙ্কণ গিত আরোপন সারলা করি সেবনা ॥

২৬৯ [১] 'সাধিব সম্মান' আ । [২] 'ইৎসা' আ । [৩] 'কবিয়ে' মা ।

২৭১ [১] 'পশ্চাৎ কিঙ্কর' আ । সো-পুথিতে 'দুবলা হাটেবে জাঅ পাছু দশ ভারি' । [২] 'বাঙ্গাল' মা । [৩] 'বাছ্যা' মা । 'বাছ্যা' সো । [৪] 'পাকাল' মা । [৫] 'মৃলে' মা । [৬] মথুর' আ । [৭] 'বেগুন সাক' আ । [৮] 'অঞ্জলিতে নয়' মা । [৯] 'মা-পুথি পৃ ১৩৫ ক-খ । সো-পুথি পৃ ৫০ খ-৫১ ক ।

তৃতীয়-চতুর্থ ছত্রের স্থানে সো-পুথিতে আছে ঃ

দ্রুতগতি দুঅা জায় দুসাত্রি লোক চায়
ঐ আস্যা সাধুঘরের দাই
বুঝিঞা এমন কাজ জার আছেত অনাজ
ভালবস্তু আন্তরে নুকাই ।

দেখি দুঅা সারি সারি হাটে বস্যা ঘেরি ঘোর
মনে মনে ভাবএ দুবলা
কেনে দুঅা নানা ভাতি মনে মনে করি জুক্তি
স্ময়রিল সর্বমঙ্গলা ।

সপ্তম ছত্রে 'শশ' স্থানে 'ঝষ' (সো) পঠিতব্য । অষ্টম ছত্রে 'পণ দুই' পঠিতব্য । সো-পুথিতে পদটির ভনিতা সবিশেষ মূল্যবান্ (৫০ খ-৫১ ক) । এই পুথির পাঠান্তর ঃ 'সঙ্কর তরণ উমাপতি', 'সত্যগুণ মধুমত্ত', 'করিঞা কৃতসত্য', 'করিলা দেশের অধিকারী' ।

২৭২ [১] 'পাজি' আ । [২] 'হৃদয়ে গনিঞা' মা ।

২৭৩ [১] 'ঘাটা' মা । [২] 'বেটি' মা । 'রন্ধন খাচের ছুড়ি' সো ।

২৭৪ [১] 'বাগান কুমুড়া কসা কাঁচকলা ভাল সসা' মা । [২] 'গুড়াইয়া আদরসে' মা । দ্বিতীয় ছত্রে 'বস্তুজাল' (সো) পঠিতব্য ।

২৭৬ [১] 'দড়ি টানাইয়া ডাট' মা । [২] 'তুলিয়া পামরি সেতজাপা' মা । [৩] 'মুসরি বেড়' আ । [৫] 'গজ ডেড়' আ । [৬] 'মাঝে' আ ।

২৭৭ শেষ ছত্র সো-পুথিতে ঃ 'বিসেসে জানাল্য চক্রবর্ত্তি ঠাকুর ॥'

২৭৮ [১] 'কনক রগড়ি' আ ।

২৮০ [১] 'শমনে' আ । পাঠ আনুমানিক ।

২৮১ [১] 'পর' মা । [২] 'বলেন তাঁরে' আ । [৩] 'অঙ্গ নিবারণে' আ ।

২৮২ ১ 'যুবতি' আ।

২৮৪ আরাগুি পুথিতে (১৪৫ ক) শেষ আট ছত্রের স্থানে :

খুল্লনা চাহিযা সাধু[১] হইল বিকল।
আখি ঠার দিযা হাসি কহিল দুবলা।
কেমন সুন্দরি সাধু হারাইলে কোলে
শ্রীকবিকঙ্কণ গান খুল্লনা খট্টাতলে ॥

[১ পাঠ 'বামা']

অতঃপর দুইটি ছোট পদ :

নযন না কর বাঁকা তোর বোলে লাগে শঙ্কা
কালাখোঁপা পাটের থোপ লোলে
তোর বোলে গুনাগুনি মধুর বিষয জানি
ভ্রমরা পড়িল গিযা ভোলে।
শ্রবণের বিমল কনক আদি কমল
কণ্ঠেতে গজমতি সাজে
পাটের বসন কবি পরিধান
চলিতে নপুর বাজে।
কাম কামেশ্বরে জুড়্যা সাধু তোরে
আপাঙ্গ পণ্ডিত ওরে

শ্রীকবিকঙ্কণ করিল অর্পণ
দেবী অভযার বরে ॥

মন মদনে দুই বাজিল দ্বন্দ্ব
আকুল মগ্নে পড়িল ধন্দ।
মানিনি রমণি না বৈসে পাশে
না মানে আরতি নাহি রতিরসে।
বিমল কমল ঝাঁপে করতলে
পিন কঠিন ত হিদয সয্যা ছলে।
সেই ত পুরুষ মদন বিকসা
বালার হিদযে অজাভিলাসা।

লজ্জা এড়ি রামা করে নিবেদনে
অভযাচরিত্র কঙ্কণ ভনে ॥

২৮৫ ১ 'কোর' আ। ২ 'জোর' আ।

সো-পুথিতে ছত্রদ্বযের পাঠ :

তোর মুখ গঞ্জন খঞ্জন জোর
লভ্য হবে তোর লোচন মোর।

৩ এই দুই এবং আরও কিছু কিছু ছত্র মা-পুথিতে নাই। ৪ 'হারিল জুবতি পড়িল' সো। ৫ 'দামিন্যাঅ' সো। ৬ 'গোপীকান্ত জাত্যে ঠাকুর' আরাগুি। ৭ এই ও পরের ছত্র সো পুথিতে নাই। ৮ 'রচিল' সো। 'কুপিত' আরাগুি। ৯ মা-পুথি। 'জনুনরবর বাজন' আরাগুি। ১০ এই ছয ছত্র মা, সো ও আরাগুি পুথিতে আছে। 'মনাই কম্নিকা' সো। 'মনাঞি মল্লিক' মা। 'মোনাই মল্লিক' আরাগুি।

২৮৭ ১ 'শীঘ্রগতি করে' আ। ২ 'বিভাবরী' আ। ৩ 'অবশ্য অবশ্য' আ। 'অবশেষে দেখে' সো।

২৮৯ ১ সো-পুথিতে এই দুই ছত্র নাই। ২ 'অনাসন' আ। ৩ 'ছাগি' ? ৪ 'খুদি' আ। ৫ 'কসরবে' আ। ৬ 'দেখি' আ।

২৯০ ১ 'চাড় কর বনিতার তরে'. আ।

২৯৩ ১ 'পুস্তক মণ্ডকে' আ।

২৯৪ ১ 'কোণে' গো।

২৯৫ ১ 'নিমের অধিক' গো। ২ 'যৌবনেব পশ্চাতে গৌরব' গো।

২৯৭ গো-পুথিতে ভনিতা ঃ

দুলালসিংহের সুতা দনাহেবী পাটমাতা রঘুনাথ তাহার নন্দন
তাব আজ্ঞা পরমান মুকুন্দ করয় গান চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ৩০৭ ॥

২৯৮ ১ 'জুত্ত' আ। ২ 'চত্তরে' আ।

২৯৯ ১ 'ফিবিযা' আ।

৩০০ ১ 'কাছে' আ।

৩০৩ ১ 'দিলে সাঁপ' আ।

৩০৫ ১ 'জগজনে' আ।

৩০৭ ১ 'সমাগৎ অলঙ্ঘ্য বাণী' আ। ২ 'শান্তি' সো।

৩০৮ ১ 'শত' আ। ২ 'জতুক' আ। ৩ 'য়েঠ্যে চোপা খেলো হয' সো। ৪ 'কাননে ছাগল রাখে তবে সে কলঙ্ক' সো। ৫ 'করি' আ।

৩১১ সো-পুথির (৬৮ ক খ) আরম্ভ ঃ

এমত দেখিআ রাম সীতার বদন
ইসত কোপিত রাম বলেন বচন।

১ 'সেই বনে চোব খণ্ডা' সো।

৩১৩ ১ 'ভিন্ন' আ।

৩১৪ ১ 'দেখি' আ। ২ 'প্রিতা' সো। 'কুন্তা' আ।

৩ 'দেব সুরপতি তার শুন গতি হরিল গৌতমদারা
এ নব জুবতি দেখি নিশাপতি গুরুপত্নী হরে তারা।' সো-পুথি।

৩১৫ সো-পুথিতে পদটি দীর্ঘতর ঃ

খুল্লনারে ধনপতি বুঝিল অপাপ
হৃদয়ে সন্তোষ সাধু ঘুচিল সন্তাপ।
স্নান করি গঙ্গাজলে রামা হৈলা শুচি
পট্টবস্ত্র পরে রামা ইন্দুকুন্দ-রুচি।
ফলমূল নৈবেদ্য উপহার পাঁজলা
করিঞা পূজেন ঘটে সর্বমঙ্গলা।
অবনি লোটাঞা স্তুতি করেন বারেবার
কৈলাস ছাড়িঞা মাতা আস্য পূজাগার।
সত্য করি আরতি বনে দিলে বর
পাইলু তোমার বর পতি আল্যা ঘর।
বাসঘরে প্রভুসনে করাল্যে মিলন
বিপদসম্পদ-হেতু তোমার চরণ।
জ্ঞাতি ধরিল ছল অন্ন নাহি খাঅ
.. পরীক্ষা কর জ্ঞাতির সভার।
সুবর্ণেব থালিতে দিলেন অঙ্গ বলি
সঘনে অভয়া বলি দেই হুলাহুলি।
স্তুতিমাত্রে গগনে উরিলা ভগবতী
শ্বেত-মাছি রূপে কৈল ঘটে অবস্থিতি।
নখ-ইন্দুপরসে দূর হৈল অন্ধকার
করবী-মল্লিকামালে ভ্রমর ঝঙ্কার।
চরণে পড়িয়া রামার মুখে নাহি বোল
শিরে আরোপিয়া পাণি চণ্ডী দিলা কোল।...

৩১৭ ১ 'মার্জ্জনা' আ।

৩১৮ ১ 'গান' আ, সো। ২ 'কপাট বন্দ' আ।

গো-পুথিতে (১৩৪ ক-১৩৫ ক) তুলা পরীক্ষা ও জতুগৃহ পরীক্ষার মধ্যে পলো পরীক্ষা আছে। এই কাহিনী-অংশটুকু আর কোথাও পাই নাই। নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বেন্যে হরিদত্ত কয় এসব পরীক্ষা নয়
পরীক্ষার সুনহ বিধান
পল্লোতে করিয়া বারি আনুক সাধুর নারী
তবে সবে দেই সমাধান।
সাধু ধনপতি কয় এমত উচিত নয়
পরীক্ষা করিবে বারে বারে
সুন্যে বলে হরিদত্ত না বুঝ আপন তত্ত্ব
মর্য্যাদা করহ সভাকারে।
টাকা দেও একলক্ষ তবে সবে হবে পক্ষ
কি কারণে কব তুমি ব্যাজ
কহিতে কিসেয় মান নহে জাব নিজ স্থান
পরীক্ষা সহিতে নাহি কাজ।
তবে সাধু ধনপতি দিল তথি অনুমতি
যথাবিধি করে আয়োজন
সুনিয়ে খুল্লনা সতী মনে চিন্তে ভগবতী
গান করে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

বারো কাঠী তিন চাক পলোর নির্ম্মাণ
আনিয়া দিলেন পলো খুল্লনার স্থান।
পলো দেখি খুল্লনা ভাবেন মনে মনে
ইহার মধ্যেতে জল রহিবে কেমনে।
উজানি নগরেতে জতেক লোক বৈসে
পরীক্ষা দেখিতে এসে পরম হরিষে।
এড়িয়ে কোলের শিশু চলিল রমণী
এমন সুন্যেছ কবে পলো-মধ্যে পানি।
পলো মাথে কৈরে রামা ধীরে ধীরে জায়
দড় করি অভয়ার চরণ ধিয়ায়।
ভুভার-খণ্ডনহেতু হৈলা অবতার
কংসহেতু কৃষ্ণকে কোইলা কালিন্দীর পার।
সত্য কৈরে ভগবতী বনে দিলা বর
পাইয়ে তোমার বর স্বামী এল ঘর।
বাসরে স্বামীর সঙ্গে করিলা মিলন
বিপদ সম্পদ দুর্গা তোমার চরণ।
তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি জানি
এবার দুস্তরে রক্ষে কর নারায়ণি।
এমত করিয়ে স্তুতি করিল গমন
ভ্রমরা নদীর তীরে দিল দরশন।
পলো ভৈরে জল তোলে খুল্লনা বেন্যোনি
কদাচিত পলো-মধ্যে নাহি রহে পানি।
ক্রন্দন কৈরেছে রামা সঙ্কটে ঠেকিয়া
এবার দাসীরে রক্ষে কর মহামায়া।
এহি পরীক্ষার দায় না তারিবে মোকে
আর না দেখাব মুখ উজানির লোকে।
এত বৈলে খুল্লনা জলে ঝাঁপ দিল
চণ্ডীর কৃপায় রামা প্রাণে না মরিল।
উজানি সহিতে কান্দে হয়ে অচেতন
একান্ত ডুবিয়া মৈল সেই নারীজন।
কপট করিয়ে কান্দে লহনা বেন্যোনি
ভাল হৈল ডুব্যে মৈল দারুণ সতিনি।
খুল্লনারে দয়া কৈরে দেবী মাহেশ্বরী
গঙ্গার ভুবনে গেলা রথে ভর করি।
দেখ্যে গঙ্গা দেবী তানে কৈল অভ্যুত্থান
পাদ্য অর্ঘ দিয়ে দিল বসিতে আসন।
গঙ্গা বলে ব্রহ্মা জারে ধ্যানেতে না পায়
কিসের কারণে ভগ্নি আসিলে এথায়।
চণ্ডী বলে গঙ্গা দিদি করি নিবেদন
খুল্লনা আমার দাসী জানে সর্ব্বজন।
সতিনের পাকে বনে রাখিল ছাগল
এ কারণে জ্ঞাতি-বন্ধু ধৈরে আছে ছল।

অনুকূল হও দিদি মোর ব্রত তরে
উদ্ধার করহ গীয়ে সেই খুল্লনারে।
হাসিয়া চলিলা গঙ্গা মকর-বাহনে
গঙ্গা দুর্গা কৌতুকে আসিলা সেই খানে।
জলের মধ্যেতে আছে খুল্লনা সুন্দরী
উঠ বাছা বৈলে ডাক দিল মাহেশ্বরী।
চণ্ডিকার বাক্য সুন্যে চক্ষু মেলে চায়
উভয়ের পদযুগ দেখিবারে পায়।

গলে বস্ত্র বান্ধি রামা পড়িয়া ভূতলে
বাছা বৈলে গঙ্গাদেবী তুল্যে নিল কোলে।

ওঠ্ ওঠ্ আর বাছা না কান্দিহ আর
এহি বৈলে পলো-মধ্যে করিলা সঞ্চার।
দুর্গা বৈলে পলো লৈয়ে উঠিল খুল্লনা
বণিকসভায় এল হয়্যে হর্ষমনা।
শির হৈতে পলোখানি রাখে নামাইয়ে
ধনপতি সাধু দিল ঝারি বাড়াইয়ে।
সপ্তবার ঢালে রামা সপ্তবার ভরে
চণ্ডীর কৃপায়ে এক বিন্দু নাহি পড়ে।
কৃষ্ণদত্ত বলে হৈল পরীক্ষার জয়
শঙ্খদত্ত বলে ছার পরীক্ষা এ নয়।
সোনা হয় রূপা হয় পোড়ালে সে চিনী
অগ্নিতে পোড়ায়ে লও তোমার বেন্যোনি।
অগ্নি-পোড়েয়ে জেন সীতা হৈল সতী
এমন সাহস তুমি কর ধনপতি।
অভয়ার পাদপদ্মে মজাইয়া চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ ৩২৬ ॥

[১] 'বাঁজি' আ।

৩১৯ সো-পুথিতে নাই। পরিবর্তে এই চার ছত্র পরবর্তী পদের আরম্ভে যুক্ত হইয়াছে ঃ

ধুসদত্ত বলে ভাই শুন ধনপতি
জোউর পরীক্ষা ইহার শুদ্ধমতি।
তঙ্কা দিলে নাহি হব কুলের ভঞ্জন
বংশে বংশে ভায়্যা তোমার রহিব গঞ্জন।

৩২০ [১] 'সাত নঞা' সো।
[২] অতঃপর সো-পুথিতে এইরূপ (পৃ ৭২ খ) ঃ

সাত হাথ গত্ত কোড়ে দেখিতে সুন্দর
জোএর দেউল দিল অতি মনোহর।
জোএর আড়ানি দিল জোএর দিল কাট
জোএর সাঁড়ক দিল জোএর কপটে।
জোএর থাচনি দিল জোএর বান্ধুনি
সোনপাট দিআ কৈল ঘরের ছাওনি।
ঘর গড়্যা বিশ্বকর্ম্মা করিল বিদাঅ
ঘর দেখে হরসিত বিপক্ষ সভাঅ।
অলঙ্কারদত্ত বলে আমি ইহা জানি
এখনি মরিব পুড়্যা খুল্লনা বান্যানি।
সুন্যা বান্যা ধুসদত্ত কর্ন্নে দেই হাথ
কেন হেন বানি ভায়া বলহ নির্ঘাত।
কথো বা সুবুদ্ধি থাকে কেহো কটু ভাসে
খুল্লনা আইল হেথা জতুগৃহবাসে।
পরিখা লহতে রামা আইল পুনর্ব্বার
শ্রীকবিকঙ্কণ গান পাঁচালির সার ॥

নীলাম্বরদাস বলে হৈলা জোউ ঘর
সতি হৈলে বাঁচিবে ইহার ভিতর।
ধুসদত্ত বলে সতি বটএ জুবতি
ইহাতে রাখিব মাতা অভআ পার্ব্বতি।
বিসাদ ভাবিঞা কান্দে খুল্লনা রমনি
কেমতে তরিব আমি জোএর আগুনি।
তিলএক অনলে মজিল লঙ্কাদেস
কেমনে জোএর ঘর করিব প্রবেস।

উভরাঅ কান্দিছে খুল্লনার বাপ মা
ঝি ঝি বলিএ্যা উচ্চস্বরে কাড়ে রা।
রম্ভা বলেন ঝিএ কেনে মরিবে আগুনি
থাকিবে আমার গৃহে হইয়া গ্রিহিনি।
না দিব জাইতে ঝিএ রাখিব ধরিএ্যা
এত বলি কান্দে রামা ধুলাঅ লোটাএ্যা।

খুল্লনা বলেন জদি মা ডরাই অনলে
অভাগির কলঙ্ক রহিব দুই কুলে।
মাএ প্রবোধিএ্যা তবে খুল্যানা সুন্দরী
দুর্গতিনাসিনি দুর্গা স্মঙরে ইশ্বরি।
শক্তিরূপা ভগবতি সুন মহামায়া
বারেক করহ রক্ষা দিআ পদছাআ।

নানাবিধিমতে স্তুতি করএ খুল্লনা
শ্রীকবিকঙ্কণ গান পাঁচালি-রচনা॥

৩২৩ [১] 'ক্রমে ক্রমে উঠে অগ্নি জুড়ি দশদিষা' সো। 'আকাশ' গো।
[২] 'আদস করিএ্যা জেন আসাড়ে গজ্জন' সো। 'আদেক মেঘে জেন' গো।
[৩] 'জেল্যে পড়ে' গো। [৪] 'ভিত্তি পড়ে' আ। [৫] 'বিপক্ষ' পাঠ।

৩২৪ [১] 'সিরে হানে ঘাতি' সো।

৩২৭ ভনিতা ছত্র সো-পুথিতে নাই, সুতরাং ৩২৭-৩২৮ একই পদ।

৩২৮ [১] 'পাইল' সো। [২] 'ভরদ্বাজ ঋষি পাইল…' গো।

৩২৭-৩২৮ আরাঙি পুথিতেও (১৬৩ ক-খ) একটি পদ।

৩৩২ [১] 'গর্ত্তে' আ।

৩৩৪ [১] 'সমর্পিয়া মোর তরে' আ। [২] 'প্রাণিবধশিল' সো। [৩] 'চুএ্যা' আ।

৩৩৬ [১] 'সুমন্ত' সো। [৩] 'ঢাকা' সো।

৩৩৭ [১] 'জোএর ঢাকন তার মুহর ভাঙ্গিআ' সো। [২] 'বড় সুখি' আ, সো।

৩৩৬-৩৩৭ আরাঙি পুথিতে একটি পদ।

৩৩৮ পদটি সো-পুথিতে নাই।

৩৪১ [১] 'উচ্চ গাছ' আ। 'উচ্য বা' সো। 'উচ্চরা' আরাঙি পুথি। 'উশ্চারা' গো।

৩৪৫ [১] 'দিবত' সো। [২] 'জত আছে সন্ধি' সো।

৩৪৬ [১] 'সম্ভুরি' আ।

৩৪৭ [১] 'কররূউ' সো। 'কুরলয়ে' মা। 'কুরালয়ে' গো। [২] 'অর্ধখানা লাউ ভিক্ষা করয়ে জোগিনি' পৈয়ালি পুথি।
[৩] 'এখানে বিশ্রাম কর কাণ্ডার বুলন' আ।
সো-পুথিতে অতঃপর ভনিতা দিয়া পদ শেষ এবং রবিবার দিবা পালা সমাপ্ত। আরাঙি পুথিতেও এইপদে পালা শেষ। গো-পুথিতে টানা চলিয়াছে:

ছইঘর চাপিয়ে বসীল সদাগর
হাতে দণ্ড-কেরুয়াল বসিল গাবর।

কার হাতে কেরুয়াল কার হাতে বাঁশ
কার হাতে দণ্ড কারো হাথে আছে ফাঁস।

[৪] 'যাত্রীর' আ।

৩৪৯ [১] 'উত্তর বরুণ' আ। 'উত্তর পড়নে' সো। 'উত্তর পবনে' আরাঙি। [২] 'পরিপূর্ণ্য' আ। 'অবিশ্রান্ত' সো।
'অবিচ্ছেদে' আরাঙি।

৩৫০ [১] 'দানাই' গো। [২] 'রত্নাই' গো। [৩] 'বংশ ধায় মহোদয়' গো। [৪] 'কালিন্দী যমুনা' গো। [৫] 'কংসাবতী' আ। 'বংসাবতী গো। [৬] 'চলিত খিরপাই' গো।

[৭] গো-পুথি ঃ

চলিল আত্রেই	ধাইল ছিরাই	ঘোরতর বেগ হয়ে
নিজ গণ লইয়া	ধাইল করতোয়া	স্বর্ণরেখা সঙ্গে লয়ে।
হরিস অভয়া	মগরা দেখিয়া	রহে আকাশবিমানে
ললিত প্রবন্ধে	গাইল শ্রীমুকুন্দ	শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে ॥ ৩৫১ ॥

[৮] অতঃপর আ-পুথি ঃ

বলুকা বামনী	বামনা রাম[নি]	দারুকেশ্বর খিরনদী
গঙ্গা ত খড়ি সঙ্গে	ধাইল রঙ্গে	বামন নদী।

[৯] সো-পুথি ঃ

উলঙ্গ পএ জাঅ	বামুনি খড়ি ধাঅ	দারুকেশ্বর খিরনদী
গঙ্গুড়ি খড়ি সঙ্গে	ধাহীন মহারঙ্গে	তবে ধায় বাঙুন নদী।

৩৫১ [১] 'দুস্বহ' আ। 'দুরন্ত' সো। [২] 'দুকুল বহিয়া হানে খানা' সো। [৩] 'করয়ে' আ।

৩৫২ [১] 'করহ পয়ান' আ।

৩৫৩ [১] 'ঝুন ঝুনি' আ।

[২] প্রক্ষেপ এবং পদচ্ছেদ গায়নের। আরাণ্ডি পুথিতে এইখানে পদচ্ছেদ করিয়া সাগরসঙ্গম উপাখ্যান বর্ণিত। ভনিতা "মহামিশ্র ইত্যাদি" হইতে বোঝা যায় যে এখানে পয়ার পদে ত্রিপদী ভনিতা-যোগ স্বাভাবিক নয়। সাগরসঙ্গম উপাখ্যান চার পদে, তিনটি ত্রিপদী একটি পয়ার (পৃ ১৭৪ খ-১৭৭ ক)।

৩৫৪ [১] আ-পুথিতে অতিরিক্ত ঃ

মন্দহরি দিপখান সাধু কইল বাম
রমনক দিপখান সাধু কইল বাম।

৩৫৫ [১] 'চন্দ্রকুট' সো। [২] 'দক্ষ' আ। [৩] 'হাথাদহে' আ। [৪] 'মহেশের' আ। [৫] 'কুঞ্জে' আ।

৩৫৭ [১] গো। আ পুথিতে ছাড়।

৩৬১ [১] গো। 'কুথা লকক৷ পায়রা ছা' আ।

৩৬৩ [১] 'বদলাসে' আ। [২] 'সৈন্ধপ' আ।

৩৬৬ [১] 'উপালম্ব' আ।

৩৬৭ [১] গো। 'কুরুবক' আ। [২] 'সিংহনাদ' আ।

৩৬৯ [১] 'নরক' আ।

৩৭২ এই পদে সো-পুথিতে "রবিবারের [নিশা পালা] সমাপ্ত। সোমবারের দিবাপালারম্ভ। লোহনার ভাসা"। সো-পুথিতে (এবং আরাণ্ডি পুথিতে) ৩৭৩ পদের পরে যে পদটি আছে তাহা দুর্বলার প্রতি খুল্লনার উক্তি। আর গো-পুথিতে ৩৭৩ পদ নাই আছে দুর্বলার প্রতি খুল্লনার উক্তি পদটি।

পদটি এই (সো-পুথি অবলম্বনে) ঃ

শুন দুবলা কহি তোমারে
ইবে মোর প্রাণ কিবা[১] করে
কহি নিজ সাধ শুনহ দাসি
কহেন খুল্লনা ইসত হাসি।
বাথুআ টনটনি তেলের পাক
লহলহ আর ছোলার শাক।
মিন চটচটি[২] কুমুড়া বড়ি[৩]
সরল সফরি ভাজা চিঙ্গড়ি।
যদি পাই আর মহিসা দই
চিনি ফিনি তাহে মিসাঞা খই।
পাকা চাঁপা কলা করিঞা জড়
খাইতে সাধ কর‍্যাছে বড়।
কনকের থালে উদন সালি
কাঁজির সহিত করিয়া মেলি।
হেন কাঞ্জি ভুঞ্জি মনেত ভায়[৪]
চাকা চাকা মূল বাগ্যান তাঅ।
থোড় উড়ম্বরে ইচিলি মাছে
পাইলে মুখের আরুচি ঘুচে।
হিআ ধকধকি অন্তরে ভোখ
মুখে নাহি চলে এ বড় শোক।
মনে করি সাধ খাইতে মিঠা
চিনি নারিকেল-চাছির[৫] পিঠা।
দুদ্ধে গুড়ে তিলে মিসাঞা লাউ
দধির সহিতে খুদের জাউ।
আমড়া নয়াড়ি আর চালিন্দা
আমসি আমড়া কুলি করন্দা।
বসিতে উঠিতে ফিরএ মাথা
ঘন উঠে হাই কহিতে কথা।
সতি[৬] সাধে যদি বাড়াই পা
আম্বাইয়া পড়ে সকলি গা।
শুন দুআ দাসি বলি অপর
চিড়া কলা আর দুধের সর।
ঝুনা নারিকেল চিনির গুড়া
কহিল আপন সাধের চূড়া।
প্রভু পরবাসে নাহিক ঘরে
সে সাধিব মান কহিব কারে।
কি কহিব অধিক জে উঠে মনে
লাজ খণ্ড কহিব লোহনার স্থানে।[৭]
এমন মনেতে করি ভাবনা
লোহনার আগে কহে খুল্লনা।

শুন দিদি কহিএ তোমায় বাণী
গাইল পাঁচালি সাধের কাহিনী॥

[পাঠান্তর ঃ [১] 'মন কেমন'। [২] 'চড়চাড়ি'। [৩] 'কুমুড়ার বড়ি'। 'ছাঞি'। [৫] 'ছাঞির'। [৬] 'স খি'।
[৭] 'শ্রীকবিকঙ্কণ পাঁচালি ভনে'। (আরাণ্ড)]

৩৭৪ [১] 'গোটায়ে কাসন্দি' গো। 'গোটা জাম মর্দ্দি' আ।

৩৭৫ পৈয়ালি পুথিতে সাধ-ভক্ষণ পদটির শেষ অংশ এইরূপ (১৪৭ খ) ঃ

ভোজনের স্থান করি দুবলা চলিল
নিমন্ত্রণে আয়োগণে ডাকিয়া আনিল।
আইলা কাঞ্চনি শোনা মাধবি মালতি
দয়ামই সবসখি কুন্তি সরস্বতি।
শ্রদ্ধাবতি সুন্দরি দৈবকি সুলোচনা
দয়া দুর্গা শচী শিবা মল্লিকা মদনা।
সোহাগি সম্পাদি পদি খুদি ইন্দুমুখি
পদ্মিনি পরুসি রূপী জসী মৃগআঁখি।
এই সুভ সখিগণ আইলা তুরিত
সাধুর মন্দিরে আসি হৈল উপনীত।
পাদধাবনের জল দুবলা আনিল
পায় জল দিয়া সুভে ভোজনে বসিল।
লহনা কনক-থালে জোগায় ওদন
চারিদিগে বাটী পুরি পরসে বেঞ্জন।
তার মাঝে খুল্লনা বসিল রূপবতী
থালে বাড়া অন্ন ধর‍্যা দিল অন্য সতী।

আসিয়া পরসে রামা বণিকের ঝি
কাঞ্চনের বাটিতে দুবলা দেয় ঘি।
ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈলা আচমন
কর্পূরতাম্বুলে কৈল মুখের শোধন।
বিদায় হইয়া সভে গেলা নিজ ঘর
লহনা ভোজন তবে কৈলা তৎপর।
অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

অতঃপর একটি নূতনপদ, সাধে প্রাপ্ত উপহার বর্ণনা :

খুল্লনার সাধে জারা করিল ভোজন
খুল্লনারে সাধ তারা দেয় জনে জন।
কেহ দেয় সাদা সাড়ি কেহ দেয় ডুরে
কেহ দেয় চন্দ্রকোনা কেহ পদাম্পুরে।
কেহ দেয় দোরহাটা কেহ গুলামারা
কেহ ভড়িদয়্যা দিল কেহ বা খাটরা।
বরাহনগরে সাড়ি কেহ বালুচরি
কেহ মালদই দিলা কেহ বাগমারি।
কেহ বা ঢাকাই দিলা কেহ দিলা জরি
কেহ বা কাশীশ্বরি কেহ দিলা মির্জাপুরি।
নানা দেশের নানা বস্ত্র পাইলা খুল্লনা
শ্রীকবিকঙ্কণ গান সাধের বর্ণনা॥

৩৭৬ [১] 'সোতিকা' আ। [২] 'সুপত্য' আ।

৩৮১ **'লম্ব্‌মান'** আ। [২] 'চান' আ। [৩] অতঃপর অতিরিক্ত ছত্র : 'খুল্লনার বন্দি হৈলে লোচন-খঞ্জন'। [৪] 'চারি' সো, পৈয়ালি পুথি। অতঃপর সো-পুথির ভনিতা-ছত্র :

শুল্লনার হৈল প্রিত লোহনার হৈল দুক্ষ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান রাজার কৌতুক॥

৩৮২ খুল্লনার ভাগবত শ্রবণ লইয়া পুথিগুলির মধ্যে অনৈক্য আছে। সো ও গো-পুথি অনুসারে ভাগবত-শ্রবণের উদ্যোগ করিয়াছিল লহনা সখী লীলাবতীর (বা নীলাবতীর) উপদেশে। খুল্লনার কোলে শিশু দেখিয়া অপুত্রক লহনার মনে ক্ষোভ হইয়াছিল। সে ক্ষোভ খুল্লনার কাছেই প্রকাশ করিয়াছিল।

সো পৃ ৯৭ ক। গো ৩৮৮ :

খুল্লনা তোমার জীবন হল্য সার
পতি-পুত্র নাহি কোলে বিধাতা আমারে ছলে
দশদিগ হৈল অন্ধকার।
শঙ্খচন্দনের তরে গেলা প্রভু সিংহলেরে
তথা হৈল পঞ্চম বৎসর
বিধি কৈল বিড়ম্বিত হেন মোর লএ চিত
প্রাণে নাহি জিএ সদাগর।
অশোক কিংশুক ফুল হল্য লোচনের শূল
কেতকিকুসুম কামকুন্ত
বৈরি কুসুমবাণ আকুল করিল প্রাণ
ঝাট নাশ জাউক বসন্ত।
শুইএ্যা নলিনীদলে মোর কলেবর জ্বলে
জলদিলে নহে প্রতিকার
স্বামী পরম ধন স্বামী বিনে অন্য জন
পতি বিনে জীবন অসার।
দিবা থাকি গৃহে কাজে পাঁচজনার মাঝে
যামিনী এস্যাএ মোরে কাল
জালা-মন্দিরের পথে প্রবেশ করএ কতে
হিমকর শতশত জাল।
দুস্সহ মদনবাণে সাপগুসে তনু জিনে
শিতলচন্দন হলাহলে
বৈরি কোকিলরব দহে মোর তনু সব
মন জরে বন-দাবানলে।

কত তাপ করে সতি তবে সই নিলাবতি পাপ খণ্ডাবার তরে বলিল মধুর স্বরে
হেন কালে আসিলেক তথা ভারথের শুন কিছু কথা ।[১]
মহামিশ্র জগন্নাথ ইত্যাদি ॥

[[১] সো-পুথিতে এই দুই ছত্রের পাঠান্তর :

জত দুস্ক ভাবে সতি আল্যা তবে নিলাবতি তাপ খণ্ডাবার তরে কহিল মধুর স্বরে
লোহনার সৈ আইলা তথা ভারথি রচিল গীত গাথা ॥]

[১] 'উদখল' আ।

৩৮৫ [১] 'পুরহর' আ। [২] 'থর' আ। [৩] 'বৃকোদর' আ। [৪] 'বিহঙ্কর' আ।

৩৮৯ [১] 'লব্য' আ। [২] 'বিপঞ্চিকা' সো, গো। 'বিরঞ্চিকা' আগণ্ডি। [৩] 'সটকাটা' আ। 'সটকা' আরাণ্ডি। 'ছোকাটা' পৈয়ালি। [৪] 'পাতি খেলে বাগচালি জুআ খেলে পেলে বালি পুরানন্দি দোআ তেআ কাতা' সো। পাতি খেলা রাখচালী জুয়া খেলে কুলী কুলী নান্দিপুরে দোহাতিয়া কাতা' গো। 'পাতি খেলে বাঘচালি দুবা খেলে ফেলে বালি পরমুট পলুইতে কাতা' পৈয়ালি পুথি।

[৫] 'টিকা লাটিম বালি কনক কুন্দ খেলে সালি' সো।

৩৯০ [১] অতঃপর সো-পুথি :

পড়এ শ্রীমন্ত দত্ত শব্দের জানিতে তত্ত্ব পড়এ রক্ষিত-টীকা ন্যাস কোশ কাশিকা
রাত্রিদিন করিয়া ভাবনা গণবৃত্তি দর্শন বর্ণনা
নিবিষ্ট করিয়া মন লেখে পড়ে অনুক্ষণ জানিতে শব্দের তত্ত্ব পড়িল উজ্জলদত্ত
দিনে দিনে করিয়া মাননা। বিদ্যা বিনে নহে অন্য মনা।

'সমাসিকা' (আ) স্থানে 'ন্যাস কাশিকা' পঠিতব্য।

পৈয়ালি পুথির সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি।

ক খ আঠার ফলা পড়িলা সাধুর বালা কবিত্বের অনুরাগ পড়িলা ভারবি মাঘ
আঙ্ক আঙ্ক সিদ্ধি-বানান বন্ধুজনে বাড়ে কুতূহল।
গুরুবাক্যে দিয়া মন চিনিলা অনেক বর্ণ জয়মিনি ভাগবত কাব্য পড়ে মেঘদূত
পড়িলা পালিলা শুভক্ষণ। নৈষধ কুমারসম্ভব
পড়য়ে শ্রীপতিদত্ত বুঝিতে শাস্ত্রের তত্ত্ব দিবানিশি নাহি জানি পড়ে রঘু সেতবানি
রাত্রিদিন করিয়া ভাবনা। রাঘব ভট্টি জয়দেব।
নিবিষ্ট করিয়া মন লিখে পড়ে অনুক্ষণ অব্যাহত বুদ্ধিগতি পড়ে দুই সপ্তশতী
দিনে দিনে বাড়য়ে ধারণা। পড়ে মুদ্রা মুরারি মালতী
ব্যাকরণ পড়ে টীকা জুমর করয়ে শিক্ষা হিত-উপদেশকথা পড়িল বাসবদত্তা
গণবৃত্তি বর্ণ পড়ে নানা কালিন্দিকা দীপিকা ভাস্বতী।
জানিতে শব্দের তত্ত্ব পড়িলা অনেক শাস্ত্র কাব্যপ্রকাশ পড়ি অভ্যাস করিল বড়ি
বিদ্যা বিনা নহে অন্যমনা। অষ্টাদশ-বর্গ অভিধানে
পড়ে ছন্দমঞ্জরিকা কবিত্ব করিতে শিক্ষা দিবানিশি নাহি জানে পড়ে সাধু সাবধানে
নানা ছান্দে পড়িল পিঙ্গল মহানাটক রামায়ণে।

আয়ুর্বেদের মত পড়িলা বৈদ্যক জত যজুর্বেদের মত শূদ্রের আচার জত
দ্রব্যগুণে নাড়ির প্রকাশ পড়িয়া হইল জ্ঞানবান
ধন্বন্তরি আদি জত কাশীরাজ চক্রদত্ত দামিন্যা-নগরবাস সঙ্গীতের অভিলাষ
অবশেষে পড়ে দেবদাস। শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ ১৫১ ক-খ ॥

৩৯২ ১ 'পচাসী' আ। ২ 'দিষী' আ। ৩ 'আমিস্বী' আ। ৪ 'বেদুআ ঢেমন জনে' সো। 'নাহী' (আ) 'আমি পতিব্রত্য। ৫ 'দেহ' সো।

৩৯৩ 'শ্রীমন্তের পানে' আ। 'শ্রীপতি নেহালে' সো।

৩৯৪ ১ 'অন্তেদাসী' আ।

৩৯৬ ১ 'মেল্যা তারা হাসেন' আ।

৩৯৯ ১ 'বান্যা কুলে' সো।

৪০১ ১ 'ফিরাইতে' আ।

৪০২ ১ 'শুনে' আ। ২ 'দেখে' আ। ৩ 'কহে' আ।

৪০৩ ১ 'দেবদুষ্টি' আ। 'দেবদারু' সো। ২ 'কাঁটাল তমাল সাল পিয়াসাল' আ।
৩ 'পঞ্চম' সো। ৪ 'হিরামুখি চন্দ্রকরা' সো।

৪০৬ ১ 'বদলাসে'। ২ 'প্লবঙ্গ' আ, সো।

৪১০ আ-পুঁথিতে পালার এই শেষ পদটির সংখ্যা ৩৪। তবে মার্জিনে (২০৪ ক) পূর্বপদের অনুবৃত্তির মতো এই পদটি আছে ঃ

চলিব পাটনে মাতা ইথে নাহি আন
যাত্রাকালে বিরোধ না কর অকল্যাণ।
যদি পিতাপুত্রে মোর হয়ে দরশন
পুনুর্ব্বার করিব পুনু চরণবন্দন।
মনের হরিষে তুমি স্থির কর মতি
তব পুণ্যফলে দেশে আসিব শ্রীপতি।
গণকের কথা হৈল খুল্লনার মনে
একভাবে পূজে রামা চণ্ডীর চরণে।
অভয়ার পূজা রামা কৈল আরম্ভণ
ষোড় উপচারে আনে পূজার কারণে।
সঙ্গে আইয়গণ লৈয়া ভ্রমরার তটে
আম্রশাখা মণ্ডিত আরোপিল ঘটে।
চন্দনের অষ্টদল লিখিল সুন্দরী
তার মাঝে আরোপিল কনকের ঝারি।
চারিদিগে জয় জয় জত আইয়গণ
লোকে বলে ধন্য ধন্য বান্যার নন্দন।
অল্পকালে জায় সাধু দক্ষিণ পাটন
কেমনে ইহার মাতা ধরিব জীবন।
ছাগ মেষ আদি আনে পূজার তরে
গাইল পাঁচালি মুকুন্দ কবিবরে ॥

৩৬ ॥ পালা সমাপ্ত ॥

যে আদর্শ হইতে পদটি তোলা হইয়াছিল তাহার এই পালার পদসংখ্যা ছিল ৩৬।

৪১৩ ১ 'রাজপরিবার' আ। ২ 'পড়ি' আ। ৩ 'ফাঁস' গো, আরাণ্ড।

৪১৪ ১ 'কোগ্রাম' আ সো। 'কৌগ্রাম' আরাণ্ড। 'কৌলগ্রাম' গো। ২ 'হাঁড়ি মুড়ি' সো। 'হাড়িরা' গো। ৩ 'ঘাট' সো, গো, আরাণ্ড। ৪ 'গাঙ্গনাড়া' সো। 'গাঙ্গরাড়া' আরাণ্ড। 'গঙ্গাড়া গো। ৫ 'সোনাএরা গ্রাম' সো। 'বুনাএানগর' আরাণ্ড। 'আমালিয়া নবগ্রাম' গো। ৬ 'নৈঘাটি' সো। 'নইহাটী' আরাণ্ড, গো। ৭ 'সাঁকাই ঘাট' সো। 'সাখাইঘাট' আরাণ্ড। 'সাঁখারি হাট' গো।

পিতাপুত্রের যাত্রাপথ একই। প্রথমে অজয়, তাহার পর ভাগীরথী, তাহার পর গঙ্গার একাধিক শাখা বাহিয়া সাগরসঙ্গম, তথা হইতে নদী ও সমুদ্র পথে সিংহল। ধনপতির কুযাত্রা, শ্রীপতির সুযাত্রা। তাই মুকুন্দ শ্রীপতির যাত্রাবর্ণনায় কিছু মুখর হইয়াছেন।

যাত্রার প্রথম দৌড় অজয়-ভাগীরথী সঙ্গম পর্যন্ত। অল্পস্বল্প ইতরবিশেষ থাকিলেও এই দৌড়ের পথচিহ্ন গ্রামগুলির নামে মোটামুটি ঐক্য আছে। তিনটি পুথি ধরিয়া মিল ও অমিল দেখাইতেছি।

সো-পুথি: কোগ্রাম, চাকন্দা, কুমারখালা, হাঁড়িমুড়ি, থানা ঘাট, মুখা, হুসেনপুর, কেওটপাড়া, দৌলতপুর, কাকনা, গাঙ্গনাড়া, জাতিঘাট, কুলিপাড়া, কোঙরপুর, বাকন্‌সা, রসই, বেলড়া, হাটাড়ি, চরখি, আঙ্গারপুর, সোনাঞা গ্রাম, বাগানকোলা, উদ্ধারণপুর, নৈঘাটি, সাঁকাইঘাট।

আরাণ্ডি পুথি: কৌগ্রাম, চাকদ, কুমারখালা, হাত্যাগড় (!), থানাঘাট, মুড়াকাটা, উদনপুর, গড়পোতা, দৌলতপুর, কিকিনা, গাঙ্গরাড়া, ঘাট কুলীনপাড়া, কোঙরপুর, বাকসা, বেলড়া, হাটারে, চরকি, আঙ্গারপুর, "ষুনাঞা নগর গাঁ," বাগানকোলা, উদনপুর, নইহাটী, সাঁখাইঘাট।

গো-পুথি: কৌলগ্রাম, চাকদা, কুমারখালা, হাড়িয়া, থানাঘাট, মৌলা, হুসনপুর, গড়পাড়া, দৌলাৎপুর, বাকসা, কাঁকনা, গঙ্গাড়া, ঘাট কুলীনপাড়া, কুঙরপুর, বাকুল্যা, বেলেড়া, আটারি, চরখি, অঙ্গারপুর, আমালিয়া, নবগ্রাম, বাগনকোলা, উধনপুর, নইহাটী, সাখারি-হাট।

৪১৫ [১] 'সুরোধনি' সো। 'পূর্বধুল্যা' আরাণ্ডি। 'পূর্বস্থলি' গো। [২] এখানে গো, সো ও আরাণ্ডি পুথিতে চৈতন্যবন্দনা পদটি আছে। গো-পুথিতে বন্দনার আগে পদটি এইভাবে শেষ হইয়াছে (পৃ ১৭০ খ):

ফলমূল উপহার ভোগরাগ দিয়ে
শ্রীচৈতন্য সেবা কৈল ভক্তিভাব হৈয়ে।
গৌরাঙ্গচরণে স্তুতি করেন সদাগর
অভয়ামঙ্গল গান অতি মনোহর॥

[৩] 'মির্জাপুর' পঠিতব্য।

৪১৬ [১] 'সপ্তঋষি' আরাণ্ডি। [২] 'ইন্দ্র' ঐ। [৩] 'আমি হৈল ব্রতধারা' ঐ। [৪] 'স্নানে জার পুণ্য অভিলাষ' ঐ।

৪১৭ সপ্তগ্রামে বাণিজ্যে আগত সদাগরদের দেশের বা নগরবন্দরের নামের একটু বড় তালিকা রহিয়াছে পৈয়ালি পুথিতে।

কলিঙ্গ তেলেঙ্গ রঙ্গ অলঙ্গ কর্ণাট
মহেন্দ্র মগদ গয়া আর গুজরাট।
নরেন্দ্র বন্দর বিন্দু পিঙ্গল সফর
উৎকল দ্রাবিড় আর বিজয়নগর।
মথুরা দ্বারকা কাশি কল্পতরু মায়া
লয়ক অনায়ক গোদাবরি কায়া।
ত্রিহট্ট কাঙর কোঁচ হারঙ্গ শ্রীহট্ট
মানিকা ফটিকা লঙ্কা প্রলয়া নাকুট।
রাঙ্গন ববড় দেশ দূর সহস্র নাম
বটেশ্বর আহুলঙ্কা স্থান সপ্তগ্রাম।
শিবাহট্ট মহারাট্ট হস্তিনা-নগরি
আর সহরের কথা কহিবারে নারি।

৪১৮ [১] =অম্বুলিঙ্গ।

৪২০ [১] 'নবাবতী' আ। [২] 'বুড়া' অন্যত্র। 'বামনার' অন্যত্র। [৪] 'বন্ধে' পঠিতব্য।

৪২৩ [১] 'পাপসহযোগ কালে' আ। [২] 'সভাসনে' আ। [৩] 'মণ্ডন' আ। [৪] 'দির্ব' গো। [৫] 'পথ' আ।

৪২৪ [১] =দিব্যজ্ঞান? [২] 'দিম্বিপ'।

[৩] অতঃপর এইখানে আদর্শ পুথিতে অন্য পুথির বিস্তারিত কাহিনীর টুকরা সংযুক্ত আছে:

ইন্দ্র হর ব্রহ্মা সেবিল জগন্নাথে
আইল ব্রহ্মলোকে নারায়ণ জগন্নাথে।
মায়া পাতিয়া জল করিল সংহার
জল পাইলে গঙ্গা নাহি দিব আর।

এতেক বলিয়া গেল ব্রহ্মা সন্নিধানে
জল নাহি ফিরে ব্রহ্মা সকল ভুবনে।
কুমুণ্ডুলে ছিলা গঙ্গা দিলা রাঙ্গা পায়
গঙ্গা লয়্যা ভগীরথ হইল বিদায় ॥

৪২৫ [১] 'পরষ্কার' আ। [২] 'মঙ্গল' গো। [৩] 'করে দেব জত' গো।

৪২৭ [১] গো-পুথির পাঠ। [২] 'বৈকুণ্ঠে' আ। [৩] 'নেবে তায়' আ। [৪] 'ঝোল' আ। [৫] 'পলাকড়ি' গো, সো ইত্যাদি। [৬] 'ঘড়' আ। [৭] 'রামা' আ।

৪২৮ [১] নীলাচল হইতে সেতুবন্ধ পর্যন্ত নৌযাত্রায় তীরভূমির উল্লেখে গল্পকথার কল্পনা অবলম্বিত। আ-পুথিতে নীলাচলের পর—চড়ইগুহা, কলধৌতপুর, জেঁাকা-দহ, সর্প-দহ, কোঙরনগর ও হাদিয়া-দহ উল্লিখিত। এই পুথির মার্জিনে (২১২ ক, খ) দুইটি পাঠান্তর লিপিবদ্ধ আছে। একটিতে পাই—রমন্তক দ্বীপ, অগর্দ্ধম দ্বীপ, চন্দ্রসর্প দ্বীপ ও সর্পমণ্ড দ্বীপ। অপরটিতে আছে—চিলিকা-চুনের দ্বীপ, বালিঘাটা বানপুর, ফিরাঙ্গির দেশ, চিঙ্গড়া-দহ, কাঁকড়া-দহ, কোঙরনগর, কুম্ভীর-দহ ইত্যাদি। সো-পুথিতে আছে—চিলিকাচুলের ডাঙ্গা, বালি-ঘাটা, বানপুর, ফিরাঙ্গীর দেশ, চিঙ্গড়ি-দহ, কাঁকড়া-দহ, সর্প-দহ, কুম্ভীর-দহ, কড়ি-দহ, শঙ্খ-দহ, হাদিয়া-দহ। গো-পুথিতে—চিলীকুচলের ডাঙ্গা, রাডিঘাটা, বানপুর, ফিরাঙ্গির দেশ, চড়ই গুহা, আরাকানপুর, চন্দ্রহরির দ্বীপ, অবন্তির দেশ, রামনক দ্বীপ, চিঙ্গড়ির দহ ইত্যাদি। আরাণ্ডি পুথিতে—চিলকাচলির ডাঙ্গা, ঝুড়িঘাটা, বানপুর, কারাঙ্গির দেশ, চিঙ্গড়িয়া-দহ, কাঁখড়া-দহ, সাঁক-দহ, জেঁাক-দহ, কুম্ভিরিয়া-দহ, কড়ি-দহ, মন্দহরিণক দ্বীপ, রমনক দ্বীপ।

সেতুবন্ধের কাছে "লঙ্কার ময়াল," তাহার পর আ-পুথিতে যক্ষরাজার দেশ চন্দ্রহরি দ্বীপ, তাহার পর কালিদহ। আরাণ্ডি পুথিতে—চিত্রকূট পর্বত, হাদিয়া-দহ, কালিদহ। সো-পুথিতে—চন্দ্রকূট পর্বত, "হাড় খাল" সীতাকুলি—লঙ্কার ময়াল, তাহার পর কালিদহ। গো-পুথিতে—চন্দ্রকূট পর্বত, সিতাকুলি, কালিদহ।

[২] 'ভালে' পঠিতব্য।

৪২৯ [১] 'সেতবন্ধের' আ। [২] 'সন্তুষ্ট' গো। [৩] 'কেকই' আ। [৪] 'খয়ের ধুষন' আ। 'ধুসন' গো। [৫] 'হরি' গো।

৪৩০ [১] 'নিজ নিজ' আ।

৪৩২ [১] 'সেতবন্ধ' আ। [২] 'চন্দ্রচূড়' আ। [৩] 'মহনেতে' আ। [৪] 'হাথ্যা' আ। [৬] 'ধনবির্ত্তি' আ।
[৭] অতিরিক্ত ছত্র ঃ 'শ্রীপতি বলেন ভাই কর অবধান' সো।

৪৩৩ [১] 'দেখ্যা লিখি' আ। [২] 'না' আ। [৩] 'কি' আ। [৪] 'বিন্দু' আ। [৫] 'ক্ষেণেকে কৈরব বৈসে ভাসে দাড়ায় বৈসে' আ।

৪৩৫ 'সক্ষিণি' আ। [২] 'নিকট' গো।

৪৩৬ [১] 'স্যামা' আ। [২] = সুভট্ট সঘনে ?

৪৩৭ [৫] অতঃপর কোন কোন পুথিতে (আরাণ্ডি, পৈয়ালি ইত্যাদি) শ্রীমন্তের টোপর ফেলার কাহিনী আছে। এ কাহিনী প্রক্ষিপ্ত নয়। অন্য পুথিতে (আ-পুথি, সো-পুথি ইত্যাদি) এ কাহিনী বর্জিত বলিয়াই মনে হয়। আ-পুথির মার্জিনে অন্য পুথি হইতে এই কাহিনী উদ্ধৃত আছে (২১৮ ক) ভিন্ন ভিন্ন হাতের লেখায়, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন পুথির। উপরের মার্জিনে আরম্ভ, তাহার পর চার দিক ঘুরিয়া ঃ

তুমিঞ যদি বটস লক্ষের সদাগর
জলের উপরে ফেলা লক্ষের টোপর ॥ ৬ ॥

'ছয় পাতে টোপর ফেলা"

শ্রীমন্ত টোপর ফেলে হাসিয়া অভয়া বলে
হোরো পদ্মাবতী দেখ জলে
নির্বুদ্ধি সাধুর পুত্র বুদ্ধি নাহি তিলমাত্র
টোপর পেলে কোটালের বোলে ।
ওহার মাতা খুল্লনা পূজা করে ত্রিনয়না
কৃপা করি বর দিনু বনে
লক্ষ তঙ্কার ধন নষ্ট করে অকারণ
ইহা আমি দেখিব কেমনে ।
ক্ষেমঙ্করি রূপ ধরি অধরে টোপর করি
ভগবতী গেলেন উড়িয়া
জেখানে খুল্লনা নারী বসিয়াছে একেশ্বরী
টোপর দিলেন ফেলাইয়া ।
টোপর দেখি সম্মুখ বিদরে মায়ের বুক
এই বটে বাছার টোপর
টোপর আনিল জে মোরে দেখা দেকু সে
কহু মোরে বাছার কুশল ।

খুল্লনা আমি আইনু সিংহল হইতে
নিরবদি কান্দ তুমি দেখিতে না পারি আমি
আইলাম [তোরে] বার্তা দিতে ।
ধর গ টোপর সে আমারে বিদায় দে
শ্রীমন্ত সেখানে একেলা
না জানি কোনখানে বাদ করে কার সনে
রাখিবারে চাহি সেই বেলা ।
খুল্লনা জানিল দড় অভয়া প্রসন্ন বড়
সেই পুত্র দিয়াছ আপনি
হাথে দিয়া গুণনিধি পুনু হর্‍যা লও যদি
তোমায় আর কি বলিব আমি ।
এতেক বলিয়া মাতা জান দেবী শৈলসুতা
অবিলম্বে কৈলাসশিখরে
চণ্ডীর চরণে চিত গাইল নূতন গীত
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে ॥

মা-পুথির মধ্যে একটি পাতায় পদাংশ ও পদ আছে :

কোটাল বলেন যদি হও সদাকর
সোনার টোপর পেল জলের উপর ।
শ্রীয়পতিদত্ত নহে ধনের কাতর
সোনার টোপর পেলে জলের উপর ।

দেবী বলে শ্রীমন্ত ছাওয়ালবুদ্ধি হয়
পাটনে করিল লক্ষ তঙ্কা অপচয় ।
পদ্মাবতী বলিয়া ডাকেন ভগবতী
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী ॥ ২৫ ॥

শ্রীমন্ত টোপর পেলে হাসিয়া চণ্ডিকা বলে
হেরো পদ্মা দেখহ জতনে
অবোধ খুল্লনা-পুত্র বুদ্ধি নাহি তিলমাত্র
টোপর পেলে কোটালবচনে ।

টোপর লইয়া সাথে জাই গো উজানি-পথে
আসি খুল্লনারে প্রবোধিয়া
ক্ষেমঙ্করী রূপ ধরি অধরে টোপর করি
ভগবতী চলিল উড়িয়া ।...

পদ্মাবতী করি সঙ্গে জান চণ্ডী নানা রঙ্গে
উপনীত শ্রীমন্ত গোচর ।
মহামিশ্র ইত্যাদি ॥ ২৬ ॥

আরাণ্ডি পুথিতে ভনিতাপদের পাঠ :

খুল্লনা প্রবোধ করি চলিলেন মহেশ্বরী
সঙ্গে সহচরী পদ্মাবতী

অম্বিকার সুচরিত মুকুন্দ গাইল গীত
সুখী রঘুনাথ নরপতি ॥

পৈয়ালি পুথিতে (১৬৯ খ) ঃ

এত বলি ভগবতী উড়ে গেলা লঘুগতি মনে করে সদাগর ভেটিব সিংহলেশ্বর
উপনীত হইলা সিংহলে ভেট সাজ অনুচরে বলে।
মহামিশ্র ইত্যাদি ॥

৪৪০ ১ 'সঙ্কাপ' আ।

৪৪২ ১ 'পথ' আ। ২ 'মাতঙ্গজগতি' আ।

৪৪৭-৪৪৮ আসলে পদ দুইটি এক ছিল। কোন কোন পুথিতে তাহাই আছে।

৪৪৯ ১ আ-পুথির মার্জিনে আছে ঃ 'করিয়া ভাবন। বাঙ্গাল কান্দান গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ৫ ॥"
এই পদটির কিছু না কিছু রূপান্তর প্রত্যেক পুথিতেই আছে। দীর্ঘতম পাঠ রহিয়াছে গো-পুথিতে। উদ্ধৃত করিতেছি (১৮৬ খ-১৮৭ ক)।

দাড়ি কান্দে মাঝি কান্দে করে হায় হায়
পূর্বদেশী কেরুয়াল কান্দে উভরায়।
পলায় বাঙ্গাল সব ফেলাইয়ে সোলা
হেঁটমাথা কৈরে রয় কাঁকতলি মলা।
বাঙ্গাল কান্দে রে হুডুই বাপই বাপই
কুক্ষেণে আইয়া পরান বিদেশে হারাই।
আরে ভাই দেশে আর জাবাম কেম্বায়
বিদেশেতে মান গেল কি ঐবে উপায়।
আরাল্যাম সব দন দেশেতে আইয়া
আর না দেখিলাম মাগু পোলা দেশে আইয়া।
ইষ্ট মিত্র কোটম্বেরে লাগে মায়া মো
কোতা রৈল মাগু মর কোতা রৈল পো।
এক বাঙ্গাল কহে বাই আরত বাচলাম না
পোলা সব গরে রৈল তারে দেখলাম না।
কাণ্ডার বান্ধি কেন্দে বলে বাই বাই
এবারে বাচিলে বাই চল দেশে জাই।
মাটী কাইয়া আইলাম হাদুর অঙ্গতি
কেম্বায় বাচবাম বাই পল্যাবাম কতি।
শিশুমতি হাদু নাহি বোজে ইতাইত
রাজার হবায় কেন কয় বিপরীত।
কবর্দ্দক হেতু পবাদীন জেই জন
আর বাঙ্গাল বলে তারো বিফল জীবন।
আর বাঙ্গাল বলে বাই গএে নাই বল
আমার জীবন দন এড় রে হিন্দল।

আর বাঙ্গাল বলে বাই ব্রেতা কর দ্বন্দ্ব
পুরুষ সাতের মর আরাল্য কাসন্দ।
আর বাঙ্গাল বলে বাই হইল অনাত
হর্ব্ব দন গেল মর হুকুতার পাত।
আর বাঙ্গাল বলে বাই জীবনে হুতাশ
জীবনে কাতর বড় আড়ায়ে বাতাস।
আর বাঙ্গাল কেন্দে বলে কি করিব এরা
গএে দিতে চিন্য ঝুটী দুসে গেল পারা।
আর বাঙ্গাল কান্দিয়ে কৈরেছে আয় আয়
বাত কাইতে মাটীয়া পাতরা বাস্যা জায়।
আর বাঙ্গাল বলে বাই কৈতে বড় লাজ
অলৃদিগুরি বাস্যা গেল জীবনে কি কাজ।
অলৃদিগুড়া হুক্তাপাতা হিদল হিগুই
মজাইনু হর্ব্ব দন কেমনে কুলাই।
উকটা মাছ ছিল কিছু গাঙ্গে বাস্যা গেল
কিন মার্ল না···ডাকলা বাঙ্গিলো।
আর বাঙ্গাল কেন্দে কহে ঐল মোর আনি
লাউল বাঙ্গিয়া গেল কিসে খাইবাম পাণি।
আর বাঙ্গাল কহে বাই এই ঐল গতি
দক্ষিণ পাটনে মৃত্যু বিদাতা লিখিতি।
দুবতি জোবনবতি তেজিলাম রূসে
আর বাঙ্গাল বলে দোখ পাই গ্রহ-দূষে।
কেন আজি রহিলাম খাইয়া আপনা
বিপাকে মজিল মোর হর্ব্ব অম্বাপোনা।

আর বাঙ্গাল কেন্দে বলে আরানু জীবন
কেহ নাহি বোজে জেই আমরার বচন।
বাঙ্গালের ক্রন্দনে সাধুর ম্লান মন
সজলনয়নে সাধু জুড়িল ক্রন্দন।
অভরার চরণে মজুক নিজ যিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ ৪৫৮ ॥

৪৫০ ১ 'লোনের নিকারি চিঙ্গি'।

৪৫৫ অনেক পুথিতে (যেমন সো-পুথি, আরাণ্ড পুথি ইত্যাদি) এই মাতৃকা-স্তবটি অন্যরূপে, ছোট এবং ত্রিপদী ছন্দে, পাওয়া যায়। গো-পুথিতে পরপর দুইটি পদই আছে, প্রথমে ত্রিপদী পদ, পরে পয়ার। সো-পুথিতে একটি আছে তবে সে ত্রিপদী দীর্ঘতর (১৩১ ক-খ, ১৩২ ক)। এখানে উদ্ধৃত হইল ("চৌতিস অক্ষরে স্তব")।

করপুটে বলে বাণী কৃপা কর নারায়ণি
কালরূপা কৈলাসবাসিনি
খন ছাড় খমুণ্ডলে ক্ষিতি আসি খাও খলে
খড়গ-হস্তে খর্পরধারিণি।
গিরিজা গণেশমাতা গোকুলে গিরির সুতা
গেলা গো গোবিন্দ রাখিবারে।
ঘন ঘন ঘণ্টারবে ঘুচাল্যে দানব সবে
ঘৃণা কেনে ঘরের নফরে।
উমা কাত্যায়নি গৌরি উছুর হইলে মরি
উর উমা উঝিত চপলে
চোরের চরিত্র ভাল চাঞা চাঞা প্রাণ গেল
চিত্তে চিন্তি চরণযুগলে।
ছল ছুতা তুমি মাতা ছায়া রূপে সমস্থিতা
ছিদ্র ছাড় ছাওয়ালের প্রতি
জটাজুট-প্রিয় উমা জগতজননি আমা
রাখ যুগে থাকুক ক্ষেআতি।
ঝন ঝন অসি হাথে ঝগড় ঝাটের মাথে
ঝাট উর হেমন্তের ঝি
ইহতে ইসান বারি অপাঙ্গ ইঙ্গিত করি
ইহ পদে নির্বেদিব কি।
টঙ্কারে টানিঞা চাপে টুটালে অসুর-দাপে
টুকি টেকে প্রাণ টানাটানি
ঠন ঠন বিন্ধে বাণ ঠেকিলা ঠকের ঠাম
ঠাঞি দিঞা রাখ ঠাকুরাণি।
ডিগর রাজার ঘটা ডাগর ডিগর গোটা
ডরে কম্পি তারে হালে গা

ঢাল খাণ্ডা ঢোল ঢাকে ঢুকি নাহি পিএ বুকে
ঢোল ছাড় ঢামালিনি মা।
আনে কি বলিব আমি নিজগুণ আন তুমি
আনাইলে আপনে সিংহলে
তুমি নাহি তরাইলে তরাসে তৃষায় মৈলে
তুলসি না পাবে ক্ষিতিতলে।
স্থিতি করি বর্ত্ত করি স্থাপিআ রাখিলে হরি
স্থির নহে মথুরার পতি
দৈবযোগে কৈল বল দামোদরে দাবানল
দূর কৈলে দহনদুর্গতি।
ধরিআ ধনুক-শর ধ্বংসিলে অসুরবর
ধরাধরি-সুতা অবিধানে
নমো নমো নারায়ণি নরে না পালিবে কিনি
নভ ছাড়ি নাম গ মসানে।
প্রজাপতি-নাভিপদ্মে পার্ব্বতি পূজিল শব্দে
প্রভুপাকে পাইল পরানি
ফটিকে ফাটিআ হরি ফাফর নফরে মারি
ফুরাল্য তোমার ফুলপানি।
বাপ বল্যা বায়্যা তরি বিদেশে বিপাকে মরি
বারি বিনু বিদরএ বুক
ভালে গো ভবানি ভোলে ভোলানাথ করি কোলে
ভাঙ্গিহ সৃষ্টির ভয়দুখ।
মাআমই তুমি মাতা মাতৃরূপে সমস্থিতা
মা মেন মরিব মোর লাগি
যুক্তি করি যুদ্ধ করি যুদ্ধ কর সাকম্বরী
যশোমতি তুমি যথা যোগি।

রাম-রূপে রাবণেরে নৈরাশ করিলে তারে
রক্ষা কৈলে শ্রীরাম লক্ষ্মণে
লক্ষ্মণে লভিলে মান লক্ষি কৈলে উপাদান
লঙ্ঘিব সাগর হনুমানে।
বাদ নাহি বিষ্ণু সনে বাণ-যুদ্ধ বাণে
বিনাশিলে দিগম্বরি বেশে
শৈলসুতা শাকম্ভরী শুম্ভে নিশুম্ভে মারি
শিবশক্তি কৈলে বিশেষে।
ষড় ঋতু নাহি জানি ষষ্ঠ কালে সনাতনি
সাজ কর শটের চরিতে
সতি সনাতনি সত্ত সর্ব্বানি শর্ব্বানি নিত্য
সখি সনে উর গো রক্ষিতে।
হরাসনে হৈমবতি হেরাহেরি হর্ষমতি
হিতহেতু হেরম্বজননি
ক্ষেঅ ক্ষেমা কৃপাদৃষ্টি ক্ষেম ক্ষেমা কর সৃষ্টি
ক্ষেঅ ক্ষেমা উর-গ আপনি।
খুল্লনার তনঅ জবে চৌতিস অক্ষর স্তবে
শুনি তুষ্ট হেমন্ত-তনআ
মুকুন্দ রচিল গীত দেবি হৈলা হরসিত
রঘুনাথ দিল প্রকাসিআ॥

পদটি যথার্থই চৌতিশা। ঙ=উ (উমা=ঙমা, উঁমা), ঞ=ই (ইহতে=ঞিহতে, ইঁহতে) এবং ণ=আন (আনে, আনাইলে)। গো-পুথিতে পদটি যথার্থই "একত্রিষা স্তুতি"।

পয়ার পদটি কালকেতুর চৌতিশার সঙ্গে তুলনীয়। পুথিতে পুথিতে পাঠান্তর যথেষ্ট আছে।

৪৫৮ ১ 'লোলিত দেবীর' আ। ২ 'চঞ্চল বদনা' আ।

৪৫৯ ১ 'করি পূর্বা' আ।

৪৬১ ১ 'পদ্মাবতী' আ।

৪৬৩ ১ 'ধানকী' আ।

৪৬৫ ১ এই পদে আ-পুথিতে ক্রিয়াপদ উত্তম পুরুষের ঃ 'আছিনু ·পাইলাঙ'।

৪৬৬ ১ 'জরাতি' আ।

৪৬৭ ১ 'জরাতি' আ। ২ 'ক্রতনরমালা' আ। ৩ 'পাইক দিল' আ।

৪৬৮ ১ 'জুড়িল' আ। ২ 'পড়্যাছিনু' আরাণ্ডি।

৪৬৯ ১ 'চৌদুলি চৌদল' আ। ২ 'গজবেনি' আ। ৩ 'মারি করে' আ। ৪ 'চতুরঙ্গ' আ। ৫ 'বারইর বরজে' আ। ৬ 'লখে' আ। ৭ 'কাট' আ।

৪৭১ ১ 'রাজসেনা দেবসেনা করে' আরাণ্ডি। ২ আরাণ্ডি পুথি হইতে। ৩ 'ফৈতামুড়া' আরাণ্ডি।

৪৭২ ১ 'পাইকে দেখা কাঁড়ের কথা' আ। ২ 'ঢালি পাইক' আ। ৩ 'জেমন অনিল' আরাণ্ডি।
৪ অতঃপর পদটি গো-পুথিতে এইরূপ ঃ

দানা নিবারণ-মন্ত্র পড়ে পুরোহিত
রণ ছেড়ে দানা সব হৈল একভিত।
ব্রহ্মাণী প্রভৃতি জত মাতৃকামণ্ডলী
সবাকারে রণ আজ্ঞা কৈল ভদ্রকালি।
সপ্তদ্বীপা বসুমতি করে টলমল
অষ্ট কুলাচল আদি কাঁপয় সকল।
পাতালের নাগগণ হইল অস্থির
সহিতে না পারে ধরাধর নহে স্থির।
রচিয়ে মধুর পদ একপদি ছন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান গাইল মুকুন্দ॥ ৪৮৪॥

[৪] 'অচলাচল' আ।

৪৭৩ 'তিনলোকে চমৎকার হইল এ ভুবন' আ। [৩] 'চলিতচরণ দুটা' আ। [৪] 'পঞ্চবর্ণ' আ। [৫] 'রণেতে বিজয় শিঙ্গা' পঠিতব্য।

৪৭৪ [১] 'কালিকা দক্ষিণী' আ। [২] 'গাহুল গম্বর' আরাণ্ড। [৩] 'গণ্ডা গণ্ডা কাটা কবিবর মুণ্ডা ভমনে ভুজরাজ' আ। [৪] শোণিতের টিলি কাট সয় বলি নরশির কমলের' আ। পাঠ আরাণ্ড পুথির। [৫] 'বরাত পুরিয়া আগলে' আ।

৪৭৬ আরাণ্ড পুথিতে আরম্ভে এই দুই ছত্র অতিরিক্ত আছে :

পড়িছে সইন্য জত শুনিতের বহে নদ মসান সসান অবতার
সসঙ্কা মক্ষিকা বেড়ে প্রেত আশ্রয় করে করে মাংস শুনিত আহার।

[১] 'ক্কে'ক ক্কে'ক' আরাণ্ড।

৪৭৭ [১] 'নহি' আ।

৪৭৯ [১] 'বুলন' আরাণ্ড।

৪৮১ [১] 'ঘুসিল্যা' আ।

৪৮৪ [১] 'ঘুকীনি' আ। [২] 'চতুমুল' আ।

৪৮৬ [১] 'সপ্তশলাকা' আরাণ্ড।

৪৮৯ [১] 'খণ্ডে বাবাধর জামা' আ। [২] 'সাগরে' আ।

৪৯১ [১] 'ভালে আছে সাত তিল কণ্ঠতলে আছে সপ্ত রেখা' আরাণ্ড। [২] সো-পুথিতে ছানির উল্লেখ-সমন্বিত ছত্র দুইটি নাই।

৪৯৩ [১] 'রসীক' আ।

৪৯৫ গো-পুথিতে পদটির শেষ ছত্রগুলি এইরূপ :

কেন বর আমারে রাখিলে কারাগারে, আনলে প্রবেশী কিবে প্রবেশী সাগরে।
কান্দে ধনপতিদত্ত পরিবার-মোহে, বসন ভিজিল তার লোচনের লোহে।
বাপের ক্রন্দনে কান্দে কুমার শ্রীপতি, শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতি ॥ ৫০৯ ॥

[২] 'চিত্ত' আ। এই পাঠ স্বীকার করিলে 'যন্ত্র' স্থানে 'তত্ত্ব' ধরিতে হয়।

৪৯৬ পদটির পঞ্চম ছত্রে গো-পুথির ২১২ পত্র শেষ। বাকি পাতা পাওয়া যায় নাই।
পদটির পরে আ-পুথির শেষ ছত্রের পরে এবং মার্জিনের চার দিকে এই পদটি লেলা আছে :

শ্রীমন্তের তুণ্ডে যদি হেন হৈল বোল সত্বরে সদাগর পুত্র কৈল কোলে
প্রেম-আনন্দে সাধু হৈল উতরোল। শ্রীমন্ত ভাসিল প্রেম-লোচনের জলে।
কণ্ঠে কণ্ঠে দিয়া দুহেঁ করিল রোদন
কোকনদ হইল দুই দুহাঁর বদন।...
অভয়াচরণে ইত্যাদি ॥ ৮৭ ॥

৪৯৭ [১] 'বেদ পড়ি ছয় অঙ্গ সভায় পণ্ডিত ঢঙ্গ অধর্ম ধর্মের অধিকারী' আরাণ্ড। [২] 'নিত্য দিয়া পরে দুখ ইচ্ছে আপনার সুখ' ঐ। [৩] 'সায়' আ।

৪৯৯ [১] 'পাঁচালি করিয়া বন্দ' আ।

৫০১ [১] 'জননী' আ।

[২] 'তোর পিতা মহাধন্য আমার অষ্টাঙ্গ শূন্য বাম হাথে লোহা নিদর্শন
শোকে নাহী চক্ষে দেখি ইচ্ছিয়া তোমারে সাঁখি ইংসা করি তোমার কল্যাণ।' আ।

৫০২ [১] 'অঙ্গদ বালা' আ

৫০৩ বঙ্গবাসী সংস্করণে উপসংহার অংশ হরিস্মরণ-মাহাত্ম্যের প্রসঙ্গে দেবীর উক্তিতে গজেন্দ্রমোক্ষণের কথা এইভাবে আছে ঃ

শুন ঝিয়ে হয়ে সাবধান
কহি আমি ইতিহাস শুনিলে কলুষনাশ গজেন্দ্রমোক্ষণ উপাখ্যান।
করি গজ মনোরথ সঙ্গে নারী শত শত জলক্রীড়া করিল কামনা
আসি সরোবর জলে খেলা করে কুতূহলে চারিদিকে বেষ্টিত অঙ্গনা।
লিখন আছিল ভালে আসিয়া এমত কালে কুম্ভীরে ধরিল আচম্বিত
নিজ পরিবার যত এককালে শত শত টানে সবে হয়্যা সবিস্মিত।
গজ কহে ওহে ভাই ইহাতে নিস্তারণ নাই বিনা প্রভু দেব ভগবান
ভযে ভাবি গজপতি নানাবিধ করে স্তুতি আসি হরি কৈল পরিত্রাণ॥

৫০৪ [১] অথবা 'সীঙনি'। [২] 'প্রশীত' আ। [৩] 'মধু' আ। [৪] আরাণ্ডি পুথি হইতে। [৫] 'নিতে নিত' আ।
[৬] 'নাথ মান' আ। [৭] 'সুভাসীত' আ। [৮] 'আনন্দ হইয়া গাব' আ।

৫০৫ [১] 'সিআন ঢাটি নামে দাসি' আরাণ্ডি। [২] 'বিষমাচার' আ। [৩] আ-পুথিতে দ্বিরুক্তি নাই।

৫০৭ [১] আরাণ্ডি পুথি হইতে।

৫০৯ [১] পাট নেত হার বাস স্বর্ণহার' আ।

৫১১ [১] 'মন' আ।

৫১২ [১] 'মোহ' আ।

৫১৪ [১] 'কুলিগ্রাম' সো।

৫১৫ [১] 'চান্দা' আ।

৫১৬ [১] 'অনীমুখে' আ। [২] 'কুলবধূ' আ। [৩] 'বীজুতি' আ।

৫১৮ [১] 'মেখলা' আ। [২] 'গায়' আ।

৫১৯ [১] 'কর্ম্মার' আ। [২] 'পরাজই' আ। [৩] 'কুঞ্জে' আ।

৫২১ [১] 'নিতম্বের' আ। [২] 'নমস্কার' আ।

৫২২ [১] 'তণ্ডুল মঙ্গল বাসরে' আ।

৫২৪ 'অর্দ্ধনারীশ্বরির' আ।

৫২৫ [১] 'বাস' আ। [২] 'রদ' আ। [৩] 'শদ' আ।

৫২৬ [১] 'দেই জয়কারে' আ।

৫২৮ [১] 'শ্রীঅমর সোমের মন্দিরে' আ। 'অমর সামর মন্দিরে' সো। 'অমর সাগর মুনি বরে' নীলমণি।

৫২৯ [১] 'পশু আদি' আরাণ্ডি। 'অল্প আয়ু' সো। [২] 'রাজা অধর্মপরায়ণ' পঠিতব্য।

কোন কোন পুথিতে ও ছাপাগ্রন্থে স্বর্গগমন কালে বিষ্ণুদূত ও যমদূতের ঝগড়া-বর্ণনা আছে। আমাদের বিবেচিত কোন পুথিতে তাহা নাই।

৫৩১ আদর্শ পুথিতে পদসংখ্যা ১২০ (জাগরণ পালার)। এইটিই কাব্যকাহিনীর শেষ পদ। পরের পদটি কবির উক্তি এবং সেই পদটিই সর্বশেষ।

৫৩২ আদর্শ পুথির সর্বশেষে পদটির ("ক্ষেম গ…সেবা") সহিত অন্য পাঠের দুইটি পদ মিশিয়া গিয়াছে।

[১] অতঃপর আদর্শ পুথির এই শেষ পদটির পাঠ আরাণ্ড পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল।

তন্ত্রমন্ত্র বিধি ন্যাস ভূতশুদ্ধি জেবা হৈল মোর জ্ঞানে
অনুকম্পামই আদ্যা তুমি ত্রই দোষের নাসিনি পুনে।
তোমার ইঙ্গিতে সিখিয়া সঙ্গীতে আত্মা কৈল সমর্পণ
দোষগুণ ভারি তুমি মাহেশ্বরী করি তোমা স্মঙরণ।
তেপান্তর বিলে তুমি আজ্ঞা কৈলে সঙ্গীত হইল নির্মাণ
কাব্য নবরসে দোষ অপযশে জে জন না জানে এই
আপনি তুমি প্রমাণ। অজ্ঞ আমি অন্ধ দূর কর বন্ধ
তন্ত্রমন্ত্রহীন পূজা অষ্টদিন মূঃখজনে কৃপামই।
জে হৈল মোর সকতি জগতবতংসে পালধি বংশে
করিয়া অঞ্জলি হরি হরি বলি নৃপতি রঘুরাম
দয়া কর ভগবতি। তাঁর সভাসদ রচি চারু পদ
বুধ শুক্রবারে আরাধে তোমারে শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

সো ও আরাণ্ড পুথিতে এই পদেই পুথি শেষ।

[২] আ-পুথিতে প্রথম পদটি এই পর্যন্ত।

[৩] "মহেশে পার্বতী…পূজা কৈল দেবগণ"—এই পর্যন্ত আর একটি পদের অংশ।

[৪] পাঠান্তরে কাহিনীর আরও একটু জের টানা হইয়াছিল। চণ্ডী কৈলাসে গিয়া শিবের কাছে মর্ত্যলোকে তাঁর কার্যকলাপের রিপেট দিয়াছিলেন। সেই রিপোর্টের এক পাঠান্তরের পদাংশ উপরের চার ছত্র। আর এক পাঠান্তরের পদাংশ হইল এই ছয় ছত্র ("ত্রিসন্ধ্যা পূজেন হর………মুকুন্দ রচিল শুদ্ধমতি ॥")। এই পাঠান্তর গৃহীত হইয়াছিল নীলমণির সংস্করণে। পদটির আরম্ভ ও শেষ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। বিবরণটি দুবলার বেসাতির বার্তা স্মরণ করায়।

অবতরি বসুমতী পূজা লয়ে ভগবতী
বসিলেন হর সন্নিধানে
কৈল তাঁরে প্রণিপাত বর দিল ভূতনাথ
জিজ্ঞাসিল তাহার কল্যাণে।
শুনিয়া শিবের বাণী যুড়িয়া উভয় পাণি
নিবেদয়ে শিখরদুহিতা
তুমি ত যাহার ভর্ত্তা অদর্শন তার কর্ত্তা
হব আমি ভুবনপূজিতা।
ছাড়িয়া কৈলাস গিরি গেলেম হেমন্তপুরী
পাইলাম অতুল সম্মান
পূজা পাই যে যে দেশে নিবেদিব সবিশেষে
একদণ্ড কর অবধান।…

শেষ ঃ

গিয়া নৃপতির স্থান সবাকার বিদ্যমান
করে সাধু প্রতিজ্ঞাপূরণ
প্রতিজ্ঞায় সাধু হারে রহে বন্দী কারাগারে
নিল রাজা যত ছিল ধন।

শুনিয়া চণ্ডীর বাণী রোষযুত শূলপাণি
কটুভাষে বলেন বচন

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

ধনপতির নির্যাতন শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শিব চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পরের পদ, আরম্ভ ঃ

গৌরী কত বা সহিব বারে বারে
যে জন সেবক মোর সে জন বিপক্ষ তোর যুগে যুগে বিড়ম্ব আমারে।...

শেষ ঃ

শিঙ্গা ডম্বুর মাল শূলহাতে বাঘছাল
বলদে করিল আরোহণে
রোষযুত দেখি হর যুড়িয়া উভয় কর
চণ্ডী তার পড়িল চরণে।

করিয়া প্রণতি স্তুতি কহিলেন ভগবতী
মোর কিছু শুন নিবেদন
খালাস করেছি তারে কেন রোষ কর মোরে
তার হেতু না কর চিন্তন।

মহামিশ্র জগন্নাথ ইত্যাদি ॥

শিবকে শান্ত করিতে পার্বতী বলিলেন (পরের পদ),

আগে ধনপতিদত্ত কৈল নিজ দোষ
চিরদিন তারে না থুইনু অভিবোষ।
অপুত্রক ধনপতি কৈনু পুত্রবান
পুরস্কার কৈনু তার করিয়া ছোড়ান।
এতেক বচন যদি বলিলা পার্বতী
হাসিয়া জিজ্ঞাসে তারে দেব পশুপতি।
কহ প্রিয়ে কেমনে আছেন ধনপতি
তাহার গৌরব কৈলে আমার পীরিতি।
অতঃপর কহ চণ্ডী পূজার বারতা
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মঙ্গলের গাথা ॥

পার্বতী বলিয়া চলিলেন (পরের পদ এবং এই পাঠান্তরের শেষ পদ).

পঞ্চমাস গর্ভবতী খুল্লনা উত্তমমতি
সদাগর রহিল বিদেশে
খুল্লনার গর্ভবাসে দেব মালাধর বৈসে
প্রসব হইল দশমাসে।...

হয়ে বড় অভিলাষী সদাগর দেশে আসি
গেলেন রাজার সম্ভাষণে
শুনিয়া সাধুর কথা ভূপতি পুলকযুতা
শ্রীমন্তে করিল কন্যাদানে।

পদটির অবশিষ্ট অংশ আ-পুথিতে উদ্ধৃত।

বন্ধনীস্থিত দীর্ঘ ত্রিপদী ছয় পংক্তি পাঠান্তরের শেষ পদ। এইটি আদর্শ-পুথির ১২১ সংখ্যক পদ। পরিশেষে লিপিকরের বক্তব্য যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎসর্বং শ্রীহরিনামানি কীর্ত্তনাৎ ॥ ১ ॥
জথা দ্রষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকে নাস্তী দোসক।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গং মুনীমাঞ্চ মতিভ্রম ॥ ১ ॥

সকাব্দা ১৬।৩৮ ॥ সক ॥ সন ১১২৪ সাল। মাহ ১৭ আশাঢ় রোজ রবিবার বেলা ১ এক প্রহরের কালে সমাপ্ত হইল মোকাম রাধানগর পাঁড়ুয়া। পরগনে ভুরশীট তালুক শ্রীজুক্ত কিত্তিচন্দ্র রায়ের। আমীন শ্রীজুত বাবু লালবেহারি। তস্য ভেজয়া আমীন শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাদসাহা শ্রীল শ্রীযুত ফরকসাহাজি ॥ পুস্তক শ্রীগণেশ দেব সর্ম্মনশ্য স্বাক্ষরমিদং ॥ বড় ঘরের দক্ষিণ উসারায়

সমাপ্ত হইল পুস্তক। কাছে বসিয়া শ্রীযুক্ত রামসরণ রায়চৌধুরী। যেযারজী ॥ তথা শ্রীযুক্ত সদাশীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাকিম দিগলগ্রাম ॥

কৃচ্ছে.ণ লিখিতং গ্রন্থং যশ্চোরয়তি দুর্মতিঃ [।]
সূকরী তস্য মাতা [স্যাৎ] পিতা চ তস্য গর্দ্দভঃ ॥

* বন্ধনীস্থিত পদ পৈয়ালি পুথিতে এবং রামজয়ের ও নীলমণির সংস্করণে আছে। পদটিতে আরও কয়েকটি ছত্র পাওয়া যায়, ফলশ্রুতি ঃ

কলিকালে চণ্ডিকার হইল প্রকাশ
যার যেবা মনোরথ পূরে তার আশ।
ব্রাহ্মণ শুনিলে ধর্মশাস্ত্রেতে ভাজন
যুদ্ধেতে পারগ যে শুনিবে ক্ষত্রিগণ।
বৈশেতে শুনিলে হয় বাণিজ্যেতে মতি
শূদ্রেতে শুনিলে সুখ মোক্ষ পায় গতি।
সর্বলোক হরি বল হয়ে সানন্দিত
সমাপ্ত হইল এই অভয়ার গীত।
আসোরে সহিত মাতা হবে বরদায়
যে জন শুনায় আর যেই জন গায়।
সঙ্কল্প করিয়া আর যে জন গাওয়ায়
একান্ত হইয়া মাতা তারে বরদায়।
এই গীত যেই জন করিবে শ্রবণ
বিপদে রাখিবে দুর্গা আর পঞ্চানন।
সমাপ্ত হইল এই ষোল পালা গান.
অভয়াচরণে ভনে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

শব্দার্থ

[ক্রিয়া-ধাতু হাইফেন-চিহ্নিত। ফারসী শব্দ তারকা চিহ্নযুক্ত। বন্ধনীমধ্যে পৃষ্ঠাসংখ্যা]

অক্ষয়মালা (২৫৬)=অক্ষমালা

অগোর : অগুরু

অঙ্গজনু : অঙ্গজাত

অঙ্গন্যাস : পূজায় বসিয়া পূজকের অঙ্গশুদ্ধি অনুষ্ঠান

অজিতবল্লভা : লক্ষ্মী

অট্টলা : সৌধচূড়া

অতিত (১৪০) : অতিথি

অদ্যতনী : নবীনা

অধন : মূল্যহীন বস্তু

অনবিজ্ঞ : অবিজ্ঞ

অনিত : অনুচিত আচরণ

অনুগুণ (১৩৬) : মনস্থির

অনুত্তর : অসঙ্গত বাক্য

অনুপদি : পশ্চাদ্‌গামী

অনুবর্জ-: সঙ্গে সঙ্গে আসা

অনুমানে (২৩৫) : সসম্মানে

অনুবল : সহায়

অনোচিত : অনুচিত

অপাঙ্গ,-ঙ্গি : আপাঙ গাছ

অপেক্ষণ : পাহারা

অবজ্ঞান : অবজ্ঞা

অবতংস : কর্ণাভরণ। শ্রেষ্ঠ (মালা, চূড়া অর্থ হইতে)

অবদাত : শুভ্র, উজ্জ্বল

অবধৌত : বৈরাগী

অভার : ভারি ; প্রচুর ; অনির্বাচিত

অভিরথ : অবিরত

অভিরোষ : বিরক্তি

অমলাথি : আমলকী

অযাত্রিক : অশুভ যাত্রা-লক্ষণ

অরুণে (২৬৭) : রক্তে

অলিনী : ভ্রমরী

অলক্ষ্য : (অলক্ষ্য) আকাশ

অশুচে : অশৌচে

* অশোয়ার (=অসুমার) : অসংখ্য

অশ্বনা : অর্চনা

অষ্টমঙ্গলা : আট দিনের অনুষ্ঠানের মঙ্গলসমাপ্তি, তদুচিত বন্দনা

অষ্টশব্দি : অবশ্যপাঠ্য আটটি শব্দরূপ

অস্থল : অথল, অতল

অস্থিতা : অবিবাহিতা

অংশ রূপে : কুমারী রূপে

অহি : সর্প

অংস : কাঁধ

আই : মাতৃবৎ মান্যা। আয়ু

আইবড়া : অবিবাহিত পুরুষ

আইয়াত : সধবা-অবস্থা, সধবা-চিহ্ন

আইসিষ : আসিও, আসিস

আউচ : ফুল, গাছ বিশেষ

আউঞ্জালি : দুর্বিনীতা

আউষ্মান : আয়ুষ্মান্ (নক্ষত্রযোগ)

আওয়ারি : আবাসগৃহ

আওয়াস,-বাস : আবাসস্থান

আকটী : নাছোড় আবদার।

আক্ষটি : শিকারজীবী

আখণ্ড : অখণ্ডিত

* আখন : শিক্ষক

আগম : প্রাচীন শাস্ত্র। গভীর

আগু : পুরোবর্তী

আগুবালি : আগুয়ান

আঘন : অগ্রহায়ণ

আঘরি : জাতিবিশেষ

আওলা ঃ আমলকী
আওসরা ঃ কাঁচা মাটির সরা
আঙ্গনা ঃ গাছ বিশেষ
* আঙ্গাম (১৮৭) ঃ হাঙ্গাম
আঙ্গিল ঃ দায়িত্ব লইল
আচু ঃ দ্রঁ আউচ
আট-শর ঃ গুচ্ছতৃণ বিশেষ
আটনা ঃ দ্রঁ বেটনা
আটম্বরী ঃ আত্মগর্ব
আটনালি, -টু-ঃ এঁটুলি
আঠ্যা ঃ শক্ত (থোড়)
আড়-ঃ গোপনে পাতা
আড়া ঃ দ্রব্যমান বিশেষ। বাঁধ, পুকুরের পাড়
আড়ানি ঃ খড়ের ছাউনির নীচে আড়াআড়ি কাঠ বা বাঁশ
আড়ি ঃ দ্রব্যমান বিশেষ। বেতের চুপড়ি
আতগুি ঃ গাছ বিশেষ
আতয়ি ঃ গাছ বিশেষ
আতি-ক্ষেপে ঃ অধৈর্যে
আতুড়ি ঃ গর্ভের ফুল
আৎসাদি ঃ আচ্ছাদন করিয়া
আথালি পাথালি ঃ এদিকে-ওদিকে, সর্বত্র
আদরে (৬০) ঃ আগ্রহ করিয়া নেয়
আদাড়মালি, আদড়ে ঃ গাছ বিশেষ
আদস ঃ অদৃশ্য
আদি-ক্ষেত্রি ঃ মুখ্য বীর
আদুড় ঃ অনাবৃত
আদেক ঃ অদেখা, অদৃশ্য
আদ্য-বরা ঃ আদিবরাহ
আদ্রক ঃ আদা
আদেষ (১২০) ঃ কু-স্থান (-জাত)
আন (৯৯) ঃ অন্য, অনাথা
আনই (১০১) ঃ বিক্ষিপ্ত
* আনাত ঃ ক্ষুর শানাইবার চামড়া
আনু ঃ আইনু, আসিলাম
আনোআনি ঃ অন্যোন্যে
আন্ধারিয়া ঃ অন্ধকারময়
আপ্ত ঃ আত্ম ; আত্মীয়তা
আবরিয়া ঃ অনাবৃত করিয়া
আবুধ ঃ নির্বোধ
আমসি, -সী ঃ শুখনো আমের টুকরা
আমাত্য ঃ সহচর-সহচরী
আম্রসার ঃ আমশাখা
আয়াষা ঃ দিগন্ত
আয়্যাত ঃ দ্রঁ আইয়াত
আরতি ঃ কর্মভার
আরপ-, -রো- ঃ পূজা করা, অর্পণ করা
আরুচা ঃ অরুচি
আর্জনে ঃ উপার্জনে
* আর্দাস, -র্দ্দা-ঃ নিবেদন
আল, আলো . উজ্জ্বল, প্রসন্ন
আলগছে ঃ না ছুঁইয়া
আলবাটি ঃ পিকদানি
আলাআলি ঃ আড়াআড়ি, বিরোধ
আলান ঃ হস্তী নৌকা ইত্যাদি বাঁধিবার খুঁটি
আলিশ্ব ঃ আলস্য
আলুয়া-ঃ প্রসারিত, শিথিল হওয়া
আল্পাই ঃ অল্পায়ু
আল্য ঃ আসিল
আল্যে ঃ আসিলে
আল্বা-ঃ দ্রঁ আলুয়া-
আশ-গাড়ু ঃ পাশ-বালিস
* আশোয়ার ঃ অশ্বরোহী
আশ্বাস ঃ শ্বাস। ~ছাড়িতে ঃ বিশ্রাম করিতে
আস-গড়ি ঃ দ্রঁ আশ গাড়ু
আসাড়িয়া ঃ আষাঢ় মাসের
আসন ঃ বৃক্ষ বিশেষ
* আসোমার,-ম্বার ঃ অসংখ্য
আন্তভাব ঃ অন্তগত হওয়া

আহড়ে বিহড়েঃ আড়ালে আবডালে
আহরিয়াঃ হাঘরে, দরিদ্র
আহিড়ি,-ড়ীঃ দ্র° অক্ষটি
আঁকড়ঃ গাছ, ফুল বিশেষ
আঁকাড়িঃ বাহুবন্ধন
আঁকুড়িঃ বক্রশীর্ষ দণ্ড
আঁচলাঃ উত্তরীয় ; অঞ্চল
আঁট-ঃ পর্যাপ্ত হওয়া
আঁঠ্যাঃ দ্র° আঠ্যা
আঁতুড়িঃ দ্র° আতুড়ি
আঁধুলিঃ অন্ধকার (কোণ)
আঁশী-হাটাঃ মাছের হাট
ইকড়া, -ড়িঃ গুচ্ছ তৃণ বা গুল্ম বিশেষ
ইকিড়াঃ দ্র° ইকড়া
ইকিড়া (৫৭)ঃ ইতর প্রাণী, কীট
ইঙ্গিচাঃ হিংচে শাক
ইচিলিঃ চিংড়ি মাছ
ইচ্ছে (১৭৯)ঃ ইচ্ছা করে
ইতাইলঃ (চিঠি) শেষ করিল
* ইনামঃ বখশিশ
ইন্দ্রীঃ ইন্দ্রিয়
* ইনুছাফঃ ন্যায়বিচার
* ইন্ধন (২২৮)ঃ মুখ্য অংশ
ইবেঃ এখন
ইষঃ লাঙলের ফাল
ইষুঃ বাণ
ইসতেঃ একটুকুতেই
ইসর মূলঃ দ্র° চান্দড়
উইচারাঃ উই পিঁপড়ে
উকট-ঃ উটকানো
উকিনিঃ উকুন
উগার-ঃ উদ্‌গার করা
উচিত (১৩৭)ঃ মনোরম (ভূমি)
উচ্চরাঃ আচারভ্রষ্টতা
উকন্যাঃ দ্র° উকল্যা
উকল্যা, -খু-ঃ গন্ধতৃণ বিশেষ
উচ্ছুরঃ পড়ন্ত বেলা
উজাড়-ঃ নির্মূল করা
উজানিঃ স্রোতের প্রতিকূল গতি
উজ্জাগরঃ বিনিদ্র
উজ্জ্বলদত্তঃ উ° কৃত অমরকোষের টীকা ও গণপাঠ
উঠান (৭৭)ঃ বিবরণ, তালিকা
উড়-ঃ দেহ আবৃত করা
উড়নঃ আবরণ, পরিধান
উড়ম্বরঃ ডুমুর
উড়াঃ উড়ন্ত। ~পাক
উড়ানিএগ্যাঃ দ্র° বড়ালিয়া
উড়ুষঃ এ'টুলি। ছারপোকা
উদনঃ ভাত
উদিত (১১৮)ঃ উদ্যত
উদ্‌ভটঃ প্রকীর্ণ শ্লোক
উধারঃ সুদে ধার দেওয়া
উপাধানঃ উপাদান, উৎপত্তি
উনু বুকেঃ হীন সাহসে
উপনীতাঃ পরিণীতা
উপমাতাঃ ধাত্রী
উপানদঃ জুতা
উবজিলঃ উপজিল, উৎপন্ন হইল
উবলম্বঃ উপালম্ভ, ভৎ'সনা
উভঃ ঊর্ধ্ব, উচ্চ। ~কানঃ ঊর্ধ্বকর্ণ। ~মুণ্ডাঃ ঊর্ধ্বমুখ।
~রড়েঃ জোর দৌড়ে। ~রায়ঃ উচ্চকণ্ঠে
উভর-ঃ ঢালা, নিক্ষেপ করা
উভা-ঃ উঁচানো
উভার-ঃ দ্র° উভর
উমান-ঃ ওজন করা
উর-ঃ অবতীর্ণ হওয়া
* উরমাল, -রু-ঃ ঘুঙুর, ঘুণ্টি
উলটি ডাবরঃ পিকদানি

উলূর্থ-(=উদ্ধৃ-) ঃ বরণ করিয়া লওয়া। উলূর্থিতে

উলূর্থান (=উলূথান) ঃ বরণ

উশনা, -স- ঃ শুক্রাচার্য

উশ্চারা ঃ দ্র° উচ্চরা

উসার-ঃ স্থান ছাড়িয়া দেওয়া ; বিস্তার করা

* একছিয়া ঃ একখণ্ড (দলিল)

একটুকি ঃ একটু

একর্ত্রিসা ঃ প্রসূতির একত্রিশ দিনের শুদ্ধি-অনুষ্ঠান। একত্রিশ অক্ষরে স্তব।

এক-মুদনিয়া ঃ এক-ছাউনির (ঘরবাড়ি)

একুনে ঃ মোট

একুষিয়া ঃ প্রসূতির একুশ দিনের শুদ্ধি-অনুষ্ঠান

এড়-ঃ রাখা , পরিত্যাগ করা

ঐরি ঃ শত্রু

ওকড়া ঃ শরজাতীয় আগাছা বিশেষ

ওড় ঃ জবা

ওড়ন ঃ দ্র° উড়ন

ওড়া-লোন ঃ লবণ-কর

ওধা-ঃ তাড়া দিয়া গমন। ~ করে

ওম ঃ তাপ

ওলা-ঃ নামানো

ওসর-ঃ দ্র° উসার-

কইনু ঃ করিলাম

কইল ঃ করিল। কহিল

ককু ঃ কহুক, বলুক

কঙ্ক ঃ সারস পক্ষিবিশেষ

কচা ঃ কাঁচ ? ~ কুমুড়া

কচাল-ঃ মোচড়ানো

কঞ্জ ঃ পদ্ম

কটাস, কটাসি ঃ বনবিড়াল

কটু তৈল ঃ সর্ষের তেল

কড়ক ঃ বিরোধ

কড়কচ ঃ দ্র° করকচ

কড়া (২১৮) ঃ সামান্য সঞ্চয়

কড়াই ঃ শক্ত করিয়া ভাজা

কড়ি (৫১) ঃ কানবালা

কড়িয়া জাঙ্গাল ঃ ছোট রাস্তা

কড়্যা ঃ খেলাবিশেষে কাষ্ঠখণ্ড। শাক বিশেষ

কতি (৯০) ঃ কোথায়

কৎসব ঃ কচ্ছপ

কনক ঃ ফুল বিশেষ

কন্দ ঃ কাঁধ

কন্দর ঃ ফুল বিশেষ

কন্নিকা ঃ কর্ণাভরণ

কপালি ঃ কপাট-লাগাইবার কাঠ

কপিঞ্জল ঃ তিতির-শ্রেণীর পাখি

কবজ ঃ কবচ, বর্ম

কমঠ ঃ কচ্ছপ

কমলা ঃ লেবু বিশেষ

কম্ফ-ঃ কাঁপা

কম্বুজ-বেশ ঃ কম্বোজদেশীয় পোষাক

করঙ্গ ঃ কমণ্ডলু

করঞ্জা, -ঞ্জি ঃ ফুল, ফল (অম্ল) ও গাছ বিশেষ

করট ঃ কাক

করণ্ডি ঃ সাজি

করভ ঃ উট ; উটের বা হাতির ছানা

* করা ছুরি ঃ একধার ছুরি

করন্দা ঃ বৃক্ষ বিশেষ

করাট চাপড় (২৬৬) ঃ দ্র ঘাড়হাতা

করুণ ঃ উদ্যোগ। ধায় বাঘা করিয়া ~ (৬৭)

করুণা ঃ লেবু বিশেষ

কর্কট ঃ কাঁকড়া। পক্ষী বিশেষ

কর্ণ-বেদ ঃ কর্ণভেদ

কর্নাল ঃ একরকম বাঁশি

কর্ণিকা ঃ কর্ণাভরণ

কলধৌত ঃ সোনা, রূপা

কলন্ত ঃ কালোয়াত

* কলন্তর (৭৮, ৮৩, ১০৭) ঃ সুদ, ব্যাজ

* কলন্তর ঃ কলন্দর, যাযাবর ফকীর সম্প্রদায়
কলবিঙ্ক ঃ কোকিল
কলাপী ঃ ময়ূর
কলি ঃ বিবাদ।
কলি ঃ কলিকাল। কল্যের (২৬৫) ঃ কলিকালের
কল্প কল্প ঃ যুগ যুগ
কল্পিল ঃ রচিল
* কলিমা ঃ কল্‌মা, মুসলমান ধর্মের মূলমন্ত্র
কসাঞে'র বাড়ি ঃ চাবুকের আঘাত
কংষ ঃ কাঁসি (বাদ্য)
কহ্লার ঃ শালুক ফুল
কাউ ঃ কাক
কাকুবাণী ঃ কাতরোক্তি
* কাগতি, কাগুতি ঃ কাগজ তৈয়ারী-বৃত্তিজীবী
* কাঙ্গুরা ঃ চিলে কোঠা
কাচ ঃ দ্র° কাছ
কাচ ঃ অভিনয়ে পাত্রসজ্জা
কাচা ঃ আটপৌরে কাপড়
কাছ-ঃ (কোমর) আঁটিয়া পরা
কাছাড়-ঃ সবলে নিক্ষেপ করা
কাঞ্জী ঃ টক আমানি
কাট ঃ হত্যা। জুড়িল ~
কাট ঃ কাটা। ~ ছাগলের
কাঠ-দা ঃ কুড়ুল ; কাটারি
কাট-শর ঃ কাঠির মত শর গাছ
কাট-শিম ঃ বুনো শিম-লতা
কাঠা ঃ দ্রব্যের পরিমাণ বিশেষ
কাড়া-পড়া ঃ ঢাক বিশেষ (বাদ্য)
কাণ্ড ঃ বাণ
কাণ্ডা-ফলা ঃ খড়্গ-ফলক
কাণ্ডার ঃ কর্ণধার, নাবিক
* কাতা ঃ ক্ষুর (নাপিতের)
* কাতি ঃ কাটারি, খাঁড়া
* কাতি ঃ একপেশে ভাব

কাদদা ঃ দ্র° কাঠ-দা
কাদম্ব ঃ কলহংস
কান-কথা ঃ ফুসলানি
কান দিগান্তর (১০) ঃ দিগ্‌দিগন্তরেও শ্রুত
কান্দিশিক ঃ দিশাহারা
কাপ ঃ অভিনয়
কাপড়ি, ড়্যা ঃ যোগী ভিখারী, সন্ন্যাসী বিশেষ
কাফল ঃ ভৈষজ্য গাছ বিশেষ
কাবাড়ি ঃ মুসলমান শ্রেণী বিশেষ
কামাচারি (১৬) ঃ কামভাবাপন্ন
* কামান ঃ ধনু। আগ্নেয়াস্ত্র
* কামানিএগ ঃ গোলন্দাজ
কামিলা ঃ কারু শিল্পী, গড়নদার
কামী ঃ পায়রা, চড়াই
কামের (২০১) ঃ কাঙুর (কামিক্ষা)
কায়বার ঃ মঙ্গল-প্রশস্তি
কারণ্ডব ঃ একজাতীয় হাঁস
* কারফরমা ঃ ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী
কারচিত ঃ ফল ও গাছ বিশেষ
কালসার ঃ বড় হরিণ বিশেষ
কালা ঃ ফুল বিশেষ
কালি (২৬৮) ঃ কালোচিত (অর্থাৎ বীরকালি)
কাল হাণ্ডি ঃ ছুতো হাঁড়ি
কালিয়া (১৩১) ঃ কালো রঙ প্রসাধন দ্রব্য
কালিয়া ঃ কৃষ্ণবর্ণ
কালী ঃ কৃষ্ণবর্ণা দেবী। কৃষ্ণবর্ণ (কেউটে) সাপ
কাল্যা কড়া ঃ গাছ ও ফুল বিশেষ
কাল্যাধান ঃ কেলে (কেলেস) ধান
কাল্যা নোয়া ঃ গাছ বিশেষ (কৃষ্ণ লবলী ?)
কাসন্দা,-ন্দিয়া ঃ গাছ বিশেষ
কাসীমলা ঃ গাছ বিশেষ
কাস্যা ঃ কেশে, কাশ-ঝাড়
কাহন ঃ ষোল পন (সংখ্যা)
কাঁকড়ি ঃ কাঁকুড়

কাঁকা ঃ দ্র° কঙ্ক
কাঁচড়া ঃ অম্ল শাক বিশেষ
কাঁচি ঃ ওজনের মান, কুঁচ ?
কাঁজি ঃ দ্র° কাঞ্জী
কাঁঠি ঃ এক ধরণের পুঁতি
কাঁড় ঃ দ্র° কাণ্ড
কাঁড়াকাঁড়ি ঃ পরস্পর বাণবৃষ্টি
কাঁথ ঃ দেওয়াল
কাঁন (৭৭) ঃ কানা
কাঁসড় ঃ কাঁসর
কাঁসার ঃ জলাশয
কিচক ঃ বাঁশ বিশেষ
* কিতাপী ঃ পাঠান গোষ্ঠী বিশেষ
* কিতা ঃ বস্ত্রখণ্ড, চাঁদোযা
কিয়া ঃ কেয়া ফুল
কিরা ঃ শপথ, দিব্য
কির্ত্তি (৮১) ঃ বিবাহে ব্যবহৃত মঙ্গল বস্তু বিশেষ
কুঃকুভ (=কুক্কুভ) ঃ বুনো হাঁস
কুখুড়া ঃ মুরগি
কুজ্ঞানী, -নি ঃ অভিচারকারী
কুচ্যামোড় ঃ জলক্ষেপণ যন্ত্র বিশেষ
কুজবার ঃ মঙ্গলবার
কুঞ্জরে নাদিযা (৯৪) ঃ হস্তী হাঁকাইযা
কুড়-ঃ খনন করা
কুড়া (৬) ঃ বিঘা
কুড়া (=কুঁড়া) ঃ চালের খোসার গুঁড়ি
কুড়িয়া, কুড়্যা ঃ কুঁড়ে ঘর
কুড়িয়া ঃ মালসা। ~পাথরা ঃ মালসা থালা
কুণ্ড (৭০) ঃ স্তূপাকারে রক্ষিত বস্তু
কুন্ত ঃ বর্শা
কুন্দ ঃ ফুল বিশেষ
কুন্দে ঃ তক্ষণ যন্ত্রে
কুপী ঃ বাঁশের চোঙা ; তৈলাধার পাত্র
কুবিদার (=কোবিদার) ঃ ফুল ও বৃক্ষ বিশেষ
কুরুবক ঃ বৃক্ষ ও ফুল বিশেষ
কুরণ্টক, ণ্ডক ঃ বৃক্ষ ও ফুল বিশেষ
কুরর, -রি ঃ পক্ষী বিশেষ
কুরলয়ে ঃ কর্কশ শব্দ করে
কুরা-বকি ঃ পক্ষী বিশেষ
কুলজনী ঃ কুলনারী
* কুলপ ঃ খিল লাগানো। ~শঙ্খ (১০৮)
কুলি, -লী ঃ কুল (ফল)
কুলি (২৬৬) ঃ সরু নালা
কুলি কুলি ঃ গলিতে গলিতে
কুলিঙ্গ ঃ পক্ষী বিশেষ
কুলিতা ঃ বৃক্ষ বিশেষ
কুঁড়ি, কুঁড়িয়া ঃ মালসা
কুঁপি ঃ দ্র° কুপী
কেনি ঃ কেন
কেরয়োল, -বু- ঃ দাঁড়। দ্র° করবাল (২২৮)
কেশুব ঃ এক জাতীয় ঘাসের মূল (সুখাদ্য)
কেসরিআ, কেসাই (৮৩) ঃ রঙীন চূর্ণ বিশেষ (sulphate of iron)
কৈফিতের (৮৩) ঃ উপযুক্ততার (প্রমাণ স্বরূপ)
কৈবল্য ঃ মুক্তি , পুণ্য
কোক ঃ নেকড়ে বাঘ
কোকিলাক্ষ ঃ ফুল ও গাছ বিশেষ
কোট ঃ কোষ্ঠ
কোঠার ঃ কোষ্ঠাগার, একদুয়ারি সুদৃঢ় ঘর
কোড- ঃ দ্র° কুড-
কোনা (১৩৮) ঃ পরিমাণপাত্র বিশেষ
কোষা (জ্বর) ঃ বেদনাঘটিত, তাড়স
* কোয়ালি ঃ মুসলমান শ্রেণী বিশেষ, তদ্-বৃত্তি
* কোর (১২৩) ঃ পক্ষী বিশেষ
কোরঙ্গা ঃ জাতি বিশেষ, বৃত্তি বাজি দেখানো
কোল (সরা) ঃ হাঁড়ির ঢাকা
কোল (২৭২) ঃ কোল-জাতীয় সৈনিক
* কোলমকালা ঃ পরিপাটি রন্ধনশালা

কোশ (২৬৬) ঃ ক্রোশ
কৌড় (২১৬) ঃ কড়ি ?
কৌশল (৮৫) ঃ কুশল
কৌসলকালা (৭১) ঃ দ্র° কোলমকালা
ক্ষেম ঃ দ্র° খেম
ক্ষেমঙ্করী ঃ শঙ্খচিল
* খইরৎ ঃ দান, খয়রাত
খএ্র ঃ দ্র° খন্যে
খড়কি, -গী ঃ পিছনের বা পাশের দ্বার
খণ্ট, খণ্ড, খণ্ডা ঃ বাটপাড়
খণ্ড ঃ চাপ গুড়, চাপ (ক্ষীর)
খণ্ড-, খণ্ডা- ঃ ধ্বংস করা
খণ্ডি (৩৯) ঃ খণ্ডনকারিণী
খণ্ডি (৭১) ঃ টুকরা
* খদা (৬) ঃ প্রবঞ্চনা, কৃপণতা , অনুদার
খন্যে (হইতে) ঃ খনি, ভূতলে গুপ্তস্থান
* খমক, -কি ঃ খঞ্জনির মতো বাদ্যযন্ত্র
খরখুর ঃ তীক্ষ্ণধার
* খরসান (৭৬) ঃ বালির পুটুলি (ব্রটিশ)
খরসান (৬৬, ৮৬) ঃ তীক্ষ্ণ ও শাণিত ।
খরা ঃ প্রখর রৌদ্র
খরিষ ঃ গোখরো সাপ
খাট ঃ খর্বকায় ; ছোট । ~দড়ি । কম মাপের দড়ি
খাটুপনা ঃ প্রবঞ্চকের ব্যবহার, নীচতা
খাণ্ডা ঃ খাঁড়া
খাপরা ঃ পাতলা মৃৎপাত্র
খাম ঃ স্তম্ভ, খুঁটি
খামার ঃ খেত হইতে শস্য তুলিবার স্থান
খায় (২০৩, ২৪৬) ঃ খাও
খারা ঃ বোঁটা (বেগুনের)
* খারিজ ঃ বহির্ভূত, বিতাড়িত
খালি ঃ খাল ।~জুলি
খালি (১০৩) ঃ খাইলি
* খাসা ঃ উৎকৃষ্ট ।~জোড়া
খাঁখার ঃ কলঙ্ক, নিন্দা
খাঁচর ঃ অবিনীত, অপটু । রন্ধন-~ছুঁড়ি
খাঁট ঃ প্রবঞ্চক ; নীচ
খিন ঃ ক্ষীণ, দুর্বল
খিয়া- ঃ নৌকা বাওয়া
খিরখণ্ড ঃ খিরের নাড়ু
খিরদক বাস ঃ গরদ বস্ত্র
খিরী ঃ রাবড়ি
খিল ভূমি ঃ অনাবাদি জমি
খীরি ঃ দ্র° খিরী
খুঙ্গি ঃ লিখিবার সরঞ্জাম-পাত্র
খুএ্রা ঃ খুএ্রা গাছের পাতার সুতায় বোনা কাপড়
খুড়ি (৬৩) ঃ খেঁ ড়বার হাতিয়ার
খুড়িয়া ঃ শাক বিশেষ
খুদি, -দ্যা ঃ ক্ষুদ্র
খুনি (৮০) ঃ দ্র° খুএ্র
খুনে ঃ দ্র° খন্যে
খুরপ্রধারিণী ঃ খুরপা (অস্ত্র) ধারণকারিণী
খুরু ঃ খুর
খেজাড়ি ঃ মুড়ি ?
খেটক ঃ ছোট গদা ; ঢাল
খেত্রি ঃ বীর ; ক্ষত্রিয়
খেদ- ঃ তাড়া দেওয়া, তাড়ানো
খেদা ঃ বিতাড়ন
খেদাড়- বিতাড়ন করা
খেম ঃ বৃত্তি, ভাতা । ~নান ঃ লাখরাজ ভূমি
খেম- ঃ ক্ষমা করা
খো ঃ খেয়া ; পিচুটি
* খোজ, -জা ঃ মান্য ব্যক্তি, প্রভু
খোল ঃ বাদ্য যন্ত্র, মৃদঙ্গ
খোসলা ঃ পাটের বা শণের বস্ত্র, চট
খোঁটা (২৫) ঃ ভর্ৎসনায় কটু ইঙ্গিত
গউনা ঃ গোকর্ণ মৃগ
গছ ঃ বাঁকের ভার

গছা- ঃ ন্যস্ত করা
গজগমা ঃ গজগতি
গজঘটা,-ঘড় ঃ হস্তিবাহিনী
গজঘোট ঃ হস্তীর আবরণ
গজঝম্প ঃ হস্তী-পৃষ্ঠে বাদ্য বিশেষ
গজবেনি ঃ হাতি পিঠে বাজনা (বাঁশি) ?
গজমুতি ঃ উৎকৃষ্ট মুক্তা
গণ্ডা- ঃ দ্র° গোণ্ডা-
গঞ্জ- ঃ ভৎর্সনা করা
* গঞ্জিফা ঃ তাস খেলা
গড়া ঃ থান কাপড়
গড়া- ঃ সময় কাটিয়া যাওয়া
গড়ি ঃ গঠিত। ~চুড়ি
গণগর্বিত ঃ পরিজন ও গুরুজন
গণবৃত্তি ঃ ধাতুপাঠের টীকা
গণা ঃ ফুল বিশেষ। যুগল ~
গনা, -নাই ঃ গণেশ
গণ্ডক, -ণ্ডা ঃ গণ্ডার
গণ্ডি, -ণ্ডী ঃ দ্র° গাণ্ডি
গদী ঃ গদাধারী সৈনিক
গন ঃ চলা পথ
গণেশ-বারা ঃ গণেশপূজার ঘট
গবয় ঃ গয়াল, মৃগ বিশেষ
* গরাল ঃ ধর্মান্তর হইতে মুসলমান
গর্বিত ঃ গুরুজন (সংসারে, নারীর পক্ষে)
গা ঃ [সংখ্যা নির্দেশক শব্দ] ~চারি গুয়া ; ~নই ঃ নব্‌বইটা
গা- ঃ নৌকায় রঙ লাগানো, কালাপাতি করা। গাইল (১৯১)
গাউল গয়ল ঃ বাঁশের আগায় ধ্বজা নিসানধারী পদাতিকবৃন্দ
গাঙটি, -ঠি, গাঙুটি ঃ শোনা কথা কানাঘুঁসা
গাজ- ঃ উচ্চধ্বনি করা
গাজা ঃ গেঁজ, পৃষ্ঠক্ষত। বলদের ~
গাঞি ঃ গ্রামনামোদ্‌ভূত পদবী
গাঠার ঃ গাঁট বাঁধার মতো শ্রেণীবদ্ধ ভাবে কর্মরত। ~গাবর
গাড়, -ড়া ঃ গর্ত
গাড়র ঃ গাড়ল, ভেড়া
গাড়ি ঃ গর্ত ; জলাশয়
গাণ্ডি ঃ ধনু
গাবর ঃ জোয়ান নাবিক
গাভা ঃ খোঁপায় পরা ফুল
গারড় ঃ ভেড়া, গাড়ল
গারড় ঃ গারুড়ী, সর্পবৈদ্য
গারি ঃ ঘর-সংসার
গারাল ঃ গৃহস্থ-মর্যাদা
গাহুলে (২৬৭) ঃ ধ্বজাদণ্ডে
গিধিনি ঃ শকুনি
গিমা ঃ ক্ষুদ্র শাক বিশেষ
গুড়া ঃ নৌকার পাটাতন
গুড়া- ঃ গুটানো, শেষ করা
গুডুব ঃ পক্ষী বিশেষ
গুণা-, -না- ঃ চিন্তা করা
গুণী জন ঃ রোজা
গুণ্যে (৬৬) ঃ থলিতে
গুণ্যা (১৩২) ঃ ভারবাহী
গুনাগুনি ঃ পরস্পর গুণগুণ করিয়া বলিয়া ; মনে ভাবিয়া
গুয়া ঃ সুপারি
* গুরুজ ঃ বড় গদা। কামান
* গুলাল ঃ ফুল ও গাছ বিশেষ
গুলি ঃ আক্রমণ (মল্লবিদ্যায়)। দ্র° চাপগারি
গুহা ঃ কার্তিকেয়
গূণা (১২৭) ঃ দড়ি (হাপর টানার)
গৃহ-মণি (৫১) ঃ মঙ্গলদীপ
গোণ্ডা- ঃ কাল কাটানো
গোচর- ঃ জ্ঞাপন করা
গোটা (কান্দি) ঃ গুঁড়া (বা চূর্ণ) গুখানো আম
গোড়া- ঃ অনুবর্তী হওয়া
গোড়া- ঃ গড়াইয়া যাওয়া
গোড়া দাওয়া ঃ কোদালের প্রথম পাড়
গোড়া-রদা ঃ ভিত্তি প্রস্তর- (বা ইষ্টক-) খণ্ড

গোদা ঃ গোদ-ব্যাধিযুক্ত
গোনস ঃ এক জাতীয় বড় সাপ
গোলা ঃ আড়ত। চিনির ~
গোলা ঃ রঙাপুত্র (এখানে দানা)। ~আট (২৬৫)
গোলাহাট ঃ পাইকারি বাজার
গোহারি ঃ দুঃখপ্রতিকার প্রার্থনা
গোহালা ঃ গয়লা
গোহালি ঃ গোয়াল
গোহাল্যে (৮১) ঃ গোহারি দেশের কাহিনী-গীত
গ্রন্থচূড়া ঃ গাঁটছড়া
গ্রামণ্য ঃ গ্রামভারি ব্যক্তি
ঘটকালী ঃ ঘটকের কাজ
ঘড় ঃ সৈন্য-ঘটা
ঘড়ি (২৭৫) ঃ ঘটিকা-যন্ত্র
ঘড়িয়াল ঃ মেছো কুমীর
ঘনা ঃ তৈলকারী
ঘনেশ্বরী ঃ ঘাতকদের নেতা
ঘরাঘরি ঃ নিজ নিজ গৃহে
ঘলঘসি ঃ ফুল বিশেষ
ঘস্মরাস্যা ঃ বিবৃতবদনা
ঘাঘর ঃ ঘুঙুর (বাজনা)
ঘাটী (২৭) ঃ ত্রুটি, কমতি
ঘাড়হাতা ঃ হাত কঠিন করিয়া কাটারির মতো আঘাত করা
ঘানাঘুনা ঃ কানাঘুষা
ঘাটা ঃ ঘণ্টা (বাদ্য)
ঘিয়া ঃ চকচকে ; বি-রঙা। দ্র° ঘেঁচি
ঘুরুনিয়া, -নি- ঃ ঘূর্ণি (জল, ঝড়)
ঘুষি ঃ ঘোষিত
ঘৃণাময়ী ঃ সদয়হৃদয়
ঘেঁচি ঃ কোঁচকানো, তোবড়ানো। ঘিয়া ~ কড়ি
ঘোড়ন-খাটুলী ঃ ঢাকা ডুলি
ঘোড়া সিজ ঃ দ্র° নুড়া সিজ
ঘোড়ারু ঃ ঘোড়ার মতো বড় একজাতীয় হরিণ
ঘোর ঃ ভীষণ। ~ রাজা
ঘোষণভূষণা ঃ শব্দকারী অলঙ্কার-পরিহিতা
চঞ্চ ঃ চুয়া, তরল গন্ধদ্রব্য বিশেষ
চড়ক ঃ উজ্জ্বল। ~ ফোটা। ~ ধুতি
চটচটি ঃ চচ্চড়ি (ব্যঞ্জন)
চড়া ঃ ধনুকের ছিলা
চতুর্মল (২৭২) ঃ চারজন মল্লবীর
চন্দ্রহাস ঃ উজ্জ্বল বাঁকা তলোয়ার
চরণ-নিছনি ঃ পা-পোঁছা
চলাচল (১৮৪) ঃ চলিতে অসমর্থ
চলদল ঃ অশ্বত্থ বৃক্ষ
চষক ঃ পানপাত্র
চাক (৪৮) ঃ চাকা, চক্র
চাতর ঃ চত্বর
চান্দড় ইসর মূল ঃ গাছ বিশেষ শিকড়
চান্দা ঃ চাঁদোয়া
চাপগারি, -গড়ি ঃ মল্লযুদ্ধে চাপিয়া ধরা
চাপান ঃ ভিড, ভিড়ের চাপ
চাপাঢাল ঃ ঢালে ঢাকা দেহ
চামঠুলি ঃ চর্মের চক্ষুবন্ধ
চামাতি ঃ চর্মরজ্জু
চাউল ঃ চাউল
চালুয়াতি (৮২) ঃ ধান ভানা যাহাদের বৃত্তি
চাঁছি ঃ দ্র° ছাঞি
চিঅ, চিয় ঃ জাগো
চিআ- ঃ জাগা, জাগানো
চিকুর ঃ বিদ্যুতের ঝিলিক
চিটাফোঁটা (১৩০) ঃ ছিটা ফোঁটা
চিঠা ঃ দ্র° চেটা
চিন ঃ চিহ্ন
চিনা ঃ চিনা বাদাম
চিয়াড় ঃ দ্র° চেয়াড়
চুচুড়া ঃ তৃণ বিশেষ
চুটি ঃ দ্র° ছুটি
চুনাতি,-নালু ঃ (পানের) চুন রাখিবার পাত্র

চুনারি ঃ চুন করা যাহাদের জীবিকা
চুপড়ি, -ব- ঃ ছোট ঝুড়ি
চুলচুল্যা ঃ দংশনকারী কীট বিশেষ
চেণ্ডা ঃ তেঁতুল গাছ
চেটা (৮২) ঃ সঙ্গের ভারবোঝা
চেতি রাজা ঃ বাস্তুদেবতা
চে(ও)য়াড় ঃ তীক্ষ্ণধার বাঁশের ছাল
চেলনা (৮৭) ঃ হাফপ্যান্টের মতো জাঙ্গিয়া
চেলা (৬৪) ঃ শক্ত মাটির চাপ
চোঙর ভোঙর ঃ চামরের মতো থুপি-যুক্ত চক্রাকার শিরস্ত্রাণ (?)
চোপা ঃ খোসা
চোয়াড়, -হা- ঃ বন্য জাতি বিশেষ
চো-কপুরে (১২১) ঃ চুয়া ও কর্পূর সহিত
চৌখণ্ডি ঃ চতুষ্কোণ
চৌখুরি, -রী ঃ খুরা দেওয়া ছোট ধাতুপাত্র
চৌখো (৮৭) চোখা, তীক্ষ্ণ
চৌঘোড়ে (৭৩), চৌঘড়েতে ঃ চারদিক ঘেরায়
চৌতুলা, চৌতলি ঃ একধরেণের টুপি
চৌদুলি (৮১) ঃ জাতি বিশেষ
চৌদল ঃ চতুর্দোল
ছইঘর ঃ দ্র° রইঘর
ছছন্দরি (=ছুছুন্দরি) ঃ ছু'চো ; ছুচোবাজি
ছটি ঃ ঘুন্টি দেওয়া পদাঙ্গুরী
ছড় - ঃ ছাড়ানো, টানা
ছড়, ড়া ঃ ছাল
ছড় ঃ আঁচড় দাগ। গায়ে ~
ছল (২০৪) ঃ ঠকবাজি
ছা ঃ শাবক, ছানা
ছাঁগ্রি ঃ পিঠার পুর
ছাট ঃ গাছের সরু ডাল (ছাতার বা ছড়ির মতো ব্যবহৃত)
ছাব ঃ মোহর, সীল
ছামনি, -য়- ঃ ছাউনি ; বিবাহে শুভদৃষ্টি অনুষ্ঠানের স্থান, সেই অনুষ্ঠান
* ছাঁদমালী ঃ উপলক্ষ্যহীন

ছুছুন্দর ঃ ছু'চো বাজি , হাউই
ছুএ্যা, ছু'এ্যা ঃ ছে'া মারিয়া
ছেচা-ঃ তুলিয়া জল বাহির করা
ছেয়ানি ঃ ছেনি
ছেলি ঃ ছাগল
ছোবা-ঃ লেলাইয়া দেওয়া
ছোঁচা ঃ লোভী নীচ ব্যক্তি
জই ঃ জয়ী ; জয়
জউ ঃ গালা
জগঝম্প, -ঝ'াপ ঃ বড় ঢাক বিশেষ
* জগতি ঃ পূজাস্থান, পূজামণ্ডপ
জগা ভাট ঃ যোগী ভাট (রায়-ভাটের বিপরীতে)
* জঙ্গি ঃ সৈনিক
জট-চুলি ঃ স্থানে স্থানে চুলের গুচ্ছ রাখিয়া মাথা কামানো
জটা ঃ ফুল ও গাছ বিশেষ
জড় (১৯৮) ঃ জমাট
জ(া)নু ঃ জন্ম
জনু 'র-সর ঃ কামের শ্রেষ্ঠ শর
জবন ঃ মুসলমান সৈনিক
জবানিএ্যা ঃ যবনদেশের, আরবী (গেড়া)
* জভেই ঃ জবাই
জমদর ঃ দুই ফলা কাটারি
* জমা (১৩৩) ঃ শৃঙ্গহীন (ভেড়া)
জম্বুকি ঃ শৃগালী
জয় (১) ঃ সভায় পঠিত পুরাণ আখ্যান
জয়পত্র (১৯০), -পাতি ঃ জন্মপত্র
জরট ঃ জলচর বিশেষ ; বৃদ্ধ
জর(া)তী ঃ অতিবৃদ্ধা
জলযন্ত্র ঃ পিচকারি
জলসাই ঃ জলসাৎ, অন্তর্জলি
জলহরি ঃ গৃহসংলগ্ন জলাশয়
জাউ : পেয় মণ্ড
জাওঙাঞি ঃ জামাই
জাওয়াতি ঃ জন্মপত্রিকা

জাকু ঃ জাউক, যা'ক
জাচিঞা ঃ অনুগ্রহ, প্রার্থনা, যাচ্ঞা
জাঠ ঃ দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড, বড় লাঠি
জাঠি ঃ লাঠি
জাড়ি ঃ জালা (মাটির)
জাত (৬৪) ঃ উৎসব-অনুষ্ঠান
জাত-সেনা ঃ যাদু (-রাক্ষস) সৈন্য
জাতি ঃ ফুল ও গাছ বিশেষ
জাতিবাদ ঃ জন্মঘটিত অপবাদ
* জাদ ঃ জরির অথবা রেশমের ফিতা, থোপনা
* জানদার ঃ গোয়েন্দা
জানী ঃ গুণী, রোজা
জাব (২০৭) ঃ যাবৎ
জাবক ঃ আলতা
জামির ঃ গোঁড়া লেবু
জায় ঃ সমাহার। এক ~
* জায়গিরী ঃ ভূসম্পত্তির অধিকার
জারজাত, জারুয়া ঃ অবৈধ-জাত
জাঁত- ঃ টেপা, পেষণ করা
জি- ঃ বাঁচিয়া থাকা
জি (৫১) ঃ জীবিত আছি
জিউ ঃ প্রাণ ; প্রাণী
জিন- ঃ জয় করা
* জিন, -নী ঃ ঘোড়ার পালান
জিম্ভিত ঃ হাইতোলা
জী- ঃ দ্র° জি-
জুআ- ঃ যোগ্য হওয়া, উচিত হওয়া
জুখ- ঃ দ্র° জোঁখ-
জুঝা- ঃ বিবাদ লাগানো
জুড়ি ঃ যুগ্ম, জোড়া। ~ দরে
জুত ঃ যুক্ত ; উপযুক্ত
জুতি ঃ দ্যুতি
জুতি ঃ যুক্তি
জুতি ঃ যূথী ফুল
জুথপজুথ ঃ যূথোপযূথ, বড়দল ছোটদল
জুভাখান ঃ জিহ্বাখান
জুমর ঃ জুমর নন্দীর ব্যাকরণ
* জুমা ঃ দ্র° জমা
জুলি ঃ সঙ্কীর্ণ জলনালা
জেঠি ঃ টিকটিকি
জেত, -ত্ত ঃ যত
জেমুনি ঃ জৈমিনি
জোগান ঃ ঘনিষ্ঠ অনুগমন
জোউ ঃ দ্র° জো
জোগানিয়া ঃ অনুচর সেবক
জোড়- ঃ জোটা
জোড়, -ড়া ঃ পরিধেয় বসন-যুগ্ম
জোন্দা ঃ অম্লস্বাদ-বিশিষ্ট
জোয়ানি ঃ জোয়ান (মসলা)
জোর (১৬২) ঃ জোড়া
* জোলা ঃ মুসলমান তাঁতি
জোহার ঃ [উচ্চের প্রতি প্রীতিসম্ভাষণ]
জোঁখ- ঃ নিক্তিতে ওজন করা
জো ঃ গালা। ~-ঘর ; ~-মোহর
ঝগড়, -ড়া ঃ বিবাদ, যুদ্ধ। ~ঝাটের সাথে
ঝগড়া (৯৭) ঃ বিপদ
ঝটঝটী ঃ ঝটঝট শব্দ
ঝনঝনা ঃ বজ্রধ্বনি
ঝনকাট ঃ দ্র° ঝানকাট
ঝাকনা ঃ ঝোপঝাড়
ঝাকি-ঝুকি ঃ উঁকি-ঝুকি
ঝাট ঃ দ্র° ঝাঁট
ঝাট ঃ গোলমাল, ঝঞ্ঝাট।
ঝাটি ঃ গুল্ম বিশেষ ও তাহার ফুল
ঝান ঃ বিবর্ণ ম্লান। ~জায় প্রাণ
ঝানকাট ঃ ছাঁচার বা দরজা প্রান্তের কাঠ
ঝানবাতা ঃ ছাঁচায় চেরা বাঁশের দীর্ঘ খণ্ড
ঝালি ঃ দৌড়ঝাঁপ খেলা

ঝাঁট ঃ শীঘ্র

ঝাঁটি ঃ দ্র ঝাটি

ঝাঁপা ঃ আবরণ (অলঙ্কার, বস্ত্র)

ঝাঁপান ঃ সাপ খেলানো অনুষ্ঠান (মন্ত্র)। পড়য়ে ~ (৮৫)

ঝিটি, -টী ঃ গুল্ম বিশেষ ও তাহার ফুল

ঝুপড়ি ঃ তৃণকুটীর

ঝোর ঝঙ্কার ঃ ঝোপঝাড়

টঙ্ক ঃ সোহাগা

টঙ্গ (৯৭) ঃ খন্তা

টনক ঃ কপালের হাড় (নড়িলে কপালে রেখা পড়ে)

টনটনি, টণ্টনি ঃ শুখনো ব্যঞ্জন (শাক)

* টবর ঃ হাতিয়ার

টাকার ঃ ঘুঁসি

টাঙ্গ ঃ মাচা, টঙ

টাঙ্গ, -ঙ্গি ঃ শরজাতীয় তৃণ বিশেষ

টাঙ্গি ঃ ছেদন-অস্ত্র বিশেষ

টাঙ্গন ঃ ভুটানি ঘোড়া

টাটকা ঃ মাটির গড়া। ~সবায়

টাবা ঃ পাতিলেবু

টালিঞা ঃ উচুঁ করিয়া, চূড়া বাঁধিয়া

টাঁক- ঃ প্রতীক্ষা করা

টিক, -কা ঃ লক্ষ্য (শিশু ক্রীড়ায়)

টিকা, টীকা ঃ রাজ-তিলক

টুকিটেকে ঃ অল্পের জন্য। ~প্রাণ টানাটানি

টুট-ঃ বিরক্ত হওয়া। মনে টুটে (১০৫)

টুটা- ঃ কমানো, কমিয়া যাওয়া। টুটাইয়া

টুসা- ঃ টু মারা

টোকা ঃ তালপাতার টুপি (ছাতার মতো)

টোঠরি ঃ পক্ষী বিশেষ

টেসকানা ঃ পক্ষী বিশেষ

টোন ঃ তৃণ, শরাধার

ঠক ঃ প্রবঞ্চক

ঠকা ঃ প্রবঞ্চক ব্যক্তি

ঠনঠনি ঃ দ্র° টনটনি

ঠাকুর ঃ প্রভু

ঠাকুরাল, -লী ঃ প্রভুত্ব

ঠাট ঃ সজ্জিত সৈন্যবাহিনী

ঠান ঃ প্রকাশমান রূপ, সংস্থান

ঠাম ঃ তেজ, প্রভাব

ঠুঠা, -টা ঃ অকুশলহস্ত ব্যক্তি, বাঁদর খেলায় যাহারা

ঠেটা ঃ ঠাট, তেজ। ভানুর ~

ঠেঠা ঃ দুষ্ট ব্যক্তি

ডাগ ঃ উদ্ভিদের কোমল শীর্ষ, ডগা

ডঙ্ক ঃ সর্পাঘাত

ডম্ফ ঃ ছোট ঢোল, খঞ্জনি

ডম্বর, -বু ঃ ডমরু

ডম্বুর ঃ ডুমুর

ডাইন (ডাঞিন) কলা ঃ ডাকিনীবিদ্যা

ডাকা ঃ ডাকাতি

ডাগর ঃ বড়। ~ডিগর গোটা

ডাঙ্গ ঃ ডাণ্ডা, ডাঙ (খেলার)

ডাট ঃ দৃঢ়, টান

ডাণ্ডিয়া ঃ দাঁড়ী (নৌকার)

ডাণ্ডুকা ঃ পায়ের বেড়ি

ডানিকলা ঃ শাক বিশেষ

ডানী ঃ ডাহিন, দক্ষিণ

তাড়ি-পত্র ঃ তালপাতার মতো। ~তরোয়াল

তাণ্ডব ঃ উদ্দাম নৃত্য

তান ঃ ত্রাণ। অঙ্গুলির ~

তামচূড় ঃ পানকৌড়ি

তাম্বি ঃ গণকের ঘড়ি

* তার (৫২) ঃ স্বাদ

তালা, -লি (৪৫) ঃ নির্গম-রোধ

তালি ঃ কালা। বুলে ~ (২৬৫)

তালি ঃ হাতে হাতে (অথবা পায়ে পায়ে) করা শব্দ

* তালুক ঃ জমিদারি গ্রাম ও ভূমি

তাসন ঃ তানা সূতায় মাজন দেওয়া

তিত ঃ তিক্ত ব্যঞ্জন

ডাবুস ঃ ডাণ্ডস
ডালি ঃ গুচ্ছাকার শিরস্ত্রাণ-ভূষণ। মাথায় সুরঙ্গ~
ডালি (২৬) ঃ ডাল (ব্যঞ্জন)
ড'াড়িয়া ঃ দ্রঃ দাণ্ডিয়া
ড'াসা ঃ অপক্ক (ফল); অপক্ক ফলের রঙ
ডিগর ঃ উচ্চ, বড়, প্রধান
ডিণ্ডি(ম) ঃ বাদ্যযন্ত্র বিশেষ,
ডিণ্ডিমাডম্বর ঃ ডিণ্ডিম ডম্বরু (অথবা ডিণ্ডিমের আড়ম্বর)
ডিম্বিকাকো ঃ ডিম্বিকা, বুদ্‌বুদ?
* ডিহিদার ঃ গ্রামগুচ্ছের শাসনকর্তা
ডুবারু ঃ ডুবুরি
ডেড়, ডেড়ি ঃ অতিরিক্ত, অসম
ঢঙ্গ ঃ প্রতারক
ঢ(া)ঙ্গাতি ঃ প্রতারকের ব্যবসায়, প্রতারক
ঢাকা ঃ দ্রঃ ঢেকা
ঢাট ঃ ধৃষ্ট
ঢাটাপনা ঃ ধৃষ্টতা
ঢাটিপনা ঃ ধৃষ্ট নারীর আচরণ
ঢামালি ঃ অশালীন আচরণ
ঢামালিনি ঃ অশোভন আচরণকারিণী
ঢালি ঃ ঢাল-ধরা যোদ্ধা
ঢালিয়া ঃ ঢাল-ধারী সৈনিক
ঢ'াটি ঃ দুর্বিনীতা
ঢুকি ঃ (এক) ঢে'াক (জল)
ঢুণ্ড-, ঢু'ড়- ঃ খু'জিয়া বেড়ানো
ঢেকা ঃ ধাক্কা
ঢেটা ঃ ধৃষ্ট
ঢেমচা ঃ ঢাক-ঢোল ধরণের বাদ্য বিশেষ
ঢেমন ঃ জারজ
ঢেষা ঃ অকারণ বিদ্বেষ, ঈর্ষা
ঢে'টাপোনা ঃ ধৃষ্ট পুরুষের আচরণ
ঢোল ঃ দ্রঃ ঢৌল।~ছাড়
ঢোলকান; হরিণ বিশেষ (নম্রকর্ণ)
ঢৌল ঃ লম্পট-আচরণ

তড়ঙ্গ ঃ তিড়িং তিড়িং লাফ
তত্ত্ব ঃ অপ্রকাশ, অন্বেষ্টব্য। মিহির হইলা তত্ত্বে (৮৭)
তথি ঃ সেখানে
তপন ঃ ফুল বিশেষ
তপনতোয় ঃ গরমজল
তপনি (১৪৬) ঃ সূর্য
* তপাষ, -স ঃ খোঁজ
* তবক ঃ বন্দুক
* তবকী ঃ বন্দুকধারী সৈন্য
* তবাস ঃ দ্রঃ তপাষ
* তবল ঃ ঢাক বিশেষ
* তম্বু ঃ তাঁবু
তরক্ষু ঃ নেকড়ে বাঘ
তরঙ্গ ঃ দ্রঃ তড়ঙ্গ
তরঙ্গনাশিনী ঃ বিপদতরঙ্গে নিস্তারকারিণী
তরলা ঃ তল্লা (বা তল্‌দা) বাঁশ
তরা ঃ ত্বরা।~জুত ঃ ত্বরাযুক্ত
* তরাজু (৬৫) ঃ এক পাল্লার ওজনদাঁড়ি
তর্জন ঃ হাঁকানো। অশ্বিনী~করি
তল্প ঃ শয্যা
তসু ঃ তাহার
তাইল (১৮১) ঃ উত্তপ্ত করিল
* তাগা-বন্দ ঃ শক্ত বাঁধন
তাজ- ঃ তর্জন গর্জন করা
* তাজি ঃ আরবী ঘোড়া
তাড় ঃ দৃঢ়বদ্ধ অলঙ্কার
তাড়-বালা ঃ আঁট বালা (হাতে, পায়ে অথবা কানে)
তাড়- ঃ তাড়া দেওয়া, তাড়া করা
তাড়াতড়ি ঃ এদিকে ওদিকে তাড়া দেওয়া অথবা পাওয়া
তাড়ি-পত্র ঃ তালপাতার মতো।~ তরোয়াল
তাণ্ডব ঃ উদ্দাম নৃত্য
তান ঃ ত্রাণ। অঙ্গুলির~
তামচূড় ঃ পানকৌড়ি
তাম্বি ঃ গণকের ঘড়ি

* তার (৫২) ঃ তা, গোঁফ পাকানো
তার (২৩/) ঃ স্বাদ
তালা, -লি (৪৮) ঃ নির্গম রোধ
তালি ঃ কালা (হইয়া)। বুলে ~ (২৬৫)
তালি ঃ হাতে হাতে (অথবা পায়ে পায়ে) শব্দ করা
* তালুক ঃ জমিদারি গ্রাম ও ভূমি
তাসন ঃ তানা সূতায় মাজন দেওয়া
তিত ঃ তিক্ত ব্যঞ্জন
তিথির ঃ তিতির পাখি
* তিন-সনি ঃ তিন বছরের পাওনা
তিনাতা (২১৬) ঃ শিশু ক্রীড়া বিশেষ ?
* তিরকর ঃ বাণ-নির্মাণকারী
তিলক ঃ বৃক্ষ বিশেষ
তুন্দ ঃ ভুঁড়ি
তুয়া ঃ তোমাকে, তোমার
তুরঙ্গনাশিনি (= তরঙ্গনাশিনী) ঃ বিপদনাশিনী
তুলবটী ঃ তুলার তোষক
তুলা ঃ ওজন। ~ পরীক্ষা
তুলাকাঠি (১০৮), -কোটি (১৫৮), -গুটি ঃ হস্ত বা পদ ভূষণ বিশেষ
তুলাবু ঃ রোমশ হরিণ বিশেষ
তুলি ঃ তুলার লেপ, তোসক
তুলিকা, -য়া ঃ তুলার তোসক
তেনু ঃ সেইমত
তেপাত্যা (২১৬) ঃ শিশু-ক্রীড়া বিশেষ
তেমচা ঃ দ্র° ঢেমচা
তেয়াগন ঃ পরিত্যাগ
তেলিয়া ঃ তৈলব্যবসায়ী
* তেসনি ঃ দ্র° তিন-সনি
তেহাই ঃ তিন ভাগের এক ভাগ
তোক ঃ সন্তান
তোক ঃ হাড়কাট, কঠিন পাশ
তোড়ানি ঃ পান্তা ভাতের পানীয়। ~ মন্দা

তোমর ঃ বর্শা বিশেষ
তোলা ঃ গোঁফ মোচড়ানো
তোলা ঃ ওজন-পরিমাণ বিশেষ
তোলা ঃ (হাটে) বিনামূল্যে পাওনা (বা গ্রহণ)
ত্রই ঃ ত্রয়ী
ত্রিকুটি ঃ তিন কোটী
ত্রিবঙ্ক ঃ তেবড়া। ~ মস্করা দণ্ড
ত্রিলক্ষ তারিণী ঃ ত্রৈলোক্যতারিণী
ত্রিষা ঃ তৃষা
ত্রিসক ঃ ত্রিশাখ, তিনশাখা (বা ফলা) যুক্ত
ত্রিশূলিয়া ঃ তেশিরা মনসা গাছ ?
থাকহে ঃ থাকে, থাকিবে
থানা ঃ অনড় স্থিতি ; ঘাঁটি
থুপি ঃ ছোট গুচ্ছের মতো। ~ কচু
থৈকর ঃ রাজমিস্ত্রি
দগড়, -ড়ি ঃ ঢাক বিশেষ
দগ্ধা তিথি ঃ অশুভ দিন
দঙ্ক ঃ দ্র° ডঙ্ক
দড়মসা ঃ ঢাক বিশেষ
দড়া- ঃ দৃঢ় কবা, মন স্থির করা
দণ্ড ঃ দণ্ডনায়ক, কোটাল। কালু ~
দণ্ডক ঃ প্রহার, শাস্তি। দণ্ডকের
দণ্ডপাট ঃ দণ্ডদাতা রাজার আসন
দণ্ডরায় ঃ দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, রাজা
দণ্ডি ঃ দ্র° ডিণ্ডি
দনা ঃ দমনক (গাছ ও ফুল)
দন্তী ঃ হস্তী
দফাল ঃ আস্ফালন
দব (৬৯) ঃ বনাগ্নি
* দরে ঃ মূল্য অনুপাতে
দরি ঃ নেয়ার
দর্ব্ব্য দবে (২৫৪) ঃ অত্যাচারীর অগ্নিকাণ্ডে
* দলিজ, -লী- ঃ দরদালান, তোরণ

দস্যুনি : দস্যু (নারী)
* দাগে (৯০) : দাগ দেয়
* দাগা : পোড়া ছাপ
দাড়া : বিকট দাঁত
দাণ্ড : দাঁড়
দাদু : দাদ। হাথ্যা ~
দাদুর : বেঙ
* দানীষবন্দ : বিচক্ষণ
দাপ : দর্প, তেজ-প্রকাশ
দাপনি : দর্পণ
দাবড় : দাপট, আক্রমণ
দাবা-গণ : বুনো লোক
* দাবা শিলি : বারুদপোরা গুলি, পটকা
* দামা : দামামা, বড় ঢাক
দামিনি : দ্রঃ দনা
দামুগণ : দ্রঃ দাবা-গণ
দারিদ্র : দরিদ্র
* দারু (১২১) : বারুদ
দাঁড়া : নাল দণ্ড। শালুক-~
দাঁড়া (২৬২) : বিকট দন্ত
দাঁত্যা (৭০) : দেওয়ালের উপরে ছাউনির আধার কাষ্ঠখণ্ড
* দিগারি : বিশেষ কর ; প্রাপ্য
দিঘ(ল) : দীর্ঘ, দৈর্ঘ্য
দিন-কৃতি : দিনকৃত্য
দিনমুনি : দিনমণি, সূর্য
দিনহংসা (=দিন-অংশা) : বেলা, দিবালোক
দিব্বি : দীব্য, শপথ
দিয়ার : দেওয়া হোক (১৯৫)। দিয়া (২৫৬)
দিশপাশ : চারপাশে স্থান
দিস, -সি, -সে : দিবস, দিবসে। দিসিদিস
দিসারু : দিক্‌নির্ণয়কারী
দীপিকা : জ্যোতিষগ্রন্থ বিশেষ
দুআতুরি : জুয়াচোর, শঠ। ~ লোক
দুইবটী, -বু- : দোপাটি ফুল
দুন্দল : ঢেউয়ের গর্জন
দুবরাজ : যুবরাজ
দুযা : দুই (পাশার চাল)
দুয়ারি : দারোয়ান
দুয়ালে : দ্রঃ দোয়াড়ি
দুরিত-কর্ম : পাপকর্ম
দুর্গা মেলা : চণ্ডীমণ্ডপ
দুর্গাবর : [নৌকার নাম]
দুর্ঘট-বৃত্তি : ব্যাকরণের বই শরণ-রচিত
দুর্বাবিষি : দুর্বাসা ঋষি
দুর্ব্বাক্ষত : দূর্বা ও ধান
দুলাল : ফুল বিশেষ
* দুলিচা : দুভাঁজ গালিচা
দুর্ব্বিল : দুরন্ত
দুসি : দূষিত
দে (১৪৪) : দেবতা
দেউটি, -টী : দীপ
দেকু : দেউক্, দিক
দেখাকু : দেখাউক, দেখাক
দেখায় (২৬০)) দেখাও
দেঘরা : দেবমন্দিরে নিযুক্ত পূজারী
দেড়ি : দ্রঃ ডেড়ি
দেয়াসিন : দেবমন্দিরে নিযুক্ত পূজারিণী
দেশমুখ : গ্রামের প্রধান প্রজা
দেষ (২১৮) : দাও, দিস্
দেহ(া)লা, -হারা : নবজাত শিশুর অবোধ হাসি-খেলা
দেহারা : দেবমন্দির
দৈব : অদৃষ্ট, ভাগ্য
দোখণ্ড : বাদ্য বিশেষ (বীণা জাতীয়)
দোখণ্ড (১২৩) : দ্বিখণ্ডিত
দোছোট : দো-পালটা
দোপাটা : দুই ভাঁজ (অথবা জোড়া) পরিধেয়

দোয়জ : দ্বিতীববাব
দোয়াজিয়া : দ্বিতীয়বার বিবাহিত (বর)
* দোয়া : আশীর্বাদ
দোয়াড়ি : দুই ফলা (বা কাঠি) যুক্ত। ~চেয়াড় বাণ
দোলপিণ্ড : দোল-মঞ্চ
দোলমাল : মালার মতো দোলানো
দোলা : মনুষ্যবাহ্য যান
দোহার (১০৮) : সহকারী গায়ক
দ্রুমিল্য : দ্রুমিল (অসুরের নাম)
দ্বত (৬৬) : দোয়াত
দ্বাদশ, দ্বায়াদশ : যোগীর লাঠি
দ্বিনা দুই : দিন দুই
ধড়ি, -ড়ী : পরিধান বস্ত্র
ধনঞ্জয় (৩৬) : অগ্নি
ধনি (৮৬) : ধন্য-ধ্বনি
ধনুক দেশনা : অস্ত্রবিদ্যা
ধন্যা : ধনে (শাক)
ধব : গুল্ম বিশেষ
ধর্মশূল : প্রসব ব্যথা
ধাউড়িয়া : দ্রুতগামী
ধাওনি : দ্রুতগমন
ধাওয়াধাই : দৌড়াদৌড়ি
ধাগালি : কাদা জমিতে বীজ ছড়াইয়া যে ধানের চাষ, আছড়া ধান
ধান (৪১) : দ্রুতগমন
ধান (৬৫) : ওজনের পরিমাণ বিশেষ
ধানকাটী (৭৫) : ধান কাটার কালে দেয় অতিরিক্ত কর
ধানঘর, -রা : গোলা-ঘর, মরাই-বাড়ি
ধানকী, -কি, -নুকি : ধনুর্ধারী যোদ্ধা
ধাবাড় (৮৭) : দ্রুতগামী সৈন্য
ধামাতিকরনি : ধর্মাধিকরণিক
ধার : ঋণ
ধারণী : শরীররক্ষা মন্ত্র, তাহার শক্তি
ধারণাবতী : প্রজ্ঞাবতী
ধারিণী (৯৭) : পৃথিবী
ধীষণ : ধিষণ, প্রজ্ঞা
ধুকড়ি : ছেঁড়া কাঁথা
ধুকুড়িয়া : এক জাতীয় সারস (কঙ্ক)
ধুতি : সাদা পরিধান বস্ত্র
ধুতি (৬, ৯০) : উপরি পাওনা, ঘুস
ধূলিকদম্ব : ফুল ও গাছ বিশেষ
ধুলিয়া : ধূলিময়
ধুসরি (মুহরি) : দুই সারি ছিদ্রযুক্ত (বাঁশি)
ধৃতিধর (৯৭) : অচলগিরি, হিমালয়
ধ্বনি ধ্বনি : ধন্য ধন্য
নই (১২৯) : নব্বই
নইল : না হইল
নক (২৬৫) : নখ
নখর-রঞ্জিত (খুবু) : নরুন
নগ : বৃক্ষ। নগেব কি শোভা
নগরিয়া, -র‍্যা : নগরবাসী
* নজদিগ : নিকট
নটিয়া, -ট্যা : নটে শাক
নঠ : বিনষ্ট
নড়- : সরিয়া যাওয়া, দ্রুত গমন কবা
নড়া : হাত (সমগ্র)
নড়ি : পথিকের লাঠি
নড়ি : জাতি বিশেষ (জীবিকা গালার কাজ)
নতিমান : বিনয়ী
নন্থা, নন্তা : নবজাতকের নবম দিনের অনুষ্ঠান
নদ (৮৭) : ব্রহ্মপুত্র
* নফর : চাকর, কর্মচারী
* নবাত : গুড়ের পাটালি
নম্ব্রবান : লম্বমান
নর্ত্তা : দ্র° নন্তা
নলিয়া গণিয়া : নল দিয়া মাপিয়া এবং গণনা করিয়া, যথেচ্ছভা

নসান : তীক্ষ্ণধার। ~কাটারি। ~দর্পণ। নসানের খুর।

নহয় : না হও

না : নৌকা। নাএ, নায়ে নায় (সপ্তমী-তৃতীয়া)

নাওড়া : নৌকা-শ্রেণী

নাইয়র : বিবাহিত নারীর পিতৃগৃহ

নাইয়া : নাবিক

নাকানি চেঙ্গি : নাকানি চোবানি

নাকার : বমনেচ্ছা

নাগা (৭৬) : ক্রোকের খরচা। নিবে ~

নাগেশ্বর : ফুল ও গাছ বিশেষ

নাচাড়ি : নাচের ঢঙ

নাগ্যা : লাগিয়া, জন্য

নাছ বাট : সদর রাস্তা (বাড়ির)

নাট : নৃত্য-অভিনয়

নাটা (৮১) : নাটাই

নাটা : ফুল ও ফল বিশেষ (রক্তবর্ণ)।

নাঠি (১৯১) : নাটা ফল

নাড়া : নেড়া। ~কৈল মাথা

নাড়ি : নাড়ির মতো দড়ি। দড় ~

নাতিন : পৌত্রী, দৌহিত্রী

নাথা নোথা : লাথি কীল

নাদন : বৃহৎ বৃক্ষ বিশেষ

নাদীয়া : হাঁকাইয়া

নান্দিমুখ : বিবাহ প্রভৃতি শুভকার্য্যের আদ্যকৃত্য বিশেষ

নাপ (৬৮) : লাফ

নাবড় : খলপ্রকৃতি

নাবরা : নিরামিষ ব্যঞ্জন বিশেষ

* নারেঙ্গ : ক্ষুদ্রাকার কমলা লেবু

নিউগী : নিয়োগী, রাজনিযুক্তের পদবী

নিউরিষ : বৃষ্টিহীন, সৈঁতসেঁতে নয়

নিকল- : নির্গত হওয়া

নিকষ শিল : কষ্টিপাথর

নিকারি চিঙ্গি : দ্র° নাকানি চেঙ্গি

নিক্ষত্রি : ক্ষত্রিয়বিহীন

নিক্ষেত্রি (৫৫) : অক্ষত্রিয়

নিগুড় (৮৪) : নিগড়, অর্গল, বেড়ি

নিঘ্ন : অধীন

নিচিন্দ : নিশ্চিন্ত

নিছ- : নির্মঞ্ছন করা, আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা করা (নারীকৃত)

নিছনি : নির্মঞ্জন বস্ত্র, গামছা ; প্রতিকার

নিজোজ- : নিয়োগ করা

নিত : প্রত্যহ, নিত্য। নিতে নিতে

নিতশাস্ত্র গাত : নীতিশাস্ত্রের পথ

নিত্য (১২৭) : নিত্যকৃত্য

নিত্যা : ধ্রুবস্থিতা। নিধি ~

নিত্যে (৬) : নৃত্য, নাটনীতে

নিদাঘ : প্রখর গ্রীষ্ম

নিদান : হেতু। সঙ্কট কাল (১৬০)

নিদোষ : দোষহীনতা

নিদ্রা-ভুলে : নিদ্রাবশে

নিধানি, -নী : ধান-বিহীন

নিন্দ- : নিদ্রা যাওয়া

নিন্দাযে : নিদ্রায় (অথবা নিদ্রা যায়)

নিপাতক : পাপী, অত্যাচারী

নিবাড়- : নির্বাহ হওয়া, শেষ করা

নিবন্ধ (৯২) : দৃঢ় সন্ধি

নিবস- : বাস করা

নিয়োজ- : নিয়োগ করা

নির্মোঞ্ছন, -ম : হাত মুখ ধোওয়া ; মান্য অতিথির আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা

নিশাচর-গণ : রাক্ষসগণ (পুরুষ)

নিশাচর-গুণি : রাক্ষসগণ (কন্যা)

* নিশান, -সা- : আঁক, চিহ্ন, রেখা

নিশাপতি, নিশীশ্বর : প্রহরী-প্রধান, কোটাল

নিষ্ঠা : ঠিকমত। বল ~ (১৫৯)

নিসন্ধ্যা : নিসিন্দে গাছ

নিসান ঃ সঙ্কেত ধ্বনি
নিষুতিনী ঃ নিষুপ্তকারিণী। নিদ্রা~
নীত শাস্ত্র ঃ নীতিশাস্ত্র
নীলকণ্ঠ (৩১) ঃ আরণ্য পশু বিশেষ
নুকাইল ঃ লুকাইল
নুকি ঃ লুক্কায়িত। কায়~
নুটি, -টী ঃ লুট
নুট-ঃ লুট করা
নুদ্য ঃ স্তবনীয়
নুনি ঃ ননী
নুন্যা ঃ লবণ ব্যবসায়ী।~ভণ্ড ঃ অসাধু লবণ বিক্রেতা
নেউট- ঃ ফিরিয়া আসা
নেকার ঃ দ্র° ন্যাকার
নেকু, নেগু ঃ লউক, নিক্
নেঙ্গুড় ঃ লেজ
* নেজা ঃ বর্শা
নেঠা ঃ ঝঞ্ঝাট
নেত ঃ রেশমি (ও উৎকৃষ্ট সুতি) বস্ত্র
নেত্রবন্ধ ঃ কানামাছি (শিশুক্রীড়া)
* নেব ঃ রোখালো, সাহসী।~কোটালিয়া
* নেমাজ ঃ নমাজ
* নেয়াল, -হালি ঃ নেযার
নেহাল- ঃ নিরীক্ষণ করা
নেহালী, -লী ঃ নবমল্লিকা
নৈবিদ্য ঃ নৈবেদ্য
নৈয় (২২৯) ঃ যদি না হয়
নৈয়া ঃ লইয়া
নৈরিত ঃ নৈর্ঋত
নোট (৮৩) ঃ লুট কর
নোনা বায় ঃ লবণার্দ্র বায়ুতে
নোয়াড়ি, -ঙ- ঃ গাছ বিশেষ (লবলী), তাহার ফুল ও ফল (অম্ল)
নোতন ঃ নূতন

ন্যাস (১৪৪) ঃ অঙ্গন্যাস
ন্যাস ঃ কাশিকা বৃত্তির টীকা জিনেন্দ্রবুদ্ধি কৃত
পউটি ঃ খাদ্য শস্যের পরিমাণ বিশেষ
পক্ষ (৫৬) ঃ পক্ষী
পঞ্চানি (২২৪) ঃ সুঠাম করা
পঞ্চম অবস্থা ঃ চরম দুর্গতি
পঞ্চক-জাত (৭৫) ঃ পাঁচ শতাংশ ইত্যাদি কর-সমূহ
পঞ্জিকা-টীকা ঃ মৈত্রেয় রক্ষিত রচিত তত্ত্বপ্রদীপ (কাশিকাবিবরণ-পঞ্জিকার টীকা)
পটুকা ঃ কোমরবন্ধ
পট্টি (৭৯) ঃ মোটা কঠিন বস্ত্র
পট্টিশ ঃ ফলা-যুক্ত বর্শা
পড়া ঃ পটহ, নাগবা
পড়ানা ঃ পাঠ্য বিষয়
পড়্যান ঃ বাটখারা
পডু (২২৯) ঃ পড়িও, পড়া হউক
পণ্ডা ঃ জ্ঞান
পৎসাত ঃ পশ্চাৎ
পদতালি ঃ পায়ে পায়ে ঠুকিয়া শব্দ
পর (৬৫) ঃ প্রহর
পর-রান্ধা ঃ অপরের রন্ধন করা
পরমাই, -মাঞি ঃ আয়ু
পরাজই (৯৭) ঃ পরাজয়
পরি (১৫৯) ঃ উপরি
পরিখায় (২৯৮) ঃ পরীক্ষায়
পরিঘ ঃ লৌহদণ্ড
পরিণাম (৯৭) ঃ যম
পরিবন্দ ঃ প্রবন্ধ, প্রকার, প্রচেষ্টা
পরিষ-, -স- ঃ পরিবেশন করা
পরিষ্ঠিত (১২৮) ঃ পরিবেশিত
পরিসন ঃ প্রশ্ন
পরিহ(া)র ঃ ক্ষমা
পর্কটি ঃ পাকুড় গাছ

পর্বদিশ ঃ পর্বের উদ্দেশ ; পর্বের দিবস
পর্বত্যা ঃ পাহাড়ে (ঘোড়া)
পলতা ঃ পটোল গাছের পাতা
পলা ঃ প্রবাল
পলাকড়া, -ড়ি ঃ পটোল
পলো ঃ জলে চাপিয়া মাছ-ধরার ঝুড়ি বিশেষ
পশে (১৭৯) ঃ উপভোগ করে
পশ্যাতোহর ঃ স্বর্ণকাব
পসর-, -শ- ঃ অগ্রসর হওয়া
পসরা ঃ (বহনযোগ্য) আধারে সজ্জিত বিক্রেয় দ্রব্য । ~কর- ঃ বিক্রয় করা
পশার, -সা- ঃ (বিক্রযের জন্য) হাটে বাজারে দ্রব্য, হাটে বাজারে দোকান শ্রেণী । মাংসের পসারে (৯১)
পসারী ঃ হাটে বাজারে পসার দিযা বিক্রযকাবী
পসলা ঃ বৃষ্টিব তড়পা
পাই ঃ ক্ষুদ্রতম মুদ্রা
পাউঁড়ি ঃ খড়ম, জুতা
পাক ঃ পাখা, পক্ষ
পাক ঃ ঘুরপাক, চক্রাবর্ত চক্রান্ত । ~নাড়া ঃ ঘুরপাক খাওয়ানো
পাকড়ি ঃ পাকুড় গাছ
পাকল ঃ রাঙা
পাকাল্যা ঃ পাকনাড়া, পাকদেওয়া, ঘোরানো
পাকাল্যা (৯২) ঃ বীরত্ব, পাইকগিরি
পাকি, -কী ঃ পাইক, পদাতিক । পাক্যে ঃ পাইক দ্বারা
পাখ (১২৪) ঃ পক্ষ
পাখর, -রি ঃ পাখি
পাখরিয়া, -খু- ঃ যুদ্ধ সাজে সজ্জিত (ঘোড়া)
পাখাজু ঃ পাখোয়াজ
পাগ ঃ মাথায় পরিবার সূক্ষ্ম বসন
পাঙশ (১২৬) ঃ পাঁশ
পাঙ্কাল ঃ পাঁকাল মাছ
পাছাড়- ঃ পিছন হইতে ধরিয়া আছাড় দেওয়া
পাছুড়ি ঃ উত্তরীয়
পাছুয়া- ঃ পিছু হাঁটা
পাজাত্যা ঃ বুনো শাক বিশেষ
পাজাল (কোদাল) ঃ দ্রঃ পাটুআ (কোদাল)
পাঞ্জলা ঃ অঞ্জলিবদ্ধ পাণি
পাট ঃ পট্টবস্ত্র । ~সাজ ঃ পট্টবস্ত্র সজ্জা
পাট (৬৬) ঃ গোলাকার বড় মৃৎপাত্র
পাট (৭০) ঃ কাদা অথবা ইঁটে গাথনির সারি
পাট-কথুবা ঃ চট, পাটের মোটা কাপড়
পাট-মাতা ঃ রাজরাণী
পাটন ঃ বাণিজ্য স্থান, বাণিজ্য কর্ম
পাটন (কাঁড়) ঃ ভূপাতিত কারী নিহননকারী
পাটলা ঃ ফুল বিশেষ
পাটা ঃ চওড়া । ফোঁটা (৭৬)
পাটি, -টী ঃ গ্রাম-সহরের পাড়া, হাটের সারি
পাটি, -টী ঃ ঘাস বা পাতায় বোনা আস্তরণ
পাটিকাল ঃ ইঁটের টুকরা
পাটী ঃ পাশার চালন-কাঠি
পাটী (১২৮) ঃ পরিপাটি
পাটুআ (কোদাল) ঃ কাদামাটি পাট করিবার কোদাল
পাড়ি (১১২) ঃ পাড়, টানা উচ্চ স্থান
পাড়ি ঃ তোসক, গদি । তুলি~
পাড়ি (২১৪, ২১৫) ঃ খেলার বাজি
পাতকালি ঃ শিশুক্রীড়া বিশেষ
পাতন (কাঁড়) ঃ দ্রঃ পাটন (কাঁড়)
পাতা সিজ ঃ পাতা-যুক্ত মনসা গাছ
পাতা- ঃ ব্যবস্থা করা । পাতাইয়া জাত
পাতি ঃ পত্র, চিঠি
পাতুলি ঃ পাতিবার বস্ত্র, আস্তরণ
পাত্যায় (২৯৩) ঃ বিশ্বাস করে
পাত্যারা ঃ বিশ্বাস স্থাপন
পাথরা ঃ পাথরের বা মাটির থালা
পাথী ঃ পেতে, ছোট পাত্র (বোনা)
পাদ্য ঃ পা ধুইবার জল (অতিথি অভ্যর্থনায়)

পান : তাম্বুল। [কর্মভারের চিহ্ন] ~দে- : কর্মভার দেওয়া। ~নে- : কর্মভার নেওয়া

পানত্রি : জুতা

পানা- : ধারাবর্ষণ করা

পানিকলা : ফুল বিশেষ

পানি সিউলি : ফুল বিশেষ

পানিন : পাণিনি (ব্যাকরণ)

পান্ত : জলে ভিজাইয়া রাখা

পাবড়া : ছোট কাষ্ঠদণ্ড

পারনা : ব্রত-উপবাস অন্তে আহার

* পামরি : সূচিকর্ম-অলঙ্কৃত

পারথি : প্রসবকারিণী ধাত্রী

পারা (১৩৫) : [কথার মাত্রা]

পার্থি, -থ্বি : দ্র° পারথি

পার্বনি (৭৫) : উৎসবকাণ্ড উপলক্ষ্যে দেয় কর

পালঙ্গ : পালঙ শাক

পালয়ানী : দ্রব্য কিনিয়া বাছাই করিয়া বিক্রয় ব্যবসায়

পালি (ত) : পোষা। তাড়সে উৎপন্ন। ~জ্বর

পাশা-সারি : পাশার ঘুটি ও কাঠি

পাশ-গাডু : পাশ-বালিস

পাশী (৯৭) : বরুণ

পাসগড়ি : দ্র° পাশ গাডু

পাসর-, -সু- : বিস্মৃত হওয়া

পাসলি, -সু- : পদাভরণ বিশেষ

পাঁকই, -কু- : হাজা (কীট)

পাঁচ- : (সৈন্য, চর) প্রেরণ করা

পাঁচ গা : পাঁচটা

পাঁচনি : প্রেরণ কার্য ; পাশার কাঠি চালানো

পাঁচার : পাশার দান বিশেষ, পাঞ্জা

পাঁজলা : পাঁচ ফলের নৈবেদ্য

* পাঁজা : রাজকর্মচারী বিশেষ, মোহর-রক্ষক

পাঁজি : গুটানো পুথি (লম্বা এক ফালি কাগজে লেখা)

পি- : পান করা

পিকু : কোকিল

পিছিলা : আগেকার। ~ধার

পিঙ্গল : অবহট্ঠ শ্লোক

পিচাষী : পিশাচী

পিঠাহারী : মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ (পিঠা বিক্রয়কারী)

পিড়- : পীড়িত হওয়া, পীড়ন করা

পিড়া : পিঁড়া, বসিবার পাটা

পিণ্ডিকা : বেদি

পিণ্ডিরা (১৩৮) : আনাজ বিশেষ

পিত (১২০) : পিত্ত

পিয়াল : বৃক্ষ বিশেষ

পিলুই : প্লীহা

পুজিয়া : পূজিতা। বলারু~

পুখুর-গাবালে : পুখুরের জলহীন গর্ভে

পুড়া : গোলাকার শস্যাধার। গহ্বর : নাসিকার ~ (২৬৬)

পুঞ্জি : একত্র করিয়া রাখা ; আঁজলা

পুটলি : পুটলি ; সমূহ। পুলুক~

পুড়্যাতি : শাক বিশেষ

পুতন্তি : পুত্রবতী

পুর (১৬২) : পুরোহিত

পুরহর : শিব

পুলুক : পুলক

পুলোমজা : ইন্দ্রপত্নী

পেটরাড় : গর্ভিণী অবস্থায় বিধবা

পেড়ি : ছোট বাক্‌শ, পেটিকা

পোড়গ তেল : কবিরাজি তৈল

* পোতদার : মুদ্রার কারবারী বেনে

পোতা : ভিত্তি ; ভিত্তি-ঘর কারাগার। ~মাঝি : কারাগারের প্রহরী

পোনা। বড় মাছের চারা

পোয়াল : খড়, খড়ের টুকরা

পোরোগ : দ্র° পোড়ক তেল

পৌটা : নাড়ি-ভুঁড়ি (চুনো মাছের)

পোটী ঃ দ্র° পউটি
প্রচেতা ঃ বরুণ
প্রতিজ্ঞা-পুরণ ঃ প্রতিজ্ঞা চুক্তি (ফুরন)
প্রতিয়াসে ঃ প্রত্যাশায়
প্রবোধ- ঃ প্রবোধ দেওয়া, জাগানো
প্রভাসিকা ঃ হেঁয়ালি
প্রমদ ঃ প্রমোদ
প্রমাণিক ঃ অপর্যাপ্ত, অগাধ
প্রসাধনি ঃ চিরুনি
প্রাণপিড়াসিল ঃ প্রাণি-বধকারী
প্রীয়াগ ঃ প্রয়াগ
প্লবঙ্গ(ম) ঃ ব্যাঙ
* ফজর ঃ প্রভাত
ফড়া ঃ পা (সমগ্র)
ফন্দ ঃ ফাঁদ, কৌশল
ফন্দে ঃ স্পন্দিত হয়
ফরকায় ঃ আস্ফালন করে
* ফরমানি ঃ হুকুম
* ফরিকাল ঃ বাহিনীর সৈনিক
ফাগুদোল ঃ বসন্তকালের দোল-উৎসব
ফাগ্রি-ফট্ট ঃ তুবড়ি বোমা
ফাফর (১০৩) ঃ নিঃস্ব, দুর্দশাগ্রস্ত
ফার (৯৮) ঃ চারদিক দেখা (শিকার কার্যে)
* ফিনি ঃ দ্র° ফেনি
ফুড়ি (৪০) ঃ ফাড়িয়া
ফুলঘর, -ঘরা ঃ ফুলের তোড়া
ফেকাতুড়ি, -তুণ্ডি ঃ ভেবাচেকা
* ফেনি ঃ বাতাসা
ফের ঃ কপটতা, প্যাঁচ
ফেরা ঃ ঘের, প্যাঁচ
ফোড়ায়া ঃ ফোড়ন দিয়া
বই ঃ ব্যতীত
বই (৫৪, ২৭১) ঃ তফাতে, বাইরে, পরে
বউলি ঃ কর্ণাভরণ বিশেষ
বউষের (৭৬) ঃ বসুর
* বকরি ঃ ছাগমেষ
বকাল ঃ বক্কাল, মদ তৈয়ারির মসলা
বগড়ি ঃ বকজাতীয় পক্ষী বিশেষ
বঞ্চ- ঃ কাল যাপন করা
বঞ্চ- ঃ ঠকানো, দুঃখ দেওয়া
বট (৬৬) ঃ ওজনপরিমাণ বিশেষ
বটলই ঃ পিতল কাঁসার মতো মিশ্রধাতু বিশেষ
বড় বাপ (১০৩) ঃ পিতামহ
বড়ি (১০৪) ঃ অতিশয়
বড়ান (৫০) ঃ মৃগ বিশেষ ?
বড়ালিয়ার ঃ জলদাস্যুর
বড়ানোর ঃ দ্র° বড়ালিয়ার
বত্তি (২১৬) ঃ দ্র° বিত্তি
বদ (২১৬) ঃ বাক্য
বদলাশে ঃ বদল আশায়
বন+ ঃ বনা। ~গবু, ~বরা, ~বাগ্যন, ~শঙ্খ
বনমালা ঃ পত্রপুষ্প-বিরচিত মালা
বনি ঃ ভগিনী
* বন্দ ঃ জোত দফা। বন্দে বন্দে
বন্ধুক ঃ বান্ধুলি ফুল
ববাই ঃ বাবুই ঘাস
বয়ান ঃ বদন
বর- ঃ বরণ করা, বন্দনা করা
* ববঙ্গ ঃ বরগো, শিঙ্গা
বরটা ঃ দ্র° বরাটা
বরদায় ঃ বরদাতা
বরা ঃ বরাহ
বরাটা ঃ তৃণ বিশেষ
বরুজ ঃ বোরজ (পানের)
বরুণ, -ণা ঃ বৃক্ষ বিশেষ
বরুতান ঃ মৃগ বিশেষ
বর্জি ঃ বেজি, নেউল
বর্তিকা ঃ পক্ষী বিশেষ

বল ঃ দাবা, দাবার ঘুঁটি

বলকা ঃ বকপংক্তি

বলদ, -দে নাদীয়া (৬৬) ঃ বলদ হাঁকাইয়া

বলনি (২৬৭) ঃ শোভা

বলা ঃ শাক বিশেষ

বলা- ঃ নিজেকে প্রচার করা

বলাগন ঃ দ্র° বলাগল

বলাগল (৯০) ঃ বলে অগ্রগণ্য

বলারু ঃ বলরূপা দেবী

বলিয়া ঃ বলবান

বল্কবাস ঃ বল্কল বসন

বল্কিক, -কী ঃ বীণা বিশেষ

বল্লালসেনিঞা ঃ বল্লালসেনের মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণকুলের অন্তর্গত

বহিয়া (১৩৩) ঃ অগ্রাহ্য করিয়া । সতিন ~

বহুআরী ঃ গৃহবধূ, পুরস্ত্রী

বহুড়ী ঃ অল্পবয়সী বধূ

বহুদিস ঃ বহুদিবস

বা ঃ বায়ু

বা- ঃ বাজানো । বাযে

বাইতি (৮১) ঃ বাদ্যকর, জাতি বিশেষ

বাইনানি ঃ বেনে-বউ

বাউঁড় (৭৫) ঃ দাদন, অগ্রিম খাজনা

বাওন ঃ আমন্ত্রণ-উপহার, বায়না

বাকলা ঃ চোকলা, খোলা

বাকস ঃ গাছ বিশেষ ও তাহার ফুল

বাকসনা ঃ ফুল বিশেষ, বক ফুল

বাকুড়ি ঃ আবাস গৃহ

বাখান (৬) ঃ প্রশংসা

বাখান- ঃ প্রশংসা করা

বাগহাতা ঃ দ্র° বাঘহাথা

বাগুরা ঃ পশুপক্ষী-ধরা জাল

বাগ্যান ঃ বেগুন

বাঘচালি ঃ শিশুক্রীড়া, বাঘবন্দি

বাঘনখ ঃ বাঘের নখ হার করিয়া পরা, অলঙ্কার

বাঘনলা ঃ ফুল বিশেষ

বাঘহাতা ঃ হাতকড়ি

বাঙন ঃ দ্র° বাওন

বাঙ্গালি (খেলা) ঃ লাঠি বা তরোয়াল ঘুরানো

* বাজেমহল ঃ বাজেয়াপ্ত

বাট ঃ পথ

বাট- ঃ ভাগ করিয়া দেওয়া । বাটা

বাটা ঃ কৌটা, বাটি (চেপটা)

বাটুল ঃ গুলতির গুলি

বাটুলা ঃ মটর কলাই

বাড়- ঃ বাড়ি মারা, আঘাত করা । বাড়িয়া ভাঙ্গিল

বাড়া ঃ সীমানার খুঁটি, বেড়া । লাঠি

বাড়ি, -ড়ী ঃ লাঠির আঘাত, প্রহার

বাড়ি (৭৬) ঃ ধান ইত্যাদি শস্য ধার দেওয়া (সুদ সমেত শস্যে পরিশোধনীয়)

বাত ঃ রোগ বিশেষ । ~খো

বাত-পত্র ঃ ব্যজনী

বাতা (২২৬) ঃ জোড় বা জোর দিবার জন্য সরু লম্বা পাত (বাঁশের অথবা ধাতুর)

বাথান ঃ গোঠ, গোরু রাখিবার উন্মুক্ত প্রশস্ত স্থান

বাথানিঞা (গাই) ঃ গর্ভধারণোৎসুক

বাথুয়া ঃ বেতো, শাক বিশেষ

বাদল ঃ অবিশ্রান্ত বর্ষণ, বর্ষার দিন

বাদিয়া, বাদ্যা ঃ বেদে, যাহাদের জীবিকা সাপ ধরা ও সাপ খেলানো

* বাদে (১৯০) ঃ ব্যতীত

বানা ঃ বিশিষ্ট চিহ্ন, লাঞ্ছন ঃ পতাকা

বান্দি ঃ চাকরানী

বান্ধিলো ঃ বেনো জমিতে যে ধান রোয়া হয়, বাঁধুলি

বান্ধুলী ঃ ফুল ও গাছ বিশেষ

বানিয়া, বান্যা ঃ বেনে । বান্যাজাল ঃ বণিকগণ

বান্যানী ঃ বেনের নারী

* যাবে (৭৫) ঃ দফায়

বামাখি (২৫১) ঃ বাম অক্ষি ?

বায় (৬) : বাহে, (নৌকা) চালায়
বায় (৫১) : বাজায়, বাজানো হয়
বায়তি : দ্র° বাইতি
বার (৪৫) : প্রকাশ্য রাজসভা
বার-: মন্ত্র বলে করা। বারিলে (১৮২), বারিলেক
বারমাসী : বৎসরব্যাপী
বারসিঙ্গা : শাখাযুক্তশৃঙ্গ হরিণ বিশেষ
বারণ : হস্তী
বারা : জলপূর্ণ বড় ঘট, কলসী (পূজার)
বারাটি : দ্র° বরাটা
বারি : জলপূর্ণ ছোট ঘট (পূজার)
বারি : বাহির
বার্তন : শুভ সংবাদ, আমন্ত্রণ বার্তা
বার্তন : বেতন, বৃত্তি। ~ভূমি : চাকরান জমি
বার্তাকী : বেগুন
বারাাল : বাহির হইল
বালাতি : বালপুত্রবতী (বিধবা)
বালিকড়া : মাছ বিশেষ, বেলে ?
বালিঘ(া)ট : গঙ্গায় আত্মহত্যা
বালুড়ি : কলা তাল ইত্যাদির কাণ্ড হইতে উদ্ভূত দীর্ঘপত্র
বাল্যে (৯১) : বালীকে
বাল্যের (৯১) : বালীর
বাশী : কুড়ুলের মত একপ্রকার ছেদন অস্ত্র, বাস
বাসুধনু : ইন্দ্রধনু
বাসুলি : চামুণ্ডা
বাস-: অনুভব করা
বাস (১০১) : সুগন্ধ। বাসে (২৭) : গন্ধে
বাসন্তিকা : ফুল বিশেষ
বাসব : ইন্দ্র
বাসাড়ি : অস্থায়ী নিবাসকারী
বাসি : পূর্বদিনে প্রস্তুত
বাসি, -সী : দ্র° বাশী
বাসুলি-পাতা : চণ্ডী (বা চামুণ্ডা)-সাজ (নৃত্য)
বাহুলা-: উর্ধ্বে তুলিয়া ঘোরানো

বাঁজ, -জি, -ঝি : বন্ধ্যা (নারী)
বাঁট-: ভাগ করিয়া দেওয়া
বাঁটা (১৩৫) : অংশ, ভাগ
বাঁশগাড়ি : ভূসম্পত্তি দখল লইবার কালে দেয় কর
বিঅনি : ব্যজনী
বিকটাল : বিটকাল, বিশ্রী
বিকনি : বিক্রয়
বিকল্প পানি : ঔষধ মিশানো জল
বিগতি : দুর্দশা
বিচ-: বাতাস করা
বিচ(া)-বোকা : বীজনিষেকের জন্য পালিত পাঁঠা
বিচার : বিচার করা
বিচেতা : বুদ্ধিভ্রষ্ট
বিছন-পুড়া : বীজধানের গোলা (গোলাকার)
বিছাড়ি (৫৮) : উচ্চাটন
বিজ : বিচি, বীজ
বিজাতি : দ্র° বিজাড়ি
বিজুত : দীপ্তি, সৌন্দর্য
বিজু-বন : মরুকান্তার, নির্জন অরণ্য
বিজ্ঞান (২) : অসৎ জ্ঞান
বিট্টানি : পাঠান গোষ্ঠী বিশেষ
বিড়(া) : (পানের) খিলি। ~বান্ধা, ~বিন্ধা : খিলি করা (পান)
বিড়ঙ্গ : ভৈষজ্য উদ্ভিদ বিশেষ
বিত্তি : পাশার দান বিশেষ
বিতা : বিত্ত, ধন
বিদ : গুটি, দানা। ~দাড়ি : ডালিম দানা। ~মালা : পুঁতির মালা
বিদণ্ডা : বিতণ্ডা, বিবাদ
বিদু : পাশায় দান বিশেষ
বিনয়-মাতন : বিনয়ে খুশি। ~ঐরি
বিপথি : কুমার্গগামী
বিপণ্ডিকা : ক্রীড়া আমোদ
বিপাক : বিপদ

বিমরিষ : চিন্তা

বিমর্ষিয়া : বাছিয়া, বিচার করিয়া

বিম্বু(ক) : পাকা তেলাকুচা (ফল)

বিয়নি : দ্র° বিঅনি

বিবতি : বৃহতী গাছ ও ফুল

বিবকালি : যুদ্ধকালোচিত

* বিরাদর : ভাই, আত্মীয

বিরিঞ্চিকা : দ্র° বিপঞ্চিকা

বির্তি বার্তন : বৃত্তি বেতন

* বিলাত (৬) : একের পদে অন্যের নিয়োগ, একের সম্পত্তিতে অপরকে অধিকার দান

বিশংস (৪৫) : অধন্য

বিশা দরে : কুড়ি হিসাবে

বিশাই : বিশ্বকর্মা

বিষলাঙ্গলিয়া : ফুল বিশেষ

বিষালাক্ষী : চণ্ডী , মনসা

বিসঙ্কট : বিষম সঙ্কট

বিসসোলা : ফুল বিশেষ

বিহাণ বিকাল : সকাল সন্ধ্যা

বীজপূর : লেবু বিশেষ

বীরকালি : দ্র° বিরকালি

বীরঘড়(া) : বীরসমূহ

বীরধড়ি : মল্লের অধোবাস

বীরঢাক : জয়ঢাক

বীরপুঙ্গ : বীরপুঙ্গব

বীরবানা : বিজয়-পতাকা, বিজয়ী মল্লের লাঞ্ছন

বীর-বালা : মল্লের (যোদ্ধার) বুস্তের ভূষণ

বুড়-: ডুবিয়া যাওয়া

বুড়ি : পাঁচগণ্ডা। কড়ি ছয়~

বুল-: ঘুরিয়া বেড়ানো

বুহিতাল : পোতাধ্যক্ষ , নৌসার্থ

বুহিত, -ত্র : ·োযান

বৃহন্নল : অর্জ্জুন (যিনি স্ত্রীরূপে বৃহন্নলা)

বেউচ : দ্র° বেঙচ

বেউস্যা : বেশ্যা

বেকলা : চাকলা, টুকরা। কুমুড়ার~

* বেগর : বিনা

বেঙচ : বৈঁচি গাছ ও ফল

বেঙতড়কা : মণ্ডুক-প্লুতি ; বেঙের লাফানো

বেঙ্: : প্রস্থ, ব্যাস

বেঙতড়পা : দ্র° বেঙতড়কা

বেঙ্গা : বঙ্গ ধাতুর খাদ মিশানো। ~পিত্তল কাঁসা

বেজক মুরলিযন্ত্র : বাঁশ-নলের পিচ্চকারি

বেজা, -ঝা : লক্ষ্য (বিঁধিবার)

বেটনা : পাগড়ি, কোমরবন্ধ , আসবাব

বেড়াবেঁড়ি : চারিদিক ঘিরিয়া

বেতণ্ডা : বিবাদ, বিতণ্ডা

বেদপথি : শাস্ত্র-অনুগত, শুদ্ধাচারী

বেদুয়া : জারজ

বেনন : বিনুনি করা

বেনা : গন্ধতৃণ বিশেষ

বেনি : বাঁশের বাঁশি

বেনি (২১৬) : বেণীসংহার নাটক

বেপারি : সওদাগর

বেবাজ : শুল্কহীন। ~হাট

বেবুসা : বেস্যা

বেভার : কুটুম্বিতা-ব্যবহারে উপহার

বেয়াজ : ছল

-বেরি : বার। পাঁচ~

* বেরুনিঞা,-য়া : দিন-মজুর

বেরুণে (৬৭) : বেরুনিয়াগিরিতে

বের্থ : ব্যর্থ

* বেলক : খনতা, খনতা-বাণ ; সেই অস্ত্রধারী পাইক

* বেলকি, -কী : বেলক-বাণধারী যোদ্ধা

বেসা-: কেনা-বেচা করা

বেসারি : বেসন, চূর্ণ অথবা বাঁটা মসলা

বৈজা : দ্র° বেজা

বৈল : বলিল

বোআলি, -লা- ঃ বোয়াল মাছ
বোকা ঃ মদ্দা ছাগল, পাঁঠা
বোড়া-ধার ঃ ভোঁতা
বোধন ঃ নিদ্রাভঙ্গ করা (অনুষ্ঠান)
বোনে (১২৩) ঃ ছড়ায়
বোরজ ঃ পান-চাষের ছায়া মণ্ডপ ক্ষেত্র
বোল- ঃ কথা বলা
বোল-ঃ ঘুরিয়া বেড়ানো
বোলান ঃ কথাবার্তা
ব্যভার ঃ আচরণ
ব্যাজ ঃ বিলম্ব
ব্য(য়া)জ ঃ মুনাফা, লাভ
ব্যান্যা ঃ বান্যা, বেনে
ব্যারায় ঃ বাহির হয
ব্যালিস ঃ বিয়াল্লিস , বহুসংখ্যক
ভক্তিনিত ঃ নিত্য ভক্তি, ভক্তিনীতি
ভদ্রকলা ঃ ফুল বিশেষ
ভম (২১৯) ঃ ভ্রমণ কর
ভমরিভূষণী ঃ ভূষিতা ভ্রামরী (যোগিনী)
ভরা ঃ নৌবাণিজ্য-পণ্য
ভা-ঃ ভালো লাগা। ভায়
ভাঙ্গড়-মতি ঃ ভাঙখোরের মতো বুদ্ধি যাহার
ভাচা ঃ ধান ভানিয়া চাল করা (উপজীবিকা)
ভাট ঃ স্তুতি-পাঠক
ভাট্যারি ঃ ভাটিয়ালি গান
ভাণ্ড( )-ঃ ঠকানো
ভাণ্ডরি ঃ ছল বাক্য, ছল ব্যবহার
ভাণ্ডারি ঃ কোষাগারের কর্মচারী
ভাণ্ডীর ঃ বৃন্দাবনের এক বটবৃক্ষ
ভাদালী, -লিয়া ঃ গাঁধাল গাছ
ভান-ঃ ধান হইতে চাল করা
ভাবন ঃ হাবভাব
ভারই ঃ পক্ষী বিশেষ
ভারদ্বাজি ঃ বুনো কাপাস ও ফুল
ভারাবতারণ ঃ ভার-হরণার্থে অবতার
ভারি ঃ যাহা লঘু নহে ; সমৃদ্ধ ; মুটিয়া
ভালুকা ঃ একজাতীয় বাঁশ
ভাস ঃ পক্ষী বিশেষ
ভাস্বতী ঃ জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থ বিশেষ
ভাঁগের ঃ ভাঙের
ভাঁড়া ঃ সম্বল, মূলধন
ভাঁড়ে (১২৭) ঃ ঠকায়
ভাঁতি ঃ বাহ্যাকৃতি
ভিড়- ঃ চাপা, চাপানো
ভিড়ন ঃ ভিড় করা, সঙ্গে যাওয়া
ভিনঞি ঃ ভিন্ন-ই
ভিন্দিপাল ঃ অস্ত্র বিশেষ (হাতে অথবা নলে তীরে ছোড়া, তীরে কিংবা গুলভাইয়ে পাথর ছোঁড়া
ভুক- ঃ বিদ্ধ হওয়া
ভুখণ্ডি ঃ দ্রঃ ভুষণ্ডি
ভুঞ্জা-, -ঞ্জা- ঃ খাওয়ানো
ভুজ্যা ঃ ভোজ্য ; ভুজ্যি
ভুঞা ঃ ভূমিজ, আদিবাসিন্দা
ভুনি ঃ রেশমি বস্ত্র
ভুব-ভার , পৃথিবীর ভার
ভুমিচাম্পা ঃ ভুইচাঁপা ফুল
ভুরুকুণ্ডা ঃ ভুরুণ্ডী ফুল (Heliotropium Indicum)
ভুষণ্ডি, -স- ঃ অস্ত্র বিশেষ (অগ্নিনিক্ষেপক ?)
ভূতশুদ্ধি ঃ পূজার আরম্ভে পূজারী কর্তৃক দ্রব্যাদির (পঞ্চভূতের) শোধন ক্রিয়া (মন্ত্রপড়া)
ভৃগুবংশ ঃ পৌরাণিক আখ্যানগ্রন্থ (অজ্ঞাত)
ভৃগুসুত ঃ শুক্রাচার্য
ভেউর (৫০) ঃ ফেউ, হেঁড়েল
ভেট ঃ সাক্ষাৎকার, উপায়ন। ~ ঘাট ঃ ভেটঘাটা
ভেটা ঃ ভাঁটা, শিশুক্রীড়ায় কাঠের গোলাকৃতি খণ্ড
ভেটা ঃ পক্ষী বিশেষ
ভোক ঃ ক্ষুধা
ভোঙরা-বাত ঃ অঙ্গ-কাঁপা বাতব্যাধি

ভোট ঃ পাহাড় দেশের কম্বল (মূল্যবান)
ভ্রময় (১৩১) ঃ ভ্রমণ করে
মঅাল ঃ দ্র° ময়াল
মউর ঃ বিবাহ-অনুষ্ঠানে কন্যার মুকুট
* মকদ্দম (৭৭) ঃ মখ্‌দুম, মহাশয়
মকরকেতু ঃ কামদেব
মকুট ঃ মুকুট
মখ ঃ যজ্ঞ
মঙ্গল- ঃ (অভ্যর্থনায় ও বিদায়ে) মঙ্গল অনুষ্ঠান করা (সধবা নারীর দ্বারা)।
মট (৭১, ৭৪) ঃ মঠ
মণিবান্যা ঃ জহুরি
মণ্ডল ঃ মুখ্য প্রজা
মণ্ডলি ঃ মুখ্য প্রজার অধিকার
মণ্ডলিয়া ঃ মুখ্য প্রজার প্রাপ্য (তোলা)
মদগুর (=মুদ্‌গর) ঃ মুগুর
মদন ঃ ফুল বিশেষ
মধুমাস ঃ চৈত্র
মধুরি ঃ মৌরি
মনাই, -ঞি ঃ মনোজ্ঞ
মনুহারি ঃ মনোহর
ময়নাগুড়ি (২১৬) ঃ শিশুক্রিয়া বিশেষ
ময়াল ঃ সমীপবর্তী স্থান
মরাই ঃ ধানের গোলা (গোলাকৃতি নয়)
মরুজ ঃ দ্র° মুরজ
মরুবক, মরুয়া ঃ গাছ ও ফুল বিশেষ
মর্কটি ঃ মাকড়সা
মল বাঁকি ঃ বাঁক মল
মলি (২২) ঃ অঙ্গ-মলা
মর্ঝিক ঃ মল ?
মল্লিকা জোড় ঃ জোড়া মল্লিকা, বেলফুল
* মসহাত, মসাত ঃ জরিপ
মসার (১৮৭) ঃ পান্না, নীলা
মসারী জালি ঃ জালের মসারি

* মসিদ ঃ মসজিদ
মসীপত্র ঃ কালি ও দোয়াত, কালির দোয়াত
মস্করা (৮২) পূজা-উৎসব উপলক্ষ্যে উচ্ছ্রিত বংশদণ্ড ; সন্ন্যাসীর দণ্ড
মস্যা (দই) ঃ দ্র° মহিষা
মহত (১২) ঃ মহত্ত্ব
* মহলা (৯৪) ঃ মহড়া
মহাকড়া,-কাল্যা ঃ মাকাল গাছ
মহাপাত্র ঃ রাজমন্ত্রী, রাজপারিষদ
মহামত্ত (৯৫) ঃ মাহুত
মহিষা,-সা ঃ মহিষ-দুগ্ধজাত, মহিষ-চর্মনির্মিত
মহাঁজসি ঃ বড় জ্যোতিষী
মহীলতা ঃ কেঁচো
মহীষিয়া ঃ মহিষচর্ম নির্মিত
* মাইসর ঃ বছরের প্রথম মাস, অগ্রহায়ণ
মাকন্দ ঃ আম
মাগু ঃ ভার্যা। মাগুর ঃ ভার্যার
মাচিয়া, -ছিয়া ঃ (বসিবার) চৌকি, মঞ্চ
মাছাত্যা ঃ মেছেতা
মাজকুড়া (৬৬) ঃ মধ্য শিখর
মাজ্যা ঃ গৃহতল
মাঝি (৮১) ঃ জাতি বিশেষ
মাঝি ঃ দ্র° পোতা
মাঝ্যা ঃ দ্র° সাজ্যা
মাঞ্জ ঃ মাঝা, কোমর
মাটি(য়)া ঃ মাটির জলপাত্র
মাটীয়া ঃ জাতি বিশেষ
মাড়ুয়া ঃ ছোট ছোলার মতো কলাই
মাতা ঃ মত্ত (হস্তী)
মাতুলি ঃ মাতলি (ইন্দ্রের সারথীর নাম)
মাতুলী ঃ মামী
মাতুলুঙ্গী ঃ বড় লেবু
মাতে (১৪০) ঃ খুশি হয়
মাত্রি ঃ মাতৃ, মাতা

মাথা-মউড়ি : সদ্যোবিবাহিতা মুকুট পরা (মেয়ে)

মাত্রিকা : মাতৃকা, চণ্ডীর সহায়ক দেবীবৃন্দ

মান : ওজন, পরিমাণ (৬৫)। পরিমাণ বিশেষ (২৭৬)

মান : মান-কচু

মান্দারি : মাদার গাছ

মায়িক (২৯০) : মায়া-ঘটিত। ~শয়নে

মায়্যা : স্ত্রীলোক। ~দেবতা (২৮৮)

মারাটা : জাতিবিশেষ, মারাঠা

মার্কণ্ড : মার্কণ্ডেয়

মাল (৬৬, ৮৪) : পালোয়ান, যোদ্ধা, মল্ল

মাল (৮১) : জাতি বিশেষ, সাপুড়ে

মালতী (২১৭) : মালতীমাধব নাটক

মালম (৮৫) : মল্লবিদ্যা

মালশাট, -সাট : মল্লের আস্ফোট

মালুম-কাঠ : নৌযানে দিশারির দাঁড়াইবার স্থান

মাশ, মাষ : মাংস

মাসরা, -ড়া : মাসিক দেয় (বৃত্তি, বেতন)

মাহুত : হস্তিচালক, হস্ত্যারোহী সৈনিক

মাহুর : তীব্র বিষ

* মিঞা : মুসলমান ভদ্রলোক

মিত : মিত্র

* মিরাস : নিবাস

মু : মুখ। মুঞে : মুখে। মুঞের : মুখের

মুকুলিকা : পুষ্পমুকুলাকৃতি কর্ণাভরণ

মুগদি : বোকা মেয়ে

* মুগরি : মুসলমান শ্রেণী বিশেষ

মুটকি : মুঠা। মুঠ্যে : মুঠায়

মুঠকামুঠকি : ঘুঁসাঘুঁসি

মুঠকী : দ্র° মুটকি

মুঠি (৬৬) : হাতল

মুড় : মাথা

মুড়া (৬৯) : মূল

মুড়া : মুণ্ডিত ; প্রান্তহীন (কাপড়)। ~ সিজ : পাতাহীন মনসা গাছ

মুড়াইল : দ্র° মুণ্ডাইল

মুড়ালী (৭০), মুড়াল্যা : সৌধের অথবা নৌযানের শীর্ষ ; চূড়াকার কেশবন্ধ

মুড়া পাকি (৮৬) : অগ্রগামী সৈনিক

মুড়্যাতি : শাক বিশেষ

মুণ্ড- : মাথা নেড়া করা, কামানো

মুণ্ডাইল (২৬৭) : মণ্ডলাকারে একত্রিত

মুতি : মুক্তা

মুতিয়ার (৬৬) : মুক্তাছড়া

মুথা : ঘাস বিশেষ ও তাহার মূল

মুদন : চালের মাথা। এক মুদনের

মুদ্রা (২১৭) : মুদ্রারাক্ষস নাটক

* মুনসীব : কাজ দিবার কর্তা

মুনি : =মণি। নৃপ~ ; দিন~

মুনিকায় (৭৯ ; =মূলিকায়) : জড়িবড়ির ব্যবহারে

মুরগার চড়া : মুর্গাঘাসের ছিলা

মুরজ : পাখোয়াজ মৃদঙ্গের মতো বাদ্য বিশেষ

মুরারি (২১৭) : মুরারি মিশ্রের অনর্ঘরাঘব নাটক

মুর্গাগুণ : দ্র° মুরগার চড়া

মুল্লিকা (২০১) : শঙ্খিনী

মুসারি : মশারি

* মুসহাতে (১০০) : দ্র° মসহাত

মুস(া) : ইঁদুর। ~মাটি : ইঁদুর মাটি

মুসুলি : টিকটিকি

মুহ- : মুগ্ধ করা

মুহান : মোহানা

মূর্বা : দীর্ঘ ঘাস বিশেষ

মূলা- : পাইকারি ভাবে দর করা

মৃকণ্ড-নন্দন : মার্কণ্ডেয়

মৃত্তিকা-শঙ্কর : মাটির গড়া শিবলিঙ্গ

মেঙ্গদি : মেহদি গাছ

মেচলা : মোরছল, ময়ূরের পেখম

মেটা- : মিলিত করা, লাগানো

* মেধা (৩১) : গ্রামের প্রধান, মিরধা

মেনি : রাঙা-মুখ বাঁদর
মেলা : সমাগম, মিলিত হওয়া
মেলা (১৩৮) : প্রচুর
মেলা পাড়া : (মল্লক্রীড়ায়) আঁকড়িয়া ধরা ও আছাড় দেওয়া
মেলান, -নি : ছাড়িয়া যাওয়া, বিদায়, বিদায়-ব্যবহার
মেলি : মিলিয়া, মিলিত ; একত্র
মেলে (৪২) : সঙ্গে
·মো : মোহ
মোকা : শূন্যগর্ভ ? ~নারিকেলেতে (৪৫)
মোকাম : নিবাসস্থান
মোচলা-: মোচড়ানো
* মোজা (৮১) : গোড়তোলা জুতা
* মোললা : মোল্লা
মোহন-প্রবন্ধ : ভুলাইবার প্রচেষ্টা
মোহিতা (২৬৯, ২৯৭) : =মহিতা, পূজিতা
মৌর : ময়ূর
মৌল : মহুয়া ফুল
যজ্ঞজুষা : দ্র° যজ্ঞঘোষা
যজ্ঞঘোষা : যজ্ঞের শক্তি (প্রতীক)
যমধর : দ্র° জমধর
যাত্রিক : শুভযাত্রা লক্ষণ
যুগ : যুগল। ~মুটকি
যোগনিদ্রা : দ্র° মায়িক শয়ন
যোগপাটা : যোগাসনে বসিবার বন্ধনী (যোগী সাজ)
রইঘর : নৌযানের কেবিন
রক্ষিত : মৈত্রেয়-রক্ষিত, তন্ত্রপ্রদীপ ও ধাতুপ্রদীপের রচয়িতা
রগড় : দ্রুততাল। বাজায় রগড়ে
রগড়ি : রঙীন। ~ কাঁঠি
রঘু : রঘুবংশ কাব্য
রঙ্ক : নিঃস্ব, ক্ষুধার্ত
রঙ্কিণী : চামুণ্ডা
রঙ্গ : রঙ। করে ~ (৮০)
রঙ্গ : শিকার ক্রীড়া। ~বধে। ~রসে
রঙ্গন : গাছ বিশেষ ও ফুল। রঙীন
রঙ্গা- : খুসি করা
রড় : দ্রুতগতি, দৌড়
রতি : ওজনের মাত্রা
রত্নাকর (২৯৯) অগাধ বিদ্বান, (গুরু)
রথাঙ্গপাণি : বিষ্ণু
রদ : হাতির দাঁত
রন্ধন-খাঁচর : দ্র° খাঁচর
রমণ : পতি
রম্ভাত্বক : কলা গাছের ছাল, পেটো
রয় (২০৫) : বেগ, তীব্রগতি
রসপানা : রক্ত পানীয়
রসবাস (৩৮) : [গর্ভিনীর সপ্তম মাসের অনুষ্ঠান]
রসান দর্পণ, রসের দাপনি : কাচের আরসি, সেই রকম উজ্জ্বল পাথর
রহা- : থামানো, আটকানো
রা : শব্দ, ডাক
রাউত : অশ্বারোহী যোদ্ধা
রাক (৮৮) : রক্ষা
রাকাপতি : পূর্ণচন্দ্র
রাখাশী : রাখাইতেছ
রাঙ্গি (২০৬) : রাঙা জামা, আঙ্গিয়া
রাজভাট : রাজার স্তুতিপাঠক (জীবিকা)
রাড় : বর্বর। লোকে বলে ~ (৬৪)
রাণ্ড, -ণ্ডী : বিধবা, অনাথা বিধবা
রাতা : রক্তবর্ণ
রাম-কুড়্যা : রামের কুটীর
রায়বার : দ্র° রাজভাট
রায়বাঁশ : বর্শফলক-যুক্ত লাটিয়ালের লাঠি
রায়বাঁশ্যা : বর্শাফলকযুক্ত লাঠিয়াল যোদ্ধা
রায়বেনি (=হয়বেনি) : ঘোড়ার উপর বাদ্যভাণ্ড
রায়ত : দ্র° রাউত
রায়া(া)টি : মার্বেল (পাথর)
রাঁকা : নির্ধন
রিজু : ঋজু, সরল

রিতু ঃ ঋতু
রিন ঃ ঋণ
রিসি, -সী ঃ ঋষি
রিস্বমুখ, -শ্ব- ঃ ঋষ্যমূক
রুই-মুণ্ডা ঃ রুই মাছের মুড়া
* রোজ (৬) ঃ দিনমজুরি
লআ ঃ দ্র° লোআ
লকু ঃ লউক
লখ- ঃ লক্ষ্য করা, মন করা
লঙ্ঘ- ঃ লঙ্ঘন করা, অত্যাচার করা
লণ্ডে ভণ্ডে (৭৮, ৮২) ঃ জবরদস্তি করিয়া
লবণিঞা ঃ লবণ বিক্রেতা
লসান ঃ দ্র নসান
নাড়ু গঙ্গাজল ঃ গঙ্গাজলি নাড়ু
লাজ-হোমি, -হুমি ঃ খই দিয়া হোম
লাজের (৪৮) ঃ লেজের
লাল (৬ =নাল) ঃ চাষের জমি
লুকি ঃ অদৃশ্য। ~ কায
লুবধ ঃ লুব্ধ চার (শিকারে)
লেক ঃ রেখা, দাগ। কুশের ~
লেখা-জোখা (২০) ঃ হিসাব পরিমাণ
লেঙ্গুড় ঃ লেজ
লেঠা (৮২) ঃ ঝঞ্ঝাট
লো ঃ চোখের জল
লোআ ঃ ছোট গাছ বিশেষ
লোট- ঃ লুট করা
লোন ঃ লবণ
লোহ ঃ চোখের জল
* লোহানি ঃ পাঠান গোষ্ঠী বিশেষ
শকুল ঃ শোল মাছ
শঙ্খিনী ঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর সুন্দরী নারী ; শঙ্খধারিণী অপদেবতা
শরভ ঃ মৃগবিশেষ ; অষ্টপদ কাল্পনিক জীব
শাকিনী ঃ চণ্ডীর অনুচরী যোগিনী নায়িকা (অন্যতম)
শাল ঃ শল্য, নিদারুণ বেদনা
শালভঞ্জি ঃ পুত্তলিকা
শালুক-নাড়া ঃ শালুকের নরম ডাঁটা
শিউলি ঃ খেজুর গাছের রস করে যাহারা (মুসলমান)
শিখরি ঃ শিখর , পর্বত
শিখি ঃ অগ্নি, অগ্নিশিখা। ময়ুর
শিঞে ঃ সেলাই করে
শিপ ঃ কোশাকুশি
শিল : তুবড়িতে নিক্ষিপ্ত গোলা
শিশ ঃ মাথার অগ্রভাগ। শিশেতে (সপ্তমী)
শীতল ঃ ঠাণ্ডা ফল ও পানীয়। ~জোগাব (২৮৫)
শীধান্ত ঃ সিদ্ধান্ত
শুণ্ঠ ঃ সুঁট, শুখনো আদা-জাতীয় শিকড়
শুভ ভেদ ঃ বিশুদ্ধ উচ্চারণ, বৈদিক স্বর
শুখান ঃ শুষ্ক জলাশয়। শুখানর (ষষ্ঠী)
শুয়া ঃ শুক পক্ষী
শূল ঃ বেদনা, প্রসববেদনা
শূলী ঃ শিব
শোড় ঃ ষোড়শ
শ্রীকালি (২৭৭) ঃ শৃগালী
শ্রীফল ঃ বেল
শ্রুতিপালি, -পাত (২৭৭) ঃ কানের পাতা
শ্রুপ ঃ যজ্ঞকার্যে ব্যবহৃত কাঠের হাতা। শ্রুপের (১৩)
ষড়সী ঃ ষোড়শী
ষাঠ্যারা ঃ নবজাতকের ষষ্ঠ দিনে আঁতুড়ঘরে কৃত্য
ষুর্গপ্রস্থ ঃ স্বর্গপ্রস্থ ? স্বর্ণপ্রস্থ ?
সইন্য ঃ সৈন্য
* সইবানা ঃ সামিয়ানা
* সওয়ার ঃ অশ্বারোহী
সকটা ঃ শিশুক্রীড়া বিশেষ
* সকলাত, -ল্লাথ ঃ পশমি বস্ত্র
সক্ষর নিশান ঃ স্ব অক্ষর চিহ্ন
সগড় ঃ শকট
সঙ্কল- ঃ চুকানো, শেষ করা
সঙ্কুল- ঃ একত্র জড় করা

সংক্রায়ন ঃ সংক্রান্তি
সঙ্গতি ঃ উপায়, সম্বল
সজ ঃ সজ্জ, দ্রব্য (বিক্রেয়)
সণ্ঠান (২০৯) ঃ সংস্থান, অবস্থা
সঞ্জমদীক্ষা ঃ সংযম-উপদেশ
সতজনে (৬৩) ঃ সৎ ব্যক্তিকে
সতবর্গ ঃ গাছ বিশেষ
* সদর ঃ রাজভাণ্ডার
সতা, সতিন, -তীন, -তিনি ঃ সপত্নী
সত্ত মা(তা) ঃ সৎ-মা
সদা (৬৬) ঃ সওদা
সদাগতি ঃ বায়ু
সদাবরি ঃ গচ্ছ ও ফুল বিশেষ, শতাবরী
সদায় ঃ সদাই
* সনাকত (১৯৬) ঃ অবহিত
সন্ততি (১৭৯) ঃ পুত্রজন্ম
সন্তল(ন) ঃ সাঁতলানো
সন্ধান (১০২) ঃ সংযোগ, জোড়
সন্ধিবৃত্তি ঃ (ব্যাকরণে) সন্ধিসূত্রের ব্যাখ্যা
সন্ধিমূল ঃ (ব্যাকরণে) সন্ধি-সূত্র
সপ্তশতী ঃ (১) সাকণ্ডেয়-চণ্ডী ; (২) হালের গাথাসপ্তশতী ও গোবর্ধনের আর্যাসপ্তশতী কাব্য
সপ্তশলা ঃ সপ্তশলাকা, জ্যোতিষিক রেখাচিত্র (শুভক্ষণ বিচারের জন্য)
সপ্তস্বরা ঃ সপ্ততন্ত্রী বীণা
* সফর ঃ বিদেশে বাণিজ্যকর্ম
* সফর-খান ঃ বাণিজ্য যাত্রায় আস্তানা
* সফরিয়া ঃ বিদেশে হইতে আমদানি
সভাজন ঃ সভায় সমবেত ব্যক্তি
সভান (৩০১) ঃ সকলকে
সমসর ঃ সমান, তুল্য
সমভাষা ঃ দ্র° সম্ভাষা
সমা ঃ বৎসর
সমাসিকা (২১৬) ঃ 'কাশিকা' পঠিতব্য
সমিহিত ঃ সমাহিত
সম্বর- ঃ সংবরণ করা
সম্বিধান ঃ বিবেচনা
সম্ভাপোনা ঃ সম্ভাবনা
সম্ভায়্যা ঃ প্রবেশ করিয়া
সম্ভাষা (৬) ঃ (প্রীতি ও কুশল) সম্ভাষণ
সম্মোহিন ঃ সম্মোহন
সয়চান ঃ বাজপাখি
সরট ঃ কৃকলাস
সরভ ঃ দ্র° শরভ
সর্বজান ঃ সর্বজ্ঞ
সসাজ ঃ সাজ সমেত
সসারু ঃ খরগোস
সহ(া)- ঃ সাধা- (আনুষ্ঠানিক)
সহিন্য ঃ সৈন্য । সহিনো (তৃতীয়া-সপ্তমী)
সংজমনিপুর ঃ যমালয়
সাগাতিয়া (৩৪) ঃ সাঙ্গা-করা
সাঙাল ঃ পাটের বোনা ? দ্র° সাঁঙলি
সংহার-ঃ ধ্বংস করা, খাওয়া
সাঙ্গ ঃ মানুষের সাহায্য । পাঁচ সাঙ্গের পাথর ঃ পাঁচ জনে যাহা বহিতে পারে
সাঙ্গাতিন ঃ সখী
* সাঙ্গি ঃ সঙ্গীন ।
সাজনুনি ঃ লম্বাটে, রঙ শাদা এক রকম ধান
সাঞি ঃ শমী (বৃক্ষ ও ফুল)
সাট ঃ সট্ সট্ শব্দ
সাড়া মারিয়া ঃ নিঃশব্দে
সাতনল, -লা ঃ পাখি-ধরা আঠাকাঠি
সাতাচারি (২১৬) ঃ শিশুক্রীড়া বিশেষ
সাতাধুলি (২১৬) ঃ শিশুক্রীড়া বিশেষ
সাতা নয়া ঃ সাত নয় অর্থাৎ তেষট্টি । ~ বন্দে : ~রঙ্গে
সাদ (৫৪) ঃ সাধ, বাসনা
সাধ, -দ ঃ নবম মাসে গর্ভিণীর অনুষ্ঠান
সাধ- ঃ নির্বাহ করা

সাধন ঃ ঋণশোধ। ~লইবে বিলম্বিত

সাধুয়াল ঃ বাণিজ্য ব্যবসায়

সাধে, ধ্যে, -ধ্বে ঃ সাধুকে

সাধ্বানি ঃ সাধুর স্ত্রী

* সান (৭০) ঃ পাথর বাঁধানো। ঘাট~

সান-ঃ সন্নদ্ধ করা। সান্যা, সানে

সানা-ঃ শাণ দেওয়া। সানায়্যা

* সানা ঃ তাঁতের চিরুনি

সানা ঃ থানাদার পাইক

* সানাকব ঃ সানা-নির্মাণ ব্যবসায়ী

সানা-ভাত (৭৫) ঃ থানাদার পাইকের ব্যয় বাবদ প্রজার দেয় কর

সানাতি (১৮৮) ঃ টের, জানান

* সানি ঃ সানাই

সান্তল-ঃ সাঁতলানো

সান্ধাইল ঃ প্রবেশ করিল

সাবক ঃ পক্ষী বিশেষ

সাপঙসে ঃ আঘাতফলে

সাম ঃ শামা বাক্য

সাম্ভা ঃ প্রবেশ করা

সায় ঃ শেষ

সায় (২৩১) ঃ সম্মতি, স্বীকৃত

সায়ড়া ঃ শেওড়া গাছ

* সায়বানি ঃ সামিয়ানা যুক্ত

সার-ঃ বাগানো গুছানো, প্রস্তুত করা

সারলা ঃ চণ্ডী, সারদা

সারি (৪৫) ঃ কচু বিশেষ

সারোর ঃ সারিকা পাখির

সাল ঃ শল্য। শোক-~

সালিকা ঃ শালিক পাখি, সারিকা

সাঁচনা ঃ প্রস্তুতি, প্রস্তুত

সাঁজ ঃ সন্ধ্যাদীপ

সাঁজড় ঃ দ্র° সাঁজুড়-

সাঁজুড়-ঃ একসঙ্গে বাঁধা (বহনের জন্য)

* সাঁজাকুড়া, -চা- ঃ মধ্য-কুণ্ড (ভারসম)

সাঁঞি ঃ শমী বৃক্ষ

সাঁড়ক ঃ খড়ের ছাউনিতে আড়ানির নীচে দীর্ঘ বাতা (বাঁশের খণ্ড)

সাঁতর-ঃ সুখে দিন কাটানো

সাঁতল(ন)-ঃ সাতলানো

সাঁপুড়া ঃ হাতবাক্স

সাঁভা-ঃ প্রবেশ করা

সিঅনি ঃ সেচপাত্র

সিখিবাণ ঃ অগ্নিবাণ

সিদ্ধি বানান ঃ যুক্তাক্ষর (লিপি)

সিঙ্গাদার ঃ শৃঙ্গবাদক

সিপ ঃ কোশাকুশি

সিমন্তক ঃ স্যমন্তক

সিমুলি ঃ শিমুল গাছ

সিয়াকুলি ঃ সেঁয়াকুল

সিয়াড়া ঃ দ্র° সায়ড়া

* সিরিনি ঃ সিন্নি

সিলী ঃ হাউই ?

সিংহনাদ (১৪) ঃ শিঙাধ্বনি

সিংহনাদ (৮৪) ঃ যোগীর আভরণ, বিশেষ

সিংহলিয়া ঃ সিংহলের লোক

সিংহা ঃ শিঙা

সীঙলি ঃ শিউলী-রঙা ? দ্র° সাঙলি। ~গামছা (২৮৫)

সুকুতা ঃ শুখনো শাকের ব্যঞ্জন

সুঘট্ট ভয়ঙ্করি ঃ ঘোর আতসবাজি

সুণ্ট ঃ শুঁট

সুন ঃ কুকুর। সুনের তনয়

সুপ ঃ পাতলা ডাল (ব্যঞ্জন)

সুভট্ট সঘনে ঃ দ্র° সুঘট্ট ভয়ঙ্করি

সুভাসিত (৮৩) ঃ সুব্যবস্থিত, সুশাসিত

সুয়া ঃ শুক পক্ষী

সুয়ের (১৯৩) ঃ প্রিয় পত্নীর

সুর ঃ দেবতা

* সুরানি ঃ পাঠান গোষ্ঠী বিশেষ

সুশুক : শুশুক

সুসণ্ডিত : সুনির্বাচিত। ~শরধনু

সুস্থিক (৭৫) : স্বস্তিপ্রাপ্ত

সুড়া : সঙ্কীর্ণ পথ, সুড়ঙ্গ

সূর্য্যমণি : ফুল বিশেষ

সেআড়ি : ফল ও বৃক্ষ বিশেষ

সেজি : শয্যা

সেবতি : সেঁউতি ফুল

সেল : দ্র° শেল

* সেলামী (৭৫) : অতিরিক্ত খাজনা (বায়নার মতো)

সৈলক : সজারু

সোন-পাট : শণ ও পাট

সোয়াগ-দরপে : সৌভাগ্য দর্পে

সোলস্যা : ষোড়শবর্ষীয়া

সোলপা, -ফা : সুলপো শাক

* সোলেমালী : দ্র° ছিলিমালী

সৌগণ : শুঁড়িরা

সৌল পোনা : শোল মাছের ছানা

স্থল (৬১) : স্থালী, পাত্র

* স্পানী : ইস্পাহানী, পাঠান গোষ্ঠী বিশেষ

স্ফন্দন : স্পন্দন

স্বহায় : সহায়

স্বহায়ন : সাহায্য ; পূজা

স্ব(া)হায়নি : সাহায্যকারিণী, সহায়শক্তি

স্বেতবন্ধ : সেতুবন্ধ

স্ব(ম)স্মর : দ্র° সমসর

স্মরণ-হুলাহুলি : দেবতা স্মরণ পূর্বক আনন্দধ্বনি

স্মরহর : শিব

স্যামলতা : ফুল বিশেষ

হকু : হউক

হট : জেদ, অকারণ বিরোধ

হড়পি : বাক্স বিশেষ

হব্য ঋষি (১৮৭) : হব্যাদ ?

হরিড়া : হরীতকি

হরিসন : আনন্দ

হলিক : চাষা, কৃষাণ

হস্তিকের : হাতির। ~শুভ

হাই-হামলাতি (১৩৩) : আমলকী তৈল

হাকিনী : চণ্ডীর যোগিনী অনুচরী বিশেষ

হাজ- : জলমগ্ন হইয়া শস্যাদি নষ্ট হওয়া

* হাজরা : হাজার সৈন্যের নায়ক, রাজকর্মচারী বিশেষ

হাজা- : জলমগ্ন করাইয়া শস্যাদি নষ্ট করা

হাট-ঘরা : হাটের ঘর

হাটুয়া : হাটে ক্রয়বিক্রয়কারী

হাড়-খাল : সঙ্কীর্ণ জলপথ

হাড়ি : হাড়কাট

হাড়িয়া : প্রকাণ্ড। ~তাল

হাণ্ডিয়া : প্রকাণ্ড। ~চামর

হাত্যারা : হস্তিপালক

হাথবাগা : হাতকড়া

হাথ-সান : হাতছানি

হাথি-কড়া : হস্তিশাবক

হাথি-ঘড় : হস্তিবাহিনী

হাথ্যা : বৃহৎ, হাতির মত। ~দাদু

হাদি : গাঁজ, জলজ তৃণগুল্ম

হান- : আঘাত করা, ধ্বংস করা

হানিঞা : হানা দিয়া, সবলে ঢুকিয়া

* হানু : খাবারের দোকান। ~ঘাটে

হাব্যাস : ব্যাকুল অভিলাষ

হামার : শস্যাগার

হালা : [সংখ্যাসমষ্টি-বাচক শব্দ] চারি ~খড়ে

হার : অনুপাত। হারে মাপ্যা দিল

হারুয়া : পরাজিত

* হাল-বাকি : উপাস্থিত ও বাকি-পড় প্রদেয়

হাল্যা : হেলে গোরু

হাসন (৬৬) : হাস্য (অথবা, হাস্য করিল)

হিঙ্গ : হিঙ (বৃক্ষনির্যাস, মসলা)

হিনচা, হিলিঞ্চা ঃ হিংচা শাক

হিরামুঠি ঃ হীরা বাঁধানো ডাঁটি

হীরাধার ঃ হীরার মতো কঠিন ধার

হুড় (৮২) ঃ অত্যাচারী

* হুদয়া, -দু- (৭১, ৭৬) ঃ অনাথমণ্ডপ

* হুনি ঃ পাঠান গোষ্ঠী বিশেষ

হুলা- ঃ লোলাইয়া দেওয়া

হুলাহুলি, হুলুই ঃ উলু-উলু ধ্বনি

হেকুচি ঃ হেঁচকি

হেতু-অন্তরায়-গতি ঃ সৃষ্টি ও সংহার কর্তা

হেদে ঃ [সম্বোধন সূচক]

হের, -রো ঃ [মনোযোগ আকর্ষণকারী অব্যয়]

অশুদ্ধি-সংশোধন

ভূমিকা ও অন্যান্য অংশে পৃষ্ঠা ও ছত্র উল্লিখিত, মূল গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা যথাক্রমে পদ ও ছত্র নির্দেশক। বন্ধনী-মধ্যে অশুদ্ধ শব্দ।

ভূমিকা	পৃষ্ঠা	৭	ছত্র	২৯	উপাখ্যান (উপাখান)
,,	,,	৮	,,	৩১	চেষ্টা (চেষ্ঠা)
,,	,,	৯	,,	৪	ভাঁড়ু (ভঁড়ু)
,,	,,	৯	,,	১১	শচী (শাচী)
,,	,,	১০	,,	১৫	ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মাণ)
,,	,,	১৮	পাদটীকার সংখ্যা ১		
,,	,,	২৮	ছত্র	২১	মুকুন্দের (মুকুন্দরামের)

১[১] বাখানে (বাঘানে)
৪[১৮] অধিষ্ঠান (অধিষ্টান)
৬[১৩] রায়জাদা (রামজাদা)
৮[২] পরমপুরুষ (পরমপুনুষ)
৯[৩৭] ইঙ্গিত (ইঙ্গিত্ত)
২৩[১৮] অত্সী (অতনী)
২৫[৩৬] মুচ্‌কুন্দে (মুচকুন্দে)
[৪৮] করয়ে (কবয়ে)
৩১[২০] পসারে (পাসরে)
৩৩[২৩] পবনে দশন (পবন দশনে)
৪০[৩২] গৌরী (গোৗরী)
৪৬[২] ভগবতী (ভপবতী)
[১৩] কৃপাময়ী (কুপাময়ী)
৪৬[৩০] কিঙ্কিনী (কিঙ্কিনী)
৫০[১১] চিন্তিবে (চিন্তিবে)
৫২[৩] পাঁজি (পাজি)
৫৪[২৮] পাড়ে (পড়ে)
৬৩[৩০] ত্রিপদী (ত্রিপদী)
৭৯[১] বাঘের (বাদের)
৮০[৭৫] জত (জেও)
৯০[১] চিন্তেন (চিস্তেন)

৯২[২] বল (ষল)
৯৫[২] চড়ক (চোউক)
[৫০] কুরুণ্ডক (কুরুওক)
১০১[৭] পাপিষ্ঠ (পাপিষ্ঠ)
১০৯[২৪] কাঁড়ির (কাড়ির)
১১৪[১১] পরমান (পবমান)
১২৪[২২] মস্তেশ্বর (মস্তেশ্বর)
১২৮[৬] খুড়া (খুড়্য)
১৩৫[১৬] ভুনি (ভুমি)
১৪০[২১] অধিষ্ঠান (অধিষ্টান)
১৪১[১৭] ঢাল (চাল)
১৪৭[১৩] চাপাঢান (চাঁপাডাল)
১৫৫[২১] ভাঁড়ু্‌দত্ত (ভ'াড়ু্‌রদত্ত)
১৯২[২৮] শ্রীকবিকঙ্কণ (শ্রীকবিকঙ্কর্গ)
২০৭[২৬] ক্ষেম (ক্ষোম)
২০৮[৯] বাড়ি বাড়ি (রাড়ি রাড়ি)
[২৯] চন্দন-চৌক পুরে (চন্দন চৌকপুরে)
২২০[২১] জুখিয়া (জুখিকা)
পৃষ্ঠা ১৩১ পদ সংখ্যা ১২৮ স্থলে ২২৮ হইবে।
২৩০[৩৭] ভাজিবে রাই সরিসা (আনিবে বাইশ বিসা)
২৫১[৩৭] পূজার (পজার)

২৫৫[৯] বৈরিভাব (বৈয়িভাব)
২৫৮[১০] -বাজে (-ব্যজে)
২৬৮[১৫] নিবারয়ে (নিবাচয়ে)
২৬৯[১৮] করি তবাস (করিএ বাস)
২৭০[৫] চোড়িরে (চোঙরে)
২৭১[১৬] পন দুই (দুইপণ)
[৩৫] টাবা (টাকা)
২৭২[১২] বহু দিস (বহুদিন)
২৭৩[২০] -খাচর (-খাচার)
[২৫] লহনার (জহনাব)
২৭৭[২৮] বিশেষে (বশেষে)
২৭৮[১১] ভানুর (ভামুর)
[১৩] কর্ণে (ফর্ণে)
[১৬] ঝলমলি (কলমলি)
২৭৯[১৫] করী (কবী)
২৮০[১৮] বলিলু (বিলিলু)
[২০] বিরচয়ে (-বিবচয়ে)
২৮২[৬] থুয়্যা (খুয়্যা)
২৮৩[১০] সারি (সায়ি)
২৮৫[৩১] গোপীনাথ (পোপিনাথ)
২৮৮[১৭] জাবকের (পাবকের)
২৮৯[৪৪] করিল (করিস)
২৯১[৬] বাড়ি (কড়ি)
[১০] নাইয়র (মাইয়র)
[১৭] খাঁখার (খাঁখর)
২৯৪[১৭] ফলমূল (কলমূল)
২৯৬[৩৬] -গর্বিত (-পর্বিত)
[৫১] জলযন্ত্র (জলচন্দ্র)
২৯৭[২২] অনন্ত (অনন্ত)
[৩৪] করিয়া (করিষা)
৩০৩[২৯] -ভূমের (-ভুবের)
[৩০] বন্দিয়া (বন্দিরা)
৩০৭[১] রত্নাম্বক (রত্নাত্মক)
৩১৩[১৪] পাপমতি (পাপসতি)
৩১৪[১৬] জাত (জার)
[২৭] পশে (পাশে)
৩১৯[৩] পরীক্ষা (পরীক্ষা)
৩৩২[২] সানাতি (সালাতি)
৩৩৬[৮] পরীক্ষা (পরীক্ষ্যা)
৩৪৪[৩] শিবে (শবে)
৩৪৭[২৯] যোজনেক (যোজনেক)
৩৫৬[১৫] [১৮] বাদ যাইবে
৩৫৭[৩২] বারণ (চারণ)
৩৬৭[৩৪] ঢোকনিএগ্রা (চোকনিএগ্রা)
[৫৬] বিরচিল (বিব্রচিল)
৩৬৯[২] কুঞ্জরে (কুঞ্জয়ে)
[৩] নিরয় (নিবয়)
৩৭০[৫] বাজে (রাজে)
৩৮৪[৩] ব্রহ্মা (ব্রুহ্মা)
৩৮৯[১৪] খেলায় সদাই (সদাই খেলায়)
৩৯০[১৭] অনুরাগ (অব্রুরাগ)
৩৯১[১৩] স্তন (স্তন)
৩৯৩[২] ক্রোধে (ব্রোধে)
৩৯৫[২৮] রঘুনাথে (রধুনাথে)
৩৯৬[২৬] আহড়ে (আছড়ে)
৩৯৭[২৩] প্রাণ (প্লাণ)
৩৯৯[১০] অপমান (তাপমান)
৪০২[৬] শণ (শন)
৪০৯[১৫] পুত্র (গুত্র)
৪১২[৮] বিসঙ্কটে (বিসঙ্কটে)
৪১৬[২৭] ধ্রুবধামে (ধ্রবধামে)
৪৩০[১৫] লক্ষ (লহ)
৪৩১[২১] সুমিত্রা (মুমিত্রা)
৪৪৪[১০] ঢোকনিএগ্রা (চোকনিএগ্রা)
[১২] শূন্যা (শুএগ্রা)
৪৪৬[১৩] নাস (নাশ)
৪৫১[২২] নৃপতি (তৃপতি)
[২৩] কোতোয়াল (কোতোযাল)

৪৫৫[১০] কোন (কেনে)
[৩২] জন্ম (জম্ম)
[৪১] [বর্তি] ([বাতি])
[৫৭] ঢঙ্গ (চঙ্গ)
[৬২] তরঙ্গ-(তুরঙ্গ)
[৯৭] ভয়ঙ্করা (ভয়ঙ্গরা)
৪৭২[৯] শিলা (শিশা)
৪৭৫[১৯] ব্রতের (ব্রুতের)
৪৮৫[১৬] খণ্ডা (-ঘণ্ডা)
[১৮] মহামায়া (মহামময়া)
৪৯৫[১০] চাকে (ঢাকে)
৫০১[১৭] -ছিণ্ডা (-ছণ্ডা) ,
৫০৪[৫১] তসর (তনর)
৫০৫[৩] আতিক্ষেপে (আতি ক্ষেপ)
৫০৯[১] স্মণ্ডরনে (স্মণ্ডবমে)
৫১৬[২৫] সম্ভ্রমে (সম্ভ্রমে)
৫২৮[৬৯] নিমন্ত্রণ (নিমম্লণ)

পাঠান্তর ও মন্তব্য

পৃঃ ৩১৭ পাদটীকা ৩৯ দ্বাবিংশ (ঝাবিংশ)
পৃঃ ৩৫০ ঐ ৩৮১ খুল্লনার (শুল্লনার)
পৃঃ ৩৬১ ঐ ৫৩২[৪] রিপোর্ট (রিপেট)

শব্দার্থ

পৃঃ ৩৬৬ আবরিয়া ঃ আবৃত করিয়া (অনাবৃত করিয়া)
পৃঃ ৩৭১ খেজাড়ি ঃ পাত্র ভরা খাদ্য (মুড়ি)
পৃঃ ৩৮৫ বটলই ঃ কাঁসার বাসন (পিতল কাঁসার মতো মিশ্রধাতু বিশেষ)
পৃঃ ৩৯২ মোকা ঃ (শসা) মুক্ত (শূন্যগর্ভ ?)
পৃঃ ৩৯২ রম্ভাতক (রম্ভাতাক)
পৃঃ ৩৯২ লাঠিয়ালের (লাটিয়ালের)